গ্রীষ্মের দাপদাহে শহুরে জীবন বিবর্ণ। হঠাৎ কাল বৈশাখী ঝড় আসার আগে যেমন আকাশ কালো মেঘে গুমোট হয়ে যায় তেমনি গুমোট হয়ে গেল। সাদা পাঞ্জাবি, আর কালোর মধ্যে সাদা চেক বিশিষ্ট লুঙ্গি পরিহিত পৌঢ় লোকটি চোখ তুলে একবার আকাশ পাণে তাকালেন। হঠাৎ করে পরিবেশ

গুমোট হওয়ার কারণ সে ধরতে পারলেন না।

শহুরে অঞ্চল হওয়ায় এখানে বিদুৎ চলে আসছে অনেক আগে। রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ইলিট্রিক খুঁটিগুলো সদর্পে। পৌঢ় লোকটি বিদ্যুতের খুঁটির দিকে তাকিয়ে শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। তার বাড়িতে কিংবা তার গ্রামে এখনো বিদুতের খুঁটি পর্যন্ত যায়নি, তাই এই গরমের

দিনে তাকে আর তার পরিবারকে অনেক দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পৌঢ় লোকটির চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল কোথাও মট করে গাছের মগডাল ভাঙার আওয়াজে।ঝড় আসার আগে আকাশে মেঘ গুরুম গুরুম শব্দে ডেকে উঠল। পরপর বাতাস শুরু হলো। বাতাসের বেগে গাছের মগডাল ভেঙে পড়ছে দূর ওই মাঠে। আর তার সাথে পৌঢ় লুকটির লুঙ্গি

বাতাসে উড়তে লাগল। লুঙ্গি উড়তে উড়তে সেটা উঠে গেল হাঁটুর কিছুটা উপরে। লুঙ্গি চেপে ধরে পৌঢ় লোকটি আশ-পাশ একবার ভীত চোখ বুলিয়ে নিলেন। যখন দেখলেন কেউ নেই, ঢোক গিলে ভয় হজম করে, লুঙ্গি সামলে হাঁটা ধরলেন সামনের দিকে। কপালে তার বিরক্তির ভাঁজ। গরমের কারণে বাড়ি থেকে বের হতে চাচ্ছিলেন না,

গ্রামের তুলনায় শহরে গরম বেশি তাই তিনি এই জায়গায় আসতে একটু দেনামোনা করছিলেন। যখন সৈয়দ বাড়ির সবার বড় কর্তা এবং সোসাইটির মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি সৈয়দ আজমাল আলী নিজের ছোট ছেলে সৈয়দ সোহেদ আহমদকে দুপুরে পাঠালেন একটি চিঠি দিয়ে তখন তাকে না চাইতে রাজী হতে হলো। চিঠি বললে ভুল

হবে একপ্রকার হুমকি! সেই হুমকির ভয়ে পৌঢ় লোকটি আর চেয়ে না করতে পারেননি, মিনমিন করে সোহেদকে জানিয়ে দিলেন সময় মতো পৌঁছে যাবেন সৈয়দ বাড়িতে। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে গালি দিলেন সৈয়দ বাড়ির সবাইকে। গালি দেওয়ার পরপর আবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, ভালো করে দেখলেন কোনো মানুষ আশে-পাশে আছে

কিনা! যখন নিশ্চিত হলেন নেই আরো দুটো গালি দিয়ে দিলেন আজমল আলীকে।

পৌঢ় লোকটি ধীর পায়ে হাঁটায় সৈয়দ বাড়ির মেইন ফটকের সামনে পৌঁছাতেই শুরু হলো ধুলো ঝড় সাথে উত্তাল-পাত্তাল বাতাস। একহাত দিয়ে নিজের লুঙ্গি হাঁটুর কাছে চেপে ধরে, অন্যহাত দিয়ে মাথা ঢেকে দৌড়ে গিয়ে প্রবেশ

করলেন দু-তলা বিশিষ্ট সৈয়দ বাড়িতে।ভিতরে প্রবেশ করতেই সৈয়দ বাড়ির সকলের দৃষ্টি পৌঢ় লোকটির দিকে স্থির হলো। লোকটি মৃদু হাসার চেষ্টা করে সোফায় বসা আজমল আলীর উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন,”স্লাম-আলাইকুম!

সামনে বসা আজমল আলীর রুঢ় গলার আওয়াজ ভেসে আসলো। বয়সের ভারে শরীর নরম হয়ে

আসলে ও সৈয়দ বাড়ির বড় কর্তা হিসেবে গলার স্বর যতেষ্ট রুঢ় ও স্পষ্ট। পৌঢ় লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে বললেন,”স্লাম-আলাইকুম কি? সুন্দর করে সালাম করো—বলো আস-সালামু আলাইকুম।পৌঢ় লোকটি কথা বাড়ালেন না। চোখ নিচের দিকে মার্বেল টাইলসে স্থির রেখে দ্বিতীয়-বারের মতো সালাম দিলেন। এবার

আজমল আলীর উত্তর ভেসে আসলো ওয়ালাইকুমুস-সালাম বলে। অতঃপর রাশভারী কণ্ঠে বললেন,”বসো।

বিনীত স্বরে বললেন নাকি আদেশ দিয়ে বললেন পৌঢ় লোকটি ঠিক বুঝলেন না। চুপচাপ গিয়ে সামনের একটি সোফায় বসলেন। চোখ তুলে সামনে তাকাতেই চোখের মণির মধ্যে আবদ্ধ হলেন সৈয়দ বাড়ির

বড় পুত্র সৈয়দ হেলাল আহমদ। তার পাশে চুপচাপ মাথায় ওড়না টেনে বসে আছেন তার স্ত্রী লিপি খান। উনার পাশেই চুপচাপ বসে আছে তাদের দু-পুত্র। বড় ছেলে সৈয়দ জায়িন হেলাল ও ছোট ছেলে সৈয়দ আরশ হেলাল। দুজনের মুখ থমথমে। বড়জনের বয়স চৌদ্দ এবং ছোট জনের বয়স বারো।হেলাল সাহেবের ঠিক সামনে বরাবর বসে

আছেন এ বাড়ির দ্বিতীয় পুত্র যাকে হাড় কিপটে বলে চেনা যায়, তার নাম সৈয়দ নাছির উদ্দিন। উনার পাশ ঘেঁষে বসে গম্ভীর মুখ বানিয়ে আছেন উনার স্ত্রী নাজমিন চৌধুরী। এই দম্পতির দু-কন্যা। বড় কন্যা সৈয়দা ইসরাত নাছির এবং ছোটো কন্যা সৈয়দা নুসরাত নাছির। বড় মেয়ের বয়স সাড়ে আট বছর আর ছোট মেয়ের বয়স সাত বছর।

আল্লাহর রহমতে উনার একার দু-মেয়ে, আর কারোর মেয়ে নেই। ছেলে না থাকার কোনো দুঃখ নেই, কারণ উনি উনার দু-মেয়েকে এই ছোট জীবনে ছেলেদের মতো ট্রিট করে বড় করছেন। সৈয়দ বাড়িতে আর মেয়ে না থাকার কারণে, আজমল আলীর কাছে একটু বেশি আদরের এই দু-বোন।

মাঝ বরাবর সোফায় বসে আছেন সৈয়দ বাড়ির তৃতীয় পুত্র সৈয়দ শোহেব আহমদ। যার পাশ ঘেঁষেই বসে আছেন উনার স্ত্রী ঝর্ণা বেগম, ও এক সন্তান। সেই সন্তানের নাম সৈয়দ ইরহাম শোহেব। যার বয়স সাত!

ঝর্ণা পাশ ঘেঁষে বসে আছেন রুহিনী। সৈয়দ বাড়ির ছোট সদস্য সৈয়দ সোহেদ আহমদ এর

সহধর্মিণী তিনি। যার এক সন্তান সৈয়দ আহান নাওফিল। বয়স মাত্র দুই।ড্রয়িং রুম জুড়ে বসা সবার মুখ একবার করে দেখে নিলেন পৌঢ়। সৈয়দ হেলাল আহমদ ছাড়া সবার ভাবগতি ভালো কিন্তু উনার মুখে ভেসে উঠছে স্পষ্ট বিতৃষ্ণা। এই বিতৃষ্ণা কীসের জন্য তার কারণ আঁচ করতে ব্যর্থ হলেন পৌঢ় লোকটি!

কাশির শব্দে চোখ ফিরিয়ে তাকালেন সামনে বসা আজমল আলীর পাশে বসা মেহেরুন নেছা মায়ার দিকে। আজমল আলীর স্ত্রী, যার কথা ছাড়া সৈয়দ বাড়ির রান্না ঘরের একটা মশলার কৌটা এদিক-ওদিক হয় না।

আজমল আলী স্ত্রীকে কাঁশতে দেখে হাত বাড়িয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। স্ত্রীকে মোলায়েম কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করলেন,”মায়া কি হয়েছে? বড় শখের নারী মেহেরুন নেছা উনার। যৌবন কালে অত্যাধিক সুন্দরী হওয়ার ধরুণ অনেক পুরুষের রাতের ঘুম হারাম হওয়ার কারণ ছিলেন মেহেরুন নেছা নামক এই রমণী। আর এই অত্যাধিক সৌন্দর্যের কারণে আজমল আলী সেই যে ঊনিশ দশকে আটকে ছিলেন মায়াতে আর এখনো

আটকে। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে হাতের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে কিন্তু সৌন্দর্য আগের তুলনায় একরত্তি ও কমেনি। তার এই সৌন্দর্যে ভাগ নিয়েছে সৈয়দ বাড়ির বড় কন্যা ইসরাত। মেয়েটা যেমন সুন্দরী তেমনি স্বাস্থ্য ভালো। কিছুটা গুলুমুলু টাইপ। মুখের ধরণটা ও মেহেরুন নেছার মতো হওয়ার ধরুণ সবথেকে

বেশি আদর পায় সে মেহেরুন নেছার কাছ থেকে।

আজমল আলীর দিকে তাকিয়ে মেহেরুন নেছা ঠোঁট এলিয়ে হেসে দু-পাশে মাথা নাড়ালেন কোনো সমস্যা নেই বলে। আজমালী এবার নিজের দৃষ্টি স্থির করলেন পৌঢ় লোকটির দিকে। রাশভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন,"জানো তুমি, তোমাকে এখানে কেন ডাকা

হয়েছে?পৌঢ় লোকটি উপর নিচ মাথা নাড়ালেন। আজমল আলী কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন,”আরেকবার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে মুখ দিয়ে কথা বলবে,তুমি বোবা নও যে মাথা উপর নিচ দোলাচ্ছ।

পৌঢ় লোকটি ধমক খেয়ে মিনমিন করে আওড়ালেন,

“ঠিক আছে।আজমল আলী শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। বড় ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন মুখের ভাবগতি। তিনি মুখ দেখে খুব ভালো করে পড়ে নিতে পারেন মানুষের মনের কথা। ছেলের মনে এখন কি চলছে তা ও খুব সহজে ধরে নিতে পারলেন। ঠোঁটের কোণ বেয়ে বয়ে গেলে মৃদু হাসির

ফোয়ারা। যা কেউ দেখার আগেই বিলীন হয়ে গেল।

নাছির সাহেবের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলেন তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে খুশিতে গদগদ করছেন। নিজের মেয়েগুলোকে নিজের কাছে রাখার সুযোগ তিনি কোনো ভাবে মিস করবেন না, তাই বড় ভাইয়ের সাথে মনমালিন্য হলে ও তিনি এতে খুশি। অনেক সময়

ভালো কিছু পেতে হলে বড়-ছোট জিনিস কোরবানি দিতে হয়। আর এই কোরবানি দিতে তিনি এক পায়ে রাজী।আজমল আলী নাছির সাহেবের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। পৌঢ় লোকটির দিকে দৃষ্টি জ্ঞাপন করলেন। এবং শান্ত গলায় বললেন,” ইমাম বিয়ে পড়ানো শুরু করুন। বড় মেয়ে সৈয়দা ইসরাত নাছিরের সাথে বড় ছেলে সৈয়দ

জায়িন হেলালের বিয়ে হবে। এবং ছোট মেয়ে নুসরাত নাছিরের সাথে আরশ হেলালের বিয়ে হবে।

ইমাম সাহেব জি আচ্ছা বললেন। মোটা ফ্রেমের জানালার ওপাশ থেকে বৃষ্টির ফোটা এসে ঘরের ভিতর পড়ছে। ঝনঝন করে বৃষ্টি পড়ার শব্দের সাথে ইমাম সাহেব শব্দ তুলে বিয়ে পড়াতে শুরু করলেন।

“সৈয়দ নাছির উদ্দিনের বড় কন্যা সৈয়দা ইসরাত নাছিরের সাথে নগদ দশ লক্ষ টাকা দেনমোহর, এক বিঘা জমি ও বিশ তুলো সোনা ধার্য করিয়া তুমি কি ইসরাত নাছিরকে বিয়ে করতে রাজী আছো। রাজী তাকিলে বলো বাবা কবুল।

জায়িন মুখ বন্ধ করে বসে রইল চুপচাপ। ইমাম সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, এবার ও চুপ।

আজমল আলী গলা খাঁকারি দিয়ে জায়িনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,” দাদা বলছ না কেন? তোমার কি কোনো সমস্যা আছে বা কিছু বলতে চাও? জায়িন মনে হয় এই প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন আজমল আলী জিজ্ঞেস করতেই পুরুষালি ভারী গলায় বলল,”কাবিন

নামায় আরো একটা জিনিস এড করাব দাদা।

আজমল আলীকে উদ্বিগ্ন হতে দেখা গেল না। তিনি নরম চোখে নাতির দিকে চেয়ে থেকে বললেন,”কি দাদা?

জায়িন অন্তরভেদী চাউনি ইসরাতের দিকে স্থির করল। বুদ্ধিদীপ্ত মাঝারি আকারের লম্বা লম্বা পাপড়ি বিশিষ্ট চোখগুলো এতক্ষণ স্থির ছিল মার্বেল

টাইলসে। ইসরাত এক পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করল না। নখ মুখে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। সকলের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাশভারী গলায় জায়িন বলল,"কাবিন নামায় লিখুন সোনা, জমি, দেনমোহর ছাড়া ও আমাকে। কখনো যদি ইসরাত আমাকে ডিভোর্স দিতে চায়, বা পারিবারিক

যাতাকলে পড়ে কোনো কারণে বিয়েটা অস্বীকার করতে চায় তাহলে যেন আমাকে ওর পিছ ছাড়াতে না পারে। দেনমোহরের জায়গায় আমার নাম লিখুন। আজ থেকে এই আমাকে ইসরাতের নামে আমি লিখে দিলাম এই কাবিন নামায়। যাতে ভবিষ্যতে ডিভোর্স দেওয়ার হলে দেনমোহর হিসেবে আমি আবার নিজেকে ওকে দিতে পারি।আজমল

আলী প্রসন্ন হাসলেন। কাছে ডেকে জায়িনের কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো হাত বুলিয়ে দিলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন,”বাপের মতো গাধা হোসনি এটাই অনেক। তুই এই বয়সে এতো বুঝদার আর তোর বাপ বুড়ো হয়ে গেল তারপর ও মাথায় গোবর ঠাসা।

জায়িন কথা আর বাড়াল না। ইমাম সাহেব আবার প্রথম থেকে বিয়ে পড়ানো শুরু করলেন।

“সৈয়দ নাছির উদ্দিনের বড় কন্যা সৈয়দা ইসরাত নাছিরকে নগদ দশ লক্ষ টাকা দেনমোহর, এক বিঘা জমি , বিশ তুলো সোনা, ও স্বয়ং নিজেকে দিয়ে আপনি কি এই বিয়ে করতে রাজী আছেন? রাজী থাকিলে বলো আলহামদুলিল্লাহ কবুল!জায়িন

এক কাল বিলম্ব করল না। রাশভারী গলায় বলে উঠল,”আলহামদুলিল্লাহ কবুল।

এবার ইমাম সাহেব ইসরাতের দিকে এগিয়ে গেলেন। যে এতক্ষণ বসে নখ খুঁটছিল আর এখন আঙ্গুর খাচ্ছে। নাছির সাহেব মেয়েকে মাথায় ওড়না টেনে বসতে বলতেই সে ওড়না টেনে বসল। মার্বেল আকৃতির গুলগুল চোখ করে এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনে বসা পৌঢ় লোকটির দিকে। নাছির সাহেব বললেন,”চোখ নিচের দিকে নামাও ইসরাত!

বাবার আদেশ পেতেই ইসরাত চোখ নামিয়ে নিল নিচের দিকে। ইমাম সাহেব বিয়ে পড়াতে যাবেন, নাছির সাহেব থামিয়ে দিলেন। ভাঙা গলায় বললেন,”আমি বিয়ে পড়াব আমার মেয়ের।সবাই রাজী হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব সরে গেলেন, জায়গা করে দিলেন নাছির সাহেবকে বসার। নাছির সাহেব এবার গমগমে স্বর তুলে বললেন,” সৈয়দ হেলাল আহমদ এর বড় পুত্র সৈয়দ জায়িন হেলাল নগদ দশ লক্ষ টাকা, এক বিঘা জমি, বিশ তুলো সোনা ও স্বয়ং জায়িনকে দেনমোহর হিসেবে ধার্য করিয়া তোমাকে আমি তার কাছে সপিয়া দিলাম। তুমি এই বিয়েতে

রাজী থাকিলে স্ব-ইচ্ছে বলো আলহামদুলিল্লাহ কবুল।

ইসরাত মায়ের দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ালেন উপর নিচ কবুল বলে দেওয়ার জন্য। চোখ ফিরিয়ে নাছির সাহেবের দিকে তাকাতেই দেখল বাবার চোখ খুশিতে টলমল করছে। মৃদু গলায় নাছির সাহেব আবার বললেন,"রাজী থাকিলে বলো কবুল। ইসরাত আঙ্গুর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে

আরাম করে চাবাতে লাগল। জায়িনের দিকে তাকাতেই দেখল সে কড়মড় দৃষ্টিতে তাকেই উপর থেকে নিচে পরিদর্শন করছে। আরাম করে বসে ইসরাত বলল,

“আলহামদুলিল্লাহ কবুল।

সৈয়দ বাড়ির সবাই হাপ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার আরশের দিকে এগিয়ে গেলেন ইমাম সাহেব। বিয়ে পড়ানো শুরু করলেন। শেষে

বললেন রাজী থাকিলে বলো বাবা কবুল। আরশ মাথার নিচে হাত ঢুকিয়ে আরাম করে বসল। ত্যাড়া গলায় বলল,”কবুল না বললে কোনো সমস্যা?

আজমল আলী রাগী চোখে তাকালেন আরশের দিকে। হেলাল সাহেবের দিকে দৃষ্টি দিতেই দেখলেন তার চোখে বিয়ে হবে না ভেবে আশার আলো জ্বলে উঠেছে। একজনের

বিয়ে হলে কি হবে, যাক আরেকজন বেঁচে গেছে! আজমল আলী ছেলে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রুঢ় গলায় আরশকে বললেন,”না বললে বিয়ে হবে না দাদা।

আরশ হাসল। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে ঠোঁট টিপল। তারপর আজমল আলীর দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গাতক গলায় আবার বলল, “কবুল না বললে কেন বিয়ে হবে না?আজমল

আলী যথাসম্ভব নিজের ক্রোধ সামলে বললেন,”হয়না বলেই হয়না!

“কবুল আমাকে বলতেই হবে?

আজমল আলী এবার বেশ শব্দ করে চোখ থেকে ছোটো লেন্সের চশমা খুলে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। রাগী স্বরে নাছিরকে বললেন,”বলেছে ছেলেটা তিনবার কবুল এবার তুই দাদুনকে বিয়ে পড়া।

আরশ মনে মনে শয়তানি হাসি হাসল। বাবার মুখের দিকে তাকাতেই দেখল এতক্ষণ পরিতৃপ্তি নিয়ে হাসা মুখটা পাংশুটে বর্ণ ধারণ করেছে। আরশের দিকে দৃষ্টি স্থির হতেই পিঠে হাত বুলিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। আরশ ও সম-পরিমাণ ব্যথিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু নিজ মনে ঠিকই বিড়বিড় করএ আওড়াল, “আলহামদুলিল্লাহ কবুল।

নুসরাতের পালা এলো যখন নাছির সাহেব কিছু বলার আগেই নুসরাত চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, “আলহামদুলিল্লাহ কবুল, কবুল, কবুল কবুল।ড্রয়িং রুমে মুখ গম্ভীর করে বসা আজমল আলী শব্দ করে হেসে উঠলেন এই পর্যায়ে। নুসরাত আর ইসরাতকে নিজের দু-পাশে বসিয়ে আদর করে দিলেন। জায়িন আর আরশকে ও করে দিলেন।

সবার শেষে ইরহামের কপালে চুমু খেয়ে বললেন,”তুই রাগ করিস না, আরেকটা মেয়ে থাকলে তোর সাথে বিয়ে দিয়ে দিতাম।

কথাটা শেষ করে উচ্চ শব্দে হাসলেন। বাবার সাথে তাল মিলিয়ে হাসলেন ছোট তিন পুত্র। কিন্তু বড় পুত্রের মুখে অমাবস্যার মতো অন্ধকার নেমে আছে। ঠোঁটে নেই এক চিলত হাসি। আজমল আলী

আর ফিরে তাকালেন না হেলাল সাহেবের দিকে। রাগ করলে করুক গে, তিনি ও তার জেদ নিয়ে অটুট। বাবা ভাইয়ের এই নীরব স্নায়ু যুদ্ধ পরিবারের সবাই চুপচাপ দেখল। কেউ টু শব্দ করল না। আজমল আলী যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আজ পর্যন্ত তার কোনো খারাপ দিক বের হয়নি তাই এবার ও চোখ বন্ধ করে সবাই আজমল আলীর উপর বিশ্বাস

রাখছেন। সবার মধ্যে বেঁকে বসেছেন হেলাল সাহেব। বাবার এই সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পরিবারের ভিতরে বিয়ে তিনি কোনো কালে চাননি আর তার বাবাই ভাইয়ের মেয়ের সাথে তার ছেলে দুটোর বিয়ে দিয়ে দিলেন। নিজের অভিমান চেপে উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ অনেক কষ্ট করে এখানে বসে ছিলেন আর পারবেন

না তিনি, অসাড় পা বাড়ালেন নিজ রুমের দিকে। পিছনে রেখে গেলেন বিষন্ন হয়ে বসে থাকা আজমল আলীকে। জোর করে বিয়ে দিয়ে এবার আজমল আলী নিজেই একটু দ্বিধায় ভুগছেন। পিঠে মেয়েলি হাতের স্পর্শ পেতেই আজমল আলী পিছু ফিরলেন। নাজমিন বেগম ও লিপি বেগম হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। দুইজন পিঠে

হাত বুলিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললেন,”আব্বা সব ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা করবেন না।মাগরিবের আজান দিতেই সবাই যে-যার রুমে ফিরে গেল। ড্রয়িং রুমে একা বসে রইলেন নাছির সাহেব, নুসরাত ও ইসরাত। বাহিরে তখনো ঝুমঝুম শব্দ তুলে বৃষ্টি পড়ছে। মোমবাতি দুটো সেন্টার টেবিলে রাখা। বিদুৎ সংযোগহীন হয়েছে অনেকক্ষণ।

হেলাল সাহেবের রুম থেকে আসছে একাধিক আল্লাহু-আকবার বলার ধ্বনি।

মনোযোগ ফিরিয়ে এনে নাছির সাহেব সামনের সোফায় তাকাতেই দেখলেন নুসরাত এক পা সোফার হাতলে রেখেছে আরেক পা তুলে রেখেছে সোফার উপরের ফমের উপর। আরাম করে শুয়ে কান খুঁচাচ্ছে।

ইসরাত উনার পাশে বসে মৃদু স্বরে অজিফা পড়ছে। নাছির সাহেব মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। খুশি মনে হাক ছুঁড়লেন নাজমিন বেগমের উদ্দেশ্যে,”ও নাজমিন, এই বৃষ্টির দিনে গরম গরম কোনো কিছু তৈরি করো।

রান্না ঘর থেকে নাজমিন বেগম প্রতিউত্তর করলেন হালকা গলায়,”অপেক্ষা করুন!

এরপর আর কোনো হাক আসলো না নাছির সাহেবের কাছ থেকে। নাজমিন বেগম দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ডাল পিষতে শুরু করলেন পাটার মধ্যে। ঝর্ণা মাংস ছোট ছোট করে কেটে রাখলেন একটা বাটিতে। রান্না ঘরে চার জন রমণী থাকা সত্ত্বেও আজ কোনো টু শব্দ নেই। এতো নিস্তব্ধতা রুহিনী মেনে নিতে পারলেন না। নিজেই আগ বাড়িয়ে জা-দের সাথে

কথা তুললেন বিয়ে বিষয়ক। জিজ্ঞাসু গলায় লিপি বেগমকে বললেন,”বড় আপা!

লিপি বেগম মশলা তৈরি করছিলেন। রুহিনীর ডাকে কেঁপে উঠলেন। হকচকিয়ে গিয়ে বললেন,”হু!

এবার রুহিনী গলায় খাঁদে নামিয়ে নিলেন। নম্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন,”বড় আপা বড় ভাইয়া বিয়েতে মত দিলেন না কেন?

লিপি বেগমের হাত থেমে গেল। উদাস দৃষ্টি জা-য়ের দিকে দিয়ে বললেন,”পরিবারে নাকি ভাঙন ধরবে এতে! ভাঙন ধরার হলে তো এমনি ধরত,এতদিনে তাই নারে মেজ।

নাজমিনের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে লিপি বেগম তাকিয়ে রইলেন চুপচাপ। লিপি বেগমের প্রশ্নের উত্তর

ঝটপট দিলেন নাজমিন বেগম।“জি আপা।

রুহিনী কিছু বুঝলেন না, সব তার মাথার দু-হাত উপর দিয়ে গেল। ঝর্ণা বেগম মাংস কাটা হাত নিয়ে কপালে রাখলেন। রুহিনী বেগমকে বকা দিয়ে বললেন, “বোকাটা এখনো বুঝেনি, বড় আপা বুঝিয়ে বলো।

লিপি বেগম মাটির উনুনে পাতিল বসিয়ে হাসলেন। ঝর্ণা বেগমকে হালকা ধমক দিয়ে বললেন,”তুই ওকে ধমকাচ্ছিস কেন রে সেজ? দাড়া আমি তোকে খুলে বলছি সবকিছু।

রুহিনী বেগম ঝর্ণা বেগমের ধমক খেয়ে মুখ চুপসে গিয়েছিল, যখন লিপি বেগম ঝর্ণা বেগমকে ধমকে তাকে বুঝিয়ে বলার কথা বললেন,

তখন আবার ঠোঁটে এসে ভীর করল হাসি। ঝর্ণা বেগম আর নাজমিন বেগম সেটা খেয়াল করে হালকা হাসলেন।

লিপি বেগম এবার বলতে শুরু করলেন,

“গতকাল রাতে পাঠাগারে গোপন বৈঠক বসেছিল না, বাড়ির পুরুষদের নিয়ে। সেখানে আব্বা জায়িন ইসরাতের বিয়ের কথা তোলেন।

রুহিনী কথা থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

” শুধু কি জায়িন ইসরাতের?

এবার নাজমিন বেগম মৃদু স্বরে বললেন

“হু!রুহিনী অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

“তাহলে নুসরাত আর আরশ কোথা থেকে এড হলো এখানে!

রুহিনীর গলা থেকে বিস্ময় ঝড়ে পড়ছে। গুলগুল চোখে চেয়ে আছেন বড় জা-দের দিকে। তার এরকম বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন আর গোল গোল চাউনি দেখে বড় জা-য়েরা উচ্চ শব্দে হেসে উঠলেন। ঝর্ণা বেগম পারেন তো এখানে গড়াগড়ি খেয়ে হাসতেন। রুহিনী গাল ফোলালেন। দু-বছরের বাচ্চার মা হয়ে ও এখনো আঠারো এর সেই কিশোরীদের

মতো গাল ফোলান তিনি। আরেক দফা জা-য়েরা তাকে নিয়ে হেসে গড়াগড়ি খেল। এবার বেজায় চটে গেলেন রুহিনী তিন জা-য়ের উপর। রাগী গলায় বললেন,” আপা তোমরা জুট বেঁধে আমাকে নিয়ে হাসছ! একদিন আমার ও দিন আসবে, সেদিন তোমাদের নিয়ে আমি ও হাসব।

লিপি বেগম মিছি মিছি চোখ বড় বড় করে দু-জায়ের দিকে তাকালেন। রুহিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,”এই নাজমিন, ঝর্ণা হাসছিস কেন ওকে নিয়ে। দুটোকে ধরে লাগাব না..

ঝর্ণা বেগম আর নাজমিন বেগম এতক্ষণ পেটে চেপে রাখা হাসি ফুস করে ছেড়ে দিলেন। দু-জনের হাসি দেখে লিপি বেগম ও হেসে দিলেন। পরপর রুহিনী উচ্চ শব্দে হেসে

দিলেন। চারজন রমণী কোনো কারণ ছাড়া নিজেদের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরপর হাসলেন।

চোখের কোণে পানি জমা হওয়ায় লিপি বেগম চোখ মুছে নিলের হাতের তালু দিয়ে। হাসি কোনো রকম চেপে বললেন,"আর হাসাবি না আমায়, খবরদার!লিপি বেগমের চোখ রাঙানি দেখে নাজমিন বেগম হু হা করে হেসে উঠলেন। চোখ হাঁটুতে

চেপে ধরে বললেন,”আপা কিছুক্ষণ আমরা কেউ কারোর দিকে তাকাব না, তাহলে হাসি একটু হলে ও কমবে।

হাসির চোটে নাজমিন বেগমের কথা গুলো এবড়ো-থেবড়ো হয়ে আসলো। সবাই মেনে নিলেন, তারপর যে-যার কাজ গুছাতে লাগলেন। চারজনের এক জা ও কারোর দিকে ফিরে তাকালেন না কিছুক্ষণ। লিপি বেগম

পাতিলে তৈল দিয়ে ডালের ভরা ভাজতে ভাজতে রুহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, “শোন ছোটো! তো আব্বা শুধু দু-জনের বিয়ের কথা তুললেন, কিন্তু উনি বেঁকে বসলেন। মেজ ভাই আব্বা কথা শেষ করার আগেই খুশিতে হইহই করে উঠলেন। মেজ ভাইয়ের খুশির কারণ তো তুই বুঝতে পারছিস। তার মেয়ে তার কাছে থাকবে এটাই বড় ব্যাপার।

ইসরাতের জন্মের পরেই মেজ ভাই বলেছিলেন মেয়ের বিয়ে দিবেন না তিনি। আর এই প্রস্তাব পাওয়ার পর হাতে জিলাপি পাওয়ার মতো খুশি হয়েছিলেন। আমার উনাকে বেঁকে বসতে দেখে আব্বা কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন কেন বেঁকে বসেছেন। যুতসই কোনো কারণ দেখাতে পারলেন না। তোরা তো জানিস আব্বা কী-রকম

লোক! উনার কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেয়ে ত্যাড়া গলায় বললেন তুমি কোনো যুতসই উত্তর দিতে পারলেন না হেলাল, তাই তোমার এই বেঁকে বসার জন্য শাস্তি হিসেবে ছোট ছেলের সাথে নাছিরের ছোট মেয়ের বিয়ে নির্ধারণ করা হলো। রুহিনী মুখে এক হাত চাপলেন। বিস্ময়ে তার অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক বের হয়ে আসছে। মৃদু

চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,”আপা বড় ভাইয়া তো এসব তোমাকে জানায়নি, তাহলে তুমি এটা জানলে কীভাবে?

এবার চোর ধরার মতো তিন জা মুখ লুকিয়ে ফেললেন ওড়নার আড়ালে। রুহিনী সন্দেহি নজরে তাকাতেই তিনজন একসাথে বোকা হেসে নাজমিন বেগম বললেন,”গোপন বৈঠকের কথা শুনে আমি, আপা,

আর ঝর্ণা তিনজন মিলে কান পেতেছি দরজার ও-পাশে। তাদের গলাতো বাজখাঁই ধীরে কথা বললে ও জোরে বের হয় তাই শুনতে কোনো অসুবিধে হয়নি।রুহিনী ব্যঙের মতো হা করে ফেললেন। দুঃখি চোখে জা-দের দিকে তাকাতেই দেখলেন তারা কাচুমাচু করছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,”তোমরা একা একা কান

পাততে চলে গেলে আমাকে সাথে নিলে না।

ঝর্ণা বেগম সতর্ক চোখে বাহিরের দিকে একবার তাকালেন। রুহিনীকে শাসিয়ে বললেন,”ধীরে কথা বল ছোট,শুনতে পাবে ভাইয়ারা। আর তোকে আমরা নিয়ে যেতাম, কান পাততে, ওখানে গিয়ে যদি আহান কান্না করে সেটা—ভেবে আপারা আমি নিয়ে যায়নি।

বাড়ির কর্তীরা ফিসফিস শব্দ করে আরো অনেক কথা বলল বাড়ির কর্তাদের নিয়ে, যা বাড়ির কর্তাদের অগোচরে রয়ে গেল।লাঠি ভর দিয়ে রুমের ভিতর পায়চারি করছেন মেহেরুন নেছা এদিক থেকে ওদিক। আজমল আলী বাথরুমে গিয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতে বার বার চোখ ফিরিয়ে তাকালেন বাথরুমের দরজার দিকে। কাঙ্কিত ব্যক্তি তখন

ও বাথরুমে। এবার বিরক্ত হয়ে মেহেরুন নেছা দূর্বল পা ফেলে এগিয়ে গেলেন দরজার সামনে। হালকা হাতে থাপ্পড় দিতে যাবেন দরজায় তখনি দড়াম করে ওয়াশরুমের দরজা খুলে গেল। আজমল আলী দরজা খুলে ভ্রু কুঁচকে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে রইলেন। মেহেরুন নেছা ও একই ভঙ্গিতে ভ্রু বাঁকিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে

রইলেন। রাগী স্বরে আজমল আলীকে জিজ্ঞেস করলেন,”আপনি ওগো বিয়ে দিছেন ক্যা? হেলাল যখন রাজী হই নাই, তখন জোর করবার কি দরকার আছিল। আমারে কি সব খুইলা কইবান আপনি!

আজমল আলী স্ত্রীর জিজ্ঞাসা দৃষ্টি অবজ্ঞা করে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। আরাম করে গিয়ে বিছানায় বসলেন। হাতের লাঠি আর

মোমবাতি এক-পাশে রেখে স্ত্রীকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। মেহেরুন নেছা কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফেলে এগিয়ে গেলেন স্বামীর দিকে। রাগী চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে পাশ ঘেঁষে বসলেন। আজমল আলী মোটা গম্ভীর গলায় এবার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন,"শুনো, তোমার বড় ছেলের প্রবাসের ফিরার আর দিন কত?

মেহেরুন নেছা ভ্রু বাঁকিয়ে নিলেন। জিজ্ঞেস করতে যাবেন বিয়ের সাথে প্রবাস যাওয়ার কি সম্পর্ক—তার আগেই বুঝে গেলেন আজমল আলী স্ত্রীর মনের কথা। আদেশ সহকারে বললেন,”আগে বলো দিন কত, তারপর তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে মায়া।

মেহেরুন নেছা এবার খানিকটা দমে গেলেন। হাতের আঙুল চেপে দিন

গুণতে লাগলেন। গণনা শেষে মৃদু গলায় আওড়ালেন,”এই তো সাইমনের সোমবারের পরের সোমবার,মাইনে নয় দিন পর। কিন্তু এইডার সাথে বিয়ার কি সম্পইর্ক? আমি বুঝলাম না!

আজমল আলী স্ত্রীর কাঁধ চেপে ধরলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন,”আমাকে বিশ্বাস করো তুমি?

মেহেরুন নেছা মাথা উপর নিচ নাড়ালেন। আজমল আলী মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,”তোমার ছেলে এবার প্রবাসে গেলে আর ফিরে আসত না। মেহেরুন নেছা ভ্রু কুঞ্চিত করে ফেললেন। দ্বিধা নিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন,”আপনে জাইনলা কীভাইবে?

“শক্রবার রাতে আমি যখন পাঠাগারে ছিলাম তখন জানতে পেরেছি।

মেহেরুন নেছা আরো কিছু প্রশ্ন করতে যাবেন আজমল আলী থামিয়ে দিলেন। তর্জনী আঙুল তুলে ঠোঁটের উপর রেখে দেখালেন চুপ। মেহেরুন নেছা স্বামীর কাছ থেকে আদেশ পেয়ে আর কথা বাড়ালেন না। চুপ মেরে বসে রইলেন।

“তোমার ছেলে এবার প্রবাসে গেলে আর ফিরে আসত না। তার দুইটা সন্তান তার কাছে কীসের টানে দেশে আসবে সে। হয়তো আমি আর তুমি মারা গেলে আসত হেলাল,আসাতে কী আমি-তুমি ওকে দেখতে পেতাম। না তো, তাই আমি হেলালের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে তার ছেলেদের নাছিরের মেয়েদের সাথে বিবাহ নামক বন্ধনে বেঁধে দিয়েছি।

এতে করে হেলাল দেশে আসতে না চাইলে, তার ছেলেরা বউয়ের টানে দেশে আসলে তাকে ও আসতে হবে। আর এতে করে পারিবারিক সম্পর্কে ও চির ধরবে না। ভাইয়েরা ভাইয়েরা মিলমিশ করে বেঁচে থাকবে।মেহেরুন নেছা এবার পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। কিছুটা চিন্তিত গলায় বললেন,” কিন্তু জায়িন, আরশ বড় হইবার সাথে যদি ওগো নতুন

কাউরে পছন্দ হই তাইলে তখন কী হইব?

মেহেরুন নেছার প্রশ্নে মৃদু শব্দে হেসে উঠলেন আজমল আলী। স্ত্রীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,

“জায়িন এরকম কিছু করবে না,ছেলেটা এই বয়সে যতেষ্ট ম্যাচিউর,ছোটটা করলে ও করতে পারে, আচ্ছা এসব নিয়ে এখন ভেবে কী হবে! যখন হবে তখন

ভেবে দেখা যাবে। সারাদিনে অনেক ধকল গিয়েছে এবার একটু শুয়ে আরাম করো।মেহেরুন নেছা মাথা নাড়ালেন। স্বামীর পাশ ঘেঁষে গিয়ে শুয়ে পড়লেন, বিছানার এক পাশে চিন্তামুক্ত হয়ে। কিন্তু আজমল আলী সত্যি কী চিন্তামুক্ত হতে পারলেন! মোমবাতি জ্বালানো কক্ষে নিশাচর প্রাণীর মতো উপরের সিলিং ফ্যানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সম্পর্ক স্থায়ী থাকার জন্য যে বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বিয়ের জন্য পারিবারিক ধীর সম্পর্কটা ধীরে ধীরে কী ভেঙে যাবে নাকি সময়ের সাথে সেটি আরো মজবুত হবে। তা সময় এবং তকদির বলে দিবে। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তকদিরের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন আজমল আলী।যে সম্পর্ক বাঁচিয়ে

রাখার জন্য বাবার সাথে দ্বন্দ্বে নেমেছিলেন, সেই সম্পর্ক তিনি নিজ হাতে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন। বন্দুকের ভিতর থেকে বের হওয়া গুলি মানুষের শরীরে আঘাত করলে সেটি সময়ের সাথে চামড়ার আস্তরণে ঢাকা পড়ে, কিন্তু মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া কথার ভুলি তা মনে আঘাত করলে কখনো চামড়ার আস্তরণে ঢাকা পড়ে না।

হেলাল সাহেবের কিছুক্ষণ আগের কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নাছির সাহেব। নাছির সাহেবের এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেনে নিতে পারলেন না হেলাল সাহেব। রাগী গলায় চোখ-মুখ অন্ধকার করে বললেন,"আজ, এক্ষুণি, এই মুহুর্তে তুই আমার বাড়ি থেকে বের হও। তুই কী বুঝতে পারছিস না আমার

কথা নাছির? তোকে বারংবার এই কথা বলতে হচ্ছে কেন?

ইসরাত দাঁড়িয়ে ছিল নাছির সাহেবের পাশে। বাবাকে স্থির হয়ে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুক ধড়ফড় করে উঠল ছোট মেয়েটার। কাঁদো কাঁদো চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরল নাছির সাহেবের বড় হাতখানা।নাছির সাহেব ইসরাতের

স্পর্শে কেঁপে উঠলেন। এতক্ষণ ধরে ধ্যান জ্ঞান হারিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছিলেন ভাইয়ের সামনে। অবিশ্বাস্য চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন নিষ্পলক। যে ভাইয়ের সাথে বড় হওয়া, যার হাত ধরে হাঁটতে যেতেন, যে উঠতে বললে উঠতেন, বসতে বললে বসতেন, সেই ভাই আজ তাকে

আদেশ দিচ্ছে বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য।

পুরুষেরা কাঁদে না, কিন্তু সেদিন ইসরাত দেখেছিল তাদের বাবার জলে চিকচিক হয়ে যাওয়া চোখ। কান্না আটকানোর বৃথা চেষ্টা।

আজমল আলী আর মেহেরুন নেছা এসবের কোনো কিছু জানতেন না। তারা রাতের খাবার খেয়ে শোয়ার পরপরই এই ঘটনা। হেলাল

সাহেবকে দমাতে এগিয়ে আসলেন সোহেদ সাহেব আর শোহেব সাহেব।

শোহেব সাহেব অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,” বড় ভাই আপনি এ কী বলছেন? এতো রাতে মেজ ভাই বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাবেন? আপনি রুমে গিয়ে শুয়ে পরুন। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এখানে তো ভাইয়ের কোনো দোষ নেই,

আব্বার কথায় তো এ বিয়ে, তাহলে আব্বাকে গিয়ে আপনি প্রশ্ন করুন। মেজ ভাই তো শুধু নিরপেক্ষ ছিলেন, না তিনি আব্বাকে উস্কেছেন, না তিনি বলেছেন বিয়ে দেওয়ার কথা। আব্বা ভালো বুঝেছেন তাই তো এই বিয়ে দিয়েছেন, সেখানে আপনি মেজ ভাইকে অপমান করে, বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবেন না। কারণ এ বাড়িতে যতটুকু আপনার

টাকা আছে ততটুকু আব্বার ও আছে। আপনি বড় হয়ে না বুঝলে কীভাবে হবে বলুন বড় ভাই!

শোহেব সাহেবের এতো কথায় টু শব্দ করলেন না হেলাল সাহেব। নিজের জায়গায় স্থির রইলেন। সোহেদ কিছু বলতে যাবেন হেলাল সাহেব থামিয়ে দিলেন। চোখ ছোট ছোট করে পুরুষালি পুরু গলায় আওড়ালেন,”আমি তোদের বড় না

তোমরা আমার বড়, আমার এই সিদ্ধান্তে কারোর সমস্যা হলে সে ও বাড়ি থেকে নাছিরের সাথে বের হয়ে যেতে পারে।সোহেদ তোয়াক্কা করলেন না। রাগী গলায় মেজ ভাইয়ের হয়ে বলে দিলেন,”আপনি ভুল করছেন বড় ভাই। সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে, তা আরো ভেঙে দিচ্ছেন। আপনি যদি বড় হয়ে না

বুঝেন তাহলে আপনাকে বোঝানোর সাধ্যি আমার নেই।

নাছির সাহেব নিজের অস্থিরতা লুকিয়ে নিলেন। দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন,”আপনার যখন এই ইচ্ছা তাহলে, তাই হবে। আগামীকাল আমি আমার স্ত্রী সন্তান নিয়ে চলে যাব। আজকে এই ঝড় ঝাপটার রাতটুকু আপনার বাসায় থাকতে দিন। এই আর্জি আপনার কাছে,

আজকের জন্য এই বাড়ির ছাদ কেড়ে নিবেন না দয়া করে।

নাছির সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই গটগট পায়ে চলে গেলেন হেলাল সাহেব। ভাইয়ের এই নির্লিপ্ততা মনে ভীষণ আঘাত হানল নাছির সাহেবের। ড্রয়িং রুমে বসে থেকে নিজ মনে শপথ নিলেন,"এই জীবনে বেঁচে থাকতে এই বাড়ির সদর দরজার ভিতর পা মারাবেন না

কোনোদিন। আল্লাহ্ যেন তার এই শপথ চিরকাল স্থায়ী রাখার তৌফিক দেন।রান্না ঘরে ফুঁপিয়ে কান্না করছেন নাজমিন বেগম। পাশেই মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছেন লিপি বেগম।পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন," কাঁদিস না মেজ, আমি কথা বলব উনার সাথে। উনার এ-রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানে টা কী

এখনো আমি বুঝতে পারছি না। লোকটা পাগল হয়ে গিয়েছে।

লিপি বেগমের কথা শেষ হতেই নিরেট গলায় রান্না ঘরের বাহির থেকে নাছির সাহেব বলেন,”আপনার কথা বলতে হবে না ভাবি, বড় ভাইয়ের সিদ্ধান্ত আমি কখনো ফেলে দেইনি এইবার ও ফেলব না। নাজমিন যাও গিয়ে কাপড় গুছিয়ে

নাও, এ-বাড়িতে যেন আমাদের কারোর একটা সুতো না থাকে।

নাজমিন বেগম এবার জোরালো শব্দে কেঁদে উঠলেন। সাথে কেঁদে উঠলেন ঝর্ণা, ও রুহিনী। লিপি বেগম মুখ শক্ত করে বললেন,"উনি বললেন বলেই তুমি চলে যাবে মেজ ভাই, এখানে উনার যতটুকু ভাগ আছে ততটুকু তোমার ও ভাগ আছে।

নাছির সাহেব অনিহা নিয়ে চলে গেলেন। পরবর্তী কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না। লিপি বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে গেলেন দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে। মৃদু গলায় আওড়ালেন,”বড় মিয়া তো বড় মিয়া, মেজ মিয়া সুবহান-আল্লাহ। একজনের তুলনায় আরেকজনের রাগ, জেদ বেশি।চারিদিকে ঝিঝি পোকার ঝি ঝি ডাক। বৃষ্টির তোড়ে

গাছের ঢাল মট মট করে ভাঙার শব্দ হচ্ছে সেই সাথে উচ্চ শব্দে বজ্রপাত। কাছেই কোথাও বাজ পড়েছে। সেই শব্দে পুরো সৈয়দ বাড়ির ইট-পাথর কেঁপে ওঠল। জায়িন একবার বন্ধ জানালার দিকে চিন্তিত চোখে তাকিয়ে খালি হাতে হাতড়ে হাতড়ে কিছুটা চুপি চুপি ইসরাতের রুমে আসলো নাজমিন বেগমের খুঁজে। সেখানে ইসরাতের

মাথার পাশ ঘেঁষে চোখ বুজে বসে ছিলেন নাজমিন বেগম। চোখ লেগে এসেছিল নাজমিন বেগমের, বিছানার হেডবোর্ডে মাথা লাগিয়ে এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন তিনি। ফিসফিস কণ্ঠে কারোর গলার আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন।চোখের পাতা ঝাপটে নরম চোখে চারিদিকে তাকিয়ে খোঁজ করতে লাগলেন

ডেকে ওঠা মানুষটাকে। শেষ হয়ে যাওয়া মোমবাতির শেষ আলোয় নাজমিন বেগম দেখতে পেলেন কিশোর বয়সে পর্দাপণ করা এক বোঝদার কিশোর দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে কাচুমাচু ভঙ্গিতে। জায়িনকে এক পাশে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে এসে বসালেন নিজের পাশে। কোনো প্রশ্ন করলেন না, ঠিক

সময়ের অপেক্ষা করলেন, যখন ঠিক সময় আসবে তখন জায়িন নিজেই কথা শুরু করবে। আর সেই ঠিক সময়ের অপেক্ষায় নাজমিন বেগম নির্লিপ্ত হয়ে বসে রইলেন জায়িনের দিকে তাকিয়ে।টিকটিক করে সময় গড়াল। ভারী শব্দে মোটা দেয়াল ঘড়িটি বেজে উঠল। নাজমিন বেগম শেষ হয়ে যাওয়া মোমবাতির শেষের অংশ চেপে ধরে ঘড়ির দিকে তুলে

ধরলেন সময় দেখার জন্য। ঘড়ির মিনিটের কাটা চারটা ত্রিশ মিনিটে আটকে। মোমবাতি নামিয়ে নিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর।

আবার ও নীরবতা নেমে আসলো তাদের দু-জনের মধ্যে। দূরের মসজিদ থেকে ধীরে ধীরে ফজরের আজান আসতে শুরু করেছে। নাজমিন বেগমের মধ্যে এবার কিছুটা উদ্দীপণা দেখা গেল। এতক্ষণ

চুপ করে বসা নাজমিন বেগম ছটফট করতে লাগলেন।

জায়িন চুপচাপ নাজমিন বেগমের উদ্দীপনা,ছটফট করা লক্ষ করল। মসজিদে ফজরের আজান হতেই জায়িন নিজের মুখ খুলল,"মেজ মা, মেজ বাবা কী ইসরাতের নতুন করে বিয়ে দিয়ে দিবে?

কিশোরের এতো উদ্দীপণা নিয়ে প্রশ্ন শুনে হাসলেন নাজমিন বেগম।

গুছিয়ে রাখা চুলগুলো মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে এলোমেলো করে দিলেন।জায়িন নাজমিন বেগমের হাত নিজের মাথায় এক হাত দিয়ে চেপে রেখে চেয়ে রইল নাজমিন বেগমের দিকে, নিজের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায়। নাজমিন বেগম মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,"চিন্তা করো না সব ঠিক হবে। তোমার আমানত আল্লাহ্ নিজে তোমার কাছে পৌঁছে

দিবেন ঠিক সময়ে। শুধু পড়াশোনায় মনোযোগী হও, অনেক বড় হও, যাতে যেদিন তুমি আমার মেয়েকে নিতে আসবে সেদিন আমি নির্বিঘ্নে তোমার কাছে আমার মেয়ে, সপে দিতে পারি। বড় ভাইয়াকে নিয়ে আবার দেশে আসবে, সবকিছু ঠিক করবে তুমি, তোমার কাঁধে এই বড় দায়িত্ব আমি তুলে দিলাম। আমার মান, আমার গুরুর, আমার ভরসা

তুমি ভাঙবে না, আমি জানি জায়িন। এমন হয়ে তৈরি হয়ে আসবে যাতে তোমার মেজ বাবা চাইলে ও তোমাকে রিফিউজ না করতে পারে। মানুষ যাতে পদে পদে তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়, আমি ও নিজে যেন তার একজন হই। এখন যেমন আছো তার তুলনায় আরো বেশি বোঝদার হও।

নাজমিন বেগম মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন জায়িনের। জায়িন ছলছল চোখে নাজমিন বেগমের দিকে তাকিয়ে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। ভাঙা গলায় আওড়াল, “আপনাকে অনেক মিস করব।“আমাকে নাকি ইসরাতকে?

জায়িন লজ্জা পেয়ে মুখ গুজল নাজমিন বেগমের বুকে। নাজমিন বেগম সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে

দিলেন ছেলেটার। নতুন ভোরের ঝাপসা আলোয় দেখতে পেলেন তাদের চলে যাওয়ার দুঃখে কিশোর এক ছেলের ফুঁপিয়ে কান্না। দীর্ঘ শ্বাস ফেলে এক হাতে পিঠে ও অন্য হাতে চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে জায়িনের উদ্দেশ্যে বলেন,"তুমি নতুনভাবে এসো আমাদের জীবনে, আমি ইসরাতকে তোমার অপেক্ষায় শেষ বিকেলের

সূর্যের শেষ আলোয় জানালার কাছে দাঁড় করিয়ে রাখব। আমাদের এই অপেক্ষা যেন দীর্ঘ না হয় জায়িন, তুমি এসো, তাড়াতাড়ি চলে এসো।

জায়িন ঘুমে বুজে আসা চোখ কোনোরকম খোলা রেখে আওড়াল,"আমি আপনাদের দীর্ঘ অপেক্ষা করাব না মেজ মা। খুব তাড়াতাড়ি আসব, আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসব এই বাড়িতে,

সব ঠিক করে দিব আমি, বাবার এই মিথ্যে অহংকার, অহমিকা একদিন ভাঙবে। তিনি নিজে লজ্জিত হবেন নিজের এই দোষে।লিপি বেগম মুখ বেজার করে বসে আছেন হেলাল সাহেবের পাশে। হেলাল সাহেব স্ত্রী দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন সামনের দিকে। কপালে গাঢ় ভাঁজ ফেলে চেয়ে রইলেন বাহিরের দিকে। ঝড়ের গতিতে গাছ পালা

হেলছে দুলছে এদিক-সেদিক। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভূত হলো পিঠে মোলায়েম নারী হাতের স্পর্শ। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। লিপি বেগম মুখ দিয়ে আ আকার শব্দ বের করতেই হেলাল সাহেব ঠোঁটে তর্জনী আঙুল রেখে চুপ দেখালেন। স্বামীর কাছ থেকে কথা বলার অনুমতি না পেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে

রইলেন লিপি বেগম।ধীরে ধীরে সারাদিনের ক্লান্তি নেমে আসছে শরীরে। বিয়ে বিষয়ক কোনো প্রশ্ন করতে চাইলেন না স্বামীকে, কিন্তু মুখ দিয়ে সেই বের হয়ে আসলো বিয়ে বিষয়ক প্রশ্ন। স্বামীর পিঠে হাত বুলিয়ে মৃদু গলায় আওড়ালেন, “আপনি বিয়েটা মেনে নিচ্ছেন না কেন?

হেলাল সাহেব চোখ থেকে চিকন লেন্সের হাই পাওয়ারের চশমাটা খুলে রাখলেন পাশের মিনি টেবিলে। বালিশ বিছানার হেডবোর্ডের সাথে হেলান দিয়ে রেখে নিজে ও আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখের উপর ডান হাতের কব্জি চেপে রেখে গম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন,"মোম নিভিয়ে দাও!অজ্ঞতা লিপি বেগম নিভিয়ে দিলেন মোম।

মোমের শিখা নিভে যেতেই ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো কক্ষ। হেলাল সাহেব এবার নিজ থেকেই নিজের মনের কথা গুলো বলতে শুরু করলেন,”আমার বন্ধু শাহেদ খানকে তো তুমি জানো। তার মেয়ের সাথে আমি জায়িনের বিয়ে ঠিক করেছিলাম, একপ্রকার বলতে পারো ওয়াদা বদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু মাঝখান থেকে

আব্বা বললেন জায়িনের সাথে বিয়ে দিবেন ইসরাতের। আমি প্রথমে বিরুধিতা করলে ও পরে ভাবলাম আচ্ছা মেনে নেওয়া যায়। কারণ আমি ভেবেছিলাম বন্ধুর সাথে করা ওয়াদা রক্ষা করব আরশের আর ওর বিয়ের মাধ্যমে, তবে মাঝখান থেকে আবার আব্বা আমার না করাতে রেগে গিয়ে আরশের সাথে বিয়ে ঠিক করে দিলেন।লিপি বেগম

আলো নিভানো থাকায় হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। কান পেতে যে বিকেলে সব শুনে নিয়েছেন তা আলগোছে চেপে গেলেন নিজের মাঝে। জিজ্ঞাসা করলেন,”এবার আপনি কী করবেন?

হেলাল সাহেব এবার রহস্যময়ী হাসি হাসলেন। অন্ধকারে স্ত্রীর দিকে স্থির চেয়ে বলতে লাগলেন,

“ওদের ডিভোর্স করিয়ে দিব!

লিপি বেগম আঁতকে উঠলেন। মুখে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে অবিশ্বাস্য গলায় শুধান,”আপনি পাগল হয়েছেন? নিজের ওয়াদা রক্ষা করার জন্য বিয়ে ভেঙে দিবেন। আপনি না সন্ধ্যাবেলায় বলছিলেন পরিবার ভেঙে যাবে, তাহলে এখন কী হবে, সম্পর্ক কী এভাবে জোরা লাগবে! আপনার এরুপ কাজে তো সম্পর্ক ছিন্ন- ভিন্ন হয়ে যাবে। এরকম অদ্ভুত

চিন্তা আপনার মাথায় আসতে পারে আমি ভাবতে পারিনি।হেলাল সাহেব নিজের আত্ম-অহমিকা বজায় রেখে বললেন,”অবশ্যই আসতে পারে, আমি আমার কথা রাখতে যত নিচে নামা যায় নামব, তবুও ডিভোর্স করাবো।

লিপি বেগম দ্বিধা নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।সতেরো বছরের এই সংসারে তিনি লোকটাকে

বিন্দুমাত্র চিনতে পারেননি, এই মুহুর্তে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন। চিন্তিত গলায় বললেন,”কিন্তু জায়িন তো ডিভোর্স দিবে না ইসরাত কে!

“আমি কী সেটা বলেছি তোমাকে, জায়িন কেন দিতে যাবে ডিভোর্স, আরশ দিবে! ছেলেটা আমার একটা কথা ফেলে না, এবারের আবদার ও ফেলবে না।” আপনি এরকম করছেন কেন? নুসরাতের কী হবে?

ডিভোর্স দিলে তো মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

হেলাল সাহেব বিরক্তির শ্বাস ফেললেন। স্ত্রীর কপালে দু -আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে রাশভারী গলায় আওড়ালেন,"এটা কোনো বিয়ে ছিল না। পুতুল পুতুল খেলার মতো একটা খেলা ভাবো। আর আরশকে আমি নিজের মতো করে গড়ব! এখান থেকে যাওয়ার পরপরই

এসবের স্মৃতি ওর মস্তিষ্ক থেকে বের করে দিব। তখন নাহয় বিয়ে করে নিবে শাহেদের মেয়েকে। আর আমি তো আরশকে জীবনে কখনো আসতে দিব না, এই দেশে। আরশকে দেশে আসতে না দিলে নাছিরের মেয়ের সাথে ও দেখা হবে না। আর এই বিয়ে এমনিতেই ভেঙে যাবে

লিপি বেগম স্বামীর দিকে ঘৃণ্য দৃষ্টি দিলেন।অন্ধকারে যা উপলব্ধি করতে পারলেন না হেলাল সাহেব। উল্টো পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন লিপি বেগম। স্বামী নামক পুরুষটার প্রতি বিতৃষ্ণায় তীব্রতর গতিতে বেড়ে যেতে লাগল। নিজের বিতৃষ্ণা লুকিয়ে শুধু মৃদু গলায় স্বামীকে সাবধান করলেন,"উপরে একজন আছেন, আজকের বিয়েকে আপনি

যেখানে অস্বীকার করছেন সেখানে স্বয়ং আল্লাহ তার দরবারে কবুল করেছেন। আর তার ইচ্ছে হয়েছে বলেই এই বিয়ে হয়েছে। আপনি-আমি কেউ নই যে, এই বিয়ে ভেঙে দিব। এই ধরণের পাপে লিপ্ত হবেন না, আমি আপনাকে সাবধান করছি। আচ্ছা আপনি একবার ভেবে দেখুন আরশের বিয়ে করতে কোনো সমস্যা হবে না কারণ পুরুষদের চার টা

বিয়ে জায়েজ কিন্তু মেয়েটার কী হবে? না পারবে বিয়ে করতে, না পারবে কাউকে নিজের সাথে জড়াতে, আর না পারবে আপনার ছেলের কাছ থেকে ডিভোর্স নিতে। আপনি নিজের অহমিকা বজায় রাখার জন্য কতোটা নিচে নেমে গিয়েছেন তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।লিপি বেগমের এতো কথার একটা উত্তর করলেন না

হেলাল সাহেব। লিপি বেগমের ইচ্ছে হলো এক দলা থুথু স্বামীর মুখে ছুঁড়ে ফেলার, কিন্তু সেই সাহস তার নেই। চুপচাপ এক পাশ ফিরে মটকা মেরে শুয়ে রইলেন ফজরের আজানের আগ পর্যন্ত। একেবারে ফজরের নামাজ শেষ করে দু-চোখ বুজলেন তিনি, পাড়ি জমালেন নিদ্রার দেশে।সারারাত বৃষ্টির পর স্নিগ্ধ এক ভোরের শুরু হলো। পৃথিবী তখন

ঠান্ডা বাতাসে তরতাজা। হাতের বাহুতে জোরালো ধাক্কায় চোখে হাত দিয়ে উঠে বসল নুসরাত। এক চোখ খুলে সামনে তাকিয়ে আবার বসে বসে ঝিমাতে লাগল। আরশ কিছুক্ষণ বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের খড়খড়ে হাতে ট্যাপট্যাপ করে গালে থাপ্পড় মারল নুসরাতের। গালে হাতের স্পর্শ যখন জোরালো হলো তখন চোখ দু-হাত দিয়ে ডলে

সামনে তাকাল ঝিমানো নিয়ে। মুখে হাত রেখে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল ছোট্ট মেয়েটা। আরশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কপালে ভাঁজ ফেলল। সকাল সকাল আরশের মুখ দর্শন হতেই, বিরক্তিতে কপালের মাঝ বরাবর ভাঁজ পড়ল, আপনা-আপনি এক ভ্রু উপরের দিকে উঠে গেল। ঠোঁট বেঁকে গেল এক পাশে। আরশ

চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষ করল নুসরাতের বিকৃতি ঘটা মুখ। আর ধৈর্য রাখতে পারল না নিজের গাম্ভীর্য ধরে রেখে বড় মানুষের মতো বলে,”শোনলাম আজ তোরা চলে যাচ্ছিস?এই কথা বলতেই নুসরাতের চোখে সামনে ভেসে উঠল বাবার জলে চিকচিক করা চোখ। সে ঘুম থেকে উঠেছিল নিচ তলায় যাওয়ার জন্য। প্রতিমধ্যে হেলাল সাহেবের

অপমান মূলক বাক্য শুনে সে পর্দা আড়ালে লুকিয়ে ছিল ,তখন মেয়েটার কানে সব কথা এসেছে। একবার উঁকি মেরেছিল রেলিঙ ধরে, তখন জলে চিকচিক করতে থাকা বাবার চোখ সে দেখেছে। বুকের ভিতর ধড়ফড় করে কোথাও কিছু একটা ধুপ করে জ্বলে উঠল। চোখ মুখ কালো করে পা দিয়ে টাইলসের মধ্যে নখ দিয়ে খুঁচাতে লাগল।আরশ

এটা ও লক্ষ করল খুব নিপুণভাবে। নুসরাতের রাগ সামলানোর চেষ্টা তার কাছে অসাধারণ লাগল। ভ্রু চুলকে আরশ চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করল। দু-হাত আড়া-আড়ি বুকে বেঁধে ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল,

“যা বলতে এসেছিলাম, তোর আর আমার তো গতকাল বিয়ে হয়েছে, আর আমাদের পরিচয় ও বেশি দিনের নয়, তোর সাথে আসলে কথা

বলতে আমার ইন্টারেস্ট আসে না বুঝছিস, যাই হোক তো তোকে কয়েক টা এডভাইজ দিতে আসলাম যেহেতু আমি তোর স্বামী। কথা গুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবি কারণ আমি যখন দেশে আসব তখন যেন তোকে এরকম এসে পাই।

নাম্বার ওয়ান এডভাইজ,“স্লিম হবু, মোটা মেয়ে আমার পছন্দ না, আর এখন তুই যে মোটা, দেখলে ইচ্ছে

করে ফুটবল খেলি তোকে বল বানিয়ে। রোগা হবি বুঝতে পারছিস।

এডভাইজ নাম্বার টু,

“তোর এই গায়ের রঙটা আসলে আমার পছন্দ না। সকালে দেখি তুই সাদা হয়ে যাস, দুপুরে দেখি লাল, গোসল করলে দেখি শ্যামলা আর বিকেল হলে তুই কালো, গিরগিটির মতো রঙ পরিবর্তন করে তোর এই গায়ের বর্ণ। এখন তোর কাজ হলো,

ক্রিম মেখে কালো হবি নাহলে সাদা হবি, যেকোনো একটা হবি।

এডভাইজ নাম্বার থ্রি," আমি দেশে আসি বা না আসি মেজ বাবা যদি তোর বিয়ে দিতে যায় তুই বলবি আমি বিবাহিত মহিলা। আমার স্বামী আছে সে প্রবাসে, সে আসলে ও আমার স্বামী না আসলে ও আমার স্বামী, তার অপেক্ষা করে এই জীবন

আমি কাটাতেই চাই। তবুও বিয়ে নামক দ্বিতীয় সম্পর্কে জড়াবো না।

এডভাইজ নাম্বার ফোর,

“আমার স্মৃতিগুলো ভুলবি না। যদি ভুলে যাস তাহলে দেয়ালের সাথে দুটো বারি দিবি মাথায়, তাহলে আবার তোর স্মৃতি চলে আসবে। আর আমাদের বিয়ের ডেট মনে রাখবি, প্রতিবছর এই দিনে আমাকে

একটা করে মেসেজ লিখবি, নাম্বার তো আছেই তোর কাছে।

এডভাইজ নাম্বার ফাইভ,

“ছেলে বন্ধু বানাবি না, আর এই ফোলা ফোলা গাল গুলো যেন এরকম থাকে, তোর মুখের মধ্যেই এই একটা জিনিস আমার পছন্দ, বুঝেছিস। চাইলে আরো একটু খেয়ে গাল ফোলাতে পারিস।

এডভাইজ নাম্বার সিক্স,“মেজ বাবার কাছ থেকে যত টাকা নিবি তার একটা লিস্ট রাখবি, যাতে ভবিষ্যতে যখন আমি আয় করব তখন মেজ বাবার সব টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আর আমাকে একদম সাধারণ নিবি না বুঝছিস। তোর সাথে একটা সিক্রেট শেয়ার করি, তুই তো এখন নিজের মানুষ। ঐ দেশে না, আমার একটা গার্লফ্রেন্ড

আছে নাম ফ্লোরা। মেয়েটা এতো সুন্দর, এতো সুন্দর, আর গাল গুলো এতো গোলাপি কি বলব তোকে? মেয়েটাকে দেখলে তুই দেখতে থাকবি! সামনে দেখলে মন চাইবে দু-একটা চুমু টুমু খেয়ে ফেলতে। তাই বলে মনে করিস না আমি চুমু খেয়েছি,আমার মন চেয়েছিল আমি নিজেকে বলেছি, চুপ, অন্যের বউয়ের দিকে তাকাস তোর

চোখগুলো গেলে দেওয়া উচিত। ওহ আরেকটা কথা মেয়েটাকে দেখলেই ইচ্ছে করে গাল টিপে দিতে।

আরশের বকবক শুনে নুসরাত শব্দ করে শ্বাস

ফেলল। দু-হাত দিয়ে কান চেপে ধরে চোখ উল্টে একটা শব্দ করল,"গাল টিপে দিতে ইচ্ছে করে,গলা টিপে দিতে ইচ্ছে করে না?

আরশ পকেটে হাত পুরে কান পেতে বলল,” কি? আবার বল, ঠিক শুনতে পাইনি।

“কিছু না।

আরশ নুসরাতের পাশ ঘেঁষে বসল সিঙ্গেল বেডে। আরাম করে বসে গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের গলা পরিস্কার করে নিয়ে আওড়ায়,” আচ্ছা ফ্লোরার কথা অন্য একদিন

বলব আজ থাক, তোকে এডভাইজ গুলো আগে দিয়ে দেই।

এডভাইজ নাম্বার সেভেন,

“লম্বা বেশি হবি না, পাঁচ ফুট দুই তিন হলে চলবে, বা চার ফুট এগারো ইঞ্চি হলে ও চলবে। আমার আবার লম্বা মেয়ে পছন্দ নয়, খাটো হবি। এখন তো খাটো আমার পেটে এসে পড়িস, যখন আমাদের অনেক বছর পর দেখা হবে তখন যেন তুই

আমার মুখোমুখি হলে আমার পেটে এসে পড়িস। আর আমি ঝুঁকে তোর দিকে তাকাতেই যেন বুঝে যাই ওইটা তুই কালিয়ানী মসি। যেই কালীকে আমি দীর্ঘ কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছি।

এডভাইজ নাম্বার এইট," কিউট হবি না, আর ন্যাকা তো একদম হবি না। মানুষের সাথে পায়ের সাথে পা লাগিয়ে ঝগড়া করবি, মারামারি

করিস,যদি পারিস তো কুপাকুপি শিখিস। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে! ঝগড়াতে নিজের দোষ যদি থাকে তবুও মানবি না, বলবি এহ আমার দোষ না এটা আপনার দোষ।

এডভাইজ নাম্বার নাইন,

“ফ্ল্যাট জুতো পরবি। ওই যে কি বলে, স্লিপার ঐসব! মেকআপ করবি না, কাপড় পুরনো, ছিঁড়া, ফাটা

পরবি যাতে মানুষ দেখলে বলে তুই ওই বাড়ির কাজের বেডি।

এডভাইজ নাম্বার টেন," লাফালাফি করবি বেশি করে, ওড়না পরবি, আমার দেওয়া সব এডভাইজ অক্ষরে অক্ষরে মানবি। আর বিশেষ করে দ্বিতীয় বিয়ে করবি না, এরকম কোনো প্রপোজাল আসলেই রিজেক্ট করবি। আমার অপেক্ষায় থাকবি, বিশ বছর, ত্রিশ বছর পর আমি না

আসলে ও আমার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবি। তবুও দ্বিতীয় বিয়ে করবি না! আমার কানে যদি বিয়ে বিষয়ক কোনো কিছু আসে, তাহলে ওখান থেকে বসে তোকে বটি দিয়ে কোপ মারব নয়তো বটি তোর মুখের উপর ছুঁড়ে মারব, যাতে তোর মুখের নকশা বদলে গিয়ে বিয়ের শখ আজীবনের জন্য ঘুচে যায়। আমি কিন্তু নিজের অধিকারের

বিষয়ে খুবই সেনসেটিভ! যা আমার তা পিউর আমার থাকবে, অন্য কেউ এতে নজর দিবে না, আর তুই ও অন্য কেউতে নজর দিবি না। সেকেন্ড হ্যান্ড মাল আমি ঘৃণা করি। আর সংসার জীবনে সেকেন্ড হ্যান্ড মাল নিয়ে সংসার করব, কি রকম হয়ে যায় না! তাই একদম বেশি বেশি উড়বি না ওখানে বসে ডানা কেটে ছাটাই করে দিব। তারপর

ভালো করে উড়বি, আর গান গাইবি, পানচি বানু উড়তি ফিরু মাস্ত গাগান মে....

নুসরাত বিরক্তি নিয়ে আরশের বক্তৃতা চুপচাপ গিলল। অতঃপর আরশের জ্ঞান দেওয়া শেষ হওয়ার পর সে বলল,"এবার আমি বলি! আরশ চুপ করে বসল। মাথা নাড়িয়ে ইশারা করল কথা বলার জন্য। নুসরাত দু-হাত কোলের উপর রেখে

আরশের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলে,”এতো এতো আপনার বিরক্তিকর বাধ্য-বাধকতা আমি শুনলাম এবার আমার কথা আপনি শুনুন। এই যে, আপনার চুলগুলো আমার মোটেও পছন্দ না, দেখলেই ইচ্ছে করে চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। তার আগে আপনাকে আমার আগা-গোড়া একদম পছন্দ না, তাই আপনার গরু মার্কা

এডভাইজ শুনতে আমার বয়ে গেছে।আরশ চোয়াল শক্ত করে চেয়ে রইল নুসরাতের দিকে। নুসরাত অধর এলিয়ে হেসে বিছানা থেকে নেমে যেতে নিবে আরশ হাত চেপে ধরে দাঁড় করালো। দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বলল,"নুসরাত একদম বেশি কথা বলবি না, যা বলেছি তা চুপচাপ শুনবি। আর উড়া উড়ি তো একদম না, নো, নেভার! যেটা

আমার সেটা আমার, তাতে কারোর ভাগ আমি পছন্দ করিনা। আর যদি এরকম কোনো কিছু শুনি তাহলে একদম জানে মেরে ফেলব। গট ইট!

নুসরাত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ উল্টে নিল। মুখ বাঁকিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক গলায় আওড়াল,"যেটা আমার সেটা আমার, তাতে কারোর ভাগ আমি পছন্দ করিনা। আর যদি এরকম

কোনো কিছু শুনি তাহলে একদম জানে মেরে ফেলব। গট ইট!কিছুক্ষণ আগের পরিষ্কার আকাশ এখন কালো মেঘের আধারে ঢেকে গেছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পর মেঘের গর্জন ভেসে আসছে আকাশ থেকে। ‘ক্রিং ক্রিং’ শব্দ তুলে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে রিকশা, সাইকেল। হঠাৎ হঠাৎ মাটি বহনকারী ট্রাক উচ্চ শব্দে হর্ণ

বাজিয়ে তীব্র গতিতে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাওয়া রাস্তার কাদামাটি ট্রাকের চাকার গতিতে ছিটকে এসে পড়ছে সৈয়দ বাড়ি ঘিরে রাখা গেটে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে এসব লক্ষ্য করছিল ইসরাত। সে যতটুকু বুঝতে পারছে, আজ সে, বাবা, বোন আর মা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে—

আজীবনের জন্য।উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেয়েলি মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। তারপর মুখে হাতের তালু চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে। বড় বাবা করা অপমান বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগে ছোট্ট মেয়েটার।

মেয়েটা মুখে হাত চেপে রেখে কান্না থামায়। চোখে সামনে ভেসে উঠা

অপ্রাথিব দৃশ্যটা মনে করে মুখ শক্ত করে নেয়। সে মনে করতে চায় না এই দৃশ্য, তবুও মনে পড়ে যায়!

চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভাসে আজ সকালে পাঠাগারে বসে মাথা চাপড়ে, আহাজারি করে বাবার কান্না। ভাইয়ের কথা মানতে বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি হলে ও মনে মনে ঠিক আশা নিয়ে বসে ছিলেন, ভাই আজ মানিয়ে নিবেন। কিন্তু তিনি

আবার হতাশ হলেন যখন দেখলেন আজ ভাইয়ের রুম থেকে নামাজ পড়ার কোনো শব্দ আসছে না। তার এই আহাজারি দাঁড়িয়ে নিরবে দেখছিল ইসরাত। বাবার সামনে যায়নি, বাবা হয়তো তাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন এই অবস্থায়। ইসরাতের মনে হলো আবার ও গলার কাছে কিছু দলা পাঁকাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে চোখ চেপে ধরতেই

হেঁচকি উঠল। তারপর এক ফোঁটা পানি আবার গড়িয়ে পড়ল শুভ্র গাল বেয়ে।

নিজের বাবাকে নিয়ে এতো চিন্তায় ছিল যে, সামনে এসে কখন জায়িন দাঁড়িয়েছে তা খেয়াল করেনি সে। জায়িন নীরবে দাঁড়িয়ে ইসরাতের এক একটা পদক্ষেপ লক্ষ করল। সান্ত্বনা দেওয়ার তাগিদে হাত

বাড়িয়ে মেয়েটার মেয়েলি মসৃণ নরম চুলগুলো স্পর্শ করল।

মাথায় মোলায়েম হাতের স্পর্শ পেয়ে ইসরাত চোখ তুলে তাকায় উপরের দিকে। জায়িন ও তাকিয়ে ছিল মেয়েটার দিকে, স্বল্প সময়ের জন্য দু-জনের চোখাচোখি হলো।অতঃপর জায়িন নিজেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। ইসরাতের মাথার উপর তার হাত তখনো স্থির রাখা। নিজের গম্ভীরতা

এক পাশে ফেলে দেশে আসার পর এই প্রথম ইসরাতকে একটা কথা বলতে নিল সে, তা ও নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে। নিজের থেকে ছয় বছরের ছোট মেয়েটাকে তুই বলে সম্বোধন করতে পারল না। কারণ, এর আগে সে ইসরাতের সাথে কথা বলার ইচ্ছে পোষণ না করায়, ইসরাত ও কোনো রকম কথা বলেনি। খাবার টেবিলে, বা সিঁড়ি

দিয়ে উপরে-নিচে নামার সময় শুধু চোখাচোখি হয়েছিল তাদের। কোনো বাক্য আলাপ,বা বিনিময় হয়নি। তাই এবার সান্ত্বনা বাণী দিতে আসা চৌদ্দ বছর বয়েসী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, ম্যাচিউর জায়িন কোনো সম্বোধন খুঁজে পেল না। ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থেকে নিচু গলায় নম্রতার সহিত বলল,"আপনি চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আব্বু আবার

আপনাদের এ-বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।ইসরাত কথাটা শোনার সাথে সাথেই চোখ তুলে উপরে তাকাল। বিস্ময়ে নিয়ে চেয়ে রইল গোল গোল চোখে। ইসরাতকে বিস্ময়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে জায়িন আবার বলে,"আপনি কান্না করবেন না, আপনাকে কান্না করতে দেখলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

জায়িনের ভীষণ খারাপ লাগা কথাটি শুনে ইসরাত এবার পেট এক হাত দিয়ে চেপে ধরে হেসে উঠল। ইসরাত কে খিলখিল করে হাসতে দেখে জায়িন লজ্জা পায়। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজের লজ্জা সংবরণ করার চেষ্টা করল ছেলেটা। হলো না! কিশোরের শুভ্র গাল নিমেষেই লাল হয়ে গেল। ইসরাত অবাক চোখে তাকিয়ে নিজের গালে দু-হাত

চেপে ধরে বলতে লাগল,”এই আপনি লজ্জা পাচ্ছেন? হায় আল্লাহ, আপনার গাল লাল হয়ে গেছে। আরে আরে, মেয়েদের মতো করছেন কেন আপনি?ইসরাতকে মজা নিতে দেখে জায়িন দ্রুত পায়ে পিছন ঘুরল, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। তখনো তার কানে আসছে মেয়েলি হাসির শব্দ। জায়িন বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে

যেতে একবার পিছু ঘুরল ইসরাতকে দেখার জন্য। আর তখনি ধুক ধুক শব্দ তোলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতে থাকা মেয়েটির কাছে আটকাল কিশোরের হৃদয়। কিশোর মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধ্যান-জ্ঞান খুঁইয়ে মৃদু গলায় বিড়বিড় করে আওড়ায়, ❝আপনার হাসি মারাত্মক সুন্দর ইসরাত! আপনার এই রিনঝিনে হাসির শব্দ যে-কারোর বিনাশ ডেকে আনতে

সক্ষম। ❤❤ সেইদিনই তারা বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল। এরপর ওই বাড়িতে কি হয়েছে কেউই বলতে পারেনা তারা। সেই বিষয়ে সকলেই অজ্ঞ! বাড়ি থেকে বের হয়ে তারা উঠেছিল একটা তিন রুমের ছোট্ট বাসায়। সেই বাসায় প্রবেশ করার সাথে সাথে নাছির সাহেব স্পষ্ট বলে দিলেন বিয়েটাকে ভুলে যেতে। ওইটা একটা পুতুল খেলার

মতো খেলা ছিল। সেইদিনের পর কেউই বিয়ে বিষয়ক কোনো কথা তুলেনি নাছির সাহেবের সামনে। ধীরে ধীরে সময় গড়াল, একদিন, এক সপ্তাহ, একমাস, এক বছর এরকম করে বারো বছর গড়াল। এই বারো বছরে কেউই বিয়ে বিষয়ক প্রশ্ন তুলেনি নাছির সাহেবের সামনে। একই সুতোয় বাঁধা ছেলে-মেয়ে গুলো ও বড় হতে লাগল।

যোজন-যোজন দূরত্ব তৈরি হলো তাদের মধ্যে। সময়ের বিবর্তনে ছাপ পড়ল তাদের মস্তিষ্কে। কয়েক বছর আগে নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাদের কাছে। এক প্রকার ভুলতে বসল নিজেদের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা। আর তখনই ছোট্ট মেয়েটার হাতে লাগল গোলাপি রঙের একটি ডায়েরি।

মেয়েটার দাদার ডায়েরি! যে ডায়েরিটা সবসময় বাবা লুকিয়ে রাখত তার আর ইসরাতের কাছ থেকে,সেই ডায়েরির প্রতি এক অজানা কৌতূহল জাগল মেয়েটার। বাবার অগোচরে একদিন সেই ডায়েরি পড়তে শুরু করল মেয়েটা। আর ডায়েরি পড়ে সেখান থেকে উদ্ঘাঘাটন হলো বড় একটা রহস্যের। আর সেই রহস্যের

উদ্ঘাটনের ফলে, ছোট মেয়েটা যে এই বারো বছরে বড় হয়েছে সে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল নিজ জায়গায়। সে ভাবতে ও পারেনি এই ডায়েরির ভিতর এতো বড় রহস্য চাপা দেওয়া রয়েছে। নিজের ভাবনার থেকে বড় কিছু বের হয়ে আসতে দেখে মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। যেখান থেকে মেয়েটা জানতে

পারল কিছু ধুলো পড়ে যাওয়া অনেক বছর আগের ঘটনা। যা তার মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। যার উপর পড়েছিল মোটা এক ধুলোর আস্তরণ। আর সেই আস্তরণ এভাবে আজ সরে যেতেই, সে নিজ জায়গা থেকে নড়তে ভুলে গেল। এতো বছর ধরে মনের ভিতর জমা হওয়া এক একটা প্রশ্নের উত্তর সেকেন্ডের ভিতর পরিস্কার হয়ে গেল

তার কাছে। এই জন্য তারা দাদার সাথে তাদের বাড়ি থাকে না? এই জন্য বাবার ব্যবসা আলাদা? বড় বাবার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই! নিজের ভিতরে জমা হওয়া হাজারো কেন এর উত্তর ধীরে ধীরে পরিস্কার হয়ে গেল। আর এই জন্য তার বিটকেল বাপ এতোদিন ধরে তাকে এই ডায়েরির আশে-পাশে আসতে দেয়নি। নিজের ভাইয়ের কূ-

কীর্তি সে জেনে যাবে বলে? যুবতী হয়ে যাওয়া মেয়েটার মনে আরেকটা প্রশ্ন জাগল ইসরাত এই সম্পর্কে কি জানে? নাকি সব ভুলে গিয়েছে? সবকিছু এখন তাকেই বের করতে হবে। নিজ মনে বিড়বিড় করে আওড়াল,"লেগে যা মেয়ে লেগে যা, নতুন আরেকটা ক্যাস! মনে হচ্ছে এবারের ক্যাসটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। ক্যাস সলব করার

আগে নাছির সাহেবকে একটু বাজিয়ে নেওয়াই যায়, দেখি আর কি কি লুকিয়েছেন আমার গুণোধর আব্বাজান আমার কাছ থেকে? ইসরাত কান বাড়াল ছেলেটা কি বলছে শোনার আশায়। দূর হতে দেখল ছেলেট মুখ নাড়াচ্ছে, আর কিছু বিড়বিড় করছে। ইসরাত এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে ছেলেটার কাছে, হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার

চেষ্টা করে ছেলেটাকে, নেই! কোনো অস্তিত্ব নেই!ইসরাতের চোখের সামনে থেকে ছেলেটার শরীরের এক একটা অঙ্গ প্রতঙ্গ কালো ছাই হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়। বাচ্চা মেয়েটি সামনে হেঁটে গেল ছাই গুলো ছোঁয়ার আশায়, তখনি কানে আসলো পিছন থেকে কারোর কান্না! অতঃপর আরেকটা বাচ্চা কণ্ঠ ভেসে আসলো,”ইসরাত আব্বা তোমাকে

ডাকছে, তাড়াতাড়ি আসো!পরপর ধুপ করে শব্দ হতেই ইসরাত আবার সামনে ফিরল। দেখল,সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে একটা ছয় বছরের বাচ্চা। বাচ্চাটি কান্না করছে না, কপাল চেপে ধরে বসে আছে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে, কপাল থেকে হাত সরাতেই ইসরাতের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো রক্ত! ছয় বছরের বাচ্চা

মেয়েটি রক্তের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। রক্ত, সিঁড়ি, বাচ্চা, দূর থেকে দৌড়ে আসা নাজমিন বেগম, চিৎকারের শব্দ, ধীরে ধীরে সব অন্ধকারে হারিয়ে গেল। শুধু ভেসে আসলো তীক্ষ্ণ, কানভেদ করে দেওয়ার মতো কান্নার শব্দ।

এক লাফে ঘুম থেকে উঠে বসল ইসরাত। শরীর ঘেমে গিয়েছে তার! যখন বুঝল আবার সেই স্বপ্ন

দেখেছে তখন দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। বিছানার কাছে রাখা টেবিলের উপর থেকে পানির জগ নিয়ে পানি ঢালল গ্লাসে। জগ তার নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে, গ্লাসে নেওয়া পানি এক ঢোকে খেয়ে ফেলল।

পানি পান করে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল পা নামিয়ে মেঝেতে। বুকে এখনো ধুকপুক করছে তার। এই স্বপ্নকে ইসরাত

ভয় করে, যখনই এই স্বপ্ন সে দেখে তখনি শরীর অস্বাভাবিক ভাবে ঘেমে যায়। হাত পায়ে কাঁপুনি উঠে।চোখ বন্ধ করে বুকের বাঁ-পাশে হাত দিয়ে চেপে ধরে শ্বাস ফেলল মেয়েটা। এতক্ষণে খেয়াল করল কারেন্ট নেই! মুখের মধ্যে জমা হওয়া সেদ জল গুলো কব্জিতে ভালো করে মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রুমের ভিতর আঁশাটে আঁশাটে গন্ধ হচ্ছে। ধীর

পায়ে এগিয়ে গেল জানালার কাছে। থাই গ্লাস হওয়ার ধরুণ লক খুলেই এক পাশে ধাক্কা দিতেই শুরশুর করে খুলে গেল পুরো জানালা। জানালা খুলে যেতেই, খোলা জানালার ভিতর দমকা হওয়া এসে প্রবেশ করল। সামান্য প্রাকৃতিক এই বাতাসে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল ইসরাতের।থাই গ্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। যতক্ষণ

পর্যন্ত না, শরীরের অস্বাভাবিক কাঁপুনি আর ধুকপুক না কমে।

ইসরাতের রুমের জানালা রাস্তামুখী হওয়ায় জানালার কাছে দাঁড়ালে সোজা রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। নির্মিশেষ দৃষ্টিতে ইসরাত চেয়ে রইল রাস্তার দিকে। হঠাৎ হঠাৎ চলাচল করা বড় বড় গাড়ির দিকে চোখ বুলাল, তারপর চোখ ফিরিয়ে এনে রাখল গোলাকার চাঁদে। আজ পূর্ণ

চন্দ্রিমা। চাঁদের আলোয় পথ-ঘাট সবকিছু পরিস্কার হয়ে আছে। তখনো বাহির থেকে বয়ে আসছে দমকা হাওয়া! টুপটাপ শব্দ তুলেই বৃষ্টি শুরু হতেই ইসরাত নিজের হুশে ফিরে আসলো। জানালার গ্লাস লাগাল না, সাদা রঙের সিল্কের পর্দা টেনে দিল জানালার সামনে। বাতাসের সাথে উড়ে আসা মেঘের ছটা এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল কালো

রঙের খাঁজকাটা টাইলস। ইসরাত ভিজতে দিল টাইলস, আজ সারারাত তার পার হবে এইভাবে নির্ঘুম। এই স্বপ্নের কারণে বছরের দুইশত দিন এর বেশি রাত তাকে নির্ঘুম কাটাতে হয়, আর আজ ও তাই হবে।ইসরাত বিছানায় শোয়ার আগে একবার মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে ঘুমানো নুসরাতের দিকে তাকাল। শ্যামলা বর্ণের মেয়েটা এক পাশে কাচুমাচু

হয়ে শুয়ে আছে। ঘুমের মধ্যে আবুল-তাবুল বকছে আর গালি দিচ্ছে ইরহামকে।

শব্দ করে লম্বা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়ল ইসরাত। চাতক পাখির ন্যায় চেয়ে চেয়েই সারারাত কাটাল মেয়েটা। আগামীকাল সকালে দেখা যাবে, চোখের নিচে পড়েছে তার গাঢ় মোটা কালো আস্তরণ।

একেবারে ফজরের আযানের পর দু-চোখ বুজল সে। ঘুম পাখি এসে ধরা দিল নির্ঘুম রাত্রিযাপন করা মেয়েটার চোখে।প্যারিসের ৭ তম অ্যারোন্ডিসমেন্ট উচ্চ বিত্ত একটি শহর। যেখানে বড় বড় দালান এবং ঐতিহাসিক ভার্সিটি গুলো গড়ে উঠেছে। বিখ্যাত ভার্সিটি গুলোর মধ্যে একটা হলো দ্য আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ প্যারিস।

দ্য আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ প্যারিসে আজ ছাত্র ছাত্রীর সমাগমে মো মো করছে। ভার্সিটিতে আজ সকল বিভাগের স্টুডেন্ট উপস্থিত থাকার কারণে হাঁটতে গিয়ে বার বার ধাক্কা লাগছে একে অপরের সাথে। ধাক্কা লাগাতে কেউ কারোর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না, বা স্যরি ও বলছে না, সবাই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পা বাড়াচ্ছে নিজ নিজ ভবনের

উদ্দেশ্যে।যারা এ-বছর পি-এইচ-ডি করছে তারা আজ তাদের গবেষণাপত্র নিয়ে ভার্সিটিতে উপস্থিত হয়েছে। ফারহান ও তাদের একজন। চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট সুঠাম দেহের পঁচিশ বছর বয়সী পুরুষটি নিজের ঘুম ফেলে আজ হাজির হয়েছে ভার্সিটিতে। পরনে তার আকাশি রঙের শার্ট আর কালো ফর্মাল প্যান্ট। ক্যাম্পাসে হাঁটতে

গিয়ে অনেকের বাহুর সাথে বাহুর ধাক্কা লাগল,সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপ করল না। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল নিজের ভবনের দিকে। সচারাচর হাঁটতে গেলে এসব ধাক্কা লাগে তাই এটা এতো আমলে নেওয়ার বিষয় না।

নিজ ভবনে পৌঁছানোর পর সিঁড়ি বেয়ে ধীর পায়ে উঠতে লাগল ছেলেটি। উস্কখুস্ক চুলগুলো হাত

দিয়ে ভালো করে পিছনের দিকে ব্যাক ব্রাশ করে এগিয়ে যেতে লাগল নিজের গন্তব্যের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে হাতে থাকা কালো ডায়ালের, ভিতরের সাদা পাথরের কাজ করা রোলেক্স সাবমেরিনার টু-টোনের ঘড়িটি চোখের সামনে তুলে ধরল আরশ। সময়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পায়ের গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল নিজ ক্লাস রুমের দিকে।ক্লাসের

ভিতর পা রাখার আগেই কানে ভেসে আসলো পিছন থেকে মাহাদির গলার স্বর। উচ্চস্বরে বার বার ডাকছে আরশ বলে। আরশ পিছু ফিরল না, মাহাদির ডাকের ও কোনো জবাব দিল না, কিছু সেকেন্ডের জন্য নিজ জায়গায় সোজা স্থির দাঁড়িয়ে থেকে, কালো বোট জুতো পরা পা বাড়িয়ে ক্লাস রুমে প্রবেশ করল। পরপর এদিক-সেদিক

কোনোদিকে চোখ না বুলিয়ে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে গিয়ে বসে গেল মাঝের এক সিটে।

মাহাদি তখনো তাকে ডেকে চলেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল আরশের সিটের সামনে। হাঁটুতে দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে শ্বাস নিতে লাগল। আরশ নড়চড়হীন! নিস্প্রভ পুরুষালি চোখে তাকিয়ে থেকে সবকিছু লক্ষ করল।

মাহাদি জিরিয়ে নিয়ে ঝুঁকা থেকে উঠে দাঁড়াল। আরশের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে থেকে হিসহিস করে শুধায়,”তুই এমন কেন?আরশ নির্লিপ্ত! তার মধ্যে নেই কোনো উদ্বেগ। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। নিজের নিস্পৃহ দৃষ্টি হাতের স্টেইনলেস স্টিলের বেল্টের ঘড়ির উপর ফিরিয়ে নিয়ে আসলো। ঘড়ির দিকে

তাকিয়ে অপেক্ষা করল আরো পাঁচ সেকেন্ড অতিবাহিত হওয়ার। পাঁচ সেকেন্ডে অতিবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে বলে,”কারণ আমি এমন। মাহাদি হতাশ হয়ে পড়ল। চোখ উল্টে শব্দ করে বসে গেল আরশের কাছ ঘেঁষে। দু-হাত আরশের গলার সামনে নিয়ে এসে গলা চেপে ধরার মতো করে বলে,

“তোকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় শালা!

আরশ কথা বলে না। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর, চট করে মাহাদির দিকে ফিরে তাকায়। জিজ্ঞেস করে,”তোর একটা বোন আছে তাই না?মাহাদি অবাক হয় আরশের বোন বিষয়ক প্রশ্নে। ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়ায় হ্যাঁ ভঙ্গিতে। যার মানে তার বোন আছে। মাহাফি

অনিহা নিয়ে বলে ওঠে,” এমন অভিনয় করছিস মনে হচ্ছে জানিসই না?

আরশ দু-হাত ঘাড়ের পিছনে নিয়ে মটমট করে শব্দ করে। কাঁধ এদিক-সেদিক ঘোরায়। মাথা কাত করে বলে,”শালা বলবি না আমায়! তোর বোনের সাথে বিয়ে দিবি? দিলে বল? তাহলে শালা বলা গ্রান্টেড।

মাহাদি আরশের গলা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে। কপাল কুঁচকে নিচু কণ্ঠে স্পষ্ট বাংলায় ভাষায় বলে,”তোর মতো লম্পটের সাথে আমার বোনের বিয়ে আমি দিব না। তুই বউ থাকতে আরেক বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিস। শালা সাইকো..! তোর বাপ আমার বাপরে কি জাদু করছে যে, তোর মতো এক বিয়াইত্তা পোলার লগে আমার নিষ্পাপ বোনটারে বিয়ে

দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে আমার বাপ। আমি বলে দিচ্ছি তোর সাথে আমি আমার বোনকে বিয়ে দিব না।আরশ চোখ উল্টায়। গলা নিচু করে মাহাদির কথার উত্তর দেয়,"ডিভোর্স হয়ে গেছে! আর গলা ছাড় ঘামের গন্ধ আসছে। ছ্হে কি দূ-গন্ধ?

মাহাদি ছেড়ে দিল না। আরো কিছুক্ষণ আরশকে চেপে ধরে রাখল নিজের হাতের নিচে।

যখন সময় আসলো প্রফেসর আসার তখন গিয়ে আরপশঅকে ছেড়ে দিল। ব্যথিত নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল," সত্যি ডিভোর্স হয়ে গেছে?

আরশ বিরক্ত হয় মাহাদির প্রশ্নে। কপালে ভাঁজ ফেলে মাথা ঘুরিয়ে তাকায় তার দিকে। সামনের দাঁত

ভেঙ্গিয়ে বের করে বিচ্ছিরি হেসে বলে,”না আমি মজা করছি! হা হামাহাদি আরশের মুখ চেপে ধরে হাতের তালু দিয়ে। মাথা দূরে সরিয়ে রেখে বলল,”না, আর হাসতে হবে না, আপনার এই উপরের পাটির দাঁতগুলো ভিতরে ঢোকান। ভয়ংকর লাগছে আপনাকে।

আরশ বিরক্তির শ্বাস ফেলে মাথা এলিয়ে দেয় সামনের দিকে। হাতের

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে প্রফেসর আসার দু-মিনিট এখনো বাকি। আরাম করে শুয়ে পড়তেই কানে ভেসে আসে মোটা গলায় ফরাসি ভাষায় কর্কশ স্বরে কেউ বলছে,”এটা কি আপনার ঘুমানোর জায়গা চৈয়াড আরচ।

আরশ নাক কুঁচকে ফেলল। তার এতো সুন্দর বংশ পদবির এই লোক মাইরি বাপ করে দিল। ইচ্ছে করল

লোকটার চুল চেপে ধরে মুখের সামনের অংশ নিয়ে দেয়ালে দুটো বারি দিতে। তারপর বলতে,”এটা চৈয়াড না গাধা, এটা সৈয়দ হবে! গালি গুলো গলার নিচে সংবরণ করে উঠে দাঁড়াল আরশ। আরশকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে দাঁড়াতে দেখে প্রফেসর রাগান্বিত হলেন। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”রাতে ঘুমাওনি?

আরশ কিছু বলার আগেই তার মুখের কথা কেড়ে নিল মাহাদি। দাঁত বের করে হেসে গলার স্বর বাড়িয়ে প্রফেসরের কথার উত্তর দেয় সে,”স্যার নতুন নতুন ডিভোর্স হয়েছে বেচারার তাই রাতে ভাবির চিন্তায় ঘুমাতে পারে না।

প্রফেসর এক ভ্রু বাঁকিয়ে মাহাদির দিকে তাকান। আরশের জন্য যতটুকু ব্যথিত হলেন তার থেকে

দ্বিগুণ রাগ প্রকাশ করে তিনি বলেন,”এই মাআডি কান উঠে দাঁড়াও।

প্রফেসরের বলা আদেশের সহিত কথাটা কানে যেতেই মাহাদি কাচুমাচু ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়। আবার বিরক্ত হয় নিজের নামের এই অপমান দেখে। রাগী কণ্ঠে বীরপণা দেখিয়ে স্যারের উদ্দেশ্যে মাহাদি ফরাসি ভাষায় বলে,”স্যার মাআডি না বলে

আগডুম-বাগডুম-ঘোড়ারডুম বলে দিলেই তো পারেন।কথা শুনে পুরো রুম হাসির দমকে কেঁপে উঠল। প্রফেসর রাগী চোখে মাহাদির দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন। হাত দিয়ে বসার মতো ইশারা করলেন। পারলে তিনি চোখ দিয়ে জ্বলসে দিতেন মাহাদিকে,শুধু পারছেন না বলে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আরশের দিকে তাকান। ব্যথিত

নয়নে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন,”আপনাদের ডিভোর্স হওয়ার কারণ বলতে পারবেন? আপনি যদি কিছু মনে না করেন!আরশ নির্লিপ্ত। চোখ-মুখ তার স্বাভাবিক। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে কালো মনি বিশিষ্ট বড় বড় পাপড়ি গুলো একবার আশে-পাশে ঘোরায়। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে উত্তর জানার অপেক্ষায়। আরশ নিজের

কপাল কিছুটা কুঞ্চিত করে বলল,”তেমন কিছু না, বউকে অতিরিক্ত আদর দেওয়ার কারণে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে।

প্রফেসর বিশ্বাস করে নিলেন আরশের কথা। আরশ তখনো সিরিয়াস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলার স্টাইল দেখলে যে-কেউ ধরে নিবে এই ছেলে একটা মিথ্যা কথা বলতে পারে না। মিথ্যা কথা

কি এই ছেলে জানে না! কিন্তু মাত্র সবার সামনে দাঁড়িয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলা এক একটা কথা মিথ্যা তা মাহাদি জানে।

প্রফেসর আগ্রহ পেলেন আরশের কথায়। দুঃখি চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন," আপনি কি আর কাউকে ভালোবাসতে পারবেন? আরশ দু-হাত বুকে আড়াআড়ি বাঁধে। ঠোঁট টিপে একটু হাসে। ফির

আবার বলে,”অবশ্যই পারব না কেন? আমার মনে এখনো অনেক ভালোবাসা আছে, যে চাইবে তাকে দিতে পারি।

“এমন কেউ কি আছে, যাকে আপনি ভালোবাসা দিতে চান?

আরশ এবার একটু দু-টানায় পড়ল। সত্যি তো এমন কেউ কি আছে? কিছুক্ষণ নীরব সময় অতিবাহিত

হওয়ার পর দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলে,” না নেই।

প্রফেসর আর প্রশ্ন করেন না। সবার কাছ থেকে থিসিস গুলো জমা নিয়ে চলে যান নিজ কক্ষের উদ্দেশ্যে।

প্রফেসর চলে যেতেই আরশ ব্যাগ কাঁধের উপর তুলে নেয়। মাহাদির সাথে পা মিলিয়ে ক্যাম্পাসে আসতেই এক ঝাঁক মেয়েদের দল এসে তাদের ঘিরে ধরে।শুভ্র বর্ণের

মেয়েটি ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে আরশকে জিজ্ঞেস করে,”আজ বারো বছর পূর্ণ হয়েছে তাই না?

আরশ মেকি হাসে। মাথা নাড়িয়ে বলে হ্যাঁ। মাহাদি অবাক চোখে তাকায় ফ্লোরা নামক মেয়েটার দিকে। এ জানল কীভাবে এতো ডিপ কাহিনী! হা করে একবার তাকায় ফ্লোরার দিকে একবার তাকায় আরশের দিকে।

ফ্লোরা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আরশের দিকে। আরশ তাকায় না তার দিকে, সে দূরে দাঁড়ানো একটা ছেলের হাতের গিটার লক্ষ করে সে-দিকে তাকিয়ে থাকে। ফ্লোরা নিজের দৃষ্টি স্থির রেখে অভিমানী গলায় জিজ্ঞেস করে,"আরচ বারো বছর পার হয়ে গেছে, সেই মেয়েকে তুমি কী এখনো ভুলোনি?

আরশ নিজের দৃষ্টি তখনো পাইন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে গিটার বাজানো ছেলেটার দিকে স্থির রাখে। ওদিকে তাকিয়ে উত্তর করে,”নিজের শ্বাস নেওয়ার মাধ্যমকে কেউ কি ভুলে যেতে পারে!

আরশ আর বাক্য বিনিময় করে না। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায় পাইন গাছের নিচে। ছেলেটার সাথে ফরাসি ভাষায় কিছু আলাপ সেরে

নিয়ে হাতে তুলে নেয় গিটার। পাইন গাছের সামনে রাখা ছোটো কাঠের বেঞ্চে বসে এক-পাশে রাখে নিজের কাঁধের ব্যাগ।গিটার নিয়ে না আসায় নিজের প্রতি আজ সে কিছুটা বিরক্ত। এই নিরিবিলি মধ্যহ্নে পাইন গাছের নিচে বসে তার ইচ্ছে করছে বিরহের গান গাইতে। কারণ টা সে জানে না! ইচ্ছে করছে তাই গাইবে! কার জন্য গাইবে সেটা ও জানে না

সে। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বারবার গানটা ভেসে আসছে। বারংবার কানের মধ্যে ভেসে উঠছে গানের লাইনগুলো। আরশ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না গিটারের তারে আঙুল চালায়। গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিস্কার করে নেয়। গম্ভীর গলায় চোখ বন্ধ করে গেয়ে ওঠে,

তোর প্রেমেতে অন্ধ হলাম,

কি দোষ দিবি তাতে,
বন্ধু তোকে খুঁজে বেড়াই
সকাল-দুপুর-রাতে।মাহাদি আরশের এই গানের মর্মাথ জানে। কার উদ্দেশ্য গাওয়া সে সেটা ও জানে। কিন্তু সামনে বসা ছেলেটা শুধু দায়িত্ব বলে এড়িয়ে যাচ্ছে নিজের ভিতরের কথাগুলো। আসলেই কী শুধু দায়িত্ব নাকি এই বারো বছরে না দেখে, না জেনে মনের ভিতর লালল করা

মেয়েটা দায়িত্বের থেকে বের হয়ে আরো বেশি কিছু জুরে নিয়েছে আরশের, আরশ কী তা জানে? উঁহু সে এসবের কিছুই জানে না! নিজের ভিতরের হওয়া দোলাচালের কোনো কিছু টের পাচ্ছে না সে, কিন্তু মেয়েটা শত মাইল দূরে থেকেও ধীরে ধীরে নিজের দখল, অধিপত্য দ্বারা গ্রাস করে নিচ্ছে আরশকে।

মাহাদির এসকল অতর্কিত চিন্তার ব্যাঘাত ঘটল আরশের গম্ভীর কণ্ঠে দ্বিতীয়বারের ন্যায় গাওয়া গানের প্রতিটা শব্দ।

প্রেমের নামে কিনলাম আমি ,
নিঠুর অভিশাপ ,
তোর আমার প্রেমে ছিলো রে
বন্ধু ,ছিলো পুরোটাই পাপ ।সিটি হসপিটালের বাহিরে উচ্চ শব্দ তুলে একটা এম্বুলেন্স এসে দাঁড়াল।

এম্বুলেন্সের পিছনের দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন একজন ভদ্র মহিলা। কোলে তার তিন বছরের শিশু। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কখন থেকে কেঁদে চলেছেন তিনি। বাচ্চাটাকে হাত লাগাতে দিচ্ছেন না কাউকে। তিনি ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে তার বাচ্চা স্পর্শ করতে দিবেন না। গাড়ি থামতেই ভদ্র মহিলা একপ্রকার ঝড়ের গতিতে

দৌড়ে বাচ্চাকে নিয়ে হসপিটালের ভিতর ঢুকলেন। ভদ্র মহিলার দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকে এম্বুলেন্সের সামনের দরজা খুলে বের হয়ে আসলো উঁচু-লম্বা, মোটা চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট এক সাতাশ বছরের যুবক। মুখে বিদেশি বিদেশি ছাপ। ঠোঁট গুলো লাল বর্ণের হয়ে আছে শীতের কারণে। সাথে তার পুরুষালি গালগুলো ও।

এম্বুলেন্স থেকে বের হয়ে বিরক্তি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় লম্বা চওড়া পুরুষটি। নিজের ভিতরের বিরক্তি নিজের ভিতর অনেক কষ্টে হজম করে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের ডিউটি পালন করতে ভদ্র মহিলার দিকে এগিয়ে যায়।ভদ্র মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বাচ্চা কে স্পর্শ করার আগেই বাচ্চাকে সরিয়ে নেন ভদ্রমহিলা।

রাগী চোখে তাকিয়ে হিসহিস করতে করতে আঙুল তুলে সাবধান করে দেওয়ার ভঙ্গিতে যুবকটাকে বলেন,

“দূরে,আমার বাচ্চাকে তুমি স্পর্শ করছ কেন?

যুবক বিরক্ত হয়। নাক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে। বাচ্চাকে স্পর্শ করার তাগিদে এক পা আগাতেই মহিলা বলেন,

“আরে এই এম্বুলেন্স ড্রাইভার কে সরান, আমার বাচ্চার বুকের হাড্ডি ভেঙেছে আর উনি বারবার স্পর্শ করতে চাচ্ছেন। উনি কি আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চান? ডাক্তার কে ডাকুন! ডাক্তার..ডাক্তার.. এই ড্রাইভার কে এখান থেকে সরান!

একজন নার্স এগিয়ে আসে সামনে। মহিলার কাছে দাঁড়িয়ে মোলায়েম

কণ্ঠে বলেন,”ম্যাম আপনি ভুল বুঝছেন।

মহিলাটি ঝাঁঝাল গলায় বলে,” কি ভুল বুঝছি?

নার্স মহিলাটি বিনম্র গলায় বলল, “স্যার কার্ডিওলজিস্ট। বর্তমানে উনি ছাড়া ডিউটি তে আর কোনো স্যার নেই! সবাই ব্রেক নিচ্ছেন।

ভদ্র মহিলা অবাক হোন। চোখ গোল গোল করে চেয়ে জিজ্ঞেস

করেন,”তাহলে উনি কেন এম্বুলেন্স নিয়ে গেলেন? ড্রাইভার কোথায়?

নার্স মিষ্টি হাসে। স্যারের প্রশংসা করার একটা চান্স সে মিস দেয় না। এবার ও দিল না! গাল এলিয়ে হেসে বলে,”আমাদের সকল এম্বুলেন্সের ড্রাইভার আজ অনেক দূরে দূরে রোগী পিক করতে চলে গিয়েছে কিন্তু একজন ছিলেন যিনি দুপুরের খাবার খেতে ক্যান্টিনে ছিলেন। আর

আপনার ফোন করে আহাজারি শুনে স্যার মনে করেছিলেন ভয়ংকর কোনো কিছু হয়েছে তাই নিজের লাঞ্চ রেখে আপনাদের পিক-আপ করতে চলে গেছেন।

ভদ্র মহিলা লজ্জা পেলেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন," আমি বুঝতে পারিনি আপনি ডাক্তার।

জায়িন বিরক্তি চেপে রেখে গম্ভীর মুখটা হাসি হাসি করার চেষ্টা করে। মেকি হাসি খুব কষ্ট করে ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে বলে,”ইট’স ওকে আমি কিছু মনে করিনি। মিসেস আপনি বাচ্চাকে নিয়ে এদিকে আসুন।দু-তলা বিশিষ্ট সৈয়দ বাড়ির পাশ ঘেঁষে গড়ে উঠেছে আরেকটি ডু-প্লেক্স বাড়ি। যার গেইটে বড় বড় অক্ষরে লিখা নাছির মঞ্জিল।

সৈয়দ বাড়ির দালান পুরোনো হয়ে যাওয়ার ধরুণ সেখানে পড়েছে শ্যাওলার গাঢ় আস্তরণ।

সৈয়দ বাড়ির বাহিরে যতটা রঙচটা নাছির মঞ্জিল যেন তার তুলনায় দ্বিগুণ চাকচিক্যে ঘেরা। শোহেব সাহেব নিজের হাতের অ্যান্ড্রোয়িড ফোন দিয়ে ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বাড়ির আশ-পাশ হেলাল সাহেবকে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে ঘুরাতেই

ক্যামেরার লেন্সে ভেসে উঠল বাচ্চাদের সাথে ক্রিকেট খেলছে একটা মেয়ে। হেলাল সাহেব সামনের টেবিল থেকে দৌড়ে চিকন লেন্সের চশমা তুলে নেন। চোখের মধ্যে চশমা এঁটে চোখ ঝাপটেই তাকাতেই ভেসে উঠল মেয়েলি লম্বাটে মুখ। মুখ দেখে কিছুটা চেনে চেনা মনে হলো মেয়েটাকে উনার কাছে। কিন্তু আন্দাজ করতে

পারলেন না কে মেয়েটা! তাই শোহেব সাহেবকে আদেশ দিয়ে বললেন,”ক্যামেরা সামনের দিকে স্থির রেখে সোজা হেঁটে যা।

ভাইয়ের থেকে পাওয়া আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। হেলাল সাহেব তখন চিনতে পারেননি মেয়েটাকে। চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছেন

মোবাইলের দিকে। চেনার চেষ্টা চালাচ্ছেন! অনেকক্ষণ চেষ্টার পর যখন চিনতে পারলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন,”মেয়েটা কে? মুখটা কেমন চেনা-জানা লাগছে।

শোহেব সাহেব উৎসাহ নিয়ে ক্যামেরায় তাকান। হাসি হাসি মুখ করে বলে ওঠেন,”জি ছোট ভাইয়ের মেয়ে!

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মোবাইলের উপর এসে পড়ল ক্রিকেট বল। শোহেব শক্ত করে মোবাইল ধরে রাখেননি, তাই হাত ফসকে মোবাইল মাটিতে উল্টে পড়ে গেল।

নুসরাত বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিয়ে বলল,” যাও বাচ্চা বল নিয়ে আসো।

বাচ্চাগুলো মুখ কুঁচকায়। নাক ফুলিয়ে বলে,

“তোমার চাচা তুমি যাও! আমরা গেলে আমাদের কে বকবে। তোমাকে বকবে না!

নুসরাত বিরক্তির শ্বাস ফেলল। বাচ্চাগুলোকে তিরস্কার করে বলল,”এহ, একটা ও আমার মতো সাহসী হতে পারল না। সবগুলো এক একটা বোকারহদ্দ।

নুসরাত বাচ্চাগুলোকে তিরস্কার করা শেষে হেলেদুলে এগিয়ে গেল শোহেব সাহেবের দিকে। শোহেব সাহেব তখনো ঝুঁকে ফোন হাতে নিচ্ছেন। নুসরাত দু-হাত উপরে তুলে দূর থেকে বলে,"এই তোমার না, পায়ে ব্যথা তাহলে ঝুঁকছ কেন? দাঁড়াও, আমি নুসরাত দ্যা গ্রেট গার্ল এখন চলে এসেছি তোমার সাহায্য করতে, আমি তোমার ফোন তুলে

দিচ্ছি, তোমার ফোন মাটি থেকে তুলে দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লিখাবো ডায়মন্ড অক্ষরে। টেনশন মাত লো চাচ্চু!

নুসরাত নিজে নিজের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসলো। উল্টো হয়ে পড়ে থাকা ফোনটা ঝুঁকে রাস্তার পাশ থেকে তুলে দিতে দিতে মৃদু কণ্ঠে গালি দিল মোবাইলকে,” বালের মোবাইল, সামান্য বলের

আঘাতে পড়ে যায়। এসব হেডার মোবাইল দে কেডা?নুসরাত মোবাইল ঘুরিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না অপাশে কে! সে মোবাইলকে নিজ ইচ্ছে মতো দু-তিনটে গালি দিয়ে বোকা হেসে মোবাইল এগিয়ে দিল শোহেব সাহেবের দিকে। তার এই বোকা হাসির মানে হলো, শোহেব সাহেব তার এতো বড় বড় সুন্দর গালি গুলো শুনেতে পাননি

তাই। হেসে মোবাইল শোহেব সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিতেই কানে ভেসে আসলো গম্ভীর গলার কারোর ধমকের স্বরে বলা কথা,”কে ওখানে? শোহেব কে ও?

নুসরাতের কপাল কুঁচকে গেল। ব্যাটা মানুষের গলার আওয়াজ শুনে চোখ ঘুরায় চারিদিকে। কাউকে খুঁজে না পেয়ে শোহেব সাহেবের দিকে

তাকিয়ে ভ্রু নাচায়। একপেশে ভ্রু করে জিজ্ঞেস করে কে কথা বলছে? নুসরাতের ইশারা বুঝে নেন শোহেব সাহেব। মোবাইল নুসরাতের হাতে ধরিয়ে দিলেন যাতে সে নিজে দেখে কে কথা বলছে। নুসরাত মোবাইল হাতে নিয়ে ক্যামেরার দিকে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে শোহেবের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বিতৃষ্ণা নিয়ে আওড়ায়,"এই বুইড়া বেডা আবার

কে? ঠিক চিনতে পারছি না।হেলাল সাহেব আঁতকে উঠলেন। তাকে বুড়ো বলে নাছিরের মেয়ে। কত বড় সাহস! যার বাপ তার ভয়ে কাঁপে সেই বাপের মেয়ে তাকে বুইড়া বেডা বলে সম্বোধন করে। তিনি চোখ বড় বড় করে ক্যামেরার মধ্যে তর্জনী আঙুল তুলে শাসিয়ে বললেন,”কাকে তুই বুইড়া বেডা বলছিস? চিনিস আমাকে?

নুসরাত অবাক হওয়ার ভান করে। গালে এক হাতের তালু রেখে অধর বাঁকিয়ে হেসে বলে,”ওমা আপনাকেই তো বললাম বুইড়া বেডা। আর আপনাকে চিনার কি দরকার। আমি তো চিনি, আপনি হলেন এক কর্কশ, খ্যাকখ্যাক করতে থাকা বুইড়া বেডা। এবার আমাকে চিনে নিন আপনি, আমি হলাম সৈয়দ নাছির উদ্দিনের ছোট মেয়ে

সৈয়দা নুসরাত নাছির। আপনি আমাকে ভালোবেসে ব্যাটাছেলে ডাকতে পারেন, আমি মাইন্ড করব না। আর আপনাকে চিনার কোনো শখ, ইচ্ছা, আকাঙ্কা আমার নেই। আপনার সাথে যদি আমার কোনোদিন দেখা হয়, তাহলে আপনাকে আমি চিনিয়ে দিব আমি কে?নুসরাত আবার ক্যানাইন দাঁত বের করে হাসে। হাত উপরে তুলে

নাচিয়ে নাচিয়ে মুখ বাঁকিয়ে গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বলে,”টাটা আঙ্কেল, আজ বিদায় নেই, অন্য একদিন এক জায়গায় বসে বিস্তারিত আলোচনা করব। এবং আলোচনার শিরোনাম হবে, আমি কে? আপনি কে? কে কাকে বেশি চিনে? তুই কি আমাকে চিনিস নাকি আমি তোকে চিনি! হে হে হে.. বাবায় আঙ্কেলল... সকাল দশটা। ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে

নিচে নেমে আসলো ইসরাত। রান্না ঘরে মাছ তৈলে ভাজার জন্য দেওয়ায় ছি আকারে শব্দ আসছে। ইসরাত ধীরে ধীরে হেঁটে গেল টেবিলের দিকে। টু শব্দ করল না মুখ দিয়ে, শব্দ করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। নাজমিন বেগম গ্যাসের চুলার আঁচ কমিয়ে দিয়ে কেবিনেটের দিকে এগিয়ে যান কফি পাউডার বের করার জন্য।ইসরাতের ঘুমের

ঘোর এখনো কাটেনি তাই মাথায় হাত দিয়ে টেবিলে কব্জি ঠেকিয়ে বসে রইল। বসে বসে অনেকক্ষণ ঝিমালো। ঝিমানো শেষে, তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দিয়ে কপালর মধ্যিখানে হালকা হাতে চাপ প্রয়োগ করল, যাতে মাথা ব্যথা কমে। মুখে রা নেই তার!

কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ির ভিতর প্রবেশ ঘটল ধুপধাপ

করে হেঁটে আসা ঘূর্ণিঝড়ের। ইসরাত টেবিলে বসে থেকে মৃদু হাসল। তখনো পিছনে দাঁড়ানো মেয়েটাকে সে বুঝতে দেয়নি,তার উপস্থিতি সে টের পেয়েছে। গলার আওয়াজ বাড়িয়ে কিচেনে থাকা নাজমিন বেগমের উদ্দেশ্যে ইসরাত বলল,"আম্মু বাড়ি আজ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে না?

এই প্রশ্ন সে করেছে নুসরাতকে জ্বালানোর জন্য। আর ঠিক তাই হলো, নুসরাত জ্বলে উঠল ধুপ করে। তবুও মুখ বন্ধ করে কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল স্থির নিজ জায়গায়, ইসরাতের পরবর্তী কথা শোনার আশায়।

অজ্ঞ নাজমিন বেগম পানির পাত্র চুলায় বসিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন পানি গরম হওয়ার। পানি

গরম হওয়ার পর পানিতে চামচের সামনা দিয়ে এক চিমটি কফি পাউডার পাত্রে দিয়ে উত্তর করলেন, “কেন?ইসরাত ঠোঁট চেপে হাসি আটকানোর প্রাণপন চেষ্টা করল। সে না চেয়ে বুঝতে পারছে নুসরাত অজগর সাপের মতো ফুলছে ভিতর ভিতর। তবুও ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করছে তার উত্তর শোনার আশায়। ইসরাত আর কাউকে

অপেক্ষা করালো না, মুখে হাত চেপে ধরে হাসি আটকিয়ে রেখে বলল,”কারণ তুফান আজ বাড়িতে নেই।

ইসরাতের কথা শেষ হওয়ার আগেই ধুপ করে শব্দ হলো। ধুপধাপ শব্দ শুনে নাজমিন বেগম আতঙ্কিত হয়ে কিচেন থেকে দৌড়ে বের হয়ে আসলেন। ড্রয়িং রুমে এসে তিনি হতাশ হলেন। দুই মেয়ের দিকে

হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রাগী গলায় বললেন,”এক একজন গন্ডারের মতো বড় হয়ে গেছেন, আর এখনো কুকুরের মতো কামড়া-কামড়ি করছেন। নুসরাত ছাড় ইসরাতকে,নাহলে পিঠে আজ তোর দু-ঘা পড়বে।নুসরাত শেষ বারের মতো ইসরাতের চুল টান দিয়ে দৌড় দিল। দূরে দাঁড়িয়ে মা-বোনকে জিহ্বা বের করে ভেঙ্গিয়ে বাড়ি

থেকে বের হয়ে যেতে নিবে, নাছির সাহেব ডেকে উঠলেন,”দাঁড়াও, নাস্তা করে বের হও!

বাবার আদেশ পেয়ে নুসরাত আর বাহিরে পা বাড়াল না। সে বাবার প্রতি একটু বেশিই দূর্বল! বাবার প্রতি তার যতটা ভালোবাসা, মায়ের প্রতি তার ততটুক ভালোবাসা আসে না। সে জানে না এর কারণ কি!

যেই কারণ হোক, বাবাকে সে বেশি ভালোবাসে।

নুসরাত বাড়ানো পা ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ইসরাত তখনো টেবিলের উপর বসে ঘুমে ঢুলে পড়া চোখগুলো খুলে রাখার চেষ্টা করছে।

চেয়ার টানার শব্দে শুনে সে এবার নড়েচড়ে বসল। মাথা নিজের চেয়ারের পিছন দিকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিল।নাছির সাহেব

চেয়ার টেনে বসে ইসরাতের দিকে তাকালেন। শুভ্র মুখটা পাংশুটে বর্ণ ধারণ করেছে, ঠোঁট গুলো শুকিয়ে গিয়েছে, আর চোখের নিচে আবার ও মোটা আস্তরণ পড়েছে। চাঁদের গায়ে যেমন কলঙ্ক তাকে এ যেন সেই কলঙ্ক, তার শুভ্র দাগহীন মেয়ের মুখে ভেসে উঠছে।

নাছির সাহেব জুসের জগ নিজের কাছে টেনে নেন। গ্লাসে জুস ঢালতে

ঢালতে রয়েসয়ে জিজ্ঞেস করেন,”আবার দুঃস্বপ্ন দেখেছ?

ইসরাত চোখ খুলে তাকায়। কিন্তু চোখগুলো উপরে তুলে না, নিচের দিকে স্থির রেখে স্বল্প উচ্চ গলায় উত্তর দেয়,”জি আব্বু!নাছির সাহেব নুসরাতের দিকে একটা জুসের গ্লাস আর ইসরাতের দিকে আরেকটা জুসের গ্লাস ঠেলে দিয়ে বলেন,”এটা নিয়ে এতো ভাবার কিছু নেই, দুঃস্বপ্ন

ভেবে ভুলে যাও। অতিরিক্ত স্ট্রেস যাচ্ছে তাই এসব স্বপ্নে দেখছ।

নাছির সাহেব স্বাভাবিক গলায় কথা বলে জুসের গ্লাসে চুমুক দিলেন। হঠাৎ নুসরাত হে হে করে হেসে উঠল। নাছির সাহেব গ্লাস রেখে নুসরাতের দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন," কি হয়েছে, হাসছ কেন?

নুসরাত দু-পাশে কিছু না ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়। নাছির সাহেব জুসের

গ্লাসে আরেক চুমুক দিতেই নুসরাত ঠোঁট চোখা করে শুধায়,”আব্বা সত্যি কি ওটা স্বপ্ন নাকি...

কথা শেষ করতে পারে না, তার আগেই কুহ কুহ শব্দ করে কেঁশে উঠেন নাছির সাহেব। ইসরাত দৌড়ে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বাবার দিকে এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। নাছির সাহেব একটু ধাতস্ত হতেই ইসরাত সরে আসে।

নিজ স্থানে বসে পড়তেই বাবার ধমক কানে যায়, যা তিনি নুসরাতের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

“তুমি কি বলছিলে আবার বলো? এভাবে খাবার খাওয়ার সময় কেউ কথা বলে? জান আটকে মেরে ফেলতে চাও কি?নুসরাত রহস্যময়ী হাসে। ঠোঁট উল্টে, চোখ ঝাপটায়। তারপর গাল ফুলিয়ে দু-হাত

আড়াআড়ি বুকে বেঁধে বলে,” আব্বা আমি কিন্তু পড়ে নিয়েছি!

নাছির সাহেব বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

“কি পড়ে নিয়েছ তুমি?

নুসরাত শুধু হাসে। একবার ঠোঁট চোখা করে তো একবার উল্টে। নাছির সাহেব টেনশন নিতে পারলেন না আর,এই মেয়ে তাকে টেনশন দিতে দিতে মেরে ফেলবে।

দাঁতে দাঁত চেপে ছোট ধমক দিয়ে বললেন,”তুমি কি পড়ে নিয়েছ, বললে, বলে ফেলো, এভাবে সাসপেন্স দিচ্ছ কেন?

নুসরাত দু-চোখ ছোট ছোট করে ভ্রু নাচায়। এক পেশে ভ্রু করে গর্বে ফুলে উঠা বুক নিয়ে উত্তর দেয়, “আমাদের লাইব্রেরি রুমে যে ডাইরি আছে ওইটা।

নাছির সাহেব এবার কিছুটা ভয়ার্ত হলেন। নুসরাতের দিকে সিরিয়াস হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,”কোন ডাইরি পড়ে নিয়েছ তুমি?নুসরাত কথা বলে না,শব্দ তুলে শু শু ডাকিয়ে জুসের গ্লাস থেকে জুস পান করে। জুস খাওয়া শেষে গ্লাস রেখে সামনে তাকাতেই দেখে ইসরাত আর নাছির সাহেব এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রশ্নাত্মক

চোখে। নুসরাত শুধু হাসে, তারপর বাবাকে জ্বালাতে বলে,”ওই যে গোলাপি ডাইরিটা, যেটা আপনি আমাকে আর ইসরাতকে স্পর্শ করতে না করেছিলেন, ওইটা।

নাছির সাহেব বুকে হাত চেপে ধরলেন। চেয়ারে সারা শরীর ছেড়ে দিয়ে, চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, “না করা সত্ত্বেও, ওই ডাইরি তুমি পড়েছ কেন?

নুসরাত এক পা তুলে চেয়ারে বসে। নির্লিপ্ত চোখ আশেপাশে বুলিয়ে নিয়ে উত্তর করে,”আপনি তো জানেন আব্বা, নিষিদ্ধ জিনিস জানার প্রতি আমার একটু বেশি ঝোঁক! আর তাই নিজের ঝোঁক সামলাতে না পেরে ওই ডাইরি পড়ে নিয়েছি।নাছির সাহেবের বুকে কিছু একটা কামড়ে উঠল। এক-হাত দিয়ে বুকের বাঁ-

পাশ চেপে ধরে রেখে জিজ্ঞেস করলেন,”কতটুকু পড়েছ তুমি?

ইসরাত দু-জনের মাঝখানে বসে একবার বাবার দিকে গোল গোল চোখে তাকায় তো একবার বোনের দিকে তাকায়। সে বেচারা নুসরাতের ভাষায় দুই বিজ্ঞ মানুষের মধ্যে ফেসে গিয়েছে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এখন তার কোনো কিছু করার নেই।

নাছির সাহেবের চেতনা হারানোর পর্যায়। নুসরাত ধীরে ধীরে অবিচল কণ্ঠে বলে,”সব পড়ে নি,,য়ে,,ছি আব্বা।

শেষের কথা টেনে টেনে বলে বাবাকে আরেকটু টেনশন দেওয়ার জন্য। কারণ সে ভালোবাসে তার প্রিয় মানুষদের টেনশন দিতে।

নাছির সাহেব এলোমেলো তাকান। চোখের মণিতে স্পষ্ট তার উদ্বীপণা।

নুসরাত বাবার অতিরিক্ত রিয়েক্ট করা দেখে আবার ভিলেনদের মতো হাসে।“ইসরাতকে কিছু বলেছ? আর কি কি জানতে পেরেছ ডাইরি পড়ে। নুসরাত এক মুহুর্ত বিলম্ব করে না। বিরক্ত হওয়ার ভান করে কপালে ভাঁজ ফেলল। ব্যগ্র কণ্ঠে বলল,” ইসরাত কে আর কি বলব আব্বা? জানেন কি হইছে? আমি না বললে, জানবেন কিভাবে! দাঁড়ান বলতাছি,

কি হইছে গোলাপি ডাইরিটা হাতে নিয়ে পড়তে গিয়ে মনে হলো কোনো মাইয়ার ডাইরি, পরে দেখি ওমা এডা তো কোনো আজমল আলীর ডাইরি আইই মিন আপনার আব্বা, আমার দাদার ডাইরি। আমি কিছুটা বিরক্ত হলাম, পুরুষ মানুষ আবার কেন গোলাপি ডাইরি ব্যবহার করে, আই মিন লিখে। নিজের এই কৌতূহল এক পাশে ফেলে যখনই

ডাইরির প্রথম পৃষ্টায় লিখা দেখলাম, তা পড়তে নিলাম, লিখা পড়তে গিয়ে দাঁত ভেঙে যাওয়ার জোগাড় হলো। এতটুকু পড়েছি আমি, আমার নাম সৈয়দ আজমল আলী, আমার অনুমতি ছাড়া আমার গোলাপি ডাইরি কেউ স্পর্শ করবেন না। এইটুকু পড়ে মনে হলো লোকটা যখন নিজে বলছে তার ডাইরি স্পর্শ না করার কথা তাই আমি আর

অসামাজিকতা দেখিয়ে ডাইরিটা পড়িনি, পরে পড়ব ভেবে রেখে এসেছি।নাছির সাহেবের কাছে নুসরাতের একটা কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। ইসরাতের দিকে তাকাতেই দেখলেন ইসরাত স্বাভাবিক, তাই না চাইতে ও বিশ্বাস করতে হলো যে, নুসরাত ডাইরিটা পড়েনি। পড়লে এতক্ষণে ইসরাতের কাছে সব খোলাসা করে ফেলত,

আর ইসরাত নিজের স্বপ্ন ভাবা জিনিসটা আসলে কি দু-স্বপ্ন নাকি বাস্তব তা জেনে যেত।

নাছির সাহেব নুসরাতের সবকিছু বলার পর রাগী চোখ তুলে তাকান তার দিকে। আখিঁযুগল প্রশস্ত করে দ্বিধাহীনভাবে নুসরাতকে জিজ্ঞেস করেন,"তাহলে আমাকে এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?নুসরাত অবাক হওয়ার ভান করে। ভড়কে গিয়েছে

এমন করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়ায় চেয়ারের উপর। দু-হাত সামনে এনে ভয় পাওয়ার মতো করে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে,”আমাকে মাফ করে দিন সৈয়দ সাহেব, আপনাকে আমি যা সত্যি তাই বললাম, কিন্তু আপনি এখন বলছেন আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।

নুসরাত হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেল। চোখ দুটো ছোট ছোট করে

শুধালো,”সত্যি কি কিছু আছে ওই ডাইরিতে আব্বা, তাহলে তো আজ একবার ওই ডাইরি পড়ে দেখতে হবে। কি এমন আছে যার জন্য, আব্বা আপনি ভয় পেয়ে বুক চেপে ধরে ছিলেন।নাছির সাহেবের বুক থেকে নেমে যাওয়া ভারী পাথর আবার এসে যেন বুকে চাপা পড়ল। নুসরাতের দিকে অবিচল চোখে

থেকে আওড়ান,”তুমি এরকম কেন নুসরাত?

নুসরাতের ঠোঁটের আগায় যেন উত্তর থাকে সব প্রশ্নের। সে মেয়েলি ঠোঁট নাড়িয়ে উত্তর করে,”আমি আপনার মেয়ে তাই, আমি এরকম। আর আপনি এরকম বলেই আমি এরকম। আমি এরকম বলেই আমি এরকম। আর এজন্যই আমি

এরকম। আর তার জন্যই আমি এরকম।

নাছির সাহেব বিরশ মুখে তাকিয়ে রইলেন নুসরাতের দিকে। ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”তুমি কি পণ করে নিয়েছ নুসরাত, কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না?

নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়ায়। তারপর আবার উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে মৃদু স্বরে আওড়ায়,”আব্বা

আমি আবার কি করলাম? আমি তো শুধু...

নুসরাতের কথা নাছির সাহেব পূর্ণ করতে দিলেন না। হাত তুলে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। নিজেই নুসরাতের পরবর্তী কথা পূর্ণ করে দিলেন, তার কথা দ্বারা।

“তুমি বলবে আমি তো শুধু আপনাকে বলছিলাম।নুসরাত উপর নিচ মাথা নাড়ায়। নাছির সাহেব দীর্ঘ

শ্বাস ফেলে বললেন,” দেখিয়ো এরকম আমি শুধু বলছিলাম বলতে বলতে, আমাকে একদিন বলে বলে হার্ট অ্যাটাক করিয়ে ফেলবে।

নুসরাতের চোখ মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। নাছির সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করল,”আজরাইল কি আপনার টিকিট ওকে করে ফেলেছেন আব্বা?

নাছির সাহেব কিছুক্ষণ নুসরাতের দিকে বাকরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ফিকে হয়ে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”তুমি আমাকে হার্ট অ্যাটাক করিয়ে তবেই আমার পিছু ছাড়বে?

নুসরাত কারোর না শোনার মতো করে নিজ মনে আওড়াল,”আপনাকে কেন আমি হার্ট অ্যাটাক করাব, করালে তো করাব আপনার বড়

ভাইকে।নিজ মনে কথাটা শেষ করে ছবির ভিলেনদের মতো মনে মনে নুসরাত একটা হাসি দিল। বাবার দিকে তাকিয়ে মুখ খুলতে যাবে তখুনি নাছির সাহেব দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন,”আর কোনো কথা নয়, তোমার সাথে কথা বললেই কথা বাড়বে আমার।

নুসরাত পিছন থেকে উদাস চোখে দাঁড়িয়ে বাবার দ্রুত পায়ে প্রস্থান দেখল। তারপর হতাশ হয়ে লাফ মেরে বসে গেল চেয়ারে। টেবিলের উপর দু-হাতের কব্জি ভর দিয়ে রেখে নিজের মুখ হাতের তালুতে রাখল। ইসরাতের দিকে এক পলক চাইতে দেখে মেয়েটা টেবিলে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। তখন নাছির সাহেবের উপরের রুম থেকে কণ্ঠ ভেসে

আসে,”নাজমিন নাস্তা টেবিলে দাও, আমি আসছি।ফ্রান্স সিটি হসপিটাল। জায়িন একটু আগেই নিজের কেবিনে এসেছে। টিফিন বক্স খুলে পরোটা এক টুকরো করে মুখের সামনে নিতেই রুমের কোথাও থেকে একটা মহিলা কণ্ঠে ভেসে আসলো।

“পেইজিং চৈয়াড ফারহাড, প্লিজ কাম ইমারজেন্সি ওয়ার্ড কুইকলি।

আই রিপিট ডাঃ চৈয়াড ফারহাড প্লিজ কাম ইমারজেন্সি ওয়ার্ড কুইকলি।

মুখের সামনে নেওয়া খাবার জায়িন টেবিলে রেখে দিল। টেবিলের উপর রাখা স্টেথোস্কোপ বাঁ-হাতে এক প্রকার ছু মেরে টেবিলের উপর থেকে নিয়ে এগিয়ে গেল কেবিনের দরজার দিকে।

রুমের বাহিরে বের হওয়ার আগে খোলা টিফিনের বক্সের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। রুম থেকে বের হতে হতে নিরাস কণ্ঠে বিড়বিড়ায়," এ-জীবনে তোর আর লাঞ্চ করা হবে না। তুই যা তোর ডিউটিতে ভাই।নাছির সাহেব কিছু কাজে মেইন ফেক্টরিতে গিয়েছেন। ইসরাত এখনো টেবিলে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। নুসরাত বসে বসে নখ

খুঁটছে আর ইসরাত কে লক্ষ করছে। তার সন্দেহ যদি বিন্দুমাত্র সত্যি হয় তাহলে ইসরাতের বুকে একটা জোরকা ধাক্কা লাগবে। তারপর ইসরাত আর সে মিলে গান গাইবে,"জোর কা ধাক্কা হায় জোরোছে লাগা, শাদি বান গায়ি উমার কেদ কি সাজা!

ইসরাতের এই ভর দুপুর বেলা ঘুমানো নুসরাতের সহ্য হলো না।

বাজ পাখির মতো গিয়ে খাঁমচে ধরল ইসরাতের সুতি কাপড়ের কামিজ। কারোর প্রবল হাতের তাবায় ইসরাত ধড়ফড় করে উঠে বসল ঘুম থেকে। টেবিলে ঘুমানোর জন্য কাঁধে ব্যথা হয়ে গিয়েছে তার। হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙতে লাগল। চোখ-মুখে এখনো ঘুমের রেশ। চোখ কুঁচকে রেখে বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"কি হয়েছে?নুসরাত দু-হাতে

ইসরাতের ডাগর ডাগর চোখ গুলোর নিচের দিকে চামড়া টেনে ধরল। দাঁত কেলিয়ে ইসরাতের দিকে তাকিয়ে অবসন্নতা নিয়ে বলে,”তুই শালি এতো ঘুমাস কেন? মা আমার, তোকে যদি এখন কোনো বেডা এসে তুলে নিয়ে চলে যায়, তাহলে তুই তো ঘুমের চক্করে কিছুই বুঝবি না। এতো ঘুম কই থেকে আসে তোর?

নুসরাতের হাত ইসরাত নিজের চোখের নিচ থেকে সরিয়ে দিয়ে নুসরাতের হাতে থাপ্পড় মারে। আবার চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে ঘুম ঘুম অবসন্ন কণ্ঠে বলে,”আল্লাহর বাড়ি থেকে আসে ঘুম। এবার সর বাপ আমার!

নুসরাত সরার পাত্রি না। ইসরাতের হাত তাবা মেরে ধরে টান মারতেই

ইসরাতসহ চেয়ার উল্টে চলে আসলো।

মেঝেতে পড়ার ভয়ে ইসরাতের চোখ ভর্তি ঘুম শুরশুর করে সরে গেল। মুখ থেকে বের হয়ে আসলো অতর্কিত শব্দ।

ইসরাত মেঝেতে পড়ে গেছে ভেবে ভয়ার্ত চোখে আশে-পাশে চোখ বুলালো। ধড়ফড় করা কম্পিত বুক নিয়ে নুসরাতের দিকে ভ্রু কুঞ্চিত

করে তাকায়। রাগী চোখে তাকিয়ে শাসানো গলায় কিছুটা চিৎকার করে বলে,”কি হইছে তোর? এরকম গরুর মতো টানছিস কেন?নুসরাত নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে রইল নিজ জায়গায়। প্যান্টের পকেটে দু-হাত পুরে রেখে নির্বিকার কণ্ঠে বলে,”গরুকে গরুর মতো টানতে হয়।

ইসরাত ভ্রু যুগল এক পেশে করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”তুই কি আমাকে ইনডায়রেক্টলি গরু বললি?

নুসরাত এক মুহুর্ত বিলম্ব করল না। গা জ্বালানো হাসি দিয়ে উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে বলল,”আমি তোকে ডায়রেক্টলি গরু বলছি। তো তুই কি করবি?

ইসরাত চোয়াল শক্ত করে নেয়। তারপর পুরো ডায়নিং রুম কাঁপিয়ে

চিৎকার করে ওঠে। নুসরাত ইসরাতকে চিৎকার করতে দেখে সে ও ভেঙ্গিয়ে হেসে ওঠে উচ্চ শব্দে। দাঁত কেলিয়ে ইসরাতের হাত চেপে ধরে এক প্রকার টেনে হেচড়ে নিয়ে যেতে লাগল উপরে লাইব্রেরি রুমে। ইসরাত পিছন থেকে চিৎকার করছে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? নুসরাত উত্তর করার প্রয়োজন বোধ করে না। দ্রুত পদক্ষেপে উপরে উঠে। লাইব্রেরি

রুমে ঢুকে ইসরাতের হাত ছেড়ে দেয়। ইসরাতকে আদেশ দিয়ে বলে,”গোলাপি ডাইরি খোঁজে বের করতে সাহায্য কর।ইসরাত বাক্য ব্যয় করতে চাইল তার আগেই নুসরাত তর্জনী আঙুল ঠোঁটে চেপে রেখে চুপ দেখাল। ইশারায় বলল চুপচাপ খোঁজ করতে। ইসরাত কথা বাড়াল না, বিনা বাক্যে খোঁজ করতে লাগল গোলাপি ডাইরিটার। পুরো

লাইব্রেরি তন্নতন্ন করে খোঁজার পর ও ডাইরিটা পাওয়া গেল না।

ইসরাত ক্লান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে নুসরাতের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"গোলাপি ডাইরি দিয়ে তুই কি করবি?

নুসরাত নিরুদ্বেগ গলায় জিজ্ঞেস করে,

"খুঁজে পাসনি ডাইরি?সে জেনো জানত গোলাপি ডাইরি খুঁজে পাওয়া

যাবে না। নিজের ভাবনা সত্যি হতেই নুসরাত উচ্চ শব্দে হেসে উঠল হা হা করে। ইসরাত অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে নুসরাতের কোনো কারণ ছাড়া হাসি। গা দুলিয়ে এতো হাসির মানে খুঁজে পায় না সে।

ইসরাতকে ওই রকম অবাক রেখে হাসতে হাসতে রুম থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেয় নুসরাত,

প্রতিমধ্যে কানে ভেসে আসে সতর্কতা মিশ্রিত ইরহামের গলার স্বর। নুসরাত ভ্রু যুগল কুঞ্চিত করে ফিরে তাকায়। ইরহামকে চোরের মতো উঁকি মারতে দেখে ফাটা গলায় জিজ্ঞেস করে,” তোর কি হইছে? চোরের মতো বিহেভিয়ার করছিস কেন?

নুসরাত কথা বলতে বলতে সামনে এগিয়ে যায় দু-পা। জানালার ওপাশ

থেকে মাথা বের করে লটকে চেয়ে আছে ইরহাম। নুসরাত নিজেদের জানালার কাছে দাঁড়িয়েই ইরহামের কপালে পড়ে থাকা অগোছালো চুলগুলো খাঁমচে ধরে জিজ্ঞেস করে,”কি হইছে?ইসরাত ততক্ষণে ভ্রু কুঁচকে এসে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে। তার মাথার ভিতর এখনো চলছে গোলাপি ডাইরি বিষয়ক কথা। নুসরাত কোনো কারণ ছাড়া ওই

ডাইরি নিয়ে কথা তুলবে না,তারপর আবার সকালে বলছিল স্বপ্ন নাকি বাস্তব, এখন আবার ডাইরি উধাও, ইসরাত একে একে সব মিলাতে গিয়ে গন্ডগোল পাঁকিয়ে দিল মগজে। নিজের অতর্কিত চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল ইরহামের সতর্কতা মিশ্রিত গলার আওয়াজে।

“এই শোন, দাদি আবার কান্না করছে, সে নাকি আর বেশি দিন

বাঁচবে না। শেষ বারের মতো দেখা করতে চায় বড় বাবার সাথে সামনা-সামনি। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চায় সবাইকে, নিজের শান্তির জন্য। এসব বলে বলে আমার মাথা খেয়ে ফেলছে, কানের পোকা কান থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে,এখন তুই বোন একটা আইডিয়া দে এদের দেশে আনব কিভাবে?

নুসরাত ঠোঁট টিপে হাসে। ইরহামের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। হেয়ালি করে বলে,” কি দিবি আমাকে, যদি আইডিয়া দেই?ইরহাম তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়,

“যা চাইবি, দাদি তাই তোকে দিবে। ইসরাতের দিকে নুসরাত একবার তাকিয়ে চোখাচোখি করে নিল। দু-বোন ইশারায় নিজেদের সলাপরামর্শ

শেষ করে নেয়। ইরহামকে উদ্দেশ্য করে ইসরাত আর নুসরাত এক সাথে বলে ওঠে," দাদিকে শেষ পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়।

ইরহাম আঁতকে উঠে। বিস্ময়ে তার চোখ কোটর থেকে বের হওয়ার পালা। দু-পা পিছিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে চিৎকার করে বলে,"মানে!

ইসরাত দু-হাত ডাউন করে দেখায় কুল কুল। ইরহাম কুল হতে পারে

না, শুভ্র আননে নেমে আসে গাঢ় কালো মেঘ। সামান্য আইডিয়া চাওয়ায় দু-বোন একজন জিন্দা মানুষকে বলে মেরে ফেলার কথা। কি ডেঞ্জারাস ভাই এরা!

ইসরাত মোলায়েম কণ্ঠে বলে,

“দাদিকে শেষ পর্যায়ে পাঠাবি আই মিন অভিনয় করাবি দাদির মৃত্যুর লাস্ট স্টেজ চলছে। এই জান, যায় যায় ভাব! বুঝেছিস?

ইরহাম উপর নিচ মাথা নাড়ায়। স্বস্থির নিশ্বাস ফেলতেই নুসরাত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কর্কশ গলায় শুধায়,” তুই কি মনে করেছিস বাল? ইরহাম ঢোক গিলে। জানালা থেকে আরো দু-পা পিছনে সরে যায়। নুসরাত হাতের কাছে পেলে তাকে যে বর্তা তৈরি করবে তা সে জানে। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁত কেলিয়ে হেসে উত্তর করে,”আমি

মনে করেছিলাম তুই আর আপু দু-জনে মিলে দাদিকে গাড়ির নিচে চাপা মেরে এক্সিডেন্ট করিয়ে দেওয়ার কথা বলছিস।

নুসরাত মাথা নাড়ায় উপর নিচ, গালে তর্জনী আঙুল ঠেকিয়ে। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে,"এটা ও ঠিক বলেছিস। গাড়ির নিচে চাপা মেরে দিলে আরো বেশি রিয়েলস্টিক লাগবে। তাহলে তোদের গুণধর চাচা

বুঝতে পারবে তার মা অসুস্থ আর চাচাতো ভাইয়েরা ও বুঝতে পারবে তাদের দাদি অসুস্থ।

নুসরাতের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাথায় গাট্টা পড়ল। গাট্টা মেরেছে ইসরাত। মাথায় হাত চেপে নুসরাত ইসরাতের দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকায়। নাক ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করে,"মারলি কেন?

ইসরাত নির্বিকার কণ্ঠে জানায়,

“কথা বলার স্টাইল বদলা। এরকম কথা বললে মানুষের খারাপ লাগবে আর ওর চাচা হলে তোর কি! তোর কি কিছু লাগে না।ইসরাতের প্রশ্ন শুনতেই ধুপ করে বুকের ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে নুসরাতের। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ব্যগ্র কণ্ঠে উত্তর দেয়,” না, আমার কিছু লাগে না।

ইসরাত ইরহামের দিকে তাকায়। নুসরাতের কথায় ধ্যান না দিয়ে জিজ্ঞেস করল,”দাদির শরীর এখন কেমন?

ইরহাম মুখ হাসি-হাসি করে বলে,

“জি ভালো আপু।

নুসরাত দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে বলল,

“তোর এই ঠোঁটের নিচের মেলানো দাঁতগুলো ভেঙে দেই,বিচ্ছিরি লাগছে তোর এই মেলানি।

তারপর লেগে গেল দু-জনের মধ্যে ঝগড়া। কার দাঁত কেমন? কার নাক কেমন? উল্টো নাকি ত্যাড়া, দাঁত বাঁকা, লম্বা নাকি বড় বড়। ঠোঁট কেমন? কেউ কারোর কথা মাটিতে ফেলতে দেয় না, একজন এক কথা বলে আরেকজন আরেক কথা বলে।

নুসরাত নিজের জায়গায় আর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দু-হাত সামনের দিকে তুলে তেড়ে গেল ইরহামের চুল ধরার জন্য। ইরহাম জানালা থেকে পাঁচ হাত দূরত্বে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখান থেকে দাঁড়িয়ে জিহ্বা বের করে নুসরাতকে ভেঙ্গায়। তারপর ভেংচি কেটে হেলেদুলে চলে গেল রুম থেকে বের হয়ে। রেস্টুরেন্টে মাঝ বরাবর একটি সিট

বুক করে বসে আছে আবির। চোখ মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে আছে তার। হাতের ঘড়ি চেক করে দেখে নিল সময়। কাঙ্কিত ব্যক্তিটির আসার কথা ছিল চারটার সময় এখন বাজে চারটা ত্রিশ মিনিট,তার এখনো কোনো পাত্তা নেই। বিরক্তির চরম শিখড়ে পৌঁছে দিয়ে তাকে আরো পনেরো মিনিটের মতো অপেক্ষা করিয়ে কাঙ্কিত ব্যক্তি টি আসলো।

কাঙ্কিত ব্যক্তিটির উচ্চতা পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি। দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এ ছেলে নাকি মেয়ে। মাথায় ক্যাপ, মুখে কালো ওয়ান টাইম মাস্ক, চুলগুলো কি করে রেখেছে, এক আল্লাহ ভালো জানে। দ্রুত পদক্ষেপ ফেলে সামনে আগায় মেয়েটা। চোখ বুলায় চারিদিকে, যখন আবির অক্ষিকোটরের মধ্যে আবদ্ধ হয় তখন বড় বড় পা ফেলে

এগিয়ে যায় মেয়েটা আবিরের টেবিলের দিকে।মেয়েটার হাঁটার স্টাইল দেখে ও আবির বিরক্ত হয়। নাক কুঁচকে ছ্হে বিশিষ্ট কিছু শব্দ ব্যয় করে। যা দূর থেকে হেঁটে আসা মেয়েটা, ছেলেটার মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝে নেয়,কি বলছে! তার একটা দারুণ ক্ষমতা আছে, মানুষের ঠোঁট নাড়ানো দেখলেই তার মুখের কথা পড়ে নিতে পারে। মেয়েটা

হাসে। পায়ের গতি বাড়িয়ে এগিয়ে যায় টেবিলের সামনে। কোনো প্রকার হায় হ্যালো করে না, শব্দ তুলে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

ক্যাপটা মাথা থেকে খুলে না, ওইভাবে থাকে। শুধু ওয়ান টাইম মাস্কটা খুলে নেয়। টেবিলের উপর অবেহেলা নিয়ে ফেলে দেয় মাস্ক। নিজের কাঁধের ব্যাগ পাশের চেয়ারে

নামিয়ে রেখে পানির পট বের করে। ঢকঢক করে পানি পান করা শেষে পানির পট আবার ঢুকিয়ে রাখে ব্যাগে। এরপর তাকায় সামনে বসা আবিরের দিকে। যে নাক তুলে বিরক্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।“কি বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছ বলো?

নুসরাত শীতল কণ্ঠে কথাটা বলে। আবির নুসরাতের মুখের দিকে

তাকাতেই এতক্ষণের গরম হওয়া মেজাজ শীতিল হয়ে আসে। ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে," কিছু খাবে?

নুসরাত না ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়। প্রশ্নাত্মক চাহনি নিক্ষেপ করে আবিরের দিকে। কিছুটা শ্লেষ মিশিয়ে কটাক্ষের সহিত বলে,"এতো জরুরি ভঙ্গিতে ডাকলে,কি বলার জন্য? এখন না বলে বসে রয়েছ কেন? বলো কি বলবে?

আবির কিছু বলতে নিবে নুসরাত হাত তুলে কথা থামিয়ে দেয়। শীতল, শান্ত দৃষ্টি অবিচল স্থির রাখে সামনে বসা পুরুষটার দিকে। আরো একবার ঠেস মেরে টেনে টেনে বলে,"তোমার অফিস কলিগ, তোমাকে দেখে নেবে না, আমার সাথে, আরে আরে, মাস্ক পরো আগে না হলে তো তোমার চাকরি চলে যাবে।নুসরাতের কণ্ঠে স্পষ্ট কটাক্ষ।

আবির বুঝল নুসরাত খুব সূক্ষ্মভাবে তাকে অপমান করছে। আবির নুসরাতের দিকে তাকাতেই দেখল মেয়েটার তার দিকে তাকিয়ে নেই, সে মনযোগ সহকারে নিজের হাতের নখ দেখছে। মনে হচ্ছে এখন নখ দেখা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। নুসরাত নখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবিরকে জিজ্ঞেস করে,"কি বলবে বলো? এভাবে হা করে মুখের দিকে

তাকিয়ে থাকবে না, ছাগলের মতো লাগে তোমাকে?আবিরের শীতিল হয়ে আসা মেজাজ আবার গরম হয়ে যায় নুসরাতের খোঁচা মেরে মেরে বলা কথায়। মনে ভিতর নাড়া দেয় কিছু অহংকার মূলক প্রশ্ন। নিজমনে ভাবে, এই মেয়ের এতো ভাব কিসের,একে থাকে তো বস্তিতে,তার উপর পরে আবার হকার্স মার্কেটের কাপড়, জুতো পরে ও স্লিপার, যা

রিলেশনে যাওয়ার পর থেকে দেখছে পরে। এ কেন এতো ভাব নেয়, আসে কোথা থেকে এতো ভাব আর এটিটিউড এর। মনে ভিতর ফুটে উঠা চাপা ক্ষোভ এবার তিরতির করে বাহিরে বেরিয়ে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে শ্লেষ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করে,"তোমার এতো এটিটিউড মেনে নেওয়া যায় না নুসরাত, কারণ তুমি থাকো তো একে বস্তিতে তার

উপর পরো আবার লোকাল বাজারের কাপড়,আমার ফ্যামেলি স্ট্যাটাস কত হাই জানো তুমি? আর তোমার ফ্যামিলি স্ট্যাটাস কত লো এটা একবার ভেবে দেখেছ? তুমি আবার স্বপ্ন দেখো আমাকে বিয়ে করার। বস্তির মেয়ের এতো ভাব কিসের আমি বোঝে পাই না!

নুসরাত আবিরের কথা না শোনার মতো করে হাতের নখ দেখতে

থাকল। নখের দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তর করল,”আমার কোনো ইচ্ছে নেই, তোমার ফ্যামেলি স্ট্যাটাস কত হাই লেভেলের তা জানার।নুসরাতের কাছ থেকে কোনো পাত্তা না পেয়ে আবির অজগর সাপের মতো ফুলে ওঠে। নুসরাতের হাত চেপে ধরতেই যাবে, নুসরাত নিজের হাত সরিয়ে নেয়। মাথা দু-পাশে নাড়িয়ে সাবধান করে দিয়ে বলে,”উহু, একদম না!

আমি তোমাকে এই অধিকার দেইনি, আমার শরীর স্পর্শ করার।

আবির নিজের হাত গুটিয়ে নিল, কিন্তু চাপা ক্লেশে শরীর মন দুটোই পিষ্ট হলো। দাঁত কটমট করে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে বলল,"তুমি জানো তোমাকে দেখলে কেউ বলবে না তোমার বয়স ঊনিশ। এই বয়সে যে হাল করেছ, যে কেউ তোমাকে দেখলে বলবে

পঞ্চাশ বছরের বুড়ি।নুসরাত হা হা করে হেসে উঠল। কথাগুলো মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে আবিরকে শুধরে দিয়ে বলে,”তাহলে তো কম লাগে আমাকে দেখতে। আমার বয়সের সাথে আরো প্লাস ফাইভ এড করো, তাহলে যে বয়স আসবে ওইটা আমার বয়স। এতো কম বয়সী আমাকে দেখা যায়, তা তো আমি

জানতাম না। নিজের বয়স থেকে আরো পাঁচ বছর কম লাগে, যুবতি দেখা যায় আমাকে কিভাবে!

আবির আর নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারল না। কোনো বাক্য ব্যয় ছাড়া কথা তুলল,"আমার ফ্যামেলি তোমাকে মেনে নিবে না। তারা ঘরের জন্য বউ চায় যে তাদের খেয়াল রাখবে, আমার সাথে সংসার করবে, তোমার মতো ডিঙি মেয়ে

চায় না তারা, যে সারাদিন বাহিরে ঘুরে বেড়াবে ছেলেদের মতো করে, তাই তোমার সাথে আমার সম্পর্কের ইতি এখানেই ঘটাতে আসলাম। আমার বাবা-মা আমার জন্য মেয়ে চয়েস করে নিয়েছে মেয়েটি যেমন ভদ্র তেমন সুন্দর, তার ব্যবহার দেখলে তো যে কেউ বলবে মারহাবা। আর বাড়ির সকল কাজ সে একা হাতে সামলাতে পারে,

মেয়েটা সর্বগুণে সম্পন্ন। তার দিক থেকে তো, তুমি একজন অকর্মার ডেকি, যে সারাদিন হাতে একটা মোবাইল নিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের সাথে ক্রিকেট খেলো। কাজ কি পারো তুমি যে, তোমাকে আমি বিয়ে করব এ স্বপ্ন তুমি দেখো?নুসরাত দু-হাত তুলে আড়াআড়ি বুকে বাঁধল। চোখে মুখে নেই কোনো দুঃখ। যেন একে পিছন

ছাড়াতে পেরে সে খুব খুশি। নিজের পেটে খিল মেরে খুশি আটকে রেখে জিজ্ঞেস করল,”বাড়ির জন্য বউ আনছো না, কাজের বুয়া নিয়া আসছ? কোনটা?

আবির মৃদু গলায় চিৎকার করে ওঠে,

“হোয়াট?

নুসরাত অবিচল কণ্ঠে ভয়ার্তহীন ভাবে জিজ্ঞেস করে,

” কাজের বুয়া আনছ নাকি বাড়ির বউ আনছ? আচ্ছা এটা বলো, তোমার বউয়ের বয়স কত? ষোল, সতেরো নাকি পনেরো?

নুসরাত নিজে প্রশ্ন করে নিজে আবার প্রশ্নের উত্তর দেয়। তর্জনী আঙুল গালে ঠেকিয়ে ভাবার মতো করে বসে রয়।

আবির চোখ মুখ কঠিন রেখে উত্তর দেয়,

“ষোল।

নুসরাত হা হা করে পুরো রেস্টুরেন্ট কাঁপিয়ে হেসে ওঠে এবার। আবিরকে তার কাছে জোকারের মতো লাগছে। দাঁত কেলিয়ে হেসে বলে,”কুল ব্রো কুল! উত্তেজিত হচ্ছো কেন? বুঝতে পারছি এস-এ-সি ক্যান্ডিডেট কোনো মেয়ে বিয়ে করছ তাই না? একদম কচি খুকি! আবির একটা কথা জানো কি, ওই কচি

খুকি তুমি যদি বলো হাঁটো, ওই খুকি হাঁটবে, বসো বললে বসবে, শুয়ে পরো বললে শুয়ে পরবে,এখান থেকে নড়বে না বললে নড়বে না, আবার আমার সামনে হাগো বললে, হাগবে। মেয়েটা প্রথমে একটু লজ্জা পাবে তারপর রাঙা মুখ নিয়ে স্বামীর কথা শুনে ওখানেই বসে হেগে স্বামীর কথা রাখবে।নুসরাত কথা বলতে বলতে হাসল। আবিরের মুখ

ততক্ষণে রাগে লাল বর্ণ ধারণ করেছে। নুসরাত তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেয় না। ঢোক গিলে সূক্ষ্ম গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলতে লাগল,”তরতাজা মাল নিয়ে আসছ তাই না? এই বাচ্চা মেয়েটার জীবনটা অকালে ঝড়ে যাবে, আহ বড় কষ্ট পাইলাম মেয়েটার জন্য। আমার পক্ষ থেকে এক বুক ভরা সমবেদনা দিয়ো তোমার হবু বুয়াকে,

আই মিন হবু বউকে। মেয়েটাকে শাড়ি পরিয়ে এনে তোমার মা-বাপ পুতুল বানিয়ে রাখবে। বেচারি!

নুসরাত ঠোঁট উল্টে মুখ দুঃখি বানিয়ে ফেলল। তারপর হাতের কাছে থাকা টিস্যু বক্স থেকে টিস্যু নিয়ে থু করে থুথু ফেলল। আবির উঠে দাঁড়াল। এক আঙুল তুলে নুসরাতকে শাসাতে নেবে নুসরাত বসা থেকেই তাবা মেরে আবিরের

আঙুল নিজের হাতের তালুর মধ্যে চেপে মোচড় মারল। তারপর দু-পাশে ঠোঁট চেপে হেসে, দাঁতে দাঁত চেপে নিচু গলায় বলল,”একদম আমার দিকে আঙুল তোলার চেষ্টা করবে না। আঙুল ভেঙে, গলার লকেট বানিয়ে পরিয়ে দিব।

নুসরাতের কথা শেষ হতেই আবির নুসরাতকে তিরস্কার করে বলে ওঠে,”তুমি যে ছোটলোক তার প্রমাণ

এই। কথা বলার ভাষা এমন কেন তোমার? একটা হাই কোয়ালিটির রেস্টুরেন্টে বসে তুমি কি ভাষা ইউজ করছ। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। কোন দুঃখে, তোমার মতো বস্তি, থেকে উঠে আসা একটা মেয়ের পিছনে আমি আবির পড়েছিলাম আল্লাহ ভালো জানে? নুসরাত হাত দিয়ে চুটকি বাজায়। নিজের দিকে আবিরের দৃষ্টি ফিরিয়ে

নিয়ে বলে,” ও হ্যালো মিস্টার! এদিকে,,

আবির নুসরাতের দিকে অনিহা নিয়ে তাকাতেই কাঁধ সমান মেয়েটি হাত ঘুরিয়ে এনে ঠাস ঠাস করে দুটো থাপ্পড় মারে। থাপ্পড়ের উঁচালো শব্দে রেস্টুরেন্টে বসা লোকেরা ফিরে ফিরে তাকাল তাদের দিকে। অনেকে নিজেদের মোবাইল পকেট থেকে বের করে ভিডিও করা শুরু

করল। নুসরাত উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়ানো তে ক্যামেরায় শুধু তার পিছনের অংশ দেখা গেল।

আবিরকে এক আঙুল তুলে শাসিয়ে বলল,

“তুই কি? আমাকে বলছিস বস্তি থেকে উঠে এসেছি, তুই তো নিজেই লো কোয়ালিটির। একটা হাই স্কুলে পড়া কচি মেয়েকে বিয়ে করছিস,তা আবার গর্বে বুক ফুলিয়ে এসে

আমাকে বলছিস। তোদের মতো পুরুষদের ধিক্কার। যারা বাচ্চা,বাচ্চা মেয়েগুলোকে পড়াশোনার বয়সে বিয়ে করিস, আর ঐসব পুরুষদের ও ধিক্কার যারা নিজেদের মেয়ের পড়ার বয়সে তোদের মতো বুড়ো,নিচ মানুসিকতার ছেলেদের সাথে ধরে বিয়ে দেয়। শালা কুত্তা..! থু তোকে, তোর ওই বউয়ের বাপকে ও থু!আবির কিছু বুঝে ওঠার আগেই

আরো একটা দাঁত নাড়ানো থাপ্পড় পড়ল তার গালে। চিনচিনে ব্যথায় পুরো গাল অসাড় হয়ে গেল আবিরের। গালে হাত চেপে কিছু বলতে নিবে, নুসরাত পাত্তা দিল না। অবহেলা নিয়ে ফেলা মাস্ক তাবা মেরে হাতে তুলে নেয়। চেয়ারের উপর রাখা ব্যাগ কাঁধে তুলে নেয়। মাস্ক মুখে পরে নিয়ে দ্রুত পায়ে পিছন ঘুরে। এই লম্পটের মুখ

দেখার আর কোনো আগ্রহ জাগছে না তার। রেস্টুরেন্টে থাকা মানুষ গুলো এতক্ষণে জমাট বেঁধে ফেলেছে তাদের টেবিলের আশে-পাশে। জমা হওয়া সবাইকে এক প্রকার অনিহা নিয়ে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যায় নুসরাত রেস্টুরেন্টের বাহিরে।আবির এখনো হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে নুসরাতের যাওয়ার দিকে। তার ডান-হাত এখনো গাল

চেপে ধরে রেখেছে । মেয়েদের হাতে এতো শক্তি থাকে, আজ এই থাপ্পড় না খেলে সে জানতেই পারত না। এটা মেয়ের হাত নাকি কোনো ইস্পাত, রড? অন্তকরণে বয়ে চলা প্রশ্নের বাহার, অন্তকরণে রয়ে গেল। আবির গালে হাত দিয়ে জিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায় অনেকক্ষণ। ততক্ষণে ভিডিওটা ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম, টিকটিক,

বিভিন্ন সোসাল সাইটে ঝড় তুলেছে। সবাই মেয়েটার সাহসিকতার দেখে অবাক হচ্ছে, সাথে প্রশংসা ও করছে।বাড়ির বাহিরে ভয়ংকর রকম চিৎকার চেচামেচি হচ্ছে। গত আধ ঘন্টা যাবত ইসরাত এই চিৎকার, গালি, বিকট শব্দ শুনতে শুনতে তার কান ব্যথা হয়ে গিয়েছে, তাই আর সহ্য করতে না পেরে সোফার উপর

রাখা কুশন দিয়ে দু-কান চেপে ধরে মাথা নিচু করে বসে আছে।

নাজমিন বেগম চিন্তিত মুখে বসে আছেন সোফার উপর। তিনি একবার রাগে লাল হওয়া নুসরাতের মুখ দেখছেন একবার বাহিরের দিকে তাকাচ্ছেন। নুসরাত আর সহ্য করতে পারল না বাহিরের এতো হাঙ্গামা, লাফ মেরে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। নিজের ওভার সাইজড টি-

শার্টের ভাঁজ হওয়া জায়গা টেনে ঠিক করে বাহিরের দিকে পা বাড়াতেই পিছন থেকে হাতে টান অনুভব করল ।এক মুহুর্তে বুঝে ফেলল কে হাত টেনে ধরেছে। অলস দৃষ্টি পিছনে দিতেই নাজমিন বেগমের রাগী চোখ মুখ নিজের অক্ষিকোটরে ভাসল। এক আঙুল তুলে নাজমিন বেগম নুসরাতকে শাসিয়ে বললেন,"সাবধান, এক পা

বাড়ির বাহিরে রাখবি না তুই, তোর বাপ ওখানে আছে, সেজ ভাই, ছোট ভাই আছে সবাই সামলে নিবে,তুই চুপচাপ এখানে বস। নাহলে আজ আমার জুতোর বারি থেকে কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

নুসরাত নাজমিন বেগমকে আর ক্ষ্যাপাল না, চুপচাপ গিয়ে সোফার উপর বসল এক পা তুলে। ইসরাত এখনো কপালে ভাঁজ ফেলে, বসে

আছে মেঝেতে।নাজমিন বেগম অন্যমনস্ক হতেই নুসরাত সেদিকে একবার দেখল, তারপর সোফা থেকে লাফ মেরে নেমে ভু দৌড় দিল বাহিরের দিকে। নাজমিন বেগম পিছন থেকে কিছু বলতে নিবেন ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, নুসরাত নাছির মঞ্জিলের ত্রি-সীমানার বাহিরে।

ইসরাতের দিকে বিরশ মুখে চেয়ে চিন্তিত গলায় আওড়ালেন,”চলে গিয়েছে আবার, তোর বাপের সাথে মিলে ঝগড়া করতে। ওখানে পুরুষরা আছে ও যাবে কেন! বাপের মতো খবিস হয়েছে মেয়েটা। বাপ ও লাই দিয়ে দিয়ে বেটা বানাচ্ছে। যেদিন উনার মাথার উপর উঠে দিন-তানা-দিন-তানা বলে নাচবে সেদিন মজা বুঝবেন।

ইসরাত মায়ের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসে। দু-কান থেকে কুশন নামিয়ে মেঝেতে রাখে। রিনরিনে গলায় বলে,”চিন্ত করো না আম্মু, নুসরাত উল্টা পাল্টা লজিক দিয়ে মন্টু চাচাকে সামলে নিবে। আর দোষ তো মন্টু চাচার, উনি কেন আমাদের জমির উপর বারবার নিজের সীমানা ঢুকিয়ে দেন।নাজমিন বেগম প্রলম্বিত শ্বাস ফেললেন। ইসরাতের দিকে

এক পলক চোখ বুলিয়ে অবসন্ন কণ্ঠে বললেন,”তুই তো ওর পক্ষ টানবি তোর বোন না! আচ্ছা তুই এরকম হলি তাহলে ও এই রকম হলো কেনো। কার মতো হয়েছে এক আল্লাহ ভালো জানে!!

ইসরাত হাসে, হেস্ব নরম গলায় করে বলে ওঠে,

“আমি এরকম বলে ও ওরকম হয়েছে। দু-জন ভালো হলে তো

আর তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তা থাকতোই না। তাই একটু দুশ্চিন্তা থাকার জন্য আল্লাহ ওকে ওরকম বানিয়েছেন। আর তুমি জানো না ও কার মতো হয়েছে?

ইসরাত কথাটা শেষ করে নাজমিন বেগমের দিকে প্রশ্নাত্মক চোখে তাকায়। ইসরাতের প্রশ্নের উত্তরে নাজমিন বেগম দু-পাশে মাথা নাড়ান। ইসরাত গলার আওয়াজ

নামিয়ে নিয়ে বলে,”বড় আব্বুর মতো হয়েছে।

নাজমিন বেগম কপালে ভাঁজ ফেলে উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন,”তুই কিভাবে জানলি বড় ভাইয়ের মতো হয়েছে?

ইসরাত ফিসফিস করে বলে,

” দাদি বলেছে।

মা-মেয়ে দু-জন দু-জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিক করে

হেসে ফেলে।শিকদার বাড়ির কর্তা নিজাম শিকদার। শিকদার মঞ্জিলে নিজাম শিকদার ও তার দুই নাতি নাতনীর বসবাস। রোড এক্সিডেন্টে ছেলে আর ছেলের বউ মারা যাওয়ায় পর নাতি-নাতনী তার কাছে বড় হয়েছে। বড় নাতির নাম আরমান শিকদার আর ছোট নাতনীর নাম সৌরভী শিকদার। বর্তমানে আটাশ বছর বয়সী আরমানের জন্য নিজাম

শিকদার পাত্রীর খোঁজ করছেন,আর ভালো পাত্রী পেলেই তিনি আরমানের গলায় হাত চেপে ধরে বিয়ে দিয়ে দিবেন সেই পাত্রীর সাথে।

নিজাম শিকদারের একটা মেয়েকে আরমানের জন্য পছন্দ হয়েছে। মেয়েটা যেমন সুন্দর, তেমন লম্বা। কথা বলার ধরণ, ভদ্রতা, নম্রতা, সবদিক দিয়েই মেয়েটাকে তার

কাছে ভালোই লেগেছে। কি সুন্দর করে কথা বলে! বড়দের যখন সালাম দেয় মাথা নিচু করে তখন মনে হয় কোনো কোকিল কু কু শব্দ করে গান গাইছে। তাই নিজাম শিকদার মেয়েটার নাম দিয়েছেন কোকিলা সুরি।মেয়েটাকে তার পছন্দ হয়েছে কিন্তু এখনো কিছুটা যাচাই বাচাই করার বাকি আছে তাই তিনি সব-সময় চোখ স্থির রাখেছেন নাছির

মঞ্জিলের দিকে। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত এক টাইম করে তিনি প্রতিদিন গিয়ে বসেন নিজের বাড়ির, রাস্তার দিকে হওয়া বড় বারান্দায়। আর সেখানে বসে কখনো উঁকি ঝুঁকি মারেন, তো কখনো বারান্দায় রাখা বেতের সোফার উপর উঠে লাফ মারেন, আবার কখনো পাশের বাড়ির মেয়েটা বারান্দায় আসলে নিজাম শিকদার লাফ ঝাপ

মেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দেয়, আর কোকিলা স্বরে সালাম দিয়ে বলে কেমন আছেন দাদু ভাই। এটা বললেই তার মনে একটা কথা বাজে, আহ, কি চমৎকার গলা মেয়েটার! শুনলেই মন ভরে যায় তার!আজ ও তার ব্যতিক্রম নয়, নিজাম শিকদার বারান্দায় এসেছেন নাছির মঞ্জিলে

নজর রাখার জন্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ কানে আসে একাদিক পুরুষের গলার আওয়াজ। বিরক্তিতে চ বর্গীয় শব্দ বের করে বিড়বিড় করেন নিজাম শিকদার,”আবার ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে এই মন্টুটা! এর জন্য একটু শান্তিতে পাশের বাড়িতে নজর ও রাখা যাচ্ছে না। হায় আল্লাহ এদের

জন্য মনে হয়, আমার নাতিটার বিয়েই হবে না।

নিজের বিরক্তি চেপে বারান্দা রাখা বেতের সোফায় গিয়ে বসলেন নিজাম শিকদার। ফ্লাক্স থেকে চা ঢেলে এক চুমুক দিতেই কুহ কুহ করে কেশে উঠলেন। সামনের দিকে তাকাতেই চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল। চায়ের কাপ রেখে বিড়বিড় করলেন,"এসে গিয়েছে টর্নেডো এই

জন্য মনে হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে কিছু একটা নেই, কিছু একটা নেই, বাপরে কি গলার আওয়াজ মাইয়ার। বাপের থেকে জোরে ধমক মারে। নিজাম শিকদার বুকে এক হাত চেপে ধরেন। সূরা ইখলাস, ফাতিহা পড়ে ফু দেন বুকে। একটুর জন্য তার হার্টটা আল্লাহ তায়ালার কাছে পিয়ারি হয়ে যায়নি, এটাই বেশ। বুকে ফু দেওয়া শেষ হতেই কানে

আসে এই চচপ বলা শক্ত গলার আওয়াজ।

কে কাকে চুপ বলছে সেটা দেখার জন্য বারান্দার রেলিঙ ধরে উঁকি মারতেই দেখলেন মন্টুর ছেলে সজীব এসেছে। নাক উপরে তুলে ফেললেন নিজাম শিকদার। চোখ মুখে ভারী বিরক্তি এনে নিজ মনে আওড়ান,"এহ আসছে,! এই মেয়ের হাতে মার খেতে এসেছে এখানে।

ওর বাপ-চাচাকে ধমক মেরে বসিয়ে রাখে সেখানে তুই কোন খ্যাতের মুলারে সজীব। আজ নির্ঘাত তুই এই মেয়ের হাত মার খাবি।

নিজাম সাহেবের চিন্তা করণে আঘাত পড়ল সজীবের বুঝানো স্বরে বলা কথায়। সজীব বলছে,"নুসরাত আপনি রাগ করছেন কেন! আমি আব্বাকে বুঝিয়ে আপনাদের জায়গা থেকে সীমানা সরিয়ে দিবে। দয়া

করে, রাগ করবেন না। আপনার পেশার হাই হয়ে যাবে।কথাটা শেষ হতেই নুসরাতের ভারী কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসলো। নিজাম শিকদার কানে দু-আঙুল ঢুকিয়ে চেপে ধরলেন। বিড়বিড় করলেন,”কি ভয়ংকর আওয়াজ। কিভাবে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে এই মেয়ে, এই চপ বলে। এভাবে বললে তো কোনো জঘন্য অপরাধী

কাঁপতে কাঁপতে হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে। কি তেজ মেয়ের মাইরি। এই জন্য এই মেয়েকে আমার মোটেও পছন্দ নয়! কি রকম ছেলেদের মতো আচরণ করে, আর লম্বায় ও কেমন বাপের সমান হয়ে যাচ্ছে।

নিজাম শিকদার চোখ ছোট ছোট করে তাকান। নিজের কথা শুধরে নিয়ে বলেন,”না না বাপের মতো

লম্বা হয়নি এখনো, পোলা হলে এতোদিনে বাপকে পার করে ফেলত। বাপরে এই মেয়ে, মেয়ে হয়েই যা করছে, যদি ছেলে হতো তাহলে তো...নিজাম শিকদার আর ভাবতে পারলেন না। পকেট থেকে ফোন বের করে ক্যামেরা অন করলেন। ভিডিও করার জন্য। হেলালের কাছে এসব পাঠাবেন মেয়েটার কীর্তি কারনামা। সে ও

দেখুক তার বাড়ির মেয়ে কি লেভেলের ডেঞ্জারাস। নিজেকে একবার বাহবা দিয়ে দিলেন নিজাম শিকদার। ঠিক সময় মোবাইলটা অন করার জন্য। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করা ঝগড়া ভিডিও করলেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তারপর এইচ-ডি ব্যবহার করে ভিডিও টা হেলাল সাহেবের নাম্বারে সেন্ড করে দিলেন। ঠোঁট চোখা করে মারামারি জায়গার

দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসলেন। বুঝতে চাইলেন কে আসলে ঝগড়ায় জিতেছে। তিনি জানেন কে জিতবে তা ও একটা জানার আগ্রহ আছে এই বিষয়ে।

নিজাম শিকদার দেখলেন বাপ মেয়ে হাসি হাসি মুখ করে উল্টো পথে চলে যাচ্ছে। এখন আর কি হবে! বাপ মেয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকে নিজেদের জেতার আনন্দে, আনন্দ

উল্লাসে করবে। যত্তসব পাগলদের পাগলামি! এই নাছির টা ও এই পাগল মেয়ের সাথে থেকে থেকে এর মতো পাগল হয়ে গিয়েছে। কেউ ঝগড়া জিতার আনন্দে রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে যায়? হাহ... নিজাম শিকদার দীর্ঘ শ্বাস ফেলে সামনের বাড়ির বারান্দায় নজর রাখতে শুরু করলেন। এতো ঝগড়া হয়ে গেল তা ও ভদ্র মেয়েটার

নড়াচড়ার একটা শব্দ পাওয়া গেল না। মেয়েটা আসলেই মায়ের মতো ভদ্র হয়েছে।হেলাল সাহেব সেন্টার টেবিল থেকে নিজের চিকন লেন্সের চশমা পড়তে পড়তে ডাক দিলেন,"এই আরশ, এদিকে আসো, দেখে যাও নিজাম চাচা কি দিয়েছে? আরশ অনিহা নিয়ে বন্ধ দরজার বাহিরে তাকাল। বিরক্তিতে ঠোঁট চোখা করে শ্বাস ফেলল। অলস

ভঙ্গিতে বিছানা থেকে ওঠে দাঁড়াতেই ভেসে উঠল পুরুষালি চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট শরীর। আরশ হাত উপরে তুলতেই হাতের মোটা মোটা মাসালস গুলো বের হয়ে আসলো। উদোম গায়ে টিশার্ট জড়িয়ে নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ড্রয়িং রুমের দিকে, বাবার ডাকে সারা দিতে।

বাহিরে বেরিয়ে আসতেই হেলাল সাহেব চিকন লেন্সের চশমা নাড়িয়ে

চাড়িয়ে চোখে পরে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন,”এতো লেট করলে কেন? আরশ কপাল কিঞ্চিত কুঁচকে যায়। কোথায় সে লেট করল! বেশি হলে দু-মিনিট পর ড্রয়িং রুমে আসছে তাই বলে এতো লেট বলবে। অবসন্ন চোখে হেলাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে রাশভারী গলায় বলে,”আ’ম স্যরি পাপা!

হেলাল সাহেব হাত দিয়ে নিজের পাশ দেখিয়ে দেন বসার জন্য। আরশ দন্তপাটি একটার সাথে আরেকটা চেপে নিজের বিরক্তি লুকাতে চায়। সে জানে এখন কি হবে! তাকে পাশে বসিয়ে রেখে একের পর এক কথা বলবেন হেলাল সাহেব, আর তার বন্ধু-বান্ধব কি ফটো ভিডিও পাঠিয়েছেন তাই দেখাবেন। অত্যাধিক বিরক্তি চেপে

যায় নিজের গম্ভীর মুখের আড়ালে। সোফার পিছনের দিকে ভর দিয়ে চোখে এক হাত রেখে শুয়ে পড়ে।

হেলাল সাহেব আরশের দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকান। চোখ ফিরিয়ে সামনে রাখতেই জায়িনের সাথে চোখা-চোখি হয়। জায়িন পানি নিতে এসেছিল কিচেনে, বাবাকে হাতে মোবাইল নিয়ে বসে থাকতে দেখেই পা টিপেটিপে পালাতে চাইছিল তার

আগেই চোখ-চোখি হয়ে গেল। গম্ভীর করে রাখা মুখটায় টেনে হাসি আনলো। হাসিটা বড়ই নিরর্থক লাগল! বোকার মতো হাসতে দেখে হেলাল সাহেব ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”এ রকম বোকার মতো হাসছ কেন?

জায়িন দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে,“জি না, কিছু না।

হেলাল সাহেব তীক্ষ্ণ চোখ জায়িনের দিকে বুলিয়ে বলেন,”এদিকে আসো।

জায়িনের মুখের রঙ উড়ে যায়। পাংশুটে মুখ বানিয়ে বিড়বিড় করে,”যার ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো। আল্লাহ এবারের মতো বাঁচিয়ে নাও, দু-রাকাত নফল নামাজ আদায় করব।

বিরশ মুখে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। সেন্টার টেবিলে পানির বোতল রেখে হেলাল সাহেবের পাশে বসে। হেলাল সাহেব ওয়াট'স অ্যাপে ঢুকে নিজাম চাচা লিখা জায়গায় টাচ করেন। গলার আওয়াজ মৃদু রেখে নিজে নিজেকে বলেন,"চাচা আবার কি পাঠালেন?

ইনবক্সে একটা ভিডিও দেখতেই জায়িনের দিকে ফোন বাড়িয়ে

দিলেন। জায়িন জানে কি করতে হবে! সে বাড়িয়ে দেওয়া ফোন হাতে নিয়ে ভিডিওটা ডাউনলোড করে। তারপর নিস্প্রভ চোখে বাবার দিকে চেয়ে বলে,"এসে গিয়েছে!

হেলাল সাহেব ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন," এসে গিয়েছে যখন তাহলে বাজাচ্ছো না কেন? আমার মুখ দেখছ কেন বসে বসে!

জায়িন কথা বাড়ায় না। ভিডিও প্লে করে হেলাল সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিতেই দেখা যায় নাছির সাহেব, শোহেব সাহেব,সোহেদ সাহেব, আর একটা মেয়ে। জায়িন চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে থাকে। চেনার চেষ্টা করে কারা এরা। তখনই কানে ভেসে আসে বজ্র কণ্ঠে কারোর বলা কথা,”সজীবের বাচ্চা তুই চুপ থাক। তোর বাপ এতদিন ধরে আমাদের

জায়গা থেকে সীমানা সরায়নি তাহলে এখন তুই বলে সরাবি কেন? এতোদিন সরানোর কথা বলিসনি কেন? আজ তুই আর তোর বাপ দুটো আমার হাতে ধুলাই হবি। আব্বা আসেন, আসেন, ভয় পাবেন না। আমি আছি তো দু'জনে মিলে এদের একদম ঠিক করে দিব। জায়িন একবার হেলাল সাহেবের

দিকে তাকাল আরেকবার ফোনের ভিডিও এর দিকে।

ফোনের লাউড স্পিকারের জন্য আরশের চোখ থেকে কাঁচা ঘুম পালিয়েছে। মাথা বাড়িয়ে দেখতে নিবে কি দেখছেন হেলাল সাহেব, হেলাল সাহেব ফোন লুকিয়ে ফেললেন হাতের নিচে। আরশ ভরকে গেল হেলাল সাহেবের মোবাইল লুকানো দেখে। ভ্রু যুগল

কুঞ্চিত করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল,”ভাইয়া বাবা কি লুকালো?
জায়িন কিছু বলতে নিবে হেলাল সাহেব মুখ চেপে ধরলেন দু-হাত দিয়ে। চোখের ইশারা না করলেন, কোনো কিছু না বলতে। জায়িন হেলাল সাহেবের কথা টা ফেলে দিল না, দু – কাঁধ উপরে তুলে বলল,”আমি কি জানি!

আরশ কপালে এক হাত রেখে পুরুষালি পুরু কণ্ঠে বলে,”কারোর গলার আওয়াজ শুনলাম। মনে হয় মনের ভুল।

হেলাল সাহেব আরশের দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে থেকে মিছিমিছি রাগ কণ্ঠে এনে বললেন,”এই আরশ তুমি তোমার রুমে যাও, আমার আর জায়িনের কিছু বিশেষ আলোচনা আছে।আরশ কপালে গাঢ় ভাঁজ

ফেলে তাকিয়ে থাকে দু-জনের দিকে। সে যতটুকু জানে পাপার সাথে ভাইয়ার সম্পর্ক এতো ভালো না, তাহলে তাদের আবার কি গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকতে পারে। নিজের অতর্কিত চিন্তা এক পাশে ফেলে রেখে আরশ উঠে দাঁড়ায়। ম্যাজম্যাজ করতে থাকা শরীর ঠিক করার জন্য দু-হাত উপরে তুলে শরীরের আড়মোড়া ভাঙে। কান

খাড়া রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। তখনই কানে আসে ফিসফিস করে কথা বলা বাবা ভাইয়ের কণ্ঠ। জায়িন নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করছে,"ওই মেয়েটা কে? হেলাল সাহেব তার থেকে আরো বেশি নিচু সুরে বলেন,"তোমার মেজ চাচার ছোট মেয়ে।

জায়িন মাথা নাড়ায়। আরশ গলা খাঁকারি দিতেই হেলাল সাহেব কেঁপে

ওঠেন। ভরকানো চোখে সামনের দিকে এক পলক চাইতেই আরশ গলা পরিস্কার করে বলে,”মেয়েটার গলা স্বর কি বিশ্রী পাপা, মেয়ের গলা নাকি বাজপাখির গলা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। চ্যাহ কি বিশ্রী! হেলাল সাহেব হে হে করে হাসলেন। মাথা নাড়িয়ে ভরকে যাওয়া চেহারা নিয়ে এলোমেলো কণ্ঠে বললেন,” ঠিক, একদম ঠিক

আছে। মেয়েদের গলা একেবারে কোমল হওয়া উচিত এই মেয়ের গলা নয় যেন ফাটা মাইক, আই মিন ফাটা বাঁশ।টুং টাং নোটিফিকেশন আসার শব্দে গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকা নুসরাতের ঘুম কিছুটা হালকা হলো। আসলে ঘুমটা নোটিফিকেশন আসার শব্দে ভাঙেনি ইসরাতের লাথি খেয়ে ভেঙেছে। ঘুম ঘুম চোখ খুলে একবার তাকিয়ে আবার চোখ

বুজে নিয়ে নুসরাত নতুন উদ্যমে ঘুমানোর প্রয়াশ শুরু করল। চোখ লেগে আসতেই কর্কশ গলায় কেউ গেয়ে উঠল,”খা খা খা আমায় চুইষা চুইষা খা...ইসরাত নুসরাতের পায়ের কাছে মুখ রেখে শুয়ে ইংরেজি ডার্ক রোমান্স নোবেল টিয়ার্স অফ টেস পড়ছিল। প্রথম চ্যাপ্টারের শেষের দিকে ছিল তখন তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটিয়ে অসভ্য গানটা বেজে

উঠল। কি গানটা যেন? খা খা আমায় চুইষা চুইষা খা.. কি অদ্ভুত!? শুনলেই তো গায়ে কিরকম করে ওঠে।

পরবর্তী টুকু বাজার আগেই ইসরাত হাত বাড়িয়ে ফোনের সাউন্ড অফ করে ফেলল। বড় বড় চোখে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,"এটা চেঞ্জ করিসনি কেন?

নুসরাত এক চোখ খুলে গাল বাঁকিয়ে হাসে। ইসরাতের কথার উত্তর না দিয়ে ঠোঁট টিপে ভিন্ন রকম প্রশ্ন করে,”নোবেলটা পড়ছিস? কি রকম?ইসরাত কপাল কুঁচকায় সামান্য। সবসময় শান্ত থাকা ইসরাতের কথায় এবার একটু বিরক্তি প্রকাশ পায়।

“তোকে কি জিজ্ঞেস করেছি আর তুই আমাকে কি জিজ্ঞেস করছিস!

নুসরাত এক গাল ফুলিয়ে হাসে। আরাম করে শুয়ে চোখ বন্ধ করে বলে ওঠে,”গানটা ক্রিঞ্জ না?

ইসরাত নুসরাতকে একটি প্রশ্নের বিপরীতে অন্য আরো একটি প্রশ্ন করতে দেখে শব্দ করে শ্বাস ফেলে। আর কথা না বাড়িয়ে উল্টো ফিরে বসে পড়ে, নোবেলের বাকি অংশ পড়ার জন্য। নুসরাত পিছন থেকে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে,” ওই,

নোবেলের মেইন ক্যারেক্টর গুলোর নাম কি?ইসরাত বইয়ের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে থেকে হু বলে ওঠে, কোনো কথা বলে না। নুসরাত তর্জনী আঙুল দিয়ে ইসরাতের পিঠে আবার ধাক্কা দিয়ে বলে,"বল না, মেইল ক্যারেক্টর নেইম কি? আর ফিমেল ক্যারেক্টর?

ইসরাত বইয়ের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে নিচু গলায় প্রশ্নের উত্তর করে,”ফিমেল ক্যারেক্টর নেইম টেস। নুসরাত টু শব্দ করতে যাবে ইসরাত নিষেধ বাণী দিয়ে বলে,”আর একটা শব্দ নয়, আমাকে পড়তে দে। মেইল ক্যারেক্টর এর এখনো কোনো হদিস খুঁজে পাইনি।

নুসরাত চোখ উল্টো নেয়। পিছন ফিরে মোবাইলের সাউন্ড অন

করতেই আবার সেই গান বেজে ওঠে। খা খা খা... ইসরাত চোখ রাঙিয়ে তাকাতেই নুসরাত দু-হাত উপরে তুলে স্যারেন্ডার করার ভঙ্গি করে, কিন্তু ফোন পিক করে না, বাজতে বাজতে সেটা কেটে যায়। ইসরাত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এই মেয়ে আর তার অদ্ভুত নিয়ম। কেউ কল দিলে প্রথম বারে পিক করবে না, এতে নাকি কল করা ব্যক্তির

ভাব বেড়ে যাবে। কুল সাজার জন্য দ্বিতীয় বার কল পিক করবে। হাহ্....!দ্বিতীয় বার কল আসার পর প্রথমবার রিং হতেই কল পিক করে কানে ধরে নুসরাত। ফোন কানে লাগিয়ে বলে,”হু!

ওপাশের ব্যক্তিটি ছটফটে গলায় জানায়,

“আরে বোন, তুই হু মারাচ্ছিস, ওদিকে তোর আশিক, মজনু বিয়ে করে নিচ্ছে।

নুসরাত তর্জনী আঙুলের সাহায্যে ভ্রু চুলকায়। সাদিয়ার কথায় কোনো মনোযোগ না দিয়ে, নিজের নেইলসের দিকে মনোযোগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার বলে ওঠে,” হু!সাদিয়া ওপাশ থেকে দু-কাঁধ উচায়। সে কাকে কল দিয়েছে

জানানোর জন্য তার বি-এফ বিয়ে করে নিচ্ছে। সাদিয়া দাঁত কড়মড় করে বলে ওঠে,”এই মাগী! তোর বি-এফ এর বিয়ে আজ,আর তুই আমার সাথে হু মারাচ্ছিস।

নুসরাত অবাক হওয়ার ভান করল। “আজ, বলে মৃদু চিৎকার করে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করল। কিছুটা দুঃখি কণ্ঠে বলল “দেখছিস শালা

আমায় দাওয়াতই দেয়নি। দাওয়াত দিলে কি আমি যেতাম?

সাদিয়া মুখের বিকৃতি ঘটিয়ে তাকিয়ে রইল ফোনের দিকে। নুসরাত আবার বলে,”এখন যখন দাওয়াত দেয়নি তাহলে মাঙ্গের নাতির বিয়েতে তো যেতেই হবে। কি বলিস তুই? গিয়ে একটা সারপ্রাইজ দিব নাকি?

সাদিয়াকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মুখের উপর ফোন রেখে দিল। মোবাইল ঢিল মেরে বিছানা রাখতে রাখতে ইসরাতের দিকে তাকায়। ইসরাতকে চিন্তিত মুখে বসে থাকতে দেখে বিদ্রূপূর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে,"তোর আবার কি হয়েছে?

“তুই কি বিয়েতে যাবি ওই ছেলেটার? আর তোদের ব্রেক-আপ হয়েছে আমাকে জানালি না কেন?

নুসরাত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ইসরাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেয়ালি করে বলে,” তো, এটা কোনো এমন বিষয় নয় যে তোকে আমার জানাতে হবে। আর বেশি কথা বলেছিস তাই আবিরের বিয়েতে তুই ও আমার সাথে যাচ্ছিস। রেডি থাকিস.গ্রান্ড

মোস্তফা হোটেল আবাবিলের সপ্তম তলার এলিভেটরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইরহাম আর ইসরাত। কিছুক্ষণ আগে ইরহামের বলা কথায় ইসরাত এখনো শকড। শক থেকে বের হতে পারছে না বেচারি। হতবিহ্বল চেহারা সামনের দিকে স্থির রেখে আবার জিজ্ঞেস করে,"কি বললি আবার বল?

ইসরাতের প্রশ্নে ইরহাম উত্তেজিত হয়। পা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করে বলে,”আরে আপু, বুঝো না কেন? আমাদের সৈয়দ চয়েস এর ম্যানেজার ওই বেটা।

ইসরাত মাছের মতো হা করে নেয়। আর কত ধাক্কা নিতে হবে এই ছোট্ট জীবনে। নিজেদের সামলে দু-জন হেঁটে ভেন্যুতে প্রবেশ করে। বিনা দাওয়াতে আসায় মুখ লুকিয়ে হাঁটতে

গিয়ে দুজনের ধাক্কা লাগে আবিরের সাথে। সেদিকে না তাকিয়ে তারা স্যরি বলে পালাতে চায়, তার আগে আবির বলে ওঠে,”ওয়াট আ সারপ্রাইজ ছোট স্যার। আপনি এখানে?আবিরের গলার আওয়াজ শুনতেই ইরহামের মুখে অন্ধকার নেমে আসে। ক্ষীণ হাসার চেষ্টা করে কথাটা না শোনার ভান করে।

আবির বলে,”ছোট স্যার, বড় স্যার তো বললেন, আপনারা আসছেন না। ইরহাম অতর্কিত হা হা করে হাসে। ভিতরে ভিতরে বিরক্তিতে ফেটে পড়ে। নিজের সাথে লড়াই করে হাত টেনে এনে আবিরের পিঠে চাপড় মেরে উত্তর করে,”সারপ্রাইজ কেমন লাগল মিস্টার আবির?

আবির সৌজন্যতা রক্ষাতে হালকা হাসে। ইরহাম ইসরাতের দিকে

আঙুল তুলে তাক করে বলে,”মিট মাই সিস্টার। মেজ বাবার বড় মেয়ে।আবির মাথা ঝুকিয়ে সালাম করে। ইসরাত সালামের উত্তর দিয়ে ঈষৎ হাসে। আবির সৌজন্যমূলক কথা বলে চলে যেতেই ইরহাম হু হা করে হেসে ওঠে। ইসরাত ইরহামের আচরণে অবাক হয়। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে,”হয়েছি কি?

ইরহাম হাসির তোড়ে ঢলে পড়ে ইসরাতের গায়ে। ইসরাত ইরহামের গায়ে হালকা হাতে থাপ্পড় মেরে চোখ রাঙিয়ে কিড়মিড় করা স্বরে বলে,”এরকম আচরণের মানে কি ইরহাম?

“দাঁড়াও আপু বলছি।

কথা শেষ করে ঠোঁট টিপে হাসি থামানোর চেষ্টা করে। পরপর বলে,” বি সিরিয়াস আপু! ধরো নুসরাতের

সাথে এই বেটার সব ঠিক থাকত, আর এই বেটার সাথে নুসরাতের বিয়ে হতো তাহলে তুমি আজ ওর বড় আপু হতে, ম্যাম হতে না। হা হা হা...!

ইসরাত ইরহামের এতো হাসির অর্থ খুঁজে পায় না। চোখ উল্টে বলে,"হা হা করতেই আছিস, একদম মুখ বন্ধ। কি এমন হাসির কথা বললি

যে, হে হে করে মরে যাচ্ছিস। আমার তো কোনো হাসি পাচ্ছে না!

ইসরাতের কথায় ইরহামের মুখ কালো বর্ণ ধারণ করল। মুখ ফুলিয়ে আড় চোখে ইসরাতের দিকে তাকাল। ইসরাত পাত্তা না দিয়ে চুপচাপ গিয়ে সোফায় বসে পড়ে।“অ্যাটেনশান গাইজ..!

মাইক হাতে নুসরাতকে স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবিরের শ্বাস

আটকে যায়। জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হার্স গতিতে অন্তরত্মা কেঁপে ওঠে। এ এখানে আসলো কিভাবে এই প্রশ্ন তার ভিতর নাড়া দিয়ে ওঠে। ভয় আর দ্বিধা মিশ্রিত চাহনি নিক্ষেপ করে সামনে। পর মুহুর্তে আবিরের মনে হয় এই কদিন নুসরাতকে নিয়ে সে এত ভেবেছে যে, এখনো নিজের চোখের সামনে নুসরাতের প্রতিবিম্ব ভাসছে। নিজের

চোখের ভুল মনে করে চোখ টাইটলি বন্ধ করে নেয় আবির। কিৎকাল পর আবার চোখ খুলে, না এটা তার মনের ভুল নয়, আর না এটা তার চোখের ভুল, নুসরাত ঠিকই হাতে মাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জায়গায়। আর একের পর এক কথা বলে চলেছে।

নুসরাত ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে। যা আবিরের কাছে দূর্বেধ্য ঠেকে।

নুসরাত আবার রহস্যমিশ্রিত একটা হাসি দিয়ে বলে,”এমনি মাইকটা হাতে নিয়ে চেক করছিলাম। আসলে, কি জানেন আপনারা, আমার লুকানো জিনিসের প্রতি কৌতূহল অনেক বেশি। তো যা বলছিলাম... আমার একমাত্র বয়.....ফ্রেন্ড বিয়ে করে নিচ্ছে আর সে আমাকে দাওয়াতই দিল না...। নুসরাত মুখ দিয়ে চুকচুক আকারে

শব্দ করে। যেন সে প্রচুর ব্যথিত আবিরের এমন কাজে।

” দাওয়াত দিল না তো কি হয়েছে? দাওয়াত বিহীন আমি নিজে চলে এসেছি, সাথে আমার বোন আর ভাইকে ও নিয়ে এসেছি বিনভুলাই মেহমান হিসেবে।

নুসরাতের কথা শেষ হতেই একটা গুঞ্জন শুরু হলো পুরো হলে। সবাই একে অন্যের সাথে কানাঘুষা করতে

শুরু করল এখানকার যুগের ছেলে মেয়েরা এরকমই নির্লজ্জ আর বেহায়া হয়। কিরকম গলা ফাটিয়ে এসে বলছে তার বয়ফ্রেন্ডের বিয়েতে এসেছে।” আরে কাম ডাউন, কাম ডাউন আন্ট’স! আমি বয় ফ্রেন্ড বলে বোঝাতে চাইছি ছেলে বন্ধু। তো যা বলছিলাম...একে তো বিয়তে দাওয়াত দেয়নি আমাকে আবির, বিন বুলাই মেহমান হয়ে এসেছি

তার উপর এখানে আসার পর থেকে অপমান আর অপমান হচ্ছি। গত আধঘন্টা যাবত আপনাদের ক্যামেরাম্যানকে ফটো তুলে দেওয়ার কথা বলছি সে আমার একটা ও ফটো তুলে দিচ্ছে না। প্লিজ আপনাদের ক্যামেরা ম্যানকে বলুন আমার একটা পিক তুলে দেওয়ার জন্য। এটা বলার জন্যই আমি এই মাইকটা হাতে নিয়েছি, আসলে

আমার মাইকের কোনো প্রয়োজন ছিল না, আমার গলার আওয়াজ মাইকের তুলনায় আরো বেশি স্পষ্ট আর উচালো, তবুও মান-সম্মান রক্ষাতে এটা হাতে নিয়েছি। এই আর কি...!ইসরাত আর ইরহাম চোরের মতো চেহারা বানিয়ে বসে রয়েছে। পারলে দু-জন মাটি খুঁড়ে ভিতরে ঢুকে যেত। এ কার সাথে এসেছে তারা বিয়েতে!

ব্রাইড গ্রুম কথা বলছিল চুপিচুপি। তাদের দু-জনের কথার মধ্যেই নুসরাত ব্রাইড আর গ্রুমকে ঠেলে দূরে সরিয়ে মাঝখানে বসে পড়ল।

“তুলুন তুলুন, ফটো তুলুন।

ক্যামেরাম্যান ফটো তোলার আগে চিজ বলতেই নুসরাত মিডিল ফিঙ্গার বের করে দাঁত কেলিয়ে হাসল। তারপর মাঝখানে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবিরকে ধাক্কা মেরে তার

বউয়ের উপর এক প্রকার ফেলে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে বলে উঠল,”তাড়াতাড়ি তুলুন ফটো ভাইয়া।

আবিরের বউ তাকে দু-বাহু ধরে তুলতেই নুসরাত সেদিকে তাকিয়ে বমি করার মতো করল। আর ক্যামেরা ম্যান সেই সময় ফটো তুলে ফেলল।“ভাইয়া আর একটা পিক তুলে দিন, এই যে আমার হাতে যে

ব্রেসলেট আছে সেটা যেন ফটোতে স্পষ্ট আসে।

কনে জানতে চাওয়া চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করে,

“ফটোতে স্পষ্ট আসা লাগবে কেন ব্রেসলেট?

নুসরাত ঠোঁটে হাত রেখে মেকি হাসে। দুই ঠোঁট টিপে চোখ ঝাপটে বলে,” আসলে এটা আমাকে সৈয়দ চয়েস দিয়েছে প্রমোশন করার জন্য,

তাই স্পষ্ট ছবি আসা চাই, তোমাদের বিয়ে এলবাম দেখার সময় মানুষ যখন আমার ছবি দেখবে তখন তো ব্রেসলেট টা ও দেখবে। আর এটা দেখে তারা পছন্দ করলে, সেটা বায় করার জন্য সৈয়দ চয়েস যাবে।

আবিরের মনে সংশয় জন্ম নেয়। সৈয়দ চয়েস ওকে কেন প্রমোশনের জন্য ব্রেসলেট দিবে। তাই কিছুটা অবাক গলায় জানতে চেয়ে প্রশ্ন

করে,”সৈয়দ চয়েস তোমাকে এটা দিতে যাবে কেন প্রমোশনের জন্য?

নুসরাত কথার প্রতিউত্তর করে না। আলগোছে এড়িয়ে যায় সে কথা। আবির আবারো দৃঢ় কণ্ঠে জানতে চায়,”কেন দিয়েছে তোমাকে ওরা এটা? দেখি, ব্রেসলেট টা দেখি?

আবির দেখার জন্য নুসরাত দিকে এগিয়ে আসতেই নুসরাত হাত সরিয়ে ফেলে। ক্যামেরা ম্যানের

দিকে তাকিয়ে বলে,”আরে ভাই মুখ দেখছেন কেন তাড়াতাড়ি ছবি তুলুন?নুসরাতের ঝাঁঝ মেশানো কথার আঘাতে হন্যে হয়ে ব্রেসলেট দেখার জন্য এগিয়ে যাওয়া আবির আর ব্রেসলেট দেখার সাহস করে না। চোখ তুলে নুসরাতের মুখের দিকে তাকাতেই চোখ তার সেখানে আটকে যায়। চোখ মুখে আটকে গেছে বললে ভুল হবে , নাকের

স্টোনের নোজ রিং এর দিকে চোখ আটকেছে তার। সাদা রঙের পাথর টা জ্বলজ্বল করছে নাকের মধ্যিখানে। কপালে ঘাম জমে আছে কিছুটা। গালে ব্লাশ দেওয়ার জন্য গাল দুটো টকটকে গোলাপি হয়ে আছে। ঠোঁটে নুড কালার লিপিস্টিক। আর কাপড় আজ সচারাচরের মতো নেই কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কালো রঙের

ফরমাল শার্ট আর সাদা অফ হোয়াইট কালার ফরমাল প্যান্ট পরেছে। গলায় প্যান্ডেন্ট ঝুলছে। হাতে কাপড়ের সাথে মিলিয়ে ছোট হ্যান্ড ব্যাগ।পায়ে লুইস বাটনের রেড কালারের হিল এই সাজে নুসরাতকে যতেষ্ট গোছালো দেখাচ্ছে। কিন্তু ও এত দামি জুতা কোথায় পেলে আবির মনে মনে ভাবতে লাগলো। কিছুক্ষন পর নিজেই নিজেকে উওর

দিল হয়তো কোনো ফুতপাতের দোকান থেকে নিয়েছে হয়তো বা। আর তার সাথে দেখা করতে যখন আসত তখন কি পরিধান করে আসত? অভার সাইজড টিশার্ট আর ব্যগি প্যান্ট! চুলগুলোতে করে রাখত পাখির বাসার মতো। আর আজ চুল আঁচড়ে ঠিকঠাক সেজে তার বিয়েতে এসেছে তাকে চমকে দিতে। আগে এরকম করে থাকলে সে কি কখনো

এই মেয়েটাকে ছেড়ে দিত? অব্যশই না!আবির দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তখনই অনুভব হয় কেউ তার হাত তাবা মেরে চেপে ধরেছে। মেয়েলি হাতের লম্বা নখের দংশনে ধীরে ধীরে নিজের অতর্কিত চিন্তা থেকে বের হয়ে চেতনায় ফিরে আসে সে। হতবিহ্বল মুখ নিয়ে নুসরাতের দিকে তাকাতেই নুসরাত ঠোঁটে ঝুলানো মেকি হাসি দীর্ঘ করে

বলে,”তুমি তো জানো আবির, আমি কারোর ঋণ রাখতে পছন্দ করিনা। তোমার একটা ঋণ আমার কাছে থেকে গিয়ে ছিল, তাই আজ তা শোধ করে দিতে আসলাম।

নুসরাতের সুচারু গলার আওয়াজে আবির নিজের চোখ নিচে নামিয়ে নেয়। ঢোক গিলে সূক্ষ্ম গলা ভিজাতে চায়, হয় না! হাতের মধ্যে গোলাকার কিছুর অস্তিত্ব পেতেই হাতের মুঠ

খুলে দেখতে পায়, নুসরাতকে তার পক্ষ থেকে দেওয়া আংটি। আংটিটার দিকে তাকিয়ে আবার দীর্ঘ শ্বাস ফেলে সে।

নুসরাত শব্দহীন হাসল। আবিরের বউয়ের হাতে ছোট একটা বক্স তুলে দিতে দিতে বলল,"দোয়া করি ভালো থাকো। আশা করব, তোমার জীবন সুন্দর ও সুখী হবে।তারপরই আবিরের শোনার মতো করে গলা

নামিয়ে নিয়ে বলে,”জানি ভালো থাকবে না, তবুও দোয়া করে দিলাম। যেই মাথা মোটার ভাগ্যে পড়েছে.....আহ্ আমি আর বলতে চাই না।

নুসরাত কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়, সামনের দিকে যেতে নিবে আবির পিছন থেকে জিজ্ঞেস করে,”চলে যাচ্ছো?

নুসরাত মাথা ঘুরায় পিছনে। অনর্থক হেসে, তাচ্ছিল্য করা কণ্ঠে বলে,”এতো তাড়া দিচ্ছো কেন আবির? এসেছি যখন খেয়েই না হয় যাই। আমি আবার বস্তি থেকে আসার সময় ভাবলাম তোমার না আবার আমার দেওয়া গিফট পছন্দ না হয়। হাহ্....!

আর কোনো কথা বলে না নুসরাত, আবিরকে ও বলার সুযোগ না দিয়ে

লুইস বাটনের রেড কালার হিল দিয়ে গটগট শব্দ তুলে চলে যায় চোখের নিমেষে কোথাও। যেমনি হঠাৎ করে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল।সন্ধ্যা থেকেই সৈয়দ বাড়ির ভিতর থেকে একের পর এক নাকি কান্নার শব্দ আসছে। সোহেদ সাহেব বিজনেস এর কাজে দিল্লি গিয়েছেন, তাই তার দেখা সৈয়দ বাড়িতে নেই। শোহেব বাড়ির

ফটকে মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ করে মা অসুস্থ হয়ে পড়বেন সেটা তিনি ভাবতেই পারেননি। বাড়িতে সোহেদ না থাকার কারণে কোনো দিক দিশা ও খুঁজে পাচ্ছেন না।নাছির সাহেব নাছির মঞ্জিলের ভিতর থেকে মহিলাদের চিৎকার চেচামেচির শব্দ শুনে বাড়ির বাহিরে বের হয়ে আসতেই দেখা হলো শোহেবের

সাথে। ভাইয়ের চিন্তিত মুখ দেখে নাছির সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,”কি হয়েছে তোর? মুখ এমন হয়ে আছে কেন? আর বাড়ির ভিতর থেকে এত চিৎকার চেচামেচির আওয়াজ আসছেই বা কেন?

শোহেব সাহেব ভাইয়ের দিকে ফিকে হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে তাকান। কাঁদো কাঁদো হয়ে যাওয়া নিভু কণ্ঠে বলেন,”আম্মার অবস্থা খারাপ হয়ে

গিয়েছে ভাই। আমি এম্বুলেন্স কল দিয়েছি আসছে বলছে, কিন্তু এখনো আসেনি।

নাছির সাহেব মাথায় হাত দিলেন। ভাইয়ের দিকে রাগী দৃষ্টি ছুঁড়ে বাড়ির ভিতরে পা দিতে যাবেন কানে বেজে উঠল গম্ভীর গলার সেই বাজখাই আওয়াজ,বের হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আর এক পা এগোলো না সামনে, সেখানেই

নাছির সাহেবের পা স্থির হলো, দ্বিতীয় পা ভিতরে বাড়ানোর ও সাহস আর হলো না।

ইসরাত আর নুসরাত বের হয়েছিল বাড়ির বাহিরে কান্নার শব্দ শুনে। দু-জন বাড়ির বাহিরে আসতেই দেখল নাছির সাহেব একপ্রকার হন্তদন্ত হয়ে সৈয়দ বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন, কিন্তু ভিতরে আর পা রাখলেন না। বাড়ানো পা

পিছনে নিয়ে আসলেন কিৎকাল গেটের সামনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে বাবার কর্মকান্ড খুব সূক্ষ্ম চোখে দু-বোন লক্ষ করল। ইসরাত নিষ্পলক চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বুঝতে চাইল নাছির সাহেব কেন এভাবে থেমে গেলেন? কেন বাড়ানো পা পিছিয়ে নিলেন? আর কেনই বা মুখটা অস্বাভাবিক থমথমে ধারণ করেছে? নিজের

মাথায় চাপ দিল। মস্তিষ্ক থেকে এই কেন বিশিষ্ট এত প্রশ্নের একটা উত্তর আসলো আর সেটা আসতেই চোখ কুঁচকে ঠোঁট উল্টে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের ভিতর নখ ঢুকিয়ে হাফসাফ করতে লাগল। অতর্কিত চিন্তাগুলো জোরা লাগানোর চেষ্টা করতেই, এম্বুলেন্সের উচ্চ শব্দ ভেসে আসলো নিজের থেকে দু-হাত দূর থেকে। ইসরাত নিজের অতর্কিত

চিন্তা থেকে বের হয়ে সামনে তাকায় তখনই নাছির সাহেব ধমকে ওঠেন। গর্জে ওঠা কণ্ঠে বলেন,”তুমি এখানে এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন? তোমার মাকে ডেকে নিয়ে আসো? যাও!

নুসরাতের দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকাতেই সে ও চোখ ছোট ছোট করে তাকায় নাছির সাহেবের দিকে। ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে কি। নাছির সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে

কড়মড় কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলেন,”একে কিছু বলাই বৃথা।

মেহেরুন নেছাকে সৈয়দ বাড়ির ভিতর থেকে ইরহাম আর শোহেব বাহিরে নিয়ে আসলেন। পেছন পেছন কান্না করতে করতে বেরিয়ে আসলেন বাড়ির মহিলারা। নুসরাত আর ইসরাত দু-জন দু-জনের দিকে তাকিয়ে বিতৃষ্ণা নিয়ে শ্বাস ফেলল। নাক ফুলিয়ে দু-বোন চোখ দুটো

উল্টে নিল। নুসরাত বোনকে চোখ দিয়ে ইশারা করল মা-চাচিদের সাথে যাওয়ার জন্য।তখনই কান্না করতে করতে আসলেন আহানের নানি সুফি খাতুন। হাউমাউ করে মরা কান্না জুরে দিলেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। নাছির সাহেব সবাইকে ইশারা দিতেই সবাই গাড়িতে উঠে গেলেন। সুফি খাতুন এম্বুলেন্সে কান্না করতে করতে উঠতে যাবেন নুসরাত উনার

হাত চেপে ধরল। মিচকে হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল,”দাদি কোথায় যাচ্ছো?

সুফি খাতুন শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। নুসরাতের কথার উত্তর না দিয়ে চলে যেতে চাইলে সে ঝাপটে ধরে উনাকে। ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করল,”কোথায় যাচ্ছো দাদি? বললে না যে?

সুফি খাতুন নাক কুঁচকে নিজের বিরক্তি সামলান। এই মেয়েটাকে দেখলেই তার রাগ রাগ লাগে। বেয়াদব একটা। এ নাকি স্পষ্ট কথা বলে, স্পষ্ট কথা বলার নামে যে বেয়াদবি করে তা কে বলবে। বেটাছেলেদের মতো ঘুরে বেড়ায় আবার বলে স্পষ্টবাদী। সুফি খাতুন নিজের বিরক্তি চেপে কিছু বলতে যাবেন, এম্বুলেন্স সাইরেন বাজিয়ে ভু

শব্দ করে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তার। সুফি খাতুন কিছুক্ষণ এম্বুলেন্সের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট কুঁচকে বললেন,”কোথাও যাচ্ছি না।নুসরাত হে হে করে হাসল। মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে,

“আগে বলে দিলেই হতো দাদি ,সামান্য একটা কথা বলা জন্য এতো অপেক্ষা করালে।

নুসরাত বোকা হেসে সুফি খাতুনের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ তার মনে হলো কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে সিউর কে এদিকে এরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাথা নিচু করে মিচকে হাসি দিয়ে নিজাম শিকদারের কিছু বোঝে ওঠার আগেই ঠোঁট চেপে বিশ্রী হাসি দিয়ে চোখ বড় বড় করে নিজাম

শিকদারের দিকে নিক্ষেপ করে বলে ওঠে,”কেমন আছো বুড়ো হ্যান্ডসাম? নিজাম শিকদারের মুখ পানসে হয়ে গেল। তাকে কেউ বুড়ো বলুক সেটা তিনি পছন্দ করেন না। তিনি এখনো ইয়াংম্যান। বাজারে পাত্রী খোঁজার জন্য বের হলে পাত্রীর লাইন লেগে যাবে, আর এই মেয়ে তাকে বুড়ো বলে সবসময় অপমান করে।নুসরাত কে তার দিকে হা করে তাকিয়ে

থাকতে দেখে নিজাম শিকদারকথার উত্তর দিলেন অনিহার সহিত,”হ্যাঁ ভালো ভালো! তুমি যাওনি? তোমার দাদির অবস্থা দেখছ?

নুসরাত নাক উপরের দিকে তুলে ফেলে। হালকা হাতে নিজের এবড়ো থেবড়ো ভ্রু চুলকে নিয়ে, চোখ উল্টে উত্তর করে,”দাদার সাথে যদি যেতাম, তাহলে তোমার সাথে কি করে কথা বলতাম! মাথার স্ক্রু ঢিলে

হয়ে গিয়েছে তোমার, ডাক্তার দেখাও গিয়ে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছো এর প্রমাণ কি বারবার তোমায় দিতে হয় বুড়ো? নিজাম শিকদার মুখ কালো করে ফেললেন। সেই মুহুর্তে সেখানে এসে উপস্থিত হলো ইরহাম। হাতের আঙুলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে একবার নিজাম শিকদারের দিকে আর একবার নুসরাতের দিকে তাকাল। নিজাম শিকদার ইরহামকে

দেখে যতটুকু মুখের বিকৃতি ঘটানো যায় ঘটিয়ে ফেললেন। এমন লুক দিলেন যেন জঘন্য একটা মানুষের মুখ দেখে ফেলেছেন। দো-তলা থেকে থু করে থুথু ফেলে দিলেন মাটিতে। বিড়বিড় করে ইরহামকে দুটো গালি দিয়ে চলে গেলেন বারান্দা থেকে। নুসরাত আর ইরহামের কানে মৃদু শব্দে সামান্য কথা আসলো,"মেয়েবাজ ছেলে!

সৈয়দ বাড়ির নাম ডুবিয়ে ছাড়বে। বদমাস, হতচ্ছাড়া ছেলে মেয়ে। নুসরাতের মুখের আদলের রঙ এক নিমেষে পরিবর্তন হয়ে গেল। শান্ত থাকা মেজাজটা চট করে চড়ে গেল। হাতের কাছে থাকা মোবাইল ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে ফেলল না। মাথায় আসলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার তার মোবাইল। মোবাইলের কভার দুমড়ে-মুচড়ে ফেলতে চাইল

মনে হলো তেরোশত টাকার কভার। নিজের হাতের চশমা ঢিল মারতে গিয়ে থেমে গেল। এটা ছাড়া তার চলবে না, কারণ এটা তার মতো একটু আদটু কানা ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস। তাহলে কি ঢিল মেরে নিজের রাগ সামলাবে। চোখ পাশ ফিরাতেই চোখে ভাসল ইরহাম। এক যোগে ইরহামের দিকে শিকারী নজরে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে

হেসে উঠল নুসরাত। ইরহাম নুসরাতের হাসির কারণ ধরতে পারল না। ইরহামের কিছু বোঝে ওঠার আগেই নুসরাত দাঁত খিঁচে পুরুষালি গালে ঠাস ঠাস করে দুটো থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।দূরে দাঁড়ানো সুফি খাতুন হায় হায় করে উঠলেন। নুসরাত কে ভৎসনা করে বলেন, “কি মেয়েরে বাবা? বড় ভাইকে থাপ্পড় মারে।

নুসরাত সুফি খাতুনের জোর গলার ভৎসনা গায়ে মাখলো না। দু-হাত আরাম করে ঝেড়ে ফেলে ইরহামকে ফিসফিস করে বলে ওঠে," এখন কিছুটা রাগ কমেছে।

রাগ করিসনি তো?

ইরহাম গালে হাত দিয়ে নিশ্চল চোখে চেয়ে রইল সামনের দিকে। নুসরাতের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাকানো দেখে দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে বলে

উঠল,”না কিছু মনে করিনি। ইরহামের হাত থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে হেলেদুলে গাড়িতে গিয়ে বসল নুসরাত। আহানকে ডাক দিতেই সে এসে ব্যাক সিটে বসল। ইরহাম নিজের গালের মধ্যে এক হাত চেপে মুখ হা করে গাড়িতে গিয়ে বসল। এখনো বেচার শক থেকে বের হতে পারেনি। নিজের সূক্ষ্ম গলবিল ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিয়ে, নিভে যাওয়া

কণ্ঠে বলে,”তোর হাতটা দেখি। এতো শক্ত কেন তোর এই হাত। হাত নয় যেন লোহা। দেখ, আমার গালে এখনো চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। তুই আমাকে চড় থাপ্পড় মারার আগে একবার বলে দেস না কেন! তাহলে তো আমি রেডি হয়ে বসে থাকব তোর হাতের মার খাওয়ার জন্য। এরকম অতর্কিত হামলা করবি না, আমার মতো নিরীহ প্রাণী, নিষ্পাপ,

বাচ্চা একটা ছেলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলো, এরকম আক্রমণে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেলে কি হবে?

আহান পিছন থেকে বলে ওঠে,“কিছুই হবে না। দেশের জনসংখ্যা থেকে একজন কমে যাবে। আর আমাদের ঘর থেকে ও।

ইরহাম তীক্ষ্ণ চোখে আহানের দিকে তাকাতেই আহান মুখ জিপার টানার

মতো করে। নুসরাতের দিকে তাকাতেই নুসরাত মাথা দোলায় উপর-নিচ। ইরহামকে ভরসা দিয়ে বলে ওঠে,”আচ্ছা। এরকম আর হবে না।

আহান হি হি করে হাসে গাড়ির পিছনে বসা অবস্থায়। ইরহাম কপালের হালকা ভাঁজ শীতিল করে পিছনে ফিরে জিজ্ঞেস করে,”কি হয়েছে? দাঁত কেলানো হচ্ছে কেন?

আহান নিজের হাসি দমন করতে চেয়ে মুখ হাতের কব্জিতে চেপে ধরে। কোনোরকম হাসি থামিয়ে বলে ওঠে,”আপু বলছে না, আর মারবে না। তুমি সিউর থেকো রাগ ওঠলেই এরকম আরো দু-চারটা তোমার উপরই পড়বে। আপুকে আমি বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস করিনা। নুসরাত আহানকে জিহ্বা বের করে ভেঙ্গায়। চোখ ছোট ছোট করে বলে

ওঠে,”চুপ কর বেডা। কানের নিচে এমন একটা থাপ্পড় লাগাব দাঁত নড়ে যাবে। দুধের দাঁত এখনো পড়েনি আর আসছে আপু.....ভাগ এখান থেকে শালা।

আহান নুসরাতের কথা শুনে হি হি করে হেসে ওঠে। ইরহাম ও গালে হাত রেখে হাসতে যাবে মটমট করে শব্দ করে ওঠে দাঁতের মারি। দাঁত চেপে কাঁদো কাঁদো মুখ বানিয়ে হু হু

করে হাসে ও সে।“হ্যালো হেলাল তোমার মায়ের অবস্থা তো খারাপ, হার্ট অ্যাটাক করে হসপিটালে ভর্তি, শেষবারের মতো তোমাকে দেখার আর্জি জানাচ্ছেন উনি।

হেলাল সাহেব ফোনের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। ফোন লাউড স্পিকারে থাকার জন্য স্পষ্ট সব কথা কানে গেল লিপি বেগমের। লিপি বেগম আর্তনাদ করে ওঠেন।

মাথায় হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে এসে ফিকে হয়ে যাওয়া অসাড় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”আম্মার কি হয়েছে?

নিজাম শিকদারের গলা এবার নরম হয়ে আসে। ঢোক গিলে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলেন,”যা শুনেছ বড় বৌ-মা তাই।

আরশ নিজের রুম থেকে বের হয়ে মা বাবকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে

দেখে হাতে পানির জগ নিয়ে এগিয়ে আসে। বাবার দিকে চেয়ে এক ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে,”কি হয়েছে? এরকম আপনারা দু-জন বসে আছেন কেন?

লিপি বেগম নিজের অসাড় চোখ তুলে তাকান উপরে। পুরোদস্তুর নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে এলোমেলো কণ্ঠে বলে ওঠেন,”আম্মার শরীর খারাপ করেছ,

হসপিটালে নাকি ভর্তি। বাপ আমার কিছু একটা কর, দেশে যাব আমি। আব্বার শেষ সময়ে আমি ছিলাম না, এবারো কি থাকতে পারব না? না না.. আম্মা কখনো আমাকে মাফ করবে না। তুই বাপ আমার টিকেট বুক কর! কেউ গেলে যাক না গেলে নাই, দেশে আমি একাই যাব।আরশ কপালে ভাঁজ ফেলে তাকায় হেলাল সাহেবের দিকে। হেলাল সাহেব

নিজের এলোমেলো, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া চাউনি উপরে তুলে কিয়ৎকাল চুপ থাকেন। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে নিজের করা প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে গিয়ে ধীর স্বরে আওড়ান,”চারটা টিকেট কাটো আরশ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমরা দেশে যাচ্ছি।

আরশ অবাক চোখে চেয়ে থাকে বাবার দিকে। রক্ত শূন্য হয়ে যাওয়া ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে
নম্র গলায় জানতে চায়,”কিন্তু চারটা টিকেট কেন?
হেলাল সাহেব নিজের দৃষ্টি মার্বেল টাইলসে স্থির করেন। অধর প্রসারিত করে বৃথা হাসার চেষ্টা করে বলে ওঠেন,”তুমি আর জায়িন ও যাচ্ছো।রৌদ্ধউজ্জ্বল একটি নতুন

দিনের সূচনা। সুন্দর দিনের সূচনা বাহিরে হলেও সিলেট সিটি হসপিটালের ভিতরে থাকা মানুষের জন্য আজকের দিনটা সুন্দর নয়।

সিটি হসপিটাল। সিলেটের সুনামধন্য একটি হসপিটাল। সেই হসপিটালের পোর্চে দাঁড়িয়ে চার মাথা এক সাথে কিছু একটা আলোচনা করছে। এই চার মাথা একসাথে হওয়া মানেই গন্ডগোল একটা পাকবেই,তা হোক

ছোট খাটো বা বড়সড়। দূর থেকে দেখলে যে-কেউ ভাববে এখানে কোনো আলোচনা হচ্ছে কিন্তু সামান্য এগিয়ে আসলে বোঝা যাবে আদোও এখানে কোনো আলোচনা নয়, ছোট মাথা ওয়ালারা বড় মাথাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।ইরহামের এক হাত ইসরাতের কাঁধে। ইসরাত কান্নার দমকে বারবার দোলছে নিজ জায়গা থেকে। যে-কোনো সময় পড়ে যাবে

এই জন্য ইরহাম বড় ভাইয়ের মতো নিজের হাত দিয়ে সামলানোর চেষ্টা করছে বড় বোনকে। বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছে দাদির কিছুটি হবে না বলে।... ইসরাত নিজের কাজে তবু ও বহাল। সে বিশ্বাস করতে পারছে না দাদি সত্যি হার্ট অ্যাটাক করেছে। গত দু-দিন যাবত মেহেরুন নেছা হসপিটালে আই-সি-ইউ তে ভর্তি। তারা সকলেই প্রথমে মনে করেছিল

মেহেরুন নেছা প্ল্যান কার্যকর করছেন তাই ওতো গুরুত্ব দেয়নি কেউ, যখন এসে ডাক্তার দেখানো হলো তখন জানা গেল মেহেরুন নেছা হার্ট অ্যাটাক করেছেন। একে তো সত্যকে মিথ্যে ভেবেছে তার অপরাধ বোধ, দুইয়ে দাদির শরীর গত দু-দিন যাবত যেমন ছিল তেমন রয়েছে। বিন্দুমাত্র ভালো হয়নি। সেই দুঃখে চোখ ফেটে কান্না

আসছে।নুসরাত অনেকক্ষণ কান্না দেখল ইসরাতের নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনা সূচক বুলি আওড়াল না, উল্টো মুখ শক্ত করে, দু-হাত বুকে আড়াআড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। কিৎকাল কাটার পর নুসরাত দাঁতের কপাটি চেপে বলে উঠল,"তুই কি আমাকে বাড়িতে যেতে দিবি আপা?

নুসরাত যখন অত্যাধিক পরিমাণ কোনো কিছু নিয়ে স্ট্রেস হয়, বিরক্ত হয়, বা রাগ করে তখনই ইসরাতকে আপা ডাকে। নুসরাতের আপা ডাকতে দেরি ইসরাতের গলার স্বর আরেকটু বেশি বাড়তে দেরি হলো না। হু হু শব্দ তুলে কান্না তুলল। নুসরাত ব্যগ্র চাহনি কিছুক্ষণ ইসরাতের দিকে দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে আওড়াল, “ইসরাত তোকে

পিটাতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। দেখ, বোন আমার হাতে কেমন নিশপিশ করছে। এমন এক চড় লাগাব এখন, তুই এই দেশে থাকবি কি না সন্দেহ আছে।

কথাটা শেষ করতে পারল না, প্রথমবারের মতো ইরহামের একটা জোরালো থাপ্পড় এসে লাগল নুসরাতের গালে। ইরহাম তর্জনী আঙুল তুলে শাসাল,“তোর কোনো

ফিলিংস না থাকতে পারে, কোনো কষ্ট না থাকতে পারে, তুই রোবট হতে পারিস, আমরা নয়! আমরা মানুষ তোর মতো ভিনগ্রহের প্রাণী না, যে আমদের ফিলিংস থাকবে না, তো নিজের মুখ বন্ধ কর, আর চুপচাপ বাড়িতে যা। আমি আপুকে সামলে নিব।

নুসরাত ফুস করে শ্বাস ফেলল। নিজের রাগ নিজের ভিতর সমাধি

দেওয়ার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা। রাগ যখন কমলো না মুখে হা করে বাতাস পুরে আবার ফুস করে ছেড়ে দিল। ইরহাম আর আহান নুসরাতের কাছ থেকে ব্যতিক্রমী কোনো মনোভাব না পেয়ে এলোমেলো ইসরাতকে সামলে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

সবাই সরে যেতেই ভয়, ডরহীন নুসরাত নিজের হাত নিয়ে গালে রাখল। খুবই হালকা হাতে থাপ্পড়

মারার অংশে উপর নিচ স্পর্শ করল। চিনচিনে ব্যথায় গাল অবস হয়ে গিয়েছে। চোখ নিচের দিকে রেখে মেইন গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বারবার গালে হাত বুলালো। হসপিটালের গেটের মধ্যে বিদঘুটে কোলাহল। এক দল পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে! দাঁড়িয়ে কি করছে? নুসরাত নিজেকে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে! আবার উত্তর করে, নিজেদের

সাংসারিক আলাপ করছে। মেয়েরা যখন সাংসারিক আলাপ করতে পারে পুরুষরা ও করতে পারে। অস্ত যাওয়া সূর্যের মতো বিষন্ন, তেজহীন আলোর মতো ধীরে ধীরে হেঁটে গেল গেটের দিকে। মেয়েরা যেমন হাঁটে তেমন ভাবে হেঁটে গেল।

হঠাৎ সূর্য মেঘের আড়ালে ঢেকে গিয়ে আকাশে আঁধার নামল। নিভৃতে হাঁটা নুসরাতের মুখে আরো

বেশি আঁধার নামল। গেটের সামনে পৌঁছাতেই এক দল তাড়াহুড়ো করে গেটের ভিতর ঢোকতে থাকা পুরুষদের সাথে ধাক্কা লাগল নুসরাতের। তেজহীন নুসরাত আজ আর ঝগড়া করল না। ইরহামের হাতের এক থাপ্পড় খেয়ে চিবুক যে গলা গিয়ে ঠেকেছে সেখান থেকে চিবুক উপরে তোলার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করল না। তাই চোখ নিচের

দিকে রেখে ভদ্র গলায় স্যরি বলতে যাবে মনে হলো গলার কাছে কিছু আটকে আছে। তার কথা বলার আগেই ও-পাশের পুরুষগণ তাড়াহুড়ো করে ভিতরে চলে গেল। নুসরাত স্যরি বলতে হবে না ভেবে শব্দ করে শ্বাস ফেলল। ঝিমিয়ে যাওয়া শরীর টেনে নিয়ে মেইন রোডের দিকে পা বাড়াবে পিছন

থেকে মহিলা কণ্ঠ ভেসে আসলো,”মেজ ভাইয়ের মেয়ে?

নুসরাতের পা আপনা-আপনি থেমে গেল। অতঃপর মনের ভুল ভেবে দ্বিতীয় বারের মতো পা বাড়াতে যাবে পিছন থেকে শব্দ আসলো,”আমি তোমাকে বলছি নুসরাত?

নুসরাতের কপালে ভাঁজ পড়ল দু থেকে তিনটা। সামনের দিকে

তাকিয়ে নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে আমার সাথে আবার কি দরকার হতে পারে এই ভদ্র মহিলার! তারপর নিজেই বলে, পেছন ফিরলে এমনি বুঝবি। নিজের মনে নিজের সাথে বোঝা-পড়া শেষে এক মুহুর্তে বিলম্ব না করে আড়ষ্ট চোখে পেছনে তাকায়। আর তখনই চোখের মণিতে ভেসে ওঠে পয়তাল্লিশ উর্ধ্ব বয়সের ভদ্র মহিলা।

ভদ্র মহিলাকে চিনা পরিচিত ঠেকল তার কাছে। আর যখন ঠিকঠাক চিনতে পারল তখন তার ভিতর নড়ে ওঠল তীব্র গতিতে। খুব ভালো ভাবে টের পেল হৃৎপিন্ডের অস্বাভাবিক কম্পন। না চাইতে পায়ের আঙুল শিরশির করে উঠল। নিজের নার্ভাসনেস ঢাকতে বুড়ো আঙুলের সাহায্যে স্লিপারে খুঁচাতে লাগল। মুখের ভিতর মনে হলো

কেউ আমের গুঠি ঢুকিয়ে দিয়েছে জোর করে। গলা থেকে কথা বের হলো না বিস্ময়কর ঘটনায়। নিজের অত্যাধিক বিস্ময় সামলানোর জন্য এক পলক চোখ মাটিতে রাখতেই সেখানে ভেসে ওঠল অবাঞ্চিত কিছু দৃশ্য। আর সেই দৃশ্য চোখে ভাসতেই দাঁতে দাঁত চেপে কড়মড় করে শব্দ করল। চায় না সে এই দৃশ্য দেখতে তাহলে বারবার কেন

এই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।নিজের এই অত্যাধিক রাগের উপর ও নুসরাতের ক্রোধ। যখন-তখন এসে যায় আবার ফুস করে কখন কোথাও উড়ে যায়। নিজের রাগ সামলানোর জন্য চোখ বন্ধ করে ফুস করে শ্বাস ফেলল। গলায় নেমে আসা চিবুক ঝট করে উপরে তুলে সেকেন্ডের ভিতর নিজের আড়ষ্টতা লুকিয়ে এক নিমেষেই মেকি হাসি

ঠোঁটে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসার চোখে তাকায় সামনের ভদ্র মহিলার দিকে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপতেই থরথর করে কেঁপে ওঠে ঠোঁট। নুসরাত ভিতরে ভিতরে নিজের ঠোঁটের উপর বিরক্ত। এরকম থরথর করে কেঁপে কি বুঝাতে চায় তার ঠোঁট। যা বোঝাতে চায়, বোঝাক! এখন ভদ্রমহিলার কথার উত্তর দেওয়া জরুরি তার কাছে মনে হলো।

নুসরাত ঈষৎ হেসে নিস্প্রভ চোখে ভদ্র মহিলার দিকে তাকিয়ে তর্জনী আঙুল নিজের দিকে তুলে জিজ্ঞেস করল,”আপনি আমাকে ডাকছেন আন্টি?

ভদ্র মহিলা অবাক হন। নিজের অবাকতা প্রকাশ করলেন না। সংগোপনে নিজের ভিতর লুকিয়ে নিলেন। নুসরাত সূক্ষ্ম চোখে লক্ষ করে ভদ্র মহিলার অবাকতা লুকিয়ে

ফেলা। নিজ মনে হাসে ঈষৎ। ভদ্র মহিলার চোখে দ্বিধা স্পষ্ট ফুটে উঠছে। দু-হাত মেলে নুসরাতকে জড়িয়ে ধরবেন, নুসরাত হাত তুলে থামিয়ে দিল। ভ্রু যুগল হালকা নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,”আমি কি আপনাকে জানি আন্টি?ভদ্র মহিলা নুসরাতের নিষেধ মানলেন না। অবজ্ঞার চোখে সেদিকে তাকিয়ে দু-

হাতে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলেন নুসরাতকে।

অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় নুসরাত বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। ক্লান্তিতে ছোট ছোট হয়ে আসা চোখ গুলো এক নিমেষেই প্রশস্থ হয়ে গেল। বিস্ময়ে চোখে কোটর থেকে বের হওয়ার পালা তখন ভদ্র মহিলার মিষ্টি হাসির শব্দ তার কানে গেল। ভদ্র মহিলা

বলছেন,”আমি তোমার বড় মা। চিনতে পেরেছ?

নুসরাত মাথা নাড়ায় উপর নিচ। সামনের দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি স্থির রেখে মোলায়েম কণ্ঠে আওড়ায়,

” জি, চিনতে পেরেছি।

ভদ্র মহিলা নিজের বেষ্টনী থেকে নুসরাতকে বের হতে দিলেন না। নুসরাত ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসা কণ্ঠে বলে,”আমার বাড়িতে যেতে হবে

বব...মুখ দিয়ে আসলো না বড় আম্মু শব্দটা। নিদারুণ অস্বস্থিতে এলোমেলো শব্দ বের হলো। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বাক্য সাজালো নিজ মনে। সেই বাক্য সাজানোতে বিঘ্ন ঘটিয়ে লিপি বেগম জিজ্ঞেস করেন,"হ্যাঁ বলো, কি বলছিলে?

নুসরাত নিজের আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া বুলি গুলো টেনে টুনে জিহ্বায় নিয়ে আসে। কণ্ঠে বিনয় নিয়ে এসে

বলে,”বড় আম্মু আমাকে বাড়িতে যেতে হবে, সারারাত হসপিটালে ছিলাম ফ্রেশ হওয়া প্রয়োজন।

কথাটা শেষ করে নুসরাত দূরে সরে গেল লিপি বেগমকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে। লিপি বেগম তীক্ষ্ণ চোখে শুধু দেখলেন নুসরাতের নিরর্থক অভিমত পোষণ করা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন,”যাও বাড়িতে যাও। আমরা

একটু পরই আসছি।তাদের কথার মধ্যেই গেটের কাছ থেকে কেউ ডেকে উঠল মাম্মা বলে। লিপি বেগম এক পলক পিছু ফিরে চেয়ে চেঁচিয়ে বললেন,”কি হয়েছে আরশ? আরশ ফোনের দিকে তাকিয়ে থেকে নির্লিপ্ত ভরাট পুরুষালি গলায় বলে,”পাপা তোমাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি আসো। আর প্লিজ মাম্মা মুখে মাস্ক লাগিয়ে নিও।

লিপি বেগম বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফেললেন। নুসরাতের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন তার আগেই নুসরাত সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে নিল। দ্রুত পা বাড়াল সামনের দিকে। সেকেন্ডের ভিতর রাস্তা পার হয়ে লিপি বেগমের চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল।আরশ লিপি বেগমকে আসতে না দেখে মোবাইল থেকে চোখ উপরে তুলে। ভ্রু কুঁচকে

বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করে,”ওয়াট মম? কি হয়েছে এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন? বৌমা তো ভিতরে। আর কার সাথে কথা বলছিলে?

আরশের দিকে নাক কুঁচকে তাকালেন লিপি বেগম।আরশ নির্বিকার চোখে দেখে লিপি বেগমের অবিচল চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকা। আরশ ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞেস করে,”এভাবে তাকানোর কি আছে!

আমাকে নতুন দেখছ? নাকি আগের তুলনায় বেশি হ্যান্ডসাম হয়ে গেছি? আচ্ছা বলো কার সাথে কথা বলছিলে?

আরশ মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করে। কথা শেষ করে লিপি বেগমের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচায়। কথার শব্দ গম্ভীর হলেও অত্যাধিক শান্ত। নরম চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে

প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায়। লিপি বেগম ক্ষীণ হেসে বললেন”তুই বল কে হতে পারে?

আরশ হাঁটতে হাঁটতে গালে হাত দিয়ে একটু ভাবার মতো অভিনয় করে। দশ সেকেন্ড পরে দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে বোঝায় সে জানে না কে! লিপি বেগম আরশকে ঠাট্টা করতে দেখে মিছিমিছি রাগ করে বলতে লাগলেন,”তোর মেজ

আব্বুর....কথা শেষ হওয়ায় আগেই নাছির সাহেবের সাথে দেখা হলো তাদের। নাছির সাহেবকে দেখতেই লিপি বেগম কিছু বলতে যাবেন, নাছির সাহেব সালাম দিলেন। লিপি বেগম সালাম গ্রহণ করে বললেন,"কেমন আছেন মেজ ভাই?
নাছির সাহেব মাথা নাড়ালেন। ক্লান্তিতে ভেঙে আসা কণ্ঠে বললেন,"জি ভালো ভাবি! আল্লাহ

ভালো রেখেছেন। আপনি কেমন আছেন?লিপি বেগম মৃদু হাসলেন। উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে বললেন,”জি আলহামদুলিল্লাহ।

আরশের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন সালাম করার জন্য। আরশ মোলায়েম কণ্ঠে নাছির সাহেবকে সালাম দিয়ে লিপি বেগমকে বলে ওঠে,”মাম্মা পাপা তোমাকে যাওয়ার জন্য বলছে।

লিপি হালকা ঠোঁট এলিয়ে হেসে চলে গেলেন হসপিটালের ভিতরে। পোর্চে সামনে দাঁড়িয়ে নাছির সাহেব আর আরশ প্রথমে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নাছির সাহেব কথা শুরু করেন এটা সেটা নিয়ে। পড়াশোনা নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেমন চলছে? কি রকম হচ্ছে? ব্লাহ ব্লাহ....[নাবিলা সৈয়দ

পেইজে এই গল্প পুরো পেয়ে যাবেন।]

ইরহাম অন্যমনস্ক হেঁটে যাচ্ছিল সামনের দিকে। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে লম্বা, চওড়া, পুরুষালি শক্ত শরীরের সাথে ধাক্কা লাগল তার। সেদিকে না তাকিয়ে সে মাথা নিচু করে স্যরি বলে আলগোছে পাশ কাটিয়ে চলে গেল লোকটার। একবার প্রয়োজন বোধ করল না লোকটার মুখ

দেখার। দু-পা সামনে এগোনোর আগেই কানে আসলো রাশভারী গম্ভীর গলার স্বর। নিজের অতর্কিত চিন্তাগুলো এক পাশে রেখে ডানে-বামে, সামনে তাকাল, কিন্তু গাধার মতো একবার ও পিছন ফিরে তাকাল না। নিজের আশে-পাশে কাউকে না দেখে পা বাড়াতে যাবে তার আগেই পিঠে পুরুষালি হাতের শক্ত তাবা পড়ল।ইরহাম এক

ঝটকায় ধড়ফড় করে পিছনে তাকায়। আবার ও সামনের লোকটার দিকে তাকাল না। নিজের পিঠে ডান-হাত পেঁচিয়ে পিঠে হাত বুলালো। তখনই কানে আসলো গম্ভীর স্বরে বলা কথা,"এইই ইরহাম।

লোকটা এবার কিছুটা গর্জে ডেকে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে রাগে কটমট করে শব্দ করল।

রাশভারী গলার আওয়াজে ইরহাম চোখ উপরে তুলে তাকাতেই তার অক্ষিকোটরে বিস্ময় উপচে পড়ল। অবাক গলায় বলতে গেল ভাই, তার আগেই দাবাং মার্কা চড়ের বেগে মুখ থেকে বের হওয়া ভা শব্দ ওখানে আটকে গেল।

আরশের হাতের থাপ্পড় গালে পড়তেই ইরহামের গালে চিনচিনে ব্যথা শুরু হলো তার সাথে অসহ্য

যন্ত্রণা। থাপ্পড়ের বেগে ইরহামের মুখ একদিকে সরে গিয়েছিল। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের ঝুঁকে যাওয়া চোখ উপরে তুলে। আবার আরশের ঝাঁঝ মিশ্রিত অগ্নি দৃষ্টির শিকার হয়ে নিজের চোখ নামিয়ে নেয় নিচের দিকে। গালে হাত রেখে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করে,"ভাই মারলেন কেন? কি করেছি আমি?

কথা শেষ হতেই আরেকটা থাপ্পড় পড়ে গালে। এবার থাপ্পড়ের জোর এতো বেশি ছিল যে, থাপ্পড়ের জোরে ইরহামের ঠোঁটের ছোট এক অংশ ফেটে গেল।হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে নেয় ইরহাম। জিহ্বার মধ্যে নুনতা স্বাদ হতেই থু করে থুথু ফেলল রাস্তায়। এক দলা থুথুর সাথে বের হয়ে আসলো রক্তের কিছু মিশ্রণ। ইরহাম চোখ বন্ধ করে বলে

দিতে পারে, তার সামনের একটা দাঁত নড়ে গিয়েছে। নিজের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটল লোকটার গম্ভীর গলার আওয়াজে,”বউ কই আমার?

ইরহাম অবাক চোখে দেখে আরশকে। আবার পরমুহূর্তে চোখ নামিয়ে নেয়। মিনমিনে গলায় উত্তর করে,”আমি জানি না।আরশ বিরক্তিতে চ বর্গীয় শব্দ করে। অত্যাধিক রাগ নিজের ভিতর চেপে

রেখে শব্দ করে শ্বাস ফেলে। ঝাঁঝালো স্বরে বলে,”ওইটা তোর সাথে থাকে না?

ইরহাম উপর নিচ মাথা নাড়ায়, যার মানে হ্যাঁ থাকে। আরশ বিরক্ত হয়। তিক্ত বিরক্ত কণ্ঠে আওড়ায়,”তাহলে জানিস না কেন? বউ কোথায় আমার?

আরশকে আবার তেড়ে আসতে দেখে ইরহাম উল্টো দিকে দৌড়

দেয়। ইরহামকে দৌড় দিতে দেখে আরশ ও দৌড় দেয় তার পিছন পিছন। চিৎকার করে হুমকি স্বরুপ বলে ওঠে,”ইরহাম ভালোয় ভালোয় প্রশ্নের উত্তর দে, নাহলে তোর আজ একদিন কি আমার যতদিন লাগে। এমনিতে ও তোকে সাতাশি প্লাস কল দিয়েছি পিক করিসনি, আর এখন আমাকে দৌড়ানি দেওয়াচ্ছিস। তোদের দুটোকে হাতের কাছে পেয়ে

যাই, গাছের সাথে বেঁধে রাখব। চুপচাপ বল ওইটা কই?ইরহাম সামনের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে কাঁদো কাঁদো গলায় উত্তর দেয়,” ভাই আমি জানি না।

আরশ পিছন থেকে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে,

“তুই জানিস না কেন?

ইরহাম সামনের দিকে প্রাণপণে দৌড়াতে দৌড়াতে কল দেয়

নুসরাতের মোবাইলে। তখন ও দু-জন হসপিটালের পোর্চে দৌড়াচ্ছে। ইরহামের ফোন নুসরাত পিক করল না রিং হতে হতে কেটে গেল। ইরহাম ঢোক গিলে আবার কল করল এবার প্রথম বারে নুসরাত কল পিক করল। হ্যালো বলতে নিবে তার আগেই ইরহাম তার মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে বড় শ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করে,” কোথায় তুই?

নুসরাত মাথার মধ্যে ক্যাপ পড়তে পড়তে উত্তর দেয়,”এই তো আধঘন্টার মতো হয়েছে বাড়িতে এসেছি। এখন....

এতটুকু বলতেই ইরহাম ফোন কেটে দেয়। নুসরাত ফোনের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে,”যাহ বাবা কেটে দিল,আরে শুনবি তো পুরো কথা।

ইরহাম ফোন পকেটে রেখে দৌড় থামায়। হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। ততক্ষণে আরশ ও হাপিয়ে ওঠে হাঁটুতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। ইরহাম আরশকে উদ্দেশ্য করে বলে,”ভাই নুসরাত বাড়িতে আছে। এবার যান আপনার বউয়ের কাছে যান।আরশ কথা বলে না। ক্রোধে চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে রয়। দু-আঙুলের সাহায্যে কাছে

ডাকে। ইরহাম সামনে আগায় না, পাছে যদি আবার থাপ্পড় মারে সেই ভয়ে। এমনিতেই দাঁত নড়ে গিয়েছে। আর এবার থাপ্পড় খেলে এই বয়সে দাঁত পড়ে বুড়ো হয়ে যাবে। এই বয়সে যদি দাঁত পড়ে যায়, তাহলে সে মেয়ে পটাবে কি করে?আর মেয়ে না পটলে তার টাইম পাস হবে কি করে? না, না, ভাবতেই তো গা শিরশির করে

উঠছে। ইরহাম নিজের চিন্তা থেকে বের হয়ে দু-পাশে না ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়। আরশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বলে,”আয় এদিকে, মারব না।

ইরহাম ভরসা করতে পারে না। তবুও এক পা আগায়, আবার দু-পা পিছিয়ে হয়, তখনই রাশভারী গলায় আরশ হুমকি দিয়ে বলে,”আসবি নাকি হাত চালাব? বল কোনটা

করব?ইরহাম নিজের ভয় ফেলে এগিয়ে যায় সামনে। শঙ্কিত গলা নিয়ে জিজ্ঞেস করে,”কি ভাই?

কথা শেষ করার আগেই আরেকটা থাপ্পড় খায়। এবারের থাপ্পড় আগের থাপ্পড়ের তুলনায় কিছুটা কম জোর ছিল, তাই অতোটা ব্যথা পায়নি। আরশ দু-হাত পকেটে পুরে আরাম করে দাঁড়িয়ে বলে,”তোকে ওর

ফটো সেন্ড করতে বলেছিলাম সেন্ড করেছিস।

ইরহাম উপর নিচ মাথা নাড়ায়। মোলায়েম কণ্ঠে গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলে,”জি ভাই।

আরশ চোখে সানগ্লাস পরতে পরতে নির্বিকার গলায় বলে,”যা ভিতরে। আমি আসছি হাফ এন হাউয়ার এর ভিতর।রান্নার সুগন্ধিতে পুরো নাছির মঞ্জিল মো মো করে উঠেছে।

নাজমিন বেগমকে নুসরাত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে আসতে ডাক দিল। নাজমিন বেগম প্রতিউত্তর করলেন না, সচরাচরের মতো নুসরাতের ডাকে সাড়া না দিয়ে। নুসরাত ভেজা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে এসে কিচেনে ঢুকে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে মায়ের তোড়জোড়। নরম গলায় জিজ্ঞেস করে,"এত আয়োজন কিসের জন্য?

নাজমিন বেগম সিঙ্কে অপরিস্কার বাটিগুলো রাখতে রাখতে উত্তর করেন,”আজ আপারা আসবে। ছোট একা হাতে সব সামলাতে পারবে না, তাই আমাকে বলছে একটু সাহায্যের জন্য।নুসরাত ত্যাড়া চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে,”তো তুমি কেন কাজ করবে, ওরা আসলে?

নাজমিন বেগম চোখ রাঙিয়ে নুসরাতের দিকে তাকান। দু-হাত দিয়ে ঠেলে বের করে দেন কিচেন থেকে। তারপর নুসরাতের মুখের উপর কিচেনের স্লাইডিং ডোর লাগিয়ে দিয়ে বলেন,”ভাগ এখান থেকে। একটু আগে তোর বাপ কল করে বলছে সে আসছে, আর তোকে তাড়াতাড়ি হসপিটালে উপস্থিত

হওয়ার জন্য। আমার মাথা না খেয়ে ওখানে যা।

নুসরাত কথা বাড়াল না। হাতে ওয়ান টাইম মাস্ক নিয়ে হেলেদুলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। বাড়ির বাহিরে বের হতেই সূর্যের তাপ এসে গায়ে লাগল। ঝলসানো তাপে মনে হলো কপাল পুরে যাবে, তাই বাড়িতে আবার ফিরে আসলো উল্টো পায়ে। ড্রয়িংরুমের এক কোণায়

অগোছালো ভাবে রাখা কাপড়ের স্তুপ থেকে নিজের ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় দিল। মাস্ক ঠিকভাবে পরে নিয়ে আয়নায় নিজেকে এক পলক দেখে নিল। ঠিকঠাক লাগছে! চোখ ছাড়া আর কিছু দেখাই যাচ্ছে না। গলা ঝুলানো ওড়না সারা শরীর পেঁচিয়ে পরে নিল। অতঃপর হেলেদুলে বের হয়ে গেল হসপিটালের উদ্দেশ্যে।বাড়ির বাহির

বের হয়ে বেশ কিছু রাস্তার হাঁটার পর একটা কালো রঙের মার্সিডিজ শু করে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গাড়ির গতি এত তীব্র ছিল যে নুসরাতের মনে হলো তার উপর শু করে গাড়িটা ওঠে যাবে। দু-পা সামনে বাড়াতেই কিৎকাল আগে সামনে যাওয়া গাড়িটা পিছনে ফিরে আসলো, একদম নুসরাতের সামনে এসে গাড়িটা থামল।নুসরাতের

কপালে ভাঁজ পড়ল। ভ্রু যুগল কুঞ্চিত করে গাড়ির ভিতর উঁকি দিতেই গাড়ির কাচ ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল। বের হয়ে আসে সানগ্লাস পরিহিত এক পুরুষের মুখ। যার আগা গোড়া কালো রঙের কাপড়ে ঢাকা। মুখে ও মাস্ক পরে বসে আছে লোকটা। নুসরাতের লোকটাকে দেখেই বিরক্ত লাগল। এ কিরে বাবা! লোকটা গাড়ির ভিতর

কেন মাস্ক পরে বসে আছে। এটাকে দেখেই তো তার গরম লাগছে। ভিতর ভিতর নাক মুখ কুঁচকে বমি করার মতো করল। তখনই লোকটা আমেরিকান এক্সেন্ট ইংরেজিতে বলে ওঠে,"সৈয়দ নাছির উদ্দিনের বাড়ি কোথায়?

নুসরাত চোখ বড় বড় করে তাকায়। এ আবার কোন ইংলিশ এসে দেশে নেমেছে। আর তাদের বাড়ির খোঁজ

বা কেনই করছে। নুসরাতকে এক পেশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে দেখে লোকটা হাত বের করে তার মুখের সামনে চুটকি বাজায়। চোখ থেকে চশমা খুলে আবারো আমেরিকান এক্সেন্টে বলে,"এই যে আপনি জানেন?নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়ায় সে জানে না। আরশ বিরক্তিতে চ সূচক শব্দ করে। নুসরাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস

করে,”জানেন না, তাহলে এতক্ষণ বলেননি কেন?

নুসরাত মাস্কের ভিতর মুখটা দুঃখি দুঃখি বানিয়ে ফেলে। অত্যন্ত বিনয়ী কণ্ঠে বলে উঠে,”আমি ইংরেজি বুঝি না ভাইয়া।

নুসরাতের কণ্ঠ থেকে যেন বিনয় ঝড়ে ঝড়ে পড়ছে।

নুসরাতের কথা শুনে আরশের চোখের একপাশ কুঁচকে যায়।

তিক্ততা নিয়ে এবার স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞেস করে, “তাহলে এতক্ষণ বলেননি কেন?

নুসরাত মৃদু হাসে।। মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর করে,

” আপনি জিজ্ঞেস করেননি তাই বলিনি।

নুসরাত কথা শেষ করে সামনের দিকে পা বাড়াতেই আবারো আরশ ডেকে ওঠে। নুসরাত দাঁড়িয়ে পড়ে

যেখানে ছিল সেখানে। চোখ কুঁচকে একটা শ্বাস ফেলে, তারপর আবার মিথ্যে হাসি গলায় ঝুলিয়ে টেনে টুনে বিনয়ী কণ্ঠে বলে,”কোনো প্রয়োজন ভাইয়া?আরশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন গাড়ির ভিতর থেকে বসেই নুসরাতের মাস্কে আর ক্যাপে ঢাকা পুরো মুখ দেখে নিচ্ছে। চোখের দৃষ্টি শিকারী বাজ পাখির মতো শীতল। এক মুহুর্তের জন্য দৃষ্টি

এদিক-ওদিক না করে জিজ্ঞেস করে,”বিবাহিত?

ছোট্ট শব্দ, কিন্তু এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই নুসরাতের মিথ্যে হাসি হাসি মুখ ধুপ করে নিভে যায়। উজ্জ্বল বদনে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। নিষ্প্রাণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে দু-পাশে মাথা নাড়ায়, তারপর আবার উপর নিচ মাথা হ্যাঁ ভঙ্গিতে দোলায়। মৃদু গলায়

বলে,”জি ভাইয়া। কেন কোনো প্রয়োজন?

আরশ সে কথার উত্তর দেয় না, না শোনার মতো করে আরেকটা প্রশ্ন করে অত্যন্ত শান্ত ও শীতল গলায়,”বেবি আছে?নুসরাত কি অনায়াসে একটা মিথ্যে বলে দেয়, যেন মিথ্যা কথা গুলো সাজানো ছিল ঠোঁটের আগায়। জোর করে আই স্মাইল দিয়ে বলে ওঠে,” জি ভাইয়া,

চারটা বাচ্চা আছে। আরো ছয়টা নেওয়ার প্ল্যান করছি আমি আর আমার হাজবেন্ড মিলে।

কথাটা শেষ করে হিহি করে হেসে ওঠে। আরশ একবার পরণের কাপড় লক্ষ করে মেয়েটার, আর একবার লক্ষ করে মেয়েটার মুখ। আরশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে নুসরাতকে উপর থেকে নিচে চেক আউট করে। মুখের দিকে চোখের

পলক স্থির রেখে সোজাসাপ্টা পুরুষালি পুরু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”নাম কি আপনার?

নুসরাত মাস্কের ভিতর থেকে বিশ্রী একটা হাসি দেয়। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়। কপালের ভাঁজ গুলো শীতিল করে অনায়াসে আরো একটা মিথ্যে বলে দেয়,”জি ভাইয়া আমার নাম ময়না।

আরশ নিরর্থক অভিমত প্রকাশ করে। নুসরাতের দিকে আরো একবার বাজ পাখির মতো শিকারী সেই শীতল দৃষ্টি দিয়ে শু করে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করে না, আর না নুসরাতকে করার সুযোগ দেয়।দু-দিনের লাগাতার কান্না ইসরাতের চোখ মুখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। এতক্ষণ সে বসেছিল ওয়েটিং এরিয়ায়। পানির

পিপাসা পাওয়ায় উঠে দাঁড়াতেই কান্নার ফলে শরীর দূর্বল হওয়ার জন্য সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। চোখের সামনের সবকিছু ঘোলাটে হয়ে পা উল্টে পড়তে নিবে, শক্ত হাতে কেউ কোমর চেপে ধরল মেয়েটার। ইসরাতের ভয়ার্ত চোখ গুলো বড় বড় হয়ে গেল সেকেন্ডের ভিতর। কোমরে পুরুষালি হাতের বিচরণ পেল দু-সেকেন্ডের জন্য

পরপরই তাকে সামলে নিয়ে হাতটা ধীরে ধীরে সরে গেল আলগোছে। যাতে কোনো রকম বিরম্বনায় বা অপ্রস্তুত মুহুর্তে সম্মুখীন হতে না হয় ইসরাতকে।

ইসরাত কথা বলল না, এক জায়গায় ধ্যান মেরে স্তব্ধ হওয়া চোখে সামনে তাকিয়ে রইল। তখনই চোখের সামনে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চুটকি বাজায়, তাকে পড়ার

হাত থেকে বাঁচানো লোকটা। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে,”আর ইউ ওকে?ইসরাত কেঁপে ওঠে, নিজের বাঁ-পাশে হকচকিয়ে তাকাতেই চোখগুলো বৃহৎ আকার গঠন করে। কথার উত্তর না দিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। লোকটা ইসরাতকে স্থির হতে দেখে গ্রিবা নামিয়ে কাছে আসে ইসরাতের। মোলায়েম কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করে,”আপনি ঠিক আছেন ইসরাত?

ইসরাত লোকটার কথায় এবার সম্বিতে ফিরে। হকচকিয়ে গিয়ে বলে,”জি, জি!

লোকটা পুরুষালি ঠোঁট টিপে একটু হাসে। হা গম্ভীর মুখের আড়ালে ঢেকে যায়। নিজের শার্টের হাতা গুটাতে গুটাতে ইসরাতের দিকে

আরেকটু ঝুঁকে এসে বলে,”হ্যালো! আ’ম জায়িন।

জায়িন কথা বলতে বলতে নিজের বাঁকানো গ্রীবা উঁচু করে টান টান হয়ে দাঁড়ায়। এক হাত প্যান্টের পকেটে পুরে নিয়ে বলে উঠে,”আমাকে দেখতেই থাকবেন কি ইসরাত? কথার উত্তর দিন!

ইসরাত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়। ড্যাবড্যাব করে সুদর্শন যুবকের

দিকে তাকিয়ে থেকে আলুতালু গলায় বলে ওঠে,”জি আমি ইসরাত।জায়িন ইসরাতের বোকামিতে মুচকি হাসে। হাসির তোড়ে ঠোঁটের ফাঁক গলে বের হয়ে আসে চিকচিক করতে থাকা দন্তের ছোট্ট একটা অংশ। জায়িন গম্ভীর চোখ ইসরাতের দিকে স্থির রেখে বলে,”হ্যাঁ জানি, আপনি ইসরাত। নতুন কিছু বলুন?

জায়িনের কথায় কি উত্তর দিবে ইসরাত খুঁজে পায় না। গুলগুল চোখে হা করে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আবার মাথা ঘুরে উঠে। চোখ অন্ধকার হয়ে পড়ে যেতে নিবে তখনই নুসরাতের চিৎকার আসে কানে। ধুপধাপ শব্দে আসছে। আর বলছে, আরে ভাই ধরছেন না কেন বাচ্চা মেয়েটাকে,পড়ে যাবে তো।

নুসরাতের উচ্চ স্বরের চিৎকারে জায়িন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। ইসরাতকে ঝাপটে ধরার জন্য বাড়ানো হাত আবার পিছিয়ে নিল, আর তখনই বাতাসের গতিতে জায়িনের সামনে দিয়ে দৌড়ে এসে নুসরাত দু-হাতে আগলে নিল ইসরাতকে।নুসরাত ইসরাতকে পাশের বেঞ্চে বসিয়ে কোমরে হাত রেখে তেরছা চোখে তাকায়

জায়িনের দিকে। একবার উপরের দিকে তাকায়, একবার নিচের দিকে তাকায়, তারপর মাছির মতো হা করে হাত উপর থেকে নিচে করে। বারবার ঘুরে ঘুরে স্ক্যান করে জায়িনকে। নিজের হা করে নেওয়া মুখটাকে বন্ধ করে নিয়ে ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠে,"মেয়েটা পড়ে যাচ্ছিল ধরেননি কেন?

জায়িন পকেটে হাত পুরে সঠান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়। নুসরাতের প্রশ্ন না শোনার ভান করে হাতের কালো ডায়ালের ঘড়িতে চোখ বুলায়।

নুসরাত ঢোক গিলে হজম করে নেয়, কথার উত্তর না দিয়ে জায়িনের সূক্ষ্ম অপমান। ঠান্ডা চোখ একবার জায়িনের দিকে স্থির করে সরিয়ে নেয়, অতঃপর একজন নার্সকে ডেকে উঠে।

“এই যে সিস্টার,,নার্স একটু দূরে ছিল দাঁড়িয়ে। নুসরাতের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। কাছে এসে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে,”
কিভাবে সাহায্য করতে পারি ম্যাম?
নুসরাত কিছু বলার আগেই জায়িন বলে উঠল,
“গ্লুকোজ ইনজেকশন নিয়ে আসুন।
নার্স প্রশ্ন না করে হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ

অতিবাহিত হওয়ার পর নার্স গ্লুকোজ ইনজেকশন একটা ট্রে করে নিয়ে আসে। জায়িন সেটা হাত বাড়িয়ে নার্সের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। নার্স অবাক চোখে চাইলে জায়িন নার্সের না করা প্রশ্ন বুঝতে পারে। ভরাট পুরুষালি গলায় মৃদু শব্দে বলে," আমি একজন কার্ডিওলজিস্ট।

নার্স মাথা নাড়িয়ে চলে যায়। জায়িন ইনজেকশন হাতে নিয়ে সেটা পুস

করার জন্য ইসরাতের কাছে এগিয়ে যায়। ইসরাতকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে,”হাতা গোটাও। ইসরাত বিনা বাক্যে হাতে গুটিয়ে নিতেই জায়িন ধীরে ধীরে ইনজেকশন পুশ করার অগ্রসর হয় সেদিকে। হাতের চামড়ার কাছাকাছি ইনজেকশন নিতেই জায়িনের হাত থরথর করে কাঁপতে শুরু করে।

নুসরাত আর ইসরাত দু-জন দু-জনের দিকে একই সময় তাকানোতে চোখাচোখি হয় তাদের। ইসরাত বিরক্তির নিঃশ্বাস ফেলে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাতেই, নুসরাত শক্ত হাতে জায়িনের কাঁপতে থাকা হাত থেকে ইনজেকশন নিয়ে নেয়। বিড়বিড় করে গালি দিতে দিতে বলে,"আসছে আমার কার্ডিওলজিস্ট, বালের কার্ডিওলজিস্ট। সামান্য

হেডার ইনজেকশন দিতে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মরে যাচ্ছে। সাউয়ার ডাক্তার...!নুসরাতের গালির সাথে মিশিয়ে করা ভৎসনা স্পষ্ট জায়িনের কানে গেল। জায়িনের গম্ভীর চোখে নুসরাত শক্ত চোখ রেখে, ইসরাতের অনুমতির তোয়াক্কা না করে, কাউকে কোনো কিছু বোঝে ওঠার সুযোগ না দিয়ে, ইনজেকশন পুশ করে দিল। তারপর

বিড়বিড় করে আওড়াল,”এটাকে কেডা ডাক্তার বানাইছে? আমারে এর লগে পরিচয় করা কেউ? সামান্য ইনজেকশন দিতে পারে না, এ আবার কার্ডিওলজিস্ট। হাসাইলিরে পাগলা...! জীবনে আমি এত বড় জোক কোনোদিন ও শুনিনি! হা হা হা...! এই জোক শোনানোর জন্য আপনাকে দেওয়া হচ্ছে একটা জুতোর তৈরি গলার

মালা।ইসরাত ও নুসরাতের কথায় সমান তাল মিলাল মাথা উপর নিচ নাড়িয়ে। আর তাদের মধ্যে জায়িন চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। চুপচাপ হজম করল, নুসরাতের করা অপমান গুলো।মেঘের আড়ালে ঢেকে গিয়েছে তারারা। মেঘ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে গোলাকার আলো ছড়ানো চাঁদটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল

গোলাকার চাঁদ। দু-একক্ষণ কাটার পর পর মেঘ গর্জন তুলে আকাশ কাঁপিয়ে বজ্রপাত করল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এরকম অনেকক্ষণ কাটল! বৃষ্টি আসার আগ পর্যন্ত, বাতাসের আর বজ্রপাতের ঠান্ডব। আজ আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি দিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো না, শা শা বাতাসের সাথে বড় বড় ফোটা নিয়ে মাটিতে পতিত হলো

বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির ছিটে এসে গায়ে লাগল ইসরাতের। ইসরাত বৃষ্টি একেবারে পছন্দ না, পছন্দ না হওয়ার কারণ আছে। বৃষ্টির পানি গায়ে লাগলে তার দশ মিনিটের ভিতর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে হাচি আর সর্দি হয়ে যায়। তাই বৃষ্টির ফোটা গায়ে লাগতেই বারান্দা থেকে দ্রুত পায়ে রুমে ফিরে আসলো ইসরাত। বারান্দা থেকে বৃষ্টির পানি

রুমে ঢুকতে না পারে তাই টেনে লাগিয়ে দিল স্লাইডিং দরজা।নুসরাত বাড়িতে নেই, গত সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়েছে সৌরভিকে নিয়ে। নাছির সাহেব প্রথমে একা ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। কি না কি অঘটন ঘটায় ওখানে গিয়ে? এই মেয়ের উপর তিনি নখ পরিমাণ বিশ্বাস করেন না। হয়েছে তো উনার মতোই। ঘাড়ত্যাড়া! নিজে যা ভালো

বুঝে তাই, অন্য সেখানে বুঝিয়ে মরে যাক ওসব সে শুনবে না। আমি যা বুঝেছি তাই ঠিক, অন্যরা যা বুঝেছে সব ভুল। তাই নাছির সাহেব ছাড়তে চাইছিলেন না, কিন্তু নাছোড়বান্দা নুসরাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাবে মানে যাবে। একবার যখন ঠিক করেছে সে যাবে তার মানে সে যাবে ওখানে, হয়তো নিজে যাবে নয়তো ওর রুহ ওখানে যাবে। নাছির

সাহেব কে মানতে না দেখে হাত-পা ধরে পুরো একটা দিন লটকে বসে রয়েছিল। তাকে যাওয়ার পারমিশন না দিলে সে, নাছির সাহেবকে বাড়ি থেকে বের হতে দিবে না, এমনকি ওয়াশরুমে ও যেতে দিবে না। শেষ পর্যন্ত নুসরাতের ঘাড়ত্যাড়ামিতে হার মেনে নাছির সাহেব পারমিশন দিলেন তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার জন্য।ইসরাত মনে করে যাওয়াই

উচিত, এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে বের হয়ে বাহিরে কোথাও! এভাবে হসপিটালে দিন-রাত পড়ে থাকলে নুসরাত নিজে ও অসুস্থ হয়ে যেত, তাই না চাইতে ও ইসরাতের কথায় নাছির সাহেব একা ছেড়েছেন নুসরাতকে।

মেহেরুন নেছার শরীর আগের মতোই খারাপ, কোনো উন্নতি হয়নি, গত দু-দিনে আরো বেশি অবনতি

হয়েছে। তারপর ও ডাক্তাররা থেমে যাচ্ছে না, তাদের না থামার জন্য মোটা অংকের একটা অংশ নাছির সাহেবকে খরচ করতে হচ্ছে।

ইসরাতের সাথে জায়িনের আর দেখা হয়নি হসপিটালের সেদিনের দেখা হওয়ার পর থেকে। হসপিটালে লাস্ট দিন জায়িনকে রেখেই বাড়ি ফিরে এসেছিল সে আর নুসরাত। লিপি বেগম আর হেলাল সাহেবের

সাথে দেখা হয়েছিল হসপিটালের করিডোরে। সাথে ইরহাম ও ছিল! ইরহামই তাদের দু-জনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নতুন করে বড় বাবা আর বড় মায়ের সাথে। ইসরাত সুন্দর করে দু-জনের সাথে কুশল বিনিময় করলেও নুসরাত তা করেনি। মুখ ঘুরিয়ে রেখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে শুধু হেলাল সাহেবকে সালাম

জানিয়েছিল। সেটা ও আসসালামু আলাইকুম বলেনি! বলেছিল, “সামালাইকুম!

ইসরাতের সালামের জবাবে হেলাল সাহেব মিছিমিছি হেসে শুধু জিজ্ঞেস করছিলেন,” কেমন আছো মা?

ইসরাত মুখ দেখেই আন্দাজ করতে পেরেছিল হেলাল সাহেবের ঠোঁটে ঝুলানো মেকি হাসি। সেই হাসি দেখেই তার মুখের হাসিটা নিভে

গিয়েছিল। তারপর নিস্ক্রিয় গলায় উত্তর করেছিল,”জি ভালো।

এইটুকু কথা হয়েছিল হেলাল সাহেবের সাথে। বাবা বড় বাবার বিষয়ে কোনো কথা না তোলায় সে ও আর কিছু বলেনি বাবাকে এই বিষয়ে।হাতের রোলেক্স সাবমেরিনার টু-টোনের সাদা পাথরের কাজ করা ঘড়িটি চোখের সামনে তুলে ধরল আরশ। দশমিনিট প্রায় শেষের দিকে

এতক্ষণে হয়তোবা ভাই, বাবা, মা সকলেই তাদের লাগেজ নিয়ে নিচে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন। সোহেদ সাহেব আর শোহেব সাহেব শুধু আজ বাড়িতে অনুপস্থিত। একজন অফিসে আছেন, আর অন্যজন্য হসপিটালে দাদির কাছে আছেন।

আরশ লাগেজের হ্যান্ডেলে ধরে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে আসলো লাগেজ নিচে। বড় সড় লাগেজটা খুবই

সতর্কতা সহিত নিচে নামিয়ে আনলো, এমনভাবে আনলো যাতে একটু জোরে টান দিলেই লাগেজ ফেটে যাবে নয়তো লাগেজ কষ্ট পাবে।ইরহাম ত্যাড়া চোখে তাকিয়ে নাক কুঁচকাল। নাক কুঁচকানো শেষে চোখ উপরে তুলতেই আরশকে তার দিকে ছোট ছোট চোখ বানিয়ে এক যোগে চেয়ে থাকতে দেখে, কুঁচকানো মুখ এক নিমিষেই হাসি হাসি করে

ফেলল। বাহিরে হাসি হাসি মুখ থাকলে ও, ভিতর ভিতর বিতৃষ্ণায় শেষ হয়ে যাচ্ছে সে। ইরহাম মনে করেছিল, আরশ একজন জেন্টালম্যান, কিন্তু এই বেটা যদি দেশে না আসত, সে কখনই জানতে পারত না এই বেটা এত খারুস। যেদিন দেশে এসেছিল সেদিনই তাকে পাঁচটা চড় মেরে দিয়েছে। কেউই কি দেশে এসেই নিজের

ছোট ভাইকে এভাবে থাপড়ায়? কেউ না থাপড়ালে ও এই বেটা থাপড়ায়! সামান্য কল না ধরায় তাকে দুটো থাপ্পড় মেরেছিল, আর দ্বিতীয়বার একটা মেরেছিল, দৌড় দেওয়ানোর জন্য। এর পরের দুটো খেয়েছিল, একটা ভুল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, আর আরেকটা নুসরাতের হুডি আর মাস্ক পরিহিত ফটো পাঠানোর জন্য। এখানে ও কি তার দোষ? ওই

পাগল মহিলাই তো তাকে দিয়ে অ্যাসতেথিক পিক তোলায়, তার কি দোষ যদি মুখ না বের করে ছবি তুলে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ইরহামের হাত গালের কাছে চলে গেল, এখনো গালে ব্যথা রয়ে গিয়েছে তার। আহ, দু-দিন মুখ নাড়াতে পারেনি পাঁচটা থাপ্পড় খাওয়ার জন্য। আর সাথে মাংস ও খেতে পারেনি, সব মাংস একাই এই

দুই ভাই খেয়ে নিয়েছিল। তার মাকে ও দেখেছিল কি রকম আদর আপ্পায়ন করে খাওয়াচ্ছিল যেন নিজের ছেলের বিয়ে দিবে এই পোলাদের সাথে। ইরহামের মুরগির লেগ পিসের কথা মনে হতেই মুখ গোমড়া হয়ে গেল। ঝর্ণা বেগম কি ভাবে সব মাংসের টুকরো তার দুই চাচাতো ভাইকে ঢেলে দিলেন প্লেটে আর তাকে এক পিস ও দেননি, শুধু

চারটা মুরগীর হাড় আর একটা মাত্র বুকের অংশ দিয়েছিলেন। কত আশা নিয়ে সে বসেছিল মাংস খাবে বলে, হায় তার কপাল! তার কপালে জুটেছে মুরগির মাত্র চারটে হাড় আর এক টুকরো বুকের অংশ তাও তার তর্জনী আঙুলের মতো ছোট। খাবার না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যাওয়ার জন্য তার দুটো গার্লফ্রেন্ড ও ভেগে গিয়েছে। হায় কপাল! জীবনটা

বেদনার হয়ে গেল।নিজের চিন্তা পাশে ফেলে সামনে তাকাতেই দেখল হেলাল সাহেবের লাগেজের চেইন খোলা হচ্ছে। ইরহাম ভেবে নিল কি কি বের হবে এখান থেকে? তার চোখে ভাসল নুসরাতের হাতে থাকা মোবাইলের মতো দেখতে সাত,আটটা আই ফোন আর সাথে দশ বারোটা চকলেট বক্স। ইরহাম আরো ভাবল, বিভিন্ন ব্রান্ডের

পারফিউম, মানিব্যাগ, লেপটপ, জুতো, কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন চিন্তা শেষ হলো তখন হাসি হাসি মুখ নিয়ে চোখ নিচের দিকে নামায়। আর তখনই তার হাসি হাসি মুখ নিমেষে আঁধারে ঢেকে গেল। লাগেজের ভিতর তার চিন্তা ভাবনা করা কোনো জিনিসই নেই, শুধু ঔষধ আর ঔষধ। গিফট দেখার জন্য আনচান করা মনটা ফুস করে

নিভে গেল। মুখটা পেচার মতো করে চারিদিকে চোখ ঘুরাল। না কেউ নেই তার দিকে তাকিয়ে! কেউ একবার তাকিয়ে দেখছে না, তার দুঃখি মুখটা। আহ... এই জীবনটা বৃথা! এইসব কে নিয়ে আসে বিদেশ থেকে। নিজের মনের প্রশ্ন মুখে ফুটে আসলো। মৃদু কণ্ঠে ইরহাম জানতে চাইল,"এই সব-ই নিয়ে এসেছেন, আর কিছু আনেননি?

ইরহামের গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে হেলাল সাহেব অধর প্রসারিত করে হেসে জিজ্ঞেস বললেন,”আর কি নিয়ে আসবো? এইগুলো দিব বলেই তো সবাইকে এখানে ডেকে নিয়ে আসছি। পছন্দ হয়নি?।

হেলাল সাহেবের প্রশ্নে ভিতরে কান্নায় ফেটে পড়া ইরহাম হে হে করে হেসে ওঠল। তার কান্না ও

আসছে, আবার হাসি! এরা কারা? কোথা থেকে এসেছে? ঔষধ আবার কার পছন্দ হয় ভাই? তাদের বাড়ির মানুষ কি সব অসুস্থ, যে বড় বাবা বিদেশ থেকে টেনে নিয়ে আসছেন ঔষধ! পেটের ভিতর খিল মেরে কথাগুলো আটকে রাখল। আজ তার ভাই নুসরাতটাকে বড় মিস করল এই বাড়িতে। তার ভাইটা থাকলে বলত, এসব কে নিয়ে আসে? ফ্রান্স

থেকে ফিরে আসা গরীবস লোক। দুঃখি মুখ বানিয়ে কথাগুলী বহু কষ্টে চেপে গিয়ে বলে ওঠে,”জি অনেক পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এসব কে নিয়ে আসে বিদেশ থেকে টেনে?গলার নিচে আটকে থাকা কথাটা মুখ ফুসকে বের হয়ে গেল। কথাটা বের হতে দেরি হলো, সৈয়দ বাড়ির দুই কর্তীর রাঙানো চোখ তার দিকে পড়তে দেরি হলো না। মা আর

চাচির ধমকি দেওয়া চোখে তাকানো দেখে কথা পালটে নিল ইরহাম। হে হে করে হেসে বলে ওঠল,”স্লিপ অফ ঠ্যাং হয়ে গিয়েছে? আসলে আমার মনের ভিতর এই কথা ছিল, তাই মুখ ফুসকে বের হয়ে গিয়েছে।

আবার সত্যি কথা বলে দেওয়ায় ইরহাম জীব কাটে। আবার সত্যি বলে দিয়েছে সে! পরপরই আবার নিজের সত্যতা দেখে আবেগে

আপ্লুত হয়ে পড়ে। মা-চাচির দিকে তাকায় না, দেখা গেল একজন ঝাড়ু হাতে আর অন্যজন নিজের পায়ে জুতো হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই নিজেকে শুধরে নিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠে ,"আই মিন আমি বলতে চাইনি এভাবে।ইরহামের কথায় কান না দিয়ে হেলাল সাহেব ধীরে ধীরে ওষুধের বক্সগুলো বের করে রাখতে শুরু করলেন। আর

ইরহাম চোখ-মুখ কুঁচকে বসে রয়, তারপর ও মনের ভিতর একটু আধটু আশার প্রদীপ জ্বলে যে, আরশ ভাই আর জায়িন ভাইয়ের লাগেজ থেকে কিছু বের হবে। সেই আশা নিয়ে হা করে লাগেজ দুটোর দিকে লোভী চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখের সামনে ভাসে নানারকম জিনিস পত্র। এবার জায়িন লাগেজের চেইন খুলে। উপরের

সাটার সরাতেই ইরহামের চোখ বের হয়ে আসে অক্ষিকোটরের ভিতর থেকে। চোখ গোল গোল করে একবার জায়িন আর একবার মা-চাচিদের মুখ দেখে। এবার রুহিনী বেগম আর ঝর্ণা বেগম সমান অবাক হয়েছেন। আহান আর সুফি খাতুন গিয়েছেন নাছির মঞ্জিলে, তাই তারা এই মুহুর্তে এখানে উপস্থিত নেই। রুহিনী বেগম লাগেজের দিকে

তাকিয়ে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেললেন। একবার ঝর্ণা বেগমের দিকে, একবার লিপি বেগমের দিকে বিস্ময় নিয়ে ফিরে ফিরে বারংবার তাকালেন। জায়িনের লাগেজ থেকে বের হয়ে এসেছে ডাক্তারি বিভিন্ন প্রকার ইন্সট্রুমেন্ট, স্টেথোস্কোপ, LACRIFLUID, RinoCle'nil। পুরো লাগেজ এসব হাবি-জাবি জিনিসে ভর্তি। ইরহামের লোভী হয়ে

আসা চোখ গুলো এসব দেখে আশা হারিয়ে ঝিমিয়ে গেল। ঠোঁট চেপে ধরে নিজের কান্না আটকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে, তার আগেই জায়িন জিজ্ঞেস করল,"এরকম অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন কেন বৌমা? আমি কি ভুল কিছু নিয়ে এসেছি? আসলে, আপনাদের কাছে তো পরার কাপড় আছে, তাই আমার কাছে মনে হলো এসব নিয়ে আসলে

আপনাদের লাভ হবে। আমি স্টোরে যাওয়ার পর এইগুলো ছাড়া ভালো আর কোনো জিনিস আমার চোখে লাগেনি, তাই নিয়ে আসলাম। পছন্দ হয়নি বৌমা আর ছোট আম্মু?

রুহিনী বেগম ঠোঁট টিপে হাসি আটকালেন। যেখানে সেখানে হেসে দেওয়ার ভেমো আছে তার। কোনোরকম ঠোঁট চেপে ধরে হাসি আটকিয়ে আওড়ান,"হ্যাঁ বাবা অনেক

পছন্দ হয়েছে।ইরহাম তাদের কথার মধ্যে ফোঁড়ন কেটে জিজ্ঞেস করল,”ভাইয়া আরেকটা লাগেজ নিয়ে আসছিলে না তুমি ওইটায় কি? জায়িন শান্ত চোখ ঘোরায় ইরহামের দিকে। কাম এন্ড কম্পোজড গলায় বলে ওঠে,”এসব আমার বাসায় পরার জিনিস।

ইরহাম আরেকটা কথা বলতে নিবে, এর মধ্যে আরশ তার লাগেজ

খুলল। সেখান থেকে বের হয়ে আসলো বিভিন্ন ব্রান্ডের ঘড়ি। প্রায় নব্বই শতাংশ ঘড়ি হলো রোলেক্স সাবমেরিনের টু-টোনের সাদা পাথরের কাজ করা। ইরহাম হা করে তাকিয়ে রইল। সে একবার দেখেছিল ঘড়িগুলো এগুলোর প্রাইজ প্রায় দুইলক্ষ টাকা। ইরহামের হা করে তাকিয়ে থাকা আরশ দেখল না, সে হাস্কি গলায়, রাশভারী কণ্ঠে

বলল,”শপে যাওয়ার পর, এগুলো ছাড়া আমার চোখে কিছুই লাগেনি, তাই নিজের জন্য কিনে নিয়ে এসেছি এসব।ইরহামের ঘড়ি পাওয়ার আশায় উৎফুল্ল হওয়া মন ফুস করে নিভে গেল। ঠান্ডা থাকা মেজাজ খিঁচে গেল এক মিনিটে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল। ইরহাম তার গার্লফ্রেন্ডদের কাছে গপ্পা মেরেছিল, আমার কাজিনরা এই

আনবে, সেই আনবে, আর এরা কি নিয়ে আসছে? একজন ওষুধের ঠেলা নিয়ে আসছে,আর আরেকজন নিয়ে আসছে ডাক্তারি জিনিসের ঠেলা, যে একজন বেঁচেছিল সেই বেডা নিয়ে আসছে ঘড়ি তা ও আবার নিজের জন্য সব। হাহ..!

ইরহাম ফুস করে শ্বাস ফেলল। লিপি বেগম কর্কশ কণ্ঠে হেলাল সাহেবকে জিজ্ঞেস

করলেন,”আপনাকে এসব কে আনতে বলেছে?

হেলাল সাহেব উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন,“আমি জায়িনের কাছে সাজেশন চেয়েছিলাম তোমার ছেলেই তো আমায় এসব আনার জন্য সাজেশন দিল। বলল এইগুলো নিয়ে আসলে রুহিনী, ইরহাম, ফুফি, আহান আর ঝর্ণার মুখ হা রয়ে যাবে।

ইরহাম ত্যাড়া চোখে তাকিয়ে মিনমিন করে আওড়াল,”এইগুলো দেখেই তো হা মুখ হা-ই রয়ে গিয়েছে। এখন তো আর আঁটছেই না।

লিপি বেগম এবার লাগেজ খুললেন। সেখান থেকে বের হয়ে আসলো বিভিন্ন প্রকার রান্নার জিনিস পত্র। কফি পাউডার, ফ্লাইপ্যান, ছোট বড় চামচ, মশলা রাখার কৌঠা, খুন্তি,

ফ্রজেন ফিস, নিউট্রেলা, চকলেট সিরাপ, বোরকা, হিজাব, অর্নামেন্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই জিনিসগুলো দেখে রুহিনী বেগম আর ঝর্ণা বেগমের চোখ চকচকে হয়ে উঠল। মা-চাচির চকচকে চোখ দেখে ইরহাম আবার হতাশ হলো! এই পরিবারের উপর সে পুরাই হতাশ।

হেলাল সাহেব হঠাৎ বলে উঠলেন,” আরে ইরহাম তোর জন্য আমি জুতো আর চশমা নিয়ে এসেছিলাম ওইগুলো দিতেই ভুলে গেছি।

হেলাল সাহেবের কথা শুনে ঝিমিয়ে পড়া ইরহামের মন এবার কিছুটা সতেজ হলো। চকচক করতে থাকা চোখে হা করে তাকিয়ে রইল হেলাল সাহেবের যাওয়ার পথে। কিৎকাল অতিবাহিত হওয়ার পর হেলাল

সাহেব হাতে এক জোড়া নাইকের জুতো আর একটা বাচ্চাদের কালো চশমা নিয়ে আসলেন। ইরহাম চশমার দিকে ধ্যান না দিয়ে হা করে নাইকের জুতোটার দিকে তাকিয়ে রয়। জুতো জোড়া হেলাল সাহেব সেন্টার টেবিলে রাখতেই চারিদিকে লাল, নীল, সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। সেকেন্ডের ভিতর ইরহামের হাসি হাসি মুখ কালো হয়ে গেল।

অসহ্যকর কণ্ঠে বলে উঠল,”বড় আব্বু বাচ্চাদের লাল, নীল কালার বিশিষ্ট জুতো আমার জন্য নিয়ে আসছেন কেন? আমি কি বাচ্চা?

হেলাল সাহেব ঈষৎ হাসলেন। হাসিটা সূচারুভাবে গিয়ে গায়ে লাগল ইরহামের। হেসে নিয়ে হেলাল সাহেব বলতে লাগলেন,”তুই তো আমার কাছে সেই বাচ্চা ইরহাম, যে আমার কোলে ওঠে প্রস্রাব করে

দিত।ইরহামের রাগ মেজাজে চড়ে গেল। রাগে তেঁতিয়ে ওঠা মস্তিষ্ক ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঢাকার চেষ্টা করল। সেই সময় হেলাল সাহেব আবার বললেন,”সেই তো সেইদিনের কথা, তুই আমার কোলে উঠে প্রস্রাব করে, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না করে দিতি।

এর মধ্যে আগমন ঘটল সৈয়দ বাড়িতে শোহেদ সাহেবের। হেলাল

সাহেব শোহেদ সাহেবকে দেখতেই প্রশ্নাত্মক চোখে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”তুই? তুই এখন বাড়িতে, তাহলে আম্মার কাছে কে?

শোহেব সাহেব সোফায় বসতে বসতে বললেন,

“মেজ ভাই আর ফুফি গিয়েছে ওখানে।

হেলাল সাহেব আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে

তাকালেন ইরহামের দিকে। কোমল কণ্ঠে বললেন,”পরে দেখা, কিরকম লাগে তোকে?

ইরহাম নাক ফোলায়। কপালে ভাঁজ ফেলে বলে,” বড় আব্বু, আমি বাচ্চা নই যে এসব....

কথা শেষ হওয়ার আগে গালে হালকা হাতের থাপ্পড় পড়ল। ইরহাম বিরশ মুখে তাকায় বাবার দিকে।

রাগে ফোস করে উঠে বলে,”আব্বু মারলে কেন?

শোহেব সাহেব ধমকে ওঠে বলেন, “বড় ভাই যা বলছেন, তা করো চুপচাপ।

বাপের থাপ্পড় সাথে ফ্রি এর ধমক খেয়ে ইরহামের মুখ চুপসে গেল। অস্তমিত রবির ন্যায় রক্তিম মুখ বানিয়ে লাল নীল বাতি জ্বলা জুতো জোড়া পড়ল। তারপর বাচ্চাদের

কালো চশমাটা শোহেব সাহেব ইরহামকে পড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে দু-আঙুল এনে দাঁড় করালেন। হেলাল সাহেব আবেগে আপ্লুত হয়ে যাওয়া স্বরে বললেন,”কতটা সুন্দর লাগছে তোকে? নজর না লাগুক। রুহিনী একটা নজর টিকা পড়িয়ে দাও ইরহামকে।রুহিনী জি ভাই বলে চলে গেলেন রুমের দিকে। জায়িন অনেকক্ষণ হলো রুমে চলে গিয়েছে।

আরশ বসে বসে হেলাল সাহেব আর ইরহামের নাটক দেখছিল। এতক্ষণ কোনোমতে হাসি আটকাতে পারলে ও এবার আর পারল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে, এক হাত কপালে চেপে উল্টো দিকে তাকিয়ে হাসি আটকানোর বৃথা প্রয়াস করল।

তখনই রুহিনী হাতে একটা কাজল নিয়ে আসলেন। আর সেটা

ইরহামের কপালের গোল করে এক পাশে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলেন।

শোহেব ইরহামের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল সামনে এনে ভি আকৃতি করে সোজা দাঁড় করালেন। ইরহাম বিড়বিড় করে বলল," একটা ফিডার এনে গলায় ঝুলিয়ে দাও, তাহলে সবকিছু পূর্ণ হয়ে যাবে।

হেলাল সাহেব ফোন বের করে বললেন,

“চিজ, ইরহাম চিজ।

ইরহাম দাঁত বের করে হাসতেই হেলাল সাহেব ঠাস করে ফটো তুলে ফেললেন।মমো রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ঢাকা শহর হওয়ায়, চারিদিক থেকে গাড়ি চলাচল ও সাথে হর্ণের আওয়াজ আসছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যস্ত নগরী হয়তোবা ঢাকা, আর শান্ত নগরী হয়তোবা সিলেট। তার মমোর

অনেক সময় বিরক্ত লাগে ঢাকা শহরটাকে, আজ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না হত, তাহলে তো সে ও বাড়িতে বসে নুসরাতের মতো। আহ..মেয়েটার কি জীবন! এইচ-এস-সি দেওয়ার পর বলল আর পড়বে না, আর পড়লই না। মেজ মামা নুসরাতের কথার তোয়াক্কা না করে, জোর করে নিয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন সাস্টে। অনার্স

ফাস্ট ইয়ারে দুই ক্লাস করার পর যখন অ্যাসাইনমেন্ট প্রফেসররা ঠেলা ভরে ভরে দিল, এরপর আর সাস্টের আশে-পাশে গিয়ে ভীরল-ই না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল মমো। তখন এই যানজটে পরিবেশ বেদ করে মমোর মোবাইলে ফোন আসলো। মমো ফোনটা পকেট থেকে বের করে কল ধরতেই ইসরাতের ধমক ভেসে

আসলো। মমো মনে করল ভুলে আজ নুসরাতের ভুত ইসরাতের উপর ভর করে ফেলেছে, তাই ভরকে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলল। ওপাশ থেকে ইসরাত আবার জিজ্ঞেস করল,”কিরে? কথা বলছিস না কেন?

মমো নিজেকে সামলে মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠে,“কি হয়েছে আপু?

এভাবে আজ ধমকাচ্ছো কেন? নুসরাতের ভুত কি তোমার উপর ভর করেছে?

ইসরাত সে কথার প্রতিউত্তর করল না। নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,"কবে আসছিস বাড়িতে? আম্মু তোর কথা বলতে বলতে আমার কান পঁচিয়ে ফেলল। আসবি কবে তুই?

মমো চারিদিক থেকে আসা গাড়ির শব্দে একটা কথা ও পরিস্কার শুনল

না। তাই তাড়াহুড়ো কণ্ঠে ইসরাতকে বলল,” আপু আমি তোমাকে হোটেল গিয়ে কল ব্যাক করি। এখন একটু বাহিরে এসেছি। তুমি জিজ্ঞেস করতে আমার শরীর কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। পরে কথা বলছি।

কথাটা শেষ করে ইসরাতকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে দিল মমো। সামনের দিকে হাঁটতে

হাঁটতে শব্দ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল মেয়েটা।গত আধঘন্টা যাবত আরশকে সামনে বসিয়ে রেখে হেলাল সাহেব চুপ করে বসে আছেন। আরশ ও চুপচাপ হেলাল সাহেবের সামনে বসে মোবাইলে কিছু একটা ঘাটাঘাটি করছে। দু-জনে আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে সময় অতিবাহিত করলেন। হেলাল সাহেব এবার নিজের গোড়ামির

শেকল ভেঙে গলা খাঁকারি দিলেন। গলা খাঁকারি দেওয়ার শব্দেই আরশ নিজের বিচ্ছিন্ন হওয়া মস্তিষ্ক বাস্তবতা থেকে, সেটা আবার বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলো। প্যান্টের পকেটে মোবাইল ঢুকিয়ে রেখে নড়েচড়ে বসল। দু-হাত কোলে এনে রাখল, গম্ভীর দৃষ্টি স্থির রাখল হেলাল সাহেবের দিকে।হেলাল সাহেব আরশের সরাসরি চোখে তাকানোতে

একটু ভরকে গেলেন। এতক্ষণে সাজানো কথাগুলো মস্তিষ্ক থেকে এক নিমেষে দুলিসাৎ হয়ে গেল। হেলাল সাহেব আড় চোখে দেখলেন, আরশকে। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মুখটা শক্ত করে রেখে দিয়েছে, পরণে কালো রঙের ওভারসাইজড টিশার্ট আর পায়ের ঠাখনুর উপর ফোল্ড করে রাখা কার্গো প্যান্ট, মাথায় সাদা রঙের একটা টুপি। মসজিদে

যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছে হয়তোবা। হেলাল সাহেব নিজের অতর্কিত চিন্তাগুলো পাশে ফেলে দিয়ে নরম কণ্ঠে বললেন,"তোমাকে এক সপ্তাহের জন্য আউট অফ সিলেট যেতে হবে।

আরশ শক্ত করে রাখা মুখটা আরেকটু শক্ত হয়ে গেল। দাঁতের কপাটি চেপে ধরে ধারালো কণ্ঠে

পরপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল বাবার উদ্দেশ্যে,”কেন?

আরশকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে দেখে একটু নিজের জায়গা থেকে টলে গেলেন হেলাল সাহেব। এক যোগে চেয়ে থেকে নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলেন,”আমি কেন টেন এর উত্তর দিতে পারব না। তুমি যাচ্ছ, মানে যাচ্ছ! এটাই আমার ফাস্ট এন্ড লাস্ট ডিসিশান।আরশ নিষ্প্রাণ চোখে চেয়ে

রইল হেলাল সাহেবের দিকে। শ্যাম বর্ণের ধারালো ক্লিন সেভ চোয়ালে হাত দিয়ে হালকা হাতে চুলকে নিল। অব্যক্ত অভিন্নতায় কাঠখোট্টা গলায় গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চায়,"এটা তো বলবেন কোথায় যাব? কখন থেকে বলেই চলেছেন যাও যাও, কোথায় যাব সেটাই তো বলছেন না!

আরশের নিরেট হয়ে যাওয়া শ্যাম বর্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে হেলাল

সাহেব মাথা নাড়ালেন। আনন্দিত কণ্ঠে আওড়ালেন,”ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আরশের ভ্রু-যুগল কুঁচকে গেল। এক পেশে ভ্রু কুঁচকে, কপালের মাঝে হালকা ভাঁজ ফেলে ভরাট স্বরে জানতে চাইল,”ব্রাহ্মণবাড়িয়া! কেন? হেলাল সাহেব মর্মাহত হলেন। এই ছেলে ভুলে গেছে নাকি ব্রাম্মণবাড়িয়া কার বাড়ি? পিটপিট করে আরশের দিকে তাকিয়ে আওড়ান,”তুমি ভুলে

গিয়েছ কি? তোমার হবু বউ আজ দেশে আসছে। আগামীকাল তুমি ওদের ওখানে যাচ্ছো, আমি সব ব্যবস্থা করে নিয়েছি। আর ওদের ও বলে দিচ্ছি তুমি ওখানে যাচ্ছ! এক সপ্তাহ ওখানে থেকে মাহাদি আর অনিকা কে নিয়ে আসবে এই বাড়িতে। বুঝেছো আমার কথা? নাকি আবার বুঝাবো?আরশ হ্যাঁ, না কোনো উত্তর করলো না। অনুমতির

তোয়াক্কা না করে, উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে। বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল রুমের বাহিরে। মুখ দেখে বোঝা গেল না ভিতরে কি চলছে বা কি ভাবছে? উপর থেকে দেখে এইটুকু ঠাওর করা গেল, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের পুরুষালি লম্বাটে মুখটা আরো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়েছে। বের হতে হতে যখন দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল, আলগোছে

গালের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা গর্তের সৃষ্ট হলো। যা উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মুখটা আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলল।নীল অম্বরে কৃষ্ণ মেঘ জমেছে। পৃথিবী ধীরে ধীরে মেঘের গুমোট আবহাওয়ায় ডুবে পৃথিবীকে কালো অন্ধকারে ঢেকে ফেলছে। শনশন বাতাসের জোরে গাছপালা এদিক-সেদিক হেলছে-দুলছে। পার্কের মাটিতে পতিত কাগজ,

পলিথিন, ধুলো বাতাসের বেগে ঘূর্ণিপাক খেয়ে নিজ জায়গার পরিবর্তন করছে। উড়ো সেই ধুলো এসে নাকে লাগতেই কব্জিতে হাত ঢেকে হা..হাচ্চি..হাচ্চি বলে ওঠে বিশার্ধ্ব মেয়েটি। কব্জি থেকে মুখ তুলে তাকাতেই আবারো নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে বালির সূক্ষ্ম কণা ঢুকতেই আবারো হাচ্চি দিয়ে ওঠল মেয়েটি। দূরে দাঁড়িয়ে তা সূক্ষ্ম

চোখে লক্ষ করলেন হেলাল সাহেব। ইসরাত হাচ্ছি দিতে দিতে হেলাল সাহেবকে ক্রস করে যেতে নিবে পিছন থেকে হেলাল সাহেব ডেকে ওঠলেন,"দাঁড়াও!রুঢ় পুরুষালি শক্ত কণ্ঠ শুনে ইসরাতের বাড়ানো পা থেমে গেল। কপালের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চুল আলগোছে কানের পিছনে গুজে একপেশে ভ্রু তুলে ফিরে তাকাল পিছনে। ভ্রু একটু

কুঞ্চিত করে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল,”আমি!

হেলাল সাহেব কথা বললেন না। ইসরাতকে সোজা দাঁড় করিয়ে রেখে পিছন ফিরে ডেকে উঠলেন ইরহামকে। দু-বার নাম ধরে ডাক দিতেই সৈয়দ বাড়ির ফটকের ভিতর থেকে হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে আসলো ইরহাম। মুখে জি জি বলে ফেনা তুলে হাপিয়ে গেল। তারপর হেলাল

সাহেবের দিকে প্রশ্নাত্মক চাহনি দিতেই তিনি উদ্বেগহীন কণ্ঠে আদেশ দিলেন,”RinoCLe’nil নিয়ে আয়। ইরহাম কোনো প্রশ্ন ছাড়াই যেরকম হন্তদন্ত পায়ে এসেছিল সেরকম হন্তদন্ত পায়ে ফিরে গেল সৈয়দ বাড়ির ভিতর। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতে করে নিয়ে আসলো স্প্রেনার। ইসরাত তখনো দাঁড়িয়ে চুপচাপ লক্ষ করছিল হেলাল সাহেব ও ইরহামের

কান্ডকারখানা। ইরহাম হাতের স্প্রেনার হেলাল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভিতর আবার ফিরে গেল, হেলাল সাহেব কোনো কথা বলার পূর্বে। অনিহার সহিত ইরহামের যাওয়ার পথে তাকিয়ে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে ইসরাতের দিকে RinoCLe’nil এর ছোট্ট স্প্রেনারটা

এগিয়ে দিয়ে কঠোর গলায় বললেন,”এই নাও।

ইসরাত হাতে নিল না। ঠোঁট টিপে নিজের মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে দু-হাত আড়াআড়ি বুকে বেঁধে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”জি কাকে বলছেন? হেলাল সাহেব কপাল কুঞ্চিত করে উল্টো দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাড়ানো RinoCLe’nil ইসরাত তখনো হাতে নিল না। সে ও বুকে

হাত বেঁধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিজ জায়গায়, হেলাল সাহেবের কথা শোনার অপেক্ষায়।

হেলাল সাহেব নিজের জায়গায় অটল থেকে বলে ওঠলেন,”নে তোকে দিচ্ছি।

“আমাকে দিচ্ছেন যখন তাহলে উল্টো দিকে তাকিয়ে দিচ্ছেন কেন? আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেন!

ইসরাতের নির্বিকার চিত্তে বলা কথায় হেলাল সাহেব মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন এবার ইসরাতের চোখের দিকে। তখনই দু-জনের চোখাচোখি হলো, তা নিমিষে ভেঙে দিয়ে ইসরাত নিজের মেয়েলি ডাগর ডাগর চোখগুলো নামিয়ে নিল নিচের দিকে। ভেসে ওঠল ঘন কালো পাপড়ি। হেলাল সাহেব ইসরাতের হাতে জোর করে RinoCLe’nil

পুরে দিয়ে বললেন,” নাকে দে, তাহলে সর্দি, হাচি কমে যাবে। ইসরাত মুখ খুলে পুশ করল কোনো প্রকার কিছু বের হলো না। শক্ত হাতে চাপ প্রয়োগ করতেই স্প্রেনারের ভিতর থেকে ফুসফুস করে কিছু ঔষধের তরল বের হয়ে আসলো। ইসরাত চারিদিকে ঘুরে বারবার স্প্রে করে দেখতে লাগল, তখনি হেলাল সাহেব ধমকে

ওঠলেন,”এটা এভাবে নষ্ট করছিস কেন? জানিস এটার দাম কত?

ইসরাত প্রশ্নাত্মক চোখ তুলে তাকাল হেলাল সাহেবের দিকে। নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানতে চাইল,”কত টাকা?

হেলাল সাহেব চোখ-মুখ বড় বড় করে বললেন,

“বাংলার পাঁচশত টাকা।

ইসরাত হা হা করে হেসে ওঠল। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হেলাল

সাহেবের কথা উড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে ভালো করে স্প্রে করে বলল,” মাত্র পাঁচশত টাকা।

ইসরাতের নির্বিকার ভঙ্গিতে তার কথা উড়িয়ে দেয়া দেখে হেলাল সাহেব চ্যাতলেন ইসরাতের ওপর। এক মুহুর্তে বিলম্ব না করে বললেন,”তোর কাছে আছে এত টাকা? যে বলছিস মাত্র পাঁচশত টাকা! কোনোদিন আয় করেছিস

পাঁচশত টাকা?ইসরাত হেলাল সাহেবকে রাগ করতে দেখে এবং তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে দেখে ঈষৎ হাসল। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”আপনার কি মনে হয় আমি কিছু করিনা? এসব পাঁচশত টাকা আমার হাতের ময়লা, কারণ কারণ,, হাচ্চি।

কথা শেষ হওয়ার আগেই আবারো হাচ্চি দিয়ে ওঠল ইসরাত। হেলাল

সাহেব ইসরাতকে হাচ্চি দিতে দেখে শক্ত কণ্ঠে বললেন,”যা যা, বাসায় যা! পরে বলিস তোর টাকার কথা, এখন গিয়ে নিজের নাক আগে ঠিক করে আয়।

হেলাল সাহেব কথাটা শেষ করতেই ইসরাত মনে মনে হেলাল সাহেবকে ভেংচি কেটে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বিড়বিড় করে আওড়াল,”আমার বয়েই গেছে

আপনার সাথে কথা বলতে।আসরের নামাজ পড়ে নুসরাত আর সৌরভি হাওর বিলাস রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে বাহিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। সৌরভি যথারীতি কুর্তি পরেছে যার কাজ কিছুটা কালোর মধ্যে ছোট ছোট সাদা সুতোর ইম্বোডারি করা, সাথে সাদা কার্গো প্যান্ট ও গলায় সাদা ওড়না পায়ে ছোটো ফিতের জুতো।

নুসরাত মাথায় ঝড়জেটের ওড়না, হাঁটু সমান হ্যালো কিট্টির টি-শার্ট, আর সাথে ব্যাগি প্যান্ট পায়ে স্লিপার। তা ও জুতো নিজের পায়ের থেকে দু-ইঞ্চি লম্বা। সৌরভি রুম লক করে বের হতে হতে জিজ্ঞেস করল,”কোথায় যাবি?

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে বলে ওঠল,

“যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানে!

“হরিপুর রাজবাড়ি যাবি?

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সৌরভি উত্তর জানার আশায় চেয়ে রইল নুসরাতের উদ্দেশ্যে। নুসরাত আগের মতো মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,"যেখানে নিয়ে যাবি সেখানে!
দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে সামনে হাঁটা ধরল সৌরভি। নুসরাত মোবাইলে কিছু একটা করতে করতে এগিয়ে গেল সৌরভির পিছনে।হরিপুর রাজবাড়ি যাওয়ার নাম করে রিসোর্ট থেকে

বের হলেও রাস্তায় গাড়ি না পাওয়ায় দু-জন হাঁটছিল রাস্তায় এদিক-সেদিক। কাছেই তিতাস নদী হওয়ায় বাতাসে প্রকোপ একটু বেশি এখানে। সৌরভি আর নুসরাত আরো একটু সামনের দিকে হাঁটতেই একটি ছোট টিলা তাদের চোখের সামনে ভাসল। যেখানে বাচ্চারা খেলা করছিল, এবং রিসোর্টে আসা অনেক মানুষ এখানে হাঁটাহাঁটি

করছিল। নুসরাত আর সৌরভি দু-জন হেঁটে হেঁটে উপরে ওঠল টিলার।

টিপার ওপর উঠে দু-জন দু-জনের থেকে আলাদা হয়ে আশে-পাশে হেঁটে প্রাকৃতিক এই পরিবেশ বেশ উপভোগ করছিল। নুসরাত মোবাইল দেখে দেখে হাঁটছিল সাথে বিড়বিড় করে গান গাচ্ছিল," হি ইজ আ বেড বয় ইউথ আ টেইনিড হার্ট,

এন্ড ইভেন আই নো দিজ এইন্ট স্মার্ট,
বাট মামা আ’ম ইন লাভ উইথ আ ক্রিমিনাল ,
এন্ড দিস টাইপ অফ লাভ ইজ আ রেসোনাল ইট’স পিজিকায়ায়ায়া...
পরের অংশ গাওয়ার আগেই নুসরাতের মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো অবাঞ্চিত শব্দ। আ আ আকারে শব্দ করে জুতোর সাথে

জুতো লেগে, প্যান্টের সাথে প্যান্ট আটকে, পায়ের সাথে পা বেজে পড়ে যেতে নিবে বিড়বিড় করে আওড়াল,”লা হাওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম। ও আল্লাহ এবারের মতো বাঁচিয়ে নাও, আমি এখনো বিয়ের লাড্ডু খাইনি। বিয়ের লাড্ডু খাওয়ার আগেই মরে গেলাম রে...। বাপ আমার কেউ বাঁচা আমারে, আগে বিয়ের লাড্ডু খেয়ে

নিয় তারপর না হয় আরো দু-চারশত বছর বেঁচে মরে যাব। আমি এখনো আমার নাতি-নাতনীদের মুখ দেখিনী। প্লিজ বাঁচা কেউ আমারে আমি বিয়ের লাড্ডু খেতে চাই। এই জীবনে মনে হয় বিয়ের লাড্ডু খেতে পারলাম না। জীবনে করা সব পাপ মনে পড়ে গেল, এক নিমেষে । আ আ আ... আমি বিয়ের লাড্ডু খেতে চাই....

নুসরাত আলতু ফালতু বলে চিৎকার করতে লাগল। তখনো চোখ বন্ধ করে রেখেছিল খিঁচে। ভয়ে চোখ খোলার কথা মাথা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল মেয়েটার নিমেষে।আরশ অদ্ভুত চোখে শ্যাম বর্ণের মেয়েলি মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল। গোধূলি বেলার ম্লান সূর্যের মিষ্টি লাল রশ্মি এসে টিলায় ঝুলে থাকা মেয়েটার মুখের উপর এসে পড়ল,

যা শ্যাম বর্ণের মুখে পড়ার সাথে সাথেই মুখটা চিকচিক করে ওঠল। আরশ সূক্ষ্ম চোখে চেয়ে দেখল মেয়েটার সেকেন্ডে সেকেন্ড বদলে যাওয়া বিচিত্র মুখের ভাবভঙ্গি। একবার চোখ খিঁচে নিচ্ছে তো, একবার ভ্রু উপরে তুলছে, তো আরেকবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরছে।

আরশের মুখে চিরচারিত সেই গাম্ভীর্য। মেয়েটার মুখের দিকে সূক্ষ্ম চোখ অনেকক্ষণ বুলাল। বিরক্ত হলো না এতে সে! চুপচাপ শুধু দেখল, আর দেখতেই থাকল। সাথে অপেক্ষা করতে থাকল, মেয়েটার চিৎকার বন্ধ করে চোখ খোলার। কিন্তু এই মেয়ে দু-মিনিট চলে গেল, তারপর ও বাচালের মতো বিয়ের লাড্ডু খাওয়া নিয়ে বকবক করতে

থাকল, আর তা নীরব শ্রোতা হয়ে আরশ চুপচাপ গভীর চোখে নুসরাতের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থেকে শ্রবণ করল।

সৌরভি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কপালে হাত দিয়ে হালকা করে চাপড় মারল নিজের। কোন পাগলে তাকে বলেছিল এই পাগলকে একা ছাড়তে। মানুষের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সৌরভি দ্রুত

কদমে এগিয়ে আসতে আসতে সতর্ক গলায় দাঁতে দাঁত চেপে ধমকে ওঠে বলল,”চুপ একদম চুপ! মরিসনি তুই। আমার মা, মুখ বন্ধ কর। মানুষ তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।সৌরভির গলার স্বর শুনতেই নুসরাত বন্ধ করে রাখা চোখ তড়াক করে খুলে ফেলল। আর তখনি চোখাচোখি হলো কালোমনি বিশিষ্ট এক জোড়া পুরুষালি লম্বা পাপড়ি

আড়ালে ঢেকে থাকা চোখের সাথে। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজ মনে বিড়বিড় করে আওড়াল,”এই বেডার চোখের পাপড়ি এতো বড় বড় কেন?

তারপর মনে মনে নাক উপরের দিকে তুলে আওড়ায়,”এই বেডা, এরকম তাকিয়ে আছে কেন?

নুসরাত উপর দিক থেকে চোখ সরিয়ে মাথা কাত করে নিচের দিকে

নিজের দৃষ্টি ঘুরাতেই দু-ঠোঁটের মধ্যে ফাঁক হয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে সেদিকে চোখ রেখে নিজের হাত, রুক্ষ পুরুষালি হাতের ভিতর থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই আরশ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"বিবাহিত?

নুসরাতের চোখ অদ্ভুতোরেভাবে সরু হয়ে আসলো। মাথা ঘুরিয়ে আরশের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখের দু-

পাশ কুঁচকে গেল সাথে মেয়েলি ঠোঁট, আরশের অদ্ভুত কথা শুনে। সে এখানে মরে যাচ্ছে, আর এই বেডা কী না জিজ্ঞেস করছে তাকে বিবাহিত নাকি অবিবাহিত! বোকা চোখে নুসরাতকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরশ আবার জিজ্ঞেস করল,"বিবাহিত?নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল। নুসরাতকে দু-পাশে মাথা নাড়াতে দেখেই,

আরশের শক্ত করে ধরে রাখা নুসরাতের হাতখানা কিছুটা ঢিলে হয়ে আসলো।

নুসরাত উল্টো দিকে একবার চেয়ে শক্ত হাতে চেপে ধরল আরশের পুরুষালি রুক্ষ হাতজোড়া। মিনমিন করে বলল,”ভাইয়া বাঁচান! এখান থেকে পড়লে আমি দুনিয়া থেকে টপকে যাব।

আরশ নুসরাতের কথা না শোনার ভঙ্গিতে এড়িয়ে গেল। হাত আরেকটু ঢিলে করতেই নুসরাত অন্যহাত দিয়ে আরশের হাত চেপে ধরল। নুসরাতের হাতের লম্বা নখগুলো দেবে গেল আরশের হাতের পিঠে। ভয়ে জ্ঞানশূন্য নুসরাতের দিকে অবিচল চোখে চেয়ে আরশ বলল,"এখান থেকে পড়লে কিছু হবে না, জাস্ট আপনার দুটো হাড্ডি

ভাঙবে। নাথিং এলস! মরে যাবেন না, এই আশা রাখতে পারেন। আরশের গা ছাড়া কথায় নুসরাত ভেতরে ভেতর রাগে জ্বলে ওঠল ফুসফুস করে। তবুও উপরে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে নিজের মুখ ব্যাঙের মতো হা করে নিল। আরশের হাত আরো ঢিলে হয়ে আসতেই নুসরাত ভেচকানো মার্কা হাসি দিয়ে আরশকে মানানোর জন্য

মাখনের মতো নরম কণ্ঠে বলে,”ভাইয়া প্লিজ বাঁচিয়ে নেন।

আরশের গাম্ভীর্যেপূর্ণ স্বর, ঠোঁটে লেগে আছে অদৃশ্য এক হাসি, চোখ সরু করে জানতে চাইল,”আপনাকে বাঁচালে আমার কী লাভ?

মাহাদি আরশের পিছন থেকে উঁকি মেরে নুসরাতের দিকে তাকাল। যে নিচে পড়ার ভয়ে চোখ-মুখ কালো করে তাকিয়ে আছে আরশের দিকে।

আরশের হাতের মধ্যে নুসরাতের তিনটি আঙুল শক্ত করে ধরে রাখা। যদি এদিক-সেদিক হয়, তাহলে এই মেয়ে আজ দুনিয়া থেকে টপকাবে নয়তো হাত পায়ের হাড় ভেঙে হসপিটালে কমপক্ষে এক মাসের জন্য ভর্তি হতে হবে।” বাচ্চা মেয়ে, বাঁচিয়ে নে দোস্ত! ওর কাছে তোকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

নুসরাত উপর নিচ মাথা দোলাল, মাহাদির কথায় সমর্থন করে। আরশ কথার উত্তর দিল না মাহাদির। নির্লিপ্ত চোখ নুসরাতের দিকে স্থির করতেই নুসরাত মিনতি করে বলে ওঠে,"আপনি আমাকে বাঁচালে আমার হাড্ডিগুলো ভাঙা থেকে রক্ষা পাবে। আর আমি এখান থেকে পড়লে দুটো হাড্ডি ভেঙে যাবে, তখন আমার বিয়ে হবে না। আর

আমি বিয়ের লাড্ডু ও খেতে পারব না। আর যদি বিয়ে ও হয়, তাহলে আমার জামাই একজন হাড় ভাঙা স্ত্রী পাবে, যার এক হাত এক পা অকেজো।আমার বাচ্চারা একজন হাত-পা ভাঙা মা পাবে। তারা সমাজে মুখ দেখাবে কীভাবে? ভাবতেই তো আমার বুক কেঁপে ওঠছে। আজ আপনি আমাকে বাঁচিয়ে নিলে আপনার এই

সাহসিকতার কথা আমি আমার ভবিষ্যৎ বাচ্চাদের বর্ণনা করব। তখন আমার বাচ্চারা নামাজ পড়ে আপনার জন্য দোয়া করবে। আমার একটা বাচ্চাকে দিয়ে আমি লেখালেখি করাবো খবরের কাগজে, তখন আপনার নাম সোনালি অক্ষরে তুলবে খবরের কাগজে আমার না হওয়া বাচ্চা। আর শিরোনাম থাকবে, একজন অবিবাহিত, কুমারী

কন্যাকে বিশ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে পৃথিবী অন্ধকার হওয়ার হাত থেকে আলোকিত করেছেন একজন কুমার যুবক। আর সেই যুবকের নাম হলো মিস্টার ডট ডট ডট!

আরশ নির্বিকার চিত্তে জিজ্ঞেস করল,“ওরা কেন আমার জন্য দোয়া করবে, আর কেনই বা আমার নাম খবরের কাগজে ছাপাবে?

নুসরাত আরশের আঙুলের ভাঁজে নিজের লম্বা লম্বা মেয়েলি আঙুলগুলো আলগোছে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে,” তখন তো আপনি আমার বাচ্চাদের মামা হয়ে যাবেন। আরশ নুসরাতের চতুরতার সাথে তার হাতের আঙুলের ভাঁজে নিজের হাত ঢোকানো লক্ষ করল আড় চোখে। মাহাদি পিছন থেকে বলে ওঠল,”তোমার চিন্তার বেগ দেখছি

বাতাসের বেগের থেকেও বেশি। এত তাড়াতাড়ি কীভাবে এত চিন্তা করতে পারো?

নুসরাত আবেশিত কণ্ঠে বলে," ভাইয়া এটা আমার নিজস্ব ট্যালেন্ট।

সৌরভির বিস্ময়ে নিজের মুখ দিয়ে শব্দ বের করতে ভুলে গেল। এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে নুসরাতকে ঠোঁটে হাত রেখে বারবার চুপ করার কথা বললে ও এখন উচ্চ শব্দে

নুসরাতকে ধমকে উঠল, এবং বলল,”চুপ আর একটা কথা না।
নুসরাত মুখে জিপার টানার মতো মুখ আটকে নিল। আরশ অবিচল দৃষ্টিতে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে থেকে শক্ত হাতে উপরে টেনে তুলতে তুলতে আওড়ায়,”বাচাল।
যা স্পষ্ট নুসরাতের কান ভেদ করে গেল। নুসরাত এক আঙুল তুলে কিছু বলার আগেই পুরো শরীর

ঝাঁকুনি খেয়ে ওপরে ওঠে আসলো। অবাক চোখ আশে-পাশে ঘুরাতেই সৌরভির সাথে চোখাচোখি হলো, যে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে। নুসরাতের দিকে এগিয়ে এসে কাকড়া দিয়ে আটকানো চুলগুলো একটানে খুলে দিল। সেকেন্ডের গতিতে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে গেল পিঠ জুরে। সৌরভি নুসরাতের চুলগুলো দু-পাশ করে সামনে দিকে

নিয়ে এসে বুকে দিতে নিবে তার আগেই আরশ নিজের পরণের টিশার্ট খুলে নুসরাতের গায়ের উপর দিয়ে দিল।

নুসরাত নিজের দিকে তাকাতে দেখল ওড়না নেই তার গায়ে। পিছন ফিরে উল্টে নিচের দিকে ঝুঁকতে নিবে আরশ ধমকে ওঠে,"এই মেয়ে, মরার শখ জেগেছে আপনার? তাহলে তখন বললে না কেন, ধাক্কা

দিয়ে ফেলে দিতাম আপনাকে। নুসরাত নিষ্পাপ মুখ বানিয়ে মাহাদি আর আরশের দিকে চোখ বুলিয়ে মিনমিন করে বলল,”আমি কখন বললাম যে, আমি মরে যেতে চাই? আমি এখনো বিয়ের লাড্ডু খাইনি, আগে খেয়ে নিয়, তারপর না হয় ধীরে সুস্থে চার-পাঁচটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে মরব।

মাহাদি অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল,

“চার-পাঁচটা কেন?

” চার-পাঁচটা কম মনে হচ্ছে ভাইয়া, তাহলে এক কাজ করব এগারো জন বাচ্চার জন্ম দিব। তারপর এদের দিয়ে একটা ফুটবল টিম গঠন করব, আর আমি, আমার জামাই দর্শক হয়ে সেখানে ওদের খেলা দেখব।

নুসরাত বিগলিত কণ্ঠে কথা শেষ করতেই আরশ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানতে

চাইল,”কথা বানানো ছাড়া আর কি কি জানেন আপনি?আরশের যে তাকে ঠাট্টা করছে, তা স্পষ্ট টের পেল নুসরাত। কিছু গালি দিতে যাবে, নিজের মুখ সামলে নিল, আলগোছে। ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলে, মুখের পেশি বারবার সংকুচিত প্রসারিত করল, যাতে মুখ ফুসকে কোনো গালি-গালাজ বের না হয়। বেডাকে কোনোপ্রকার

গালাগালি করা যাবে না। কারণ বেডা তাকে হাড় ভাঙার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাই কাউকে নিজের ভিতরের কথা বুঝতে না দিয়ে, আবেশিত কণ্ঠে বলল,”জি, মানুষকে ভালো পাগল বানাতে জানি।আরশ আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। শেষবারের মতো নুসরাতের উপর থেকে নিচে নিজের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া বুলিয়ে নিয়ে অগ্রসর হলো

সামনে। মাহাদি ও আরশের পিছন পিছন যেতে নিয়ে থেমে গেল। আরশ আবার দাঁড়িয়েছে। হালকা ঘাড় কাত করে আরশ মাটিতে বসে থাকা নুসরাতকে জিজ্ঞেস করল,”সত্যি অবিবাহিত?

“আপনি কী আমাকে বিশ্বাস করছেন না? হ্যাঁ অনেকেই বিশ্বাস করেনা আমি যে, অবিবাহিত। এই যে, নোজ রিং দেখছেন এইটার জন্য অনেকে

মনে করে আমার বিয়ে হয়ে দুইটা বাচ্চা ও আছে। এখন মানুষ কী একটু শখ করে নোজ রিং পরতে পারে না? এসব মানুষজন ও না! আবার অনেকে বলে তো আমার বয়স হলো বায়ান্ন, তখন আমি তাদের ভুল শুধরে দিয়ে বলি যে, আমার বয়স হলো গিয়ে ষাট বছর। আমাকে এখনো দেখতে এত যুবতি

লাগে, সেটা মানুষ ভুল বয়স গেজ করে প্রমাণ করে দেয়।

নুসরাত শ্বাস নিয়ে একের পর এক কথা বলতে লাগল। আরশ শার্টের নিচে পরা ড্রপ সোল্ডার টি-শার্টটা এক টানে খুলে নুসরাতের মুখের উপর ছুঁড়ে মারল। তখনই নুসরাতের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। এবার আরশ একটু জোরেই নুসরাতের উদ্দেশ্যে বলল,” বাচাল

মেয়ে,এত কথা বলেন কেন? একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে একশত উত্তর দিতে হবে কেন আপনার?নুসরাত নিজের মুখের উপর থেকে টি-শার্ট টা সরাতেই নাকের ভিতর দিয়ে সুরসুর করে বয়ে গেল ব্ল্যাকবেরির মিষ্টি ঘ্রাণ। মুখ বাঁকিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলে

ধীর পায়ে আরশের দিকে,ততক্ষণে আরশ পুরোপুরি পিছন ফিরে

নুসরাতের দিকে পূর্ণদৃষ্টি জ্ঞাপন করেছে। নুসরাতকে এগিয়ে আসতে দেখে গাম্ভীর্যে ভরা কণ্ঠে বলল”আপনি জানেন কি, আপনার নোজ রিংটা দেখতে বিশ্রী?

নুসরাত রাগ করল না। ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক হেসে বলল,”ধন্যবাদ।

আরশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় বালিকার দিকে। ভ্র যুগল কুঞ্চিত করে ব্যগ্র

কণ্ঠে আওড়ায়,”আপনার গলার আওয়াজ আপনার মতো বিশ্রী। নুসরাত গা দুলিয়ে হাসে। পারলে সে এখানে গড়াগড়ি খেয়ে হাসত। ঠোঁট কামড়ে হাসি থামানোর চেষ্টা করে, ফিকে হয়ে যাওয়া ঘোলাটে দৃষ্টি আরশের দিকে স্থির রেখে বলে,”আবারো ধন্যবাদ।

আরশের উজ্জ্বল মুখে এবার কিছুটা বিরক্তি ভর করে। সুদীর্ঘ লম্বা শরীর

সামান্য বাঁকিয়ে নুসরাতের দিকে ঝুঁকে আসে। নুসরাতের মুখের কাছে নিজের মুখ রেখে, মেয়েলি চোখে নিজের দৃষ্টি স্থির করে, ডিপ গলায় বলে,”ইউ আর ফাকিং স্টুপিড গার্ল, আপনি পুরোটাই বিশ্রী।

নুসরাত পায়ের পাতায় হালকা ভর দিয়ে উঁচু হয়, নিজের মুখ আরশের আরেকটু সন্নিকটে নিয়ে যায়। ঠোঁট চোখা করে আরশের থুতনিতে

সামান্য শ্বাস ফেলে বলে,”আপনার এই অপমান আমি সাদরে গ্রহণ করলাম মিস্টার। আবারো এই সুন্দর অপমানের জন্য আপনাকে থ্যাংকস!

সৌরভি আর মাহাদি নীরব দর্শক হয়ে এসব দেখছিল। নুসরাত হাসল, আরশের গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে।

“একটা কথা জানেন কী ভাইয়া? আরশ কথা বলল না। ভ্রু বাঁকাল কিঞ্চিৎ। নুসরাতের কপাল আরশের নাকের কাছ পর্যন্ত হওয়ার ধরুন নুসরাত নিজের মুখ আরশের বাঁ-দিকে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল,”ভাইয়া আপনি কিন্তু জোস বুঝছেন। আমি আবার ভদ্র মহিলা তাই আপনার এই অপমানে কিছু মনে করিনী। কিন্তু একটা সত্য কথা

কী জানেন? আমি আপনার গলার এডামস অ্যাপলস আর এই গলার কাছের সুন্দর কলার বুন এদিকে নজর দিয়েছি।

নুসরাত নিজের কণ্ঠ আরো নিচে নামিয়ে নিয়ে আরশের কানের কাছে বলে,"আর এই যে, কণ্ঠনালির কাছে তিল, এদিকে সবথেকে বেশি নজর দিয়েছি।আরশ হাসল। গ্রীবা নিচের দিকে নামিয়ে কর্কশ কণ্ঠে

বলল,”আমার উচিত হয়নি আপনার মতো একটা বেয়াদব মহিলাকে বাঁচানো। ছেলেদের দিকে খারাপ নজরে তাকান লজ্জা লাগে না?

নুসরাত ঠোঁট উল্টে নিষ্পাপ, নির্মল, মুখ বানিয়ে দু-পাশে মাথা না ভঙ্গিতে দোলাতে দোলাতে বলে,

“জি না ভাইয়া আমার একটু ও লজ্জা লাগে না। মানুষ সুন্দর ছেলে দেখলে তাদের দিকে তাকায়, আমি

ও তার একজন। মানুষ তো কিছু বলে না নিজের মনে চেপে রেখে দেয়, আমি শুধু বলে দেই এই আর কী ডিফারেন্স আমাদের মধ্যে।

“বেয়াদব মেয়ে!আরশ কথাটা শেষ করেই রাগী চোখ নুসরাতের মুখে বুলিয়ে দ্রুত কদমে চলে গেল। মাহাদি আরশকে চলে যেতে দেখে, আরশের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে জিজ্ঞেস করল,”তুমি কি বলে আমার

বন্ধুকে রাগীও দিয়েছ মেয়ে? তুমি মেয়ে বড় বিটকেল তো!

নুসরাত হাসল, হৃদয় ভুলানো হাসি। নুসরাতের হাসির মানে খুঁজে না পেয়ে আরশের পেছন পেছন দৌড়ে চলে গেল মাহাদি।

সৌরভি নুসরাতের এতো হাসির রহস্য কী উদ্ঘাঘাটন করতে পারল না। অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজেও দ্রুত পায়ে রিসোর্টের

উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল, নুসরাতকে ওখানে ফেলে রেখেই।গতকাল রাতে হয়তো বৃষ্টি হয়েছে তাই আজকের সকালটা একটু বেশি শীতল। সূর্য তার নিস্পৃহ রশ্মি দিয়ে দুত্যি ছড়াচ্ছে পৃথিবীর বুকে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সুরসুর করে প্রবেশ করছে। রাস্তার এক পাশে ঝিমিয়ে পড়ে আছে কিছু গাছের ঢাল, যা গতকাল রাতের

বাতাসের তান্ডবে ভেঙে পড়েছে। রাস্তার দু-পাশে চারটে কুকুর অলস ভঙ্গিতে শুয়ে ঝিমিয়ে পড়া চোখে ইসরাতের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে মানুষের যাওয়া আসার শব্দ শুনলে বুজে নেওয়া চোখ খুলে দেখছে, রাস্তায় চলাচলকৃত মানুষ, সাথে মৃদু স্বরে নিজেদের তথাকথিত ভাষায় ডেকে ওঠছে। ইসরাত আলগোছে কুকুর গুলোর পাশ

কাটিয়ে গেল। যেতে যেতে হাতে থাকা বিস্কিটের প্যাকেট থেকে চার টুকরো ছুঁড়ে দিল বিস্কিট কুকুর গুলোর উদ্দেশ্যে।আনমনে যখন হেঁটে যাচ্ছিল সামনের দিকে, একটা কুচকুচে কালো রঙের কুকুর ভোঁ করে ইসরাতের পাশ কেটে চলে গেল। আকস্মিক কুকুরকে দেখে ইসরাত ভয়ে তাড়াহুড়ো করে বাঁ-পাশে সরে যেতেই ধাক্কা লাগল শক্ত

পোক্ত পুরুষালি বুকে। সুরসুর করে নাকে প্রবেশ করল ম্যানলি পারফিউমের কড়া গন্ধ।

হঠাৎ করে ধাক্কা লাগায় একটু জোরে আঘাত লাগল নাক ও কপালে। ইসরাত বিরক্ত ভঙ্গিতে নিজের হাত তুলে কপালে স্পর্শ করল। তারপর নাকে হাত বুলালো। নাকে হাত বোলাতে বোলাতে উপরে চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি

হলো ককোআ বর্ণের চোখের সাথে। যা আসলে কালো নাকি ব্রাউন ঠিক বোঝা গেল না। সূর্যের হালকা দৃপ্তি সুঠাম দেহের জায়িনের এক চোখে পড়ায় এক চোখ দেখতে কিছুটা বাদামি দেখাচ্ছে এবং অন্যটি কালো বর্ণের। সুদীর্ঘ পুরুষালি জায়িনের শরীরের কাছে ইসরাতের শরীর একটু ছোট বলে মনে হলো।ইসরাত বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে ও থেমে

গেল। দোষ তো তার! চোখ উপরে তোলে হাঁটায় তো ধাক্কা লাগল বেচারার সাথে। তাই কথা না বাড়িয়ে, এক হাতের তালু দিয়ে নাকে মাসাজ করে ধীরে সুস্থে সরে আসতে নিবে, চুলে শক্ত টান অনুভব হলো। আবারো সরে আসার চেষ্টা করতেই এবার একটু বেশি ব্যথা পেল। চোখ মুখ খিঁচে নিল মেয়েটা। মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো

এলোমেলো ব্যথাতুর শব্দ। ব্যথায় মুখ নীল বর্ণ ধারণ করেছে। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সে। ততক্ষণে চোখে জমা হয়েছে একগুচ্ছ পানি, অতিরিক্ত ব্যথা পাওয়ার ধরুণ। ইসরাত চোখ তুলে আবার উপরে তাকায়, চোখাচোখি হয় জায়িনের সাথে। জায়িন তখনো ইসরাতের দিক থেকে চোখ সরায় না, স্থির চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূরে এক বাসার দু-তলার বারান্দা থেকে গিটারের শব্দ ভেসে আসছে, তার সাথে ম্যানলি কোল্ড গলায় দুটো গানের লাইন ভেসে আসলো,”

দূরে দূরে কেনো থাকো
পাশে এসে হাতটি ধরো,
চোখে চোখ রেখে বলো ভালোবাসো।

ইসরাত ঠোঁটে ঠোঁট টিপে জায়িনের বোতাম থেকে নিজের চুলগুলো আলগোছে ছাড়িয়ে আনানোর চেষ্টা

করে, তখনই জায়িনের গম্ভীর গলায় বলা কথা শুনে বোতাম থেকে চুল ছাড়ানো হাত থেমে গেল। জায়িন বলছে,”দেখা শেষ আমাকে?ইসরাত জায়িনের কথার মানে বুঝল না, তাই নিজের বাদামি বর্ণের চোখের মণি উপরে তুলে। সূর্যের রশ্মি ইসরাতের চোখের দিকে সরাসরি পতিত হওয়ায় বাদামি বর্ণের চোখ

দুটো আলোর উপস্থিতিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

মাথা দু-পাশে নাড়িয়ে, ভ্রু কুঞ্চিত করে জানতে চায় এর মানে কী? জায়িন ইসরাতের কথার উত্তর না দিয়ে, নিজের হাত দ্বারা ইসরাতের হাত সরিয়ে দেয় নরম ভঙ্গিতে। ইসরাতের কাছে মনে হলো এই বেটা তাকে এমনভাবে স্পর্শ করছে যাতে তার হাতে একটু জোর প্রয়োগ

করে সরালে সে ব্যথা পাবে। অবাক চোখে হা করে যখন সে জায়িনের দিকে তাকিয়ে, জায়িন তখন নিজের শার্টের বোতাম থেকে যত্ন সহকারে ইসরাতের চুল ছাড়াতে ব্যস্ত।

অনেকক্ষণ কাটার পর যখন ইসরাত দেখল এখনো জায়িন চুল ছাড়াচ্ছে, সে এবার হাত দিয়ে চুল টেনে ছিড়ে নিয়ে আসতে চাইল বোতাম থেকে। চুল টান দেওয়ার আগেই জায়িন মৃদু

ধমক দিল। গম্ভীর গলায় ইসরাতকে জিজ্ঞেস করল,”কম বয়সে টাকলা হওয়ার শখ জেগেছে ইসরাত আপনার?

ইসরাত চোখ সরু করে নেয়, দাঁত খিঁচে নিয়ে বলে,“আপনার কোনো সমস্যা,আমার শখ জাগলে?

জায়িন নিজের গ্রীবা বাঁকিয়ে ইসরাতের কাছাকাছি আসে, ঠোঁট

কামড়ে বলে ওঠে,”সব সমস্যা তো আমারই।

ইসরাত ভ্র বাঁকাল। সামান্য উপরের দিকে তুলে জিজ্ঞেস করল,”কেন? আপনার কেন সমস্যা হবে?

জায়িন ইসরাতের চুল শার্টের বোতাম থেকে আলগোছে ছাড়িয়ে দিয়ে, দূরত্ব বাড়িয়ে নেয় নিজেদের মধ্যে। তর্জনী আঙুল দিয়ে ইসরাতের কপালে টোকা দিয়ে

বলে,”তা আমি আপনাকে বলতে বাধ্য নই ইসরাত।

ইসরাত জায়িনের দিকে সরু দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখে, উল্টো ফিরে হাঁটা ধরল। ফিরোজা কালার ওড়না বাঁ-হাতে মাথায় টেনে তুলে, চোখ নিচের দিকে নামিয়ে বড় বড় পা ফেলে চলে গেল জায়িনের দৃষ্টি সীমানার বাহিরে। জায়িন পিছনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল, চুপচাপ

ইসরাতের হেঁটে যাওয়া, হাত দিয়ে টেনে মাথায় ওড়না তোলা, চুলগুলো হাঁটতে হাঁটতে বারংবার কানের পিছনে গুজা খুবই সূক্ষ্ম চোখে অবলোকন করল। যা জায়িনের সামনে থেকে ইসরাতের অদৃশ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত চলল। ইসরাত চলে যাওয়ার পর ও একই পথে চেয়ে রইল জায়িন। বিড়বিড় করে

আওড়াল, ❝আপনার প্রতি অনুভূত টানটা আসলেই
ম্যাজিকাল।
১লক্ষ ৪৭হাজার ৫৭০ বর্গামাইলের এই মানচিত্রে
তিনশত, ৭৫কোটি, ১০লাখ,৭ হাজার রমণীদের মধ্যে
আমার কেবলমাত্র আপনার জন্য মনের টান অনুভব হয়।

এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে? ❞

জায়িনের ঠোঁটের পাশ ঘেঁষে বয়ে যায় ক্ষীণ হাসির রেশ। বিড়বিড় করে বলে ওঠে নিজেকে,"অফ কোর্স নট, এটা রহস্যময় নয়।নিজাম শিকদার গত আধঘন্টা যাবত বেতের সোফার উপর ওঠে লাফ-ঝাপ দিচ্ছেন, কিন্তু এত লাফ-ঝাপ দেওয়ার পর ও আজ তিনি কাঙ্ক্ষিত

ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না। বেজার মুখ বানিয়ে যখন নেমে আসলেন সোফার উপর থেকে, তখন চোখ পড়ল সৈয়দ বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা সুফি খাতুনকে। যিনি কোনোপ্রকার পলক না ফেলে কড়মড় দৃষ্টি দিয়ে আছেন নিজাম শিকদারের দিকে। নিজাম শিকদার বুঝে উঠতে পারলেন না সুফি খাতুনের এরুপ

দৃষ্টির মানে? তাই এই ভদ্র মহিলার দৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন নিজের বাসার ভিতর। গণে গণে ত্রিশ সেকেন্ড পার হওয়ার সাথে সাথে স্লাইডিং দরজার ছোট একটি অংশ দিয়ে বাহিরের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলেন, তার আগেই সুফি খাতুনের সাথে চোখাচোখি হলো নিজাম শিকদারের।

এবার সত্যি সত্যি লজ্জা পেয়ে গেলেন নিজাম শিকদার। লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে ফিরে গেলেন ভিতরে।সুফি খাতুন কিছুক্ষণ তেরছা চোখে চেয়ে থেকে হাঁটা ধরলেন নাছির মঞ্জিলের দিকে। আজ একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করে ছাড়বেন এই নিজাম শিকদারের। তিনি কিছু বুঝেন না মনে হচ্ছে! আরে সবই বুঝে, এই সুফি খাতুন। আজ যদি

সে এই রঙলীলার অন্তিম না করে ছাড়ে, তাহলে নিজের নাম পাল্টে দিবে সে।

সুফি খাতুন ধীর মনোবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন নাছির মঞ্জিলের দিকে। কলিং বেলে চাপ দিতেই মনে পড়ল নুসরাতের কথা, তখনই আবার নিজের ভাবনা পাল্টে সৈয়দ বাড়ির দিকে ফিরে যেতে চাইলেন, তার আগেই মাথায় আসলো, আরে

এই বেয়াদব মেয়ে তো এখন বাহ্মণবাড়িয়া না টাহ্মণবাড়িয়া গিয়েছে তাহলে আজ আর ওই বেয়াদবটার মুখ লাগতে হবে না। আর নাজমিন আর নাছিরকে ও ভালো করে কান পট্টি দিয়ে দেওয়া যাবে। ওই বেয়াদব বাড়িতে থাকলেই তাকে ক্যামেরা দেখেই গেট খোলত না। আজ আরাম করে বসে নাছিরের সাথে আলোচনা করা

যাবে।সুফি খাতুন নুসরাতকে একপাশে ধীরে ধীরে মনে করতে লাগলেন গত দু-দিনের কথা। যখন যখন তিনি বারান্দা, রাস্তা, ছাদে, এমনকি রুমে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তখন দেখেছেন নিজাম শিকদারের সাথে ইসরাত হে হে হা হা হি হি করে হেসে কথা বলছে। তিনি জানেন, জানেন কী! সুফি খাতুন সিউর ওই বেটা নিজাম আর

নাছিরের বড় মেয়ের মধ্যে একটা গভীর প্রণয়লীলা সম্পর্ক চলছে। নাহলে সকাল-বিকাল-রাতে ওই বেটা নিজামকে দেখে ইসরাত এত দাঁত বের করে কেন হাসবে? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে! আর আজ এই সম্পর্কের শেষ পরিণতি বের করে পেছন ছাড়বেন এই সুফি খাতুন। নিজের অতর্কিত চিন্তাগুলো একপাশে রেখে

জোরে জোরে এক সাথে অনেকবার কলিংবেলে চাপ প্রয়োগ করলেন। তখনই গেট খুলে গেল না, এর কিৎকাল সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঠুস করে শব্দ হয়ে গেটের লক খুলে গেল।সুফি খাতুন গেট খোলার সাথে সাথে দ্রুত পায়ে নাছির মঞ্জিলের ভিতর প্রবেশ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করার আগে সন্তর্পণে চোরা চোখে চেয়ে নিলেন শিকদার

বাড়ির দিকে। আর তিনি যা ভেবেছেন তা একদম মিলে গেল। নিজাম শিকদার লুকিয়ে লুকিয়ে এইদিকেই তাকিয়ে আছেন। সুফি খাতুন নিজেকে বাহবা দিলেন

নিজ মনে নিজের গুণগান করলেন,”বাহ সুফি বাহ, তোর বুদ্ধির জবাব নেই। যা ভেবেছিলি তাই তাই বের হয়ে আসলো।সৈয়দ বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে আছেন নাছির

সাহেব। চোখে নিজের লাল খয়েরী কালার মিশেলে ছোট লেন্সের চশমা। হাতে কিছু কাগজ-পত্র। হয়তোবা সৈয়দ চয়েসের কাগজ-পতেএইগুলা। পাশেই হিসাবের খাতা রাখা। সচরাচর হিসেব-নিকেশের কাজ ইসরাত করে, আজ ইসরাত বাহিরে থাকায় নাছির সাহেবকে বসতে হয়েছে হিসেবের খাতা নিয়ে। কাগজ-পত্রের চোখ

বোলাতে বোলাতে নাছির সাহেব ডাক ছুঁড়ে দিলেন নাজমিন বেগমের দিকে। নাজমিন বেগমের প্রতিউত্তর তৎক্ষণাৎ ভেসে আসলো জি বলে কিচেন থেকে। নাছির সাহেব অত্যন্ত রাশভারী গলায় বললেন,"এক কাপ চা দাও তো নাজমিন।

নাজমিন বেগম কিচেনে কাজ করতে করতে তাড়াহুড়ো গলায় বললেন,"দিচ্ছি অপেক্ষা করুন।

আগে মায়ের টিফিনটা রেডি কিরে নিই।নাজমিন বেগমের কথা শেষ হতেই বাড়িতে আবার শুনশান নীরবতা নেমে আসলো। কাগজ-পত্র অলস ভঙ্গিতে সেন্টার টেবিলে রেখে চোখ বন্ধ করে নিলেন নাছির সাহেব। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন নাজমিন বেগমকে,"কবে আসবে নুসরাত?

“গতকাল রাতে কল দিয়ে বলল, আরো দু-দিন থাকবে নাকি। এখনো তার পুরো ঘোরাঘুরি শেষ হয়নি।

নাজমিন বেগম কথা শেষ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। বাড়িটা মেয়েগুলো ছাড়া একদম নীরব থাকে। ইসরাত তো প্রয়োজন ছাড়া কারোর সাথে কথা বলে না, যদি ইচ্ছে হয় তার সাথে হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা কথা বলে। গল্প করে কিন্তু নুসরাত মুখ

থেকে কথা সরে না। ফালতু জিনিস নিয়ে বকবক করতে করতে দিন কাটে এই মেয়েটার। যখন থেকে ব্রাহ্মণবাড়ি গিয়েছে বাড়িটা একপ্রকার মৃত বাড়ির মতো হয়ে পড়ে আছে।

সোফার উপর থেকে মোবাইল তুলে নিয়ে সময় দেখলেন নাছির সাহেব। বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। কল লিস্টে ঢোকতেই সবার আগে চোখে

পড়ল নুসরাতের নাম্বার। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আম্মু লেখা নাম্বারে কল দিলেন। দু-তিনবার রিং হওয়ার পরপরই অপাশ থেকে ইসরাতের নরম গলার স্বর ভেসে আসলো।” হ্যালো! আব্বু.....

ইসরাত নিজের কথা শেষ করার আগেই নাছির সাহেব নিজের কথা ঢুকিয়ে দিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন ইসরাতের

নিকট,”কখন বাড়িতে আসবে? তোমাকে নিতে আসব?

ফোনের অপাশ থেকে ইসরাতের মৃদু হাসির শব্দ ভেসে আসলো। ঠোঁট টিপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করে বলল,”জি না আব্বু, আমি প্রায় চলে এসেছি। আপনাকে আসতে হবে না। নাছির সাহেব অহ বলে ফোন রেখে দিলেন। হাতের ফোন রাখার আগে ওয়ালপেপারের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে

ফোটে উঠল ঈষৎ হাসি। ওয়ালপেপারে লেগে আছে নুসরাত আর ইসরাতের হাসি হাসি মুখের ছবি। নাছির সাহেব মেয়েদের ছবির উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে আওড়ালেন,”আমার আব্বা, আমার আম্মা।

নাছির সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। সামনের দিকে তাকাতেই ক্যামেরার

মধ্যে দেখলেন সুফি খাতুন দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ইচ্ছে করল না গেট খুলে দেওয়ার। তারপর না চাইতে ও অনিহা নিয়ে সোফা থেকে উঠে গিয়ে গেট খুলে দিলেন নাছির সাহেব। ততক্ষণে হন্তদন্ত পায়ে এসে ড্রয়িং রুমে ভিতর প্রবেশ করলেন সুফি খাতুন।নাজমিন বেগম কিচেন থেকে উঁকি দিতেই চোখে ভাসল ভদ্র

মহিলার অবয়ব। আর এতক্ষণের ঠান্ডা থাকা মেজাজ এক নিমেষে খিঁচে গেল নাজমিন বেগমের। এই মহিলা এবার ও নির্ঘাত কোনো অর্ধ বয়স্ক নয়তো বৃদ্ধ লোকের বিয়ের সমন্ধ নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন ইসরাতের জন্য নাছির সাহেবের কাছে। এটা নাজমিন বেগম হলফ করে বলতে পারেন! দাঁতে দাঁত চেপে নিজের কাজ করতে লাগলেন।

হাত পা এখানে হলেও নাজমিন বেগমের, কান ও মন দুটোই ড্রয়িং রুমের দিকে। কান খাড়া করে রাখলেন সুফি খাতুনের কথা শোনার জন্য। কোনো কথা তো কানে আসলো না,উল্টো নাছির সাহেব আরেকটা আবদার জুরে দিলেন,”ফুপির জন্য পকোড়া, সিঙ্গারা, ছমোচা, আলুর চপ, ফ্রেন্স

ফ্রাই নিয়ে আসো নাজমিন, আর পারলে সাথে দু-কাপ চা দাও।

নাজমিন বেগমের মুখ ফ্যাকাশে বর্ণের হয়ে গেল। রাগে নাক-কান-মুখ লাল করে শক্ত হাতে শব্দ তুলে কাজ করতে লাগলেন। নাছির সাহেব এত উচ্চশব্দের উৎপত্তি দেখে এক সেকেন্ডে বুঝে গেলেন আজ তার গিন্নি বেজায় চটেছেন। তাই নিজে ও চোখ-মুখ অন্ধকার

করে সোফার উপর বসে রইলেন। সুফি খাতুন নিজের কণ্ঠ নিচে নামিয়ে অত্যাধিক সতর্কতা সহিত নিজের কথা শুরু করলেন। একপ্রকার বলা যায় ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল। তার কথার শুরু হলো এভাবে,"শোন নাছির, তুই দুই মেয়ের বাপ। আল্লাহ তোকে ছেলে দেয় নাই কেন জানিস? তুই আমার

কথা না শুনে এই নাজমিনরে বিয়ে করছিস বলে!

নাছির সাহেব মুখ শক্ত করে নিলেন। রাগি কণ্ঠে বললেন,”আল্লাহ আমায় ছেলে দেয় নাই তাতে আমার কোনো আফসোস নাই, তাহলে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ফুপি? আমার দুই মেয়ে আমার জন্য লাকি। ওদের জন্মের পর পর আমার ব্যবসা

অগ্রগতি করেছে। আর তুমি তাদের মাকে বলছেন...

নাছির সাহেব বিরক্তিতে পরবর্তী কথা মুখে আনতে পারলেন না। মুখ, চোখ পাল্টে নিলেন। সুফি খাতুন বললেন,"আরে তুই চ্যাত করে উঠতাছত কেন? আমি বলতে চাইছি যে, দেখ তুই তোর মেয়েগুলারে বিয়ে দিয়ে দিলে তো এরা নিজেদের বাড়ি চলে যাবে। সাথে মোটা

অংকের যৌতূক দিতে.....আবারো নাছির সাহেব সুফি খাতুনের কথা কেটে দিলেন। এক আঙুল তুলে বললেন,”অন্যের বাড়ি যাবে কেন? আমার মেয়েদের আমি রেখে দিব আমার কাছে, আর অত্যাধিক প্রয়োজন হলে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই করে রাখব।

সুফি খাতুন মনে মনে শয়তানী হাসি দিলেন। ঝটপট বললেন,”আর ছেলে যদি ঘর জামাই হতে না চায়?

নাছির সাহেবের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ও আছে। তিনি উত্তর দিলেন,”বাড়ির আশে-পাশে বিয়ে দিব।

সুফি খাতুনের মুখ-চোখে খুশির ঝিলিক ফুটে উঠল। ক্ষীণ হাসি ঠোঁটে রেখে বললেন,”এই তো

লাইনে আসছিস তুই! আমি আশ-পাশ থেকে ছেলে পছন্দ করছি তোর মেয়ের জন্য। যেমন তাগড়া শরীর তেমন উঁচু-লম্বা, টগবগে যুবক ছেলেটা। আর সাথে বৃত্তবান, ইসরাত রাজ করবে রাজ। বাড়িতে মানুষ নেই বললেই চলে। একেবারে ছোট ফ্যামেলি। আর লোকটার জিম করা বডি ফিটনেস দেখলে তুই নিজেই লোকটার প্রেমে পড়ে যাবি।

প্রতিদিন সকাল, বিকাল, রাতে ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে লাফ-ঝাপ মেরে জিম করে। আর রোজ সকাল বিকেল পার্কে হাঁটতে ও যায়। বুঝতে পারছিস ফিটনেসের ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছেলেটা?

নাছির সাহেব মনপুতো গলায় জানতে চাইলেন,“ছেলের বয়স কত?

সুফি খাতুন দু-হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন,”আরে

বয়স ও একদম কম। তুই শোন আমার কথা, লোকটা ইসরাতের সাথে দারুণ মানাবে। তুই লোকটাকে দেখলে তোর মুখ হা হয়ে যাবে।

” কিন্তু ছেলেটার নাম কী? কাজ কী করে

সুফি খাতুন হাত দিয়ে ধীরে কথা বলার কথা বললেন। নিচু স্বরে বললেন,”আজ বিকেলে যখন

ছেলেটা পার্কে হাঁটতে যাবে, তখন তুই আর আমি দু-জন গিয়ে ছেলেটার সম্পর্কে সব জেনে আসব। তাদের কথা শেষ হতেই নাজমিন বেগম ট্রে করে নাস্তা এনে রাখলেন সেন্টার টেবিলে। তীক্ষ্ণ চোখ সুফি খাতুনের দিকে বুলিয়ে নিয়ে বললেন,"আমাকে দেখে মুখ বন্ধ করে নিলেন কেন ফুপি? বিশেষ

কোনো আলাপ চলছিল নাকি আমার বিষয়ে?

সুফি খাতুন মনে মনে ভেংচি কাটলেন নাজমিন বেগমকে। মুখে মেকি হাসি ঝুলিয়ে আমতা আমতা করে বললেন,”কই কিছু না তো নাজমিন। আর তোমাকে দেখে কেনই বা আমি কথা বলা বন্ধ করব। হা হা...রেস্টুরেন্টের টেবিলের উপর নিজের এক হাতে থাকা

সেনেলের ব্যাগ ছুঁড়ে মারল নুসরাত। রাগে তার শরীর দপদপ করে জ্বলছে। কত্তবড় সাহস? তাকে, এই নুসরাতকে নিয়ে টিজ করে ওইসব আঠারো ঊনিশ বছরের চেংড়া পোলাপান। রাগে চেয়ারের উপর দু-পা তুলে হাঁটুর উপর মুখ রেখে বসে থাকে সে। তখনই একজন স্টাফ এসে নুসরাতের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে,"ম্যাম পা নামিয়ে বসেন,

এখানে একটু পর একজন রাজনৈতিক নেতা আসবেন।

নুসরাতের খিঁচে থাকা এতক্ষণের মেজাজ এই স্টাফ এসে আরো খিঁচিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড়িয়ে বলে ওঠল,"তো ওই ব্যাটা রাজনৈতিক নেতা কী আমার সমন্ধ দেখতে আসছে যে আমি পা নামিয়ে বসব? এসব বালের নেতার কাজ এখানে কী? তারা মানবসেবা

না করে রেস্টুরেন্টে কী করতে আসছে?স্টাফ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। চোখ গোল গোল করে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। ছেলে স্টাফটির এমন হা করে তাকিয়ে থাকা দেখে নুসরাত ঠোঁটে জোর করে হাসি এনে ঠোঁট চোখা করে ন্যাকা কণ্ঠে বলে,"ওউ ওউ, আপনার ও কী এখন আমাকে পছন্দ

হয়েছে? আপনি ও কী আমার বাসায় সমন্ধ পাঠাতে চাইছেন?

এর পরপরই রাগী কণ্ঠে হুশিয়ারি দিয়ে বলে ওঠে,”এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখছেন কেন? আমার মুখে কী মধু লাগানো নাকি ফুল ফুটেছে, যে হা করে তাকিয়ে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছেন? যান আপনার নেতা-ফেতা আসছে না, উনাকে গিয়ে স্বাগত জানান।স্টাফ

নড়তে ভুলে গেল। স্টাফকে সরতে না দেখে নুসরাত দু-হাত মুখের সামনে রেখে জোর করে বলে,”দয়া করে, আপনার এই তোবড়া নিয়ে এখান থেকে সরেন ভাই। যান নিজের কাজে যান।

স্টাফ মুখ কালো করে চলে গেল। এর মধ্যে সৌরভি বলে উঠল,”তুই বেচারার উপর নিজের রাগ দেখাচ্ছিস কেন? বেচারা কী করেছে

তোর সাথে? শুধু বলেছে পা নামিয়ে বসার জন্য, আর তুই কত কী শুনিয়ে দিলি! আর এত রাগের কিছুই নেই নুসরাত, তুই ছেলেগুলোকে ইচ্ছে মতো তোর এই মোটা ব্যাগ....

নুসরাতের ব্যাগ হাতে নিতে গিয়ে সৌরভির বেগ পোহাতে হলো। তীক্ষ্ণ চোখে ব্যাগের দিকে তাকিয়ে থেকে রগরগে কণ্ঠে বলল,"এই মটকা ব্যাগ

দিয়ে ছেলেগুলোকে পিটিয়ে এসেছিস। তারপর ও এত রাগ দেখানো কী জায়েজ? উঁহু একদম জায়েজ না!নুসরাত দন্ত কপাটি ঠোঁটের নিচে চেপে হিসহিসিয়ে বলে,"তো বলবে কেন পা নামিয়ে বসার জন্য? ওই ব্যাটা বালের নেতা কী আমায় দেখতে আসছে নাকি আমায় হ্যাঙা করতে আসছে যে আমি পা নামিয়ে সুশীল, শুশ্রূষা,

নির্মল, নিষ্পাপ, হয়ে বসব। প্রয়োজন হলে টেবিলের উপর আমি আমার ঠ্যাং তুলে বসে থাকব। আর ওই নেতার যদি এতে সমস্যা হয়, তাহলে ওর মুখের উপর আমি আমার ঠ্যাং তুলে রাখব।

নুসরাত দম নিল একটু। শ্বাস ফেলে বলল,“আমি যেমন আমি সেরকম বসব এতে কারোর সমস্যা হলে সে এখান থেকে যেতে পারে। আমি

বলিনি আমার সামনে এসে হি হা হু বলে আমার ভুল দেখিয়ে দেওয়ার কথা।

নুসরাত নিজের মুখের বিকৃতি ঘটিয়ে সৌরভির মতো করল। সৌরভি চোখ পাঁকিয়ে তেজি কণ্ঠে বলল,”নুসরাত তুই এবার লিমিট ক্রস করছিস?

সৌরভি কণ্ঠ নিচে নামিয়ে কড়মড় করে বলল,

“আর ওই বেটা নেতা তোর গালি শোনতাছে তোর পিছনে দাঁড়িয়ে।

নুসরাত নিজের ভিতরের দপদপ করা রাগগুলো নিজের ভিতরে চাপা দিয়ে বলল,”আমি কখন লিমিটের ভিতর ছিলাম সৌরভি আপা, আর যার যা শোনার শুনুক। আমি বলব তো!

পিছনে দাঁড়ানো সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটা নিষ্প্রাণ চোখে নুসরাতের

দিকে তাকিয়ে কোণার দিকের এক সিটে যেতে যেতে বিড়বিড় করে আওড়াল,” ইন্টারেস্টিং!

অতঃপর নিজের পাশে দাঁড়ানো একটা ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল,”খোঁজ নাও মেয়েটার।

ছেলেটা মৃদু স্বরে বলে উঠল,“জ্বি ভাই।

নুসরাত রাগ আর বিরক্তি নিয়ে পাগলের মতো দাঁত কেলাচ্ছে।

এবার সৌরভি রয়েসয়ে জিজ্ঞেস করল,”তোর ব্যাগের ভিতর কী?

নুসরাত নিরুদ্বেগ। তার ভিতর কোনো প্রকার উদ্বেগ, স্পৃহা দেখা গেল না প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। সৌরভি নুসরাতের মনোভাবে টের পেতেই বলল,”একদম এড়িয়ে যাবি না আমার প্রশ্ন।

নুসরাত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল,

“তুই যা বুঝেছিস, ওইটাই ব্যাগে।

সৌরভি নিজের হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। নুসরাতকে দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে অবলোকন করে। প্রশস্ত চোখে তাকিয়ে সতর্ক গলায় নুসরাতের শোনার মতো করে চেঁচায়,"কুত্তি তুই কী করেছিস? তুই পাথর দিয়ে পিটিয়ে এসেছিস ছেলেগুলোকে। আর তারপর ও এত রাগ করছিস! এজন্য তো বলি, ছেলেগুলোর কপাল দিয়ে রক্ত বের

হচ্ছে কেন! তুই ব্যাগে পাথর রাখেছিস কখন?নুসরাত নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্নের উত্তর দেয়। উত্তরে নেই কোনো দ্বিধা, নেই কোনো অনুশোচনা,”বাড়ি থেকে আসার সময় বাগান থেকে তুলে নিয়ে আসছি। আমার সিকথ সেন্স আমাকে হুশিয়ারি করেছিল বাড়িতে থাকতেই, এরকম বাচ্চা, লাফাঙ্গা,

পোলাপান দু-একটার সাথে তো দেখাই হবে এখানে এসে। তাই....

“তাই তুই পাথর দিয়ে পিটাবি। আর বারবার যে বাচ্চা বলছিস, ওই ছেলে গুলোর বয়স আঠারো-ঊনিশ হবেই। নুসরাত টেবিলের উপর দু-পা তুলতে তুলতে আবার নামিয়ে নেয়, সৌরভির মোটা মোটা করে পাঁকানো চোখ দেখে। কর্কশ কণ্ঠে বলে,”তো ওই ছেলে-পেলে গুলোতো বাচ্চাই।

“তোর বয়স কত, যে ওদের বলছিস বাচ্চা?

সৌরভি নিরেট কণ্ঠে জানতে চায়। নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে, গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে বীরের মতো করে বলে,” আমার বয়স ঊনিশ।

“তাহলে তো তুই ও বাচ্চা?

সৌরভি এমন কথায় নুসরাতের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। নুসরাতকে কথা বলতে না দেখে সৌরভি একটু

হাসবে, তার আগেই নুসরাত বলে ওঠে,”ওইগুলা বাচ্চা পোলাপান, আর আমি নুসরাত একজন ঊনিশ বছর বয়সী বিবাহযোগ্য প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা। সৌরভি শব্দ করে শ্বাস ফেলল। হতবিহ্বল চেহারা বানিয়ে, আড়ষ্ট গলায় বলল,”কথার বেলায় কেউ তোকে হারাতে পারবে না নুসরাত। তুই একটা চিজ।

নুসরাত পা নামিয়ে না বসায় আরেকজন স্টাফ আসলো নুসরাতের দিকে। এসে মৃদু কণ্ঠে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কিছু বলার পূর্বেই নুসরাত নিজেই মুচকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল," ভাইয়া, ওই ভাইয়াকে একটা স্যরি বলে দিবেন। আসলে আমি এভাবে রিয়েক্ট করতে চাইনি কিন্তু কীভাবে কীভাবে হয়ে গিয়েছে!

“ম্যাম এবার প্লিজ পা নামিয়ে বসেন। অনেক চিৎকার করেছেন, উনি আমাদের অতিথি প্লিজ একটু শালীনতা বজায় রেখে কথা বলুন।

শেষ নুসরাত এক নিমেষে চটে গেল। রাগী কণ্ঠে সৌরভিকে বলল, “আর এখানে খাবই না, এরা আমার মুডের দফারফা করে দিল।

নুসরাত রেস্টুরেন্টের বাহিরের খড়খড়ে আলোর দিকে তাকিয়ে

চোখ খিঁচিয়ে ধুপধাপ পায়ে বের হতে নেবে, ধাক্কা খেল কারোর গায়ের সাথে। আকস্মিক ধাক্কাটা লাগায় কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া না দিয়ে নুসরাত পাশ কাটিয়ে নীরব ভঙ্গিতে চলে যেতে নিবে, পিছন থেকে কেউ অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে বলল,"কাউকে ধাক্কা দিলে স্যরি বলতে হয়, এইটুকু নূন্যতম ম্যানার্স নেই আপনার মধ্যে?

নুসরাতের পা থেমে গেল দরজার সামনে। মাথা কাত করে পিছনে তাকাতেই আবারো সেই আগের মতো প্রথমেই চোখাচোখি হলো লম্বা পাপড়ি দিয়ে ঘেরা কালো মণির চোখের সাথে। যেগুলো বিরক্তি, রাগে, বিতৃষ্ণা, ও অন্যকিছুর কারণে জ্বলজ্বল করছে।নুসরাতের অবয়ব আবার দেখতেই আরশের বিরক্তিতে

মেজাজ চড়া হলো। ঠোঁট কুঁচকে বলল,”আপনি?

নুসরাত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চায়,

“অন্য কাউকে আশা করছিলেন?

নুসরাতের কথার মধ্যে অদৃশ্য ব্যগ্রতা আরশ টের পায়। শব্দ করে শ্বাস ফেলে, ডান হাত দিয়ে নিজের কপালে মাসাজ করতে করতে বলল,”আপনার মতো বেয়াদব

মহিলাকে তো মোটেও আশা করছিলাম না।

নুসরাত তেরছা চোখে সঠান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরশকে অবলোকন করে। ঠোঁট টিপে কিছু বলতে নিবে, সৌরভি টেনে নিয়ে চলে যায় সামনের দিকে। মোলায়েম কণ্ঠে বলে," বোন আর ঝগড়া করিস না, এইবার ঝগড়া করলে এই নিয়ে পাঁচবার আজ ঝগড়া করে ফেলবি।

নুসরাত কথা বাড়াল না, তার নিজের ও একঘেয়েমি লাগছে সবকিছু। কোনো কিছু ভালো লাগছে না! ইচ্ছে করছে ছুটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য। সৌরভি দরজা ঠেলে বাহিরে বের হতে নিবে পিছন থেকে আরশ ডেকে ওঠল নুসরাতকে,"শুনুন...নুসরাত ঘাড় ফিরায় পিছনে, আরশের সাথে আবারো চোখাচোখি হয়। আরশ

নিষ্প্রাণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে, শব্দের কোনো প্রকার হেরফের না করে তীক্ষ্ণতা নিয়ে জানতে চায়,”বিবাহিত?

আরশের প্রশ্ন নুসরাতের মেজাজে ঘি ঢালার মতো ছিল। কিৎকাল আগে কিছুটা শান্ত হওয়া মেজাজ দপদপিয়ে চড়ে গেল মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরণে নিউরণে। রাগে ফোসফাস করতে করতে মুখ দিয়ে

যা বেরিয়ে আসলো তাই বলে দিল,”তু কন হে বে ছালা? তোকে আমি বলতে যাব কেন আমি বিবাহিত নাকি অবিবাহিত!

নুসরাত রাগে হিসহিস করে বের হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে। চোখে, মুখে ক্ষুব ফুটে ওঠছে স্পষ্ট। এই লোকের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই জিজ্ঞেস করতেই আছে, বিবাহিত নাকি অবিবাহিত? সে

বিবাহিত হলে হবে! এই বেটার সমস্যা কী? তাকে বিয়ে করবে নাকি যে এভাবে হাত ধোয়ে পেছনে পড়ে আছে জানার জন্য বিবাহিত নাকি অবিবাহিত। আচ্ছা মতো আরশকে ধোয়ে দেওয়ার শখ থাকলেও, নিজের শখকে অপূর্ণ রেখে বাইরে বের হয়ে আসলো রেস্টুরেন্টের নুসরাত। কিন্তু পরেরবার ওই বেটা এসব আজগুবি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে

সে একদম ছাড়বে না। এক চুল ও না.....!আরশ পিছন থেকে চেয়ে রইল নুসরাতের যাওয়ার দিকে। সে স্তব্ধ, হতবিহ্বল কণ্ঠে মাহাদির কাছে জানতে চাইল,”মেয়েটা তুই-তোকারি করে গেল?

মাহাদি দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে ব্যাঙ্গাত্মক গলায় বলল,

“না তোর সাথে আপনি আজ্ঞা করে গিয়েছে মেয়েটা।

রাগে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিল আরশ। হাতের শিরাগুলো ফুলে ফেপে ওঠল নিমেষেই। দাঁতে দাঁত চেপে কড়মড় করে নিজ মনে আওড়ায়,”বেয়াদব! এইসব অভদ্র মেয়েদের ধরে ঠিক সময় বাপ-চাচা দুটো থাপ্পড় দিলে এরকম বেয়াদব হতো না। অসভ্য, অশালীন, ম্যানার্সহীন! আরেকবার সামনে পেলে থাপড়ে ম্যানার্স শিখাব।রিংকি,

পিংকি, ঝুমুর, আর নেহার মেসেজ ভাসছে ওয়ালপেপারে। ইরহাম ওয়াট'সঅ্যাপে ঢোকতেই সর্বপ্রথম মেসেজ দেখল ঝুমুরের। ঝুমুর লিখেছে," ইরহাম মাই বয়, আমার দশ হাজার টাকা লাগবে, তুমি কী আমাকে দিতে পারবে?

ইরহাম ঠোঁট বাঁকিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক হাসে। ঠোঁট টিপে বিড়বিড়ায়,"আমি ইরহাম শোহেবের কাছে টাকা চায়

এই মেয়ে। নে তোকে একটা ব্লক দিলাম। এখানেই তোর মতো মুরগীর সাথে আমার সম্পর্ক। তুই থাক আমার ব্লক লিস্টে।

এবার নেহার ইনবক্সে ঢোকতেই মেসেজ দেখল,

“ইরহাম আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। কোনো বাহানা নয় কিন্তু।

ইরহাম চোখ-মুখ উল্টে নিল। বিচ্ছিরি হেসে আওড়ায়,”ন্যাকার গুষ্টি। একটা মানুষ কীভাবে এত ন্যাকা হয়? চ্যাহ চ্যাহ চ্যাহ...

মেসেজের রিপ্লে দিল,

“আজ বিকেল ৩:০০টার সময় ব্ল্যাক উইন্স রেস্টুরেন্টে আমি আসব, সময় মতো চলে আসো।

রিংকি, পিংকি একই মেসেজ করেছে তারা দেখা করতে চায় ইরহামের

সাথে। ইরহাম রিংকি কে রিপ্লে দিল,”রিংকি তুমি বিকেল ৩:৪০ মিনিটে ব্ল্যাক উইন্স রেস্টুরেন্টে এসো।

পিংকিকে বলল চারটায় আসার জন্য।ব্ল্যাক উইন্স রেস্টুরেন্ট,

বিকেল তিনটা।

নিজাম শিকদার এসেছেন দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য ব্ল্যাক উইন্স রেস্টুরেন্টে। সৌরভি বাড়িতে না

থাকার জন্য, নিজাম শিকদার আজ-কাল রেস্টুরেন্টেই খাবার খাচ্ছেন। খাবার অর্ডার দিয়ে বসে ছিলেন খাবার আসার অপেক্ষায়। আশেপাশে নিজের চোখ বুলিয়ে রেস্টুরেন্টের আউটডোর প্লান্ট গুলো দেখছিলেন। এর মধ্যে দেখলেন ইরহামকে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করতে। নিজাম শিকদার মুখের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজের টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে

নিয়ে আসলেন। সৈয়দ বাড়ির মধ্যে এই ছেলে, তার ওই বেটাছেলে বন্ধু, আর মিচকে শয়তানের মতো হাসি হাসি মুখ বানিয়ে ঘুরে এদের সাথে আরেকটা জিন, এই তিন নমুনাকে তার মোটেও পছন্দ না।

এর মধ্যে ইরহাম এসে বসল নিজাম শিকদারের ঠিক বিপরীত সিটে। সে খেয়াল করেনি রেস্টুরেন্টে বসে থাকা নিজাম শিকদারকে। নিজাম

শিকদার মেন্যু কার্ড দিয়ে নিজের মুখের এক পাশ ঢেকে নিলেন। এই ছাগলটার সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা নেই তার। এর হাসি দেখলে তার গা পিত্তি জ্বলে যায়। কীরকম বদমাস ছেলেদের মতো হাসে!তাই ইরহামের সাথে কোনো বাক্য আলাপ না করার জন্য মেন্যু কার্ড দিয়ে মুখ ঢাকলেন। কিন্তু ঠিকই চোরা চোখে চেয়ে রইলেন

ইরহামের দিকে, সন্তর্পণে নজর রাখলেন বিপরীত সিটে।

অর্ডার দেওয়া খাবারগুলো আসতেই ধীরে ধীরে খাওয়া শুরু করলেন নিজাম শিকদার। খাবার মুখে পুরে অপরদিকে তাকাতেই মুখ থেকে বের হয়ে আসলো ছিটকে খাবারের দলা। এক হাতে নিজের চোখ ঢেকে নিলেন। দু-পাশে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বিড়বিড়ালেন,"খারাপ যুগ,

আজকালকার ছেলে মেয়ে গুলো উচ্ছনে গিয়েছে। আর এই ছেলে আর ওই মেয়ে তো উচ্ছনে যাওয়ার উপরেরটা পার করে ফেলেছে।

খাবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর সময় দেখলেন তিনটা ত্রিশ মিনিট। মুখ টিস্যু দিয়ে মুছে নিয়ের বিপরীতে চোখ বোলাতেই দেখলেন মেয়েটা চলে যাচ্ছে। সুস্থির নিশ্বাস ফেলে নিজে ও বাড়ি যাওয়ার জন্য

বিল পে করে রওনা হবেন এমন সময় দেখলেন ইরহাম আবারো হেসে হেসে এগিয়ে গিয়ে আরো একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে। ঠোঁট থেকে যেন হাসি সরছেই না। মেয়েটার কোমর জড়িয়ে নিয়ে এসে সিটে বসে পড়ল।নিজাম শিকদারের আখিঁযুগল প্রশস্ত হলো। নিচু স্বরে রেস্টুরেন্টে স্টাফকে ডেকে আরো এক কাপ কফি অর্ডার দিলেন। ধীরে

ধীরে কফি খেতে খেতে ইরহামের সকল কান্ডকারখানা লক্ষ করতে লাগলেন। ত্রিশ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর এই মেয়ে ও চলে গেল, এবার আসলো আরো একটা মেয়ে। নিজাম শিকদারের চোখ এবার অক্ষিকোটরের বাহিরে বের হয়ে আসলো। নির্বাক চোখে চেয়ে রইলেন ভদ্র লোক। এই মেয়েটা ঠিক ত্রিশ মিনিট পর চলে গেল।

এরপর লম্বা দেখতে আরো একটা মেয়ে এসে উপস্থিত হলো রেস্টুরেন্টে। একইভাবে সেই মেয়ের সাথে ঘষাঘষি ডলাডলি করল ইরহাম। নিজাম শিকদারের এবার চেতনা হারানোর জোগাড়। এই মেয়েটা চারটা ত্রিশ মিনিটে চলে গেল। নিজাম শিকদারের হঠাৎ টনক নড়ল, ইরহামের এসব কান্ডকারখানার ভিডিও করার কথা

তো তিনি ভুলে গেছেন। আহ.. আজ এই বেটার এসব ভিডিও করে রাখলে, এর বড় চাচাকে দেখানো যেতো।

নিজাম শিকদার নিজের বোকামিতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রেস্টুরেন্টের বিল পে করে বের হতে হতে প্রশংসা করলেন ইসরাতের। এই মেয়েটা ছাড়া সৈয়দ বাড়ির আর একটা বাচ্চা ভালো হয়নি। সাথে

নিজের তারিফ করলেন এত ভালো একটা মেয়েকে পছন্দ করার জন্য। নিজাম শিকদার তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়। এই বেটা ইরহাম, পিচ্ছি শয়তান, আর ওই বেটি নুসরাত এই তিন বাচ্চা এক একটা নমুনা সৈয়দ বাড়ির। হাহ... অস্তমিত রবির আলো পশ্চিম আকাশে লাল আভা সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী তার দৃপ্তিতে লাল রঙে রঙিন

হয়ে আছে। পার্কের একপাশের ছোটো খাটো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছেন সুফি খাতুন আর নাছির সাহেব। নাছির সাহেব বুঝলেন না, এই ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকার মানেটা কী! তারা তো দেখতে আসছে পাত্রকে। পাত্র কী এই ঝোপঝাড়ের আড়ালে তাদের সাথে দেখে করতে আসবে? নাছির সাহেবের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল

সূচারু কিছুর কামড় পায়ে উপলব্ধি করে। কামড় মারা জায়গায় জ্বলন অনুভব হতেই হাত দ্বারা পায়ে আঙুল বোলালেন। তারপর হাতের মধ্যে মশা কামড় অনুভূত হতেই, ঠাস করে নিজের হাতের উপর থাপ্পড় মারলেন। চোখ মুখ খিঁচিয়ে বসে রইলেন তথাকথিত সুফি খাতুনের কথা অনুসারে সেই হ্যান্ডসাম, জিম করা বডি, উঁচু-লম্বা,

কমবয়সী এবং ধনী ব্যক্তির অপেক্ষায়। তাদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঠিক পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে ছেলেটে এসে হাজির হলো। সুফি খাতুন নিচু স্বরে বললেন,"ছেলে এসে গিয়েছে?নাছির সাহেব আশেপাশে চোখ বোলালেন ছেলেকে দেখার জন্য। কোথাও কোনো ছেলে তার দৃষ্টিসীমানায় না পড়ায় অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলেন,"কোথায়

পাত্র? আই মিন ফুপি কোথায় ছেলে?

“আরে তুই ছেলে দেখতে পাচ্ছিস না, ওই যে সামনের বেঞ্চে বসে আছে।

সুফি খাতুন ফিসফিস করে নাছির সাহেবের কানের কাছে বললেন। নাছির সাহেব বুঝে পেলেন না সুফি খাতুনের এত ফিসফিস করে কথা বলার মানে। সেদিকে মাথা না

ঘামিয়ে আবারো ছেলে খোঁজতে ব্যস্ত হলেন নাছির সাহেব। সামনের বেঞ্চে সুফি খাতুনের কথা অনুসারে কোনো ছেলে বসা দেখলেন না। তাই আবারো জানতে চাইলেন,” ফুপি কোথায় ছেলে? একটু হাত দিয়ে তাক করে দেখাও।

সুফি খাতুন সামনে বরাবর হাত তোলে নিয়ে বেঞ্চে বসা লোক দেখিয়ে বললেন,”ওই যে দেখ পাত্র।

বল ইসরাতের সাথে দারুণ মানাবে না?নাছির সাহেব পাত্রকে দেখে মুখ হা করে নিলেন। যেখানে অনায়াসে এক ঝাঁক মাছি, মশা ঢুকে যেতে পারে। সুফি খাতুন প্রশস্ত হেসে চ্যাঁচিয়ে বললেন,"দেখ নাছির আমি বলেছিলাম না, তোর মুখ হা হয়ে যাবে এত হ্যান্ডসাম ছেলে দেখে। কেমন লাগল ছেলেকে তোর কাছে?

নাছির সাহেব একটা কথার উত্তর না দিয়ে, হতবিহ্বল কণ্ঠে জানতে চান সুফি খাতুনের কাছে,”এই ছেলে?

সুফি খাতুন উপর নিচ মাথা নাড়ালেন হ্যাঁ ভঙ্গিতে। নাছির সাহেব আবারো জানতে চান,”এই তোমার কম বয়সী ছেলে?এবার সুফি খাতুন উৎকণ্ঠিত চেহারা নিয়ে, খুশিতে ঢল নামা কণ্ঠে বললেন,”হ্যাঁ!

নাছির সাহেবের মেজাজ ধীরে ধীরে চটতে শুরু করল। ভিতরে ভিতরে রাগে ফুসফুস করে উঠলেন। তবুও উপরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন,”এই বয়স্ক লোককে তোমার কাছে ছেলে মনে হচ্ছে ফুপি?

সুফি খাতুন খুঁজে পেলেন না নাছিরের চ্যাত করে ওঠার মানে কী! ছেলেটার তো বয়স কম। সামনের

দুটো দাঁত পড়ে গেলেও তো লোকটাকে দেখতে কত মায়াবী লাগে। একদম সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চার মতো। তাই নিজের মনেরভাব মুখে প্রকাশ করে বললেন,”বয়স তো বেশি না নাছির, বড়জোর আশি বা একআশি হবে। এ-আর এমন বয়স কী? উনি তো ছেলেই। তুই চাইলে বাচ্চা ছেলে বলতেই পারিস।

কথা শেষ করে নাছির সাহেবের দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,” ইসরাতের সাথে দারুণ মানাবে না?সুফি খাতুন নির্বিকার কণ্ঠে বলা কথা শুনে নাছির সাহেব নিজের মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললেন। এটা নাকি কোনো বয়স না, তার একুশ বছরের মেয়েটার জন্য এই মহিলা একজন আশি বছরের লোক পছন্দ করছেন। তার

মেয়ের সাথে কী এই লোকটার যায়?

সুফি খাতুন নাছির সাহেবকে কথা বলতে না দেখে বিগলিত কণ্ঠে বললেন," তোর পছন্দ হয়েছে নাছির তাহলে সবকিছু কথা-বার্তা বলে সামনে আগাই....

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে আসলেন নাছির সাহেব। তারপর ধুপধাপ শব্দ

তুলে, রাগে হিসহিস করতে করতে এক মূহুর্ত বিলম্ব না করে বের হয়ে গেলেন পার্ক থেকে।

সুফি খাতুন নাছিরের আকস্মিক রাগ করে চলে যাওয়া দেখে বোকা বনে গেলেন। তাই তিনি ও ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে নাছির, নাছির বলে তার পিছু ছুটে গেলেন। নাছির সাহেব সুফি খাতুনের এত পিছু ডাকের কোনো উত্তর দিলেন

না। ফায়ার হয়ে চলে গেলেন নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে।দূরে বেঞ্চে বসে থাকা নিজাম শিকদার লক্ষ করলেন আড় চোখে ঝোপের ভিতর থেকে বের হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে নাছির সাহেবের পেছন পেছন যাওয়া সুফি খাতুনকে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফুপি আর ভাতিজা কী করছিলেন তার রহস্য উদ্ঘাটন করতে ব্যর্থ হলেন। এই বাড়ি যেমন অদ্ভুত, এই

বাড়ির মানুষগুলো তার থেকে বেশি অদ্ভুত।পৃথিবী গোল। এই গোলাকার পৃথিবীতে দেখা হওয়া মানুষগুলো এক সময় সবাই সবার থেকে দূরে চলে যায়। গোল পৃথিবীর এক প্রান্তে একদল মানুষ বাস করে, তো অন্য প্রান্তে আরেক দল মানুষ বাস করে। নুসরাত কখনো বিশ্বাস করতো না, পৃথিবীর এক প্রান্তে একবার যার সাথে দেখা হয়েছে, ওই মানুষটার

সাথে আবারো দেখা হয়। আর যদি সম্ভাবনা থেকে থাকে তাহলে ক্ষীণ। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়ে আজ তৃতীয় বারের মতো সামনা-সামনি হলো সেই মানুষটার। প্রথমবার হয়তো তাকে বাঁচানোর জন্য লোকটা এসেছিল, দ্বিতীয় দেখাটা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, আর তৃতীয় দেখাটা, কী দ্বিতীয় দেখার মতো অনাকাঙ্ক্ষিত নাকি ভাগ্য

তাদের বারবার নিজের তথাকথিত তগদিরের কাছে এনে দাড় করাচ্ছে। কে জানে? হয়তোবা! তকদির বলে কিছু একটা আছে, যতই তুমি নিজের তকদিরের কাছ থেকে পালাতে চাইবে, তত সেই তকদির তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে। মুখোমুখি করবে নিয়ে গিয়ে, নিজের তথাকথিত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের।নুসরাতের মুখ দেখে

বোঝা গেল, এই লোকটার সাথে সে আবারো দেখা হওয়া মোটেও আশা করেনি। যার সাথে গত দু-দিন আগে নুসরাত জব্বর বেয়াদবি করে আসছে, সেই লোকটার সাথে সামনা-সামনি দেখা হতেই নুসরাতের মুখ দেখার মতো হলো। যার সাথে এ জীবনে সামনা-সামনি হবে না ভেবেছিল, সেই মানুষটার সাথে আবারো দেখা এটা কী

অনাকাঙ্ক্ষিত নাকি অন্যকিছু। ভাগ্য কেন বারবার এই লোকের সাথে নুসরাতের দেখা করাচ্ছে। নুসরাত চায় না তো এই লোকটার সাথে বারংবার এভাবে দেখা হওয়া কিন্তু এই তকদির, ভাগ্য যাই হোক কেন বারংবার এই ঠাডা পড়া লোকটার সামনে এনে দাড় করাচ্ছে!কোনো একটা কথা বা লিখা এরকম ছিল, তোমার তকদির যখন আগে থেকে

লিখা তাহলে তুমি কেন তকদির নিয়ে এত চিন্তা করো। তকদির ছেড়ে দাও তকদিরের উপর। যা হওয়ার তা দেখা যাবে, কারণ আল্লাহ তায়ালা উত্তম পরিকল্পনাকারী। তিনি তোমার এবং তোমার ভালো হবে কীসে সেটা নির্ধারণ করেই তোমার তকদির লিখেছেন। কিন্তু যদি তুমি তকদিরের বিরুদ্ধে যেতে চাও

তাহলে শুনে রাখো, তকদির তোমাকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলবে মনে হবে তুমি এক অন্ধকার গোহায় বা অতল এক গহব্বরে ফেসে গিয়েছ ভয়ংকর ভাবে, যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।চারিদিকে মাগরিবের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। এখনো নাছির সাহেবদের সোসাইটির মসজিদে আজান দেননি ইমাম সাহেব। আশে-

পাশে থাকা সোসাইটির মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আজানের করধ্বনি। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্র গতিতে কলিং বেলে চাপ দিচ্ছেন নাছির সাহেব কিন্তু কেউই দরজা খুলছে না। তাই রাগে, বিরক্তিতে, আর মশার কামড়ের জ্বালায় হুংকার দিয়ে ওঠলেন নাছির সাহেব।

“নাজমিন দরজা খুলো তাড়াতাড়ি, মাথা গরম আছে এমনিতে আর গরম করো না।নাছির সাহেব হুংকার, হুশিয়ারি বা আদেশের স্বরে বলা কথা কী বাগান ভেদ করে ডুপ্লেক্স বিশিষ্ট বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল তা নাছির সাহেব বোঝার চেষ্টা করলেন না। তিনি ওখানেই দাঁড়িয়ে নিশপিশ করা পা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যদি পারতেন

আজ এই গেইট টপকে বাড়ির ভিতর ঢোকতেন। তবে কিন্তু একটা থেকেই যায়! এভাবে বাড়িতে প্রবেশ করলে গেটের রঙে স্ক্রেচ পড়বে, আর তার জন্য খরচ করতে হবে এতগুলো টাকা। আর এই নাছির কখনো নিজের টাকা এমনি খরচ করে না। টাকা খরচ করার ভয়ে নাছির সাহেব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। টাকার বিষয় যদি

না আসতো তাহলে নাছির সাহেবকে জীবনে কেউ এই দেয়াল টপকানো থেকে আটকাতে পারত না।নাছির সাহেব রাগ থামানোর চেষ্টা করলেন, বাড়িতে এত রাগ নিয়ে প্রবেশ করলে নাজমিন বেগমের কাছ থেকে ঝাড়ি খেতে হবে। আর তার কারণ ও সে নিজে। এর আগেও যখন সুফি খাতুন ভালো পাত্রের সন্ধান দিতে পারেননি তাহলে কেন আবার

সুফি খাতুনের ওপর বিশ্বাস করে গেলেন উনি। এটা ভেবেই হাই-হুতাশ করে মরে যাচ্ছেন ভিতর ভিতর নাছির সাহেব। এবার নাছির সাহেবের নিজের ইচ্ছে হলো নিজের মাথাটা গেটে ধরে দুটো ধুমধাম করা বারি দিতে। যেই কথা সেই কাজ বারি দেওয়ার জন্য গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই মনে হলো আরে রঙ তো ওঠে যাবে, তার জন্য খরচ হবে

মোটা অংকের টাকা, আর এসব ছোটো-খাটো বিষয়ে সৈয়দ নাছির উদ্দিন টাকা খরচ করেন তাহলে সোসাইটিতে তার বদনাম হয়ে যাবে। সবার মুখের আলোচনা থাকবে, নাছির সামান্য একটা স্ক্রেচের জন্য হাতভর্তি টাকা খরচ করেছে।নাছির সাহেবের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে গেট খুলে গেল শব্দ করে। নাছির সাহেব শক্ত হাতে

গেটে লক করতে যাবেন, ধাক্কা মেরে সুফি খাতুন এসে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। ঠোঁট টেনে হাসলেন মৃদু। যা নাছির সাহেবের নিকট বিশ্রী ঠেকল। তিনি একপ্রকার মুখ ঝামটা দিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। সুফি খাতুন নাছির সাহেবের কাছ থেকে মুখ ঝামটা খেয়ে চোখ-মুখ উল্টে নিলেন। গেট লক করে বাড়িতে প্রবেশ করলেন

নাছির সাহেবের পিছু পিছু। ড্রয়িং রুমে পা দিতেই দেখলেন সোফার উপর শুয়ে আছে আহান। মুখের সামনে এক বাটি পপকন। আধুনিক ধাঁচের কিচেন কাউন্টারে বসে ইরহাম মুরগির লেগপিস খাচ্ছে, কড়মড় শব্দ করে।সুফি খাতুন ঢোক গিললেন লেগ পিসের দিকে তাকিয়ে। লোভী চোখে তাকিয়ে রইলেন ইরহামের হাতের দিকে।

ইরহাম সুফি খাতুনের এরুপ দৃষ্টি দেখে নাক কুঁচকে নিল উপরের দিকে। কিছুটা শাসিয়ে বলে ওঠে,”একদম আমার খাবারের দিকে নজর দিবে না দাদি। ওই যে, তোমার নাতি বসে পপকন খাচ্ছে ওসব খাও, এইগুলা আমার জন্য স্পেশালি মেজ মা বানিয়েছে।সুফি খাতুনের মুখ পাংশুটে বর্ণের ধারণ করল। ঠোঁট চোখা করে শ্বাস ফেলে

সোফায় বসলেন। এরমধ্যে নাজমিন বেগম মাথা থেকে পেঁচানো ওড়না খুলতে খুলতে ইরহামকে জিজ্ঞেস করলেন,”আব্বু আর কিছু খাবে তুমি?

ইরহাম দু-পাশে মাথা নাড়াল না ভঙ্গিতে। এর মধ্যে নাজমিন বেগমের চোখ গেল সুফি খাতুনের দিকে। না চাইতে ও এতক্ষণের ভালো থাকা মেজাজ খারাপ হয়ে

গেল। তিনি বুঝে পান না, ছোট এত ভালো আর ছোট এর মা এত খারাপ কীভাবে?নাজমিন বেগম নিজের মেজাজ খারাপ করতে চাইলেন না, তাই কিচেনে সিঙ্কে থাকা বাটিগুলো ধুয়ে রাখতে গেলেন। দু-হাতের হাতা গুটিয়ে নিতেই, ইরহাম বলে ওঠল,"একদম তুমি এখানে আসবে না, আমি ধুয়ে রাখব।

নাজমিন বেগম কথা শুনলেন না, হাতা গুটিয়ে এগিয়ে যেতেই ইরহাম লাফ মেরে কিচেন কাউন্টার থেকে নেমে নাজমিন বেগমকে ঠেলে বের করে দিল সেখান থেকে। কিচেনের দরজা লাগাতে লাগাতে শক্ত কণ্ঠে বলল,"তুমি কী চাও, তোমার মেয়ে আমাকে এসে পিটাক? উঁহু মেজ মা তোমার মতিগতি আমার কাছে ভালো ঠেকছে না।

নাজমিন বেগম ভেজানো দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,”কেন? ও তোমাকে কেন পিটাবে?

“আরে....কথাটা বলতে বলতে ইরহাম ভেজানো দরজা আবার খুলে নাজমিন বেগমের গলা পেঁচিয়ে ধরল। দু-হাতে গলা পেঁচিয়ে নিয়ে বলল,” উফ সুইটহার্ট বোঝার চেষ্টা করো, তোমার মেয়ে আমাকে বলে

গিয়েছে যে যে বাটিতে খাবো সেই বাটি যেন নিজ দায়িত্বে ধুয়ে রাখি, নাহলে ওই জল্লাদ মেয়ে বিনা পাউডারে আমাকে ওয়াশিং মেশিনে ফেলে ধুয়ে দিবে।নাজমিন বেগম মুখে হাত দিয়ে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইলেন,"সত্যি? ওই পাগল এসব বলেছে?

ইরহাম নির্দোষ ভঙ্গিতে মাথা দোলায়। দু-জনের একজন খেয়াল

করল না দূরে বসা সুফি খাতুন সূক্ষ্ম নজরে দু-জনের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর গালে হাত দিয়ে কোনো একটা বিষয় মিলাচ্ছেন।

এর মধ্যে গড়গড় করতে করতে নাছির সাহেব এসে হাজির হলেন ড্রয়িং রুমে। মুখ-চোখে স্পষ্ট রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। নাছির সাহেবের পিছু পিছু ইসরাত নেমে আসছিল, চোখ মুখে কী হয়েছে জানার উদ্বেগ?

প্রশ্নাত্মক চাহনি মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিতেই নাজমিন বেগম মাথা নাড়িয়ে পরে বলবেন বললেন।নাছির সাহেবের রাগ দেখে আঁচ করতে পেরেছিলেন নাজমিন বেগম কী হয়েছে? আর এখন তো পুরো পরিস্কার তার কাছে, যে সুফি খাতুন আবারো কোনো আধ বুড়ো নাহয় বয়স্ক লোক ধরে নিয়ে এসেছেন ইসরাতের জন্য। আর এজন্য

মহামান্য স্বামীর এত রাগ। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন নাছির সাহেবের কথা বলার অপেক্ষায়।

চুপচাপ দাঁড়াতে কোথায় পারলেন! ইরহাম পেছন থেকে উঁকি মারল প্রথমে ড্রয়িং রুমে, পরপরই নাজমিন বেগমকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা জিজ্ঞেস করল,"মেজ মা কী হয়েছে? মেজ আব্বু এরকম ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো হয়ে আছেন কেন?

নাজমিন বেগম মাথা কাত করে চোখ পাকালেন ইরহামকে। হাসি আটকানোর চেষ্টা করে মুখে মেকি রাগ এনে বললেন,”ইরহাম..!ইরহাম নিজের মাথা রাখল নাজমিন বেগমের কাঁধে। ঠোঁট উল্টে জিজ্ঞেস করল,”ইরহাম কী সুইটহার্ট?

“ফ্লার্ট করা বন্ধ করবে তুমি?

নাজমিন বেগমের প্রশ্নে ইরহাম দু-পাশে মাথা নাড়াল। তাদের

কথপোকথন সুফি খাতুন দূরে বসে ত্যাড়া চোখে দেখলেন। এর মধ্যে নাছির সাহেব কেটকেটে গলায় বললেন,”এই বুড়ো নিজাম শিকদারকে তুমি আমার মেয়ের জন্য পছন্দ করতে পারলে? তোমার উপর সামান্য বিশ্বাস করায়, বিশ্বাসের এই মূল্য দিলে তুমি ফুপি?

আহান পপকন খেতে খেতে ওঠে বসল। ইসরাতকে নিজের পাশে

বসার জায়গা করে দিল। ইসরাত বসল আহানের পাশ-ঘেঁষে শান্ত ভঙ্গিতে। তারপর দু-জন একসাথে বসে মুখে পপকন পুরতে শুরু করল।পপকন খেতে খেতে যখন পাত্র হিসেবে শুনল নিজাম শিকদারের কথা ছিটকে পপকন বের হয়ে আসলো মুখের বাহিরে। কেশে উঠল শব্দ করে। আহান হালকা হাতে ইসরাতের পিঠে হাত

বুলিয়ে দিতে লাগল, ইসরাতের মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে,”নিজাম দাদুকে, এই মহিলা আমার জন্য পছন্দ করেছে?

ইসরাতের নাক-মুখ কুঁচকে গেল। ইচ্ছে করল বুড়িকে ধরে কয়েকটা ধুপধাপ পেটাতে। ইসরাত শুধু মনে মনে ভাবতে পারল, কিন্তু করতে পারল না নিজের ব্যক্তিত্ব বোধের

বাহিরে বের হয়ে। এরপর কানে আসলো

সুফি খাতুনের অত্যন্ত কোমল স্বরে, যতটুকু স্বর নরম করলে একটা মানুষকে নিজের আয়ত্তে আনা যায় ততটুকু এনে বললেন," নাছির তুই রাগ করছিস কেন? আমি তো তোর মেয়ের ভালোর জন্য বলছি, আর লোকটার বয়স ও তো কম! একদম নাদান শিশু! তোর কাছে বুড়ো মনে

হলে তো আরো ভালো। দু-দিন পর মরে গেলে সব সম্পত্তি তোর মেয়ের হয়ে যাবে। আরাম আয়েশে দিন কাটাবে তোর মেয়ে। রাজ করবে রাজ... ওই ছেলেটার বাড়িতে।

নাছির সাহেব হতবিহ্বল। চেহারার অবস্থা বেহাল। শুভ্র বর্ণের চেহারা ধীরে ধীরে লাল টুকটুকে হতে শুরু করল। ইসরাতের ও সমান অবস্থা। রাগে নাকের পাটা বারবার ফুলছে

বাপ মেয়ের দুজনের।পাশে বসা আহান স্পষ্ট দেখল বড় আপির বারংবার পা দিয়ে মেঝেতে নখ খুঁটানো,দাঁতের সাথে দাঁত চেপে কটমট কটমট শব্দ করা, আর অতিষ্ঠ হওয়া চোখে তাকিয়ে থাকা। আহান গলা নিচে নামিয়ে বলল,”আরে আপি ভলকেনোর মতো ফোলা তোমার সাথে যায় না, ওইটা নুসরাত আপির সাথে যায়। এরকম

দাঁতের উপর অত্যাচার করলে কম বয়সে বুড়ি হতে হবে, পরে মাত্র একুশ বছর বয়সে তুমি দাঁত বিহীন হয়ে যাবে। সবাই তোমাকে ফোকলা বলে ডাকবে! আর এই ডাক কী আমি মেনে নিতে পারি, উঁহু না! আমার এত সুন্দর, কিউট, গুলু, লাল্টু, আপি এত তাড়াতাড়ি ফোকলা হতে পারে, সেটা আমি কীভাবে মেনে নিতে পারি? আর সেটা আমি

কেন মানব? উঁহু কখনো মানব না। আহান নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা শেষ করল। চোখ মুখ বন্ধ করে বাপ্পারাজের মতো বলে ওঠল, ফিসফিস করে,”না এ হতে পারে না, আমার আপি এত তাড়াতাড়ি ফোকলা হতে পারে না, আমি বিশ্বাস করিনা। আ আ আ!

নাছির সাহেব চোখের পলক না ফেলে হা করে চেয়ে রইলেন সুফি

খাতুনের দিকে কিৎকাল। এক আঙুল তুলে শাসাতে শাসাতে সুফি খাতুনকে বললেন,”ফুপি খবরদার এরুপ কথা আরেকবার যদি শুনি, তাহলে আমি নাছির নিজের ভদ্রতা তোমার প্রতি বজায় রাখব না। আমার মেয়ে কী নদীর জলে ভেসে এসেছে যে, আমি নিজাম চাচার সাথে ওর বিয়ে দিব। তোমার জঘন্য চিন্তা দেখে আমি স্পিচলেস। একটা

মানুষ কীরুপ চিন্তা করতে পারে তোমাকে না দেখলে আমি জানতামই না। আর সম্পত্তির কথা আসলে, আমার সম্পত্তি কী কম আছে? আর এসকল সব সম্পত্তি আমার অবর্তমানে আমার মেয়েরা পাবে। আহান হিহি করে হেসে উঠল। তখনই সবার চোখ আহানের দিকে ফিরে গেল। নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ প্রহরে ঘোরে গেল পুরো নাছির মঞ্জিল।

আহান ঢোক গিলে নিয়ে বলে,”স্যরি হাসার জন্য। আরেকটা স্যরি একটা কথা বলতে চাচ্ছি আপনাদের বড়দের মধ্যে। আই হেভ আ আইডিয়া মেজ আব্বু।

আহান কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঝটপট কণ্ঠে বলে উঠল,”আমরা এক কাজ করতে পারি নানির ভাষায় যিনি নাদান শিশু, আই মিন নিজাম দাদুর সাথে

নানির একটা সেট-আপ করে দিলে কেমন হয়? একদম মেইড-ফর-ইচ-আদার লাগবে দু-জনকে।আহান কোনো রকম কথা শেষ করে হা হা করে হাসতে লাগল। সাথে ইসরাত ও হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল আহানের গায়ে। ইরহাম হাসতে হাসতে মেঝেতে বসে পড়ল, পারে না সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খায়। একমাত্র

নাজমিন বেগম কোনোরকম হাসি আটকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বাচ্চাদের সাথে নিজে তাল মিলিয়ে হাসলে বিষয়টা খারাপ দেখাবে। নাছির সাহেবের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন নাছির সাহেব মুখে হাত চেপে ধরে হাসছেন। দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন নাজমিন বেগম, স্বামীর হাসাহাসিতে। এই লোকটা ধমক দিবে, তা না করে এদের সাথে বসে

দাঁত বের করে হাহা হিহি করে হাসছে।আরশ কখন থেকে হাসছে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে থেকে। নুসরাতের কাছে আরশের হাসিটা বিষের মতো লাগল। একটা মানুষের হাসি এত জঘন্য হয় কীভাবে তা একে না দেখলে কখনো নুসরাতের বিশ্বাস হতো না। নুসরাতের নিষ্প্রাণ চোখে আরশের দিকে তাকিয়ে রইল। তখনই কানে আসলো

গমগমে পুরুষালি স্বরে বলা কথা, যা তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে মানুষটা।

“সরে বসো মেয়ে! আর এভাবে তাকানোর কিছু নেই, আমার দিকে আপনার।

আরশের তীব্র গতিতে বলা কথায় নুসরাত এক মুহুর্তের জন্য কথা বলতে ভুলে গেল। নিজের জায়গায় অসাড় হয়ে বসে রইল নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তার এই এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আরশ লক্ষ করল, ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। চুপচাপ স্থির ভঙ্গিতে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল নুসরাতের সরে বসার অপেক্ষায়। নুসরাত সৌরভির দিকে চোখ ঘোরাতেই সোরভি বলল,"বেচারার গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, একটু হেল্প চাইছিল তাই আর কী হেল্প করতে এগিয়ে গেলাম। উনি আমাদের সাথেই

সিলেট যাবেন।নুসরাতের মুখটা নিমেষেই পাংশুটে বর্ণের ধারণ করল। তার মুখ দেখেই বোঝা গেল সে আশা করেনি এই লোককে এখানে। আরশ ভ্রু বাঁকিয়ে আদেশ দিয়ে বলল,"সরে বসুন।

নুসরাত সরে গেল। জায়গা করে দিল আরশকে বসার। আরশ নিজের লাগেজ পিছনে রেখে এসে বসল নুসরাতের পাশের সিটে। সামনের

সিটে বসেছে সৌরভি ড্রাইভারের সাথে। ধীরে ধীরে গাড়ি চলতে শুরু করল। আধ-ঘন্টা পার হলো নুসরাত, সৌরভি এমনকি আরশ টু শব্দ করল না। পিনড্রপ সাইলেন্ট পুরো কার জুড়ে। সৌরভি এবার নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল আরশকে,"ভাইয়া কী নিয়ে পড়াশোনা করছেন? আই মিন পড়াশোনা শেষ আপনার?

আরশ মোবাইল অফ বাটনে চাপ দিয়ে বন্ধ করে নিল। বন্ধ করার আগে দেড় কী দুই বছরের একটি মেয়ের মুখের ঝাপসা কিছু অংশ দেখা গেল। তারপর ঠুপ করে মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল। আরশ মোবাইল নিজের গলায় ঝুলানো ব্যাগে ঢোকাল। কিছুটা অন্যমনস্ক থাকায় সৌরভিকে আবার জিজ্ঞেস করল,”হ্যাঁ, কী বলছিলেন আপনি?

সৌরভি আবারো একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল,“আপনারা স্টাডি কম্পিলিট?

আরশ পুরুষালি ধারালো কণ্ঠে প্রশ্নের উত্তর দিল,

“জ্বি!

“আপনার সাবজেক্ট কী ছিল ভাইয়া?

সৌরভি আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়। চোখ-মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠছে উদ্দীপনা। আরশ দেখল মেয়েটার জ্বলজ্বল করা চোখের চাহনি। প্রশ্নের

উত্তর জানার আকাঙ্ক্ষা। এই বয়সে সকলেরই অজানা জিনিসের প্রতি কৌতূহল থাকে, তা দেখে হালকা হাসল আরশ। যা আলগোছে বিলীন হয়ে গেল দন্তপাটির নিচে। পুরুষালি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল সৌরভি করা প্রশ্নের," ইকোনমিক্স।সৌরভি এবার কোনো প্রশ্ন করার আগে আরশ জিজ্ঞেস করল,"নাম কী আপনার?

সৌরভি হাসি হাসি মুখ করে মাথা কাত করে তাকায়। আরশের দিকে তাকানোর আগে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকা নুসরাতের সাথে চোখাচোখি। নুসরাতের দৃষ্টি শীতল, বাজ পাখির ন্যায় শিকারি। সৌরভি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উত্তর দিল,"জ্বি সৌরভি শিকদার।আরশ মাথা নাড়াল বোঝার ভঙ্গিতে। এবার

সৌরভি জিজ্ঞেস করল আরশকে,” আপনার নাম কী ভাইয়া?

নুসরাত দু-জনের কথার ভিতর নির্লিপ্ত। সারাদিন পটর পটর করা নুসরাতের ভিতর কথা বলার কোনোপ্রকার উদ্দীপনা দেখা দিল না। আরশ রাশভারী কণ্ঠে বলল,” আরশ, সৈয়দ আরশ হেলাল।

নুসরাত মোবাইলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়। ঠিক বোঝা

গেল না, আরশের কথা তার কানে গিয়েছে কী না। সৌরভি অবাক চোখে তাকায় আরশের দিকে। ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে,”ভাইয়া, ও

সৌরভি সবকিছু গুলিয়ে ফেলল কথা বলতে গিয়ে। আরশ ভ্রু কুঞ্চিত করে। মাথা একটু আগায় সামনে, জিজ্ঞেস করে,”ও কী?নুসরাত

এতক্ষণের নির্লিপ্ততা ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে,

“ও কিছু না।

সৌরভি মুখ খুলতে নিবে নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়ায়। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ দেখায়। যা আড় চোখে লক্ষ করে আরশ। ঠোঁট টিপে এবার জিজ্ঞেস করে,” কী বলছিলেন বলুন আপনি?

সৌরভি হাসে। নিজের কথা এক নিমেষে গুছিয়ে নিয়ে বলে ওঠে,”ভাইয়া পৃথিবী কিন্তু গোল আবারো প্রমাণ হয়ে গেল। দেখুন আপনাদের বাড়ির একটু বিপরীতে যে বাড়ি ওইটা আমাদের বাড়ি।

আরশ কিছু বলে না, এবার সরাসরি নিজের দৃষ্টি ঘোরায় নুসরাতের দিকে। জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করে সৌরভিকে,”উনার নাম?

সৌরভি ঝটপট উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়, নুসরাত সৌরভির কথায় ফোড়ন কেটে বলল,”ময়না মির্জা।।
আরশ তড়াক করে নুসরাতের দিকে তাকায়, কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করে,”আপনার সাথে আমার আরো একবার দেখা হয়েছিল কী?
নুসরাত নির্লিপ্ত গলায়, কাঠকাঠ কণ্ঠে বলে,“জি না।
আরশ জিজ্ঞেস করে সৌরভিকে,

“ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবনা আপনার সৌরভি?

সৌরভি নম্র কণ্ঠে উত্তর করে,

“জি গৃহিনী হবো।

আরশ হাসে একটু। আবারো জিজ্ঞেস করে,

” পড়াশোনা কতদূর?

সৌরভি ঝটপট গলায় উত্তর দেয়,

“অনার্স ফাস্টইয়ার।

“ময়না মির্জা আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবনা?আরশের ঠাট্টার স্বরে করা প্রশ্নে নুসরাত ঠোঁট বাঁকায়, মৃদু কণ্ঠে বলে,” বিয়ে শাদি করব, বাচ্চা পয়দা করব, পাশের বাড়ির ভাবি,আন্টিদের সাথে বসে আরেক বাসার ভাবি-আন্টিদের নামে চুগলি করব। এই ভাবনা আমার।

আরশ নিজের চোখের উচ্চ পাওয়ারের চশমা খুলে হাতে

নেয়,গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে,”আমি এটা জিজ্ঞেস করিনি।

নুসরাত আরশের কথা কেটে দিয়ে ব্যগ্রতা নিয়ে জিজ্ঞেস করে,”তাহলে কী জিজ্ঞেস করেছেন আপনি?

আরশ নিষ্প্রাণ দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির করে, উদাসীন কণ্ঠে জানতে চায় আবার,”ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার জানতে চেয়েছি। আই মিন, ভবিষ্যৎ প্ল্যান কী?নুসরাতের ঠোঁটের

আগায় প্রশ্নের উত্তর ছিল মনে হয়ে। ঝটপট উত্তর দিতে গিয়ে একটু সময় থামল। তারপর এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে আগের মতো অবিচল কণ্ঠে বলল,”আমি রাস্তায় প্রতিবন্ধী সেজে বসে থাকব, আর আমার জামাই ভিক্ষা করবে। সাথে সাথে বলবে, আল্লাহ্ নবীজির নামে চারটা দিয়ে যান।

সৌরভি নিরর্থক অভিমত পোষণ করল। এই মেয়ে দ্বারা সব সম্ভব। হয়তোবা দেখা যাবে বেশি ঘাটাতে গেলে এর বেচারা ভবিষ্যৎ জামাইকে নিয়ে সত্যি সত্যি রাস্তায় নেমে গিয়েছে ভিক্ষা করতে। তাই সৌরভি নিজে ও ঠোঁটে জিপার এঁটে বসে রইল সামনের সিটে। আরশ ও আর কথা বলল না। অনেক কথা বলেছে আজকের জন্য, মুখে ব্যথা হয়ে

গিয়েছ তার। তাই মোবাইল আবার পকেট থেকে বের করে স্ক্রল করতে লাগল চুপচাপ।মাগরিবের আজান দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। আরশ সৌরভিদের গাড়ি একপাশে দাড় করিয়ে গিয়েছে দশ মিনিটের জন্য মসজিদে। গাড়ি থেকে নামার আগে পরণের ডেনিম জ্যাকেটটা রেখে গিয়েছে নিজের সিটের ওপর। সেখান থেকে ব্ল্যাক বেরির মিষ্টি গ্রাণ

সুরসুর করে প্রবেশ করছে গাড়িতে বসে থাকা দুই রমণীর নাসারন্ধ্রের ভিতর।

দীর্ঘ দশ মিনিট পর যখন আরশ ফিরে আসলো তখন দেখল নুসরাত ভুসভুস শব্দ করে ঘুমাচ্ছে সিটের মধ্যে। মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে। আরশ গাড়িতে বসে গাড়ির দরজা টেনে লাগিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে নুসরাতের মাথা টেনে

আনল সিটে, আলগোছে সিটের উপর রেখে দিল মেয়েলি মাথাটা। নিজের পিঠের পেছনের কুশন বের করে নিয়ে নুসরাতের মাথার নিচে দেয়, যত্নসহকারে।

আরশ নিজের চোখ নুসরাতের থেকে ফিরাতেই সৌরভির সাথে চোখাচোখি হয়। থতমত খেয়ে, ঠোঁট টিপল আরশ। তারপর একটু

সন্দেহি গলায় জিজ্ঞেস করল,”ও বিবাহিত?“জি না ভাইয়া।

আরশ এবার একটু ধীরতা নিয়ে,সন্দেহি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”আর ইউ সিউর সৌরভি?

এবার সৌরভি থমকায়। সত্যি তো সে নুসরাতকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি তাদের বাড়ি বিষয়ক প্রশ্ন। কখনো জিজ্ঞেস করেনি সে কী বিবাহিত নাকি অবিবাহিত!

সৈয়দ বাড়ির অভ্যন্তরে ঘটে চলা কোনো কিছু তার কাছে পরিস্কার নয়, আর নুসরাত ও কোনোদিন ইচ্ছা প্রকাশ করেনি বলার জন্য নিজের বাড়ির ভিতরে চলা সমস্যার। সৌরভি দ্বিধাদ্বন্ধে ভোগে। দ্বিধা নিয়ে নিজের নুয়য়েই যাওয়া চোখ তোলে। আমতা-আমতা করে বলে ওঠে,"আই ডোন্ট নো ভাইয়া। আমি কোনোদিন

জানতে চাইনি এই বিষয়ে ওর কাছে।

আরশ হাসল। আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না সৌরভিকে।

রাত গভীর হলো। রাস্তায় গাড়ি চলাচল ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল। গ্লাস ভেদ করে বাতাসে শো শো করে এসে প্রবেশ করল পুরো গাড়িতে।গাড়ি যখন সোসাইটির ভিতর ঢোকল, নুসরাত ধীরে ধীরে

চোখ খুলে তাকাল। মাথা একদিকে করতেই ম্যানলি পারফিউমের তীব্র ঘ্রাণ প্রবেশ করল নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে। চোখ ঝাপটাতেই বাহিরের ল্যাম্পপোস্টের তীক্ষ্ণ রশ্মি এসে লাগল চোখে। এক হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরল। তারপর আলো সয়ে আসতেই, ঘুম ঘুম কণ্ঠে সৌরভিকে জিজ্ঞেস করল,"চলে এসেছি?

তখনো নুসরাতের নাকে যাচ্ছে ব্ল্যাকবেরির মিষ্টিঘ্রাণ। ঘুম পুরোপুরি না কাটায় বুঝতে পারল না, পাশের ব্যক্তির কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। সৌরভি উত্তর দিল ধীরে সুস্থে নুসরাতের প্রশ্নের,"ম্যাডামের ঘুম শেষ?

নুসরাত উঠে বসতে বসতে নাকে হাত ডলল। নাকে নিশপিশ করছে কোনোকিছু। প্রশ্নের উত্তর দিতে

গিয়ে নাক-মুখ খিঁচে হাচ্চি দিয়ে ওঠল। মুখ থেকে হাত সরাতেই পাশ থেকে কেউ টিস্যু এগিয়ে দিল নাকের সামনে। নুসরাত তা নাকে চেপে ধরে পাশে তাকাতেই কালো মণিবিশিষ্ট পুরুষালি চোখের সাথে চোখের মিলন ঘটল। অতঃপর সেদিকে তাকিয়ে থেকে নুসরাত সৌরভিকে বলল,"আমাকে এখানে

নামিয়ে দেয়। আমি একা একা যেতে পারব।

সৌরভি অনিহা নিয়ে বলল,“আর একটু রয়েছে, সামনে গিয়ে নামবি।

নুসরাত শুনল না, সে এখানে নামবে বলছে মানে এখানেই নামবে। কারোর কোনো কথা শুনবে না, অজ্ঞতা ড্রাইভারকে সৌরভি গাড়ি থামানোর কথা বলল। ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই নুসরাত নিজের এয়ারপড,

ল্যাপটপের ব্যাগ, আর মোবাইল তাবা মেরে চেপে ধরে নেমে যেতে নিবে, আরশ জিজ্ঞেস করল,” বিবাহিত?

নুসরাত গাড়ির দরজার লক খুলে,গাড়ি থেকে নামতে নামতে উত্তর দিল,”না।

আরশ আবারো রাশভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,“বিবাহিত?

নুসরাত আবারো নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,

” না।

আরশ নিজের জায়গায় অটল থেকে, কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”বিবাহিত?

নুসরাত শীতল কণ্ঠে উত্তর দিল,

” না।

সৌরভি একবার আরশের দিকে একবার নুসরাতের দিকে শুধু

তাকাল। দু-জনের বিবাহিত প্রশ্নে আর না উত্তরে সে আটকে। আবারো সৌরভির কানে আসল কড়মড় করে আরশ জিজ্ঞেস করছে,”বিবাহিত?

নুসরাত গাড়ির দরজা আটকাতে আটকাতে বলল,

“জি না।

আরশ পুরুষালি উদ্বীগ্ন কণ্ঠে আবারো জানতে চায়, “বিবাহিত?

নুসরাত তেরছা গলায় বলে,” না।

আরশ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে। নুসরাতের দিকে একবার তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে,” আপনি কী বিবাহিত ময়না মির্জা?

আরশ শেষের কথাটা একটু টেনে টেনে বলল। যেন নুসরাতের নামের ঠাট্টা উড়াল।

নুসরাত ও কাঠকাঠ গলায় বলে,

“আমি পিউর সিঙ্গেল ভাইয়া। আপনার আমাকে দেখেই বোঝা উচিত।

আরশের ঠোঁটে হাসি ফোটে উঠে। যা গাড়ি অন্ধকার থাকার ধরুন বোঝা মুশকিল হয়। আরশ তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চায়,”শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি মিস ওর মিসেস বিবাহিত কিনা? পরেরবার উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকবে, কিন্তু

উত্তর দিতে পারবেন না ময়না মির্জা।আরশের কণ্ঠে অদৃশ্য কোনো কিছু অনুভব করল নুসরাত। তবুও নিজের ধীরতায় অটল থেকে রগরগে গলায় উত্তর দিল,"আমি অবিবাহিত, অবিবাহিত, অবিবাহিত। হয়েছে? এবার আমি যাই।

আরশ ল্যাম্পপোস্টের ঘোলাটে আলোয়, নির্বিকার চোখে, ধৈর্য ধরে বসে নুসরাতের মুখের পরিবর্তন

দেখল কীরকম হয়েছে তার করা প্রশ্নে। উত্তর দেওয়ার সময় ঠোঁট নাড়ানো, কপাল কুঞ্চিত হওয়া, নাকের পাটাতন থেকে ঘাম মুছে নেওয়া, অতীষ্ঠ হওয়া, এমন কী তার ওপর বিরক্ত হয়ে শক্ত হাতে দরজা লাগানো।

আরশ বন্ধ গাড়ির দরজার দিকে চেয়ে, চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। চোখ বন্ধ করে

পিছনের দিকে মাথা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠল, “I liked your blunt answer in a dengerous way. আপনার প্রতি জানার কৌতূহল আরো একটু বেড়ে গেল ময়না মির্জা। শুধু সত্যটা জানতে দিন, একটু কনফিউশান রয়েছে আপনার প্রতি সেটা দূর হোক, তারপর বুঝিয়ে ছাড়ব আমি আরশ হেলাল কী! দোয়া করুন, আমি যাকে ভাবছি

আপনি যেন সে না হোন, আপনি যদি সে হোন, you are totally doomed Mrs syed arosh.নিজের স্টাডি রুমে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বসা এক চওড়া শরীর বিশিষ্ট পুরুষ। বয়স তার ত্রিশের কোঠায় কিন্তু এখনো অবিবাহিত। পছন্দসই কোনো রমনী না পাওয়ায় ত্রিশ বছরের এই জীবনে এখনো সিঙ্গেল সে। গম্ভীর মুখো ভঙ্গি করা

তার, চোখে-মুখে তীক্ষ্ণতা। চোখ স্থির সামনের ল্যাপটপের দিকে। ঠোঁটে ক্ষূর হাসি লেগে আছে সামান্য। ল্যাপটপের কিবোর্ডে আঙুল চালাতে চালাতে এক সময় তার হাত থামে। বিরক্ত হয় নিজের প্রতি। বাঁ-হাতের তালুতে কপাল ঠেকিয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বসে। চোখ বন্ধ করতেই ভেসে ওঠে ওভাল আকৃতির একটা মুখ। গাল গুলো হালকা ফুলো ফুলো,

মেয়েলি উঁচু সরু নাকের বাঁ-পাশে ছোট্ট একটি নোজ রিং।চোখের পাপড়ি গুলো ঘন কালো, কিন্তু অতোটা লম্বা নয়। নাহিয়ান আবরার পূর্বের জানা মতে মেয়েদের চোখের পাপড়ি লম্বা হয়, তাহলে এই মেয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা কেন! বদ্ধরুমে বসে থেকে থেকে নাহিয়ান হেসে উঠল হু হা করে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর নিজের হাসি থামিয়ে আগের মতো

গম্ভীর হয়ে গেল। রুমে প্রতিধ্বনি হওয়া হাসির তীক্ষ্ণ শব্দ গায়েব হয়ে গেল এর কিছু মিনিট পর। নাহিয়ান উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতেই ভেসে উঠল পুরুষালি শক্তপোক্ত শরীর। ড্রপ সোল্ডার টি-শার্ট পরণে থাকায় হাতের বড় বড় মাসাল গুলো ভাসছে স্পষ্ট। সাদা রঙের গ্যাবাটিনের প্যান্টটা নিচের দিকে গুটিয়ে ঠাখনুর উপর রাখা। শুভ্র বর্ণের শরীরটা

নজরকাড়া সুন্দর। টু-ব্লক-হেয়ার-কাটটা নাহিয়ানের মুখের সাথে মানানসই। ছয় ফুট লম্বা পুরুষটাকে এই হেয়ারকাটে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। থুতনিতে হাত বোলায় নাহিয়ান। হাতে খোঁচা লাগে ছোটো ছোটো দাড়ির। হাত বোলাতে বোলাতে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে আবারো নিজের রিডিং টেবিলে বসে গেল সে। হাতগুলো মুখের

সামনে তোলে ধরতেই বাহির থেকে ঠুকঠুক করে শব্দ আসলো। নাহিয়ান গম্ভীর পুরুষালি ধারালো কণ্ঠে বাহিরর মানুষের উদ্দেশ্যে বলল,"কামিং, মিস্টার শেখর রায়। নাহিয়ানের ধীরতা নিয়ে লোকটাকে ডাকা দেখে বোঝা গেল এতক্ষণ উনার অপেক্ষায় এই স্টাডি রুমে বসে সে।

শেখর রায় অনুমতি পেতেই ভিতরে প্রবেশ করলেন। হাতে উনার একদলা কাগজের স্তুপ। রিডিং টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই নাহিয়ান হাত দিয়ে দেখাল সামনের চেয়ারে বসার জন্য। শেখর রায় চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। কাগজ বললে ভুল, মোটা মোটা দুটো ফাইল রাখেন কাচের টেবিলের উপর মিস্টার শেখর। নাহিয়ান ফাইলগুলো দেখেই

নিজের রিডিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে ছোট্ট লেন্সের এক জোড়া কালো ফ্রেমের চশমা বের করে। চোখে এঁটে নিয়ে নাহিয়ান তার পুরুষালি গম্ভীর চিত্তে বজায় রেখে বলে,"What's the girl's name, Mr. Shekhar Roy?

শেখর রায় চোখ নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে বলে উঠেন,"সৈয়দা নুসরাত নাছির।

কাগজের স্তুপের দিকে নাহিয়ান চোখ বোলাতে বোলাতে বলল,”এইয ?

শেখর উত্তর দিলেন,“নাইন্টিন।

নাহিয়ানের মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো পারফেক্ট। ফাইলগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে আবারো একই ধীরতা নিয়ে পুরুষালি পুরু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”ওয়েট?

শেখর আবারো নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললেন,

“জি স্যার, ফোর্টি এইট।

নাহিয়ান এবার চোখ তুলে তাকায় শেখর রায়ের দিকে। ঠান্ডা কণ্ঠে জানতে চায়,”বিবাহিত নাকি অবিবাহিত?

“স্যার এই বিষয়ে কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি এখনো। কারণ অনেকেই বলছে বিবাহিত আবার অনেকে বলছে ম্যাম অবিবাহিত। নাহিয়ান মাথা দোলাল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে

মিস্টার শেখরকে উদ্দেশ্য করে শক্ত গলায় বলে,” এখন আপনি আসতে পারেন মিস্টার শেখর। আবার প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাব। এন্ড আপনাদের ম্যাডামের দিকে নজর রাখবেন। প্রতিটি সেকেন্ডে কী কী করছেন তার এক একটা সূক্ষ্ম ইনফরমেশন আমি চাই।

মিস্টার শেখর ওকে স্যার বলে উঠতে যাবেন এর মধ্যে, নাহিয়ান

আবার ডেকে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে,”মিস এর ইনফরমেশন বের করতে তিনদিন কেন সময় লাগল আপনাদের?

মিস্টার শেখর কিছুটা ভরকে গেলেন। মৃদু কণ্ঠে ডেকে উঠলেন,”স্যার..

নাহিয়ান ঠোঁট টিপল। কপালে ভাঁজ ফেলে গমগমে পুরুষালি হাস্কি গলায়,

শাসনো কণ্ঠে বলল,”স্যার.. আমি শুনতে চাইনি মিস্টার শেখর। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাইছি আপনার কাছে।মিস্টার শেখর ঢোক গিললেন। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন,”স্যার আপনি বলেছিলেন ম্যামের বাসা বাহ্মণবাড়িয়া। গত দু-দিন যাবত আমরা সবাই উনার খোঁজ করেছিলাম সেখানে, কিন্তু কোনো সন্ধান পাইনি। এরপর জানা

গেল যে, ম্যাম ওখানে বেড়াতে গিয়েছেন, উনি ফ্লাইটে বা ট্রেনে করে যাননি, বায় রোড গিয়েছিলেন, এজন্য একটু সময় লেগেছিল ম্যামের খোঁজ পেতে।

নাহিয়ান ক্ষূর চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে মিস্টার শেখরকে,"ম্যাডামের বাসা কোথায়?

মিস্টার শেখর অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে জানান,

“সিলেটে।সকাল ছয়টা। সৈয়দ বাড়ির বাগানে বসে আছে ইসরাত চোখ বন্ধ করে। একবার নাক বন্ধ করে সকালের শীতল বাতাস আরোহণ করছে নিজের মধ্যে। আবার শ্বাস ফেলে নিজের ভিতরের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দিচ্ছে। এক-সময় এরকম করতে করতে নাক বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটার। অক্সিজেনের সূক্ষ্মতা

অনুভব করতেই চোখ খুলে তাকাল। চোখের উপর কালো কিছুর আবরণ দেখে ভরকে গেল। ভরকে গিয়ে চিৎকার করতে যাবে এর মধ্যে নুসরাতের গলার স্বর ভেসে আসলো।” ভাই এখানে বসে কী করছিস? বাইরে গিয়ে কুংফু কর তাহলে একদিন রোগা-পাতলা হয়ে যাবি পাতলুর মতো।

নুসরাত কথা শেষ করে এক হাতে সামনে এনে হু হা করতে শুরু করল। ইসরাত নিজের মুখের উপর থেকে জিনিসটা সরাতেই চোখে ভাসল আন্ডারওয়্যার। ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে যাবে নুসরাত বলল,"বোন আমার থাম, এভাবে বমি-টমি করে আমার এত সুন্দর বাগান নষ্ট করিস না। এটা আমি গত সপ্তাহে লোকাল বাজার থেকে

ফকফকা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে তোর জন্য স্পেশালি কিনেছি, যাতে তুই এতে সর্দি মুছতে পারিস। বল একদম ভালো কাজ করেছি না? তুই তো আবার লোকাল জিনিস ইউজ করিস না, ব্রারান্ডের মাল ইউজ করিস।

নুসরাত কিছুটা টেনে টেনে বলল শেষের কথা। ইসরাত চোখ তুলে নুসরাতের দিকে তাকায়, যে হাসি

হাসি মুখ করে ইসরাতকে অবলোকন করছে। দ্বিধা ভরা কণ্ঠে সত্যতা যাচাই করতে জানতে চায়,”সত্যি?নুসরাত বিরক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে ইসরাতের দিকে। টেনে মাদুর থেকে তুলতে তুলতে বলে,”আমার মা, আমি মিথ্যা কথা বলিনা তুই জানিস না? আমি কী তোর মতো একটা বোকা মেয়েকে মিথ্যা কথা বলতে পারি?

নুসরাতের কথা শেষ হতেই ইসরাতের হাতের গাট্টা লাগে তার মাথায়। ইসরাত কাঠকাঠ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাস না? তুই আর মিথ্যা দু-জন একে অপরের খালাতো ভাই-বোন।

নুসরাত ইসরাতের মাথা হাতে দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বলে উঠে,”এত সত্যি কথা বলতে নেই, চল পার্কে একটু

হাঁটা-হাঁটি করে আসি।ইসরাত যেতে চাইল না, নুসরাত এক প্রকার টেনে নিয়ে গেল বাড়ির বাহিরে। অজ্ঞতা না চাইতে ও যেতে হলো নুসরাতের টানাটানি কাছে হার মেনে নাছির মঞ্জিলের বাহিরে। সৈয়দ বাড়ির পার হওয়ার সময় দেখা হলো হেলাল সাহেবের সাথে। ইসরাত মৃদু কণ্ঠে সালাম দিল। হেলাল সাহেব সালাম নিয়ে তা আবার ফিরিয়ে দিলেন।

নুসরাতের এতটুক সময় নেই, সে কোনোরকম সালাম করে ভাগল সেখান থেকে বড় বড় পা ফেলে। নিজাম শিকদার নিজের বারান্দা থেকে জিনিসটা লক্ষ করে বিড়বিড় করে আওড়ালেন,"বেয়াদব মেয়ে।

পার্কের ভিতর প্রবেশ করতেই দেখা হলো ইরহামের সাথে নুসরাতের। ইসরাত ততক্ষণে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে নুসরাতের থেকে। ইরহাম

নুসরাতকে দেখতেই দৌড় দিয়ে আসলো দু-হাত মেলে। নুসরাত ও দৌড় মেরে গিয়ে ঝাপটে জড়িয়ে ধরল। ইরহামের পিঠে নুসরাত হাত বোলায়। দু-জন এক সাথে হেসে ওঠে অনেকদিন পর দেখা হওয়ার জন্য। ইরহাম মিনমিন করে জিজ্ঞেস করে,”ভাই কবে আসছত বাড়িতে?

নুসরাত ইরহামের কাঁধ চেপে ধরে পার্কের ভিতরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে,”গতকাল রাতে।

ইরহাম অবাক কণ্ঠে বলে ওঠে,“তোকে একটা কথা জানাতেই ভুলে গিয়েছি।

নুসরাত অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ” কী?

“ছোট ভাইয়া ও বাম্মণবাড়িয়া ছিল এতদিন, আর গতকালই এসেছে।

নুসরাত ইরহামের কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”বল তোর দিন কাল কেমন কাটছে?

দু-জন কথা বলে বলে পার্কের অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যায়। কিন্তু ইরহামের সাথে হাঁটতে আসা সুফি খাতুন তীক্ষ্ণতা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন দু-জনের গলা পেঁচিয়ে হাঁটার দিকে। দু-জন দু-জনের সাথে এত

মাখামাখি ভাব তিনি মোটেও মেনে নিতে পারলেন না।দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফন্দি আঁটলেন কীভাবে কথাটা ঝর্ণার কানে তোলা যায়। এবং সেই বুদ্ধি আসতেই উল্টো পথে ফিরে হাঁটা ধরলেন। শুভ কাজে দেরি কীসের! এক্ষুণি ঝর্ণার কাছে গিয়ে আলাপ বসাবেন এবং এটা ভালোভাবে জেনে আসবেন, প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের এভাবে ঢলাঢলি

করতে দেন কেন উনারা? কোনো কী দায়িত্ব-জ্ঞান নেই উনাদের ভিতর! চ্যাহ চ্যাহ তার তো চোখই নাপাক হয়ে গেল। কী জঘন্য জিনিস দেখে ফেলেছেন আজ। সুফি খাতুন নাছিরের কানে কথা তুলবেন ভেবে ও বাদ দিলেন। নাছির গতকাল যা অপমান করেছিল তা কী কম! আর এই বেটার কথা ছাড়া নাছির এক পা হাঁটে না, তা সুফি খাতুন ভালো

করে জানেন। তাই নিজেকে অপমান করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুফি খাতুন নাছির মঞ্জিলে না যাওয়াই ভালো মনে করলেন। আর আরো একটা জিনিস তিনি কোনোদিন ভুলবেন না। মরার আগ পর্যন্ত মনে রাখবেন নাছিরের সেই অপমান।পার্কের ভিতর নুসরাতকে খুঁজে না পেয়ে ইসরাত ফিরে গেল বাড়ির দিকে। রাস্তার পাশ ঘেঁষে

বেড়ে ওঠা সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে থাকা একটি ছোট্ট বিড়ালের সাথে দেখা হলো ইসরাতের। ইসরাত বিড়ালটা কোলে তুলে নেয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় যত্ন সহকারে। হাত বোলাতে বোলাতে নিজের হাতের সাথে মাফ-ঝুক নেয়। তার হাত থেকে ও ছোটো বিড়ালটা। তখনই নিজের পেছন থেকে ভেসে আসে স্পষ্ট জায়িনের গলার

আওয়াজ,”ইসরাত বিড়াল পরিস্কার নয়, আপনি কেন বিড়ালটিকে পরিস্কার না করে স্পর্শ করছেন? ইসরাত কেঁপে উঠল গমগমে পুরুষালি পুরু কণ্ঠে। নিজের পিছন থেকে ভেসে আসছে পুরুষালি গলাটা। কপাল কুঞ্চিত করে ভাবে, আগে বলে দিলেন না কেন? তাহলে তো পরিস্কার করে স্পর্শ করতাম। মনের কথা মনে রেখে জায়িনের মুখ

দেখার জন্য ঘাড় বাঁকায় সামান্য, অক্ষিকোটরে ভাসে পুরুষালি শুভ্র বর্ণের মুখ। জায়িন ঠোঁট জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে, বিড়ালটাকে ইসরাতের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। আবারো ঘাসের উপর বিড়ালটকে রেখে দেয়। তারপর পকেটে হাত ঢোকায়। কিছু একটার খোঁজ করে পকেটে হাতায়। হাতে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর স্পর্শ পেতেই মুঠোয় পুরে

নেয়।ইসরাত কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল জায়িনের দিকে, জায়িন জিনিসটার মুখ খুলে ইসরাতের হাতে স্প্রে করতে করতে বলে ওঠে,”ও এখনো ছোট তাই ওকে এখানে রাখুন, বড় হলে নিয়ে যাবেন নিজের বাসায়।

ইসরাত মেনে নেয়, শান্ত ভঙ্গিতে জায়িনের কথা। চুপচাপ চলে যেতে নিবে জায়িন হাত টেনে ধরে।

ইসরাত প্রশ্নাত্মক চাহনি ছুঁড়ে দিতেই জায়িন বলে,” বাসায় গিয়ে হাত ভালো করে পরিস্কার করে নিবেন।

ইসরাত নিজের হাত ছাড়ায় না জায়িনের হাত থেকে। পুরোপুরি শরীর ঘুরিয়ে পিছনে ফিরে। দু-হাত আড়াআড়ি বুকে বেঁধে নিয়ে জিজ্ঞেস করে,”আপনি যে একজন কার্ডিলজিস্ট সেটা বারংবার আমাদের বুঝাতে হবে না! আমি

জানি কীভাবে নিট এন্ড ক্লিন থাকতে হয়!

জায়িন জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। ইসরাতের হাত আরেকটু বল প্রয়োগ করে চেপে ধরে বলে ওঠে,"আমি সেটা বলেনি ইসরাত আপনাকে।"আপনি যাই বলুন, আপনার কথার শুরু হয় ডিসিপ্লিন দিয়ে, আর শেষ হয় ও ডিসিপ্লিন নিয়ে।

ইসরাত শীতল কণ্ঠে বলল। কথা শেষ করে নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই জায়িন ইসরাতের কব্জি চেপে ধরল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল,” লাফ-ঝাপ করছেন কেন ইসরাত? আপনি না শান্ত, ভদ্র মেয়ে? তাহলে শান্ত, ভদ্র, সুশীল মেয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন আমার সাথে।

ইসরাত ব্যগ্রতা নিয়ে জায়িনের প্রশ্নের উত্তর দেয়,

“সেটা আমি জানি মিস্টার। এবার আমার হাত ছাড়ুন, নয়তো আমি চিৎকার করব।

জায়িন দু-কাঁধ উচায়। নির্লিপ্ত চোখে ইসরাতকে উপর থেকে নিচে অবলোকন করে নির্বিকার কণ্ঠে বলে ওঠে,”তো চেঁচান না! আমি কী ভয় পাই নাকি আপনার চেঁচানো!

ইসরাত আঙুল তুলে শাসানোর জন্য, জায়িন নিজের আঙুল দ্বারা আলগোছে তা নামিয়ে দেয় নিচের দিকে। ঠান্ডা গলায় বলে ওঠে,” ইসরাত মুখের সামনে তর্জনী আঙুল তোলা আমি মোটেও পছন্দ করিনা। নেক্সট টাইম করবেন না এটা।

ইসরাত সরু চোখে দেখে জায়িনকে। ক্ষূরতা নিয়ে বলে,“তা আমার দেখার

বিষয় নয়,আপনাকে কী বিরক্ত করে আর কী না করে!

জায়িন ইসরাতের কব্জি একটু শক্ত করে চেপে ধরে অন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে,”অবশ্যই। কারণ আমার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আপনার উপর নির্ভর করে।

ইসরাত চেঁচাতে যাবে, জায়িন ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল,”চুপ, একটা শব্দ নয় ইসরাত।

ইসরাত মুচড়ে নিজের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলে ওঠে,”আমি কিন্তু চেঁচাবো বলছি, ছাড়ুন আমার হাত।

“তো চেঁচান! আমি না করেছি নাকি! এতে কিন্তু আপনারাই লস।

ইসরাত প্রশ্নাত্মক চাহনি নিয়ে জায়িনকে জিজ্ঞেস করে,

“কীভাবে?“দেখুন ইসরাত আপনি চিৎকার করবেন, মানুষ আসবে

আপনাকে বাঁচাতে, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি কেন আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি? আমি সোজা উত্তর দিব আপনি আমার বউ বারো বছর আগে বিবাহ করে রেখে গিয়েছিলাম এখন বউ বিবাহ মানছে না, তাই বউকে আমার ভাষায় বুঝাতে একটু ওই দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

ইসরাত উপর নিচ মাথা নাড়াল জায়িনের কথায়। আবার তড়াক করে জিজ্ঞেস করল,” কিন্তু প্রমাণ কোথায় আপনি আমার স্বামী?জায়িন হাসল। ইসরাতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,”আমাকে এত বোকা ভাববেন না ইসরাত, আমি মাঠে খালি হাতে নামিনি। বেট-বল, স্টাম্প, প্লেয়ার, আম্পায়ার সব নিয়েই নেমেছি।

“আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি? ইসরাত রিনরিনে গলায় বলে ওঠে। জায়িন ইসরাতের মাথায় হাত দিয়ে টোকা দিয়ে বলে,”বোকা ইসরাত! আমার কথার মধ্যেই উত্তর আছে, আপনি কষ্ট করে জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খুঁজে নিন।ইসরাত জায়িনের চওড়া পুরুষালি পৃষ্ঠদেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। নাকে ম্যানলি পারফিউমের কড়া ঘ্রাণের সাথে

পুদিনাপাতার আর কোলনের ঘ্রাণ আসছে। ইসরাত চোখ বন্ধ করে মিষ্টি সেই ঘ্রাণটা টেনে নেয় নিজের ভিতর।

জায়িন পিছনে ইসরাতকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে, মনে করে পালানো চেষ্টা করছে মেয়েটা। তাই ঘাড় ঘুরিয়ে তড়াক করে তাকায় পিছনে। ইসরাত তখনো নিজ জায়গায় স্থির দাঁড়িয় থেকে মিষ্টি সেই ঘ্রাণটা টেনে

নিচ্ছে নিজের ভিতর। জায়িন স্থির দাঁড়ানো ইসরাতের দিকে এক পা এগিয়ে যায়, তারপর দু-পা, তারপর তিন পা, এরকম করে একদম ইসরাতের সন্নিকটে চলে আসে। টানটান হয়ে দাঁড়ানো জায়িন সামান্য গ্রীবা বাঁকিয়ে নিজের মুখ ইসরাতের মুখের কাছে নিয়ে আসে। রেড চেরির মতো লাল বর্ণের পুরুষালি ঠোঁট জোড়া নাড়িয়ে নাড়িয়ে শীতল

কণ্ঠে ইসরাতে শোনার মতো করে বিড়বিড় করে আওড়ায়, “হাজারো বছর আপনার দিকে
তাকিয়ে থাকলেও, আমার চোখের তৃষ্ণা কখনোই মিটবে না...!”
সকাল দশটা বেজে ত্রিশ মিনিট। দো-তলার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিল আরশ। ড্রপ সোল্ডার টি-শার্টের জায়গায় জায়গায় ভাঁজ পড়ে আছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো ভঙ্গিতে পড়ে

আছে কপালের উপর। আরশ দু-হাত উপরের দিকে তুলে ঘাড় চেপে ধরে। দু-পাশে মাথা ঘোরাতেই মটমট করে শব্দ হয়। কাঁধ একপাশে কাত করে নিচে নামতে নামতে লিপি বেগমকে উদ্দেশ্য করে হাক ছুঁড়ে,"মাম্মা নাস্তা দাও?

হেলাল সাহেব ড্রয়িংরুমে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। আরশের গলার আওয়াজ শুনে গোল গোল

চোখে সামামে তাকান, মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”কখন এসেছ? আরশ ডায়নিং এর দিকে যেতে যেতে থেমে যায়। আবার পেছন ফিরে এসে বসে হেলাল সাহেবের সামনের কাউচে। আরাম করে বসে ধীরে সুস্থিরে সালাম দেয় হেলাল সাহেবকে। তারপর উত্তর করে প্রশ্নের,”জি, গতকাল রাতে।

হেলাল সাহেব মাথা নাড়ালেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন,”অনিকা কে নিয়ে আসোনি? আরশ কপালে ভাঁজ ফেলল। মনে করার জন্য মাথায় চাপ প্রয়োগ করল। মনে মনে ভাবল, অনিকাটা আবার কে? কিন্তু অনিকা নামক কারোর সন্ধান নিজের মস্তিষ্কে খুঁজে পেল না। তাই ভ্রু কুঁচকে অবহেলা নিয়ে হেলাল সাহেবকে জিজ্ঞেস

করল,”অনিকা কে?হেলাল সাহেব আঁতকে উঠেন। এই ছেলে বলে কী, অনিকা কে চেনে না!

আরশ তখনো প্রশ্নাত্মক চাহনি নিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে। হেলাল সাহেব গর্জে ওঠার মতো করে বলে উঠলেন,”অনিকা চেনো না মানে কী? সেদিন তো বলে দিলাম ওকে সাথে নিয়ে আসতে।

আরশ বিটকেল মার্কা একটা হাসি দেয়। ভ্রুক্ষেপহীন গলায় জানতে চায়,”বলেছিলেন? মনে পড়ছে না কেন?

হেলাল সাহেব ঠাট্টার স্বরে বলে উঠলেন,

“এসব মনে থাকবে কেন? মনে থাকবে তো ওই মেয়ের কথা!

আরশ হেলাল সাহেবকে শেষের কথা মিনমিন করে বলতে দেখে

জিজ্ঞেস করে,”পাপা কী মিনমিন করছেন?

হেলাল সাহেব কিছু বললেন না। তারপর তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করেন,”এতদিন তাহলে কোথায় ছিলে?

আরশ নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দেয়,“ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

হেলাল সাহেবের কপালে তিনটা গাঢ় ভাঁজ পড়ে। তিনি শুধু পারছেন না,

আরশকে ধরে দুটো লাগিয়ে দিতে। শ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, এসির পাওয়ার বাড়িয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন,"সেটা আমি জানি, কিন্তু কোথায় থেকেছ এতদিন?

আরশ নিজের থুতনিতে হাত বোলায়, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরতেই গালের মাঝ বরাবর ছোট্ট একটা

গর্তের সৃষ্টি হলো। পুরুষালি পুরু কণ্ঠে উত্তর করে,”হোটেলে।

ছোট্ট করে উত্তর করল, যাতে হেলাল সাহেব আর কোনো প্রকার প্রশ্নের তীর তার দিকে ছুঁড়ে দিতে না পারেন। কিন্তু হেলাল সাহেব তো থেমে যাওয়ার লোক নয়, পরপর আবার জিজ্ঞেস করলেন,” তাহলে এতদিন কী

করছিলে?“ঘুরেছি,ফিরেছি,খেয়েছি, ঘুমিয়েছি।

ঝটপট উত্তর দিয়ে মুখ বন্ধ করে নিল।

হেলাল সাহেব বিরশ কণ্ঠে বললেন, ” ওখানে গিয়ে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেছ?

“প্রয়োজন বোধ মনে করিনি।

হেলাল সাহেব ফুস করে শ্বাস ফেললেন। মুখ বারবার সংকুচিত

প্রসারিত করলেন। আরশ তীক্ষ্ণ চোখে দেখল বাবার মুখ সংযত রাখার ক্ষীণ চেষ্টা। হাত তোলে ডায়নিং এর দিকে ইশারা করে অতিষ্ঠ হওয়া গলায় বললেন,"আমার সামনে থেকে যাও, এক্ষুণি তুমি। মাথা গরম করো না, তোমার মুখ দেখেই রাগ উঠছে।

আরশ অবিলম্বে উঠে দাঁড়াল। জিহ্বা দিয়ে গাল ঠেলে নিয়ে ব্যগ্রতার সাথে

বলল,”তো আমি কী মরে যাচ্ছি, আপনার সামনে থাকার জন্য? আজব তো!হেলাল সাহেব আরশের কথা শুনে ভেংচি কাটলেন। বাচ্চাদের মতো আরশকে ভেঙ্গিয়ে বললেন,”আমি জানতাম তোমরা দু-জন দেশে আসতেই নিজেদের রঙ পাল্টে ফেলবে, আর তাই হলো। একজন তো এসেই দেখানো শুরু করেছে, আর এখন তুমি দেখাচ্ছ।

আরশ হেলাল সাহেবের কোনো কথা না শোনার ভঙ্গিতে করে, চলে গেল ডায়নিং এর দিকে। ক্লিন সেভ করা ধারালো থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে কিছু একটা ভেবে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। যার ক্ষীণ রেখা হিসেবে ঠোঁটের একটু উপরে সুতো পরিমাণ গর্তের সৃষ্টি হলো।ঝর্ণা বেগম নিজের রুমের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখছিলেন। বাহিরে থেকে

ঠুকঠুক করে শব্দ আসতেই হাত থেমে গেল উনার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে নিলেন সুন্দরভাবে। মাথা নিচু করে গিয়ে দরজার নব ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। একটু ফাঁক করতেই ঝর্ণা বেগমের অক্ষিকোটরে ভাসল সুফি খাতুনের মুখ, আর তা দেখেই মাথায় চলে আসলো হাজারো চিন্তার বাহার। সুফি খাতুন সচরাচর আসেন

না এদিকে, সারাদিন পড়ে থাকেন নাছির মঞ্জিলে। আজ হঠাৎ উনার উদ্ভব নিজের রুমের সামনে দেখে উদ্ভট লাগল তার কাছে। তাই জিজ্ঞেস করলেন ঝর্ণা বেগম,"হঠাৎ এখানে ফুপি, কোনো প্রয়োজন আপনার?

ঝর্ণা বেগম কথা শেষ করার আগেই ঠেলে ভিতরে ঢোকে গেলেন সুফি খাতুন। ঝর্ণা বেগম কিছুক্ষণের জন্য

থমকে গেলেন নিজ জায়গায়। এটা কোন ধরনের ব্যবহার। তারপর আবার নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, এই ব্যবহারই সুফি খাতুনের কাছ থেকে আশা করা যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে গিয়ে বসলেন বিছানায় সুফি খাতুনের পাশে। মৃদু কণ্ঠে আবারো জিজ্ঞেস করলেন,"কোনো সমস্যা ফুপি?সুফি খাতুন হা-হুতাশ করে বললেন,

“সমস্যা বলে সমস্যা, বিরাট সমস্যা। ঝর্ণা বেগম অজানা কোনো খারাপ জিনিসের পূর্বাবাস পেলেন। তাই এক নিমেষে মুখ কাঁদো কাঁদো করে ফেললেন। ধড়ফড় করা বুক নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,” কী হয়েছে ফুপি? ইরহাম কোনো খারাপ কাজ করছে?

সুফি খাতুন মায়া নিয়ে তাকালেন ঝর্ণা বেগমের দিকে। মাথায় হাত

বুলিয়ে দিয়ে, অত্যন্ত দুঃখি কণ্ঠে বললেন,

“খারাপ বলে খারাপ, একবারে জঘন্য খারাপ কাজ করেছে।

ঝর্ণা বেগমের শ্বাস আটকে আসলো গলার কাছে। শুধু বাকি ডুকরে কেঁদে ওঠার। সুফি খাতুন তখনো মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ঝর্ণার। মায়াময় চোখে তাকিয়ে ভাবছেন, আহারে বেচারি! কী নির্মল হৃদয়!

আর ছেলেটা কী করল একটা বেয়াদব মেয়েকে নিজের জন্য পছন্দ করল।

ঝর্ণা বেগম তখনো নির্বাক। কথা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। চোখ থেকে পানি মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"মেয়ে সংঘটিত বিষয়?সুফি খাতুন উপর নিচ মাথা নাড়ালেন। ঝর্ণা বেগম বিষাদ নিজের ভিতর চেপে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

“মেয়েটা কে? আমি কি জানি?

সুফি খাতুনের মুখ বিরশ হয়ে গেল। উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে জানালেন ঝর্ণা বেগম মেয়েটাকে চেনেন। ঝর্ণা বেগম সচকিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন। নিজ মনে ভাবতে লাগলেন কে! সুফি খাতুন তখনই উজ্জ্বল বদনে আঁধার নামিয়ে উত্তর দিলেন,”নুসরাত!

ঝর্ণা বেগমের চোখ-মুখ কুঁচকে গেল। কপালের মধ্যে পড়ল অস্বাভাবিক রকমের ভাঁজ। এতক্ষণের করা হা-হুতাশ, কান্না থেমে গিয়ে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো,”নুসরাত!রাস্তার মধ্যে চিৎপটাং হয়ে বসে আছে নুসরাত। ইরহাম কী একটা কাজে গিয়েছে। কিৎকাল কাটার পর আশেপাশে কারোর সাক্ষাৎ না পেয়ে উঠে

দাঁড়াল শ্যাম বর্ণের মেয়েটা। ভাবনায় চলছে বাড়িতে ঢোকেই কীভাবে ইসরাতকে বিরুক্ত করা যায়? তাই অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। এক-হাতে পায়ের স্লিপার জোড়া। হঠাৎ পায়ের নিচে তুলতুলে কিছুর অস্তিত্ব পেতেই ছিটকে সরে গেল নুসরাত। চোখ-মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। ভয় পাওয়ার কারণ মনে করেছিল, সাপে পা দিয়ে দিয়েছে, যখন দেখল না সাপ নয়,

একটা বিড়াল তখন তার ইচ্ছে করল বিড়ালের বাচ্চাকে ধরে একটা মাথায় তুলে আছাড় মেরে দিতে। রাগী চোখে বিড়ালের ছোট্ট বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে নুসরাত তেড়ে গেল, হাতে তুলে নিল তাবা মেরে। হঠাৎ মনে হলো এই মাছুম বাচ্চাটাকে আছাড় মেরে লাভ কী তার? উঁহু আছাড়-টাছাড় মারা যাবে না, এটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আম্মাকে

জ্বালানো যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ তার, বিড়ালটকে হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরল। বিড়ালটা মিউ মিউ করে ডাকছে সেদিকে নুসরাত পাত্তা দিল না। বিড়ালের সাথে কথা বলল,”আরে শালা, মিউ মিউ করো কেন? তোমাকে আমি বাড়িতে নিয়ে বিস্কুট খাওয়াব, চুংগাম খাওয়াব, চকলেট খাওয়াব, কেট ফুড খাওয়াব, আমার আম্মার পুরো ফ্রিজ তুলে

তোমাকে খাওয়াব, তবুও মিউ মিউ করে আমার মাথা নষ্ট করোনা তো! চুপ করে থাকো! বেশি কথা বলা আমি একদম পছন্দ করিনা।বিড়ালটা নুসরাতের দিকে তাকিয়ে থেকে মিউ মিউ করতে লাগল। শরীর পর্যন্ত বেচারা নাড়াতে পারছে না, নুসরাতের এমন চেপে ধরায়। তাই করুন চোখে তাকিয়ে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে।

বিড়ালটা একটু সুযোগ পেলে লাফ ঝাপ মারার চেষ্টা করছে, তাই নুসরাত অতিষ্ঠ হয়ে আঙুল তুলে বিড়ালের বাচ্চাটাকে শাসাচ্ছে,”একদম বেয়াদবি করবা না। আমি যদি আরেকবার দেখি বিলাইয়ের বাচ্চা তুমি নাচুনি-কুদনি করছ তাহলে এইখান থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিব। মনে রেখো আমি যা বলি তাই করি।

বিড়াল মিউ মিউ করে উঠল। নুসরাত ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ থাকতে দেখাল। বেচারা বিড়াল বুঝল না, নুসরাত তাকে চুপ থাকতে বলছে, তাই মৃদু শব্দে মেয়াউ মেয়াউ করে উঠল বারংবার।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটায় নিজের পাশের ব্যক্তিকে নুসরাত তখনো খেয়াল করেনি। আবির গত দু-মিনিট যাবত নুসরাতের সাথে সাথে

হাঁটছে। রাস্তার দিকে তাকাতেই নিজের ছায়ার সাথে আরেকটা ছায়া দেখতেই তড়াক করে নিজের পাশে তাকাল। আর তখনই চোখাচোখি হলো আবিরের সাথে। আবির নুসরাতকে ব্যঙ্গাত্মক গলায় জিজ্ঞেস করল,"কী, এখানে কাজ করো? নুসরাত নিজের মুখ ওড়না দিয়ে ঘষে মুছে নিল। আবিরের দিকে শান্ত চোখে তাকিয়ে থাকল। এই

মুহুর্তে এই বেটা আবিরকে মোটেও পেটানোর ইচ্ছে নেই। তাই নিজের মুখ বন্ধ রাখা ভালো মনে করল। কথা বললেই খচ্ছরটা হেসে মাথা গরম করে ফেলবে। নুসরাতের অতর্কিত ভাবনা ভেদ করে আবিরের গা জ্বালানো কথা কানে আসলো তার,"কতটাকা বেতন দেয়?

নুসরাত কথার উত্তর দিল না। পা চালিয়ে চলে যেতে নিবে আবির

শুধালো,”আমাকে পাত্তা দিচ্ছো না, তুমি জানো আমি কে? তুমি চাইলে তোমার কাজের ব্যবস্থা ভালো একটা বাড়িতে করে দিতে পারি?

নুসরাত মুখ ঝামটা মারল আবিরকে। দুই চোখ উল্টে নিয়ে উত্তর দিল,”আমি জানতে ও চাই না তুই কে! আর তুই কী আমার কাজের ব্যবস্থা করে দিবি! নিজেই

তো মানুষের পেছন পেছন ঘুরে চাকরি বাঁচিয়ে রেখেছিস।

নুসরাত তাচ্ছিল্যে ভরা কণ্ঠে কথা শেষ করল। যা খুব শক্তভাবে আবিরের গায়ে লাগল।আবির আঙুল তুলল নুসরাতের মুখের সামনে। নুসরাত আঙুলটা আলগোছে নিজের হাত দ্বারা নিজের মুখের সামনে থেকে নামিয়ে দিয়ে, ধমকি দিয়ে বলে ওঠল,"স্পর্ধা করবি না আমার

সামনে আঙুল তোলার। মনে নেই কী বলেছিলাম? হয়তো মনে নেই, তাহলে তোকে আবার মনে করিয়ে দেই। বলেছিলাম, আমার সামনে আঙুল তুললে সেটা ভেঙে আমি লকেট বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিব। শেষ বারের মতো বলছি, এবার করেছিস করেছিস, আরেকবার যদি আমার মুখের সামনে আঙুল তোলার চেষ্টা করিস, তাহলে তুই নিজে

আস্তো থাকবি কী-না তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি না। চাল ফোট...! নুসরাত আবিরকে চলে যাওয়ার কথা বলে নিজেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।যেতে যেতে আওড়ায়,”মেজাজ খারাপ করার জন্য আমার ঘাড়ে এসে পরে সবগুলো।ঝর্ণা বেগম থম মেরে বসে আছেন। কোনো প্রকার শব্দ ব্যয় করছেন না। সুফি খাতুন দ্বিধাদ্বন্ধে ভোগলেন। মনে করলেন

বেয়াদব মেয়েটার নাম শুনে হয়তো বেচারি এত বড় শোক নিতে পারেনি তাই মনে হয়, বড় আঘাত পেয়ে হার্ট অ্যাটাক করেছে। হাত তোলে ঝর্ণা বেগমের নাকের সামনে নিলেন সুফি খাতুন, বুঝতে চাইলেন শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কী-না তখনি বাকশূন্য কণ্ঠে ঝর্ণা বেগম বললেন,"বেঁচে আছি ফুপি।

সুফি খাতুন স্বস্থির শ্বাস ফেললেন। ঝর্ণা বেগমের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কথা তুলতেই ঝর্ণা বেগম থামিয়ে দিলেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন,"আপনি বলছেন নুসরাতের সাথে ইরহামের কোনো সম্পর্ক আছে, রাইট?সুফি খাতুন মাথা দোলালেন। ততক্ষণে ঝর্ণা বেগমের বুক থেকে মোটা একটা পাথর সরে

গিয়েছে। তীব্র বিরক্তি নিয়ে একটা শ্বাস ফেললেন। বিরশ কণ্ঠে বললেন,"নুসরাতের সাথে ইরহামের সম্পর্ক সম্ভব না।

ঝর্ণা বেগমের কথায় মুখ বাঁকান সুফি খাতুন। তৎপর গলায় তাচ্ছিল্য করে জানতে চাইলেন,"কেন সম্ভব না? ওরা দু-জন একজন আরেকজনকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরেছিল পার্কে আমার এই দুই

গুণাগার চোখের সামনে আমি দেখেছি। তারপর নুসরাতের সাথে ঢলাঢলি তো করতেই আছে তো করতেই আছে। নাজমিনকে পর্যন্ত বাদ রাখেনি, ওর সাথে কী রকম মাখন লাগিয়ে কথা বলে। বাবারে বাবা..! ওদের বাড়িতে গিয়ে কিচেনে বাসন-কোসন পর্যন্ত পরিস্কার করে রাখে। এই বাড়িতে জীবনে এসব করেছিল? কিচেনের আশেপাশে

পর্যন্ত যেতে দেখিনা তোমার ওই অলস ছেলেকে। শুধু গান্ডে-পিন্ডে গিলে, আর নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।ঝর্ণা বেগম নিজের নিচের দিকে রাখা মুখ উপরে তুললেন। নিজের বিরক্তি চেপে গিয়ে, কণ্ঠে শক্ততা এনে আওড়ালেন,"ফুপি বলছি না সম্ভব না। তারপর ও আপনি কীসের সাথে কীসের জোড় মিলাচ্ছেন। আমার কথা তো আগে শুনে নিবেন।

সুফি খাতুন কথা কেটে দিয়ে বললেন,

“আরে ঝর্ণা তুমি বুঝতে পারছ না, ওরা মা-মেয়ে সবগুলো মিলে তোমার ছেলেকে আত্মসাদ করার...

ঝর্ণা বেগম ক্ষুব্ধ চোখে তাকালেন। হাত দিয়ে বিছানার চাদর চেপে ধরে বলে উঠলেন,”ইরহাম নুসরাতের দুধ ভাই।

ঝর্ণা বেগমের কথা শেষ হতেই সুফি খাতুনের কথা গলায় আটকে গেল। চোখের পলক ফেলে অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন," কী বললে আবার বলো?ঝর্ণা বেগম ভারী স্বরে আবার রিপিট করে বললেন, "নুসরাতের দুধ-ভাই ইরহাম।

ফুস করে উড়ে গেল সুফি খাতুনের হম্বিতম্বি। হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে হা করে চেয়ে রইলেন ঝর্ণার দিকে।

মুখে স্পষ্ট অপ্রস্তুতভাবে ফুটে উঠেছে। মিনমিন করে সুফি খাতুন বলেন,”আগে বলবে তো।

ঝর্ণা বেগম কটমট কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন,

“আপনি বলার সুযোগ দিয়েছিলেন? সৈয়দ বাড়ির মধ্যে ইসরাত আর ইরহামের গানের গলা সবথেকে ভালো। নুসরাত আর মমো এই বিষয়ে ডাব্বা। মমো তবুও পড়ায়

ভালো,কিন্তু নুসরাত সে কোনো কিছুতেই ভালো না। নুসরাতের মতামতে এটাই নাকি তার বিশেষত্ব। তারপর ও নুসরাত মনে করে সবদিক দিয়ে সে পারফেক্ট।

নাছির মঞ্জিলের ছাদের মাঝখানে সুইমিং পুল। সুইমিং পুলের একপাশে কিছু ফুলের গাছ, আর একপাশে বসার জায়গা। পুলে পা ডুবিয়ে বসে আছে, সৈয়দ বাড়ির দুষ্টু

তিন সদস্য। নিজাম শিকদারের মতে সৈয়দ বাড়ির তিন নমুনা,নুসরাত, ইরহাম, আহান। ইসরাত পা ভেজায়নি, সে মাদুরে পা গুটিয়েই বসে।

ইরহাম নিজের পা তুলে ফেলল পানি থেকে। মাদুরে আসন পেতে বসতে বসতে গিটারে আঙুল চালাল। ঠোঁটে লেগে আছে মৃদু হাসি। অনান্য মেয়েদের ব্যাপারে যতই ভন্ড হোক

ইরহাম, গানের গলা বরাবরই ভালো তার। গিটারে আঙুল চালাতেই সুর ভেসে উঠল। তার সাথে ইরহামের পুরুষালি গলার আওয়াজ,মেঘের খামে আজ তোমার নামে
উড়ো চিঠি পাঠিয়ে দিলাম,
পড়ে নিও তুমি মিলিয়ে নিও
খুব যতনে তা লিখে ছিলাম।।
নুসরাত আহান ও পা তুলে মাদুরে বসল। দু-জন গানের তালে তালে

নিজেদের মাথা দোলাচ্ছে। আহান শরীর ছেড়ে দিয়ে নুসরাতের কাঁধে মাথা রাখল। ইসরাত মৃদু স্বরে ইরহামের সাথে গানের লাইন গুলো আওড়াচ্ছিল। ইরহাম গিটারে হাত চালাতে চালাতে বলল,”আপি,,
ইসরাত ইরহামের পানে চোখ ফিরাতেই ইরহাম তার সাথে গলা মিলাতে বলল,বলতে চেয়ে মনে হয় বলতে তবু দেয়না হৃদয়,

কতটা তোমায় ভালবাসি।

ইসরাত ইরহামের তালে গলা মিলাচ্ছে। ঠোঁটে দু-জনের হাসি। ইরহাম আবারো বলে উঠল,”সত্যি বলনা কেউ কী প্রেমহীনা কখনো বাঁচে।

নুসরাত আর আহান দু-জন দু-জনের দিকে নিষ্পাপ ভঙ্গিতে চেয়ে ফিসফিস করে আওড়াল,”আমরা দু-জন তো প্রেমহীনাই বেঁচে আছি।

কথা শেষ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। আবারো মনোযোগী হলো ইরহাম আর ইসরাতের গানের দিকে। ইরহাম গিটারের সুর আরো একটু জোরে তোলে নিল। তারপর সবাই একসাথে গেয়ে ওঠল,“বলতে চেয়ে মনে হয়

বলতে তবু দেয়না হৃদয়,

কতটা তোমায় ভালবাসি।

পিছন থেকে মমোর গলা ভেসে আসলো। গান গেয়ে গেয়ে সবাই পিছু ফিরতেই দেখল ব্যাগ হাতে মমো দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলার আগেই দৌড়ে এসে ঝাপটে ধরল ইসরাতকে। তখনো ইরহাম গান গাইছে। মমো গানের সাথে তাল মিলাচ্ছে। ইসরাত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মমোর পিঠে হাত বুলিয়ে এলোমেলো কণ্ঠে জিজ্ঞেস

করল,”এই হঠাৎ তুই এলি কীভাবে? জানাসনি কেন আসছিস?

মমো অভিমানী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,“আমি এসেছি বলে তোমার খারাপ লাগছে?

ইসরাত অবাক চোখে তাকিয়ে বলে, “আরে খারাপ লাগবে কেন! আমাদের তো আরো বেশি ভালো লাগছে তুই এখানে এসেছিস বলে।

মমো ইসরাতের গলা জড়িয়ে ধরে আহ্লাদী ভঙ্গিতে কেঁদে উঠল। আহান আর নুসরাত নাক উপরে তুলে মমোকে ভেঙ্গিয়ে একসাথে বলল,” এ্যা এ্যা এ্যা...! কোথা থেকে আসছে ন্যাকাচন্দ্র দাস?

ইসরাতকে শক্ত চোখে তাকাতে দেখে নুসরাত আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। মুখ বাঁকিয়ে বসে রইল নিজের জায়গায়।আকাশে

জ্বলজ্বল করতে থাকা চাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আরশ। চোখ-মুখ গম্ভীর। রেলিঙে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে সে। তার পাশে সমান উচ্চতার আরেকজন পুরুষ অবয়ব দাঁড়িয়ে। রঙ আরশের থেকে আরো বেশি উজ্জ্বল। ঠোঁটে লেগে আছে সব সময়ের মতো হাসি। ঠোঁটে হাসির অস্তিত্ব রেখেই জিজ্ঞেস করল,"কী ভাবছিস?

আরশ রেলিঙ শক্ত করে হাতের তালুতে চেপে ধরে বলে ওঠে,”ভাবছি একটা মানুষ কতটুক নির্লজ্জ হলে একদিন আগে যার শহর থেকে ফিরে এসেছি, সেই মানুষটা আবার আমার বাড়িতে চলে আসে।

মাহাদি ঠোঁট বাঁকায় আরশের কথায়। বেতের সোফায় আরাম করে বসে বলে ওঠে,”তা আমি ও ভাবছি!

এখন বল সত্যি সত্যি কী ভাবছিস? আরশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কথার উত্তর দেয় না। চোখ তার পাশের ডু-প্লেক্স বাড়িটার দিকে। আলো অনেক আগে নিভানো হয়েছে। বাড়িটির আলো অনেক আগে নিভানো হলো উপরের তলা থেকে এখনো ঠুকঠুক শব্দ আসছে। যা এত জোরে হচ্ছে যে, এখানে দাঁড়ানো আরশের কানে স্পষ্ট লাগছে।

সন্দেহের নজরে সেদিকে তাকিয়ে থেকে পকেট থেকে ফোন বের করল সে। মোবাইলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতেই খুলে যায় লক।অতঃপর কল লিস্টে ঢুকে মনোযোগ দিয়ে অনেক খোঁজাখোঁজির পর একটা নাম্বার খুঁজে পায় সবার শেষে। একদম তলানিতে নাম্বারটা পড়ে আছে। চোখের সামনে ঝাপসা দেখতেই, চশমা হাত দ্বারা পরিস্কার করার

চেষ্টা করে। হাতের সংস্পর্শে চশমার গ্লাস পরিস্কার হওয়ার বদলে আরো বেশি গোলাটে বর্ণ ধারণ করে। আরশ চোখ থেকে বিরক্ত ভঙ্গিতে চশমা খুলে টেবিলে রাখে। কল লাগায় বের করে নিয়ে আসা নাম্বারটিতে। প্রথমবার রিং হতে হতে কেটে যায়, দ্বিতীয়বার ও তাই, তৃতীয় বার গিয়ে কল পিক হয়। আরশ ধমক দিতে গিয়ে থমকে যায়

কিছু সেকেন্ডের জন্য। ফোনের ওপাশ থেকে ঘুম ঘুম মেয়ে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে,”হ্যালো! কে?

আরশ এক মুহুর্তের জন্য মেয়েটার ভয়েজ শুনে থামে, নিজের পৃথিবী নিজের কাছে ঘোলাটে লাগে, তারপর চোখ ঝাপটে, নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে,”বেয়াদব, হ্যালো কী! সালাম দে আগে! ফোন ধরে আগে সালাম

দিতে হয় জানিস না তুই?নুসরাত বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে ফেলে। এক চোখ খুলে নাম্বার দেখে। না নাম্বার চেনে না। তাই ফোন কাটার পয়তারা করে বলে ওঠে,”ওমা, আপনি কে? আপনাকে আমি সালাম করতে যাব কোন দুঃখে? আর আরো একটা কথা, অসভ্যের মতো রাত-বিরেতে ফোন দিয়ে তুই-তোকারি করছেন কেন?

আরশ ক্ষেপে গিয়ে, চোখ ছোট ছোট করে নিল। এক হাত দিয়ে নিজের কপালের উপরে পড়ে থাকা চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল,”তুই জানিস না, আমি কে? আমার বিষয়ে কেউ বলেনি তোকে? আরশের কণ্ঠে স্পষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ পায়। নুসরাতের সোজা-সাপ্টা উত্তর,”আমাকে কেউ বলেনি আপনি কে! এখন আপনি নিজেই দয়া করে

জানান, কোন দেশের রাষ্ট্রপতি আপনি, যাকে আমার সালাম দিতে হবে।

আরশ ফুসফুস করে শ্বাস ফেলল। রাগী গলায় বলল," বেয়াদব মেয়ে! আমি তোর জামাই বলছি।

"বেয়াদব তো আপনি রাতের বেলা মানুষকে ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করছেন, আর সাথে বলছেন আমার জামাই। একটা কথা কান খুলে

রাখুন মিস্টার, আমি বিবাহিত না, পিউর সিঙ্গেল। আমার কোনো জামাই টামাই নাই। যেইগুলা ছিল, সবগুলা ছোটবেলা মইরা গেছে..!

নুসরাত কথাটা শেষ করেই আরশের মুখের উপর ফোন কেটে দিল। আরশ দ্বিতীয়বার ফোন দিতেই এক মহিলা কণ্ঠ বলে ওঠে, এই মুহুর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব না, দ্যা নাম্বার ইজ বিজি নাও। আরশের রাগে

কড়মড় করতে করতে আওড়ায়,”হাউ ফাকিং ডেয়ার সি কাট মাই কল?আরশের এরুপ হিসহিসিয়ে চিৎকার করা দেখে মাহাদি হাসল। ঠোঁট বাঁকিয়ে ঠাট্টা করে আরশকে বলল,” ওর প্রতি আমার কোনো অনুভূতি নেই, ও শুধু আমার দায়িত্ব।

মাহাদি সূক্ষ্ম খোঁচাটা আরশকে ছুঁড়ে দিয়ে নিষ্পাপ মুখ বানিয়ে বসে

রইল। আরশকে তার দিকে হিংস্রত্মক বাঘের মতো চেয়ে থাকতে দেখে পকেট থেকে ফোন বের করে নিল। ভাব করল সে কিছুই বলেনি। ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি ঝুলিয়ে মোবাইল স্ক্রল করতে লাগল। আর বারবার আরশকে জ্বালানোর জন্য একটাই কথা ফিসফিস করে আরশের শোনার মতো করে আওড়াল,"ও আমার দায়িত্ব..! এর

বেশি কিছু না। ও আমার দায়িত্ব..!
হা হা হা
হাসির তোড়ে মাহাদির সারা শরীর দোলে উঠল। আরশ গর্জে ওঠে, তেড়ে এসে মাহাদির কলার চেপে ধরে বলল,"চুপ একদম চুপ।মাহাদি নিজের হাসি থামাতে ব্যর্থ হলো। সারা গা দুলিয়ে হাসতে হাসতে আবারো আরশের কথাটার কপি করে বলল,"ও আমার দায়িত্ব, এর

বেশি কিছু না। হা হা..!নাছির মঞ্জিলের ড্রয়িং রুমের দেয়ালে থাকা ঘড়িটি টিকটিক করে চলছে। সেকেন্ডের কাটা এগারোটা ঊনষাট মিনিটে। কাটাটা ষাটের মিনিটে থামতেই পুরো ড্রয়িং রুম কাঁপিয়ে ঘড়িটা বেজে ওঠল।

নাছির মঞ্জিলে অবস্থানরত সবাই আজ অলস সময় কাটাচ্ছে। সবাই বললে ভুল, একমাত্র নুসরাতই

অলস সময় কাটাচ্ছে। ড্রয়িংরুম সহ পুরো বাড়ি অন্ধকার করে রেখেছে। ড্রয়িংরুমের সাথে লাগোয়া ডায়নিং ও অন্ধকার করে রাখা। বড় থাই গ্লাস লক থাকার ধরুন বাহিরের আলো ভিতরে ঢুকছে না। আর ভিতরের আলো বাহিরে যাচ্ছে না। এসি পাওয়ার বিশের ঘরে। ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসছে সুরসুর করে এসি থেকে। সবাই যখন নিজ নিজ

কাজে ব্যস্ত তখনই কলিং বেল বেজে উঠল। মমো অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গিয়ে গেটের লক খুলে দিল। তখনই বাড়িতে প্রবেশ ঘটল ইরহামের। তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে প্রবেশ করতে করতে নুসরাতের উদ্দেশ্যে হাক ছুঁড়ল,"এই কুত্তি মরেছিস কোথায়? গতকাল রাতে তুই কী করেছিস?নুসরাত মুখ বন্ধ করে

ঝুলে শুয়ে থাকল সোফায়। ইরহামের কথার উত্তর দেওয়ার তাড়া দেখাল না। ইরহাম ঠাওর করতে পারল না, আদোও কী এই মহিলা তার কথা শুনেছে নাকি শোনেনি। তাই রাগি কণ্ঠে, দাঁতের কপাটি পিষে জিজ্ঞেস করল,"আরশ ভাইকে কী বলেছিস?

নুসরাত চোখ তুলে ইরহামের দিকে একবার তাকায়, তারপর হাতের

নখের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে বলে,”কাকে কী বলেছি?

ইরহাম তিক্ত বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। হাত নিশপিশ করছে, ধরে নুসরাতকে কয়েকটা লাগানোর জন্য। হাত আলগোছে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। খাঁমচে ধরে জিজ্ঞেস করল,”তুই কিছু বলিসনি?

নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়ায়। ইরহাম সামনে এগিয়ে আসতে আসতে বলে,”ফোন দে।ইরহামের কথা শুনে চোখ বোলায় আশে-পাশে মোবাইলের খুঁজে। নিজের আশেপাশে কোথাও খুঁজে না পেয়ে তন্নতন্ন করে সব জায়গা খুঁজে। সোফার উপর নিচ খোঁজ করে কোথাও খুঁজে পায় না মোবাইলটা। হঠাৎ মনে হয় ফোন তো তার

পকেটে তাই নিজের মথায় একটা গাট্টা মেরে ফোন পকেট থেকে বের করে ইরহামের হাতে দিয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে,”তোদের ছোট ভাই কী আমাকে ফোন করেছিল?

ইরহাম কথা বলে না। লক খুলে কল লিস্টে ঢোকতেই নুসরাত তাবা মেরে নিজের মোবাইল নিয়ে নেয়। ভ্রু একপেশে করে বলল,”আমার প্রশ্নের উত্তর দে।

ইরহাম আবার তাবা মেরে মোবাইল নিজের হাতে টেনে নেয়। রাগি কণ্ঠে বলে,”কীসের উত্তর দিব?

নুসরাত কর্কশ কণ্ঠে শুধায়,“তুই বলবি না, ছোট ভাইয়ের কী হয়েছে?

ইরহাম দাঁতে দাঁত পিষে বলে ওঠে,

” জ্বর এসেছে।

নুসরাত গোল গোল চোখে তাকায় ইরহামের দিকে। হতবিহ্বল কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করে,”জ্বর আসলো কীভাবে?

ইরহাম নুসরাতের মাথায় গাট্টা মারে। রাগি কণ্ঠে বলে ওঠে,”তুই গতকাল রাতে ভাইয়াকে কী বলেছিস? মাহাদি ভাইয়া বলেছে, তোর উল্টা-পাল্টা কথা শুনে আরশ ভাইয়ের জ্বর চলে আসছে।

নুসরাত মাথা চুলকে মনে করার চেষ্টা করে, আদোও কী কোনো ভাই

তাকে ফোন দিয়েছিল। মাথা থেকে বের হয়ে গেছে ঘুমের জন্য তার। মাথায় চাপ দিতেই আকস্মিক গতকাল রাতে নিজের করা ঘুমের ঘোরে সকল কথা এক নিমেষে মনে পড়ে গেল। মনে মনে জিভ কাটল। উপরে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে মাথা চুলকালো বোকাদের মতো। দাঁত কেলিয়ে হেসে মিথ্যা বলল ইরহামের নিকট,"আসলে ভুলে

গেছি।ইরহাম নুসরাতের মোবাইল টেবিলের উপর রেখে দেয়। নুসরাত গা ঘেঁষে বসতে বসতে এমনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়,”তোর এমন-কী কথা শুনে আজ সকালে ভাইয়ার জ্বর চলে এসেছে?

নুসরাত মাথা নাড়াল। ইরহাম চোখের পলক ফেলে নুসরাতের দিকে মাথা ঘোরায়, গাল চেপে ধরে

রাগি কণ্ঠে বলে ওঠে,”মনে করার চেষ্টা কর কী বলেছিলি?

নুসরাতের মুখ ফসকে, না চাইতেও বের হয়ে আসে,

“বলেছি, জামাই ছোটবেলা মরে গেছে।কথাটা শেষ করতেই নিজের জিভ কাটে। চোখ খিঁচে বন্ধ করে নেয় নিজের বোকামির জন্য। কত বড় গাধা সে, ইরহামের কথায় এসে এভাবে ভুলে বলে দিল। চোখ-মুখ

কুঁচকে ইরহামের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে কার্টুনের মতো হাসল। ইরহামের দু-হাত নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,” থাপ্পড় মেরেছে ওই বেটা তোকে?

ইরহামের মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়। নুসরাতের হাত থেকে এক হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠে,”সকালে উঠেই ভাই বাঘের মতো আমার নাম ধরে ডাকতে শুরু

করল। আমি বেচারা ব্রাশ রেখে দৌড়ালাম ভাইয়ের রুমের দিকে। রুমে প্রবেশ করার পর দেখি উনার বিটকেল বন্ধু মাহাদি ডিভানে বসে আছে। আড় চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে আর হি হি করে দাঁত কেলাচ্ছে। ভাইকে ওই সময় কী-রকম জঘন্য লাগছিল তুই জানিস না? এই গরমের ভিতর বেটা একটা হুডি আর থ্রি কোয়াটার প্যান্ট পরে

বসেছিল। আমি বাচ্চা শিশু প্রথমে ভাইকে এমন দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলাম, মনে করেছি কী-না কী প্রয়োজন! বেটার মনে হয় কাপড়ের দরকার আছে। মনবতা দেখিয়ে ভাইয়া বলে ডাক দিতেই ওই বেটা এসে ঠাস করে থাপ্পড় মেরে দিল কোনো কথা ছাড়া। আমি যে ওখান থেকে নড়ব তার কোনো পথ ছিল না, এরপরে আরেকটা থাপ্পড়,

এরপর আরেকটা, এরকম করে পুরো তিনটা থাপ্পড় মেরে দিল-রে বোন। আমি তো অবাক হই একটা বিষয়ে।নুসরাত ঠোঁটে ঠোঁট হাসছে। ইরহামের বড় বড় করে তাকানো দেখে হাসি থামানোর চেষ্টা করে। ঢোক গিলে হাসি আটকানোর বৃথা চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করে, “কী বিষয়ে?

ইরহাম গালে হাত দিয়ে ভাবে। ঠোঁট চোখা করে সব বোঝার মতো করে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে,” ওই বেটার জ্বর, কিন্তু এমন থাপ্পড় মারল মনে হলো আমি দুনিয়া থেকে আজকের জন্য বিদায় হয়ে যাবে। নুসরাত তুই যদি দেখতি, চোখ দুটো এরকম লাল হয়ে আছে। টকটকে লাল, যেন কারোর উপরের রাগ

আমাকে মেরে কমাচ্ছে। তুই বুঝতে পারছিস?

নুসরাত সোফায় মুখ চেপে ধরে হাসল অনেকক্ষণ। ইরহামের প্রশ্নে উত্তর দিল,”হু বুঝেছি।

“এত খুশি হইয়ো না সোনা, আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, ওই রাগ তোর উপর। সামনে পেলে ধপাস ধপাস করে তোর এই টসটসে গালে

দিবে।নুসরাতের হাসি থেমে গেল। মুখ পাংশুটে বর্ণের করে ওঠে বসল। এর মধ্যে নাজমিন বেগম উপস্থিত হলেন ডায়নিং-এ। টেবিলের উপর আপেলের পিস রাখতে রাখতে বললেন," মমো, ইরহাম আসো,খেয়া নাও!

ইরহাম লাফ দিয়ে আসতে আসতে বলে,

“ওহে সুইটহার্ট, এভাবে বললে নিজের জান তোমার জন্য হাজির করব।

নাজমিন বেগম ঠোঁট এলিয়ে হাসলেন। চেয়ার টেনে দিতে দিতে মমো এসে উপস্থিত হলো। ইসরাত ল্যাপটপ হাতে নিয়ে কিছু একটা করছিল। সবাইকে আসতে দেখে সে নিজেও এগিয়ে আসলো। চেয়ারে

বসতে বসতে ইরহামের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল,” অবস্থা কী তোর?

ইরহাম আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মোছার ভাব করে নাক টেনে বলল,”আর বলোনা আপু। আমার গার্ল...পরের কথা বলার আগেই মমো চিমটি কাটল। চোখ দিয়ে ইশারা করে দেখাল নাজমিন বেগমকে। সতর্কতা দিয়ে

বলল কোনো রকম উল্টা-পাল্টা কথা না।

ইরহাম মাথা নাড়াল উপর নিচ বুঝেছে সে। নাজমিন বেগম তখনো অধীর আগ্রেহে দাঁড়িয়ে আছেন ইরহামের কথা শোনার জন্য। ইরহামকে চুপ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন,"কী বলছিলে আব্বু, কথা শেষ করো?

ইরহাম অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল। ঠোঁট টেনে নির্বিকার চিত্তে বলল,”তেমন ইম্পর্ট্যান্ট কিছু না। নাজমিন বেগম আচ্ছা বলে চলে গেলেন কিচেনে। তখনই মমো ইরহামের মাথায় গাট্টা মারল। ইরহাম রাগি চোখে মমোর দিকে তাকাতেই মমো ভেংচি কাটল। ইরহাম ইসরাতের কাছে নালিশ করল,”আপু দেখছ, এরা আমার

ছোট হয়ে কীভাবে আমার উপর পুরুষ নির্যাতন করে?

ইসরাত মাথা নাড়ায় হ্যাঁ ভঙ্গিতে। সে দেখছে এরা কীভাবে নির্যাতন করছে তার উপর।

ইরহাম কিড়মিড় করে বলল,“দূর তুমি কিছু বলছ না কেন এদের?

ইসরাত অবাক কণ্ঠে ইরহামের নিকট জিজ্ঞেস করে,

” কী বলব আমি?

ইরহাম আপেলের পিস সবগুলো একসাথে নিজের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নাছির মঞ্জিলের দরজা দিয়ে বের হতে হতে বলে,”এ-বাড়িতে কেউ আমায় ভালোবাসে না, আর থাকবই না এখানে। চলে যাচ্ছি, আজ বিকালে আর একবার আসব শেষ বারের মতো তারপর আরো সাতশতবার এসে আর আসব না। নুসরাতের পিঠে ধুপধাপ নাজমিন

বেগমের হাতের থাপ্পড় পড়েছে কিছুমুহুর্ত আগে। পিঠে মার পড়ার কারণ ও আছে যুতসই। কোথা থেকে বিড়াল ধরে এনে রেখেছিল নিজের রুমে, সেই বিড়াল পুরো রুমে বমি করে ভাসিয়েছে। নাজমিন বেগম একটু আগে ইসরাতের রুমে যাওয়ার সময় এই রুমের ভিতর থেকে বিড়ালের শব্দ পেয়েছিলেন। দরজা খুলে রুমের অবস্থা করুন

দেখতেই তিনশত ষাট ডিগ্রি এঙ্গেলে ঘুরে গেল মেজাজ। রাগি কণ্ঠে নুসরাতকে জিজ্ঞাসা বাদ করতেই সদর্পে স্বীকার করল বিড়াল সে নিয়ে এসেছে, তাও গর্বের সাথে। নাজমিন বেগম রাগি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন," এই বিড়ালের বাচ্চা কেন নিয়ে আসছিস?নুসরাত নাজমিন বেগমের ভুল শুধরে দিয়ে বলল,"বিড়াল না

আম্মা, ওকে বিড়াল-জি না হয় বন্দুক-জি বলো।

নুসরাতের কথা শুনেই নাজমিন বেগমের মেজাজ বিগড়ে গেল। হাত আর থামাতে পারলেন না। হাত তুলে তেড়ে এসে কারোর কিছু বোঝে ওঠার আগেই পিঠের মাঝ বরাবর ধুপধাপ কয়েকটা পড়ল নুসরাতের। আর তখন থেকে মুখ ফুলিয়ে ঘুরছে বাড়িতে। অনেকক্ষণ

ঘোরার পর যখন দেখল কেউ পাত্তা দিচ্ছে না তাকে, তখন বাড়ির বাহিরে বের হয়ে আসলো। বাগানের উল্টো পাশে গ্যারেজ। সেখানে চোখ পড়তেই দুটো কালো রঙের মার্সিডিজ রাখা দেখল। সেদিক থেকে চোখ সরাতেই চোখে পড়ল নিজের অতি প্রিয় Gixxer SF 155 Fi ABS বাইক। গ্যারেজের দিকে আলগোছে পা বাড়াল নুসরাত।

ইরহামকে ম্যাসেজ করল,”বের হো শালা, আজ আমি আর তুই বাইক রাইডে যাব।

মেসেজ পাঠানোর সাথে সাথে সিন হয়ে গেল। উত্তর আসলো,”আচ্ছা আসছি বস।গ্যারেজের গেট উপরের দিকে টান দিতেই ক্যাচক্যাচ শব্দ হলো। বোঝাই গেল অনেক দিন পুরোনো হওয়ায় জং ধরেছে তাতে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভয়ার্ত চোখে

বাড়ির মেইন ডোরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলল। না কেউ নেই! ধীরে সুস্থে গেট খুলে গ্যারেজে ঢুকে টেনে বের করে নিয়ে আসলো নিজের অতি প্রিয় বাইক। বাইক নিয়ে যখন নাছির মঞ্জিলের ফটকের বাহিরে বের হলো তখনো খেয়াল করল না, তীক্ষ্ণ চোখে আরশ তার দিকে চেয়ে আছে এক মনে। নুসরাতের দিকে চোখ রেখে দো-তলার রেলিঙে

নিজের বলিষ্ঠ হাত জোড়া চেপে ধরে। সদর্পে টানটান করে রাখা শরীর সামান্য বাকিয়ে নেয়, মাথা কাত করে যতক্ষণ ইরহাম আর নুসরাতকে দেখা যায় ততক্ষণ সেই রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকে। আরশের গতকাল রাতে জ্বর হওয়ার জন্য, নাক-মুখ-চোখ লাল হয়ে আছে। ঠোঁটে অদ্ভুত বলিরেখার হাসি। পুরুষলি ধারালো ক্লিন সেভ

থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে আরশ রহস্যময় হাসে। বিড়বিড় করে আওড়ায়,”মিসেস আরশ, নিজেকে কীভাবে বাঁচাবেন আমার হাত থেকে?অলস দুপুর। অবসন্ন চোখ-মুখ নিয়ে মমো বের হয়েছে নাছির মঞ্জিল থেকে। রোদ গাঢ়ভাবে পড়লেও রাস্তার আশ-পাশ শেষ রাতের বৃষ্টির ধরুন স্যাতস্যাতে হয়ে আছে। তাই একটু বুঝে শুনে পা

ফেলতে হচ্ছে বাহিরে। একটু ভালো স্বাস্থ্যের হওয়ার জন্য, বৃষ্টি পড়ে থাকা জায়গা পার হতে বেগ পোহাতে হচ্ছে মেয়েটার। মাথা থেকে ওড়না পড়তেই মাথায় আবার ওড়না টেনে নেয়। অন্যমনস্ক হাঁটার ধরুন পাশ কেটে যাওয়া বাইককে খেয়াল করেনি মমো। আর তখনই ঘটে অঘটন। বাইক ওভার স্পিডে থাকার কারণে রাস্তার গর্তে জমে

থাকা বৃষ্টির সকল পানি ছিটকে এসে পড়ে মেয়েটার গায়ে। নোংরা পানির সংস্পর্শে মমোর সারা শরীর ভিজে যায়। কাঁদা পানি শরীরের বিভিন্ন খোলা অংশে লাগতেই রিরি করে ওঠে বস্ত্রবিহীন জায়গা গুলো। রাগে দুঃখে ইচ্ছে করল মমোর হাত পা ছুঁড়ে মাটিতে বসে পড়তে। আর তো দু-পা আগালে সৈয়দ বাড়ি। আর এখনই এই বাইক এসে ভিজিয়ে

যেতে হলো।মমো সেই বাইকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে,”রামছাগলের বাচ্চা তুই কী চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস যে এরকম বাজপাখির ন্যায় বাইক উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিস। আজ যদি মামনি-রা আমাকে নিয়ে হাসে তোকে আমি জিন্দা পুতে ফেলব। মমোর ভাবতেই কান্না এলো মামনী-রা সবাই একসাথে মিলে তাকে

নিয়ে হাসবে। বলবে কী-রে মমো এইটুকু রাস্তা আসতে তুই এভাবে কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে নিলি। রাগে ধুপধাপ পা ফেলে সৈয়দ বাড়ির গেটে পা দিয়ে লাথি দিতে লাগল। নিজের অসহনীয় রাগ গেটের উপর মিটাতে চাইল। দুটো লাথি দিতেই গেট খুলে গেল। উপর-নিচ না চেয়ে চোখের পানি কুর্তির হাতার মধ্যে মুছে নাক টানতে টানতে ভিতরে

প্রবেশ করল। একবার ও গেট খুলে দেওয়া ব্যক্তির দিকে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না। মমো কান্না মোছা শেষে নাকে সর্দির উপস্থিতি পেল। তা ও আবার কুর্তির হাতার মধ্যে মুছে নিল। সঠান হয়ে দাঁড়ানো মাহাদি নিশব্দে হেসে ওঠল মমোর কান্ডে। বাড়ির বাহিরে বের হতে হতে বিড়বিড়াল,"স্ট্রেঞ্জ! মানুষের এলোমেলো পদচরণ।

একপাশে চায়ের দোকানে লোক সমাগম কথা বলছে। কথা বলা হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে। একেক জনের একেক মতামত। কোন সরকার থাকলে কী কী বেনিফিট পাওয়া যায়। সবাই নিজ নিজ পছন্দের সরকারের ভালো গুণ তোলে ধরার চেষ্টা করছে কেউই বসে নেই কারোর অপেক্ষায় কম। সবাই সবার অপছন্দের সরকারের

খারাপ কথা বলছে, আর এসব বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ পর পর কথা কাটাকাটি শুরু হচ্ছে সবার মধ্যে। সেই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন হেলাল সাহেব। নিজের পাশে বডিগার্ড হিসেবে কারেন্টের খুঁটির মতো সোজা দাড় করিয়ে রেখেছেন জায়িনকে। জায়িনের এইসব বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্ট আসছে না। আকস্মিক রাজনৈতিক আলোচনায়

এসে যোগ দিলেন নিজাম শিকদার। কথায় কথায় উঠে আসলো তরুণ নেতা নাহিয়ান আবরার পূর্বের কথা। হেলাল সাহেব আগ্রহী কণ্ঠে জানতে চাইলেন,"নাহিয়ান আবরার পূর্ব নতুন নাম শুনছি! রাজনৈতিক মাঠে নতুন না-কী?নিজাম শিকদার মাথা নাড়ালেন। প্রশংসনীয় গলায় বলে উঠলেন,"অত্যন্ত ভদ্র একটা ছেলে। এবার বিরোধী দলের হয়ে লড়বে।

আমি হলফ করে বলতে পারি নিঃসন্দেহে ওই ছেলেটা জিতবে। নির্বাচিত হবে মেয়র পদে।

হেলাল সাহেব চায়ে চুমুক দেন। চোখের চশমা নাকের ঢগা থেকে উপরে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,” কী এমন জাদু করল ওই ছেলে যে, আপনি এত প্রশংসা করছেন চাচা?

নিজাম শিকদার হাত দিয়ে মাছি তাড়ালেন। নিজের আধ- পাকা পড়ে যাওয়া মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,”এমনি এমনি প্রশংসা করছি না, ছেলেটা নিঃসন্দেহে একজন ভালো মেয়র হবে। আমাদের বাড়িতে আসলে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিব হেলাল। তখন তুমি নিজে ও

প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে ওই ছেলের কথায়।

হঠাৎ নিজাম শিকদার কথা থামিয়ে জায়িনের দিকে এক পলক তাকালেন। তর্জনী আঙুল জায়িনের দিকে তাক করে বললেন,"ওই যে আপনার ছেলে ওর মতোই ভদ্র। হেলাল সাহেব বিরশ মুখে এক পলক চেয়ে নিলেন জায়িনের দিকে। জায়িনের গম্ভীর করে রাখা মুখ

খানার দিকে তাকিয়ে থেকে গলা নিচে নামিয়ে কারোর না শোনার মতো বিড়বিড় করে আওড়ালেন,”ভদ্র না ছাই, দুটোই আমার গুণোধর বাপের মতো মিচকে শয়তান হয়েছে।

নিজাম শিকদার কানে শুনলেন না হেলাল সাহেবের ফিসফিস করে বলা কথা। কান এগিয়ে নিয়ে এসে

শুধালেন,”কী বললে হেলাল? পরিস্কার করে বলো, শুনতে পাইনি। হেলাল সাহেব চোখ মুখ স্বাভাবিক করে জানালেন কিছু বলেননি তিনি। নিজাম শিকদার মাথা নাড়ালেন।

জায়িন হেলাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে নিরলস কণ্ঠে অনুমতি চাইল,”আমার একটু কাজ আছে। আপনারা কথা বলুন, হাফ-এন-হাউয়ার এর ভিতর আমি আসছি।

হেলাল সাহেব অনুমতি দিতেই জায়িন দ্রুত পায়ে চলে গেল রাস্তার ওপাশে। কুর্তি আর জিন্স পরা একটা মেয়ের পিছু পিছু দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। রাশভারী গলায় ডাক দিল,”ইসরাত এই ইসরাত।

মানুষের ভীরে ইসরাতের কানে গেল না জায়িনের সেই ডাক। ইসরাত নিজের পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে আরো জোরে হাঁটতে নিবে, খড়খড়ে

হাতের নরম স্পর্শ পেল নিজের কব্জিতে। তড়াক করে পিছু ফিরে, থাপ্পড় মারার জন্য হাত উপরে তুলতেই গম্ভীর মুখো জায়িনের হাসি হাসি চেহারা চোখে ভাসল। হাত আলগোছে নিচে নামিয়ে নিল। চোখ-মুখে ফোটে ওঠা ক্রোধ নিভানোর বৃথা প্রয়াস করল।জায়িনের হাতের তালু থেকে নিজের কব্জি ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই, জায়িন চোখ দিয়ে

সতর্ক করল হাত ছাড়ানোর চেষ্টা না করার জন্য। তাই ইসরাত ও কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করল না। নিজের ভেতরে একটু আগে জমা হওয়া ক্রোধ মিলিয়ে নিল এক নিমেষে নিজের মাঝে। ঠোঁটে হাসির রেখা এনে কিছু বলতে নিবে জায়িন ইসরাতের হাত টেনে মানুষের ভীর নেই এমন জায়গায় এনে দাড় করালো।বৃষ্টি ভেজা এই মৌসুমে

গলবিলে শুষ্কতা অনুভব করল ইসরাত। ঢোক গিলে নিজের শুষ্ক গলা ভেজালো মেয়েটা। তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ধৈর্য নিয়ে জায়িনের রাশভারী সেই কণ্ঠস্বর শোনার আশায়। জায়িন নিজের পকেট থেকে একটা আধ শুকিয়ে যাওয়া ঝড়ঝড়ে ফুলের গাজরা বের করে ইসরাতের হাতে যত্ন সহকারে পরিয়ে দেয়। ইসরাত অদ্ভুত চোখে

তাকিয়ে থাকল সেই গাজরার দিকে। পেট ফেটে হাসি আসে শুকনো গাজরা দেখে তবুও হাসি পেটে চেপে মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,"এই আধ-শুকনো গাজরা আপনি কোথায় পেলেন?

ইসরাতের কথা শেষ হতেই জায়িন নিজের হাতের তালু দিয়ে ইসরাতের গাল স্পর্শ করে। কণ্ঠে মোলায়েম-তা এনে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস

করে,”পছন্দ হয়েছে আপনার? ইসরাত উপর নিচ মাথা নাড়ায়। ঠোঁট কামড়ে হ্যাঁ কথাটা বলতে গিয়ে মৃদু শব্দে হেসে ওঠে। জায়িন নিজেও ইসরাতের সাথে হেসে ওঠে। শব্দ হয় না সেই পুরুষালি হাসির। শুধু একটু বলিরেখা দেখা যায় শুভ্র সেই মুখে। ঠোঁটের দু-পাশে হাসির রেখা পড়ে। তা ও আবার নিমেষে উধাও হয়ে যায় চাপ-দাড়ি দ্বারা

আবরণকৃত গম্ভীর মুখের আড়ালে। ইসরাতের হাত নিজের হাতের মধ্যে যত্ন সহকারে নিয়ে উল্টো পথে হাঁটতে হাঁটতে বলে ওঠে,”আপনি কী জানেন ইসরাত?ইসরাত গাজরায় চোখের সামনে ধরে হাত বোলাতে বোলাতে বলে,”কী?

জায়িন ইসরাতের মুখের দিকে তাকায়। শুভ্র বর্ণের মুখ রোদের আলোয় লাল হয়ে আছে। গালগুলো

টকটকে লাল। যেন জায়িন একটু টোকা দিলেই রক্ত ঝড়ঝড় হয়ে পড়বে। অপার্থিব আদলে, মুখে গম্ভীরতা এনে নিজের গ্রীবা হালকা বাঁকিয়ে ইসরাতের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জানায়,"আপনি ফুলের মতো সুন্দর।

ইসরাত হাসে। মুখে কিছুটা আগ্রহীতা নিয়ে জিজ্ঞেস করে," একটা প্রশ্ন করতে পারি?

জায়িন টান টান হয়ে সোজা দাঁড়ায়। ইসরাতের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে বলে,”একটা কেন, একশত-টা জিজ্ঞেস করুন!ইসরাত হাসল। জায়িনের সাথে চুপচাপ সামনের দিকে না জানা গন্তব্যের দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল,”আপনি আমার হাত এমন করে ধরেন যেন, একটু শক্ত করে

ধরলে আমি ব্যথা পাব। এর কারণ কী?

ইসরাত নিজের মনে প্রশ্নটা সুন্দর করে সাজালেও জায়িনের নিকট বলতে গিয়ে অগোছালো হয়ে গেল। মনে মনে জিভ কাটল এই ভেবে তার মতো দামড়ি মেয়ে সামান্য একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে এভাবে ঘেটে-গ করে দিয়েছে। কী বিচ্ছিরি একটা অবস্থা! লজ্জা, সংকোচ,

বিরম্বনায় চোখ মাটির দিকে পতিত করল। উপরে তোলার সাহস হলো না। জায়িন ইসরাতের নিজের প্রতি এত সংকোচ, লজ্জা, বিরক্তি চুপচাপ দেখল। একমনে অবলোকন করল মেয়েলি সেই নীরবতা। অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে নীরবে সময় কাটল। কেউ কোনো কথা বলল না। জায়িন ইসরাতকে সময় দিল যাতে নিজের লজ্জা কাটাতে পারে।সময়

অতিবাহিত হলো কিৎকাল। তারপর ও ইসরাতকে চোখ তুলে তাকাতে না দেখে, নিজ উদ্যোগ জায়িন এক-পা আগাল। যা বুঝল সে, এই মেয়ে এখন আর কোনো কথা বলবে না। নিজেদের ভিতরের অস্বাভাবিক নীরবতা ভাঙা আগে জরুরি জায়িন মনে করল। তাই নীরবতা ভেঙে,ইসরাতের তখনকার করা অগোছালো প্রশ্নের উত্তর করল

অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে,”মেয়েরা হলো ফুলের মতো সুগন্ধিময় কোমল। তাদের স্পর্শ করতে হয় কোমলভাবে। ফুলকে যত ভালোবাসা নিয়ে স্পর্শ করি কিন্তু সেটা যদি আমি শক্ত হাতে স্পর্শ করি সেই স্পর্শে ফুলটা নিঃসন্দেহে ঝড়ে যাবে। আপনি আমার সেই সুগন্ধিময় কোমল ফুল, যাকে আমি যত্ন সহকারে স্পর্শ করি, যাতে আপনি

কখনো আমার শক্ত হাতের ছোঁয়ায় মুছড়ে না যান। কখনো যেন আমার এই হাতের স্পর্শে আপনি ঝড়ে না যান। আপনার এই ফুলের মতো কোমল শরীর আমার স্পর্শে নষ্ট না হয়ে যায়। আপনি আমার নিকট নিঃসন্দেহে ফুলের থেকে বেশি সুন্দর ও কোমল ইসরাত।নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে আছে ধরণী। সন্ধ্যার আগ মুহুর্ত। বাতাসের ঠান্ডব

চলছে চারিদিকে। বৃষ্টি প্রবল আকার ধারণ করে ধেয়ে আসছে উত্তর দিক থেকে। কিছুক্ষণ পর কল বৈশাখী ঝড় আসার সম্ভাবনা। পাখিরা সবাই পশ্চিমে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আশ্রয় নিচ্ছে নিজ নিজ বাসায়। ভয়ংকর সেই প্রলয়কারী মেঘের ভয়ে নুসরাত আর ইরহাম নিজেরা ও আশ্রয় নিতে ফিরে আসছে নিজ নিজ নীড়ে। নিজেদের একান্ত বাড়িতে। নুসরাত

কলিং বেলে চাপ দিতেই গেট আজ খুলে গেল। বোঝাই গেল অধীর আগ্রহে কেউ বসে ছিল নুসরাতের বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায়। নিজের থেকে দশমন ভারী বাইকটা টেনে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করাতে নুসরাতের বেগ পোহাতে হলো অনেক। কয়েকবার ব্যগি প্যান্টের সাথে পা বেজে উল্টে পড়ে নিতে নিতে নিজেকে সামলালো। বাইক

টেনে ভিতরে প্রবেশ করতেই রাশভারী কণ্ঠে আরশ বলে ওঠল,”সৈয়দা নুসরাত নাছির কোথায় ছিলেন?নুসরাত বাইকের সাথে ধস্তাধস্তি করতে করতে অন্যমনস্ক উত্তর দিল,”ইরহামের সাথে।

আরশ এগিয়ে আসতে আসতে দু-পাশে মাথা নাড়াল। ঠোঁট কামড়ে ধরতেই ঠোঁটের উপরের সেই ছোট্ট

সুতো পরিমাণ গর্তের সৃষ্টি হয়। একইভাবে গালের এক পাশে গর্ত হয়। চোখ ছোট ছোট করে সূক্ষ্ম করে অবলোকন করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের উপর খ্যাচখ্যাচে হওয়া মেজাজের রমণীকে। নুসরাত বাইকের দিকে রাগি চোখে তাকিয়ে একটা লাথি মেরে সামনে চোখ ফিরাতেই চোখাচোখি হয় আরশের সাথে।চোখে

মুখে ফুটে ওঠে অস্বাভাবিক ভয়। হঠাৎ এভাবে আরশের সাথে দেখা হবে ভাবেনি হয়তোবা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আলগোছে পাশ কাটাতে চায় আরশকে, আরশ কব্জি চেপে ধরে থামিয়ে দেয় নুসরাতকে। নুসরাতের হুডির ক্যাপ অন্য হাত দিয়ে মাথা থেকে নামিয়ে দিতেই মেয়েলি মুখটা বের হয়ে আসে। আরশ ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে নিজের মুখ নুসরাতের

কানের কাছে নিল। ফিসফিস করে আওড়াল,”মিসেস আরশ,আবারো দেখা হয়ে ভালো লাগল।

নুসরাত আরশের দিকে কিছুটা মাথা কাত করতেই নাকের সাথে নাকের স্পর্শ লাগল। বাতাসের সাথে সুরসুর করে নাকে এসে লাগে পুরুষালি ব্ল্যাকবেরি-এন্ড-বেই পারফিউমের স্নিগ্ধ সেই ঘ্রাণ।পারফিউমের মাতাল করা সেই সুবাস নাক চিড়ে প্রবেশ

করে ভেতরে। আরশ নিজের বলিষ্ঠ দু-হাত দিয়ে নুসরাতের খোপা করা চুলগুলো খুলে দেয় বাতাসে। মুক্ত বাতাসে পাখির ন্যায় উড়তে শুরু করে চুলগুলো। আরশ এবার নিজের দু-হাত প্যান্টের পকেটে পুরে নেয়। দাঁড়ায় টানটান হয়ে। গতকাল রাতে জ্বর আসার জন্য মুখ থেকে গরম নিঃশ্বাস বের হচ্ছে আরশের, তা আবার সরাসরি এসে নুসরাতের

মুখে পড়ছে। সুঠাম দেহি শরীরটা সোজা হতেই শরীরের আড়ালে ঢেকে যায় মেয়েলি দেহটা। আরশ চোখ নামায় নিচের দিকে। নিস্প্রভ চোখে লক্ষ করে মেয়েলি মুখটা। নুসরাতকে উদ্দেশ্য করে গমগমে পুরুষালি গম্ভীর আওয়াজে বলে ওঠে,"তেরোতিম বিবাহ বার্ষিকীর শুভেচ্ছা। তেরোটা উপহার নিবেন না, মিসেস আরশ?নুসরাত চোখ

তুলতেই সুঠাম দেহি আরশকে নজরে পড়ে। আরশ নির্বিঘ্নে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে কোনো কিছু নেই। নিস্প্রভ, অনুভূতিহীন সেই দৃষ্টি। কালো মণির চোখ গুলো রক্তের বলিরেখা জমা হয়ে আছে সাদা অংশে। বোঝাই যাচ্ছে জ্বর ভালো করেই কাবু করেছে লোকটাকে। নুসরাত নিজেও সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সুঠাম দেহি পুরুষটার

চোখে চোখে রেখে দাঁতে দাঁত পিষে কাঠখোট্টা গলায় প্রশ্নের উত্তর দেয়,”উপহার দেওয়া হয় মানুষকে কিনে নেওয়ার জন্য, আর এমন কারোর জন্ম হয়নি যার সাধ্য বা সাহস আছে এই আমাকে কিনে নিবে।

নুসরাতের ফিরিয়ে দেওয়া উত্তর আরশের মনপুত হয়নি তাই মুখে আরো একটু আধার নেমে আসে।দু-

জনের ভিতর নেমে আসে গম্ভীর পরিবেশ। নুসরাতের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে আরশ বলে,”উঁহু, সেটা কীভাবে হয়? আপনাকে তো উপহার নিতেই হবে।

নুসরাত চোখ ছোট ছোট করে নেয়। রাগি কণ্ঠে বলে,“আমি নিতে চাইনা আপনার উপহার।

” তারপর ও আমি দেব। এটা আপনার পাওনা আমার নিকট থেকে।

আরশ জেদি গলায় কথাটা বলা শেষ করে। নুসরাত কিছু বলতে নিবে ঠোঁটে হাত রেখে চুপ দেখায় আরশ। নুসরাত অনিহা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে চায় আরশ কী উপহার দেয় তাকে। বৃষ্টি ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে। কিৎকাল কেটে যায়।

আরশ তখনো সোজা দাঁড়িয়ে, নড়চড় বিহীন। বৃষ্টির তোড়ে যখন দু-জন ভিজে যেতে শুরু করল, নুসরাত আরশকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে আওড়ায়," বৃষ্টিতে ভিজলে আবারো জ্বর আসবে, বাড়ি....

কথা শেষ করার আগেই আরশ নুসরাতের কব্জি চেপে ধরে। ঠোঁটে হাত রেখে নিশ্চুপ থাকতে বলে।

নুসরাত হাত ছাড়ানোর আগেই রাশভারী হাস্কি আওয়াজে বলে ওঠে,”উপহার নিয়ে যা!এক মুহুর্তে আপনি থেকে আরশ তুই এ নেমে আসলো। আরশের এমন রং পাল্টানো দেখে নুসরাত স্তব্ধ বনে গেল। কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ উপরে তুলে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই বাঁ-গালে ঠাস ঠাস করে একসাথে চারটা থাপ্পড় পড়ল।

নুসরাত কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরো দুটো পড়ল। পরপর আরো চারটা। জীবনে প্রথমবার এক সাথে এত থাপ্পড় খেয়ে নুসরাত জ্ঞান হারানোর জোগাড়। নিজেকে সামলানোর আগেই মাথা ঘুরে উঠল। পুরো পৃথিবী তার নিকট শূন্যে ভাসল। চোখ উল্টে পড়তে নিবে আরশ শক্ত করে ধরল হাত দিয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের ভিতরের

সকল রাগ উগড়ে বের করে দিল থাপ্পড়ের উপর।নুসরাত মনে করল এবার মনে হয় থামবে,কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়ে পরপর আরো তিনটে দাবাং মার্কা থাপ্পড় পড়ল। থাপ্পড়ের শক্ততা এতো বেশি ছিল যে, নুসরাত চোখ মুখ উল্টে নিল। এতক্ষণ যা হুশ ছিল তা হারিয়ে নিজের জায়গা থেকে টলে গেল। দু-পা পিছনে সরে পড়ে যেতে

নিবে আরশ কোমর পেঁচিয়ে ধরল। দু-কদম এগিয়ে এসে নিজেদের ভিতরে নূন্যতম দূরত্ব মিটিয়ে নিয়ে গ্রীবা বাঁকায় সামান্য। অর্ধজ্ঞান হারানো নুসরাতের ছেড়ে দেওয়া শরীর নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে নিজের মুখ নামিয়ে নেয় নুসরাতের কানের কাছে। ফিসফিস করে বলে,"কী বলেছিলাম বেশি উড়বি না। ডানা কেটে ছাটাই করে

রাখব।শ্বাস ফেলল সামান্য। চোখের পলক ফেলে গম্ভীর কণ্ঠে আবার বলল,”তেরোবার মিথ্যে বলার শাস্তি তেরোটা থাপ্পড়। এইটুকুতে অর্ধজ্ঞান হয়ে গেলি পরে কী করবি?

নুসরাত নিজেকে যথাসম্ভব সামলানোর চেষ্টা করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। আরশের হাতের বেষ্টনী থেকে নিজের কোমর ছাড়িয়ে নেয়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে

হাপিয়ে যাওয়া কণ্ঠে বিড়বিড় করে আওড়ায়,”দেখে নিব আপনাকে আরশ। ছাড়ব না আপনাকে আমি।

আরশ চোয়াল শক্ত করে নেয়। হিসহিসিয়ে বলে ওঠে,”বেড রুমে আসিস, শার্টলেস দেখবি।নুসরাত দু-হাতের নখ আরশের কাঁধে দাবিয়ে দেয়। নিজের বোকামিতে নিজের ওপর বিরক্ত হয় নুসরাত। ঘন ঘন শ্বাস টেনে ফেলে বাহিরে। গলার

কাছে শ্বাস আটকে আছে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে ওঠে,”এই থাপ্পড়ের উচিত জবাব সময়মতো আমি ফিরিয়ে দিব আপনাকে। আপনার এই উপহার আমি সঃযত্নে তুলে রাখলাম আরশ। এবার আমার নিকট থেকে আপনার জন্য ধামাকাদার উপহার আসবে। wait and see what i do, my beloved husband.

আরশ মাথা কাত করে সামান্য। দু-জন দুজনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিন্তু বিপরীতমুখী। নিজের গ্রীবা সামান্য বাঁকিয়ে নুসরাতের গালে ফু দিয়ে বলে ওঠে,"I like your attitude baby and,I'll be waiting to see what you do.সূর্যের আজ দেখা নেই। ম্লান হয়ে আছে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে এক নাগালে বৃষ্টি হওয়ায় সোঁদা মাটির মিষ্টি গন্ধ

এসে নাকে লাগছে জোরালো ভাবে। নাক টেনে গন্ধটা নিতে যাবে নাকের দু-পাশে তীক্ষ্ণ ব্যথার উপলব্ধি করল নুসরাত। কুকিয়ে উঠল নিচু গলায়। পাশে বসা ইসরাত বই রেখে দেখার জন্য পাশ ফিরল, দেখল নুসরাত মাথা পর্যন্ত কাঁতা টেনে শুয়ে আছে। কাঁতা ধরে টান দিতেই বেরিয়ে আসলো নুসরাতের জখম হওয়া মুখ। পুরো মুখে ছেয়ে আছে দাগে।

ছোপ ছোপ হয়ে রক্ত জমা হয়ে আছে নুসরাতের মুখের বাঁ-পাশ জুড়ে। ইসরাত আঁতকে ওঠল। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল রক্ত জমাটবাঁধা স্থানে। অনেকগুলো প্রশ্নের উৎপত্তি হলো মনের অন্তর্কীণে।তার মধ্যে একটা, এরকম বেরেহমের মতো কে মেরেছে? কথাটা ভাবার সময় নুসরাতের গালে হাতের চাপ একটু বেশি পড়ল। আর তা পড়তেই

নুসরাত আবারো কুকিয়ে ওঠল। ব্যথার জ্বালায় ফুপিয়ে কেঁদে উঠল ধীরে ধীরে। যা সেকেন্ডের ভিতর নেমে গেল একদম নিচু স্বরে। ইসরাত নুসরাতের গালে হাত রেখে ফোন বের করল নিজের। গতকাল তো এমন ছিল না, আজ হঠাৎ এর উৎপত্তি হলো কোথা থেকে? নিজের মনের ভিতর চলা দোলাচাল একপাশে ফেলে বাদর লিখা নাম্বারে

কল দিল। কল দিতেই ওপাশ থেকে কল পিক করলো মানুষটি। ইসরাত ইরহামকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল,”নুসরাত গতকাল তোর সাথে ছিল না, তাহলে ওর এ অবস্থা কেন?

ইরহাম বোকা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,“কী অবস্থা?

ইসরাতের নিজের ইচ্ছে করল দেয়ালে মাথা বারি দিয়ে নিজেকে মেরে ফেলতে। কেন এই গর্দবগুলো তার ভাই-বোন হলো। শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলল,” তুই কিছু জানিস না?

ইরহাম আবারো অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,

“আমি কী জানবো?

প্রশ্নের বিপরীতে নিজে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ইরহাম। সে আসলে বুঝতে চাইল ইসরাত কী জিজ্ঞেস করেছে! ইসরাত রাগে তিক্ত বিরক্ত হয়ে ইরহামের কথার উত্তর না দিয়ে ফোন কেটে দিল। ফুসফুস করে শ্বাস ফেলল। যেন বাতাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে পৃথিবীতে। এই বেটাকে সে প্রশ্ন করে, বেটা আবার তাকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে। মাথায়

সমস্যা সবগুলোর এই বাড়ির মানুষের।সুফি খাতুন ড্রয়িং রুমে বসে বাজ পাখির ন্যায় তাকিয়ে আছেন। গভীর তদন্তে লিপ্ত আছেন! কাকে বাঁশ দেওয়া যায় সাথে তা ও চিন্তা করছেন। ঠোঁটে লেগে আছে কুটিল হাসি। হেলাল সাহেবকে ড্রয়িংরুমে আসতে দেখেই কুচক্রীর মতো হেসে ওঠলেন মনে মনে। চোখ সরু করে মনে করলেন

সেদিনকার ঝর্ণা বেগমের রাগী গলায় তার সাথে কথা বলা। কী-রকম তিক্ত বিরক্ত কণ্ঠে কথা বলছিল ঝর্ণা তার সাথে। আজ ঝর্ণার ছেলেকে একটা বাঁশ না দিলেই নয়। হেলাল সাহেব এসে বসতেই সুফি খাতুন এগিয়ে গেলেন। সতর্ক গলায় বলে ওঠলেন," হেলাল জানিস তোর অতি আদরের ভাতিজা কী করছে?

হেলাল সাহেব তীরিক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,“কী?

দেখেই মনে হলো সুফি খাতুনের কথায় কোনো মনোযোগ নেই। সুফি খাতুন তবুও অতি উৎসাহি কণ্ঠে ঠাট্টা করে বললেন,” তোর ছোট ভাতিজার সাথে নাছিরের মেয়ে ইটিস-পিটিস টাইপ সম্পর্ক।

হেলাল সাহেব তড়াক করে সুফি খাতুনের দিকে তাকালেন। বাকশূন্য

কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”তুমি জানলে কীভাবে?

সুফি খাতুন একটু ভাবসাব নিলেন। ঠোঁট এলিয়ে হেসে বললেন,”এসব গোপন কথা জানা আমার বাঁ-হাতের খেল।

হেলাল সাহেব ফিকে হয়ে যাওয়া চোখে চেয়ে রইলেন নির্মিশেষ সুফি খাতুনের দিকে। মনে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। এবার তাকে কে

হারায়?আরশের বিয়ে এবার অনিকার সাথে তিনি দিয়েই ছাড়বেন। উপরে নির্বাকতা টেনে এনে বিরশ কণ্ঠে বলে ওঠেন,”এরকম কিছু হলে আমি অতি দ্রুত ওই মেয়ের সাথে শোহেবের ছেলের বিয়ে দিয়ে দিব। সুফি খাতুন মনে মনে কুটিল হাসলেন। এবার জমবে খেলা। আমাকে অপমান করা বের হবে

ঝর্ণা তোমার। অধর এলিয়ে হেসে সুফি খাতুন উঠে দাঁড়ালেন। চোখ মুখে বিজয়ের হাসি ঝুলিয়ে হেলে দুলে চলে গেলেন বাহিরের দিকে। একটু পাশের বাসায় গিয়ে বউ আর শাশুড়ীর মধ্যে আগুন লাগানো প্রয়োজন। অনেকদিন হয় কারোর ঝগড়া দেখতে পারেন না। আজ ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে সামনে বসে লাইভ দেখবেন। শাশুড়ী বউমার

চুলোচুলি দেখতেই অসাধারণই লাগে!ইসরাত ফোন রাখতেই ইরহাম দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় আরশের রুমের দিকে। সে যা সন্দেহ করছে, তা কী সত্যি তার যাচাই করতে। আরশের রুমের দরজা ভেজানো ছিল। হালকা হাতে নক করতেই ভেতরে আসার অনুমতি পেল সে। রুমে ঢুকে দেখল মাহাদি সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। আর

আরশ মোবাইল হাতে নিয়ে পায়চারি করছে। আরশের দিকে তাকিয়ে ইরহাম মনে মনে নাক ছিটকাল। আরশের পরণে হাঁটু সমান থ্রি-কোয়াটার প্যান্ট আর উপরে হুডি। পায়ে এক জোড়া স্লিপার। ইরহাম মনে মনে বিড়বিড়াল,”উপর সৌদি আরব নিচ আমেরিকা,বিদেশি মানুষের বিদেশি স্টাইল।

ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে ভেতরে প্রবেশ করতেই আরশ কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল,”কী চাই?“ইয়ে মানে! আরশ ধমক দিল ইরহামকে। কপালে গাঢ় ভাঁজ ফেলে বলল,” যা বলতে এসেছিস বলে বিদেয় হো!
ইরহাম ঠোঁট জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে নেয়। চোখের পাপড়ি ঝাপটে বলে ওঠে,”আপনি কী নুসরাতকে কিছু করেছেন?

আরশ ভ্রু বাঁকায়। বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,

“আমি কী করেছি?

” না মানে সকাল সকাল আপি ফোন দিয়ে বলল, নুসরাতের না-কী কী জানি হয়েছে!

আরশ ওহ বলল। তারপর তড়াক ইরহামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,”তুই কিছু জিজ্ঞেস করিসনি?

“জিজ্ঞেস করার আগেই ফোন কেটে দিয়েছে।

আরশ ক্লিনসেভ থুতনিতে হাত বুলায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বলে ওঠে,”এক কাজ কর পাঁচ কেজি করে সব ফল নিয়ে আয়।

ইরহাম বিরশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,” কেন?

আরশ হাত তোলে তেড়ে আসতে আসতে বলল,

“গাধার বাচ্চা, প্রথমবার যাচ্ছি না শ্বশুরবাড়ি! খালি হাতে যাওয়া যাবে কী! উঁহু একদম না। আর সাথে রোগীকে ও দেখে আসব। তাই রোগীর জন্য ফল নিয়ে যাচ্ছি।

ইরহাম অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” আপনি কীভাবে জানলে রোগী আছে ওখানে?

আরশ রহস্যময় হাসল। তারপর বলল,”তোকে যেতে বলেছি না, তাহলে এত প্রশ্ন কীসের?

আরশকে আবারো তেড়ে আসতে দেখে ইরহাম দ্রুত পায়ে রুম থেকে বের হতে হতে বলল,”আরে যাচ্ছি, যাচ্ছি ভাই! এরকম করছ কেন?

নিস্তেজ এক সকাল। নেই কোনো প্রাণ, নেই কোনো শিখা, নেই কোনো আনন্দের ছিটা। চারিদিক

শুধু হাহাকার আর হাহাকার। হাহাকার ছাড়া নেই কোনো শব্দ। মানুষের হাহাকার থেমে গেলেই পুরো পরিবেশটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ফ্যাকাশে বর্ণের মলিন সেই পরিবেশ।অস্বাভাবিক সেই নিস্তব্ধতা গ্রাস করে রেখেছে একটা সুবিশাল পরিবারকে। হসপিটালের করিডোরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নুসরাত আর ইসরাত। ইরহাম বড়

ভাইয়ের মতো নিজের বুকের কাছে আগলে রেখেছে বড় বোনকে। আরেক-হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে নিজের ছোট বোনকে। দুজনেই আজ নিস্তেজ। জড় পদার্থের ন্যায় নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সামনের আই-সি-ইউতে মেহেরুন নেছা রয়েছেন। বাহির থেকে ঝাপসা তার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে।হসপিটালের অথোরিটি থেকে

পাওয়া পরিহিত কাপড় জায়িনের গায়ে। সেই কাপড় পরে বিভিন্ন শর্তাবলী মেনে ভেতরে প্রবেশ করেছে সে। মেহেরুন নেছার একটাই কথা শেষবার তিনি জায়িনের সাথে দেখা করতে চান। তাই শুধু ভেতরে ঢোকার অনুমতি শুধু জায়িনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। জায়িনের চোখে মুখে অস্বাভাবিক গম্ভীরতা। মেহেরুন নেছা জায়িনকে

দেখতেই কাঁপা হাতে নিজের মুখের অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেন। থরথর করা সে হাত বাড়িয়ে দেন জায়িনকে ছুঁয়ে দেওয়ার আশায়। জায়িন নিজে এগিয়ে যায় মেহেরুন নেছার দিকে, হাত টেনে নিয়ে স্পর্শ করে নিজের গালে। প্রশ্নাতীত চোখে চেয়ে থাকে মেহেরুন নেছার কথা শোনার আশায়। মেহেরুন নেছা চোখ বন্ধ করে নিয়ে শ্বাস ফেলেন। ঘনঘন

শ্বাস ফেলে ঠোঁট নাড়ালেন। যা জায়িনের কানে স্পষ্ট গেল না। তাই সে কান বাড়িয়ে দিল মেহেরুন নেছার মুখের সামনে, অস্পষ্ট কথাগুলো শোনার জন্য। মেহেরুন নেছা ভাঙা কথাগুলো জোড়া লাগিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন,"ইসরাতের হাত কখনো ছেড়ে দিও না। ককখনো আমমার স্বাআমীর মমান ভেঙে দিও...মেহেরুন নেছা নিজের কথা

পূর্ণ করতে পারলেন না। তার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মেহেরুন নেছাকে কথা বলতে না দেখে জায়িন কান আরেকটু কাছে নিল। না নেই, কোনো সারাশব্দ নেই। চোখ তুলে তাকাতেই ধীরে ধীরে তা লাল হতে শুরু করল। এক হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল মেহেরুন নেছার খোলা চোখগুলো। নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা দু-খানা হাত তুলে

নিয়ে মুখের কাছে চেপে ধরল। নিঃশব্দে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল এক ফোটা পানি। শার্টের হাতায় চোখ মুছে নিয়ে অগ্রসর হলো সবচেয়ে দুঃখজনক সংবাদ সবার নিকট পৌঁছাতে।মানুষ জন্ম নেয় মরণের জন্য। যখন বাঁচার আশা মিটে যায় মানুষ বরণ করে নেয় মরণকে। কেউই এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয়। একদিন সবাইকে এই

সুন্দর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হয়। যারা নিজের বাঁচার অবলম্বন হারায় বা বাঁচার কোনো আশা থাকে না, তারা হয়তো কখনো নিজের বাঁচার অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয় ভালোবাসা। অনেকেই ভালোবাসার জন্য জন্ম জন্মান্তর বাঁচতে চায়। কিন্তু সেটা কী কখনো সম্ভব! একটা কথা আছে এমন, we are born to be alone, but why we still

looking for love?জীবনানন্দ দাশের লিখিত সেই দিন এই মাঠ কবিতায় একটা কথা এমন ছিল, আমি চলে যাব বলে চালতা ফুল কি আর ভিজবে না শিশিরের জলে নরম গন্ধের ঢেউয়ে? লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে না, নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে? কোনো কিছুই থেমে থাকবে না। পৃথিবীর নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য সভ্যতা বেবিলীন ছাই হবে না। মানুষ চলে

গেলে সেই কষ্ট কিছুদিন গ্রাস করে রাখে মানুষকে কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সত্যতা মেনে নিয়ে সবাইকে এগিয়ে যেতে হয় সামনের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে। কোনো কিছু থমকে যায় না। প্রকৃতি, সৌন্দর্য, সভ্যতা সবই এগিয়ে যাবে নিজস্বতার তরে। যেই শোক সৈয়দ পরিবারকে গ্রাস করেছে হয়তো সময়ের সাথে কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু

হারানোর দুঃখ কী কখনো কাটাতে পারবে তা সময় বলে দিবে।সিলেট সিটি হসপিটালের সামনে বুকে কম্পন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরশ। ঘুম থেকে উঠে এসেছে এখানে তা ভালোইভাবে বোঝা যাচ্ছে। নড়বড়ে পায়ে হাঁটছে। এক হাত দিয়ে আগলে রেখেছে মাহাদি। চোখ মুখে দুজনের বিরাজ করছে গম্ভীরতা। করিডোর পার করতেই আই-সি-ইউ

রুমের সামনে জটলা বেঁধে দাঁড়ানো সৈয়দ বাড়ির সদস্যকে দেখা গেল সবাইকে। বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্য সেখানে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তো কেউ মেঝেতে এক পাশে বসে। চোখের মণি ঘুরিয়ে আশেপাশে খোঁজ করল কাউকে। অক্ষিকোটরের ভিতর তার মুখ ভাসতেই কিছুটা আঁতকে উঠল। গাল অস্বাভাবিক ফোলে গিয়েছে।

চোখের নিচে একদিনে পড়েছে কালো দাগ। গালে শুকিয়ে যাওয়া পানির চিহ্ন। নিস্তেজ হয়ে মরার মতো গুটিসুটি মেরে মেঝেতে বসে আছে সে। আরশ ভাবেনি এত খারাপ অবস্থা হয়েছে নুসরাতের। সামান্য থাপ্পড়ে এই অবস্থা!আরশ আই-সি-ইউ রুমের দিকে এগিয়ে গেল অনিশ্চয়তা নিয়ে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই জায়িনকে দাঁড়িয়ে

ডাক্তারের সাথে কথা বলতে দেখল। আরশকে দেখে জায়গা করে দিল ভেতরে যাওয়ার জন্য। আরশ আলগোছে পা বাড়াল। যত বেডের কাছে এগিয়ে গেল তত বুকের অস্বাভাবিক কম্পন বেড়ে গেল। বেডে শোয়া মানুষটার মুখের উপর পর্যন্ত সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাত বাড়িয়ে সাদা কাপড় সরিয়ে নিতেই ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মেহেরুন

নেছার মুখ বের হয়ে আসলো। আরশ হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল মেহেরুন নেছার গালে। নেই কোনো নড়চড় সেই মানুষটার। বিছানা শুয়ে আছে মানুষটা নিস্তব্ধ হয়ে। গালে হাত বোলাতে বোলাতে বাচ্চাদের মতো আরশ ডেকে উঠল,"দাদি, ও দাদি।মেহেরুন নেছার সারাশব্দ নেই। আরশ গালে চুমু খেল পাগলের মতো। চোখের পাপড়ি

বারবার ঝাপটে ডেকে উঠল,”দাদি, শুনতে পাচ্ছ আমাকে?

আরশ মেহেরুন নেছার হাত ধরে ঝাকায়। হাতে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করে,”আমাদের ছেড়ে চলে গেল কেন তুমি? দাদি ও দাদি..! তুমি কথা দিয়েছিল আমদের দেখা দেওয়ার আগে চলে যাবে না, দেখা পেতেই চলে গেলে। তুমি নিষ্ঠুর দাদি, নিষ্ঠুর।মেহেরুন নেছাকে

নাছির মঞ্জিলে আনা হয়েছে। শেষ গোসল দেওয়া হবে বাগানে। তাই সেখানে সকল ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাড়ির সামনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে তিন-বোন। চুপচাপ বসে নিশ্চুপ হয়ে দেখছে শেষ গোসলের ব্যবস্থা। এই তো আর একটু সময় এরপর মাটির নিচে নিয়ে রাখা হবে মেহেরুন নেছাকে। চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে তার দেহ মাটির সাথে।

আর কখনো দেখা হবে না। এই দেখা, শেষ দেখা। মানুষ যদি চলে যাবে তাহলে কেন এত মায়া জন্মায় নিজেদের প্রতি। কেন তাদের চলে যেতে হয়, থেকে গেলে পারে না। মানুষ কেন এই পৃথিবীর মিথ্যা মায়ায় পড়ে। সবই নিছক ছলনা। একবার চলে গেলে সব শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে যায় চলে যাওয়া মানুষটার শুধু স্মৃতি। আর সেই স্মৃতি

এক সময় ছাই হয়ে যায়।পাশে আগুন ধরানো হয়েছে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুনের সেই শিখা। নিমেষেই সেই আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে একজন মানুষকে। পানিতে দেওয়া হয়েছে বরই পাতা। নুসরাত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। পানি নিয়ে যাওয়া হয় মেহেরুন নেছাকে যেখানে শোয়ানো হয়েছে শেষ গোসল দেওয়ার জন্য

সেই ঘরে। নুসরাত তাকিয়ে থাকে, এই উঠে আসবেন মেহেরুন নেছা এসে বলবেন, পানি গরম করতাছস ক্যা? দেইখা যা আমার কিছুই হয়নাই! নিছক কল্পনা মাত্র! এরকম কিছু হয় না মেহেরুন নেছা নিজের জায়গায় স্থির শুয়ে থাকেন, ওঠে আসেন না। নুসরাত নিজে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় শেষ গোসল দেওয়া জায়গার দিকে। চোখে পানি

থেমে গিয়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে মনে হয়। তার রেশ রয়ে গিয়েছে মুখের আশে-পাশে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় চৌকির দিকে।পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে মেহেরুন নেছার দিকে। মেহেরুন নেছার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। নির্মিশেষ চোখে দেখে সুন্দর মুখটাকে। বয়সের ভারে যে মুখে ছাপ পড়েছে। নুসরাত এক দৃষ্টিতে শুধু দেখে আর দেখে। সময় গড়ায়,

গড়াতেই থাকে। তবুও টু শব্দ করে না। নুসরাতের মনে হয় এই তো আর কিছু সময় পর দাফন করা হবে তারপর এই মানুষটা তাদের স্মৃতিতে মিশে যাবে। কেন রাখা যায় না মৃত মানুষকে নিজের সাথে? কেনওওও? নেই এই কেন এর উত্তর! সে কেন রাখতে পারবে না দাদাকে নিজের সাথে। দাদা কী রাগ করেছে তাদের সাথে?এভাবে কোনো

কিছু না বলে চলে গেল কেন? মিথ্যে এই মায়ার পৃথিবীতে জন্মায় কেন মানুষ যখনই চলে যাবে সবাই একদিন। মায়া কেন তৈরি করে নিজেদের প্রতি?? নুসরাত হাত বাড়িয়ে মেহেরুন নেছার গালে হাত বোলায়। ফিসফিস করে ডাকে, “চোখ খুলো দাদি। আমি জানি, তুমি ঘুমিয়ে আছো! তাড়াতাড়ি চোখ খুলো নয়তো আব্বা তোমাকে দাফন করে

দিবে। এখনো সময় আছে, এই তাকাও আমার দিকে, এই দেখো আমি বসে আছি। চোখ খুলো দাদা, আর বেশি কথা বলব না। একদম চুপ হয়ে বসে থাকব। তারপরও চোখ খুলো। আমি মিথ্যে বলছি না। মমো এসে নুসরাতের পাশে বসে। কেদেকেটে চোখ মুখ একাকার। কুর্তির হাতায় ভালোভাবে চোখ ঢলে মুছে নেয়। না আবারো চোখে জমা

হয়েছে পানি। নাক টেনে চোখ মুছে বারংবার। বারবার আবারো ভিজে উঠে চোখগুলো। আজ আর চোখে পানি থামছে না। থামার নাম নিচ্ছে না। অর্ন্তলীণ এই সময় কাটছে না কেন। যেন থমকে আছে এই সময় এক জায়গায়। আজ আকাশ ও কাঁদছে। মেঘ জমেছে আকাশে। কালো আধারে ডুবেছে এই প্রকৃতি। বৃষ্টি হবে খুব তাড়াতাড়ি। মাটিতে

পতিত হবে। বাসিয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু পৃথিবীর সবকিছু। হারিয়ে যাবে কারোর অস্তিত্ব এই বৃষ্টির সাথে। মমো চোখ মুছে আর কাঁদে। নানি কেন ছেড়ে গেল তাদের? শেষবার তার সাথে দেখা করল না? কেন এই হঠাৎ চলে যাওয়া? এতদিন তো ভালো ছিলেন। গ্রো-আপ করছিলেন। ডাক্তার তো জানিয়েছিল কিছু দিন এভাবে

গ্রোআপ করলেই নানি পুরো সুস্থ হয়ে ওঠবেন। তাহলে কেন এমন হলো? কেন তাকে চলে যেতে হলো? কী এমন তাড়া আসলো যে আরো কয়েকবছর বাঁচার ইচ্ছে পোষণ করলেন না? কেন সে চলে গেল? তাদের অপরাগতা কী? কি ভুল ছিল এমন যে এই শাস্তি দিল নানি?নুসরাত বসে রইল মরা মানুষের মতো। তাকে পাশে এক

জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নাজমিন বেগম চলে গেলেন গোসল দেওয়ার জন্য। আস্তে আস্তে শুরু করলেন শেষ গোসল। এই গোসল দেওয়ার পর মানুষকে আর গোসল দিতে হয় না। কেন মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মরে যায়? কেন তারা চলে যায় নিজের পরিবার পরিজনকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে? কেন তারা এত স্বার্থপর হয়? কেন এরকম করে

তারা? কেউ এই কেন ওর উত্তর দেয় না। কারোর কাছে এর সংজ্ঞা নেই। কেন নেই? কেন জানে না কেউ? কেউ শুনতে পায় না এত প্রশ্ন! দোলাচাল করতে থাকে মনের অন্তর্কীণে। কাউকে বলতে পারে না প্রশ্নগুলো! সাজাতে পারে না। পড়ে থাকে মনের এক কোণে অবেহেলায়, অবজ্ঞায়।মেহেরুন নেছার গোসল শেষ হওয়ার পর গায়ে গোলাপজল

ছিটিয়ে দেওয়া হলো। খাটিয়ায় শোয়াতেই ইসরাতের টনক নড়ল। নিয়ে চলে যাবে এখন মানুষটাকে। আর দেখতে পারবে না কোনোদিন, নিজের এই প্রিয় মুখকে। মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই দেহ। ইসরাত ডুকরে কেঁদে উঠল। হাহাকার করে ডেকে উঠল,"দাদি ও দাদি।

এগিয়ে গেল খাটিয়ার দিকে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল মুখে। বরফ ঠান্ডা হয়ে এসেছে পুরো শরীর। ইসরাতের চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। ঢোক গিলে বলল,"শেষ বারের মতো একটা কথা না বলে চলে যাচ্ছ? থেকে গেলে পারতে না তুমি? দাদি ও দাদি। শুনতে পাচ্ছ তুমি? এই চোখ খুলো না? দেখো, আমি আমি

তোমার ইসরাত দাদি! আমাকে একা ফেলে চলে যাবে? তুমি মিথ্যাবাদী দাদি। তুমি বলেছিলে তুমি ফিরে আসবে? অনেকদিন আমাদের সাথে থাকবে। তুমি কথা রাখলে না দাদি কথা রাখলে না। কথা ভেঙে দিয়ে চলে যাচ্ছ। মিথ্যে বলেছ তুমি আমায়।খাটিয়া তোলে নিলেন নাছির সাহেব নিজের কাঁধে। সামনে হেলাল সাহেব আর নাছির সাহেব ধরেছেন,

পেছনে শোহেব আর সোহেদ সাহেব ধরেছেন। পাঞ্জাবিতে বারবার চোখ মুছছেন সোহেদ। হেলাল সাহেবের চোখে পানি জমা হলেও তা বাহিরে বের হচ্ছে না। ইসরাত পেছন থেকে চিৎকার করছে,"আমার দাদিকে রেখে যাও, নিয়ে যেও না। আমার দাদি আমার দাদি। কবর দিও না, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরো একটু সময় থাকুক। আরো কিছুক্ষণ আমি

দেখতে চাই শেষবারের মতো। ভালো করে দেখতে চাই শেষবার। আর তো দেখতে পারব না। রেখে যাও আমার দাদিকে। রেখে যাও দাদিকে, নিয়ে যেও না। আব্বু দয়া করে রেখে দাও আরো কিছুক্ষণ। আমি দেখতে চাই দাদির মুখ। আরো ভালো করে, শেষবারের মতো করে দেখতে দাও।নুসরাত ডুকরে কেঁদে উঠল। সৌরভি নুসরাতের

কাছে এসে পাশ ঘেঁষে বসল। দু-হাতে নুসরাতকে আগলে নিয়ে বলে ওঠল,”কেঁদে যদি মৃত মানুষকে আটকানো যেত, তাহলে এত বছরে হাজারো মানুষকে দাফন করা হতো না। সবাই সর্বোচ্চ কান্না করে নিজেদের প্রিয় মানুষকে রেখে দিত নিজেদের কাছে।সৌরভি কথায় কান্না থামে না নুসরাতের। চোখ বেয়ে পড়ে জল একই ধারায়। নিভু

নিভু চোখ তুলে চেয়ে থাকল সামনের দিকে। মানুষটা চলে যাচ্ছে আল্লাহর নিকট। যে মাটি দিয়ে তাকে তৈরি করা হয়েছে সেই মাটির কাছে। সেই মাটির নিচে একসময় তার দেহ পচে মিশে যাবে। মেহেরুন নেছার সামনে সামনে চলে যাচ্ছে জীবনে করা সকল পাপ পূর্ণ। মানুষকে নিয়ে মাটিতে দাফন করার আগে তার পাপ পূর্ণ গুলো আগে

আগে চলে যায় সেই জায়গায়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমেছে। মানুষের গা তা স্পর্শ করছে। নুসরাত ইসরাত মমো সবাই নির্মিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে যতক্ষণ না, খাটিয়া নিয়ে দৃষ্টি সীমার বাহিরে অদৃশ্য হলেন সবাই। তবুও চোখের তৃষ্ণা মিটল না। বুকে চিনচিনে ব্যথা উঠল সবার। একেকজন একেকপাশে দেয়ালের

সাথে ঠেস দিয়ে বসে রইল। বাড়ির ভিতরে যাওয়ার কারোর মনোবল নেই। কোনো ইচ্ছা নেই। যেন হাজার যোগ এখানে বসে তারা কাটিয়ে দিতে পারবে।ইসরাত খোলা হা করে রাখা গেটের দিকে পানিতে টইটম্বুর করা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। করুণ স্বরে শুধু চেয়ে কাঁদা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। নিভু নিভু চোখে চেয়ে

থেকে ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। অসাড়তা, ক্লান্তিতে, শরীর ঝিমিয়ে আসলো। নিজেও চোখ বন্ধ করে নিল আরামের একটা ঘুম দেওয়ার জন্য। যেন এটা নিছকই স্বপ্নমাত্র। এতক্ষণ যা হয়েছিল তা স্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে চাইল। ইসরাত ভাবল ঘুম ভাঙলে হয়তো সব নতুনভাবে শুরু হবে। নতুন এক ভোরের সূচনা হবে। নতুন এক ক্লান্তিহীন সকালের

সূচনা যেখানে থাকবে না কোনো বিষাদ, কোনো কষ্ট, কোনো দুঃখ। মৃত্যুর ভয় যেখানে গ্রাস করতে পারবে না।হারানোর ভয়ে কখনো আর তটস্থ হতে হবে না। নতুন ভোর কী ইসরাতের ভাবনার মতো বিষাদহীন হবে না-কী আরো বেশি বিষাদীয় হবে তা আগামীকাল নতুন সূর্য উদয় হওয়ার সাথে দেখা যাবে, জানা যাবে। ধীরে ধীরে মেয়েটা

আরামের সাথে চোখ বুজল। এই তো এখানে নেই কোনো কষ্ট। নেই দুঃখ। শুধু এতক্ষণের ক্লান্তি কাটার আবহ্। চারিদিকে সুখ আর সুখ। বাস্তবতা থেকে পুরোই আলাদা। স্বপ্নের রাজত্ব্য চলে এখানে। ইসরাতের ইচ্ছে অনুযায়ী চলে। কেউ কষ্ট দিতে পারে না এখানে কাউকে। নিজের মনের মতো স্বপ্ন বোনা যায় এই জায়গায়। কেউ কষ্ট

দিয়ে চলে যেতে পারবে না। সে চাইলেই রেখে দিতে পারে। নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী সব করতে পারবে, একজন মুক্ত পাখির ন্যায়।মানুষ চলে যাবে। সেসব মেনে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আগাম ভবিষ্যতের দিকে। থেমে যাওয়া যাবে না। পৃথিবী এক রণক্ষেত্র। যেখানে চলার পথে হারাতে হবে অনেক কাছের মানুষজন। স্বীকার

হতে হবে নিজের অতি প্রিয় কিছু মানুষের কাছ থেকে ধোঁকা, বর্বরতার। আমাদের সবকিছু পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে আগাম ভবিষ্যতের দিকে। থেমে গেলে চলে না। নিজেদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যেতে হয় এইখানে টিকে থাকতে হলে।মেহেরুন নেছার চলে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। সৈয়দ বাড়ির পরিবেশ

আগের তুলনায় অনেকটা স্বাভাবিক। সবাই ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হচ্ছে। কেউই থেমে নেই। স্মৃতি পাতায় সঃযত্নে তুলে রেখেছে সবাই মেহেরুন নেছাকে। এখন মেহেরুন নেছা স্মৃতিমাত্র। মৃত ব্যক্তির কথা ভেবে নিজেদের কষ্ট না বাড়ানোই ভালো তাই সবাই যথাসম্ভব মেহেরুন নেছার কথা বলা

এড়িয়ে চলছে। জীবন চলছে সবার আগের ন্যায়। সেই জীবনে হঠাৎ একদিন ধমকা হাওয়ার ন্যায় এসে উপস্থিত হলো এক লোকের। সেকেন্ডে লণ্ডভণ্ড করে দিল জায়িনের এতদিনে গুছিয়ে তোলা নিজেকে। কয়েক নিমেষের জন্য নিজের কাছে মনে হলো সে মরে যাবে। শ্বাস আটকে যাবে গলার কাছে।সকাল দশটা। আজ জায়িনের

ঘুম থেকে উঠতে একটু সময় লেগেছে। সকালের নাস্তা শেষে বাহিরে ফুরফুরে মেজাজে হাঁটাহাঁটি করছিল এমন সময় একজন পথচারীর সাথে দেখা তার। সালাম বিনিময় শেষে জায়িন পাশ কাটিয়ে চলে যাবে লোকটা জিজ্ঞেস করল,”নাছির সাহেবের বাড়ি কোনটা?

জায়িন নির্দ্বিধায় হাত তুলে ইশারা করে দেখিয়ে বলে,

“সামনের ডু-প্লেক্স বাড়িটা নাছির সাহেবের।লোকটা চলে যেতে নিবে জায়িন পিছু ডাকল। লোকটা ফিরে তাকিয়ে জায়িনের দিকে প্রশ্নাত্মক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। অস্বস্তিতে ঘাট হয়ে হাতে হাত ঘষল জায়িন। ঠোঁট চোখা করে শ্বাস ফেলে বলে ওঠল,” আমার প্রশ্নটা করা ঠিক নয় তারপর

করছি,আপনি নাছির সাহেবের বাড়িতে কেন এসেছেন? আই মিন খোঁজ কেন করছেন?

জায়িনের প্রশ্নে লোকটা অধর বাঁকিয়ে নির্মল হাসলেন। হাত তুলে জায়িনের হাতের বড় বড় মাসালগুলোতে চাপড় মেরে বলে ওঠেন,"ওহ ইয়াং ম্যান, এই সামান্য প্রশ্ন করতে এত হ্যাজিটেট ফিল করছো?

জায়িন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা সামনের দিকে জায়িনকে সাথে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন,”নাছির সাহেবের মেয়েকে দেখতে এসেছি। আমার ছেলে পছন্দ করেছে তাকে!জায়িনের চোখ দুটো সেকেন্ডে বড় বড় হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের জায়গায় স্থির কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্র লোককে ওখানে ফেলেই ধুপধাপ

পায়ে অগ্রসর হলো সৈয়দ বাড়ির উদ্দেশ্যে।

লোকটা বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল জায়িনের দিকে। মনে প্রশ্ন জাগল, বিষয় কী? এরকম হুট করে ছেলেটার রাগ করার মানে বা কী! এই ছেলে আবার ওই বাড়ির মেয়েকে পছন্দ করে না-তো! ভদ্র লোক নিতান্ত শান্ত মেজাজে জায়িনের রাগে লাফানোর মতো হাঁটা

দেখলেন দূরে দাঁড়িয়ে। তারপর কিছু একটা ভেবে নাছির মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে না গিয়ে উল্টো পথে হাঁটা ধরলেন নিজের বাসায় যাওয়ার জন্য।রাগে হিসহিস করতে করতে বাড়িতে প্রবেশ করল জায়িন। যতবার ভাবছে ইসরাতকে ভদ্রলোক দেখতে এসেছেন ততবার রাগে সারা শরীর রি রি করে ওঠছে। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ কন্ট্রোল করার চেষ্টা

অনেকক্ষণ করল সে। যখন দেখল না হচ্ছে না, তখন ড্রয়িং রুমের এক কোণায় পড়ে থাকা ডাস্টবিন চোখে পড়ল। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে লাথি মারল বেচারা জড়বস্তুটায়। তারপর কাচের সেন্টার টেবিলে শক্তি দিয়ে পা ছোঁয়াতেই সেটা উল্টে পড়ল শব্দ করে। সেই শব্দে এতক্ষণে মনোযোগ দিয়ে বই

পড়া হেলাল সাহেবের বই পড়াতে ভাটা পড়ল।

হেলাল সাহেব বই নিজের পাশে রেখে জায়িনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখলেন, জায়িন পাগলের মতো পায়চারি করছে আর হাতে বারবার পাগলের মতো ঘষছে। মুখে কিছু একটা বিড়বিড় করছে। জায়িনের চিন্তিত মুখখানি দূর্বেধ্য ঠেকল হেলাল সাহেবের

নিকট। শূন্য চোখে চুপচাপ চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে ঠাট্টা মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”কী হয়েছে, এমন ব্যঙের ন্যায় লাফাচ্ছ কেন?জায়িন সে কথায় উত্তর দিল না। মেঝাতে বিছানো কার্পেটের দিকে শুকুনের নজর দিতেই হেলাল সাহেব বলে ওঠলেন,”যা করার কথা ভাবছ একদম মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।

আর ব্যঙের মতো লাফানো বাদ দিয়ে কী হয়েছে সেটা বলো?

জায়িন ধুপ করে সারা শরীর নিয়ে সোফায় বসতেই পুরুষালি শরীরের ভারে গট গট শব্দ করে পেছনে সরে গেল সোফাটা। হেলাল সাহেব তেরছা চোখে তাকিয়ে রইলেন সোফার দিকে। জায়িন সেদিকে না খেয়াল করে এক হাত দিয়ে মাথা

চেপে ধরে রগরগে কণ্ঠে শুধায়,”আমি ব্যঙের মতো লাফাচ্ছি?
হেলাল সাহেব নির্বিকার কণ্ঠে বলেন,“তাই তো দেখছি।
জায়িন মুখের পেশি সংকুচিত করল, তারপর আবার প্রসারিত করল। পাশে বসে থাকা হেলাল সাহেব জায়িনের দাঁতে দাঁত চেপে কড়মড় করা স্পষ্ট দেখলেন। তারপর ও নির্লিপ্ত মুখ বানিয়ে বসে রইলেন।

জায়িনকে এবার জিজ্ঞেস করলেন হেলাল সাহেব,”এত রাগ করছো কেন?

জায়িন উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল,

” তাহলে কী করব না?

হেলাল সাহেব প্রশ্নের বিপরীতে আবার প্রশ্ন করলেন,

“আমি কী তোমাকে না করেছি রাগ করতে?দু-জনে দু-জনের দিকে চোখ সরু করে নীরব চাহনি নিক্ষেপ

করলেন। হেলাল সাহেব শব্দ করে শ্বাস ফেলে বিরক্তির সহিত বলে ওঠলেন," কী হয়েছে বলবে না-কী এরকম শকুনের মতো শুধু তাকিয়েই থাকবে?

জায়িন ছ্যাত করে ওঠল। নিজের চোখের চশমাটা নাকের ডগা থেকে ঠেলে উপরে তুলে বলল,"আমি শকুনের মতো তাকিয়ে আছি?

“অবশ্যই। আমার মতো হার্টের রোগীর দিকে এরকম শকুনের নজরে তাকালে আমি যে-কোনো সময় হার্ট অ্যাটাকে মরে যেতে পারি।হেলাল সাহেব ঠাট্টার সহিত কথা শেষ করলেন। জায়িনকে কথার উত্তর না দিয়ে মুখ এঁটে বসে থাকতে দেখে হেলাল সাহেব বিজয়ী হাসলেন। ঠোঁটে সেই হাসি স্থির ঝুলিয়ে রেখে ব্যাঙ্গাত্মক গলায়

আওড়ালেন,” বলো এবার গত দশ মিনিট যাবত কেন ব্যঙের মতো লাফাচ্ছিলে? আমার তো চোখ ধরে গেছে তোমার ব্যঙের মতো লাফানো দেখে।

হেলাল সাহেব চোখ মুখ উল্টে নিলেন কথা বলতে বলতে। জায়িন নিজের রাগ এতক্ষণ যথাসম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করলেও এবার সে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। সোফার উপর

ওঠে লাফাতে লাফাতে বলল,”এভাবে ব্যঙ লাফায়।

হেলাল সাহেব ভাষণ দেওয়ার ন্যায় হাত তুলে বললেন,”হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। এবার আসল কথায় আসো। তোমাকে আমি বলছি না, ব্যঙের মতো লাফ-ঝাপ করে আমায় দেখাও ব্যঙ কীভাবে লাফায়!জায়িন দাঁড়িয়ে থাকল, এবার আর সোফায় বসল না। রাগী কণ্ঠে চোখ মুখে শক্ততা

এনে আওড়াল,”আমার বিবাহিতা স্ত্রী-র দ্বিতীয় কোনো বিবাহের সম্বন্ধ আসলে এমন-কী দ্বিতীয়বারের ন্যায় বিবাহের কথা ওঠলে এই বাড়িতে আর ওই বাড়িতে একইদিনে দুটো জানাজা উঠবে। মনে রাখবেন, তার জন্য দায়ী কিন্তু আপনারাই থাকবেন।

হেলাল সাহেব রুঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

“হুমকি দিচ্ছো?

জায়িন নিজের ধারালো চোয়ালে হাত বোলায়। ঠোঁটের কোণে দূর্বেধ্য এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে বলে ওঠে,” আমি হুমকি দিচ্ছি না আব্বু, আমার মতবেধের বিরুদ্ধে আবারো কিছু হলে এখন যা বলেছি তা আমি করে দেখাব আর তা আপনি খুব ভালো করে জানেন।জায়িন নিজের কথা শেষ করে বড় বড় পদক্ষেপ ফেলে

চলে যেতে নিবে হেলাল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,”যার বিয়ের সম্বন্ধ আসার জন্য এত লাফালে, সে কী জানে এসব?

হেলাল সাহেবের কথায় জায়িনের স্থির হওয়া পা আবার গতিশীল হলো। সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল,”আপনার ভাইয়ের কাছেই যাচ্ছি বিয়ের কথাবার্তা বলতে।

হেলাল সাহেব নাক ফুলিয়ে বিড়বিড় করে আওড়ালেন,

“নিজের বিয়ের কথা নিজে গিয়ে বলতে একটু লজ্জা লাগবে না। চ্যাহ চ্যাহ চ্যাহ! কী যুগ আসলো রে বাবা! নিজের বিয়ের কথা নিজে বলতে যাচ্ছে।সূর্যের দীপ্তি উৎকণ্ঠিত তেজালো। সুফি খাতুন ইরহাম, ইসরাত, সৌরভি, মমো, নুসরাত ও আহানকে নিয়ে বিশেষ আলোচনায়

বসেছেন। আলোচনার শিরোনাম:- এখনকার ছেলে মেয়ে এত নির্লজ্জ, বেহায়া হয় কেন?

সুফি খাতুন সোফায় বসে ভাষণ দিচ্ছেন। কেউই মনোযোগ সহকারে তার কথায় কানে না নিয়ে মনোযোগ সহকারে মোবাইল স্ক্রল করছিল। এমন অবস্থায় তিনি সবার কাছ থেকে সবার মোবাইল আত্মসাৎ করেছেন। আর সবাইকে মেঝেতে

বসিয়ে নিজের ন্যায়মূলক কথাগুলো কানে ঢালছেন। কেউই তার কথা শুনতে চাচ্ছে না তারপরও তিনি জোর করে সবাইকে বসিয়ে রেখেছেন। সুফি খাতুন বলতে লাগলেন,”এখনকার ছেলে মেয়েরা এত নির্লজ্জ, বেহায়া যে একজন পুরুষের সাথে মাখনের মতো লেগে থাকে। আর কাপড় ও পরে বেহায়া পুরুষদের মতো।নুসরাত কাপড়ের

কথা আসতেই তড়াক করে চাইল সুফি খাতুনের দিকে। নিজের চিরাচরিত কপালে ভাঁজ ফেলে তীক্ষ্ণ চাহনি ছুঁড়ে দিল সুফি খাতুনের দিকে। সুফি খাতুন ভাব নিয়ে বসলেন। নুসরাতের দিকে না তাকানোর ভঙ্গি করে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। এরপর আবার বলতে শুরু করলেন,"এরা এতটা বেপর্দা, বেহায়া যে ঘরে ভাই

রেখে বুকে ওড়না দেয় না। আমাদের সময় তো এসব হতোই না। এসব চিন্তা মাথা আসলেই আমরা তওবা করতাম। আর এখনকার যুগে তো ছেলেদের সামনে উলঙ্গ হয়ে ঘুরুতে এদের লজ্জা লাগে না।

নুসরাত শুধু নাক মুখ ফুলালো। কিছু বলতে নিবে ইসরাত ইশারা আহানকে দেখাল। নুসরাত রাগ

সামলানোর জন্য বিড়বিড় করে কিছু কথা বলল নিজের শোনার মতো,”বুড়ির বাচ্চি ঠাডা পড়েছে তোর চোখে দেখছিস না, আমদের সবার গায়ে ওড়না আছে।দু-চারটা অতি বিখ্যাত মানের গালি দিয়ে নিজের মনের ঝাঁঝ মিটাল নুসরাত। সৌরভি দাঁতে দাঁত চেপে কখন থেকে বলে যাচ্ছে,

“এই মহিলা বোকাচন্দ্রদাস, এই মহিলার কথায় রাগবি না সৌরভি। এই মহিলা লেজবিহীন প্রাণী। এই মহিলা একটা পিউর খাইষ্ঠা। এই মহিলার মাথায় দুটো শিং আছে। এই মহিলা বালপাকনা বেডি, এই মহিলা পিউর জোকার, জোকার, জোকার।

মমো সৌরভির কথা শুনে হেসে বারবার সৌরভির গায়ে ঢলে পড়ছে।

মুখে হাত চেপে শুধু হাসছেই সৌরভির অতি উচ্চমাত্রার গালি শুনে। সে মনে করেছিল এই মেয়ে গালি কী তা জানেই না, কিছুই বোঝেই না। এখন দেখে এই মেয়ে গালিতে পি-এইচ-ডি করে রেখেছে। সৌরভি ঠোঁটে অনর্থক হাসি টেনে এনে বসে রইল। গলবিলের নিচ থেকে ঠেলে গালি বের হলে ও

সেগুলো যত্ন সহকারে তুলে রাখল পরে ব্যবহারের জন্য।

এবার সুফি খাতুন বললেন,” আমাদের সময় তো আমরা আমাদের বড় ভাইদের দেখলে ভয়ে থরথর করে কাঁপতাম। বড় ভাইদের সাথে কথা বলতে গেলে একশত বার ভাবতাম আর এখনকার যুগে বড় ভাইয়ের সাথে এভাবে চিপকে থাকে খবিস মেয়েগুলো যেন বড় ভাই না

এগুলো হলো ওদের জামাই। কী লেভেলের বেহায়া, নির্লজ্জ, বেলেহাজ হলে বড় ভাইয়ের নাম ধরে ডাকে। আমাদের সময় দু-মিনিটে বড় থাকলে ও আমরা বড় ভাই বলে ডাকতাম আর এখন তেরো চৌদ্দ দিনের বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকে। ছ্হি ছ্হি ছ্হি..!

সুফি খাতুন শ্বাস ফেললেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে বললেন,"এখন তো

লাজ লেহাজ গিয়েছে উচ্ছন্নে। আমরা তো আমাদের স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না, সেখানে পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানো, ঢলাঢলি করা সেটা তো বিলাসিতা ছিল।নুসরাত মেকি হাসি ঝুলায় ঠোঁটে। ঠোঁট টেনে হাসে। নাছির সাহেব বাড়িতে থাকায় নিজের বাজখাঁই গলা যথাসম্ভব নিচু করে আওড়ায়,”দাদি তুমি ধন্য,

তোমার কথা শুনে আমি আবেগে পুরো আপ্লুত হয়ে গিয়েছি। আচ্ছা এটা বলো তোমার মোট কতটা সন্তান?

সুফি খাতুন নির্দ্বিধায় বললেন,

“দশটা। কিন্তু কেন?” তুমি তো অনেক ভালো একটা কাজ করেছ দাদি। দাদার দিকে চোখ তুলে না তাকিয়েই তোমার দশটা বাচ্চা। আমার ভাবতেই ভয় লাগছে, তুমি

যদি চোখ তুলে দাদার দিকে তাকাতে তাহলে তো তোমাদের ঘরময় বাচ্চায় ভরে যেতো। চোখ তুলে না তাকিয়ে এই অবস্থা, আর যদি দাদার সাথে সামান্য একটু ঢলাঢলি করতে তাহলে তোমার এত বাচ্চা, এত বাচ্চা হতো যে এই পৃথিবীতে এদের থাকার ঠাই হতো না। আমি ভাবছি আমাদের কথা,

আমাদেরও হয়তোবা এই পৃথিবীতে থাকার ঠাই হতোনা।

নুসরাতের কথা শেষ হতেই পুরো ড্রয়িং রুম জুড়ে সুফি খাতুনকে নিয়ে হাসির রোল পড়ে গেল। সুফি খাতুন রাগী গলায় বললেন,"চুপ একদম চুপ!

আহান মেঝেতে থাপ্পড় মারতে মারতে আওড়ায়,"আপু একদম জম্বেশ কথা বলেছ। নানিকে একদম

চমলক্ক বানিয়ে দিয়েছো তুমি। আপু কিন্তু যা বলছে একদম ডাহা সত্য কথা। নানি যদি চোখ তুলে তাকাত তাহলে আজ আমরা পৃথিবীতে না থেকে মঙ্গলগ্রহে পড়ে থাকতাম।

সুফি খাতুন রাগে ফুসফুস করতে করতে নাছির মঞ্জিল থেকে বের হয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে টেবিলে রাখা ফলের বাস্কেট থেকে দুটো আপেল বগলদাবা করতে ভুললেন

না।নাছির মঞ্জিলের সোফায় বসে আছেন একপাশে জায়িন অন্যপাশে নাছির সাহেব। দু-জনেরই মুখ গম্ভীর করে রাখা। বোঝার উপায় নেই কার মনে কী চলছে বর্তমানে। অনেকক্ষণ দু-জন দু-জনকে লক্ষ করার পর নাছির সাহেবের নিকট ঠেকল এই নীরবতা ভাঙা প্রয়োজন। তাই নিজ উদ্বোগে নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন,"কেমন আছো?

জায়িন বিনয়ের সহিত বলে ওঠে,” জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন?

নাছির সাহেব ও জায়িনের প্রশ্নের উত্তর বিনয়ের সহিত দিলেন,”আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি।

জায়িন মিনমিন করে নিজেকে বলে ওঠে,

” তা-তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার বউকে আমার কাছ থেকে দূরে রেখে সবাই ভালো আছে শুধু আমি ভালো মানুষটা অশান্তিতে আছি।

নাছির সাহেব উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,

“কিছু বলছিলে?

” জি না!জায়িন কথা গুছিয়ে নিল নিজের ভেতর। ঢোক গিলে বলে ওঠল,”আসল কথায় আসি মেজ

আব্বু। এত ভনিতা করার কিছু নেই, যা বলতে এসেছি তাই বলে চলে যাব।

নাছির সাহেব নিজেও নড়েচড়ে বসলেন। সিরিয়াস হলেন জায়িনের কথা শোনার আশায়। জায়িন সময় নিয়ে বলতে শুরু করল,”ইসরাত কিন্তু এখনো আমার সাথে বিবাহে-র সম্পর্কে, তাই আপনি চাইলেও ইসরাতের বিয়ে দিতে পারবেন না।

নাছির সাহেব তীক্ত কণ্ঠে বললেন,“পুতুল খেলা ভেবে ভুলে যাও জায়িন।

জায়িন নাছির সাহেবের কথায় নিরর্থক অভিমত পোষণ করে। আলগোছে কথাটা কাটিয়ে দেয়, মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে।

নাছির সাহেব সূক্ষ্ম চোখে লক্ষ করেন জায়িনের চতুরতা। তার কথাটা কী সুন্দরে ছেলেটা কাটিয়ে

দিল। জায়িন আবারো ফিকে হয়ে যাওয়া বিনয়ী স্বরে বলে ওঠে,”আমাদের ধর্মীয় মতে একবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, এবার শুধু রেজিস্ট্রি করতে হবে। আপনার মত থাকলে আমি..

নাছির সাহেব হাত দিয়ে ইশারা করে কথা থামিয়ে দিলেন। অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,” আমি

অনুমতি দেয়নি তোমাকে, আমার মেয়েকে বিয়ে করার।

জায়িন অবিচল কণ্ঠে বলে,“আমি তো আপনার কাছে পারমিশন নিতে আসিনি মেজ আব্বু, আমি শুধু বলতে এসেছি। পরে বলবেন জানালাম না কেন? তাই জানাতে এসেছি, আপনারা বিয়ের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করুন।

নাছির সাহেবকে আদেশ দিয়ে জায়িন উঠে দাঁড়াল। দু-হাত পকেটে পুরে বলে ওঠে," প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি আসতে হলে না-কী কিছু আনতে হয়, তাই আপনার জন্য আমি এই সুখবর নিয়ে আসছি। আই হোপ আপনি অতি খুশি হয়েছেন আমার এই সুখবরে।

নাছির সাহেবকে তব্ধুল করে দিয়ে জায়িন দো-তলার দিকে অগ্রসর

হলো। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল,”আপনার বোকা মেয়ের রুম কোনটা? আচ্ছা বলতে হবে না, আমার এতটুকু এভিলিটি আছে নিজের স্ত্রীর রুম খুঁজে বের করার।নাছির সাহেবকে নিজের কথা দ্বারা মুখ বন্ধ করে দিয়ে জায়িন নীরব ভঙ্গিতে সোজা হেঁটে চলে গেল উপরের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে সামনের রুমের ভেজানো

দরজা হালকা করে ফাঁক করে উঁকি দিতেই ওই রুমে ইসরাতকে পাওয়া গেল। জায়িন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকতে ঢোকতে জিজ্ঞেস করল,”আসতে পারি ম্যাডাম?ইসরাত জায়িনের গলার আওয়াজ শুনতেই পিছু ফিরে তাকাল। চোখের ভুল মনে করে একবার আপাদমস্তক তাকিয়ে আবারো চোখ ঝাপ্টাল। যাতে চোখের ভুল হলে প্রতিচ্ছবি

চলে যায়। জায়িন হাসতে হাসতে রুমে ঢুকে, পড়ার টেবিলের চেয়ার টেনে বসল। রুমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই জায়িনের নাক চিড়ে মেয়েলি অন্যরকম একটা সুবাস এসে লাগছে, এখনো তা আরো জোরালোভাবে লাগছে। জায়িন চোখ ঘোরাল পুরো রুমে। সবকিছু পরিপাটি করে রাখা। বিড়বিড় করে আওড়ায়,"পারফেক্ট।

ইসরাত প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়,

“পারফেক্ট কী?

ইসরাত ভ্রু কুঞ্চিত করে রেখেছে, প্রশ্নের উত্তর জানার আশায়। জায়িনে সেদিকে একবার চেয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলে ওঠে,”নাথিং! তারপর নিজের সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সামনাসামনি হয় ইসরাতের। দু-হাত পকেটে পুরে নিয়ে কাম এন্ড কম্পোজড গলায়

প্রপোজাল দেয়,” ইসরাত আপনার বাবার অবর্তমানে আমি আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্থ ও ভরসার স্থান হতে চাই। আপনি কী দিবেন আমায় সেই অধিকার?

ইসরাত বোকার ন্যায় দু-ঠোঁট ফাঁক করে গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকে উপরের দিকে। জায়িন লম্বা হওয়ার ধরুণ ইসরাতকে জায়িনের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে

হলে মাথা উপরে তুলতে হয়। তাই জায়িনের এমন প্রশ্নের মানে কী জানার জন্য চোখ উপরে তুলল। জায়িন ইসরাতের ভড়কানো চাহনি দেখে গ্রীবা বাঁকিয়ে ইসরাতের দিকে সামান্য ঝুঁকে আসলো কপালে টোকা দিয়ে বলে ওঠল,”বোকা ইসরাত!

ইসরাত একগাল হেসে বোকার মতো বলল,“আল্লাহর কসম জায়িন,

আপনি কী বলছেন আমি তার একটুও কিছু বোঝিনি।

ইসরাতের কথায় জায়িন হাসে অধর বাঁকিয়ে। নিজের তথাকথিত গম্ভীরত্বে আবার ফিরে এসে বলে,” সময় দিলাম, আপনি চিন্তা করে উত্তর দিন! আমি জানি, আপনি যথেষ্ট ম্যাচিউর আমার প্রশ্নটা বোঝার জন্য।

জায়িন যেরকম নীরবে এসেছিল সেরকম নীরবে নিজের পুরুষালি লম্বা সুদীর্ঘ শরীর ও গম্ভীর মুখখানা নিয়ে রুমের বাহিরে বেরিয়ে গেল। ইসরাতকে ওইভাবে স্থির দাড় করিয়ে রেখে। জায়িন বেরিয়ে যাওয়ার পর ইসরাতের টনক নড়ল এইমাত্র এই লোক কী তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছে? ইসরাত নিজেকে নিজে প্রশ্ন

করল,”মানে কী? এভাবে কে বিয়ের প্রস্তাব দেয়?নুসরাত এতক্ষণ ওয়াশরুমে থেকে কান খাড়া করে জায়িনের কথা শুনছিল। ইসরাতকে নিজের সাথে কথা বলতে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ওয়াশরুমের ভেতর। দরজার ঠেলে মাথা বাহিরে বের করে চোখ দুটো উল্টে নিয়ে তেরছা স্বরে বলে ওঠে,”দ্যা গ্রেট সৈয়দ জায়িন হেলাল,

উরফে সৈয়দা ইসরাত নাছিরের বিশেষজ্ঞ স্বামী, দ্যা গ্রেট কার্ডিওলজিস্ট, ডাক্তার জায়িন এভাবেই বিয়ের প্রস্তাব দেন।

নুসরাত ওয়াশরুম থেকে বের হতে হতে ঠাট্টা করে আবারো বলে,"শিক্ষিত মানুষের শিক্ষিত স্টাইলে বিয়ের প্রপোজাল দেওয়া। হা হা হা..! আজ পর্যন্ত কেউ এভাবে প্রপোজাল দিল না। আজ কোনো

প্রিও নেই বলে..!হেলাল সাহেব খুবই গভীর চিন্তায় আছেন। নিজে নিজের সাথে বসে গভীর আলোচনা করছেন। জায়িনের কথা শুনে যা বুঝেছেন এই ছেলে যা ইচ্ছে তাই করে ফেলতে পারে। মেয়েকে তুলে নিয়েও আসতে পারে। তাই কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না। এখানে মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে উনার। তাই শেষ পর্যন্ত হেলাল

সাহেব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, রাজি হয়ে যাবেন বিয়ের জন্য। কিন্তু তার আগে মেয়ের বিষয়ে একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে। তিনি যতটুকু দেখেছেন মেয়ে অত্যন্ত, বোকা, ঠান্ডা, নরম, ও নির্মল প্রকৃতির। হেলাল সাহেব নিজেকে শুধরে দিয়ে বললেন, হয়তো বোকা সেজে বসে থাকে মানুষের সামনে। খোঁজ নিতে হবে। ভালো মানুষীর

মুখোশ পড়ে থাকলে তা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন খোঁজ নেওয়ার। হয়তোবা মেয়েটা তার ন্যায় সহজ, সরল, ভালো মনের অধিকারী হতেও পারে। হতেই পারে..!হেলাল সাহেবের অত্যন্ত গভীর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে আগমন ঘটে জায়িনের। জায়িনকে দেখতেই

হেলাল সাহেব বলে ওঠেন,”আমার কোনো সমস্যা নেই!

জায়িন ভ্রুক্ষেপহীন গলায় জিজ্ঞেস করে,

“কোন বিষয়ে?

“তোমার ওই মেয়েকে বিয়ে করার বিষয়ে। তার আগে আমার একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।হেলাল সাহেব নির্বিকার কণ্ঠে কথা শেষ করেন। ঠোঁটে লেগে আছে কুটিল

হাসি। জায়িন গম্ভীর পুরুষালি গলায় আওড়ায়," যা ইচ্ছে তাই করুন আব্বু, কিন্তু আমি ইসরাতকে বিয়ে করব, এটা আমার প্রথম ও শেষ কথা।

হেলাল সাহেবকে থমকানো দাঁড়ানো রেখে, আর কোনো কথা ব্যয় না করে, হেলাল সাহেবকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জায়িন দ্রুত পায়ে অগ্রসর হলো দো-তলার

দিকে। হেলাল সাহেব জহুরি নজরে ছেলের যাওয়া দেখলেন। দুঃখিত স্বরে বিড়বিড়িয়ে আওড়ালেন,”হেলাল তোমার ভাগ্যটাই খারাপ। একটা ছেলে তোমার মতো ভালো হয়নি। খড়খড়ে সূর্যের দীপ্তি কমে আসতেই রক্তিম মুখ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলেন নিজাম শিকদার। রাগে তার গা জ্বলে উঠছে বারবার। হাতে বড়সড় একটা লাঠি ধরে

রেখেছেন। আধ পড়া চুলে হাত বুলিয়ে নিজের বাড়ির পাশে রোপণ করা নিজের অতি প্রিয় গোলাপ গাছের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ফুলগুলো রেখেছিলেন কোকিলা সুরি মেয়েটাকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু কোন খবিসে তার টকটকে গোলাপ ফুলগুলো তুলে নিয়ে চলে গেছে। নিজাম শিকদার নিজের খিঁচে ওঠা মেজাজ নিয়ে

চিড়চিড়ে চাহনি চারিদিকে নিক্ষেপ করলেন চোর আসলে কে সেটা দেখার আশায়? দূর-দূরান্তে চোখ বোলালেন নজরে সন্দেহভাজন কেউ পড়ল না।বিতৃষ্ণায় জিহ্বার ডগা তিতা হয়ে আছে। আকস্মিক মেয়েলি ঝংকার তোলা হাসির শব্দে আশেপাশে তাকাতেই চোখে পড়লেন সুফি খাতুনকে। সাথে সাথে রাগের ও বিরক্তির উদ্রেক ঘটল। নিগূঢ়

চাহনি সুফি খাতুনের দিকে দিতেই দেখলেন কানের পিঠে গোজা নিজের লাল টুকটুকে সুন্দরী ফুলগুলো। রাগে দিশেহারা হয়ে গেলেন নিজাম শিকদার। নিজের অসুস্থতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে চরা গলায় চেঁচালেন। শক্ত হাতে লাঠি চেপে ধরে ধুপধাপ পায়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। চোর হাতে নাতে ধরার জন্য। সুফি খাতুনের সামনে

গিয়ে দাঁড়িয়ে কানের পেছনে গোজা ফুলের দিকে ইশারা করে কিছু বলতে নিবেন সুফি খাতুন আবারো যুবতীদের মতো মুখ চেপে হেসে ওঠলেন। হাসির তালে পুরো শরীর দোলে ওঠল তার। নিজাম শিকদার বমির উদ্রেক হচ্ছে সেরকম মুখ বানিয়ে সুফি খাতুনের হাসিতে ভাটা দিলেন। লাঠির সাহায্যে কানের পেছনে গোজা ফুলগুলোর দিকে

ইশারা করে শুধালেন,”কোথায় পেয়েছেন আপনি ফুলগুলো?সুফি খাতুন কানের পিঠে নিজের পাকা চুলগুলো গুজে নিলেন। রিনরিনে হাসি ঠোঁটে বহাল রেখে বলেন,”ফুলগুলো অনেক সুন্দর না? নিজাম শিকদার চড়া গলায় একপ্রকার চেঁচিয়ে বললেন,”যুবতির মতো হাসি দেওয়া বন্ধ করুন, আর বলুন ফুলগুলো কোথায় পেয়েছেন?

যুবতীদের মতো হাসলেই কী বুড়ি মানুষ যুবতী হয়ে যাবেন?

সুফি খাতুন যখনই শুনলেন তাকে বুড়ি বলে অবজ্ঞা করা হয়েছে তখনই তিনি ছ্যাত করে ওঠলেন। হাত তুলে শাসিয়ে নিয়ে বলেন,”একদম বুড়ি বলবেন না। আপনার মতো বুড়ো আমি এখনো হয়নি, তারপর ও আপনার মতো আমি এত স্টাইল করিনা

নিজাম শিকদার ঠাট্টা করে বলেন, “আপনি বুড়ি নয়তো কী কচি খুকি? বাচ্চা মেয়েদের মতো তখন থেকে হাসার চেষ্টা করছেন কিন্তু হাসতেই পারছেন না। আপনাকে যুবতী কম জোকার বেশি লাগছে।

আহান পেছন থেকে উঁকি মেরে বলে ওঠে,” অবশ্যই আমার নানি এখনো যুবতী। আর তার হাসি ও যুবতীদের মতো।

“আহাইন্নার বাচ্চা চুপ কর তুই। তোকে এখানে কেউ কথা বলতে বলেনি।

নিজাম শিকদার আঙুল তুলে শাসান আহানকে। সুফি খাতুন লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন,”একদম আমার নাতিকে বকাবকি করবেন না বলে দিচ্ছি।

সুফি খাতুনের ডং-এ কান না দিয়ে নিজাম শিকদার আবারো চেঁচান,”ডং

বাদ দিয়ে বলুন এই ফুল আপনি কোথায় পেয়েছেন?

আহান পেছন থেকে বলে ওঠে,

“ওই যে আপনার ওই গাছ থেকে নানি ফুলগুলো ছিঁড়ে নিয়ে আসছে। আহান কথা শেষ করে আলগোছে পালিয়ে গেল বাড়ির ভেতর। নিজাম শিকদার ক্ষুবে ফুসফুস করে ফুলে ওঠলেন। হাতের লাঠি সুফি খাতুনের দিকে তাক করে ভয় দেখিয়ে রুঢ়

গলায় বললেন,” এক্ষুণি ফুল দেন নয়-তো এখানে আপনাকে মেরে বর্তা বানিয়ে রেখে দেব। বুড়ো বয়সে ভীমরতি..! যুবতী হওয়ার শখ জেগেছে।

সুফি খাতুন হিংস্র চোখে তাকিয়ে কানের পেছনে গোজা ফুল হাতে তুলে নিলেন। নিজাম শিকদারের অপমানের বদলা হিসেবে তড়তাজা গোলাপ ফুলগুলো শক্ত হাতে নিজের

দু-হাতের তালুতে পিষে ছুঁড়ে ফেললেন রাস্তারধারে। হুহ করে ভেংচি কেটে অহংকার দেখিয়ে চলে গেলেন সৈয়দ বাড়ির ভেতরে। যেতে যেতে নিজাম শিকদারের মুখের উপর গেট লাগিয়ে গেলেন শব্দ করে। উচ্চ শব্দে নিজাম শিকদারের শোনার মতো করে বললেন,"কত্ত বড় সাহস সুফি খাতুনকে বলে না-কী সে ডং করে! আমি, সুফি না-কী

জোকার! এবার একটা শিক্ষা হবে ওই বুড়া নিজামের। জীবনে আরো একবার আমাকে বুড়ি বলতে একবার হলেও ভাববে।মমোর সাথে দ্বিতীয় বারের ন্যায় মাহাদির দেখা তা ও অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে। মমো আজ ও কাদায় মাখামাখি করে আছে। সৈয়দ বাড়ির পিচঢালা রাস্তায় স্লিপ কেটে ঠাস করে হাঁটার রাস্তায় পড়েছে। তার মধ্যে আবার নতুন

মেহমান তার দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছে। ব্যঙ্গ করে হাসতে হাসতে লোকটা আবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। এই সাহায্য নেওয়ার থেকে বিষ খেয়ে মরে যাওয়া মমোর নিকট সহজ ঠেকল। রাগে দুঃখে মাহাদির বাড়িয়ে দেওয়া হাত অবজ্ঞা করে নিজের হাতের তালুতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই আবারো পুরো শরীর নিয়ে

ধপাস করে পড়ল। তার মতো একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবতী বারবার একজন অচেনা লোকের সামনে পড়ায় অনেকটাই লজ্জায় পড়ল। চোখের কাছে কিৎকালের ভেতর জমা হলো এক রাশি জল।তা বের হওয়ার আগে হাতের তালুতে ভর দিয়ে উঠতে যাবে বৃষ্টির পানি মাথায় লাগায় হাচ্চি দিতে যাবে, আর তখনই ঘটল দূর্ঘটনা। হাচ্চির সাথে

অসাবধান বসোতো সর্দি বের হয়ে আসলো নাকের ডগায় আর তা দেখে হা হা করে গা কাঁপিয়ে হেসে উঠল মাহাদি। মাহাদির হাসি দেখে লজ্জায় অস্বস্তিতে ঝরঝর করে চোখ দিয়ে দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল মমোর। লজ্জায় মুখ ঢেকে কোনোরকম নিচ থেকে ওঠার চেষ্টা করতেই তৃতীয়বারের মতো পায়ের সাথে পা বেজে ঠাস করে পড়ল।

মাহাদির হাসির ঝংকার তার সাথে আরো বেশি বৃদ্ধি পেল। মমোর রাগে ইচ্ছে করল অভদ্র লোকটার মাথা ফাটিয়ে ফেলতে। হা হা করে হাসা মুখের মধ্যে একদলা কাদা ঢুকিয়ে দিতে। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মমো কোনোরকম হাতে চাপ দিয়ে ওঠে দাঁড়ায়।পায়ে হয়তো মোচড় লেগেছে তৃতীয়বার পা বেজে পড়ার জন্য। তাই মমো উঠে সোজা

দাঁড়াতেই চিনচিনে ব্যথায় তার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। এর মধ্যে মাহাদি পুরুষালি গলার উচ্চ শব্দে হাসির আওয়াজ, কানে বিঁধছে অস্বাভাবিকভাবে। মাহাদির হাসি এখনো একইভাবে বহাল। মমো হাতে নেওয়া কাদার দলা মাহাদির হাসির মধ্যে তার মুখের ভেতর তাবা মেরে ফেলে দিল। যা সোজা গিয়ে মাহাদির মুখে লাগল। হাসি হাসি

মুখখানা এক নিমেষে পাংশুটে বর্ণের ধারণ করল। হাসি থেমে গেল নিমেষে। মমো বিরক্তি নিয়ে শুধায়,”এবার হাসুন না, হাসুন, হা হা করে! মুখ বন্ধ কেন এখন? ঠোঁট মেলেছে সেগুলো আর জোড়া লাগতে চায় না, তাই না? বিরক্তিকর লোক! মাহাদি কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ফ্যালফ্যাল করে শুধু মমোর রাগী মুখ অবলোকন করছে।

বেমালুম ভুলে গিয়েছে মমো একদলা কাদা তার মুখে ঠেসে দিয়েছে।। মাহাদি হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে মমোকে অবলোকন করতে করতে ঢোক গিলতে নিবে জিহ্বায় কাদার অস্তিত্ব পেল। আর তখনই খাদ্যনালী ঠেলে বমি নামক বজ্র পদার্থের উদ্রেক হলো। চোখ মুখ উল্টে ওয়াক ওয়াক করে মুখের ভেতরের কাদা পরিস্কার করার চেষ্টা শুরু করে

মাহাদি। মমো মাহাদির সামনে দাঁড়িয়ে হাত থেকে কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে ক্ষেপা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। গটগট করে পা ফেলে নাছির মঞ্জিলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উল্টো পথে হাঁটা ধরল। মনে মনে নিজেকে বলল,"আর জীবনে এই কুফা বাড়িতে আসব না। যখনই আসি তখনই কাদায় পড়ে গড়াগড়ি খাই। মমোর যাওয়ার দিকে চোখ তুলে

একবার তাকিয়ে মাহাদি আবারো থু থু করে মুখের কাদা ফেলার চেষ্টা করে। জিহ্বায় এখনো কাদার ছোটো ছোটো অংশের অস্তিত্ব রয়েছে, সে উপলব্ধি করতে পারছে। মুখ থেকে কাদা পরিস্কার করতে করতে মৃদু কণ্ঠে আওড়ায়,"স্ট্রেঞ্জ! আমি কী করলাম? এত রাগ করল কেন? সকালে সূর্য আকাশে দাপটে ভঙ্গিতে বিরাজ করছিল। নিজের তেজের

মহিমায় অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সবাইকে। হঠাৎ সূর্য মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল,আর তখন থেকে মেঘ ডেকে ওঠছে একটু পর পর। মেঘের বিরাট গর্জনের সাথে বিদুৎ সংযোগ ও ছুটেছে অনেক আগে। তাই বৃষ্টির আগে ঠান্ডা বাতাস নিজের ভেতর সরবারাহের জন্য নুসরাত একটু বাড়ির বাহিরে বেরিয়ে এসেছে। দু-হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে

এদিক-সেদিক চোখ বুলাচ্ছিল তখনই মুখের সামনে বিরাট এক ছায়ার উৎপত্তি ঘটল। এত বড় ছায়ার উৎপত্তি কোথা থেকে হলো দেখার জন্য নুসরাত চোখ সামনে ঘোরাতেই সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত সুঠাম দেহের নাহিয়ানের সাথে চোখাচোখি হলো। নাহিয়ানের দিকে নুসরাত চোখ উল্টে তাকাতেই নাহিয়ান নিজস্ব ভঙ্গিমায় ভরাট স্বরে

বলে ওঠে,”নাহিয়ান আবরার পূর্ব! নুসরাত নাহিয়ানকে পাশ কাটাতে কাটাতে বিরক্তির স্বরে বলে ওঠে,”আপনি পূর্ব হোন আর পশ্চিম হোন তাতে আমার কী! সাইডে হাঁটেন।

নাহিয়ান মাথা নাড়ায় দু’পাশে। পুরুষালি আবারো সেই শক্ত, ভরাট কণ্ঠে বলে ওঠে,”নট পশ্চিম, অনলি পূর্ব।

নুসরাত তেরছা কণ্ঠে বলে,
“ওই তো একই হলো, পশ্চিম পূর্ব!
নাহিয়ানের সাথে আসা তৌফ আর লেভিন সামনের মাথা উঁচু করে থাকা এক দালানের পেছনে দাঁড়িয়ে হিহি করে হেসে উঠল। লেভিন মুখ বন্ধ করার ইশারা করে বলল,”ভাই জানলে একদম হে হে বের হয়ে যাবে!

তৌফ নিজের মুখ বন্ধ করে নিল। অতঃপর আবারো নিজের দন্ত কপাটি বের করে বলে,”ভাইয়ের নামের মাইরি বাপ করে দিচ্ছে এই মাইয়া।

লেভিন শুধরে দিয়ে বলে ওঠল,“মাইয়া নয় ভাবি বল। আরেকবার মাইয়া বললে ভাইরে বলে তোকে উল্টো করে ঝুলায় রাখব।

নাহিয়ান নুসরাতের ত্যাড়া জবাবে ঠোঁট টিপল। নিজের সাদা পাঞ্জাবির ভাঁজ টেনে ঠিক করে জিজ্ঞেস করল,” ভালো আছেন?

নুসরাত ভ্রুযুগল কুঁচকে নিল। অবিলম্বে বলে ওঠল,

“আপনাকে কেন আমি বলতে যাব, আমি ভালো আছি না, খারাপ আছি। আপনি কে ভাই?

নাহিয়ান দু-হাত বুকে আড়াআড়ি বেঁধে নুসরাতের দিকে সরাসরি তাকায়। মোলায়েম কণ্ঠে বলার চেষ্টা করে ভাই নয়, কিন্তু নিজের তথাকথিত সেই গম্ভীর আওয়াজে বেরিয়ে আসে,”ভাই নয়,অনলি নাহিয়ান আবরার পূর্ব।

” হ্যাঁ হ্যাঁ জানি! নাহিয়ান আবরার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম।নুসরাত ফরফর করে নাহিয়ানের নামের

বিনাশ ঘটিয়ে মুখে জিপার টানে। তারপর এদিক সেদিক উঁকি ঝুঁকি মেরে কিছু একটা দেখতে থাকে। পালোয়ানের মতো লম্বা দেহের নাহিয়ানকে ভেদ করে নুসরাতের দৃষ্টি ওপাশে পৌঁছাল না, তাই বিরক্তির স্বরে বলে,"আপনার বাড়ি নেই, মানুষের বাড়ির সামনে পালোয়ানের মতো এসে দাঁড়িয়ে

রয়েছেন কেন ভাই? বিদায় হোন! নিজের বাড়িতে হাওলা নিন।

নাহিয়ান থতমত খেয়ে নিজের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে জিজ্ঞেস করে,”আমি?

নুসরাত মুখ বাঁকায়। ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে,

“না আপনার ওই চ্যালাগুলোকে বলছি।

নাহিয়ান গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,

“কোথায় চ্যালা?নুসরাত হাত তুলে বিপরীত রাস্তার দিকে তাক করে দেখায় নাহিয়ানের চ্যালাদের। বিরক্তিতে মুখের অবস্থা করুন করে বলে ওঠে,”যেইগুলাকে সাথে নিয়ে এসে, মানুষের বাড়ির পেছনে চোরের মতো লুকিয়ে থাকার আদেশ দিয়েছেন ওইগুলাকে বলছি।

লেভিন আর তৌফ নিজেদের দিকে হাতের ইশারা দেখে কাচুমাচু মুখ

করে অন্য রাস্তা দিয়ে পালালো। বেঁচে থাকলে আবার লুকিয়ে ভাইয়ের অপমান দেখা যাবে এখন পালানোই শ্রেয় মনে হলো নিজেদের কাছে। আজ ভাই জান ভিক্ষা দিলেই হবে। বেঁচে থাকলে, পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

তৌফ আর লেভিনকে বাচ্চাদের মতো দৌড়ে পালাতে দেখে নাহিয়ান কপালে হাত দিয়ে টিপল। চোখ বন্ধ

করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শব্দ করে। এর মধ্যে হাতে স্পর্শ পেল মেয়েলি হাতের। মেয়েলি লম্বা লম্বা আঙুল দ্বারা নুসরাত নাহিয়ানের বলিষ্ঠ হাতকে হালকা হাতে ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ির সামনের গেট থেকে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল,"নাহিয়ান আবরার পূর্ব, এম আই রাইট?নাহিয়ান কিছু বলতে নিবে নুসরাত ঠোঁটে তর্জনী আঙুল

চেপে চুপ দেখাল। ঠোঁটে মেকি হাসি ঝুলিয়ে বলে ওঠল,”তো পূর্ব, আপনি সোজা পূর্ব দিকে চলে যান।

সামনের রাস্তার দিকে হাত দিয়ে দেখাল নুসরাত, নাহিয়ানকে চলে যাওয়ার জন্য। নাহিয়ান কথা বাড়াল না। নিজের টু-ব্লক করে কাটা চুল চোখের সামনে থেকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে,”আবারো দেখা হওয়ার অপেক্ষা রইলাম।

নুসরাত ভ্রূক্ষেপহীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,

“আবারো দেখা হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

নাহিয়ান ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।। ক্লিন সেভ করা থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে চওড়া কাঁধ ঘুরিয়ে পেছনে অবাক নুসরাতকে ফেলে শক্ত ভঙ্গিমায় হেঁটে চলে যায়

সামনের দিকে।প্রত্যেক বুধবারে নাছির মঞ্জিলের লাইব্রেরি রুমে গোপন বৈঠক বসে। বড় কাঠের তৈরি চেয়ার খানায় সামনে বসে থাকেন নাছির সাহেব। তাদের মাঝে ব্যবধান হিসেবে থাকে একটা কাচের রিডিং টেবিল। টেবিলের ডান-পাশে ইসরাত ও বাঁ-পাশে নুসরাত। এসময় বাপ মেয়েদের কেউ বিরক্ত করলে, তাকে পেতে হয় কঠিন

শাস্তি। তাই দো-তলার দিকে একটা কাকপক্ষি গিয়ে পা ফেলে না। নিরিবিলি পরিবেশে বসে বাপ মেয়ে মিলে নিজেদের উল্টাপাল্টা আলোচনার সমাপ্তি দেয়, পরে নাজমিন বেগমকে বলে এটা নাকি তাদের নিজস্ব গোপন বৈঠক।আজ ও সেই বৈঠক বসেছে। গত আধঘন্টা যাবত চলছে এই আলোচনা। তবুও শেষ হয়নি গোপন

বৈঠক, এখনো চলছে, আর চলতেই আছে। সময় গড়ায় তবুও গোপন বৈঠকের শেষ হয় না। ড্রয়িং রুমে বসা নাজমিন বেগম দো-তলার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নাজমিন বেগমের পাশে বসে থাকা মমো চুপচাপ তখন থেকে লক্ষ করছে এসব। হঠাৎ তার আগ্রহী কণ্ঠ ভেসে আসে নাজমিন বেগমের কানে, সে জিজ্ঞেস

করছে,”মামনী কী এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় প্রত্যেক বুধবারে? প্রত্যেক আলোচনা তো আধঘন্টার ভেতরে শেষ হয়ে যায়, আজ কেন এত সময় লাগছে?নাজমিন বেগম মমোর চুলে বেনি করে দিতে দিতে বললেন,”যা, নিজে গিয়ে কান লাগিয়ে শুনে আয়, কী এমন বিশেষ গোপন আলোচনা হচ্ছে?

নাজমিন বেগমের ক্ষেপা কণ্ঠে মমো ঠোঁট চেপে বন্ধ করে নেয়। কিছুক্ষণ বসে থাকে, আবারো সঠিক সময়ে প্রশ্নটা করার অপেক্ষায়। নাজমিন বেগমের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে মেজাজ খিঁচে আছে ভয়ংকর রকমভাবে। যার পুরো কৃতিত্ব যায় নুসরাত আর নাছির সাহেবের ওপর। কিৎকাল কাটার পর মমো আবারো মিনতির স্বরে জানতে চেয়ে

জিজ্ঞেস করে,”বলো না মামনী, কী এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়?
নাজমিন বেগম তিক্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন,
“আর বলিস না, দুনিয়ার সব আজগুবি কথা বাপ মেয়ে মিলে জোড়া লাগায় ওখানে বসে। গরু আকাশে উড়ানোর মতো গোপন বৈঠক হয়।” মানে?

মমো বুঝতে না পেরে কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল। নাজমিন বেগন পাংশুটে বর্ণের মুখ বানিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন,”নামে গোপন বৈঠক, কাজে কিছু নেই। শুনবি? শুনলে আয় কান খাড়া করলেই গোপন বৈঠকের নমুনা দেখবি।

মমো আর নাজমিন বেগম ধীরে ধীরে পা ফেলে দো-তলায় উঠলেন।

লাইব্রেরি রুমের সামনে লাগানো কাঠের দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করতেই কানে ভেসে আসলো নুসরাত আর নাছির সাহেবের তর্ক বির্তক। যা কান দরজা না লাগিয়েই বাহিরে দাঁড়িয়ে থেকে শোনা যাচ্ছে। মমো এতক্ষণে নাজমিন বেগমের কথার মানে বুঝল। ফিসফিস করে বলে,"মামনী সবকিছু তো স্পষ্ট

শোনা যায় বাহির থেকে, তাহলে এ আবার কীসের গোপন বৈঠক?

মমোর কথায় নাজমিন বেগম হাসলেন। অতিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন,"এই হলো ওদের মতো তারছেরাদের গোপন বৈঠক।

নাজমিন বেগম আবারো কষ্টে ভরা কাতর কণ্ঠে আওড়ালেন,"আমি বলেই সংসার করছি এই পাগলদের,

অন্যকেউ হলে মুখের উপর ঝাটা পেটা করে বিদেয় হতো এতদিনে। নাজমিন বেগমের দুঃখে ভরা কথা শুনে মমো সান্ত্বনা হাত বাড়িয়ে দেয়। মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বলে ওঠে,"সব ঠিক হয়ে যাবে।নাছির মঞ্জিলে যে গোপন বৈঠক হয় তার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। আজ সে সময়সীমার উর্ধ্বে চলে গেলেও গোপন বৈঠক চলমান। নাছির

সাহেব নিজের চোখের ছোটো লেন্সের চশমা খুলে রাখেন টেবিলের উপর। দু-হাত কাচের টেবিলে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন নুসরাতকে,”জায়িনের হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার মানে কী? উদ্দেশ্য কী হতে পারে তুমি বুঝতে পারছো আব্বা?নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল সে জানে না বলে। ইসরাতের দিকে চোখ ফিরাতে দেখলেন ইসরাত

ঝিমুচ্ছে। তার কোনো মাথা ব্যথা নেই এসবে। মাথা ব্যথা থাকবে কী করে কোনো কথা বলতে গেলেই তার গুণোধর বাপ-বোন মিলে তার মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকতে বলেন। সে না-কী বুঝবে না হেলাল সাহেব আর জায়িন-এর রাজনীতি? ইসরাতের ঝিমুনোর মধ্যে নাছির সাহেব আবারো গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠলেন,"হতে পারে এটা তাদের

কোনো চক্র, ইসরাতকে, আমাকে, আর তোমাকে দাবিয়ে রাখার জন্য? নুসরাত সায় জানাল নাছির সাহেবের কথায়। এটা কোনো চক্র হতে পারে তাদের ফাসানোর জন্য। ইসরাত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কিছু বলতে নিবে নাছির সাহেব বললেন,"উঁহু, তুমি ছোটো মানুষ কথা বলো না, চুপ করে বসে থাকো।

ইসরাত আবারো চুপসে গেল। চুপসানো মুখ নিয়ে গাল ফুলিয়ে বসে রইল ভেতরে ভেতরে। নুসরাত এক পা তুলে চেয়ারে বসল। থুতনি হাঁটুতে ঠেকিয়ে বলল,”সহমত আব্বা। আপনার বড় ভাইয়ের প্ল্যানের কোনো অংশ হতে পারে ইসরাত, আমাকে, আর আপনাকে ফাসানোর! জায়িনকে হয়তো উনিই

ইসরাতের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন।

ইসরাত এবার নাছির সাহেবের নিষেধজ্ঞার তোয়াক্কা না করে ঝটপট বলে ওঠল,”জায়িন কী কুকুর যে উনাকে লেলিয়ে দিবেন?নুসরাত আর নাছির সাহেব উপর নিচ মাথা নাড়ালেন। তারপর বাপ-মেয়ের টনক নড়ল ইসরাতের চোখ রাঙানো দেখে। নিজেদের ভুল শুধরে নিয়ে

আবারো দু-পাশে মাথা নাড়ালেন, না ভঙ্গিতে। নুসরাত বিশেষজ্ঞের ন্যায় থুতনিতে একহাত রেখে অন্যহাত নাড়িয়ে ভাষণের মতো করে বলল,”ইসরাত তুই অবুঝ, তুই আসলে বুঝতে পারছিস না, আব্বার বড় ভাই আমাদের নিচের দিকে দাবানোর জন্য জায়িন শালা... আইমিন দুলাভাইকে তোর পেছনে লাগিয়ে দিয়েছেন। তুই আসলে

তাদের চক্রান্ত বুঝতে পারছিস না! এটা হতে পারে খুবই বড়সড় জান নেওয়া চক্রান্ত।

নাছির সাহেব নুসরাতের কথায় সহমত পোষণ করলেন। নুসরাত একটু শ্বাস ফেলে নিয়ে আবার বলল,”তুই আমাদের বড় মানুষের মধ্যে কথা বলিস না, শুধু বসে বসে শোন, আর বোঝার চেষ্টা কর আমরা তোকে কী বোঝানোর চেষ্টা করছি।

এবং কী দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করছি!নাছির সাহেব নুসরাতের কথা অবিলম্বে সহমত পোষণ করে বললেন,’হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি বাচ্চা রয়েছে তাই চুপ করে বসে থাকো বাচ্চাদের ন্যায় আম্মা।

ইসরাত মাছের মতো দু-ঠোঁট ফাক করে নিল। তার বাপ কী ভুলে গেল সে বড় মেয়ে! তার বিয়ের কথা বলছে আর তাকে কথা বলতে

নিষেধাজ্ঞা জারী করছে এই দু-জন মিলে। এ কেমন বিচার?

ইসরাতের অতর্কিত চিন্তার মধ্যে ব্যঘাত ঘটিয়ে নাছির সাহেব বলে ওঠলেন,"হয়তোবা বড় ভাই জায়িন আর ইসরাতের বিয়ের পর ইসরাত আর জায়িনের ডিভোর্সের ভয় দেখাতে পারেন আমাদের। আমার সম্পত্তিতে ও হস্তক্ষেপ করতে পারেন?

নুসরাত বলে ওঠে,“আব্বা তুমি তো একদম ঠিক জায়গায় ঢিল মেরেছ। আমি ও এরকম কিছু ভাবছিলাম। আমাদের বদনাম করার চেষ্টা করতে পারেন! আবার আমাদের সম্পত্তি ও ছিনিয়ে নিতে চাইবেন না, তার কী কোনো নিশ্চয়তা আছে? একদম নেই। উনি যে-রকম মানুষ সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতেই পারেন।

বাপ মেয়ে দু-জন দু-জনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল। ইসরাত অতিষ্ঠ হয়ে কিছু বলতে নিবে নাছির সাহেব আর নুসরাত একসাথে বলে ওঠল," চুপ, একদম চুপ।

নুসরাত ঠোঁটে আঙুল চেপে দেখাল ইসরাতকে চুপ থাকতে। ইসরাত তবুও কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাক করতেই নুসরাত বলে ওঠে," এখানে

তোর জীবন মরণে প্রশ্ন, তাই চুপ থাক। আমি আর আব্বা বুঝে নিব!

নাছির সাহেব মাথা ঝাঁকিয়ে বাচ্চাদের ন্যায় বলে ওঠলেন,"একদম ঠিক।ইসরাতকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনেক সময় আলোচনা হলো জায়িনের কথা নিয়ে। দীর্ঘ দুই ঘন্টার আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন নাছির সাহেব আর

নুসরাত জায়িন কোনো চক্রান্ত করছে, আর চক্রান্তে কোনোভাবে জায়িনকে বিজয়ী হতে দেওয়া যাবে না। তাই তারা ও এই বিষয়ে একটা দ্রুত পদক্ষেপ নিবে। পদক্ষেপ কী নিবে সেটা ভাবতে লাগলেন। আর তা ভাবতে ভাবতে তাদের মাথা হেং হয়ে গেল।

ইসরাত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাপ-আর বোনকে লক্ষ করছে তখন

থেকে। মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে চুপচাপ। দু-ঘন্টা যাবত এক জায়গায় স্থির বসে থাকতে থাকতে ইসরাতের কোমর অসাড় হয়ে গেছে। ঠোঁটে বিতৃষ্ণা হাসি ঝুলিয়ে নিয়ে এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে ওঠে দাঁড়াল। এবং শান্ত গলায় বলল, "আপনাদের আলোচনা শেষ হলে, আমি কী যেতে পারি? শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা সম্পর্কে

আমাকে জানাইয়েন!ইসরাত চেয়ার ঠেলে বের হওয়ার আগেই নুসরাত ধমকে ইসরাতকে নিজ জায়গায় বসিয়ে দিল। কটমট কণ্ঠে আদেশ দিয়ে বলল,"চুপচাপ বস। এখনো আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি আর তুই কী-না ডেং ডেং করে নেচে চলে যাচ্ছিস! আর এক পা এখান থেকে নড়লে আব্বা আর

আমি তোর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিব।

ইসরাত অতিষ্ঠ ভঙ্গিতে নিজের জায়গায় আবার ধুপ করে বসে যায়। নুসরাত নড়েচড়ে বসে এবার আসল কথায় আসে। গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিস্কার করে নেয়। ঠোঁটের কোণে মিষ্টতা এনে বলে ওঠে,"আব্বা আপনি চাইলেই জায়িন শালার সাথে ইসরাতের বিয়ে দিতে

পারেন। জায়িন ভাই এমনিতে ভালো আছেন, উনার কাছ থেকে কোনো খারাপ ভাইব আমি পাইনি। আর উনার, অনেক গুলো কার্ড ও আছে। নুসরাতকে ভিন্ন সুরে কথা বলতে দেখে নাছির সাহেব আর ইসরাত তড়াক করে তার দিকে তাকায়। তারা একটু হোঁচট বই-কিছু-নয়। নুসরাত বোকা হাসে, দু-জনকে

এমন অস্বাভাবিক ভাবে তাকে চোখ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখা দেখে।

নাছির সাহেব নুসরাতের এমন সুর পাল্টানো দেখে চট করে বুঝে ফেললেন কী হয়েছে! অক্ষিকোটর ছোটো ছোটো করে নুসরাতের উদ্দেশ্যে কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,"সুর পাল্টানোর মানে কী?

ইসরাত ও আগ্রহ নিয়ে হা করে চেয়ে আছে। সে ও জানতে চায়

নুসরাতের এই পরিবর্তন কেন! দু-জনের সরু দৃষ্টির তোপে পড়ে নুসরাত থতমত খেয়ে বলে ওঠে,”এভাবে তাকানোর মানে কী? আমি চুরি করে চোর ধরা পড়িনি যে দু-জন এভাবে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছো আমাকে।

নাছির সাহেব চোয়াল শক্ত করে নিলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিরর্থক অভিমত পোষণ করে বলেন,”ঝেড়ে কাশো

নুসরাত, কত টাকা পেয়েছ?নুসরাত ইতস্তত মুখভঙ্গি করে। ক্ষীণ হেস্ব নাছির সাহেবকে ঘষামাজা করতে যাবে, নাছির সাহেব কাঠখোট্টা কণ্ঠে বলেন,”একদম অবুঝ সাজার চেষ্টা করো না, স্পষ্ট তোমার মুখে ভাসছে তুমি ঘুষ খেয়েছ।

নুসরাত দাঁত বের করে হাসে। নাছির সাহেবের কথার উত্তর দেয়,”আব্বা আমি ঘোষ খাই না

আপনি জানেন, জায়িন ভাই আমাকে ভালোবেসে কিছু দিয়েছেন।

নাছির সাহেব এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে নুসরাতের কথার বিপরীতে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন,"কত টাকা দিয়েছেন তোমার জায়িন ভাই তোমাকে?

নুসরাত চোখ-মুখ ঝাপ্টে , প্রশস্ত হেসে বলে ওঠে," বেশি নয় ওই তো পাঁচহাজার টাকা। আমি আবার কেউ

ইচ্ছে করে টাকা দিলে না করতে পারিনা। জায়িন ভাইয়ের কাছ থেকে আমি টাকা নিতে চাইছিলাম না, কিন্তু ভাই খারাপ মনে করতে পারে তাই আর-কী নিয়েছি!

ইসরাত আর নাছির সাহেব, নুসরাতকে কিছুক্ষণ কড়মড় চোখে অবলোকন করলেন। নুসরাত আবারো বোঝানোর স্বরে বলল,”আব্বা আমি বলি, জায়িন

ভাইয়ের সাথে ইসরাতের রেজিস্টারি করলে আমাদের শুধু বেনিফিট আর বেনিফিট। জায়িন ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা বিনামূল্যে সেবা পাবো। ইসরাতের সাথে বিয়ে হয়ে গেলে আমাকে আরো কিছু টাকা দিবেন জায়িন ভাই এই ওয়াদা করেছেন।।

নাছির সাহেব শুধালেন,“তাহলে এগুলো কী?

নুসরাত অবিলম্বে উত্তর দিল,
” এগুলো এডভান্স দিয়েছেন,কাজ শেষে বাকিগুলো।
নুসরাতের কথায় ইসরাত আর নাছির সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
নুসরাত মৃদু স্বরে আওড়ায়,”আপনারা চাইলে একটা শর্তনামা তৈরি করতে পারেন। তাহলে আর আপনার বড় ভাই ইসরাত আর জায়িন ভাইয়ের

ডিভোর্স দেওয়াতে পারবে না। আর আমার যতটুকু মনে হয়েছে জায়িন শালা... আই মিন জায়িন ভাই কোনো অবস্থায় ইসরাতকে ডিভোর্স দিবেন না। আব্বা ভেবে দেখতে পারেন প্রচুর বড়লোক্স ওই বেডা জায়িন ভাই।

গোপন বৈঠক আরো কিছুক্ষণ চলল। ততক্ষণে সৈয়দ বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে ইরহাম আর আহান।

মমো আর নাজমিন বেগমের মতো তারাও এসে কান পাতল দরজার কাছে গোপন বৈঠকের অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শোনার আশায়। রুম গুছিয়ে রাখছে ইসরাত। নুসরাত বিছানায় বসে বসে লিচু খাচ্ছে। মমো একপাশে বসে বই পড়ছে। নুসরাতের আরাম করে খাওয়ার ভেতর ব্যঘাত ঘটিয়ে ইসরাত জিজ্ঞেস করল,"সেদিন

তোর গালে ওরকম রক্তের দাগ পড়েছিল কেন?

নুসরাত লিচু খাওয়া থামিয়ে নিস্প্রভ চোখ তুলে ইসরাতে দিকে তাকায়,আর তখনই চোখাচোখি হয় ইসরাতের সাথে। কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নুসরাত লিচু খেতে ব্যস্ত হবে ইসরাত বলে ওঠে,”নুসরাত বলবি তুই?

নুসরাত দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে ওঠে,“আরশ থাপ্পড় মেরেছিল।

ইসরাত আঁতকে উঠল। মমো এতক্ষণ বই পড়লেও ইসরাতের আর নুসরাতের কথায় নিজের মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। মনোযোগী হয় নুসরাত আর ইসরাতের কথায়। ইসরাত নুসরাতের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস

করল,”বিরক্ত করেছিস তুই ভাইয়াকে, যে এভাবে অমানুষের মতো মারল তোকে?

নুসরাত ভ্রক্ষেপহীন কণ্ঠে বলে ওঠে, “আমি কেন উনাকে বিরক্ত করতে যাব! আমার কী খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?

থাপ্পড়ের কথা মনে করে নুসরাত ভেংচি কাটল আরশকে। ইসরাত তীক্ষ্ণ চোখে এক পলক নুসরাতের

দিকে চেয়ে নিয়ে, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়,”তুই আবার প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্ত করছিস? উল্টাপাল্টা কিছু করার চিন্তা করলে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।ইসরাতের কথা নুসরাত হেসে উড়িয়ে দেয়। আলগোছে কথার উত্তর না দিয়ে কাটিয়ে দেয়। ইসরাত নুসরাতের দিকে প্রশ্নাত্মক চোখে তাকিয়ে থাকলে নুসরাত কথা বলে না। সে অন্য কথা বলতে শুরু

করে,”শোনলাম, আমি বাহ্মণবাড়িয়া থাকতে না-কী সুফি খাতুন তোর জন্য নিজাম বুড়োর সম্বন্ধ নিয়ে আসছিল?

নুসরাতের কথায় মমো সায় দেয়। কাউচে বই ওইরকম ফেলে রেখে দৌড়ে নেমে এসে নুসরাতের পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ে, ইসরাতের কথা শোনার জন্য। ইসরাতের দিকে প্রশ্নাতীত চোখে চাইলে ইসরাত

হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল বিছানা সেদিনকার কথা মনে করে। নিজের হাসি সেরকম বহাল রেখে বলে ওঠে," আর বলিস না, নিজাম দাদু না-কী একদম তাগড়া, সুঠাম দেহি যুবক। দাদি এসব বলে নিয়ে গেলেন পাত্র দেখাতে আব্বুকে। আব্বু যখন দেখলেন পাত্র হিসেবে নিজাম দাদুকে, দাদি আমার জন্য পছন্দ করেছেন তখন এমন রেগে

মেগে আগুন হলেন, পারতেন যদি তাহলে দাদিকে রিভলবার দিয়ে শুট করতেন।রিভলবারের কথা শুনতেই নুসরাত থুতনিতে হাত চেপে ধরে হাসল। কুটিল হাসিতে বেঁকে গেল ঠোঁটের একপাশ। বিড়বিড় করে আওড়াল,"রিভলবার!

নুসরাতের এমন হাসি দেখে মমো ইসরাতকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল। ইশারায় দেখাল নুসরাতের ঠোঁট

টিপে শয়তানের মতো হাসিটা। দু-জন দু-জনের দিকে তাকিয়ে ভ্রু বাঁকাল। দু-জনের একজন বুঝতে পারল না হঠাৎ এমন হাসির মানেটা কী! ইসরাত কিছু বলতে নিলে নুসরাত বাঁধা দেয় হাত তুলে। ইসরাত এর নিকট থেকে পরবর্তী কথা শোনার জন্য শুধায়,"তারপর কী হলো?

ইসরাত বলে ওঠে,“তারপর আর কী! দাদিকে ভালো করে বকে দিয়েছেন। মনে হয়না এই জীবনে আর কোনো সম্বন্ধ নিয়ে এ মুখো হবেন।

নুসরাত ইসরাতের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়,

” সুফি খাতুনের হাবভাব ভালো নয়রে ইসরাত। আমার কেন জানি

মনে হয় নিজাম বুড়োর দিকে খারাপ নজর দিয়েছেন এই মহিলা।

মমো নুসরাতের কথায় একমত পোষণ করে। মমোর নিচু গলার আওয়াজ ভেসে এলো,”নানি নিজাম নানার কথা শুনলেই কী-রকম করে ওঠেন। লজ্জা পান মনে হয়!

মমোর কথা শেষ হতেই ইসরাত চিৎকার করে ওঠে। তারপর আবার মুখ চেপে ধরে নিজের কুণ্ঠিত হয়ে

আসা কণ্ঠে হতচকিত গলায় মিয়েই গিয়ে বলে,”আহান বলেছিল নিজাম দাদুর সাথে দাদির একটা সেট-আপ করিয়ে দেওয়ার কথা তখন দাদির মুখ কী লাজ রঙা হয়েছিল তুই দেখলে জাস্ট স্পিচলেস হয়ে যেতি। লজ্জায় একপ্রকার কাচুমাচু হয়ে গিয়েছিলেন।নুসরাত এক পেশে ভ্রু বাঁকিয়ে বলে ওঠে,

“বুড়ির হাবভাব ভালো না। নিজাম বুড়োর দিকে কু-নজর দিয়েছে মনে হয় তাহলে তো একটু বাজিয়ে দেখা যায় সুফি খাতুনকে কী বলিস তোরা?

ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে তিন মাথা একজায়গা হতে নিবে তা আগেই আরো দু-মাথা ঠেলে সেখানে ঢুকে গেল। মিচকে হাসি দিয়ে ইরহাম নুসরাতের কাছ ঘেঁষে বসল আর

আহান মমোর কাছ ঘেঁষে বসল।। পাঁচ মাথা একত্রিত হতেই সবাই হেসে ওঠল। আহান সবার দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হেসে বলল,”আমার কাছে একটা গ্রেট নিউজ আছে।

পাঁচ মাথা একত্রিত থাকল, তাদের গোলাকার হয়ে বসে থাকা বন্ধন ভাঙন ধরল না। আহানের দিকে প্রশ্নাত্মক চোখে তাকাতেই আহান

বলল,”নানি নিজাম দাদুর গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে এনে নিজের কানে পিঠে গুজে ছিলেন, আর তা দেখে নিজাম দাদু পুরো আগুন হয়ে উঠেছিলেন। যখন জিজ্ঞেস করলেন ফুলগুলো কোথায় পেয়েছ? নানি নতুন বউয়ের মতো মুখে হাত দিয়ে লজ্জা পেয়ে হেসে ওঠলেন। মৃদু কণ্ঠে নিজাম দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন লাগছে, আমায়?আহানের নাটকীয়

ভঙ্গিমায় বলা কথায় সবাই হেসে উঠল। আহান ধীরে ধীরে সব খুলে বলতেই সবাই সবার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে এক সাথে বলে ওঠে,"সামথিং ইজ ফিশি, Sufi Khatun might have fallen in love with Nizam Shikder.

কথা শেষ করে সবাই ঠোঁট কামড়ে কুটিল হাসল। তারপর সবাই মিলে পুরো রুম কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

বাইরে মৃদু বাতাস বইছে। সেই বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ, প্রথম ফোটা কদম ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। দুপুর বারোটা। এই সময় শহরের কোলাহল ঢাকা পড়ে নিস্তব্ধতায়। এই বৃষ্টিময় দুপুরটা কেমন যেন কোলাহলহীন, নিস্তব্ধ, বিষন্ন। নাছির মঞ্জিলে সামনা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চলে যাচ্ছে ক্রিং ক্রিং শব্দ তুলে রিকশা। নাছির মঞ্জিলের

গেটের দু-পাশে ফলেরবাগান করা। ঠিক পাশে সৈয়দ বাড়ি আর সৈয়দ বাড়ির সামনে নিজাম শিকদারের বাড়ি। নাছির মঞ্জিল থেকে সৈয়দ বাড়ির দূরত্ব দু-মিনিটের। নাছির মঞ্জিলের সামনে খোলা জায়গায় কয়েকটা চেয়ার রাখা আছে। হয়তোবা আজ সকালে এখানে বসেই নাছির সাহেব চা খেয়েছিলেন।নুসরাত পকেটে কালো

রঙের কিছু একটা গুজে নেয়। হাঁটু সমান শার্টের হাতা গুটিয়ে নেয়। নিজের থেকে বড় সাইজের জিনিসগুলো পরতে সে একটু বেশি কম্ফোর্ট ফিল করে। তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো ইরহামের পরিহিত কাপড়গুলো। ওইগুলো টেনে এনে পরতে সে ভীষণ ভালোবাসে। পায়ে একজোড়া বড় সাইজের স্লিপার। এই জুতো জোড়া ও ইরহামের।

নুসরাত চোখে চশমা এঁটে আছে। মুখে গম্ভীরত্ব কিন্তু ঠোঁটের কোণে বিরাজ করছে ক্ষূর হাসি। ক্ষূর হাসি কারণ উদ্মাগাটন করা মুশকিল। নুসরাত হাত পা ছড়িয়ে গিয়ে বসে পড়ল চেয়ারে। চোখ স্থির করে রাখা সৈয়দ বাড়ির গেটের দিকে। কিৎকাল কাটার পর মেরমেরে শব্দে পুরোনো আমলের জং ধরা গেট খুলে গেল সৈয়দ বাড়ির। মাথা নিচু

করে বের হয়ে আসলো আরশ।পায়ে নাইকের লগো বিশিষ্ট স্লিপার। হাঁটু সমান থ্রি-কোয়াটার প্যান্ট উপরে হুডি পরিহিত। হুডির ক্যাপ মাথায় টানা সবসময়ের ন্যায়। নুসরাত আরশকে দেখতেই ভেতরে ভেতরে হাসল। আরশ নুসরাতকে আরাম করে বসে থাকতে দেখে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসলো নুসরাতের দিকে। নুসরাত নড়ল না, চুপচাপ

বসে দেখল আরশের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মুখখানা শক্ত করে এগিয়ে আসা তার দিকে। অধীর আগ্রহ নিয়ে নিস্প্রভ দৃষ্টি স্থির রাখল আরশের দিকে। ঠোঁটে মারাত্মক কুটিল হাসি লেগে আছে। আরশ নুসরাতের পাশে এসে ধুপ করে বসে পড়ল কথাবার্তাহীন। সূক্ষ্ম চোখ বুলালো ওভাল আকৃতির মেয়েলি শ্যাম মুখে।ডান হাতের বুড়ি আঙুল

ও তর্জনী আঙুল দ্বারা নুসরাতের গাল চেপে ধরে বাঁ-পাশে ডান-পাশে ঘোরাল। নাকের কাছের নোজ রিংটা ভালো করে লক্ষ করল। তারপর পুরো মুখে আবারো নিজের কাঠখোট্টা হাত বুলালো। নুসরাত আরশের হাত সরিয়ে দেয় অনিহা নিয়ে নিজের মুখের উপর থেকে। আরশের দিকে সরাসরি তাকিয়ে, চোখে চোখ রেখে নুসরাত বলে

ওঠে,”আপনার হাতের তেরোটা থাপ্পড় খেয়ে স্কিনের গ্লো একদম ফিকে গিয়েছে বুঝছেন। মুখে ব্যথা দু-দিন ভরা ছিল, আমি একদম মুখ নাড়াতে পারিনি ঠিক মতো। চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল ও পড়েছে গভীরভাবে। তাই ভাবছি, আবারো আগের মতো স্কিনের গ্লোনেস কীভাবে বাড়ানো যায়?নুসরাতের কথায় আরশ উত্তর দিল না। গম্ভীর

মুখ বানিয়ে চুপচাপ নুসরাতের কথা শ্রবণ করল। নুসরাত নিচের দিকে চোখ রেখে কুটিল হেসে নিল। তারপর এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলে ওঠল,"আপনি কী জানেন, স্বামীর বুকের বাঁ-পাশের রক্ত দিয়ে ফেইসমাস্ক তৈরি করে ফেইসে ইউজ করলে স্কিন-এর গ্লো বৃদ্ধি পায়। তাই আমিও ভাবলাম, আপনার রক্ত দিয়ে ফেইসমাস্ক তৈরি

করে ফেইসে ইউজ করব।নুসরাতের কথায় আরশ চোখ ছোট ছোট করে নেয়। নড়েচড়ে বসে নুসরাতের সামনে। নুসরাত নিজের পকেট থেকে নাছির সাহেবের লাইসেন্স প্রাপ্ত রিভলবার বের করে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। আরশ ও হাসল নুসরাতের সাথে তাল মিলিয়ে। গম্ভীর মুখখানায় ভয় বা দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই। পুরুষালি লম্বা

লম্বা পাপড়ি দিয়ে ঘেরা চোখগুলো নুসরাতের মেয়েলি চোখের মধ্যে স্থাপন করল। বলিষ্ঠ হাত দ্বারা নুসরাতের চেয়ার একটানে নিজের সামনে নিয়ে আসলো। চোখে চোখ স্থির রেখে নির্বিকার ভঙ্গিমায় বলে ওঠল,"শুট!

নুসরাত বাকশূন্য মুখে চুপচাপ বসে রয়। আরশ পুরুষালি পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে আবারো আদেশ দিয়ে

বলে,”শুট মিসেস আরশ!আরশের কথা শেষ হতেই নুসরাত রিভলবার চেপে ধরে আরশের বুকের বাঁ-পাশে। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে রেখে আরশের চোখে চোখ রেখে নির্বিকার চিত্তে চেয়ে থাকে । আরশের চোখ ও তখনো স্থির নুসরাতের দিকে। তার প্রখর দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও ধারালো। আরশ আবার বলে ওঠে,” This is

an order, Mrs. Arosh — pull the trigger!

আরশের কথা শেষ হতেই নুসরাত ট্রিগারে চাপ দিল। উচ্চ শব্দে বের হয়ে আসলো গুলি। সেই গুলি আরশের পাজরের হাড় ভেদ করতেই ঝরঝর করে রক্ত বের হয়ে আসলো বুকের চামড়া উপর দিয়ে। আরশ ভ্রু দিয়ে ইশারা করে রক্তের দিকে তারপর নিজের ভরাট স্বরে

বলে,”নিন আপা রক্ত, আর একটু কষ্ট করে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়েন। এসে দেখব, আমার রক্ত দিয়ে ফেইসমাস্ক তৈরি করে, ফেইসে ইউজ করার পর আপনার ফেইসে কতটুকু গ্লো এসেছে। নুসরাত হেসে উঠল। আরশ ও হেসে উঠল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দালানের বারান্দায় দাঁড়ানো নিজাম শিকদার স্তব্ধ এরা হাসে কেন?

পাগল না-কী! গুলি খেয়ে আবার হাসে কে? এই ছেলের ব্যথা করছে না না-কী! নিজাম শিকদার হা করে তাকিয়ে থাকেন।। তখনো তারা স্বামী-স্ত্রী হাসছে একজন আরেকজনের সাথে তাল মিলিয়ে।

আরশ প্রখর গরম নিশ্বাস ফেলে। যে শ্বাসের তোপে পড়ে সামনে বসে থাকা নুসরাত। নুসরাতের চেয়ার ধরে টেনে আরেকটু সামনে নিয়ে

আসে আরশ। ধুপ করে নিজের মাথা ফেলে নুসরাতের কাঁধে। শ্বাস ফেলে নাক টেনে মেয়েলি শরীরের ঘ্রাণ নাকে নেয়। নিজের থুতনি ঠেকায় নুসরাতের কাঁধে। ঘনঘন শ্বাস ফেলে অন্তর্ভেদী চাহনি নিক্ষেপ করে। ফিসফিস করে নুসরাতের কানের কাছে আওড়ায়,Teri nazar ne ye kya kar diya

Mujh se hi mujhko juda kar diya
Main rehta hoon tere paas kahin
Ab mujhko mera ehsaas nahin
Dil kehta hai kasam se
thoda thoda pyaar hua tumse

Ke thoda ekraar hua tumseআরশ নুসরাতের গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে মৃদু কণ্ঠে আওড়াল,"ধান্দাবাজ মহিলা,আগে আমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা! মরে গেলে জ্বালানোর জন্য আমার মতো কাউকে কোথাও খুঁজে পাবি না। গাধী কোথাকার,আগে রক্ত স্টোক করতে বসে গেছে।দক্ষিণে হাওয়া বইছে পরিবেশে। দুপুরের

মিয়েই যাওয়া আলোকছটা গড়িয়ে পড়ছে নাছির মঞ্জিলের ছাদে। কিছুটা আলো ইসরাতের বারান্দা হয়ে রুমে প্রবেশ করছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তোড়ে দুলছে সাদা রঙের পর্দা। বারান্দার কাচের দরজাখানা ঠা করে রাখা। কালো রঙের খাজকাটা টাইলসে আলোক ছটা পড়ায় চিকচিক করছে। রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল

ইরহাম। পায়ের গতি অস্বাভাবিক। কিছু বলতে নিবে তার আগেই নাকে এসে লাগল আঁশাটে কিছুর গন্ধ। হাত দ্বারা নাক চেপে ধরে এগিয়ে আসলো মেঝেতে শুয়ে থাকা নুসরাতের দিকে।বিছনার এ-পাশ থেকে নুসরাতের পা দেখা যাচ্ছে শুধু। ইরহাম মুখ সামনের দিকে নিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতেই চোখে ভাসল নুসরাতকে। আর তখনই মুখ

দিয়ে বের হলো অতর্কিত চিৎকার। পেছন থেকে এসে ইসরাত হেসে ইরহামের পিঠে হাত ছোঁয়াতেই ভয়ে চোখ-মুখ খিঁচে লাফ মেরে বিছানার উপর ওঠে গেল সে। জোরে জোরে চিৎকার করে পড়তে লাগল,"কুল আউজুবি রাব্বিনাস। ইয়া রাব্বুল আলামিন আপনি এই ভুতনীদের রুহের মাগফিরাত দান করুন।

বাকি কথা শেষ হওয়ার আগেই পা জ্বলে ওঠল কারোর আকস্মিক হামলায়। পা চেপে ধরে এক চোখ খুলতেই কটমট করে খেয়ে ফেলার মতো লুক দিল ইসরাত।ওড়না কোমরে বেঁধে হাতের ঝাড়ু উপরে তুলে তেড়ে আসলো ইরহামের দিকে। ইরহাম ভয়ে এক লাফে নিচে নেমে যেতেই নুসরাতের পায়ের সাথে পা বেজে উল্টে পড়ল নিচে।

অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ইসরাত যখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তখন ইরহাম পা চেপে ধরে আর্তনাদ করতে ব্যস্ত। ইরহামের কিছু বুঝে ওঠার আগেই নুসরাত নিজের চোখ থেকে শসার স্লাইজ খুলে ইরহামের হা করা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

ইরহামের চিৎকার ও এক নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। শসা চিবুতে চিবুতে নুসরাতের দিকে এক পলক চেয়ে

জিজ্ঞেস করল,”নাকে মরার মানুষের মতো তুলো ঢুকিয়ে রেখেছিস কেন? শেওড়া গাছের শাকচুন্নি লাগছে তোকে!

ইসরাত চিহ্ চিহ্ করে ওঠল। বমেট করার ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল,”তোর বমি আসছে না?

ইরহাম আরাম করে শসা চিবিয়ে চিবিয়ে খেল। তারপর ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বিরশ কণ্ঠে

জিজ্ঞেস করল,”বমি আসবে কেন? আমি কী গর্ববতী মহিলা?ইরহাম দু-হাত পেটের কাছে বেঁধে দু-পাশে নাড়াতে নাড়াতে দেখাল। ইসরাত বিরক্তির মধ্যেও হেসে দিল।

নুসরাত কথা বলল না। অপর চোখ থেকে শসা খুলে সেটা ও ইরহামের মুখে ঢুকিয়ে দিল। তারপর দু-হাত মাথার নিচে দিয়ে আবার মেঝেতে শুয়ে পড়তে নিবে ইরহাম হাত

বাড়িয়ে নুসরাতের গালে স্পর্শ করল। মুখে ইউজ করা লাল তরল নাকের কাছে এনে নাক টেনে শুকতেই কফি পাউডারের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ তার সাথে আশাটে গন্ধ এসে লাগল। ইরহাম সেসবে পাত্তা না দিয়ে নুসরাতকে উদ্দেশ্য করে বলল,"আমাকে ও লাগিয়ে দে!

নুসরাত চোখ বুজে রেখে, মৃদু গলায় শুধায়,

“কী লাগিয়ে দিব?

ইরহাম নিজের চোয়ালে হাতায়। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলে ওঠে,”মুখের ওসব।নুসরাত ইরহামকে নিজের পাশের জায়গায় শুয়ে পড়ার জন্য দেখায় হাত দিয়ে কয়েকবার ট্যাপ ট্যাপ করে। ইরহাম শুয়ে পড়তেই তার নাকে দুখানা তুলো ঢুকিয়ে দিয়ে পুরো মুখে স্পেশাল ফেইসমাস্কটা লাগিয়ে দিল।

ইসরাত হাতে ঝাড়ু নিয়ে শুধু চুপচুপ দেখল নুসরাত আর ইরহামের কান্ডকারখানা। তারপর ইরহামকে সূক্ষ্ম খোঁচা মেরে তার কথা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল,"তোকে তো এখন শেওড়া গাছের শাকচুন্না লাগছে।

নুসরাত ফোড়ন কাটল ইসরাতের কথায়। মুখ দিয়ে উঁহু রকম একটা শব্দ বের করে বলল,"শাকচুন্না ম্যান

ভার্সন তুই বলেছিস কিন্তু তুই জিন বললে সেটা আরো বেশি মানানসই হবে। ইরহামের বাচ্চাকে এখন তাল গাছে বসে থাকা জিন লাগছে। ইসরাত নুসরাতের সাথে কথা বলতে বলতে পাশে বসল। কিছু একটা চিন্তা মাথায় খেলে যেতেই হাতে তুলে নিল নুসরাতের ফেইসপ্যাক। নাকের কাছে নিয়ে শুকলো, গন্ধটা কেমন যেন! মনে

প্রশ্ন জাগল, কীসের গন্ধ এটা? ঠিক ধরতে পারল না। তবুও কিছুটা সন্দেহ নিয়ে এগিয়ে গেল বেডের দিকে।। হেডবোর্ডের আশেপাশে চোখ বুলাতেই ডাস্টবিনের এক পাশে লাল তরল জাতীয় কিছু পড়ে থাকতে দেখল। হাতে তুলে নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে নিবে, তার আগেই নুসরাত চোখ বন্ধ রেখে বলে ওঠল,"ওসব মুরগীর রক্ত। স্পেশালি

বিদেশি মুরগীর বুকের ভেতর থেকে আমি বাংলাদেশে ইম্পোর্ট করেছি। নুসরাতের কথায় ইসরাতের সন্দেহ কাটল না। শিশির মুখ খুলে নাকের কাছে নিতে যাবে চোখ ছোট ছোট হয়ে আসলো। নুসরাতকে কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করল,"কী মিশিয়েছিস রক্তে?

নুসরাতের মাথায় কোনো শব্দগুচ্ছ আসলো না। তাই সালফিউরিক

এসিডের সংকেত বলে ইসরাতকে কাটাতে চাইল। মুখে বর্তমানে একটা এসিডের নাম আসলো, আর তাই বলে দিল,”এইচ-টু-এস-অ-ফোর। আর ইনভেস্টিগেশন না করে পড়তে বস গিয়ে। নাহলে ডিম পাবি ডিম।

ইরহাম নুসরাতের কথা কেটে দিয়ে পরেরটুকু সে পূরণ করে দিল,”আর সেই ডিম অমলেট করে ইসরাত

আপু আর জায়িন ভাই খেয়ে নিবে। তাই না আপি?

ইসরাত রাগী দৃষ্টিতে দু-জনের দিকে তাকাল। নুসরাত আর ইরহাম থোড়াই পাত্তা দিল না-কী! মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে ইসরাতকে নিয়ে হাসল।নাছির মঞ্জিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল মমো। নুসরাত তার পাশে দাঁড়িয়ে লাফঝাপ করছিল বান্ধরের মতো। লাফ ঝাপ করছে

বললে ভুল হবে পাশের বাসার টসটসে ফলের দিকে লোভী চোখে চেয়ে কীভাবে চুরি করা যায় সে ধান্দা করছে। মমোকে তার পাশে বডিগার্ড হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যাতে কেউ আসলে তাকে ইনফর্ম করতে পারে। টসটসে ফলের দিকে চোখ স্থির রেখে নুসরাত জিহ্বা বের করে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। মমোকে উদ্দেশ্য করে

বলল,”মমোরে মন্টু শালারে বিয়ে করে নে, তাহলে মন্টু বেটার সব ফলগাছ আমার হয়ে যাবে।

মমো বিরক্তিতে চ সূচক শব্দ করল। সে জানতে উদগ্রীব, মন্টুকে বিয়ে করলে তার লাভ কী! তাই মনের প্রশ্ন মুখে করল,”মন্টুকে বিয়ে করলে আমার লাভ?নুসরাত ভ্রযুগল কুঞ্চিত করল। জ্ঞানী ব্যক্তিদের ন্যায় হাত তুলে ভাষণ ঝাড়ল,”সজীবের

মতো একটা বুড়ো শিশু প্রিপায়ারড পাবি। কষ্ট করে বাচ্চা জন্ম দিয়ে তোর টাকা খরচ করতে হবে না, বাচ্চা বড় করতে গিয়ে চোখের নিচে ডার্ক-সার্কেল পড়বে না, মন্টু তোর কথায় উঠবে, বসবে, তুই নাচতে বললে দু-হাত উপরে তুলে দিনতানা দিনতানা বলে নাচবে। আরো লাভ আছে, সজীব তোর মতো কচি মায়ের দেখাশোনা করবে। মন্টু তার

পেট দুলিয়ে ডিংডাং করে হেলেদুলে পেটের নাচ দেখাবে, সাথে গান গাইবে, এসে হে আমার প্রাণের সখী। চারিদিকে লাভ আর লাভ, আমি কোনো লোকসান দেখছিনারে মমো।

মমো নুসরাতের আজগুবি কথায় ভেংচি কাটে। নুসরাতকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”আমার লাভ কী?

নুসরাত তেজি কণ্ঠে বলে,“শোন মমো, সম্পর্কের ক্ষেত্রে লাভ লোকসান দেখতে হয় না। আমি বড় বোন যা বলব,তোর তাই করতে হবে। নাহলে সম্পর্কে এখানেই শেষ।

হঠাৎ সৈয়দ বাড়ির ভেতর থেকে বাহিরে আগমন ঘটল হেলাল সাহেবের। মমোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত তুলে ইশারা করলেন

এদিকে আসার জন্য। মমো হেলাল সাহেবের ইশারা দু-পাশে না ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে প্রত্যাখ্যান করে। হাত উপরে তুলে দেখায় পরে আসবে। হেলাল সাহেব মমোর কথা শুনতে চাইলেন না, হাত দিয়ে আবারো ইশারা করলেন আসার জন্য। মমো দ্বিমত পোষণ করল। অনিহা নিয়ে না করতে যাবে হেলাল সাহেব দৌড়ে এসে হাত চেপে ধরলেন

মমোর। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,”চল! মমো একটু ইতস্তত করল। না যাবার জন্য ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। হেলাল সাহেব নাছোড়বান্দা, মমোকে ছাড়া তিনি যাবেন না। তাই টানাটানি শুরু করেন। আকস্মিক এমন কাজে মমো অবাক হওয়ার সময় পেল না, তার আগেই হোঁচট খেল। পিচঢালা রাস্তায় পড়ে যেতে

নিবে নিজেকে কোনোরকম সামলে নিল।

নুসরাত হেলাল সাহেবকে দেখতেই ফোঁস করে উঠল। মমোকে সৈয়দ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করতে দেখে হেলাল সাহেবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ল নুসরাত। রীতিমতো তাবা মেরে শিকারী বাঘের ন্যায় আঁকড়ে ধরল মমোকে। দু-জনের টানাটানিতে মমো বাকশূন্য হয়ে

গেল। হা করে হতবাক নয়নে দু-জনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিল।আর তখনই সৈয়দ বাড়ির দরজার সামনে আগমন ঘটল মাহাদির। সে মাত্র হসপিটাল থেকে ফিরেছে। বুকের কাছের কাপড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। মমোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সৈয়দ বাড়ির গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দু-পাশে

মাথা নাড়ায়। মৃদু কণ্ঠে নিজে নিজেকে বলে ওঠে,”স্ট্রেঞ্জ! এই মেয়ে সারাদিন কী কান্না করে?

চোখ দুটো উপরে তুলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে করতে শঙ্কায় দু-পাশে মাথা নাড়ায়। নিজে নিজেকে প্রশ্ন করে,”এই বাড়িতে কী সব অদ্ভুত পিসদের বসবাস? হয়তো? কে জানে?তিনজনের একজন খেয়াল করেনি মাহাদি

এসেছে। নুসরাত আর হেলাল সাহেব পুরোদমে দু-জন দু-জনকে চোখ দিয়ে শাসাচ্ছেন। কেউই পেছনে নেই চোখ দিয়ে শাসানোর বেলায়। মমোর ভ্যাঁ করে কান্না হেলাল সাহেবের কানে যেতেই হাত কিছুটা শীতিল হয়ে আসে উনার,কিন্তু নুসরাতের খাঁমচে ধরা হাত শীতিল হয় না। সে কোনোদিকে না তাকিয়ে মমোর হাত

ধরে টান দিতেই হেলাল সাহেবের হাতের তালু থেকে মমোর হাত বের হয়ে আসলো ঢিলে হয়ে। এমন জোরালো টানে দু-জন উল্টো গিয়ে পড়ল নাজমিন বেগমের অতি প্রিয় ছোট বাগান বিলাসে গাছের উপর। নতুন চারাটা এনে কিছুদিন আগে রোপন করেছিলেন নাজমিন বেগম, এটার এমন ধ্বংসাত্মক অবস্থা হতেই নুসরাত ভয়ার্ত চোখে পেছনে

তাকাল। শরীরের নিচে চাপা পড়া টব উপরে মমো দুটোর পিষ্টনে জান বেরিয়ে এসে গলার কাছে আটকালো। টবের তীক্ষ্ণ খোঁচায় হাহাকার করে উঠতেই মমো লাফ মেরে ওঠে দাঁড়াল। মমো তেমন একটা ব্যথা পায়নি, কিন্তু নুসরাতের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেল হয়তো কোমরের একটা হাড্ডি ভেঙেছে, নয়তো মচকেছে। মুখ

খিঁচে সোজা হয়ে বসতে নিবে হেলাল সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলেন ওঠার জন্য। নুসরাত হেলাল সাহেবের বাড়িয়ে দেওয়া হাত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করল। তেজি কণ্ঠে বলল,"প্রয়োজন নেই।

কথার ঝাঁজের সাথে ব্যথার প্রকাশ ঘটল। হেলাল সাহেব ভাব নিলেন সামান্য। নুসরাতকে ঠাট্টা করে বললেন,"আইচ্ছা।নুসরাত হেলাল

সাহেবকে তাকে নিয়ে করা ঠাট্টা স্পষ্ট ঠের পেল। চোখ মুখ উল্টে ভেংচি কাটল। মমো দু-জনের মাঝখানে নীরব দর্শক হয়ে দু-জনের একজন আরেকজনকে নিয়ে ঠাট্টা করা দেখল। হেলাল সাহেব মমোকে বললেন,”চল মমো, তোর বড় মামনি আজ চিকেন ফ্রাই করেছে।

মমো কিছু বলতে নিবে নুসরাত ধাক্কা মেরে গেটের ভেতর ঢুকিয়ে

দিল তাকে। মমো কী বলতে চায় তা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না। এটা দেখাও জরুরি মনে করল না বেচারি মেয়েটা বাঁচল কী মরল! আখিঁ যুগল প্রশস্থ করে চেঁচায়,”কোথাও যাবে না মমো।

হেলাল সাহেব,”এ্যাহ বলে নুসরাতকে ভেংচি কাটলেন। চোয়াল শক্ত করে, কণ্ঠে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নুসরাতকে ঝাড়ি মেরে

বললেন,”তুই বললেই হলো?নুসরাত মুখ বাঁকায়। হেলাল সাহেবের কথা কপি করে। তারপর একমুহূর্ত বিলম্ব না করে বলে ওঠে,”হ্যাঁ আমি বললেই হলো। এখন আপনি আসতে পারেন মিস্টার হেলাল রজনী।

হেলাল সাহেব নিজের নামের এত বড় অপমান সইতে পারলেন না। তার কত সুন্দর নামকে রজনীগন্ধা

বানিয়ে দিল।। হাত তুলে নুসরাতের মুখের সামনে রাখলেন। কাঠখোট্টা গলায় শাসালেন,”চপ্! আমার নাম হেলাল আহমদ কোনো রজনীগন্ধা টজনীগন্ধা না।

নুসরাত মুখের কাছে হাত রেখে বড় একটা হাই তুলে। তর্জনী আঙুল দিয়ে কান খোঁচায়। অতঃপর আবারো হাই তুলতে তুলতে অলসতা নিয়ে হেলাল সাহেবের

কথার উত্তর দেয়,”ওই তো একই হলো!

“একই না।হেলাল সাহেব চিৎকার করে ওঠলেন। আকস্মিক চিৎকারে নুসরাত হুড়মুড় করে পেছনে সরে যায়। ঢোক গিলে নিজের ভয়ার্ত চেহারা লুকাতে চায়, তার আগে হেলাল সাহেব তর্জনী আঙুল তুলে বলে ওঠেন,”একদম বেয়াদবি করবি

না। এরকম বেয়াদবি করলে তোকে বিয়ে করবেটা কে?

নুসরাত হেলাল সাহেবের আঙুল আলগোছে নামিয়ে দিল। ইশারা দেখাল মুখের উপর আঙুল তোলা সে একদম পছন্দ করে না, ঘৃণা করে। পরক্ষণে ঠোঁটে দুষ্টু হাসির বাহার খেলা করল। গা দুলিয়ে সামান্য হেসে মাথায় ওড়না টেনে নেয়। লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি করে

নিজের দু-হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে, দু-পাশে দুলতে দুলতে নিজের কথা দ্বারা বোমা ফেলল হেলাল সাহেবের মাথায়। ব্যঙ্গাত্মক গলায়, ঠোঁটে হেলাল সাহেবের গা জ্বালানোর মতো হাসি ঝুলিয়ে রেখে মিনমিন করে আওড়াল,"কেন, আপনার গাধা ছেলেটা করবে!

হেলাল সাহেব ছ্যাত করে ওঠলেন। নিজের ছেলের নামের পাশে গাধা

ট্যাগ বসে যেতে দেখে। নুসরাতকে সতর্ক করলেন,”একদম আমার ছেলেকে গাধা বলবি না।নুসরাত হে হে করে হাসল। যা হেলাল সাহেবের রাগের মাত্রা বাড়িয়ে দিল দ্বিগুণ। একটু আগে হেলাল সাহেব যেভাবে বলেছিলেন আইচ্ছা নুসরাত ও সেরকম টেনে টেনে ব্যঙ্গ করে আওড়াল,”আইচ্ছা।

নুসরাত আর হেলাল সাহেবের ঝগড়া মধ্যে এসে ইসরাত উপস্থিত হলো। গেট ঠেলে বের হয়ে শক্ত কণ্ঠে নুসরাতকে বলল,”এ কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ তোর?

নুসরাত অপার্থিব আদলে দু-কাঁধ উচায়। ঠোঁট উল্টে নিয়ে নিষ্পাপ মুখ ভঙ্গি করে। ফিসফিসে কণ্ঠে বলে ওঠে,”আমি কিছু করিনি।ইসরাত আচ্ছা বুঝেছি বলল। হেলাল

সাহেবের দিকে এক পলক চেয়ে, চোখ নিচে নামিয়ে নিল। নুসরাত ইসরাতের এরকম মাটির দিকে চোখ নামিয়ে নেওয়ার মানে বুঝল না। ইসরাতের এমন আচরণ সে মোটেও বরদাস্ত করতে পারল না। এটা সাংঘাতিক খারাপ আচরণ হিসেবে নুসরাতের নিকট গণ্য হলো। মানুষের সাথে কথা বললে বলবে চোখে চোখ রেখে, সোজা দাঁড়িয়ে,

স্পষ্ট, এভাবে চোখ নামিয়ে ভদ্র হওয়ার মানে কী! নুসরাত বুঝে না। তাই ইসরাতের ভদ্রতায় পানি ঢেলে, থুতনি চেপে ধরে হেলাল সাহেবের মুখোমুখি করে দিল। নিজেও বাপ-চাচাদের ন্যায় কপালে গাঢ় ভাঁজ ফেলে বড় বড় অক্ষিপটে হেলাল সাহেবকে অবলোকন করল। তার দৃষ্টি অবিচল, হেলাল সাহেবের দিক থেকে একবিন্দু নড়চড় করল না।

শিকারী যেমন শিকারের থেকে চোখ সরায় না, নুসরাত তেমন করে চোখ সরালো না। নিজেকে শিকারী মনে করল আর হেলাল সাহেবকে নিজের শিকার মনে করল। হেলাল সাহেব নুসরাতের দৃষ্টি অবজ্ঞা করলেন। অসহ্যকর কণ্ঠে ক্ষীণ আওয়াজে বিড়বিড় করলেন,"হাইডোক্লোরিক এসিডে ডুবিয়ে ছাড়ব তোকে। নুসরাত কান খাড়া করতেই কানে

আসে ঝাপসা কিছু শব্দ। নুসরাত কথাটা মাটিতে ফেলতে দিল না। আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে হেলাল সাহেবের কথার প্রতিত্তোর করল,”আমি কী ছেড়ে দেব না-কী,আমি ও একজনকে ফেরাস নাইট্রাসে ডোবাব।

ইসরাত হতবাক নয়নে দু-জনের দিকে চোখ বুলায়। বাকশূন্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”আপনি কী বাচ্চা বড়

আব্বু, ওর সাথে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছেন কেন?

হেলাল সাহেব উপর নিচ মাথা নাড়ালেন। মুখ দিয়ে ক্ষীণ শব্দে উচ্চারণ করলেন,”হ্যাঁ আমি বাচ্চা!।

নুসরাত চোখ মুখ উল্টে নেয় ব্যঙের মতো। তেরছা কণ্ঠে, হেলাল সাহেবকে স্পষ্ট তিরস্কার করে বলল,”এ্যাহ, নাতি নাতনীদের নিয়ে খেলার বয়সে, নিজেকে বাচ্চা মনে

করছেন! ময়ূরের পেখম কাক নিজের পেছনে লাগালেই কী কাক ময়ূর হতে পারে? উঁহু একদম না! নুসরাতের স্পষ্ট তিরস্কারে জ্বলে ওঠলেন হেলাল সাহেব। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এসে নুসরাতকে ধরতে যাবেন নুসরাত উচ্চ শব্দে হেসে ওঠল সাথে ইসরাত ও। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কান খাঁড়া করে হেলাল সাহেব আর নুসরাতের

কথোপকথন শোনছিলেন নাছির সাহেব। নুসরাত আর ইসরাতের হাসির শব্দ শুনতেই এতক্ষণের চেপে রাখা হাসি ফুস করে বেরিয়ে আসলো তার। মেয়েদের সাথে তাল মিলিয়ে হু হা করে নাছির সাহেব ও হেসে দিলেন। ইসরাত ঠোঁট টিপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করল কিন্তু নুসরাতের বাজখাঁই হাসির আওয়াজ আর সাথে তার মুখ ভঙ্গি দেখে

ইসরাত নিজের হাসি ধরে রাখতে পারল না। এক হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে উল্টো পথে দৌড়ে নাছির মঞ্জিলের ভেতর প্রবেশ করল। নাছির সাহেব নিজেও অস্বাভাবিক পরিবেশ ঠান্ডা করার জন্য আলগোছে কেটে পড়লেন।

হেলাল সাহেব বাপ-মেয়ে সবাইকে হাসতে দেখে মেকি রাগ মুখে ফুটিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টা করলেন। ধুপধাপ

পায়ে সৈয়দ বাড়ির দিকে যেতে যেতে শুভ্র মুখে ক্ষীণ হাসির ছটা ভেসে ওঠল। যা খুবই সূক্ষ্ম, গভীরভাবে অনুধাবন না করলে বোঝা বড়ই মুশকিল।নিজাম শিকদার থমথমে মুখ বানিয়ে বসে আছেন। কিছুক্ষণ আগে যা দেখেছেন তা এখনো তার নিকট ঘোলাটে। ওই বেয়াদব মেয়ে নিজার ভাইকে কীভাবে গুলি করল,একবার ও কি

হাত কাঁপল না এই মেয়ের! নিজাম শিকদার ওঠে দাঁড়ালেন সৈয়দ বাড়িতে খবর পৌঁছানোর জন্য। এভাবে আর বসে থাকা সম্ভব না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেটা কী বেঁচে আছি না-কী মরে পড়ে আছে তা এক আল্লাহ ভালো জানে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে ড্রয়িং রুমে দেখা হলো আরমানের সাথে। আর তৎক্ষণাৎ

মেজাজ চটে গেল নিজাম শিকদারের। নিজের দিক পরিবর্তন করে ঝাড়ি মারতে বসে গেলেন আরমানকে। ঠোঁট কুঁচকে নিয়ে, তিরস্কারের সহিত শুধালেন,"কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?আরমান নিজাম শিকদারের কঠোর গলা শুনে থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় কাত করে প্রশ্নের উত্তর দেয়,"বাহিরে।

নিজাম শিকদারের চটে যাওয়া মেজাজ আরো বেশি চটে গেল। প্রশস্ত গলায় চেঁচিয়ে বললেন ,”বাহিরে তো যাচ্ছো জানি। কেন যাচ্ছো? সেটা জানতে চাচ্ছি?

আরমান গম্ভীর গলায় সরল মনে প্রশ্নের উত্তর দিল,

” বন্ধুর বউকে দেখতে।

নিজাম শিকদার খিঁচে যাওয়া মেজাজে চিরচির করে ওঠলেন।

ঠাট্টা করে বললেন,” সারা জীবন কী দেখে যাবে মানষের বউ। আমি বুড়ো যে মরে যাচ্ছি একটা নাত বউয়ের জন্য তাতে তোমার কোনো খেয়াল আছে! আমার কথার কোনো মূল্য আছে তোমার কাছে?সেদিন বললাম যে, নাছিরের বড় মেয়ের দিকে একটু চোখ,কান,মন খোলা রাখতে সেদিকে মন দিয়েছ?

আরমান গম্ভীর গলায় বলল,“জি রেখেছি। আর কিছু?

নিজাম শিকদার হিংস্র পশুর ন্যায় তাবা মেরে কলার চেপে ধরলেন আরমানের। কানের কাছে নিজের মুখ নিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলে ওঠেন,”মেয়েটাকে নিজের হবু স্ত্রী-র চোখে দেখো।

আরমান মাথা নাড়াল। সে দেখবে মেয়েটাকে হবু স্ত্রীর চোখে। কথা

বলতে ইচ্ছে হয় না তার, তারপর ও এখান থেকে কাটতে হলে কথা বলা অত্যাবশক। তাই মুখ দিয়ে কষ্ট করে দুটো শব্দ বের করে,”আর কিছু নাহলে আমি এবার যাই।

নিজাম শিকদার মাথা নাড়ালেন চলে যাওয়ার জন্য। উনি যে পা বাড়িয়েছিলেন সৈয়দ বাড়ির উদ্দেশ্যে একটা খবর দেওয়ার জন্য তা বেমালুম ভুলে গেলেন।সৌরভিকে

সোফায় চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জ্বালানোর জন্য একটু এগিয়ে গেলেন। গায়ে গা লাগিয়ে গিয়ে বসলেন। সৌরভির হঠাৎ তার দাদার গায়ে গা লাগিয়ে বসার কারণ খুঁজে পেল না। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে কিছু বলতে নিবে নাকে এসে লাগল বিচ্ছিরি গন্ধ। আর সেই গন্ধে তার পেটের ভেতরের শিরা-উপশিরা গুলিয়ে ওঠল। নাক চেপে ধরে

নিজাম শিকদারের দিকে এক পলক চাইতেই বুড়ো হা হা করে হেসে ওঠলেন। হাসির সাথে বয়সের সাথে পড়ে যাওয়া দাঁতের জামি ভেসে উঠল। সৌরভি নাক চেপে ধরে বিরক্তি নিয়ে বলে ওঠে,"ছ্হি দাদা! বায়ূ দূষণ করছো, দূরে গিয়ে করো আমার মুখের কাছে এসে করছো কেন?

নিজাম শিকদার হাসি আটকে কোনোরকম হাস্যরস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”ঘ্রাণ কেমন? ঘ্রাণে তো ঘ্রাণেন্দ্রিয় জুড়িয়ে গিয়েছে তাই না? সৌরভি উঠে দাঁড়িয়ে পুরো ড্রয়িং রুমে এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করতে করতে আওড়ায়,”ঘ্রাণ ইন্ধ্রিয় জুড়ায়নি, কিন্তু অনেক বেশি বমির উদ্রেক হচ্ছে।

সৌরভির রাগী কণ্ঠে হেসে ওঠলেন আশি ঊর্ধ্বে থাকা বুড়ো। সৌরভির মধ্যে নিজের স্ত্রী পেয়ারা বেগমের প্রতিচ্ছবি দেখলেন। সেদিকে নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির রেখে ডুবে গেলেন পুরোনো কিছু স্মৃতিতে। সেই স্মৃতিচারণ করার মধ্যে সৌরভি এসে চুটকি বাজাল নিজাম শিকদারের চোখের সামনে, তখনই কেঁপে ওঠে তড়িৎ গতিতে চোখ ফিরালেন

সৌরভির দিকে। উদাসীন চেহারা নিয়ে ক্ষীণ হেসে সৌরভি কাঁধ জড়িয়ে নিস্প্রভ কণ্ঠে বলেন,”তোর জন্মের পর আমি তোর নাম পেয়ারা বেগম রাখতে চাইছিলাম, কিন্তু তোর বাপ আমাকে তোর নাম পেয়ারা বেগম রাখতে দেয়নি।নিজাম শিকদারের কথায় ছেলের প্রতি কিছুটা রাগ প্রকাশ পেল। সৌরভি হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল নিজাম

শিকদারের পেটের ওপর। কম্পিত অধর জোড়া চেপে হাসি থামানোর চেষ্টা করতে লাগল। অতঃপর নিরর্থক অভিমত পোষণ করে বলে ওঠল,”আল্লাহ বাঁচাইছেন, আব্বু যদি সেদিন দ্বিমত পোষণ না করতো তাহলে আজ আমার নাম পেয়ারা বেগম হতো। ভাবতেই কেমন গা গুলাচ্ছে দাদা! মানুষ আমার নাম নিয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।নিজাম

শিকদার সৌরভির এমন কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তার স্ত্রীর নামে কোথায় খারাপ আছে? পেয়ারা কত সুস্বাদু একটা ফল। উনার স্ত্রী যেমন নামে মিষ্টি ছিলেন দেখতে ও ছিলেন মিষ্টি। নিজাম শিকদার সৌরভির হাসাহাসি মুখ দেখে বেজায় চটে গেলেন। এ-কথা সে-কথা বলে দু-জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে বড়সড় একটা

গ্যাঞ্জাম লেগে গেল। যার কুফল হিসেবে একদম ভুলে গেলেন সেই বেলা নুসরাত যে আরশকে শুট করেছিল তা। পরে যখন মনে হলো কিছু একটা ভুলে গেছেন তখন অনেকক্ষণ ভাবার পরও মনে হলো না, আসলে কী ভুলে গেছেন! তাই নিয়েও আরেকবার সৌরভির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলেন আশি ঊর্ধ্ব লোকটা।রেস্টুরেন্টে এক কোণে বসে

আছেন হেলাল সাহেব। চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ চোখ বুলাচ্ছেন দু-জন সামনে বসা লোকের দিকে। তার বিজ্ঞ চোখগুলোর সরু দৃষ্টির তোপে পড়ে সামনে বসা দু-জন একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। কিছুটা ভয় পেল লোকটাকে চোখের মণি এমন সরু সরু করে তাকানো দেখে। দু-জন নড়েচড়ে বসল। কালো বাকেট হ্যাটটা টেনে ঠিক করে নিল।

দুজনই নিজেদের ভালো ইম্প্রেশন দেওয়ার চেষ্টা করল। একটা কথা আছে না, ফাস্ট ইম্প্রেশন ইজ লাস্ট ইম্প্রেশন। তাই প্রথম দেখায় নিজেদের যথাসাধ্য ভালো দেখানোর চেষ্টা দু-জন ব্যস্ত হলো। টাকার বান্ডিলের একটা খাম দু-জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ইশারা করলেন বিপরীত সিটের দিকে। দু-জন হেলাল সাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ করে

একবার চোখ বুলিয়ে নিল বিপরীত দিকের সিটে। যেখানে একটা মেয়ে কুর্তি পরে বসে আছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে হেলাল সাহেব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সামনে বসা দু-জনের। ফিসফিস কণ্ঠে সামনে বসা দু-জনের উদ্দেশ্য আদেশ দিলেন,"ওই মেয়ের সব তথ্য আমার চাই। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কী কী করে ওই মেয়ে এ-টু-

জেড সব খবর চাই। বুঝেছ? কার্টুনের মতো মুখাবিশিষ্ট দু-জন উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। হেলাল সাহেব ফিসফিস করে আবার দু-জনকে বললেন,”ভালো করে কাজ শেষ করলে বোনাস পাবে। আর বাকি টাকা কাজ শেষে পাবে।

এর মধ্যে কুর্তি পরা মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। সেটা আড় চোখে দেখতেই

নিজের মুখ কার্ড দিয়ে ঢেকে ফেলেন। এক এক করে দুটো মেয়ে পাশ কাটাল তাদের। সামনে বসা লোক দুটো উঁকি দিল মেয়েটাকে ভালো করে দেখার আশায়। হেলাল সাহেবের উদ্দেশ্যে বলল,"স্যার কোন মেয়ে? আসলে এখানে তো দেখছি দুটো মেয়ে।

হেলাল সাহেব হাতের ইশারায় দেখালেন,“ওই যে ওই মেয়ে,দেখতে পাচ্ছো?

দু-জনের একজন ও কিছুই বুঝল না, আসলে হেলাল সাহেব কোন মেয়েকে দেখাচ্ছেন। তবুও চোখাচোখি করে মিথ্যা বলল,”জি জি, দেখেছি।

হেলাল সাহেব বিরক্তি নিয়ে শুধালেন,

“তাহলে বসে আছো কেন? যাও মেয়েটাকে ফলো করো!

দু-জন ওঠে দাঁড়িয়ে চোখ সানগ্লাস লাগিয়ে নেয়। একসাথে বলে ওঠে,”যা আদেশ করবেন স্যার। নাহিয়ান আবরার পূর্বের সাথে নুসরাতের আবারো দেখা হলো হসপিটালের করিডোরে। নুসরাত না দেখার মতো করে উপরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ পাশ কাটাতে চাইল

তার আগেই বেটা এসে রাস্তা আটকে দাঁড়াল। নুসরাত বিরক্ত হলো এই বেটার ওপর প্রচুর। চোখ তুলে তাকিয়ে, বাজ পাখির ন্যায় চেয়ে রইল। হাত নিশপিশ করে ওঠল কয়েকটা লাগানোর জন্য। একহাত দিয়ে চেপে ধরল আরেক হাত। নাহিয়ান আবরারকে পাশ দিয়ে কেটে পড়তে চাইল তার

আগেই নাহিয়ান জিজ্ঞেস করল,”কোনো সমস্যা মিস?

নুসরাত নাহিয়ানের কথার উত্তর দিল না। না চেনার ভান করে ভীর ঠেলে যাওয়ার মতো করে পাশ কাটাতে কাটাতে বলে,”ওয়াট দ্যা ফাক! একটু দেখি তো!নাহিয়ানকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে নুসরাত কেটে পড়ল তড়িৎ গতিতে। নুসরাত পালিয়ে যেতেই নাহিয়ানের ঠোঁটে

ফুটে উঠল অদৃশ্য হাসির রেখা। নিজের ক্লিনসেভ থুতনিতে হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে আওড়াল,”ইন্টারেস্টিং।

তৌফ পেছন থেকে চিমটি কাটল লেভিনকে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল,”ভাই এরকম ইন্টারেস্টিং বলে বিড়বিড় করে কেন? উনি কী আর কোনো মহিলা পায়নি? এই বেটাদের মতো চলাফেরা করা

মহিলাকে দেখে তার কীভাবে ইন্টারেস্টিং লাগে!

লেভিন ঠোঁটে হাত রেখে চুপ দেখায়। তৌফ চোখে মুখে কৌতূহল এনে আবারো ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে,"মাঙ্গের নাতি, তুই আমারে শুধু চুপ থাকতেই কছ? একটা কথা বলবার দেছনা! দিব না- কী খাস বাংলায় একখান গালি?

লেভিন ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে

নাহিয়ানের পেছন পেছন চলে গেল। তৌফ লেভিনের পেছনে যেতে যেতে মৃদু কণ্ঠে নিজের সাথে কথা বলে,”ওই মহিলার কাছে ভাত পায় না, আবার দেখলেই বলে ইন্টারেস্টিং। আমাগো সাথে ভাব লন ভাই আবার ভদ্র মহিলার সামনে গেলে একদম ভালো, নাদান শিশু হয়ে যান। তবুও ভদ্র মহিলার কাছ থেকে এক রত্তি পাত্তা পান না।

আমাগো সাথে এরকম ভাব না নিয়া ভদ্র মহিলার সাথে নিলেই তো পারেন ভাই। ভাবওয়ালা বেডামানুষ! বেডা মানুষের এত ভাব থাকা ভালা লক্ষণ না।

তৌফ পেছনে থেকে কতগুলো গালি খরচ করে সবার উদ্দেশ্যে। নাহিয়ান তৌফ বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতেই এক দৌড়ে তার পাশে

ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় সে। মিনমিনে কণ্ঠে বলে ওঠে,”জি ভাই।

তৌফকে কিছুটা ইশারা করতেই তৌফ অন্যদিকে চলে যায়। লেভিনের সাথে কিছু রাজনৈতিক পরামর্শ করতে করতে সামনের দিকে পা বাড়ায়।নাহিয়ান সবাইকে নিয়ে করিডোর পার করে হসপিটালের বাহিরে চলে যেতেই, দেয়ালের পেছন থেকে চুপিচুপি

বেরিয়ে আসলো নুসরাত। বিরক্তি ঝড়ে ঝড়ে পড়ছে তার মুখ দিয়ে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল,সব মাথা-মোটারা কী তোর পেছনেই পড়ে? সেই চিন্তা বাড়িতে বসে আরাম করে করবে বলে তুলে রাখল নুসরাত, এখন ইরহামের জন্য অপেক্ষা করাটা জরুরি।

করিডোরে ইরহামের অপেক্ষায় যখন এপাশ-অপাশ করছিল তখন দু-জন

লোককে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখল। সে ওদের দিকে তাকাতেই দু-জন উল্টে ফিরে কথা বলতে লাগল। নুসরাত নিজ মনে বিড়বিড় করল,”গাধারদল।হঠাৎ কোনো পূর্ব বার্তা ছাড়া ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। নিকষ কালো ধরণীকে আলোকিত করে বিদুৎ ঝলকে ওঠল। নুসরাত নিজের অভিব্যক্তি নির্লিপ্ত রেখে মেয়েলি তীক্ষ্ণ চোখ

জোড়া নিক্ষেপ করে অদূরপানে। পেছন থেকে কারোর হেঁটে আসার শব্দ শুনে কান খাড়া করে। পেছন ফিরে কে এসেছে দেখার আগেই ব্ল্যাকবেরির মিষ্টি ঘ্রাণ নাক চিড়ে ভেতরে প্রবেশ করে। সামনের দেয়ালে নিজের পেছনে বৃহৎকার প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। স্থির দাঁড়িয়ে সরু চোখে দেখতে থাকে সেই প্রতিবিম্বকে। দেয়ালে থাকা পুরুষালি

প্রতিবিম্ব ধীরে ধীরে নিচু হয়ে আসে তার দিকে। যতক্ষণে টনক নড়ে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট দূরত্বে সরে যাওয়ার আগে পুরুষালি শক্ত বুকের কাছে পিঠ ঠেকে তার। বলিষ্ঠ একহাত গলা পেঁচিয়ে ধরে, কানের কাছে হিসহিসিয়ে আওড়ায়,"এগেইন আ'ম ব্যাক, মিসেস আরশ!হেলাল সাহেব নুসরাতের সাথে ঝগড়া করা শেষ

করে এসে সেই ড্রয়িং রুমে বসেছেন এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে নড়েননি। সুফি খাতুন দু-একবার এসে কথা বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আশানুরূপ যুতসই কোনো উত্তর পাননি বলে বর্তমানে হেলাল সাহেবের আশেপাশে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। হেলাল সাহেবের শুভ্র মুখ গম্ভীর বটে। ওই ছোটো মাছের মতো দেখতে মেয়েটা তার

ছেলের মতো সুঠাম দেহি পুরুষকে কীভাবে গাধা বলতে পারে! আরশের নখের যোগ্য কী ওই মেয়ে! উঁহু তার ছেলের সাথে ওই মেয়ের তুলনায় দেওয়াই তো ভুল।।হেলাল সাহেব নিজের অতর্কিত চিন্তার ভেতর মনে পড়ল আজ পুরোদিন প্রায় কেটে গেলেও আরশের দেখা সে পায়নি। কপালে ভাঁজের মোটা আস্তরণ পড়ল। চিন্তিত চোখ আশেপাশে

ঘুরালেন, অতি আদরের ছেলেকে দেখার আশায়। অতি প্রিয় মুখটা না দেখতে পেয়ে বিরক্তি ফুটে উঠে শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায়। তার বিরক্তি আরো বাড়িয়ে দিয়ে জায়িন গম্ভীর কণ্ঠে সালাম দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে নাচতে নাচতে চলে যায় বাড়ির বাহিরে। জায়িনের তৎপর গতিতে যাওয়া দেখে হেলাল সাহেবের চশমার আড়ালে থাকা চোখগুলো

ছোটো ছোটো হয়ে গেল। ছেলের কাছ থেকে সালাম ছাড়া কোনো প্রকার হায়, হ্যালো, না পেয়ে একটু অসন্তোষ হলেন। চেহারায় তা স্পষ্ট ভেসে উঠল। পুরুষালি কুঁচকে যাওয়া চামড়া আরোকটু কুঁচকে গেল।। নাক উপরে তুলে হেলাল সাহেব ভেংচি কাটলেন জায়িনকে পেছন থেকে। জোর গলায় স্ত্রীকে ডেকে ওঠলেন,"লিপি ও লিপি!

লিপি বেগম মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন,“জি, আসছি।

স্ত্রী-র নিকট থেকে উত্তর পেলেও সেটা নিজের পছন্দসই না হওয়ায় রেগে গেলেন হেলাল সাহেব। এই মুহূর্তে তার দ্বারা অপেক্ষা করা সম্ভব না তাই আবারো চিৎকার করে গর্জে ওঠার মতো লিপি বলে ডেকে উঠলেন। লিপি বেগম তড়িঘড়ি করে বের হয়ে আসলেন কিচেন থেকে।

ওড়নার কোণে হাত মুছলেন। কপালের ঘাম ওড়না দিয়ে ঘষে মুছে নিলেন। স্বামীর দিকে চোখ পাঁকিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,” কী হয়েছে আপনার? চিৎকার করে এলাকা শোনাচ্ছেন কেন?

হেলাল সাহেব খিঁচে যাওয়া মেজাজে বললেন,

“বেশ করেছি চিৎকার করেছি। তোমাকে এই নিয়ে সাতবার

ডাকলাম কোনো হা না উত্তর করলে না কেন?

লিপি বেগম শুধরে দিয়ে স্বামীকে বললেন,” সাতবার নয় দু-বার ডেকেছ।

হেলাল সাহেব তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন করলেন না। তর্জন গর্জন করে কঠিন আওয়াজে স্ত্রীর নিকট জানতে চাইলেন,”আরশ কোথায়?

লিপি বেগম দ্বিধাদ্বন্দে ভুগলেন। সত্যিতো আজ সারাদিনে একবারো আরশের দেখা পাননি লিপি বেগম। মৃদু কণ্ঠে অনিশ্চয়তা নিয়ে জানালেন,"হয়তো এখানে আশেপাশে আছে।

হেলাল সাহেব স্ত্রীকে কিছুক্ষণ রাগী চোখে লক্ষ করলেন। দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"হয়তো কী? ছেলের খোঁজ

রাখো না কেমন মা তুমি?লিপি বেগম নিজেও রেগে গেলেন। পাল্টা প্রশ্নের বান ছুঁড়ে মারলেন,”আপনি কেন জানেন না আরশ কোথায়? আপনি কেমন বাবা?

দু-জন দু-জনের দিকে কিৎকাল তাকিয়ে থেকে নীরব চোখে শুধু যুদ্ধ চালালেন। লিপি বেগম হেলাল সাহেবকে ড্রয়িং রুমে একা ফেলে রেখে কিচেনে যেতে যেতে মুখ

মুচড়ে ভেংচি কেটে গেলেন। হেলাল সাহেব বিড়বিড়িয়ে আওড়ালেন,”মহিলার অবস্থা দেখো! স্বামীকে মুখ মুচড়ে কীভাবে যাচ্ছে? বেয়াদব! ।সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবেছে ধরণী। বৃষ্টির হঠাৎ আগমণে একটু বিভ্রান্ত বটে মাহাদি। একটু আগেই সে হসপিটাল থেকে ফিরে এসেছে

সৈয়দ বাড়িতে। ডাক্তার নিশ্চিত করেছেন যে আরশ এখন বিপদের বাহিরে। কিন্তু হসপিটাল থেকে আসার পথে যা দেখল তা দেখে সে নিজে বিপদের ভেতরে ঢুকে গেছে। এই বাড়ির সব মানুষ কী এরকম অদ্ভুত, মাহাদির মনে প্রশ্ন জাগল! একজন কাদা শুয়ে গড়াগড়ি খায় তো অন্যজন্য দিন দুপুরে ঝগড়া করে।ধুপধাপ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন

নামছিল তখন এসব চিন্তা করছিল সে। হঠাৎ গলা খাঁকারি দেওয়ার শব্দে তার ধ্যান ফিরে আসে গভীর চিন্তা থেকে। চোখ তুলে সামনে তাকায়, চোখাচোখি হয় হেলাল সাহেবের সাথে। মৃদু শব্দে সালাম করে। সালামের জবাব হেলাল সাহেব ফিরিয়ে দেন। হাত তুলে ইশারা করেন তার দিকে আসার জন্য। মাহাদির কপালে ভাঁজ ফেলে

এগিয়ে যায় হেলাল সাহেবের দিকে। চিন্তার উদ্ভব ঘটে আকস্মিক হেলাল সাহেব তাকে কেন ডাকছেন! নিজের গম্ভীর মুখখানা আরো একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। চোখে মুখে বিরক্তি এঁটে যায় নিমেষে। একটা কাজে যাবে, তার মধ্যেও বাঁধা! ভ্রু যুগল কিঞ্চিৎ কুঁচকে হেলাল সাহেবের সামনের সোফায় বসে। প্রশ্নাতীত গলায় জিজ্ঞেস করে,"কোনো প্রয়োজন

আঙ্কেল?হেলাল সাহেব নিজের সরু চোখ দিয়ে উপর থেকে নিচে মাহাদিকে অবলোকন করেন। বোঝার চেষ্টা করেন কোনো ঘাপলা আছে কী -না এই ছেলের মধ্যে! বন্ধুর ছেলে হলেই কী পার পেয়ে যাবে, তার সন্দেহের হাত থেকে? উঁহু একদম না! এই হেলাল কারোর সাথে না ইনসাফি করে না।

মাহাদির ভেতর কোনো ঘাপলা না পেয়ে নড়েচড়ে বসে আবারো চিন্তা করতে লাগলেন। সকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা প্রায় আরশের দেখা নেই কেন? আজ একেবারের জন্য আরশকে দেখননি তিনি। লিপি বেগমকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী কোনো কথার উত্তর দিতে পারেন না। তাই স্ত্রী-র উপর সমরুপে বিরক্ত হেলাল

সাহেব। মাহাদির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণতার সহিত জানতে চাইলেন,”তুমি এখানে, তাহলে আরশ কোথায়?

মাহাদির গম্ভীর মুখ আরো একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে আরশের কথা জিজ্ঞেস করায়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। ভেতরে ভেতরে মিথ্যা বলার জন্য সব কথা গুছিয়ে নেয়। মুখে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে নিয়ে

এসে, পুরুষালি পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে জানায়,”জি, আরশ আমাদের এক বন্ধুর সাথে আছে।হেলাল সাহেব পরমুহূর্তে প্রশ্ন করেন,

“তাহলে তুমি এখানে কেন?

মাহাদি ঠোঁট কামড়ে ধরে অপ্রস্তুত হাসে। বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষালি চোখজোড়া আশেপাশে ঘুরিয়ে বলে ওঠে,” জি বাসা থেকে স্ন্যাকস নিতে এসেছি।

হেলাল সাহেব তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে মাহাদির দু-হাত পরিদর্শন করেন। তারপর ভ্রযুগল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করেন,”কোথায় স্ন্যাকস? তোমার হাত তো খালি!

মাহাদি থতমত খেয়ে যায়। ইতস্তত কণ্ঠে বলে ওঠে,”জি!

হেলাল সাহেব মাহাদিকে শুধরে দিয়ে বলে ওঠেন,

“জি নয়, আমি জিজ্ঞেস করেছি হাত খালি কেন? স্ন্যাকস নিতে তো এসেছ?প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে আবারো চোখ সরু করে মাহাদির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন হেলাল সাহেব। হেলাল সাহেবের জেরার মুখে পড়ে মাহাদি বোকার মতো হেসে পরিবেশ স্বাভাবিক করতে চায়। ফিকে হয়ে যাওয়া কণ্ঠে বলে,” তাই তো, তাই তো!

মনে মনে মিথ্যা কাহিনি সাজায়। আসল কথা বললে এই বাড়ি আর ওই বাড়িতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এটা মাহাদি নিশ্চিত। তাই বিশ্বযুদ্ধ আটকাতে নিজের মুখ আটকে নেয়। ধীর মনোবল নিয়ে মিথ্যা কথা বলে,"আরশ গ্রোসারি শপে!হেলাল সাহেব শুধালেন,

"গ্রোসারি শপে ওর কী কাজ?

মাহাদি ঝটপট ওঠে দাঁড়ায়। হেলাল সাহেবকে আরেকটা প্রশ্নের সুযোগ না দেওয়ার জন্য উল্টো পায়ে মেইন দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল,” আসলে আঙ্কেল আরশ ও কার্ড নেয়নি আর আমিও আবার আমাদের ওই বন্ধু ও কার্ড আনেনি। কিন্তু জিনিস না কিনে কিছু খাবার গ্রোসারি শপে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই খেয়ে নিয়েছিলাম। এখন আরশ আর

আমাদের ওই বন্ধুকে ওখানে আটকে রেখেছে আর আমাকে এখানে কার্ড নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।মাহাদি তাড়াতাড়ি করে এই বিপদের সামনে থেকে পালাতে যাবে হেলাল সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “কখন আসবে তোমরা এটা তো বলে যাও?

মাহাদি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে গলার আওয়াজ বাড়িয়ে

বলল,” সপ্তাহ দশদিন পর ফিরে আসবো আমরা। আমরা আমাদের ওই ফ্রেন্ডের বাসায় কয়েকদিন থাকব। কিছু প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করবে আরশ ওখানে।

মাহাদি জান গলার কাছে নিয়ে পালিয়ে গেল। নাক কুঁচকে সৈয়দ বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে ভৎসনা জানায় হেলাল সাহেবকে। একটা মানুষ এত প্রশ্ন করতে পারে

কীভাবে! বিরক্তিকর!নুসরাত সন্ধ্যা বেলা পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছিল। কিন্তু ভয়ংকর রকম এক বাস্তব স্বপ্ন দেখে তার বন্ধ হওয়া চোখগুলো তড়িৎ গতিতে খুলে গেল। চোখ খোলার পর সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা মনে করতে হলো। আরশকে হয়তো দেখেছে স্বপ্নে। কিন্তু কী বলছিল আরশ! কানের কাছে ফিসফিস করে কিছু একটা তো বলছিল সে! কী

সেটা? নুসরাত মনে করতে পারল না। যে স্বপ্ন গুলো বাস্তবিক হয় সেই স্বপ্নগুলো মনে রাখা একটু কষ্টকর হয়। নুসরাত হাল ছেড়ে দিল না, চাপ দিতে থাকল নিজের মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনে যাতে আরশের বলা কথাটা তার মনে পড়ে যায়।হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘুমানোর জন্য নুসরাতের শরীরটায় একটু অলসতা গেড়ে বসেছে। তাই বিছানায়

আবারো হাত-পা ছুঁড়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমের ভাব এখনো না কাটায় চোখ বন্ধ করে নিতেই স্বপ্নে দেখা কিছু মনে পড়ল। আরশের বলা কথাগুলো সাইরেনের মতো কানের কাছে শব্দ হলো।। চোখ খিঁচে নিতেই আবারো আরশের বলিষ্ঠ হাতজোড়া নিজের গলার কাছে ভাসল। নিজের উপর বিরক্ত হলো এত বাস্তবিক একটা স্বপ্ন দেখে সে কী করে ভুলে গেল।

নিজে নিজের চুলগুলো খাঁমচে ধরে বিছানার প্রান্তে ঝুলে রইল। স্বপ্নকে স্বপ্নভেবে ভুলে যেতে চাইল কিন্তু বারবার সেটা মাথায় চড়ে বসল। অধিক চেষ্টার পরেও নিজের মনের ভিতর থেকে স্বপ্নের রেশ কাটাতে পারল না।বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে সাইড টেবিল থেকে এসির রিমোট হাতে নিয়ে এসির পাওয়ার বাড়িয়ে দিল। শরীর ঘেমে গেছে

সেটা ঢের ভালো অনুভব করতে পারছে। নিজে অভারসাইজড হ্যালো কিট্টির টি-শার্ট টেনে পেটের উপর তুলে ফেলল। এর মধ্যে ইসরাত এসে রুমে প্রবেশ করল। ভ্র কুঁচকে জিজ্ঞেস করল,”কি হয়েছে তোর? শরীর এমন ঘেমে আছে কেন?

নুসরাত মৃদু কণ্ঠে ইসরাতকে বলল,“বাস্তবিক স্বপ্ন দেখেছি।

ইসরাত এগিয়ে এসে বিছানায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে,”কী স্বপ্নে দেখেছিস?

নুসরাত এক পেশে ভ্রু বাঁকিয়ে বিতৃষ্ণা নিয়ে জানায়,

“একজনকে দেখেছি, মুখ দেখিনি কিন্তু অনুভব করেছি।

ইসরাত শান্ত কথায় এবার কিছুটা বিরক্তির খুঁজে পাওয়া যায়। হিসহিসিয়ে বলে ওঠে,”সেটাই তো

জানতে চেয়েছি, কাকে অনুভব করেছিস?নুসরাত ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে শোয়া থেকে উঠে বসতে বসতে নির্লিপ্ত গলায় জবাব দেয়,”আরশ ভাইকে।

ইসরাত কথা বলতে যায় নুসরাত কেটে দেয়। মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে,”অন্য বিষয়ে কথা বলি।

ইসরাত আর ঘাটায় না। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে,

“ডাক্তার কী বলেছে?

“কোমরে হাড়ে ফ্রেকচার হয়েছে কী-না এক্স-রে করে দেখে নিতে, এখন শুধু ব্যথানাশক ওষধ দিয়েছে।

ইসরাত শুধায়,

“তাহলে কী আগামীকাল তুই যাবি হসপিটালে আবার?

নুসরাত উদাসীন কণ্ঠে জানায়,” না দু-তিনদিন পর যাবো। এর মধ্যে কমে গেলে তো আর যাব না।

নুসরাত সে কথা শেষ করে উদগ্রীব কণ্ঠে ইসরাতকে বলে ওঠে,”জানিস আজ কী হয়েছে?

নুসরাতের কথায় ইসরাত নড়েচড়ে বসে। চোখে মুখে কৌতূহল নিয়ে নুসরাতের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। নুসরাত ওঠে দাঁড়িয়ে নিজের কার্বাড খুলে আন্মুল ডার্ক চকলেট বের করতে করতে বলে,”বালের নেতার সাথে দেখা হয়েছে

হসপিটালের করিডোরে।“বালের নেতা মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওই নেতা?

নুসরাত মাথা নাড়ায় উপর নিচ। বিরক্তিতে পূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে,”হু! এত বিরক্তিকর মানুষ কীভাবে হতে পারে। যেখানে দেখে সেখানে এসে গায়ে পড়ে কথা বলতে চলে আসে। তুই নেতা মানুষ তুই হবি মুডি, না তুই হলি মহিলাদের সাথে কথা

বলার জন্য উদগ্রীব। এটা কী যায় ভবিষ্যৎ নেতার সাথে?

ইসরাত নুসরাতের কথায় সুর মিলিয়ে বলে,” না।

“এক্সেক্টলি। আমি এইটা বলতে চাই ওই বেটা মাথা মোটাকে।

নাহিয়ানের কথা বলতে বলতে নুসরাত মুখের ভাবভঙ্গি বারবার পরিবর্তন করল। ইসরাত ঠোঁট চেপে হেসে ওঠল আকস্মিক। ঠাট্টার স্বরে

নুসরাতকে অপ্রস্তুত করার জন্য বলে ওঠে,”Maybe he has fallen in love with you.

ইসরাতের কথায় নুসরাত সামান্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বড় বড় করে নিল। পরমুহূর্তে দু-বোন দু-জনের দিকে তাকিয়ে থেকে রুম কাঁপিয়ে হেসে উঠল। নুসরাত নিজের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে

বলে ওঠল,”ভাই মানুষ আমার মধ্যে কী দেখে প্রেমে পড়বে, তুই বল?
ইসরাত হাত বাড়িয়ে নুসরাতের খোপা বাঁধা অগোছালো চুলগুলো আরো বেশি অগোছালো করে দিল। মিষ্টি রিনরিনে কণ্ঠে আওড়াল,”এই মায়াবী চেহারা দেখে।নুসরাত হেসে উড়িয়ে দিল ইসরাতের কথা। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে দু-হাত দু-পাশে নাড়াল। রুমের পরিবেশ আরো

কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আর তখনই জায়িনের পুরুষালি হাস্কি গলার আওয়াজ দো-তলার ইসরাতের কানে স্পষ্ট ভেসে আসলো। নুসরাত ইসরাতের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে মিচকে শয়তানের মতো হাসল। ওড়না ছাড়া দৌড় দেয় সিঁড়ির দিকে জায়িন কেন এসেছে তা জানার জন্য কিন্তু পরমুহূর্তে ইসরাতকে অবাক করে

দিয়ে আবারো ফিরে আসে উল্টো পায়ে হন্তদন্ত হয়ে। আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিজের ওড়না খুঁজে। কাঙ্ক্ষিত জিনিস চোখের সামনে কোথাও খুঁজে না পেয়ে এলোমেলো কন্ঠে গালি দিয়ে ওঠে,"হেডা! প্রয়োজনের সময় কোনো সাউয়া হাতের কাছে পাই না।ইসরাতের গায়ে ওড়না দেখার পরপর নুসরাতের শিকারী দৃষ্টি সেদিকে

চলে যায়। মেয়েটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝড়ের গতিতে এসে, উড়ন্ত গতিতে ইসরাতের গায়ের ওপর থেকে জরজেট ওড়না টেনে নিয়ে আবারো দৌড় দেয় নুসরাত। কাঠের দরজার সাথে পায়ের আঙুল লেগে আঘাত লাগে। একবার নিজের দৌড়ের গতি থামিয়ে পা চেপে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে, তারপরে

ইসরাতের দৃষ্টি সীমার বাহিরে উড়ে চলে যায়।

ড্রয়িং রুমে নাছির সাহেব বসে আছেন। নুসরাত তাড়াহুড়ো করে গিয়ে সোফায় বসতে বসতে জায়িনের উদ্দেশ্যে সালাম ঠুকে,"সালাম ভাইয়া!জায়িন নিজেও গম্ভীর কণ্ঠে নুসরাতের সালামের উত্তর দেয়,"ওয়ালাইকুম!

নুসরাত নাছির সাহেবের পাশে বসে সেন্টার টেবিলে রাখা আঙুরের উপর হামলে পড়ে। পিরিচ থেকে এক মুঠো আঙুর তুলে মুখে একসাথে ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করে,"কী মনে করে এখানে ভা..ই...য়া?

জায়িন নুসরাতের দিকে তাকিয়ে হাসে। আলগোছে পকেট থেকে ব্ল্যাক কার্ড বের করে ইশারা করে সেদিকে। সেটা দেখতেই নুসরাতের

ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে আপনা-আপনি। ঠোঁট চোখা করে তীক্ষ্ণ চোখ বুলায় আমেরিকান এক্সপ্রেসো এর দিকে। আর কোনো প্রশ্ন করে না সে। জায়িন এবার সূক্ষ্ম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"মনে হচ্ছে উড়ে এসেছ?নুসরাত কাচের পিরিচে প্রেস্টির টুকরো তুলে নিতে যাবে, জায়িন মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠে,"প্রয়োজন নেই এটার!

নুসরাত ভ্রু কুঁচকে তাকায়।। নিজের প্রেস্টির দিকে ইশারা করে দাঁত কেলিয়ে হেসে উত্তর দেয়,”আপনাকে লজ্জা দেওয়া উচিত নয়, তারপর ও বলব ভাইয়া, এটা আপনাকে দিচ্ছেটা কে? এটা আমি নিজের জন্য নিয়েছি। যদি খেতে চান তাহলে নিজে কষ্ট করে প্লেটে তুলে নেন।

জায়িন নুসরাতের সূক্ষ্ম অবমাননা আলগোছে ঢোক গিলে, নেয়। নাছির সাহেবের দিকে তাকাতেই নাছির সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন,”তুমি শুধু রেজিস্ট্রি করতে চাও?জায়িন হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল। নাছির সাহেব পকেট থেকে চশমা বের করে কপালে ভাঁজ ফেলে ফু দিয়ে গ্লাস পরিস্কার করে নেন। নুসরাত নিজেও প্যান্টের পকেট থেকে নিজের চশমা

বের করে ফু দিয়ে পরে নেয়। বাপ মেয়ে ভ্রুযুগল কুঁচকে এক সাথে জায়িনের দিকে উপর নিচ তাকান। নাছির সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে আবারো বললেন,”দেখো, আমি একজন বাবা। আমার মেয়েকে যদি কেউ বলে, ছেলে একা এসে হাত চাইতেই আমি আমার মেয়ের হাত দিয়ে দিয়েছি তার হাতে, সমাজের কোনো মূল্যায়ন করলাম না। তখন আমি কী

উত্তর দিব? আমার মেয়ের দিকে আঙুল উঠবে বিদেশি ছেলেকে জাদু করে বিয়ে করেছে....জায়িন স্যরি বলে প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিল নাছির সাহেবের কথা কাটার জন্য। নিজের রাশভারী গলায় বলে ওঠে,"যেখানে আমাদের বিয়ে আগে হয়ে গিয়েছে সেখানে মানুষ কী বলল আমি তার পরোয়া করিনা।

নুসরাত চুপচাপ এক পা সোফার উপর তুলে বসে রইল। দো-তলার বারান্দায় ততক্ষণে ইসরাত ও এসে দাঁড়িয়েছে। রেলিঙে হাত চেপে উঁকি দিল জায়িনকে পরিস্কার দেখার আশায়। তখনই আবারো নাছির সাহেব বললেন,"সেটা তুমি বললে হবে না বাবা, সমাজ বলতে তো কিছু আছে। তোমাদের বিয়েটা সমাজের কাছে এখনো স্বীকৃতি

পায়নি। আমাদের ফ্যামেলির ভেতর কী হয়েছে এখনো আমাদের কাছের অনেক আত্মীয় জানে না। আর সেখানে...যাইহোক! তুমি বললে আমি সমাজের পরোয়া করিনা, কিন্তু আমাদের পরোয়া করতে হবে। আমি এই সমাজে বসবাস করি, আর এই সমাজ আমার মেয়ের দিকে আঙুল তুলুক সেটা আমি একদম চাইনা। আমার মেয়ে ফেলনা নয়, যে মানুষ

তার দিকে আঙুল তুলবে। আমি এখনো বেঁচে আছি জায়িন। আর আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়েদের উপর আঙুল তোলার সাহস আমি কাউকে দিব না।জায়িন এবার গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল,

“আপনি এখন কী চাচ্ছেন আমার কাছে মেজ আব্বু?

নাছির সাহেব পানি পান করলেন। এক নিঃশ্বাসে কথা বলায় হাপিয়ে

ওঠেছেন তিনি। শব্দ করে শ্বাস ফেলে অনুভূতিহীন কণ্ঠে জানালেন,”নাথিং অনেক বেশি কিছু না। সমাজের চোখে তোমাদের বিয়েটা বৈধ করতে চাইছি। তুমি বড় ভাইকে, বড় ভাবিকে এখানে নিয়ে আসো,একটা সাধারণ এরেঞ্জ ম্যারেজ যেভাবে হয় সেভাবে তোমরা সবাই এসে ইসরাতকে দেখবে তারপর তার হাত আমার কাছে

চাইবে। আমি তোমাকে পরিদর্শন করব এবং এটা নিশ্চিত করব যে আমার মেয়ের উপযোগী জীবন সঙ্গিনী তুমি। তারপর তোমাদের আবারো প্রথম থেকে বিয়ে হবে। কারণ মেয়েদের বিয়ের বিষয়ে অনেক শখ থাকে। আমি মনে করি আমার মায়ের ও আছে। তাই তার এই শখ আমি অপূর্ণ রেখে বিয়ে

দিতে চাই না। বুঝেছ আমি কী বলেছি!জায়িন নির্দ্বিধায় উত্তর দিল, “জি। আর কিছু মেজ আব্বু?

নাছির সাহেব দু-পাশে মাথা নাড়ালেন। জায়িন ওঠে দাঁড়াল। সালাম জানিয়ে দরজার দিকে বের হয়ে যাবে নিজের দিকে কারোর প্রবল দৃষ্টি অনুভব হলো। ঘাড় কাত করে তড়াক করে পেছনে তাকাতেই চুপচাপ মলিন মুখে দো-তলায়

দাঁড়িয়ে থাকা ইসরাতের সাথে চোখাচোখি হলো। জায়িন আজ ইসরাতের পানে চেয়ে হাসল না। গম্ভীর মুখ করে স্থির দৃষ্টি কিছুক্ষণ তাক করে রাখল শুভ্র মেয়েলি মুখে। ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু একটা বিড়বিড় করতে করতে দ্রুত পায়ে নাছির মঞ্জিল পরিত্যাগ করল।সৈয়দ বাড়ির ড্রয়িং রুমে মাথায় হাত রেখে এখনো বসে আছেন হেলাল সাহেব। চোখে

মুখে কিছুটা উদ্বিগ্নভাব ফুটে আছে। কপালে হাত চেপে রেখে যখন কিছু চিন্তা করছিলেন তখন নাকে এসে লাগল পুরুষালি আতরের ঘ্রাণ। লেবুপাতার সুগন্ধিতে পুরো ড্রয়িং রুম মো মো করে ওঠল। নিজের নিকট গন্ধটা তীব্র করে পেতেই হেলাল সাহেব কপাল থেকে হাত সরিয়ে চোখ খুলে জায়িনের দিকে তাকালেন। সোজা হয়ে বসতে

বসতে জিজ্ঞেস করলেন,” কী হয়েছে? ও বাড়ি থেকে এসেই পান্ডার মতো মুখ ফুলিয়ে বসে আছো কেন? তোমাকে ভয়ংকর লাগছে!

হেলাল সাহেবের কথায় জায়িন রিয়েক্ট করল না। জায়িনকে নড়তে না দেখে বিভ্রান্ত হলেন সামান্য হেলাল সাহেব। ঠোঁট থেকে রসিকতা সরিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে জানতে

চাইলেন,”কী হয়েছে? গুরুতর কোনো সমস্যা?“জি সমস্যা তো বটে। আমার চিন্তাটা তো আপনাকে নিয়ে।

জায়িন নিরেট কণ্ঠে কথাটা শেষ করে। জায়িনের কণ্ঠে কোনো শ্লেষ খুঁজে পেলেন না হেলাল সাহেব। তাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”আমাকে নিয়ে? কীরকম চিন্তা?

জায়ন নিজের গলা নিচু করে নিল। ফিসফিস করে হেলাল সাহেবের উদ্দেশ্যে বলল,”আব্বু আমার সত্যি আপনার জন্য কষ্ট হচ্ছে। মানুষ আপনাকে রাস্তায় দেখলে ছ্হি বলবে।

হেলাল সাহেব আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,“কেন?

” প্রশ্ন এটা না সেটা বলুন ইসরাতের খোঁজ খবর নেওয়া শেষ?

“না এখনো শুরু করিনি, কিন্তু মানু....

হেলাল সাহেব কথাটা কেটে দিল জায়িন। ফিসফিস করে সতর্ক আওয়াজে বলে,” তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসরাতের সম্বন্ধ নিয়ে যান নাহলে মানুষ আপনাকে ছ্হি বলবে।

“সেটা তো বলবে, কেন ছ্হি বলবে?

জায়িন দাঁতে দাঁত চেপে গম্ভীর গলায় বলল,

“সবাই জেনে গেছে ইসরাতের সাথে আমার বিবাহের কথা।

” তাতে কী?“আরে আব্বু আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না! মানুষ খারাপ বলবে না, আপনার ছেলের বউ নিজের বাপের বাসায় এখনো থাকে। আর তার খরচ ও তার বাবা বহন করে।

জায়িনের কথার সাথে মানুষের ছ্হি দিবে কেন তা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন না। জায়িন বলল,” আব্বু এখনো সময় আছে, মেজ আব্বু কিছু কথা মানুষের কাছে ছড়ানোর আগেই তুমি গিয়ে ধুমধাম করে ইসরাতকে তুলে নিয়ে আসো। এতে তোমার সম্মান আরো বেড়ে যাবে। বুঝছেন? সেই তো রেজিস্ট্রি করে নিয়ে আসব, তাহলে এর আগে

ধুমধাম করে তুলে নিলে কেমন হয়? আপনার জয়ধ্বনি মানুষের মুখ মুখে থাকবে।হেলাল সাহেব গভীর চিন্তায় চলে যেতেই জায়িন ঠোঁট কামড়ে হেসে দিল। সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। দন্ত কপাটির মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। হেলাল সাহেব উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,”তাহলে এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসরাতের বিষয়

খোঁজ নিতে হবে। জায়িন আমরা এক কাজ করি আগামী বুধবারে বিয়ের জন্য হাত চাইতে চলে যাই? কী বলো তুমি?

জায়িন হ্যাঁ ভঙ্গিতে উপর নিচ মাথা নাড়াল।।হেলাল সাহেব গম্ভীর চিন্তা লিপ্ত হলেন। চিন্তা শেষে চোখ তুলে জায়িনের উদ্দেশ্যে বললেন,"আমাকে একটা ওয়াদা করতে হবে!জায়িন শুধাল,

“কী বিষয়ে?

হেলাল সাহেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, ” আমার কথার মধ্যে তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। ওয়াদা করো!

জায়িন পুরুষালি ঠোঁট জোড়া নাড়িয়ে শক্ত কণ্ঠে আওড়ায়,”ওয়াদা।

পরেরদিন সকাবেলা।

মিষ্টি রোদের আজ দেখা মিলেছে। সূর্যের দেখা মিললে তার তেজ

তেমন প্রকট না। চারিদিকে বাতাস বইছে। বাতাসের সাথে গাছের ঢালে শুকিয়ে যাওয়া পাতাগুলো মড়মড়ে শব্দে ঝড়ে পড়ছে নিচে। ইসরাত আজ ভার্সিটিতে যাবে। তাই নুসরাত তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য সাথে বেরিয়েছে। ইসরাতের ভার্সিটিতে কী একটা প্রোগ্রাম আজকে। তাই ইসরাতের সেখানে উপস্থিত থাকা জরুরি। বাড়ি থেকে বের হতেই

হসপিটালের সে দু-জন লোক নুসরাতের চোখে পড়ল। ফিসফিস করে ইসরাতের উদ্দেশ্যে বলল,”ওই দেখ কার্টুনগুলাকে, গতকাল থেকে দেখছি আমার পিছু নিয়েছে।ইসরাত আড় চোখে লক্ষ করল তাদের। নুসরাতের কথানুযায়ী সত্যি দু-জনকে দেখতে কার্টুনের মতো দেখাচ্ছে। তারা ঐ দু-জনকে পাত্তা না দিয়ে সামনে পা বাড়াল। তারা

যত সামনে আগাল দু-জন তাদের পেছন পেছন আসলো। ইসরাত সি-এন-জি ওঠে চলে যাওয়ার পর দু-জন নুসরাতকে চুপিসারে লক্ষ করতে লাগল। নুসরাত পকেটে হাত রেখে দূর দূরান্তে চোখ সরু করে তাকাল। এটা দু-জন নোটিশ করল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে বলে দু-জনের নিকট মনে হলো। হেলাল সাহেবকে তথ্যটা জানানোর জন্য

কল দিল, দু-রিং হতেই কল রিসিভ করলেন তিনি। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দু-জন পরামর্শ করে নিল কে বলবে। বাঁ-পাশের লোকটা বলল,”এশমাম তুই বল।

এশমাম নামক লোকটা অপরপাশের লোকটাকে বলল,”না তুই বল এহসান।

দু-জনের কথা কাটাকাটির মধ্যে হেলাল সাহেব ধমক দিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন,”কী গুরুত্বপূর্ণ খবর আমাকে জানাও! এহসান তুমি বলো।

এহসান জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলে ওঠে,“আপনি আমাদের যার উপর নজর রাখার জন্য বলেছিলেন তিনি এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দূরে কোথাও চেয়ে আছেন।

ফোনের অপরপাশে হেলাল সাহেব দাঁতে দাঁত চাপলেন। কিড়মিড়িয়ে

জিজ্ঞেস করলেন,” এই তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ খবর?

দু-জন একসাথে বলে ওঠল,

“জি হ্যাঁ!

” ফোন রাখো গাধারা, আর ওর ওপর নজর রাখো।

দু-জন সামনে তাকিয়ে দেখল নুসরাত নেই। একসাথে চিৎকার করে ওঠে বলে,”ম্যাম কোথায় গেল?

হেলাল সাহেব রুঢ় গলায় হিসহিসিয়ে বলেন,

“ওকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো নাহলে...

হেলাল সাহেবের কথা কেটে দিয়ে তারা বলে ওঠল,“এই তো ম্যামকে পেয়ে গেছি স্যার!

হেলাল সাহেব সস্থির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হেলাল সাহেব ফোন কাটতে যাবেন এশমাম ফোন টেনে

নিয়ে গিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল,”স্যার ম্যাম তার থেকে দু-তিন বছরের ছোট একটা ছেলেকে ব্যাট দিয়ে পেটাচ্ছেন।

হেলাল সাহেবের ছোট ছোট চশমার পেছনে ঢাকা চোখগুলো বৃহৎকার ধারণ করল। তিনি মেয়েটাকে কতটা ভদ্র সভ্য তার মতো মনে করেছিলেন আর এখন দেখেন কী! শক্ত কণ্ঠে আদেশ দিলেন,”নজর

রাখো! আর কী কি ঘটে সব আমাকে ইনফরমেশন দাও।

দু-জন এক সাথে বলে ওঠে,

” ইয়েস স্যার।ইসরাতের ভার্সিটিতে আজ একটা বিশেষ প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। সেখানে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসবেন। এই প্রোগ্রামের মূল কারণ হলো, যারা টাকার অভাবে পড়তে পারছে না বা দরিদ্রতার কারণে বিবাহ সম্পন্ন

হচ্ছে না তাদের জন্য একটা ফান্ড খোলা। নাছির সাহেব, শোহেব সাহেব আর সোহেদ সাহেবকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নাছির সাহেব কিছু ব্যাস্ততার কারণে প্রথমেই তিনি না করে দিয়েছেন। তাই আজ শুধু শোহেব সাহেব না হয় সোহেদ সাহেব আসবেন। ইসরাতকে ভলেন্টিয়ারের দায়িত্বে রাখা হয়েছে।প্রিন্সিপাল রুমে মিটিং

শেষে যখন ক্যাম্পাসে বিশেষ অতিথিদের নিয়ে আসা হলো ইসরাতের ক্লাসমেটরা সিনিয়র হিসেবে তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিল। ইসরাত তখনো লক্ষ করেনি স্টেজে আসা মানুষগুলোকে। অতিরিক্ত মানুষের জন্য পুরো স্টেজ এড়িয়া গরম হয়ে ওঠেছে। মানুষের সংস্পর্শে দ্বিগুণ ঘেমে যাচ্ছিল। ইসরাত তাদেরই একজন। ঘামের

গন্ধে বমির উদ্রেক হলো। তাই ভাবল ঠান্ডা পানি পান করলে হয়তো বমির উদ্রেক কমবে। ব্যাগ থেকে ঠান্ডা পানি বের করে পান করতে যাবে অস্বাভাবিক ভাবে হাত কেঁপে ওঠল। ইসরাত ভ্রু কুঁচকে নিজের হাতের এই অধপতন লক্ষ করল। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে আনতেই নিজের দিকে কারোর তীব্র দৃষ্টি অনুভব করল।মেয়েলি নাজুক

শরীর খানা তখনই টানটান শক্ত হয়ে আসলো। ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকাল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বোতলের ছিপি খুলে পানি খেতে নিবে তাড়াহুড়োয় আর হাত কাঁপায় নাকে-মুখে পানি ঢুকে বিষম ওঠে গেল। মুখ চেপে ধরে কুহ কুহ করে কেশে ওঠতেই পিঠে কারোর শক্ত হাতের স্পর্শ পেল। ইসরাত তড়াক করে দূরে সরে যাবে

তার আগেই মেয়েলি কব্জি চেপে ধরল জায়িন। চোখ বড় বড় করে উদ্বীগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”কাম ডাউন ইসরাত,এটা আমি। আগে এটা বলুন, আপনি ঠিক আছেন? ইসরাত নিজের মুখে হাত চেপে ধরল। গলায় এখনো কিছু একটা করছে। জায়িনকে দেখে অবাক হলো তবুও অবাকতা ঢেকে রেখে, মৃদু কণ্ঠে জানাল,”আমি ঠিক আছি।

জায়িন কণ্ঠ খাদে নামিয়ে, যতোটা সম্ভব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল,”আর ইউ সিউর? কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো!

ইসরাত চোখ তুলে তাকাতেই নাক চিড়ে লেবু পাতার ঘ্রাণ প্রবেশ করল। ঢোক গিলে, শ্বাস ফেলল। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ঝুলিয়ে বলল,”আমি ঠিক আছি। চিন্তা

করবেন না।অনিকা ন্যাকা গলায় বলল,

“ভাইয়া দেখো না, নুসরাত আপি আমাকে এখানে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি এখানে আসতে চাইনি, তারপরও নিয়ে এসেছে। আর ঐ লোকের সাথে আমাকে ডেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

আরশ তাকাল নুসরাতের দিকে যে চোখ বড় বড় করে অনিকা কে

শাসাচ্ছে। আরশকে তাকাতে দেখে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

জায়িন গম্ভীর স্বরে বলল,

” নুসরাত তুমি অনিকাকে জোর করে কেন নিয়ে এসেছ এখানে?

মমো নুসরাতের হয়ে সাফাই দিতে যাবে তার পূর্বেই ডেলা রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলো। গোল হয়ে সবাইকে দাঁড়িয়ে তাকতে দেখে বলল,”এই

জায়িন ডাঁড়িয়ে(দাঁড়িয়ে) আছিস কেন? কি হয়েছে?

নুসরাত ও ইসরাতের দিকে তাকিয়ে ডেলা বলল,” এরা টোর (তোর) কাজিন না?

জায়িন বলল,

“হু

সৌরভি, মমো ও সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,

” টুমাদের (তুমাদের) তো চিনটে (চিনতে) পারলাম না।

“আমি জায়িন ভাইয়ার কাজিন মমো। আর ওরা আমাদের ফ্রেন্ড সৌরভি ও সাদিয়া।

ডেলা বলল,

” ওহ! টোমরা (তোমরা) আমাদের সাথে জয়েন করো!

অনিকা বলল,

“জি আপু অব্যশই!

নুসরাত নাক মুখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলো অনিকার দিকে। সাদিয়ার কানে কানে বলল,” বালডা কীভাবে আমাকে ফাঁসিয়ে দিল দেখলি সাদিয়া? এর শোধ যদি না নেই, তাহলে আমার নাম নুসরাত না।

ফেসফেসে গলায় গজম্বর আলী বললেন,” আগামী শুক্রবারে আমি কল করব! সময় মতো চলে এসো!

নুসরাত অপ্রস্তুত হাসি দিয়ে বলল,

“অব্যশই ভাইয়া! জায়গাটা এই নাম্বারে মেসেজ দিয়ে দিবেন। অনিকা চলে আসবে সময় মতো।

গজম্বর আলী চলে গেলেন রেস্টুরেন্ট থেকে। আরশ শুধু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সব দেখলো। মুখ দেখে বোঝা গেল না মনে কি চলেছে?

” আজ বাসায় গেলে মামার হাতের একটা মার মাটিতে পরবে না। আমি আর আপু তো যেমন তেমন করে

বেঁচে যাব। তোর কি হবে? দেখ আরইশার বাচ্চা কীভাবে তাকিয়ে আছে, তোকে বাঁশ দেওয়ার জন্য। রেডি থাকিস বোন? পিঠ

শক্ত করে বাসায় যাস!

নুসরাত কথা বলল না। চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে শুনলো মমোর কথা। আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিল যা হওয়ার হবে এখন একটু জায়িনের টাকা খাওয়া যাক। সব চিন্তা উড়িয়ে

দিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।“আরে ইসরাত ডাঁড়িয়ে (দাঁড়িয়ে) আছো কেন? বসো!

নিজের পাশের সিটে ইশারা করে ডেলা বলল,

” এখানে বসো!

ইসরাত হালকা হেসে ডেলার পাশে গিয়ে বসলো। ডেলা আরশ ও জায়িনের সাথে কিছু ব্যবসা বিষয়ক কথা বলে খাবার অর্ডার দিল।

নুসরাত হট ললিপপ,ইসরাত ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই, মমো, সৌরভি বার্গার,সাদিয়া নাচুস অর্ডার দিল। মমোর ফোনে কল আসায় সে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে কল ধরলো।

“হ্যালো ভাইয়া!

ফোনের ওপাশ থেকে কি বলল শোনা গেল না।” হ্যাঁ, হ্যাঁ, মামাদের বাসা থেকে বের হওয়ার পর যে,

মোড় পাওয়া যায় ঐখানে যে রেস্টুরেন্ট আছে ঐটাতে আছি।

“.....

” আচ্ছা চলে আসো! আমি ক্যাফের বাহিরে আসছি।

ফোনে কথা বলা শেষ করে মমো টেবিলে গিয়ে বসল।

নুসরাত জিজ্ঞেস করল কে কল দিয়েছে? মমো বিস্তারিত জানাল যে আশিক থাকে নিতে আসছে।

নুসরাত ফিসফিস করে বলল,
“তুই আজ আসলি আবার আজই নিতে আসছে! আমি কতো প্ল্যান করলাম দুজন মিলে আজ পার্টি করব আর তুই চলে যাবি।” স্যরি দোস্ত! চলে যেতে হবে। দু-এক দিন পর আবার আসব! আম্মু আগে আসুক বাসায় তারপর আসব!

“আচ্ছা যা! তাড়াতাড়ি আবার আসিস! আমার কান্না পাচ্ছে তোকে বিদায় দিতে।

ডেলা বলল,

” টোমরা (তোমরা) কি কঠা (কথা)বলছো?

নুসরাত বলল,

“নাথিং!

ডেলা প্রশ্ন না করে ইসরাতের সাথে কথা বলতে ব্যস্ত হলো।

” টুমি (তুমি) সবসময় এরকম চুপচাপ ঠাকো (তাকো) ইসরাট?

” না না! কই চুপচাপ থাকি কথা বলি তো!” আমি অনেক্ষণ ডরে খেয়াল করছি ওরা কঠা বলছে টুমি (তুমি) শুধু ওদের সাথে মাথা নাড়াচ্ছ।

“আমি কথা বলি! কিন্তু বাহিরে বের হলে কথা বলতে একটু অস্বস্তি হয়! এজন্য একটু কম কথা বলি?

সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল টুকটাক । এর মধ্যে ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে গেল। নিজ নিজ খাবর নিজের দিকে টেনে নিল সবাই। খাবার খাওয়ার মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটালো উচ্ছাসিত এক পুরুষ কণ্ঠ। ইসরাতের মাথায় হালকা থাপ্পড় মেরে বলল," রাক্ষসের মতো খেতে খেতে কি রকম মোটা হচ্ছিস! কমিয়ে খা! পরে বিয়ে হবে না! আর

বিয়ে হলে বুড়ো বেডার সাথে বিয়ে হবে, নাহলে রিক্সাওয়ালা মামার সাথে!কথাটা বলে ইসরাতের ফ্রাইড চিকেন এক পিস নিয়ে নিজের মুখে পুরে নিল। এতক্ষণ আশিক সামনের দিকে না তাকিয়ে এতো কথা বলল। সামনে তাকিয়ে যখন দেখলো নতুন একটি মুখ তখন নিজের বকবকের জন্য কিছুটা লজ্জা পেল। ডেলার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হাসি দিল।

ডেলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো,
“ওয়াট আ আওস্যাম(awesome) বয়?
ডেলা পাশে জায়িন বসা ছিল। ডেলার মুখ থেকে নিচু শব্দে বের হওয়া কথাটা জায়িনের ঠিক পছন্দ হলো না। তারপর ও চুপচাপ হজম করে নিল।
আরশ বলল,
” তুই এখানে কেন?

নুসরাত বিড়বিড় করল,” শালার তুই তুকারি ছাড়া কোনো কথা বের হয় না মুখ দিয়ে। আর বলবে আমার ম্যানার্স নেই। নিজেরটা আগে ঠিক কর পরে না হয় আমার টা ঠিক করবি! শালা খবিশ..

মমো বলল,

” আস্তে বল বইন! সব শোনা যাবে তো!

নুসরাত বলল,

“শোনা গেলে শোনা যাক! আমি কি কাউকে ভয় পাই নাকি? হুহ....!

আশিক বলল,

” মমো কে নিতে এসেছি।

আশিক আরশের কথার উত্তর দিয়ে বলল,

“তুই আর ভাইয়া এখানে কি করছিস? আমি তোদের দেখে সারপ্রাইজড হয়ে গিয়েছি।আর ডেলার দিকে ইশারা দিয়ে

বলল,”উনি কে?আরশ কিছু বলতে যাবে তাকে থামিয়ে দিয়ে ডেলা বলল,”আমার পরিচয় নাহয় আমি ডিলাম? হ্যালো মিস্টার! আমি ডেলা আমান! মিস্টার আরশের নিউ বিজনেস পার্টনার এন্ড আরেকটা পরিচয় হলো আমি জায়িনের ফ্রেন্ড। ডেলা নিজের হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশ্যাক করার জন্য।

“নাইস টু মিট ইউ মিস্টার!

আশিক হ্যান্ডশ্যাক করে বলল,

” মি টু!

ডেলার সাথে কথা বলা শেষ করে আশিক মমোকে নিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে গেল। আশিকের যাওয়ার পথে তাকিয়ে তাকল ডেলা। নিজ মনে বিড়বিড় করলো,

“লাভ এট ফাস্ট সাইট কি আমার সাথে হয়েছে? আই এম ইমপ্রেসড অন ইউ মিস্টার! নাও ওয়াট কেন

আই ডু? ওয়াট কেন আই ডু.....জায়ানকে নিয়ে শপিংমলে এসেছে ইনায়া। জায়ান মুখ কাঁদো কাঁদো করে ট্রায়াল রুমের দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, ” আজ সব টাকা উড়ে যাবে? কতো কষ্ট করে আমি টাকা সেভিংস করি আর এ শপিং মলে এসে আমার এতো পরিশ্রমের টাকা উড়িয়ে দেয়।

হায় আল্লাহ.....আমাকে এই আজাবের হাত থেকে বাঁচাও...!

ঠিক তখনই জায়ানের চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিয়ে ইনায়া ট্রায়াল রুম থেকে বের হলো।“বাবু আমাকে কেমন লাগছে? ” অনেক সুন্দর সোনা!

“উম্মাহ! এজন্য তো আমি তোমাকে এতো ভালোবাসি। এটা ও প্যাক করে নেই।

জায়ান নিজের হাতের ব্যাগের দিকে একবার তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ বানিয়ে বলল, ” হ্যাঁ বাবু! প্যাক করে নাও।

মিনমিন করে বলল,

“সেই তো নিবে তাহলে আবার জিজ্ঞেস করার কি প্রয়োজন? যত্তসব নাটক!

” কিছু বলছো বাবু?

” না সোনা! কিছু বলিনি!

ইনায়ার মোবাইলের রিংটোন শুনে ইনায়ার দিকে তাকালো জায়ান। সেইভ নম্বারে ভেসে উঠল ডেলা নামটা। মুখ দেখে বুঝা গেল ইনায়ার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। হালকা ঢোক গিলে ফোনটা ধরলো।“হ্যালো! ইনায়া, টুই কোথায়?

“জি আপু! আমি ভার্সিটি থেকে বাসায় যাওয়ার জন্য রওনা দিচ্ছি।

ওপাশ থেকে ভেসে আসলো,

” টুই এখানে ডাড়িয়ে ঠাক আমি আসছি!

“জি আপি!

ফোন কাটার পর জোরে শ্বাস নিল ইনায়া। জায়ান ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো ইনায়ার চিন্তিত মুখের দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ইনায়া বলল,” আপু কল দিয়েছিল! ভার্সিটি থেকে আমাকে পিক করার জন্য

আসছে।তাড়াতাড়ি চলো! আমাকে ভার্সিটির রাস্তায় নিয়ে নামিয়ে দাও!

শপিং ব্যাগ দেখিয়ে জায়ান বলল,” আর তোমার আপু ফ্রান্সে ছিল না কবে আসলো? আর ওর সাথে আমার মিট করাবে না।

“এক মাসের মতো হয়েছে এসেছে। আর তোমার আস্তে ধীরে আপুর সাথে মিট করাবো। আরো কিছুদিন যাক।

” আচ্ছা! এগুলো নেবে না? আর এইমাত্র যেটা ট্রায়াল দিলে সেটা কি করবে?

” না ভাই কিছু নেব না! আমাকে শুধু ভার্সিটির রাস্তায় দিয়ে আসো তাহলেই হবে।

“আচ্ছা চলো।জায়ান ব্যাগগুলো গাড়ির ডিক্কিতে রাখলো। ইনায়া কে ফ্রন্ট সিটে বসিয়ে মনের সুখে গাড়ি চালাতে লাগলো। মনে মনে বলল,”

আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠে ছিলাম? দিনটাই ভালো হয়ে গেল। আহহাহা আহা হাহ আহহা। আর ওদিকে ইনায়া চিন্তায় অজ্ঞান হওয়ার পর্যায়ে আজ যদি জায়ান এর আগে ডেলা ভার্সিটিতে পৌছে যায় তাহলে কি হবে?রেস্টুরেন্টের এক কোণোয় বসে আছে এশমাম এহসান। দু-জনের মুখে স্পষ্ট চোরের লক্ষণ ভেসে ওঠছে। যে

কেউ দেখলে বলবে নির্ঘাত চুরি করে ধরা পড়ে এখানে এসে বসেছে। তাদের সেসবে কোনো পাত্তা নেই। যে যা ভাবার ভাবুক, বর্তমানে তাদের চোখ সবসময় সামনের ম্যামের দিকে থাকবে, আর কোনো দিকে নয়। আর এই অবস্থা কেউ যদি দেখে বলে তাদের চোরের মতো মনে হচ্ছে তাদের কিছু যায় আসে না। এটা তাদের ডিউটি!

দুজনের চোরের মতো বসে থাকার মধ্যে ফোনে কল আসলো হেলাল সাহেবের। কল পিক করে স্পিকারে দিয়ে কানে ধরল এহসান। হেলাল সাহেব অপরপাশ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন এদিকের পরিবেশ এখন কেমন! গত একঘন্টা কেন তাকে কোনো খবর দেওয়া হয়নি। এশমাম আর এহসান নিজের অপরাগতায় ক্ষমা চেয়ে নিল।

হেলাল সাহেব হয়েছে হয়েছে বলে জানতে চাইলেন কী হচ্ছে এখন! এহসান জানাল,”স্যার ম্যাম চশমা পরে একটা রেস্টুরেন্টে বসে আছেন পায়ের উপর পা তুলে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্যাপাচিনো খাচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে হাসির রেশ লেগে আছে। মনে হয় কিছু একটা দেখে হাসছেন, কিন্তু কী দেখে হাসছেন তা জানি না!

এহসান কথা শেষ করার আগেই নুসরাত ওঠে দাঁড়াল। এশমাম ফিসফিস করে জানাল,”স্যার ম্যাম এখন ওঠে দাঁড়িয়েছেন। মনে হয় রেস্টুরেন্ট থেকে চলে যাবেন!দু-জন নুসরাতকে আসতে দেখে নিজেদের মুখ ম্যানু কার্ডের আড়ালে ঢেকে ফেলল। নুসরাত তাদের পাশ কাটাতে কাটাতে ভারী গলায়

এহসান আর এশমামের উদ্দেশ্যে বলে ওঠল,”গাধারদল।

এহসান গুরুত্বপূর্ণ খবর হতে পারে মনে করে হেলাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল,”স্যার এই মাত্র ম্যাম আমাদের পাশ কাটাতে কাটাতে গাধারদল বলে গেছেন।

হেলাল সাহেব ফোনের অপরপ্রান্তে মাথায় হাত দিলেন। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন। তার পরমুহূর্তে

আদেশ দিলেন,”তোমরা এখনো রেস্টুরেন্টে বসে আছো?

“জি স্যার”

হেলাল সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, “বসে আছো কেন? যাও ওর পিছু করো। নাহলে একটা টাকা পাবে না।

দু-জন একসাথে ওঠে দাঁড়িয়ে একসাথে বলে ওঠল,

“ইয়েস স্যার।উন্দাল কিং কাবাব রেস্টুরেন্টে মেয়েদের ভীরে বসে আছে ইরহাম। চারিদিক থেকে মেয়েরা ইরহামকে ঘিরে রেখেছে। তাদের মধ্যে একজন আশামীর ন্যায় মুখ কুঁচকে বসে আছে সে। নিজের বোকামিতে নিজে বিরক্ত। আজ যদি এখানে না আসত তাহলে এই বিপদ এসে তার মাথায় পড়ত না। ইরহাম ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠল,”ছোটভাই

মনে করে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার বোনেরা। আমার মতো বাচ্চা ছেলে তোমাদের সাথে এসব করতে পারে? আর করে থাকলে আমি সেটা বুঝে করিনি!ইরহামের আকুল আওয়াজে করা আর্জিতে এখানে বসা একজন মেয়ের ও ভাবাবেগ হলো না।তারা কঠোর চোখে ইরহামকে লক্ষ কিরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,” আমাদের সাথে এতদিন তুই নাটক

করেছিস, আজ আমরা সবাই তকে প্রতারণা মামলায় ফাসিয়ে পুলিশে দিব। এতগুলো মেয়ের সাথে প্রতারণা করতে তোর বুক কাঁপল না। তোর মতো বদমাস ছেলেকে পুলিশের লাঠির বারির হাত থেকে আজ কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ইরহাম নিষ্পাপ মুখ বানিয়ে বসে থাকল মেয়েগুলোর মধ্যে। নিজ মনে নিজেকে হাজারখানেক গালি দিল।

সৌরভিকে নিয়ে বাহিরে উন্দাল কিং রেস্টুরেন্টে খেতে এসেছিলেন নিজাম শিকদার। এখানে আসার পর ইরহামকে মেয়েদের দ্বারা এমন ঘেরাও দেখে লজ্জায় চোখ ঢেকে ফেললেন। সৌরভিকে শক্ত কণ্ঠে বললেন,"নাউজুবিল্লাহ্! দেখ, তোর বান্ধবীর ভাইয়ের নমুনা। তোকে কতবার আমি না করেছি সৈয়দ বাড়ির এই তিন নমুনার সাথে না

মিশতে তুই তবুও আমার নিষেধাজ্ঞা না মেনে ওই বেয়াদবের সাথে থাকিস। আর ওই বেয়াদবের সাথে এই বদমাস সারাদিন আটার মতো লেগে থাকে। এসব দেখেই তো আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে একদম। ছ্হি ছ্হি..! আল্লাহ হেদায়েত দান করুক এদের।সৌরভি আরষ্ট গলায় নিজাম শিকদারকে আস্বস্থ করে বলে,”আর মিশব না ওদের সাথে।

নিজাম শিকদার রাগে রি রি করা গলায় বললেন,

“দেখো মেয়েদের মাঝখানে কীরকম বসে আছে! পুরুষ মানুষ হয়েও এর চাহনি দেখলে আমার ঘিন্নায় গা ঘোলায়, বদমাসের মতো মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকে। আমার দিকে ও কেমন করে তাকায়!

সৌরভি সূক্ষ্ম ঢোক গিলল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ফিসফিস

করে বলল,” আর মিশব না ওদের সাথে বলছি তো। এবার তুমি চিৎকার করা বন্ধ করো দাদা।

নিজাম শিকদার সতর্ককীরণ কণ্ঠে সৌরভিকে সাবধান করে জানালেন,”মনে থাকে যেন। নাহলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না।সৌরভি হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল। নিজাম শিকদার খাবার অর্ডার বাদ দিয়ে উঁকি দিয়ে চেয়ে রইলেন

ইরহামের সাথে মেয়েগুলো কী করে তা দেখার আশায়।

ইরহাম মেয়েগুলোকে আবার বোঝানোর জন্য বলে,

“প্লিজ আমি বুঝতে পারিনি। নিজেদের ভাই ভেবে আমাকে আজকের মতো ছেড়ে দাও। আর জীবনে এসব করব না।

একটা মেয়ে হাত তুলে তেড়ে আসলো তার দিকে। চোখ রাঙিয়ে

ইরহামকে শাসাল। হিসহিস কণ্ঠে বলল,” চপ্! একটা শব্দ না। মুখ সেলাই করে রেখে দেব।

ইরহাম মুখ এঁটে বসে রইল। নিজাম শিকদার সৌরভিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,”ভালো হয়েছে। বেশ হয়েছে। বেশি কথা বললেই এভাবে ধমক খেতে হয়। বদমাস ছেলে! নির্লজ্জ ছেলে! কতগুলো মেয়ের সাথে রঙ্গলীলা করছিল। অতি

চালাকের গলার দড়ি। হুহ...এর মধ্যে কাচের দরজা ঠেলে নুসরাত প্রবেশ করল রেস্টুরেন্টে। চোখে মুখে তার স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। চোখ আশে-পাশে ঘুরাতেই ইরহামকে দু-হাত সামনে এনে নিষ্পাপ বাচ্চার মতো ঠোঁট উল্টে বসে থাকতে দেখল নুসরাত। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসল সেদিকে। নিজাম শিকদার বিড়বিড়

করলেন,”আরেক নমুনা আসছে। দেখো এখন এ আবার কী নাটক করে!

সৌরভি নিজের দাদার দিকে চেয়ে রইল পাংশুটে বর্ণের মুখ বানিয়ে। সে আসলে বুঝতে পারে না, তার দাদার নুসরাত আর ইরহামের সাথে সমস্যাটা কোথায়! উঁহু কোনো সমস্যা নেই, এমনি শুধু শুধু নুসরাতের উপর চড়াও হয় বুড়ো

লোকটা। সৌরভি আগ্রহী চোখে সামনে উঁকি দিল,দেখার আশায় কী করে নুসরাত! দেখল নুসরাত মেয়েগুলোর মাঝখান থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে ইরহামকে। একাই পুরুষালি শরীরটা এক টানে তুলে নিয়ে এসেছে চেয়ার থেকে। তারপর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে শক্ত চোখে চেয়ে রগরগে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"ওকে এখানে এভাবে

কে বেঁধে রেখেছে?একটা মেয়ে নুসরাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শক্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,”আমি বেঁধে রেখেছি, কী করবে আমায়? মারবে? নুসরাত ঘাড় কাত করে হাসল। মেয়েটা আবার চিৎকার করে কিছু বলতে নিবে নুসরাত দু-হাত দিয়ে মেয়েটার মুখ চেপে ধরল। নিজের ঠোঁটে হাসি বজায় রেখে মেয়েটার কানের কাছে মুখ নিল। মেয়েটা তার

তুলনায় কিছুটা খাটো হওয়ায় নুসরাতকে ঘাড় একটু বাঁকাতে হলো। সামান্য ঝুঁকে ফিসফিস করে বলে ওঠে,”আমি নুসরাত নাছির কী করতে পারি তা তোমার ধারণা বাহিরে, আর ধারণা করতে পারলে তোমার রুহ কেঁপে ওঠবে। প্রথম এবং শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি,, একদম আমার সাথে উঁচু গলায় কথা বলার চেষ্টা করবে না।

নুসরাত নিজের হাতের আঙুলগুলো স্পর্শ করল মেয়েটা গলার কাছে।। মেয়েটার ঘাড়ের চামড়ায় কিছুক্ষণ হাত বুলালো নুসরাত। মেয়েটা একটুক্ষণের জন্য নিজের ঘাড়ে সামান্য ব্যাথা অনুভব করল। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে নুসরাতকে কিছু বলতে নিবে ইরহাম নুসরাতকে টেনে সরিয়ে দিল পাশে। দু-হাত সামনে এনে জোর করে মাফ চেয়ে নিয়ে

বলল,”বোনেরা আমার মাফ করে দাও! তোমাদের হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলায়, আমি মোটেও কষ্ট বোধ করছি না। গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠছে বারংবার।কথাটা শেষ করে নুসরাতের দিকে চোখ বুলাতেই ইরহামের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। এই মেয়ে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন ওই মেয়ের দিকে! তাকে বাঁচাতে এসে নিজে

দ্বন্দে লেগে গেছে পাগলটা। এর জন্মের সময় হয়তো মাথার দু-একটা তার ছিঁড়ে গেছে নয়তো বেঁকে গেছে।ইরহাম নিজের চিন্তাগুলো করতে করতে মেয়েটার গলার দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আর তখন চোখে ভাসে লাল তরল রঞ্জক। যা ভেবেছিল তাই ব্লেড বসিয়ে দিয়েছে এই পাগল ওই মেয়ের গলায়। ইরহাম নুসরাতকে নিয়ে যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালানোর চিন্তা করল। এখানে থাকলে নির্ঘাত সে আর নুসরাত গণধোলাই খাবে। তাই গণধোলাই খাওয়ার আগেই পালানো শ্রেয়। নুসরাতকে ধাক্কা দিল মেইন ডোরের দিকে। জেদি মেয়েটা নড়ল না, অটল দাঁড়িয়ে থেকে ওই মেয়ের ঘাড়ের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলাল। বুঝতে চাইল হয়েছে কী-না ঠিকঠাক

ক্ষত! ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে স্থির চেয়ে রইল মেয়েটার দিকে। যেন খুবলে ছিঁড়ে নিবে মেয়েটাকে। নুসরাতের মুখের অবস্থা ভালো না। ইরহাম অনুভব করল এখানে আর দু-মিনিট থাকলে এই মহিলা নিজের রাগের বোমা ফাটাবে। ওই মেয়ের আজ সর্বনাশ নিশ্চিত। তাই নিজে বাঁচতে, নুসরাতকে বাঁচাতে আর ওই মেয়ের জান বাঁচানোর জন্য ইরহাম নুসরাত

না নড়া সত্ত্বেও টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিছুটা দূরে গিয়ে পুরুষালি মুখ উল্টে ভেংচি কাটল মেয়েগুলোকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,”তোমরা আমার আর কোনো বাল ছিঁড়তে পারবে না! হা হা..! আমি তো ভেগে গেলাম, তোমরা গাধারা এখন থেকে আমার আর একটা বালের ও সন্ধান পাবে না।ইরহাম অট্টহাসি হেসে

নুসরাতকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে নিয়ে বের হলো রেস্টুরেন্ট থেকে। দূরে বসা নিজাম শিকদার নিজের ঘোলাট চোখজোড়া নাতনির দিকে স্থির করলেন। রাগী কণ্ঠে বললেন,"দেখেছিস, মুখের ভাষা কী খারাপ? আর এদের সাথে তুই সম্পর্ক রাখিস। এই দেখ, বিশজন মেয়ের মধ্যে একা বসেছিল, একা এদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিল

ওই বদমাসটা। এদের সাথে খারাপ কাজ করেনি তার কী কোনো নিশ্চয়তা আছে তোর কাছে? সৌরভি সময় থাকতে শুধরে যা, নাহলে তোর কপালে শনি আছে। এদের সাথে মিশা বাদ দিয়ে দে!

সৌরভি নিজাম শিকদারের সাবধানী বাণী এক কান দিয়ে ঢোকাল অন্য কান দিয়ে বের করে দিল। বিশেষ পাত্তা দিল না দাদার কথায়। হাসি

হাসি মুখ করে নিজাম শিকদারের শুভ্র রাগী মুখ অবলোকন করল। আর শব্দ করে শুধু হাসল। হেসে উড়িয়ে দিল কথাগুলো। গায়ে মাখল না মেয়েটা একটা কথা।নাছির মঞ্জিলে তোলপাড় চলছে। ইসরাতকে মাঝখানে বসিয়ে রেখে বর্তমানে ফেসবুকে থাকা ট্রেন্ডিং ভিডিওটা বারবার পোজ, জোম করে দেখছে ইরহাম, আহান, আর নুসরাত।

ঠোঁটে লেগে আছে সবার ব্যাঙ্গাত্মক হাসি। তাদের মধ্যে শুধু ইসরাত বিরক্তিকর মুখ বানিয়ে বসে আছে। মুখের ত্বক দেখলেই বোঝা যাচ্ছে সে এটা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে। নাহলে তাকে এখানে বসানোর সাধ্য কারোর নেই। নুসরাত পনেরো সেকেন্ডের ভিডিওটা গত দশ মিনিটে শ-খানেক বার দেখে নিয়েছে। ইরহাম আর আহান

ভিডিওটা দেখে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেলেও নুসরাত মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখছে। নুসরাতের এত মনোযোগীতা দেখে ইসরাত নিশ্চিত হয়ে গেল এই মেয়ে আজ সারারাত এই বিষয় নিয়ে তাকে হাজারবার টিজিং করবে।শেষ পর্যন্ত সবার অপেক্ষা অবসান ঘটিয়ে রিমোট চেপে ভিডিওটা অফ করে দিল নুসরাত। নুসরাতকে ভিডিও

বন্ধ করে দিতে দেখে ড্রয়িং রুমের পরিবেশ নীরব হয়ে আসলো। নুসরাত কিছুক্ষণ নীরব থেকে ইসরাতের পানে চেয়ে হা হা করে হেসে ওঠল। হাসির তোড়ে সারা গা দুলে ওঠল তার। একবার ঢলে পড়ল ইরহামের গায়ে তো একবার আহানের গায়ে। হাসতে হাসতে কথা বলতে নিল ভিডিও বিষয়ক। মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হলো না

শুধু ভোঁ ভোঁ আকার কিছু শব্দ বের হলো। এমনি কোনো কারণ ছাড়া সোফায় ঝুলে পেট চেপে হেসে গড়াগড়ি খেল। ইসরাত ভিডিওটার মধ্যে হাসির কোনো কারণ পেল না। এমন হাসির মানে কী! এরা পাগল না-কী এমনি নরমাল একটা ভিডিও নিয়ে হাসছে! হয়তোবা এরা পাগল। এ বাড়ির সব মানুষের মাথায় সমস্যা আছে, সে এতদিনে যা বুঝেছে।

আর এই তিনজনের মাথায় সবথেকে বেশি সমস্যা আছে। নুসরাতের হাসি দেখে ইরহাম ও হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হঠাৎ নুসরাত নিজের মুখ বন্ধ করে নিল, হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখ ভঙ্গি করে ওঠে দাঁড়াল। ইসরাত স্পষ্ট বুঝতে পারল এখন নুসরাত কী করতে যাচ্ছে। আর তাই হলো! নুসরাত সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখ বানিয়ে ইরহামকে

বলে ওঠে,”ইসরাত আপনি ঠিক আছেন?

ইরহাম কোমল কণ্ঠে গলায় ইসরাতের মতো কিছুটা মিষ্টতা এনে বলে ওঠে,”হ্যাঁ জনাব, আমি ঠিক আছি!

নুসরাত নিজের জায়গায় স্থির থাকল। ইরহাম ততক্ষণে সোফা থেকে ওঠে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। নুসরাত তীক্ষ্ণ চোখ করে

জায়িনের মতো মুখ ভঙ্গি রাখার চেষ্টা করল। হলো ও সেরকম! মেয়েটা হাত বাড়িয়ে ইরহামের থুতনি চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল,”আর ইউ সিউর বেগম! ইরহাম আমতা আমতা করে লজ্জার সাগরে ডুবে গিয়ে বলল,”হ্যাঁ জনাব, আমি ঠিক আছি।

দু-জন কথা শেষ করেই অট্টহাসিতে ঢলে পড়ল। টাইলসের মেঝেতে

ধুপধাপ হাসতে হাসতে একজন আরেকনের গায়ে পড়ল। ইসরাত মুখ ভঙি শক্ত রাখার চেষ্টা করল। হলো না, দু-জনের টিজিং-এ ইসরাতের গালে লাল আভা পড়েছে। হাত দিয়ে যথাসম্ভব তা ঢাকার চেষ্টা করল, কিন্তু নুসরাতের দৃষ্টি অগোচর হলো না তা। সে হেসে ওঠে ইরহামের বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা

দিয়ে ইশারা করে বলে,”দেখ, লজ্জা পাচ্ছে জনাবের বেগম!

কথা শেষ করে নুসরাত হে হে করে হাসতে লাগল। আহান ভিডিওটা আবার ওপেন করল। জায়িন যখন পিঠে হাত বুলিয়ে ইসরাতকে জিজ্ঞেস করল,আপনি ঠিক আছেন ইসরাত?আহান সাথে সাথে সেটা কপি করে নাকি স্বরে বলে ওঠল,”আপনি ঠিক আছেন ইসরাত?

নুসরাত ওড়না আড়ালে মুখ ঢাকল। লজ্জা পাওয়ার মতো করে মুখ উল্টো পাশে ঘুরিয়ে নিল। বাংলা সিনেমার আগেকার নায়িকাদের মতো উল্টো পাশ থেকে মাথা ঘুরিয়ে এক হাত দিয়ে কপালে চেপে ধরে অন্যহাত দিয়ে বুকের বাঁ-পাশ চেপে ধরে বলে ওঠল ,” না জনাব আমি আপনার প্রেমে পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছি। আমি এখন আর ঠিক

নেই। আমি ঠিক নেই! হি হি হাহা হে হে..!ড্রয়িং রুমে বসে কখন থেকে হাসছে তিন ভাই বোন। তাদের মধ্যে মুখ গোমড়া করে বসে আছে একমাত্র ইসরাত। সে এই তিনজনের আচরণে বিরক্ত। তাদের হাসি তামাশার মধ্যে এসে যোগ দিল আরো এক নমুনা। এতক্ষণ সে পড়তে ব্যস্ত ছিল। পড়াশোনা শেষ করে এসে বসেছে তাদের পাশ

ঘেঁষে। মমো, নুসরাত, আহান আর ইরহামের কথা শুনে নিজেও হে হে করে হাসতে লাগল সবার সাথে তাল মিলিয়ে। ইরহাম টিপ্পনী কেটে বলে ওঠল,”এমন হাজবেন্ড আমি ও তো ডিজার্ভ করি।

নুসরাত হেসে নিয়ে বলে,“এসব তোর ভাগ্যে নেইরে পাগলা।

আহান হা হা শব্দে হেসে ওঠল। লজ্জা পাওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলে ওঠল,”কেন থাকবে না?

“তুই কী লেজবিয়ান যে তোর ভাগ্যে হাজবেন্ড থাকবে?

ইরহাম আর আহান দু-হাত দিয়ে গালে তওবা তওবা করল। ইরহাম দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে বলল,”না, আমি কেন লেজবিয়ান হতে যাব?

আমি পিউর কাপুরুষ, আই মিন পৌরুষ।

ইরহামের কথায় পুরো ড্রয়িং রুম হাসির ধমকে কেঁপে ওঠল। ইসরাত এবার কথা বলল তাদের মধ্যে। সে শান্ত কণ্ঠে আরাম করে সবার মাঝে বসে বলতে লাগল,"যা আমি দোয়া করে দিলাম নুসরাতের মতো ওয়াইফ ম্যাটেরিয়াল একটা মেয়ে তোদের ভাগ্যে যেন জুটে।

আহান লাফ মেরে ওঠে দাঁড়াল। ইরহাম আর্তনাদ করে ওঠল। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে বলে ওঠল,”এত বড় অভিশাপ দিও না আপি। আমি নিষ্পাপ বাচ্চা অকালে মারা যাব। এর চেয়ে ভালো তুমি আমায় কুয়ায় ঝাপ দিতে বললে সেটা আরো সহজ হতো।নুসরাত ইরহামের টিপ্পনীতে বিরক্ত হয়ে পা তুলে লাথি মারল পেছন দিকে।

ব্যঙ্গাত্মক গলায় ইরহামকে নকল করে আওড়াল,”এত বড় অভিশাপ দিও না আপি। আমি নিষ্পাপ বাচ্চা অকালে মরে যাব। তো মরে যা না, আমরা কী আটকে রেখেছি তোকে?

ইরহাম নিজেও নুসরাতের কাঁধে দুটো কিল বসাল ধুপধাপ করে। রাগী কণ্ঠে বলল,”তুই মরে যা। আমি এখনো আমার একটাও বাচ্চা জন্ম হতে দেখিনি, বাচ্চা জন্ম হবে,

বাচ্চার বিয়ে খাবো, আমার বাচ্চার বাচ্চা দেখব, তারপর গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছে হলো মরব, নাহলে আরো কয়েক জীবন বাঁচার শখ আছে। এখন তুই চাইলে মরে যেতে পারিস, কারণ এই পরিবারের অলস একটা প্রাণী তুই। মরে যা শালি..!

নুসরাত চিৎকার করে বলে ওঠল, “পশ্চাৎদেশে এমন লাথি মারব তোর,আমাকে আরেকবার মরে

যাওয়ার কথা বললে। তুই মরে যা, তুই মরে যা, তুই মরে যা, শালা..! নুসরাত আর ইরহাম ভালোয় ভালোয় কথা বলতে বলতে সেটা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতিতে চলে গেল। দু-জন দু-জনের দিকে খ্যাপা ষাঁড়ের ন্যায় এগিয়ে গিয়ে একজন আরেকজনের চুল টেনে ধরল। চুলে ধরে সর্ব শক্তি দিয়ে দু-একটা ঝাঁকুনি দিল। দু-জনের থেকে দু-জন

কম না, মুখের সাথে একই গতিতে চলল হাত-পা। আহান দাঁড়িয়ে সোফার উপর দু-জনকে চিয়ার আপ করছে। হাত মাইকের মতো মুখের কাছে চেপে ধরে বলছে,”তো ধর্ষক, আই মিন দর্শক বিন্দো আজ আপনাদের সাথে আমি সৈয়দ আহান নাওফিল। দু-জন ষাঁড়ের লড়াই সামনাসামনি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি আজাইরা নিউজ টিভি থেকে।

এই দুই ষাঁড় প্রথমে একজন ভদ্র মহিলাকে টিপ্পনী কেটে হয়রানি করার চেষ্টা করেছে, তারপর নিজেরা নিজেদের সাথে কথা বলতে বলতে মুখ চালাতে লাগে। প্রথমে কথা কাটাকাটি হলেও শেষ পর্যন্ত তা হাতাহাতিতে পৌঁছে যায়। এখন কোন হাতি, আই মিন কোন ষাঁড় এই যুদ্ধে বিজয়ী হয় তা দেখার জন্য আমি আহান এবং আজাইরা টিভির

সাথে থাকুন।একপাশে নুসরাত আর ইরহাম চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছে। অন্যদিকে আহানের উল্টাপাল্টা তথ্য সম্পাদনে ইসরাতের মাথা ধরে গেল। শক্ত মুখ বানিয়ে নিজের জায়গা থেকে ওঠে দাঁড়াল সে। চোখ দিয়ে মমোকে ইশারা করল নুসরাতকে সরানোর জন্য। সে গেল ইরহামের দিকে। দু-জন দু-দিক থেকে টেনে নুসরাত আর

ইরহামকে সরাতে চাইল, কিন্তু দু-জনের হাতাহাতিতে মাঝখান থেকে আঘাত প্রাপ্ত হলো ইসরাত আর মমো। আহান আবারো মাইকের মতো হাত মুখে পেঁচিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,"আপনারা হয়তো দেখেছেন দু-জন হাতি ওই দুটো ষাঁড়কে থামাতে গিয়ে নিজেরা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। আমি বুঝিনা মানুষ, স্যরি মিস্টেক! আই মিন দুটো হাতি কেন

যায় দুটো খ্যাপা ষাঁড়ের যুদ্ধ থামাতে। এতে তো আঘাত প্রাপ্ত হবে নিজেরা। আমি এক ক্ষুদে পিপড়া, এসবে আমার কোনো ল্যানদেন নাই। পরিবর্তি কথা জানতে চোখ রাখুন আজাইরা টিভিতে। আমি বিশিষ্ট মিচকে শয়তান পিপড়া সৈয়দ আহান নাওফিল আপনাদের সাথে আছি। আহানের বকবক আর নুসরাত আর

ইরহামের ঝগড়া থামল না যতক্ষণ পর্যন্ত নাজমিন বেগম এসে খুন্তি দিয়ে দু-ঘা করে পাঁচ-জনের পিঠে না লাগালেন ততক্ষণ পর্যন্ত। নাজমিন বেগমের খুন্তির বারি খেয়ে পাঁচজন মুখ চুপসে মাথা নিচু করে বসে রইল। চোরের মতো মুখের ভাবভঙ্গি করে একে অন্যকে অবলোকন করে লাগল। ইসরাত পিঠে হাত বুলিয়ে চোখ খিঁচে

মিনমিন করে জানতে চাইল,”আমাকে মারলে কেন?

নাজমিন বেগম তেড়ে এসে বললেন, “চুপ একদম চুপ।নাজমিন বেগমের ধমকে ইসরাত মমো মুখ চুপসে নিল। নুসরাত আর আহান, নাজমিন বেগমের ধমকে হে হে করে হেসে ওঠে মুখ চেপে ধরল সোফার মধ্যে। ইরহাম বিরশ মুখ করে, শঙ্কিত গলায় কিছুটা ভয় নিয়ে জিজ্ঞেস

করল,” ডার্লিং হুয়াই ইউ্যের মাথা ওয়াজ সো গরম?

ইরহামের প্রশ্নে মমো হিহি করে হেসে ওঠল। নুসরাত আর আহান দু-জন গড়াগড়ি খাচ্ছে একজন আরেকজনের গায়ে। নাজমিন রেগে ফোঁস করে ওঠে বিড়বিড়িয়ে আওড়ালেন,”নির্লজ্জ সবগুলো।

আহান আকস্মিক কিছু মনে হওয়ার ভঙ্গিতে ওঠে বসল। চোখ বড় বড়

করে বলে,”আজ কী হয়েছে জানো আপি আমাদের স্কুলে?নাজমিন বেগম ও খুন্তি হাতে নিয়ে বসে পড়লেন জানার জন্য কী হয়েছে। নাজমিন বেগম চেয়ার টেনে তাদের সাথে বসায় কারোরই ভাবাবেগ হলো না। আহান সতর্ক আওয়াজে আগে নিশ্চিত হয়ে নিল,”মেজ আব্বু বাড়িতে আছেন?

নাজমিন বেগম ধৈর্যহীন কণ্ঠে বললেন,

“নেই। এবার তাড়াতাড়ি বলো কী হইছে?

আহান আরাম করে বসে বলে ওঠে,” ওই যে, আমার বন্ধুর কথা মনে আছে সেদিন বললাম। ও আর গার্লফ্রেন্ড ব্রেক-আপ করে আল্লাহর নামে কসম কেটে নিল যে একজম আরেকজনের সাথে আর জীবনে

রিলেশন করবে না, আজ থেকে তারা ভাই বোন। কিন্তু সেদিন আবার দেখি নিব্বা নিব্বিগুলো হাত ধরে হাঁটাহাঁটি করছে। মানে কী পরিমাণ নির্লজ্জ এরা। দু-দিন পরপর ব্রেক-আপ করে আবার দু-দিন পরপর একজন আরেকজনকে সোনা, পাখি বলে হাত জড়াজড়ি করে।

ইসরাত আর মমো একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে দু-জন একসাথে বলে ওঠল,”জীবনে আমরা কী করলাম? এই বয়সে বাচ্চাগুলো রিলেশন করে আর আমরা?

আহান চেঁচিয়ে ওঠে বলে,“তোমরা দু-জনে জীবনে বাবাজীকা লাড্ডু করেছ।

নাজমিন বেগম ও হেসে ওঠলেন। নিজের এতক্ষণের গরম হওয়া মস্তিষ্ক কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। আহান আরো কিছু বলছিল নাজমিন বেগম তা আর শুনলেন না, দ্রুত পায়ে চলে গেলেন রান্না করতে। রাতে ইসরাত আর নুসরাতের কাছ থেকে জেনে যাওয়া যাবে এই ভেবে।আকাশে মেঘের ভেলা জমেছে। পাখিরা দল বেধে ফিরছে

নিজেদের নীরে। পশ্চিম আকাশ লাল লালিমায় ছেয়ে আছে। পড়ন্ত বিকালের মিটে রোদ এসে পড়ছে সৈয়দ বাড়িতে। পর্দা টেনে রাখার জন্য সেই রোদ তা ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করছে না। ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে কিছু একটা চুপচাপ ভাবছেন হেলাল সাহেব। মুখ গম্ভীর করে রাখা। নিজের মনে চাল চালছেন। হাত স্থির নেই সোফার

উপর। তা দিয়ে বারবার হাত বুলাচ্ছেন নিজের আধ পাকা ছোটো ছোটো দাড়িতে। হেলাল সাহেবের চিন্তায় ভাটা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠের প্যান্টের পকেটে রাখা ফোনটা বেজে ওঠল। হেলাল সাহেব নড়েচড়ে বসে ফোনটা ধরে কানে লাগালেন। হ্যালো মুখ দিয়ে বের করতেই অপাশ থেকে এশমামের নাকি কান্না স্বর

ভেসে এলো। এশমাম বলছে,”স্যার....

হেলাল সাহেব নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,“কী?

নিজ মনে নিজেকে দুটো গালি দিতে ও ভুললেন না। কোন আজাব এসে তার মাথায় পড়েছিল যে এদের মতো দুই মাথা মোটা গাধাকে সে ইসরাতের উপর নজর রাখার জন্য দিয়েছিল। তার বিতৃষ্ণা আরো একটু

বাড়িয়ে দিয়ে এহসান বলে ওঠে,”
স্যার...!
হেলাল সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলেন,
“ছাগলের মতো স্যার স্যার না করে বলো কী হয়েছে?
এশমাম ফোনের অপাশ থেকে হুহু করে কেঁদে ওঠল। চোখের কোণে জমা হওয়া একট্য পানি হাত দিয়ে মুছে নিয়ে দুঃখে ভারাক্রান্ত মনে

বলে,” ম্যাম আমাদের ধরে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে পিটিয়েছেন।

“কী?হেলাল সাহেবের মুখ দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে শব্দগুলো বের হয়ে আসলো। নিজের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে ফিসফিস করে জানতে চাইলেন,” কীভাবে?

“স্যার আমরা ম্যামের উপর নজর রাখছিলাম হঠাৎ করে উনি কোথাও উধাও হয়ে গেলেন। আমি আর

এহসান যখন ম্যামের খোঁজ করছিলাম আশেপাশে তখন পেছন থেকে এসে আমাদের ম্যাম টোকা দেন। আমি আর এহসান তড়াক করে পেছনে তাকাতেই দেখি ম্যাম আমাদের দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসছেন। তারপর বললেন,ওদিকে কী দেখছ আমি এখানে! আমাকেই খোঁজছিলে তাই না? আমরা ও ভদ্রতার সাথে হ্যাঁ ভঙ্গিতে উপর নিচ

মাথা নাড়াতেই ম্যাম হেসে ওঠলেন। তারপর হাতের ব্যাট দিয়ে আমাকে আর এহসানকে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধুমধাম কয়েকটা লাগিয়ে দিলেন। এখন আমি আর এহসান রাস্তার ধারে পড়ে আছি প্লিজ স্যার দয়া করে আমাদের মতো দুটো মানুষকে হসপিটালে ভর্তি করিয়ে দিন।

হেলাল সাহেব চিরচিরে কণ্ঠে বলে ওঠেন," একটা ও কাজের না। you two are fire. নিজেরা নিজেরা ডাক্তারে যাও।

কোনো মতে কথা শেষ করে রাগে ফোন কেটে দিলেন তিনি। দুজনের আর একটা কথা শোনার মতো ধৈর্য হেলাল সাহেবের নেই। রাগে লাল হওয়া মুখ নিয়ে এক হাতে থুতনিতে হাত বুলাতে বুলাতে চিন্তায় ব্যস্ত

হলেন। মনে মনে ঠিক করে নিলেন, এবার তাকেই কিছু একটা করতে হবে।দশ টাকার প্রাণ লিচুতে চুমুক দিয়ে নুসরাত চোখ তুলে উপরে তাকাল। কোমরে হাত বুলিয়ে ভাবল নানা কথা।

সেদিন হেলাল সাহেবের সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে মাটিতে পতিত হওয়ায় এখনো ব্যথা রয়ে গেছে। ডাক্তারে আরো যাবে দু-একদিন

পর। যদি এর মধ্যে ব্যথা কমে যায় তাহলে ডাক্তার দেখানোর জন্য যে টাকা নাছির সাহেব দিয়েছেন তা সে মেরে দিবে। নিজের অতর্কিত চিন্তাগুলো একপাশে রেখে জুসে আরেকটা চুমুক দিল। খোপা করা চুলগুলো থেকে বের হওয়া ছোট চুলগুলো ভালো করে কানের পেছনে গুজে নিয়ে মাথায় কেলভিন কেলিনের লগো বিশিষ্ট কালো

ক্যাপটা পরে নিল। এহসান আর এশমাম নুসরাতের সামনে ভীতু চোখে বসে আছে। নুসরাত চোখ সরু করে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"কী খাবে?নিজের হাতের দশ টাকার জুসের বোতলটা এগিয়ে দিল সামনের দিকে। এহসান আর এশমাম দু-পাশে মাথা না ভঙ্গিতে নাড়াতেই নুসরাত বলে ওঠল,"গুড। আমি চাইলেও দিতাম না। ভদ্রতার

খাতিরে জিজ্ঞেস করেছি আপনাদের। তো যা বলছিলাম! কী বলছিলাম আসলে?

দু-জন একসাথে বলে ওঠল,

“কিছু বলছিলেন না।

” তো বসে আছো কেন, যখন আমি কিছু বলছিলাম না। আজব মানুষ বসে বসে আমার মুখ দেখছ কেন, যাও নিজেদের কাজে বিদেয় হও।

এহসান আর এশমাম ওঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে ব্যাটের বারি খাওয়ায় হাঁটতে গিয়ে বেগ পোহাতে হলো। পা টেনে টেনে চলে যেতেই সেখানে এসে উপস্থিত হলো ইরহাম। নিজের পকেট থেকে ফোন বের করে দিয়ে নুসরাতের উদ্দেশ্যে বলল,"একটা এসথেটিক পিক তুলে দে তো।

নুসরাত ফোন হাতে নিয়ে ইরহামের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটা পিক তুলে

দিতে দিতে বলে ওঠে,”নতুন ট্রেন্ডিং এ একটা ভিডিও আসছে, ওইটা দেখছিস?

ইরহাম অবাক চোখে চেয়ে বলে ওঠে,“নতুন ট্রেন্ড ভিডিও এসেছে আর তুই আর আমি এখনো তৈরি করিনি, এমন-কী আমি জানি না।

ইরহাম এগিয়ে আসতে আসতে নুসরাতকে জিজ্ঞেস করল,”তুই আমাকে জানাসনি কেন?

নুসরাত সে কথার উত্তর দিল না। মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠল," সেটা ছাঁড়, চল ট্রেন্ডটা খেয়ে দেই। ট্রেন্ডের মাইরি বাপ করে ছেঁড়ে দেই আমি আর তুই মিলে। তারপর ভিউ আর ভিউ। আমি আর তুই ভাইরাল।

ইরহাম গোল গোল চোখে চেয়ে মাথা নাড়াল। নুসরাত কে জিজ্ঞেস করল,"আগে বল কোন ট্রেন্ডটা?

নুসরাত কপাল কুঁচলে হালকা গলায় বলে ওঠে,”ওই যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করে। কী যেন, স্নিকার স্নিকার স্নিকার, ওয়াইফি ওয়াইফি ওয়াইফি।

ইরহামের নুসরাতকে শুধরে দিয়ে বলে,“স্নিকার নয় স্নাইপার।

” ওই একই হলো।

ইরহামের হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে ঘাসের উপর ধুপ করে

বসে পড়ল নুসরাত। ইরহাম নুসরাতকে বসে যেতে দেখে নিজেও পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। নুসরাত পকেট থেকে টেনে টিস্যু বের করে আনলো। ইরহাম পাশে বসে কোনো প্রশ্ন ছাড়া চুপচাপ চেয়ে দেখল নুসরাতের কর্মকান্ড। নুসরাত টিস্যুর টুকরো দু-হাতের তালুতে মলে নিজের পায়ের চতুর্থ আঙুলে পরে নিল। ইরহামের পায়ের

আঙুলে ও টিস্যুর টুকরো দিয়ে গোলাকার আংটি বানিয়ে পরিয়ে দিল।

তারপর মোবাইল হাতে তুলে নিল। গান বেজে ওঠতেই ইরহাম ক্যামেরায় নিজের পায়ের দিকে তাক করে চতুর্থ আঙুল ক্যামেরার সামনে এনে দোলাতে লাগল। ব্যাকরাউন্ড বিটের সাথে মিলিয়ে নিজের গলায় গেয়ে ওঠল,"হেডা, হেডা, হেডা,

হেডা, হেডা।অতঃপর নুসরাতের পায়ের দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে নিল। নুসরাত হেসে ওঠল এমন ট্রেন্ডের বিনাশ করতে গিয়ে। তাই নিজেও ইরহামের মতো ব্যাকরাউন্ড বিটের সাথে মিলিয়ে পায়ের আঙুল নাচাতে নাচাতে গেয়ে ওঠল,"সাউয়া, সাউয়া, সাউয়া, সাউয়া, সাউয়া।

ভিডিও তৈরি করে নিজেদের টিকটক আইডিতে পোস্ট করে

দিল। তারপর ওঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিজেদের দিকে তাকিয়ে দু-জনে হেসে দিল। নুসরাত এক হাতে ইরহামের কাঁধ জড়িয়ে নিতে নিতে বলে ওঠল,"একদম ট্রেন্ড খাইয়া দিছি তুই আর আমি মিলে। দেখি এবার কে বানায় এই স্নিকার, স্নিকার, স্নিকারের ভিডিও।

ইরহাম নিজেও হেসে ওঠল। নিজের হাত দিয়ে নুসরাতের কাঁধ জড়িয়ে

ধরে হাঁটা ধরল। বাড়ির পথে যেতে যেতে দু-জনের দেখা হলো সৌরভির সাথে। সৌরভির সামনে দাঁড়িয়ে ইরহাম কথা বলতে নিলে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ইরহাম গোল গোল চোখে পিছু ফিরে চেয়ে দেখল সৌরভির মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়া। নুসরাতের দিকে ঘুরে মলিন মুখে জিজ্ঞেস করল,"ও আমার সাথে কথা বলল না কেন?নুসরাত দু-কাঁধ

ঝাঁকায়। দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে জানায় সে জানে না। অতঃপর ইরহামের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে ওঠে,”কথা না বললে তোর তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। কোনো সমস্যা হচ্ছে কী?

ইরহাম নুসরাতের প্রশ্নাত্মক চাহনিতে দু-পাশে মাথা নাড়াল মলিন মুখে। মিনমিন করে বলতে

লাগল,”তেমন কিছু না। এমনি জিজ্ঞেস করছি!

ইরহাম কথার উত্তর দিয়ে সামনের দিকে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। নুসরাত শুধু তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করল ইরহামের হঠাৎ করে মুখ কালো করে নেওয়া। নিজে থেকে আর কোনো কথা বলতে গেল না ইরহামের সাথে। ইরহামের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছু

একটা ভেবে মুখ অন্ধকার হয়ে আসলো তার।হেলাল সাহেব পেছনে হাত বেঁধে অনেক পায়চারি করার পর শেষ পর্যন্ত মাথা একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জীবনে সর্ব প্রথম ভুল ছিল উনার মরহুম বাবার বিরুদ্ধে যাওয়া আর দ্বিতীয় ভুল ছিল এই দুই গাধাকে ইসরাতের পেছনে লাগানো। কতটা টাকা খরচ হয়ে গেল এই কাজ করতে গিয়ে। চিন্তা

করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে গেলেন তিনি। নিজের রুমে না গিয়ে অগ্রসর হলেন আরশের রুমের দিকে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই নাকে এসে লাগল পুরুষালি পারফিউমের সুগন্ধ। ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করতেই দেখলেন সোফার উপর কাপড়ের স্তূপ রাখা। একইভাবে বিছানার উপর হুডি, ড্যানিম জ্যাকেট, ওভারসাইজড

টিশার্ট গুলো অগোছালোভাবে ফেলে রাখা। হেলাল সাহেব আরশের ট্রলির চেইন খুলে নিলেন। ট্রলি ভর্তি হাত ঘড়ি। আরশের উপর একটু বিরক্ত হলেন হেলাল সাহেব। এই মাথা মোটা লাগেজ ভর্তি শুধু ঘড়ি নিয়ে আসছে! নাক কুঁচকে নিয়ে বিছানার উপর হাত দিয়ে হাতালেন। নিজের প্রয়োজন মাফিক জিনিসগুলো নিয়ে রুম থেকে আলগোছে বের হয়ে

আসলেন। আসতে আসতে দরজা লক করতে ভুললেন না।।নিজের রুমে ঢুকে উচ্চ শব্দে নিজের স্ত্রীকে ডেকে ওঠলেন। লিপি বেগম মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন,"আসছি।

কিৎকাল কেটে গেলে লিপি বেগম এসে রুমে প্রবেশ করলেন। রুমের দরজা হালকা লাগিয়ে নিয়ে সামনে তাকাতেই একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো আত্মচিৎকার। ভয় পেয়ে দৌড়ে রুম থেকে বের হতে যাবেন, হেলাল সাহেব লিপি বেগমের হাত চেপে ধরলেন। ফল কাটার ছুরি চেপে ধরলেন লিপি বেগমের গলায়। লিপি বেগম চোখ বড় বড় করে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,"ককে আপনি? আমার হাজবেন্ড কোথায়? হেলাল সাহেব কথার উত্তর দিলেন

না। হাতের ছুরি আরেকটু দাবিয়ে ধরলেন লিপি বেগমের গলায়। লিপি বেগম বিরশ মুখে ভয়ে ঢোক গিলে নিয়ে পেছনে সরে গেলেন। পায়ের সাথে পা বেজে ধাক্কা খেলেন দেয়ালের সাথে। ভয়ে শঙ্কিত হওয়া চেহারায় বলে ওঠলেন,"দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি কী করেছি? আর আমার স্বামী বা কোথায়?

হেলাল সাহেব স্ত্রীর ভয়ে শঙ্কিত হওয়া চেহারা দেখে হা হা করে হাসলেন। হাতের ছুরি ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে মুখ থেকে কালো ওয়ানটাইম মাস্ক খুলে নিলেন। চোখ ছোটো ছোটো করে লিপি বেগমের উদ্দেশ্যে বললেন,"নিজের স্বামীকে চিনলে না লিপি? আজ গিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল, ত্রিশ বছরের এই সংসারে তুমি আমাকে এখনো ভালো করে

চিনতেই পারোনি। কী ভয়টাই না ছিল তোমার চোখে!লিপি বেগম যখন বুঝলেন এতক্ষণ যাকে অপরিচিত আগন্তুক ভেবেছিলেন সে আর কেউ নয় তার স্বামী তখন মেজাজ চড়ে গেল দপদপ করে। দাঁতে দাঁত চেপে স্বামীর বেশভূষা দেখলেন। গলবিলে তিতা কথা চেপে ঠাট্টা করে জানতে চাইলেন,"এমন কার্টুন সেজেছেন কেন?

হেলাল সাহেব স্ত্রীর দিকে তেছরা চোখে তাকালেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আগ-পিছ দেখতে দেখতে বললেন,”কোথায় কার্টুন লাগছে? ভালোই তো লাগছে।

আবারো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,”আরশের কাপড়ে একটু বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে মনে হচ্ছে। লিপি বেগম কথা বললেন না। দাঁতে

দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোয় কাপড় একদলা চেপে ধরলেন। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার বৃথা চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন,”এই নাটক সাজছেন কেন?

হেলাল সাহেব চুল ভালো করে সেট করে নিলেন। গায়ে পারফিউম ব্যবহার করে, মুখে একটু লোশন লাগিয়ে নিলেন। ডেনিম জ্যাকেটের কলার ঠিক করে নিয়ে মাথায়

ব্যাকেট হ্যাট পরে নিলেন। ডেনিম জ্যাকেটের বোতাম টেনে লাগাতে পারলেন না। স্ত্রীর উদ্দেশ্য বললেন,”সামান্য পেট উঁচু হওয়ায় বোতাম গুলো লাগছেই না!

লিপি বেগম তাচ্ছিল্য করে হেসে ওঠলেন। হেলাল সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন,”সামান্য পেট উঁচু? হাসালেন আপনি।“তাহলে কী বেশি উঁচু হয়ে গেছে?

হেলাল সাহেব মাস্ক পরে নিয়ে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। লিপি বেগম নিরর্থক অভিমত পোষণ করলেন। হেলাল সাহেব আবারো স্টাইল করে একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে নিতে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন,” আজকে একটু বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে তাই না?

লিপি বেগম নাক কুঁচকালেন। ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি ঝুলিয়ে বলে

ওঠলেন,”জি, অনেক বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে আপনাকে।হেলাল সাহেব রুম থেকে বের হতে হতে বলে ওঠলেন,”শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলে আমি এখনো হ্যান্ডসাম। হাহ..! আমাকে হিংসে করো, তা কী আমি বুঝি না? হুহ... যতই হিংসে করো লিপি আমার মতো হ্যান্ডসাম হতে পারবে না।

লিপি বেগম অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন নিজের স্বামীর এমন ব্যবহারে। টিপ্পনী কেটে, অক্ষিকোটর প্রশস্থ করে, স্বামীর পিছু পিছু রুম থেকে বের হয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলেন,”আপনার মতো কে হতে চায়? আমার বয়ে গেছে আপনার মতো হবো বলে।হেলাল সাহেব হেসে ওঠলেন। সিঁড়ি বেয়ে বড় বড় পা ফেলে নামতে নামতে বলে

ওঠেন,”হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সবই জানি। হিংসে করো আমাকে! এই রুপের জন্য, যৌবনকালে আমাকে বিয়ের করার জন্য তুমি দেওয়ানা ছিলে। আর আজ আমাকে মোটা বলে অপমান করছ, ভালো হয়ে যাও লিপি। ভালো হতে টাকা লাগে না।

লিপি বেগম কোনো শব্দ ব্যয় করার আগেই হেলাল সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। পেছন থেকে

চেঁচানো স্বর এলো লিপি বেগমের। তিনি জিজ্ঞেস করছেন,”আরে কোথায় যাচ্ছেন এত সেজেগুজে সেটা তো বলে যান?

হেলাল সাহেবের পুরুষালি গম্ভীর কণ্ঠে স্বর ভেসে এলো বাড়ির বাহির থেকে,”তোমার জন্য একজন সুন্দরী সতিনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। নুসরাত আর নাছির সাহেব ইসরাতের বারান্দায় বসে চায়ের

আড্ডা দিচ্ছেন। দু-জনের চায়ের আড্ডা জমে ওঠেছে এতক্ষণে। নুসরাত চায়ে চুমুক দিয়ে নাছির সাহেবকে জিজ্ঞেস করল,”আব্বা কেমন চলছে আপনার ব্যবসা?

নাছির সাহেব নিজেও চায়ে এক চুমুক দিলেন। আশেপাশে চোখ বুলিয়ে বাড়ির পরিবেশ দেখতে দেখতে বললেন,”ভালো। কবে থেকে এসে বসছ ওখানে?

নুসরাত হাই তুলল। নিজের হুডির ক্যাপ টেনে মাথায় তুলে নিয়ে এক পা তুলে বসল বেতের সোফার ওপর। অলস ভঙ্গিতে বলে ওঠল,”আব্বা আমার দ্বারা এসব সম্ভব না।

নুসরাত অনিহা নিয়ে উত্তর করতেই নাছির সাহেব তড়াক করে একপেশে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,”কেন?

নুসরাত চায়ে চুমুক দিল। হালকা হাতে ভ্রু চুলকে নিয়ে বলে ওঠল,”ইন্টারেস্ট নেই আব্বা, আপনে তো জানেন। তারপর ও কেন জিজ্ঞেস করছেন? ইসরাতকে বলুন না বসার জন্য!নাছির সাহেব কিছুটা বিরক্তি নুসরাতের দিকে তাকালেন। চোখের মণি সামান্য কুঞ্চিত করে নিষ্প্রভ কণ্ঠে বললেন,”ও কাপড়েরটা সামলাচ্ছে,

তুমি না হয় মেকআপ আর পারফিউমেরটা সামলাও।

নুসরাত কান খোঁচাল সামান্য। চোখ আশেপাশে ঘুরিয়ে বলল,”হবে না আমার দ্বারা।

নাছির সাহেব কিছু বলার আগেই গেটের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে নুসরাত ওঠে দাঁড়াল। ইশারা দিয়ে না করল নাছির সাহেবকে কথা না বলার জন্য। চোখ ছোটো ছোটো

করে এগিয়ে আসে বারান্দার রেলিঙের দিকে। দু-হাতে চেপে ধরে রেলিঙ। নাছির সাহেব নিজেও চায়ের কাপ সেন্টার টেবিলে রেখে এসে যোগ দিয়েছেন নুসরাতের সাথে। নিজেদের বাড়ির গেটের সামনে অদ্ভুত বেশভূষায় দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে একটু চিন্তিত হলেন নাছির সাহেব। নুসরাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন,"মনে হয়

গরীব মানুষ। যাও টাকাগুলো দিয়ে আসো।পকেট থেকে টাকা বের করে নাছির সাহেব নুসরাতের হাতে দিলেন। নুসরাত পাঁচশত টাকার কড়কড়ে নোটখানা হাতে নিয়ে অবাক হলো। বিস্ময় প্রকাশ করে উপরে তুলে ভালো করে সূর্যের আলোয় দেখে নেয় আসল কী-না নকল। নাছির সাহেব নুসরাতের এমন কান্ডে বিস্মিত হন। অবাক

কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন,”কি হয়েছে? এভাবে আলোয় নিয়ে টাকা দেখছ কেন?

“আসলে আব্বা দেখছিলাম টাকা আসল না-কী নকল। আপনি তো আবার কাউকে পাঁচশত টাকার দেওয়ার মানুষ না। এত টাকা আপনার পকেট থেকে কীভাবে বের হয়েছে তাই ভাবছি!নুসরাত নাছির সাহেবের কথার উত্তর ঝটপট দিল।

রেলিঙে ধরে সামান্য উঁকি দিতেই দেখে অদ্ভুত পোশাক পরিহিত লোকটা পাইপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। নুসরাত চোখ প্রশস্থ করে সতর্ক গলায় চিৎকার করে ওঠল। নাছির সাহেবের কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,"আব্বা চোর, চোর, চোর। দিনে-দুপুরে চুরি করতে চলে আসছে। চলুন এভাবে আর বসে

থাকা যায় না। চোরকে আপনি পাঁচশত টাকা দিতে চাচ্ছেন আর চোর আপনার বাড়ি লুটপাট করতে চলে আসছে। আজ একটা চোরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।নুসরাত টেনে নিয়ে গেল নাছির সাহেবকে নিজের সাথে। বাড়ি থেকে বের হতে হতে মাঝারি সাইজের দুটো লাঠি হাতে নিয়ে নিল সে। সতর্কতার সহিত বাড়ি থেকে বের হয়ে

আসলেন নাছির সাহেব সাথে নুসরাত। নাছির সাহেবকে নুসরাত চোখ দিয়ে ইশারা করতেই নাছির সাহেব লাফ দিয়ে গিয়ে লোকটার গলা চেপে ধরলেন নিজের হাতের ভাঁজে। লোকটা যাতে চিৎকার করতে না পারে তাই একহাতে মুখ চেপে ধরলেন। নুসরাত লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা মাটির উপর ভর দিয়ে রেখে নাক টানল।

তারপর নাছির সাহেবের উদ্দেশ্যে বলল,”আব্বা চোর তো দেখি ব্রান্ডেড চোর। সেনেলের পারফিউম ব্যবহার করেছে।

নাছির সাহেবের হাত থেকে বারবার ছুটার চেষ্টা করছে লোকটা। নাছির সাহেব কাঁধে হাতের কব্জা দিয়ে একটা মেরে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখলেন অদ্ভুত বেশভূষা ধারী লোকটাকে। নাছির সাহেব রাগী

কণ্ঠে বললেন,”হয়তো ছাগলটা কোথা থেকে চুরি করেছে পারফিউমটা।নুসরাত উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে নাছি সাহেবের কথায় সমর্থন জানাল। হাতের লাঠি তুলে লোকটাকে মারতে গিয়ে থেমে গেল। তর্জনী আঙুল ঠোঁটে রেখে বলে ওঠল,”আব্বা এই চোর তো দেখি বড়লোক্স চোর। মাথায় ব্রান্ডেড ব্যাকেট হ্যাট লাগিয়েছে আবার

কাপড় চুপড় ও ব্রান্ডেড। তাহলে আমাদের বাড়িতে কী চুরি করতে আসছে?

নুসরাত লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে ভাবতে লাগল। তারপর তড়াক করে বলল,”আপনাকে নয় তো?

নাছির সাহেব আরেকটা কিল মারলেন লোকটার পিঠে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে লোকটা।

নুসরাতের কথায় অট্টহাসি দিয়ে নুসরাতকে প্রশ্ন করলেন,”আমাকে কেন চুরি করতে আসবে?নুসরাত চোরকে বেশি লাফঝাপ করতে দেখে লাঠি তুলে ধীরে একটা বারি বসাল চোরের হাতে। তেমন একটা জোরে বসালো না। নাছির সাহেব এখনো শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছেন লোকটাকে। নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে বলল,”হয়তো আপনাকে

কিডন্যাপ করে আপনার সকল সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিবে? নুসরাতের কথায় নাছির সাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। লোকটাকে নিচের দিকে আরেকটু ঝুঁকিয়ে চেপে ধরে ভাষণ দেওয়ার ন্যায় বলে ওঠলেন,”আরে না, আমার সব সম্পত্তির ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আমি মরে গেলেও আমার

সম্পত্তি তুমি আর ইসরাত ছাড়া কেউ পাবে না।

নুসরাত লোকটার গায়ে আস্তে করে আরেকটা বারি দিল। নাছির সাহেব চিরচিরে কণ্ঠে নুসরাতের উপর বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন,"কী? এত ধীরে মারছ কেন এই চোরকে, জোরে বারি দাও যাতে আর কারোর বাসায় গিয়ে দিনে দুপুরে চুরি করার সাহস করে না।

নুসরাত মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠে,“আব্বা দেখতে তো বুড়োর মতো লাগে। তাই আমি একটু আস্তে ধীরে বারি দিচ্ছি। আপনি লাগিয়ে দেন দু-চারটা! আমি আবার উত্তেজনার বসে দু-ঘা লাগালে বুড়োটা একদম পগারপার হয়ে যাবে।

নুসরাত হাত দিয়ে দেখাল মরে যাবে তারপর হাত উপরে তুলে আকাশের

দিকে আঙুল তাক করল। নাছির সাহেব নুসরাতের কথা শুনে সর্বোচ্চ শক্তি লাগিয়ে একটা ঘুষি মারতে নিবেন নুসরাত বলে ওঠল," আব্বা থামেন। আগে চোরের মুখটা দেখে নেই। কে এই চোর যে আমার আর আপনার মতো সাহসী ঝগরুটে লোকের বাড়িতে দিনে দুপুরে ডাকাতি করতে আসে! আমাদের বিষয়ে এই বুড়োকে কী কেউ

জানায়নি?নুসরাত লাঠি দূরে ছুঁড়ে ফেলে লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল। হাত ঝাড়া দিয়ে লোকটার মুখ থেকে তাবা মেরে খুলে নিল ব্যাকেট হ্যাটটা। এতক্ষণ লোকটার চোখ ব্যাকেট হ্যাটের আড়ালে ঢেকে থাকলেও এবার তা দৃশ্যমান হয়ে গেল। নুসরাত লোকটার চোখের দিকে না তাকিয়ে নাছির সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠল,"আব্বা

এই বেডার মাথা দেখতে আপনার বিদেশ ফিরত আম্বানি বুড়ো ভাইয়ের মতো মনে হচ্ছে ।

নুসরাত নাছির সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে লোকটার মুখ থেকে টেনে হিঁচড়ে মাস্ক খুলে নিয়ে আসলো। নাছির সাহেবের দিকে থেকে চোখ ফিরিয়ে আনতে আনতে বলল,"দেখি সোনার চান্দ, তোর সোনা মুখটা দেখি। কত্ত বড় সাহস

তোর! আমি নুসরাত নাছির এই বাড়িতে উপস্থিত থাকতে তোর চোরের এত সাহস, যে আমাদের বাড়িতে ঢুকে চুরি করার ধান্দা কররররররছছছচ...নুসরাত মাছের মতো হা করে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। নাছির সাহেব নুসরাতকে কথা বলতে বলতে এমন করে থেমে যেতে দেখে অবাক হলেন। ফিকে হয়ে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস

করলেন,”কী হয়েছে? এরকম তোমার মুখ চুপসে গিয়ে হা হয়ে গেল কেন?

নুসরাত কথার উত্তর দিল না। ভেটকানো মার্কা চেহারা নিয়ে চেয়ে রইল সামনের দিকে হা করে। নাছির সাহেব লোকটার পেঁচানো গলা ছেড়ে দিয়ে সামনে আসতে আসতে নুসরাতকে ধাক্কা দিয়ে বললেন,”দেখি সর তো, এমন হা

করে আছিস কেন? কার এমন মুখ দেখল....নাছির সাহেব নিজেও থমকে গেলেন। নিজের বড় ভাইকে সামনে দাঁড়ানো দেখে কিৎকালের জন্য থমকালেন। জিহ্বার ডগায় থাকা কথাগুলো মিলিয়ে গেল নিমেষে। হেলাল সাহেব রাগে কড়মড় করে ক্ষুব্ধ চোখে দু-জনের দিকে তাকিয়ে আছেন। নুসরাত ঢোক গিলে নিজের হা করা মুখ বন্ধ

করে নিল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট মুছে নাছির সাহেবের দিকে ফিরে তাকাল। নাছির সাহেব ও একই সময় নুসরাতের দিকে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকিয়েছেন। বাপ-মেয়ে একসাথে দু-জনের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়াল। নুসরাত ইশারা করল নাছির সাহেবকে আগে কেটে পড়ার জন্য। তাই নাছির সাহেব আলগোছে হেলাল সাহেবের লাল

হয়ে যাওয়া চোখের দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে বড়ো বড়ো পদক্ষেপে বাড়ির দিকে চলে গেলেন। নুসরাত মনে মনে নিজেকে বলল,”পালা নুসরাত, পালা।হেলাল সাহেবের দিকে চোখ বুলাতেই শুভ্র মুখে রাগের প্রতিফলন দেখল। চোখ উপরে তুলতেই চোখাচোখি হলো রক্ত বর্ণের চোখগুলোর সাথে। নুসরাত নাছির সাহেবের পেছন

থেকে প্রশস্থ গলায় চিৎকার করে ডেকে ওঠল,” আব্বা, ও আব্বা, আমাকে একা রেখে আপনি পালাচ্ছেন? আমাকে নিয়ে যান। আমি নিষ্পাপ বাচ্চা কী করেছি? নিজের বাচ্চা মেয়েকে এভাবে একা ফেলে রেখে যেতে আপনার বিবেকে নাড়া দিল না।

নুসরাত উচ্চ শব্দে চেঁচিয়ে ওঠে হেলাল সাহেবকে না দেখার ভঙ্গিতে

পাশ কাটিয়ে দৌড়ে সামনের দিকে চলে গেল।আকাশে থোকা থোকা মেঘ জমেছে। থেকে থেকে সেই মেঘ ডেকে ওঠছে একটু পরপর। বৃষ্টি আসার তোড়জোড় চলছে ভালোভাবে। নাছির মঞ্জিলের ড্রয়িং রুমের পর্দা বাতাসের তোপে আকাবাঁকা হয়ে নিজ মনে দোল খাচ্ছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নীল দিগন্তে পড়তেই ঠান্ডা আবহ এসে প্রবেশ

করল নাছির মঞ্জিলে। বিদুৎ সংযোগ ছুটল তখনই। শীতল গা হীম বাতাস এসে প্রবেশ করল থাইগ্লাস হয়ে ফরফর করে। সেই বাতাসের সাথে নাছির সাহেবের শীতল দৃষ্টি এসে পড়ল নুসরাতের উপর। নুসরাত নিজেও চোখ বড় বড় করে নিজের বাবার দিকে তাকাল। নাকের পাটাতন ফুলে ওঠল তৎক্ষণাৎ। নাছির সাহেব নিজেও মেয়ের দিকে

চেয়ে আছেন নাক ফুলিয়ে। গর্জে ওঠে বললেন,”সব দোষ তোমার! নুসরাত নিজেও গর্জে ওঠল। রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটল তাৎক্ষণিক। নিজেও চিৎকার করে বলে,”সব দোষ আপনার আব্বা।

নাছির সাহেব নুসরাতকে শুধরে দিয়ে বললেন,

“না,সব দোষ তোমার।

“জি না আব্বা, সব দোষ আপনার। আপনি আগে দেখলেন না কেন?

নাছির সাহেব নিজের মুখের ঘাম হাত দিয়ে মুছে নিলেন। নুসরাতকে বললেন,”আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? তুমি দেখতে পারোনি চোরটা আসলে কে?

নুসরাত দ্বিগুণ জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠল। শক্ত কণ্ঠে বলল,” আপনি দেখলেন না কেন, যে চোরটা

আপনার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই! আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন এখন আপনি? আব্বা মেনে নিন, সব দোষ আপনার।

নাছির সাহেব মানলেন না। নুসরাতকে দোষারোপ করে বলে ওঠলেন,”এ্যাহ বললেই হলো, সব দোষ তোমার। আমি তো চোর বলিনি, তুমি আগে বলেছ

চোর।“আব্বা আমি চোরকে আগে দেখিনি, আপনি আগে দেখেছেন।
” নুসরাত অস্বীকার করো না, তুমি কী মিথ্যাবাদী! এখন আমাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছ দোষ তোমার আর চাপাচ্ছো আমার উপর। তুমি আগে দেখেছিলে, আমি তো আরো মানবতা দেখিয়ে কিছু টাকা দিতে চাইছিলাম কিন্তু তুমি চোর বলে লাঠি নিয়ে বের হয়ে গেলে বড় ভাইকে মারতে।

নুসরাত চোখ তীক্ষ্ণ করে বলে ওঠে, “আব্বা কী মিথ্যাবাদী আপনি, নিজের নিষ্পাপ,ভোলাভালা চেহারার নাদান বাচ্চাকে ফাসিয়ে দিতে আপনার লজ্জা করল না? এতবড় আরুপ নিয়ে কীভাবে বেঁচে থাকব? একদম আরাম করে বেঁচে থাকব সারাজীবন। আপনি মানতে বাধ্য আব্বা সব আপনার কারণে হয়েছে। নাছির সাহেব নুসরাতকে মুখ ঝামটা

দিয়ে অস্বীকার করলেন তিনি এরকম কিছু করেননি, এতে তার কোনো দোষ নেই। নুসরাত নিজেও বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে মুখ ফিরিয়ে রাখল। শরীরে প্রতিটি শিরা উপশিরা সোজা করে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকে সত্য প্রমাণ করার জন্য। সময় কাটল দু-জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা শুরু হলো। আলগোছে দু-জন

দু-জনকে পাত্তা না দিয়ে গিয়ে বসে পড়ল সোফায়। নুসরাত পায়ের উপর পা তুলে বসতে বসতে পকেট থেকে নিজের সাদা ফ্রেমের চশমা বের করল। চোখে লাগিয়ে ভাব নিয়ে সোজাসোজি হয়ে বসে রইল। নাছির সাহেব নিজেও এরকম করলেন।

মমো আর আহানের আগমন ঘটল তখন দো-তলা থেকে। দূর হতে

বাপ – মেয়ের অদ্ভুত কান্ডকারখানা গুলো লক্ষ করল দু-জন। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে ভ্রু বাঁকিয়ে চলে গেল কিচেনের দিকে। নাজমিন বেগমের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আহান ফিসফিস করে ডেকে ওঠল,"মেজ আম্মু, দেখে যাও মেজ আব্বু আর আপু মিলে ড্রয়িং রুমে কী একটা নাটক জুরে দিয়েছে। নাজমিন বেগম পাত্তা দিলেন না।

নিজের কাজে একান্ত ব্যস্ত হয়ে, বিনা উদ্বেগে আওড়ালেন,”বাপ-মেয়ে যা ইচ্ছে করুক। তোরা দু-জন শুধু দূরে থাক, আর কিছু করিস না। এই উপকারটা কর আমাকে।

আহান নাজমিন বেগমের কাঁধ জড়িয়ে ধরল। মমো নিজেও অন্যপাশ জুড়ে নিল নাজমিন বেগমের। দু-জন সতর্কতা সহিত চোখাচোখি করে নিল। মমো বলে

ওঠল,”মেজ মামনি কিছু একটা গন্ডগোল আছে। নুসরাত আর মেজ মামা মিলে নির্ঘাত কোনো কিছু করেছেন, নাহলে নুসরাত এভাবে চুপ করে বসে থাকার মানুষ না।

নাজমিন বেগম সিঙ্কে বাটির স্তূপ রাখলেন। হাত ভালো করে পানি দিয়ে পরিস্কার করে নিলেন। তোয়ালি হাতে নিয়ে অবশিষ্ট হাতের পানি মুছে অগ্রসর হলেন ড্রয়িং

রুমের দিকে। মমো আর আহান ও পিছু পিছু যেতে শুরু করল। নাজমিন বেগম স্বামীর সামনের সোফায় বসে জিজ্ঞেস করলেন,”কী হয়েছে?নাছির সাহেব আর নুসরাতের সরু দৃষ্টি এক সাথে এসে পড়ল নাজমিন বেগমের উপর। নাজমিন বেগম কপাল কুঞ্চিত করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায়।

নাছির সাহেব একটু সময় নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্ত্রীর দিকে ঘোলাটে চোখে চেয়ে আড়ষ্ট গলায় আওড়ান,”বড় ভাইকে চোর ভেবে নুসরাত লাঠি পেটা করেছে।

নাজমিন বেগম মুখ চেপে ধরলেন। মমো আর আহান আতঙ্কে দু-জনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। ইসরাত পেছন থেকে শঙ্কতি গলায়, আঁতকে ওঠে ডেকে ওঠল,”নুসরাত.!নিজের

দিকে সবার দৃষ্টি অনুভব করতেই নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ঝটপট বলল,”আম্মা আব্বার সব দোষ। এখন আমার উপর চাপাচ্ছেন। উনি আগে শ্রদ্ধেয় আব্বার ভাই ইসরাতের শশুরকে দেখেছেন। আমাকে বলেছেন ওই দেখ চোর। আর আরেকটা কথা আমি আব্বার ভাই ইসরাতের

শশুরকে অত্যাচার করিনি। সব কিছু করেছেন আব্বা।নাছির সাহেব নুসরাতের দিকে চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে বললেন,”কী মিথ্যুক তুমি আম্মা। আমি কখন আগে বললাম চোর? তুমি নিজেই বলেছ আর এখন তোমার নিজের বাপের উপর দোষ চাপাচ্ছো।?

নুসরাত চশমা নাকের ডগায় তুলে নিল। হাতের তালুতে নাক ঢলে বলে

ওঠল,”আব্বা আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি, সত্যি করে বলে দেন সব দোষ আপনার। নাহলে...

নাছির সাহেব শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,

“নাহলে কী?

“নাহলে আপনার সব সম্পত্তি আমি বিক্রি করে দিব। আব্বা সাবধান, নিজের দোষ স্বীকার করুন আর বলুন আমি বাচ্চা শিশু নির্দোষ।

নাছির সাহেবের বিস্ময়ে কোটর থেকে চোখ বের হয়ে আসলো। নুসরাতকে কিছু বলতে নিবেন, সে হাত তুলে থামিয়ে দিল। নুসরাত নাজমিন বেগম আর ইসরাতে পানে চেয়ে নাছির সাহেবের দিকে ইশারা করে বলে ওঠল," বিশ্বাস হলো তো আব্বার সব দোষ। আব্বা এমনি এমনি আমাকে ফাসিয়ে দিয়েছেন। হাহ..!শরতের মেঘলা আকাশ ঘনঘন

মেঘের আবাশে অন্ধকার। নীল দিগন্তে সাদা মেঘের আচ্ছাদন। মেঘেরা ডানা মেলে খেলা করছে আকাশে। বড় বড় সাদা মেঘের ভেলা গর্জন করছে কিছুক্ষণ পরপর। বিদ্যুৎ চমকানো বেড়েছে অনেক বেশি। নীল অম্বরের সাদা মেঘ বৃষ্টি হয়ে নেমে আসলো পৃথিবীতে। উত্তাল পাত্তাল বাতাসের ঢেউ এসে ছুঁয়ে গেল প্রকৃতির নৈস্বর্গিকতাকে।

পানির সংস্পর্শে এসে এতদিনে ঝিমিয়ে পড়া পৃথিবী সতেজ হলো। সবুজ নির্মলতা এসে ছুঁয়ে গেল পৃথিবী। সাদা পর্দার দোদুলীয়মান নৃত্য শুরু হলো। সেদিকে মনোযোগ সহকারে চোখ রেখে হাতের কফি মগে চুমুক দিল আরশ। চোখের সাদা ফ্রেমের চশমা ভেদ করে কালো মণিগুলো অদূরে নিবিষ্ট। হাতের কাছে থাকা ফোন অনীহার

সহিত হাতে তুলে নেয়। চোখ সামনে স্থির রেখে কফির মগে আবার চুমুক দেয়। গম্ভীর মুখ বানিয়ে নিজের পরণের সাদা খোলা শার্টের বোতাম গুলোর দিকে তাকাল।। বুকের বাঁ-পাশে বাঁধা ব্যান্ডেজের দিকে সূক্ষ্ম চোখ বুলায় বিশাল দেহী পুরুষটা।। আলতো হাতে জায়গাটা স্পর্শ করল সে। ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে মৃদু হাসির

ফোয়ারা। পুরুষালি ক্লিন সেভ গালে সৃষ্টি হয় গর্তের। সেটা ধীরে ধীরে আরো বেশি বৃদ্ধি পায়। নিজের মুলেট কাট দেওয়া চুলে হাত বুলায়। কপালে কাছে ছোটো ছোটো পড়ে থাকা চুলগুলো ঠেলে দেয় পেছনে। হাত সরিয়ে নিতেই তা আবারো এসে নিজের জায়গা দখল করে নেয়। আরশ নিজের কাঁধের কাছে আঁচর কাটে। ঘাড়ের কাছে পড়ে

থাকা চুলগুলোতে আলতো হাত বুলায়। কিছু একটা মনে করে হাসে। কানের মধ্যে থাকা এয়ারপড ভিপ ভিপ করে ওঠতেই কানের আশেপাশে আঙুল দিয়ে হাত চালায়। নিজের গম্ভীরত্ব বজায় রেখে নিরেট গলায় শুধায়,"অপাশের অবস্থা কী ইরহাম?ইরহামের কাঁদো কাঁদো কণ্ঠ ভেসে আসে। ফিসফিস করে বলে ওঠে,"ভাই...আরেকবার ভেবে দেখা

যায় না। জীবন মরণের প্রশ্ন! আস্তো গিলে নিবে আমায়।

আরশ বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফেলে। নিজের হাতে থাকা কফি মগ রেখে দেয় নাইটস্টেন্ডে। ওঠে দাঁড়িয়ে সামনের বড় বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে,"কোনো ভাবাভাবির প্রয়োজন নেই, মিসেস ইডিয়টকে তো একটু জ্বালানো যায়।

ইরহাম বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি খায়। এই দুই জামাই বউয়ের পাল্লায় পড়ে তার না আবার জীবন হারাতে হয়। মিনমিন করে মিনতি করে বলে ওঠে,”ভাই এই বাইক ওর শখের। বাইকে আগুন দিলে, আপনার খাতারনাক বউ আমার পেছনে আগুন লাগিয়ে দিবে।

আরশ প্রখর নিঃশ্বাস ফেলে। বিরক্ত হয় ইরহামের এত কথায়। দাঁতে

দাঁত চেপে, চোয়াল শক্ত করে, কিড়মিড়িয়ে ডেকে ওঠে,”ইরহাম!

ইরহাম গলার কাছে কান্না আটকে বলে ওঠে,“জিইই ভাই।

আরশ হেঁটে বারান্দার রেলিঙের উপর হাত চেপে ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায়। বাসার নিচের বিলাসবহুল পুলের দিকে চোখ রেখে শুধায়,” আমি যা বলছি তুই করতে পারবি নাকি আমি অন্য ব্যবস্থা করব?

ইরহাম কপালে নিজের হাত দিয়ে দুটো থাপ্পড় দেয়। নিজের হতভাগা কপাল দেখে নিজেরই বিরক্ত লাগছে। মিনমিন করে উত্তর দিতে যাবে, তার আগেই আরশ দাঁতে দাঁত চেপে ডেকে ওঠে,"ইরহাম!

ইরহাম নড়েচড়ে বসে। গভীর শ্বাস টেনে নিজের ভিতরে নিয়ে নেয়। অত্যন্ত দুঃখী আওয়াজে, নিজের

অপগারতা লুকিয়ে বলে ওঠে,”জিইই ভাই!

আরশ রাগী কণ্ঠে শুধায়,

“জি ভাই কী? আমি এটা শুনতে চাইছি?

ইরহাম ইতস্তত কণ্ঠে বলে ওঠে,

” আমি বলতে চাইছি ভাই বিকেলের ভেতর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আরশ কাটখোট্টা গলায় বলে,

“ওই বাঁচাল মহিলাকে চারটার সময় নিয়ে ফুটবল মাঠে উপস্থিত থাকিস নাহলে...

ইরহাম তাড়াহুড়ো করে বলল,” জানি ভাই জানি! আমি উপস্থিত হয়ে যাব ঠিক টাইমে। এভাবে ধমকি দাও কেন?

আরশ কথা না বলে ইরহামের মুখের উপর ফোন রেখে দিল। ফোন ঢিল মেরে বেতের সোফায় রেখে

প্রলুব্ধ শ্বাস ফেলল। আরশের শান্তিতে ভাটা দিতে হেলেদুলে আগমন ঘটল মাহাদির। আরশের খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে হে হে করে হেসে ওঠল। শুধুমাত্র আরশকে জ্বালানোর জন্য। ব্যঙ্গাত্মক হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল বেতের সোফার উপর। পুরুষালি ভারী ওজনের শরীর বেতের সোফাটায় পড়তেই শব্দ করে নিজের জায়গা

থেকে সরে গেল তা। মাহাদি হাসি থামিয়ে কিছু একটা ভেবে নিজের মুখ গম্ভীর করে নিল। তর্জনী আঙুল তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে ওঠল,”ও আমার দায়িত্ব বুঝেছিস, এর বেশি কিছু না, বেশি কথা বললে একদম জানে মেরে ফেলব তোকে। তোর দায়িত্বের অবস্থা কী? বেচারি বুঝল না কোন হিংস্র নেকড়ের গুহায় পা ফেলেছে।

নেকরের বুকে একদম গুলি মেরে দিল। ওয়াহ..! তোর বউয়ের সাহস আছে বলতে হবে।আরশ চুপচাপ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। পকেট থেকে চুইংগাম বের করে তা আলগোছে মুখে ঢুকিয়ে নিল। মাহাদিকে নিজের রাগ না দেখানোর বৃথা প্রচেষ্টা করল। কিন্তু মাহাদি আরশের পিছু ছাড়ল না। আবারো জ্বালানোর চেষ্টা করতে উদ্যত্ব্য

হতেই আরশ শিকারী নয়ন তার দিকে নিক্ষেপ করল। মাহাদি ভয় পাওয়ার মতো দু-হাত সামনে এনে বলে ওঠল,”প্লিজ ভাই এরকম করে তাকাস না, আমি পিউর ভার্জিন একটা ছেলে। তোর এই খবিসের মতো চোখের চাহনি আমার পিউর ভার্জিনিটির রফাদফা করে ফেলবে। নজর ঠিক কর শালা লুচ্চা পোলা!

আরশ কথা বলল না। চুপচাপ চেয়ে রইল সামনের দিকে। মাহাদি নিজের বুকে হাত আড়াআড়ি বেঁধে বলল,”তোর বউয়ের দিকে এমন দৃষ্টি দিস। যেভাবে তাকাচ্ছিস মনে হচ্ছে, আমার মতো ছোট নাদান বাচ্চাটাকে চোখ দিয়েই প্রেগন্যান্ট বানিয়ে ফেলবি?আরশ কথা বলল না। চোখ স্থির রেখে চুপচাপ এসে মাহাদির সামনে বসল পায়ের উপর

পা তোলে।। গম্ভীর মুখ ভঙ্গি করে আরাম করে শুনতে লাগল মাহাদির হাসাহাসি। মাহাদি হাসতে হাসতে বলল,”তোর বউয়ের দিকে তুই তাকাবি। তাকিয়েই বা কী হবে! না তাকিয়েই তো বেচারিকে চোখ দিয়ে তুই ইভটিজিং করে ফেলিস।

আরশ এবার রাগী কণ্ঠে ডেকে ওঠল,

“মাহাদি..!

মাহাদি জি জি করে ওঠল। আরশ কটমট করে বলল, “আমার হাতে মার খেতে চাস?

মাহাদি নিজের দু-কাঁধ ঝাঁকাল। নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে আওড়াল,” তোর মতো মোষের হাতে মার খাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

আরশ কিড়মিড়িয়ে বলল,

“তাহলে মুখ বন্ধ রাখ!মাহাদি শ্রাগ করল। ঠোঁট টিপে একটু হাসল।

একটুক্ষণ চুপ থেকে আবারো নতুন উদ্বেগে আরশকে জ্বালানোর জন্য বলে ওঠল,”আমি ছোটো মানুষ মুখ বন্ধ করে নিব। এই যে জিপার টানলাম মুখে। তার আগে একটা কথা বল!

আরশ কপাল কুঞ্চিত করে ইশারা করল জিজ্ঞেস করার জন্য। মাহাদি মৃদু আওয়াজে জিজ্ঞেস করল,”আমি কথা বললেই তোর যত সমস্যা,

তোর বউ তো পুরোদিন বাঁচালদের প্যা প্যা করে কথা বলে, মুখ একমুহূর্তে জন্য বন্ধ করে না, মানুষ কথা না শুনলেও জোর করে বেঁধে তার কথা শোনায়। যখন তোর সাথে কথে বলে তখন তুই নিজেও উপরে উপরে ভাব নিলেও ভেতরে ভেতরে হা করে গিলস ওর কথা, তোর বউয়ের বেলা তাহলে ভিন্ন প্রন্থা কেন?

আরশ নির্বিকার চিত্তে চেয়ে রইল মাহাদির দিকে। নিজের বলিষ্ঠ পুরুষালি হাত জোড়া কোলের উপর রেখে মটমট করে শব্দ করল। গম্ভীর গলায় বলল,”তুই আমার বউ না। মাহাদি ব্যথিত নয়নে তাকায় আরশের দিকে। দুঃখ পাওয়ার ভান করে হাত দিয়ে ডেকে নেয় নিজের চোখ। মিনমিন করে বলে,”হ্যাঁ হ্যাঁ ও বউ! বউ গুলি করে মেরে ফেললেও

তা মিষ্টি, আর আমি কিছু বললেই তা তিতা।

আরশ গম্ভীর গলায় হাসল। নিজস্বতা বজার রেখে, রাশভারী গলায় আওড়ায়,”তা তুই ঠিক বলেছিস।

মাহাদি তড়াক করে আরশের চোখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তীক্ষ্ণ চোখ আরশের উপর নিচে বুলিয়ে প্রশস্থ গলায় চ্যাঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল,”নুসরাত যখন তোকে গুলি

করছিল, তা তোর কাছে মিষ্টি লাগছিল? মরার ভয় হয়নি?

আরশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। উপর নিচে মাথা নাড়িয়ে মাহাদির কথায় সায় জানাল। মাহাদির শোনার মতো করে বলল,"মেয়েটার সবকিছুতেই মিষ্টতা ভাব আছে। মাহাদি সুযোগের সৎ ব্যবহার করে জিজ্ঞেস করল,"সর্দির মধ্যে ও?

আরশ অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করল না মাহাদির প্রশ্ন। উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে রাশভারী আওয়াজে বলল," হু!

মাহাদি নিজের হাসি কোনো মতে আটকে রেখে জিজ্ঞেস করল,"তুই খেয়েছিস?

গুরুগম্ভীর পুরুষালি পুরু স্বরে আরশের প্রশ্নের উত্তর এলো,"হু!

মাহাদি বেতের সোফা থেকে মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে চেয়ে আরশের উদ্দেশ্যে বলল,"কী খাইষ্ঠা তুই! ওয়াক,,, বউয়ের সর্দি খেয়ে নিয়েছিস?

আরশ শ্রাগ করল। নিজের জায়গায় বসে থেকে নির্লিপ্ততার সহিত স্বীকারক্তোতি দিল। মাহাদির প্রশ্নে তার ভাবাবেগ হলো না। যা বলার বলুক। আরশ মাহাদির বকবকানিতে

কান দিল না।নিঝুম দুপুরে আবারো ব্যথা শরীর নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলেন হেলাল সাহেব। ঝিরেঝিরে বৃষ্টি পড়ায় কপালের উপর সাদা কালো কিছু চুল পড়ে আছে। হাত দিয়ে ভেজাচুল স্পর্শ করতে গেলেন তখনই কাঁধে আরেক হাত চেপে আর্তনাদ করে ওঠলেন। চোখ খিঁচে নিয়ে নিজের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন ভরের আশায়।

কিচেন থেকে ধুপধাপ পায়ে কারোর এগিয়ে আসার শব্দে পুরুষালি শরীরটা দেয়ালের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়ালেন। বোঝার উপায় নেই মেরুদণ্ডের হাড়ের ব্যথায় মধ্য বয়স্ক লোকটা প্রায় ভঙ্গুর। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নিজের পিঠে চিনচিনে ব্যথার অনুভূতি হলো। দাঁতে দাঁত চেপে নাছির সাহেবকে মনে মনে গালি

দিলেন,”অসভ্য, খবিস। নিজের ভাইকে অত্যাচার করে। গাধা এক একটা!লিপি বেগম কিচেন থেকে এসে স্বামীকে সামনে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক দেখে ভ্রু বাঁকালেন। কী এমন হলো তার গুণোধর স্বামী, যিনি সবসময় সবাইকে চিন্তা প্রধান করেন আজ তার মুখেই চিন্তা। বিষয়টা আশ্চর্যজনক লাগছে লিপি বেগমের নিকট। কাছে এগিয়ে এসে

স্বামীকে কিছু বলতে নিবেন, কথা কেটে দিলেন হেলাল সাহেব। আদেশ দিয়ে বললেন,”গরম পানি নিয়ে এসো। কোমর ব্যথা করছে।

নিজের আদেশ জারী করে কোমরে এক হাত চেপে উপরে ওঠে গেলেন। কোমড়ের হাড্ডির মটমট শব্দে মনে হলো এক্ষুণি তা ভেঙে হাতে চলে আসবে হেলাল সাহেবের। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না, তিনি ভালোই

নিজের রুম পর্যন্ত চলে গেলেন। দিব্বি আরাম করে শুয়ে পড়লেন ও বিছানায়, তবুও হাড্ডি হাতে আসলো না।

কিৎকাল অতিবাহিত হওয়ার পর লিপি বেগম মাথা ওড়না টেনে রুমের ভেতর প্রবেশ করলেন। গরম পানির পট এগিয়ে দিলেন হেলাল সাহেবের দিকে। ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন,"সুন্দরী সতিন আনতে

গেলেন আমার জন্য, কোথায় আমার সেই সুন্দরী সতিন?হেলাল সাহেব স্ত্রী ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলা কথা শুনে হাসলেন গা দুলিয়ে। হাসতে গিয়ে ঠিকভাবে গা দোলাতে পারলেন না, পিঠের ব্যথায়। চোখ খিঁচে নিয়ে বললেন,"এক শাকচুন্নি মহিলাকে সামলাতে পারছি না আবার নিয়ে আসব আরেক শাকচুন্নি। এটা ভাবাই তো আমার নিকট বিলাসিতা!

লিপি বেগম স্বামীর পিঠের দিকে তাকিয়ে থেকে চাপড় মারলেন। হঠাৎ ব্যথা স্থানে জোরে হাতের চাপ পড়তেই না চাইতে ও আর্তনাদ বের হয়ে আসলো হেলাল সাহেবের মুখ দিয়ে। লিপি বেগম ঠোঁট টেনে হাসলেন। আবারো একই জায়গায় চাপড় মেরে, স্থির দৃষ্টি স্বামীর পানে নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন,"তা নায়ক সেজে বের হয়ে গেলেন, আর

দেখি ফিরে আসলেন চোর সেজে। ব্যাপার কী?

হেলাল সাহেব খ্যাক করে ওঠলেন। স্ত্রীর দিকে নিজের ক্ষিপ্ত চাহনি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন,"কোন সাহসে আমাকে তুমি চোর বললে লিপি?লিপি বেগম সে কথার উত্তর দিলেন না। বুঝলেন এই বিষয়ক কথা বলতে গেলে পানি বেশি গড়াবে। তাই বুদ্ধিমানের মতো

আলগোছে কথা কাটিয়ে দেওয়ার তার কাছে ভালো মনে হলো। তখনো স্বামীকে জ্বালানোর চিন্তা রইল মাথায় অটল। তাই ব্যগ্রতা নিয়ে বলে ওঠলেন,”সতিন নিয়ে আসতে গেলেন, সতিন কোথায়? আমার ছেলেদের নতুন মা দেখার জন্য আমি অধীর আগ্রহে আপনার পথ চেয়ে বসে ছিলাম। আর এখন

দেখি, আপনাকে মানুষ উত্তম মাধ্যম দিয়ে পাঠিয়েছে।

হেলাল সাহেব নিজের শরীরে ভাপ দিতে দিতে নড়েচড়ে অন্য পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। তিক্ততায় পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠলেন,"মানুষ আমাকে উত্তম-মাধ্যম দিবে কেন? আমি মানুষের কোন ভাড়াভাতে ছাই ফেলেছি?

"আমি সেটা বলতে চাইছি না...

” তাহলে তুমি এক্সেক্ট কী বলতে চাইছ লিপি?

“আমি মনে করেছি, আপনি আমার জন্য সতিন বাছাই করতে গিয়ে কয়েক ঘা খেয়ে এসেছেন।,মহিলা মানুষকে উত্যক্ত করার দায়ে..!কথা শেষ করে ঠোঁট চেপে হেসে ওঠলেন লিপি বেগম। হেলাল সাহেব তড়াক করে পাশ-ফিরে তাকালেন স্ত্রীর দিকে। আওয়াজে শক্ততা এনে

বললেন,”অনেক বেশি মিস করছ মনে হচ্ছে তোমার সতীনকে?

লিপি বেগম নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন,

” জি!

হেলাল সাহেব মন ভুলানো হাসলেন। মাথার নিচে এক হাত রেখে শুয়ে চোখ বন্ধ করে মুখ দিয়ে ব্যথাতুর শব্দ বের করলেন। গম্ভীর মুখে আওড়ালেন,” তাহলে যাও তোমার সতীনের কাছে। তোমার

সতীনকে শেওড়া গাছে রেখে এসেছি, আর বলেছি তার বান্ধবী আমার বাড়িতে বসে আছে। একটু অপেক্ষা করতে, কিছুক্ষণের মধ্যে সে তার কাছে পৌঁছে যাবে। এখন যাও তোমার সতীনের কাছে। শেওড়া গাছের মগডালে বসে তোমাকে মিস করছে তোমার সতীন।।লিপি বেগম ক্ষুব্ধ চোখে স্বামীর দিকে চাইলেন। রুঢ়

আওয়াজে জিজ্ঞেস করলেন,”আপনি আমাকে পেত্নী বললেন?

হেলাল সাহেব অস্বীকার করলেন। ঠোঁট উল্টে না বোঝার মতো করে বললেন,”পেত্নী বলিনি, শুধু শেওড়া গাছের শাকচুন্নি বলেছি। তুমি নিজেই নিজেকে পেত্নী বলেছ, আমার কী দোষ এতে? তাহলে তুমি নিজেই মনে করো তুমি উন্নত

জাতের একজন পেত্নী। আমি আর কী বলব?

লিপি বেগম রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রায়,চোখ ছোট ছোট করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লেন স্বামীর উদ্দেশ্যে,"আমি শাকচুন্নি, পেত্নী?"তা আর বলতে।

হেলাল সাহেব কথা শেষ করেই আরাম করে চোখ বন্ধ করে নিলেন। আর একটা কথা বলার ইচ্ছে পোষণ

করলেন না। এবার একটু শান্তি লাগছে তার। তাকে জ্বালাতে আসছে লিপি। এবার লিপি বুঝবে কত ধানে কত চাল।ঝিরিঝিরি বৃষ্টি থেমেছে অনেক আগে। আকাশ এখনো মেঘের আড়ালে ঢাকা। হয়তো আবার সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি হবে। নুসরাত ইরহামের সাথে কাঁধ মিলিয়ে বাহিরে বের হতে হতে আড় চোখে তাকাল গ্যারেজের দিকে।

ইরহামের তাড়ায় পেছনে ভালো করে দেখতে পারল না। দ্রুত পা চালিয়ে সামনে যেতে যেতে নুসরাত ইরহামকে জিজ্ঞেস করল,”কোথায় যাচ্ছি আমরা?

ইরহাম মৃদু স্বরে আওড়াল,

“গেলেই দেখতে পাবি।রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় স্যাঁতস্যাঁতে পানির স্পর্শ পাওয়া গেল। নিজের থেকে দু-ইঞ্চি লম্বা জুতো কাদার সাথে

মিলে মিশে একাকার হলো। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হোয়াইট কালার হ্যালো কিট্টির টি-শার্টের ও কাদা লাগল। নুসরাত এক হাত দিয়ে নিজের কাপড় থেকে কাদা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করল," এক্সেক্ট বল কোথায়?

ইরহাম কথা বলল না। তাই নুসরাত ইরহামের দিকে কপাল কুঞ্চিত করে তাকাল।। ইরহামের চোখ অনুসরণ

করে সামনের দিকে তাকাতেই অজানা ভয়ে ভেতরে কিছু একটা শঙ্কিত হলো। সৌরভিকে বারান্দায় দাঁড়ানো দেখে হা করে ওইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইরহাম। নুসরাত ইরহামের হাত চেপে ধরতেই কেঁপে ওঠল পুরুষালি শক্ত সামর্থ শরীরটা। নুসরাতকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে অবলোকন করতে দেখে চোখ সরিয়ে নিল। আশেপাশে

চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটতে নিবে নুসরাত শক্ত করে হাত চেপে ধরল। ইরহাম পিছু ফিরে ভ্রু বাঁকাতেই, নুসরাত ঠোঁট কামড়ে, মলিন কণ্ঠে নিষেধাজ্ঞা জারী করল,"মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল ইরহাম। ও তোর কখনো হবে না। আবেগ হোক আর গভীর কোনো অনুভূতি হোক বাড়ার আগে সরিয়ে ফেল। নাহলে ভবিষ্যতে তোকে কষ্ট পেতে হবে।

ইরহাম কথা বলল না। চুপচাপ হেঁটে সামনে অগ্রসর হলো। নুসরাতের হাত তখনো তার হাতের মুঠোয়। নুসরাতকে হাঁটতে না দেখে ইরহাম জোরে টান দিল। নুসরাত হুমড়ি খেয়ে সামনে আসতেই, ইরহাম নিজের বাহুতে নুসরাতকে নিল। নুসরাতের চোখের দিকে হালকা ঠোঁটে হাসি আনল। মোলায়েম কণ্ঠে

নিজের সাফাই গাইল,”সেরকম কিছু না।

নুসরাত নিজেও শক্ত কণ্ঠে বলল, “নাহলেই সবার জন্য মঙ্গল। বিশেষ করে তোর জন্য।

এই একটু পথ আসতে আসতে নুসরাতের পায়ের গোড়ালি, টিশার্ট, জুতো সব কাদার সাথে মাখামাখি খেল। ফুটবল খেলার মাঠে পৌঁছাতেই ঝুঁকে কাপড় পরিস্কার

করতে লাগল। ঠোঁট কামড়ে মুখ দিয়ে ‘চ’ সূচক শব্দ উচ্চারণ করে সে।

নিজের পেছনে কারোর উপস্থিতি পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুটো কালো মণির মালিকের চোখের সাথে। ম্যানলি মাস্কি পারফিউমের সুগন্ধি নাক চিড়ে ভেতরে প্রবেশ করল। কানে আসলো পুরুষালি গম্ভীর

স্বর,”মিসেস..!নুসরাত চোখ সরিয়ে নিয়ে ঝটপট আরশের থেকে দু-পা পেছনে সরে গেল। আরশকে সেখানে দাঁড়ানো দেখে কোনো ভাবাবেগ হলো না তার। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। আরশ গম্ভীর গলায় শুধাল,”ভয় করছে না?

নুসরাতের নিরুদ্বেগ গলায় প্রশ্নের উত্তর আসলো,

“না।

আরশ সঠান হয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত ঢোকাল আরাম করে। ঠোঁট বাঁকাতেই পুরুষালি ক্লিন সেভ এক গালে গর্তের সৃষ্টি হলো। নুসরাতের দিকে নির্বিঘ্নে এক পা দু-পা করে এগিয়ে গিয়ে একদম সন্নিকটে দাঁড়াল। নিজেদের ভেতরের শরীরের দূরত্বটুকু মেটাল না। কানের কাছে

ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিসে আওয়াজে জিজ্ঞেস করল,” কষ্ট হয়নি মিসেস? নুসরাত নির্বিকার চিত্তে চেয়ে রইল। প্রখর গরম শ্বাস ফেলে, নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,”একদম না। বুকের বাঁ-পাশে আলাদা এক ঠান্ডা নেমে এসেছিল, আপনাকে কষ্ট পেতে দেখে।গম্ভীর গলায় আরশ হাসল। নিজেদের ভেতরে দূরত্ব বাড়াতে সরে গেল নুসরাতের থেকে।

নুসরাতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মন ভুলানো হাসি দিল। ইরহাম নুসরাতের পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সবকিছু লক্ষ করছিল। আরশ হঠাৎ নুসরাতকে সামনের দিকে ইশারা করল তাকানোর জন্য। নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে সামনে তাকাতেই চোখে ভেসে ওঠল নিজের অতি প্রিয় বাইক। দ্রুত পদক্ষেপে পা বাড়াবে সেদিকে আরশ হাত ধরে

থামিয়ে দিল তাকে। নুসরাত ভ্রযুগল কুঞ্চিত করতেই, আরশ ঠোঁটে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে নিজের পকেট থেকে দিশলাই বের করে ছুঁড়ে মারল বাইক যেখানে রাখা ওখানে। কেরাসিন ঢালা ছিল বাইকের চারপাশে, সামান্য আগুনের সংস্পর্শে দপদপ করে লাল শিখার লেলিহান রশ্মি দাবালনের মতো জ্বলে ওঠল চারিদিকে। নুসরাত স্থির চেয়ে রইল

আগুনের ভেতর পুড়তে থাকা বাইকের দিকে। বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠল। ঢোক গিলে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার বৃথা চেষ্টা করল। আরশের দিকে চাইতেই আরশ ঠোঁট কামড়ে হাসল। নুসরাত নিজেও হাসল। বুকের বাঁ-পাশে হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে আওড়াল,"উপস, কষ্ট পেলাম কাজিন ব্রাদার!আরশের দিকে এগিয়ে

আসলো নুসরাত মুখে হাসি ঝুলিয়ে। হাত তুলে আরশের সাদা শার্টের কাঁধ ঝেড়ে ময়লা পরিস্কার করে দিল। বুকের যেখানে গুলি করেছিল সেখানে হাত রেখে মুখ ব্যথাতুর করে দুঃখ প্রকাশ করল। ওই জায়গায় আঙুল স্থির রেখে ফিসফিস করে বলল,"কাজিন ব্রাদার, ওইদিকে দেখুন।আরশ নুসরাতের ইশারা অনুযায়ী নিজের বিপরীত পাশে চোখ

ফিরাতেই অক্ষিকোটরে ভেসে ওঠল ব্ল্যাক কালারের মার্সিডিজ বেঞ্জ । চোখ গাড়ির উপর থেকে সরানোর আগেই তাতে দপদপ করে আগুন ধরতে লাগল। দু-পাশের আগুনের শিখা এতো তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল দেখে মনে হলো নিমেষে তা আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে। নুসরাত আরশের বুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কাঁধ থেকে আবারো ময়লা ঝেড়ে নেওয়ার মতো

করল। পুরুষালি চোখ জোড়া এখনো নিবিষ্ট দূরে নিজের গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে। বিস্ময়ে পুরুষালি আঁখিযুগল কোটর থেকে বের হওয়া শুধু বাকি।

নুসরাত আরশের বলিষ্ঠ হাত জোড়া নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিল। নিজের ভেতরে প্রশ্ন জাগল, বেটা কী দুঃখে অজ্ঞান হয়ে যাবে, নাকি ধুপ করে মাটিতে পড়ে কান্নাকাটি

করবে। তারপর আবার নিজেকে শুধরে দিল, এই বেটা হৃদয় এত দূর্বল না, যে অজ্ঞান হয়ে যাবে,আর কান্নাকাটি করবে মাটি চাপড়ে। আরশের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নুসরাত তার হাত থেকে কালো বেল্টের রোলেক্স সাবমেরিনের ঘড়িটা আলগোছে খুলে নিল। হাতে নিয়ে তা ভালো করে উল্টেপাল্টে দেখল। নিজের কাছে মনে হলো

একটা অকেজো জিনিস। ঠোঁট চোখা করে সেটা কিৎকাল অবলোকন করল, যদি বিশেষ কিছুর সন্ধান পায়। কিন্তু কোনো কিছুর সন্ধান না পেয়ে বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে অনিহা নিয়ে ঢিল মেরে তা ও আগুনের শিখার মধ্যে ফেলে দিল।

আরশ হতবিহ্বল চাহনি নুসরাতের দিকে নিক্ষেপ করল। পুরুষালি শক্ত, রাগী চোখের চাহনি নিজের উপর

উপনব্ধি করে, নুসরাত বোকার মতো আরশের পানে চাইল। এমন ভাব নিল যে, সে কিছুই বুঝে না। এখানেই কী হচ্ছে তা তার মতো বাচ্চার বোঝার বাহিরে। নুসরাত আরশের থেকে দূরে সরে যেতে যেতে আওড়ায়,"আশা করি আজকে রাতে অনেক ভালো ঘুম হবে মিস্টার ব্রাদার।নুসরাত এই কথাটুকু শেষ করে নিয়ে পা বাড়াল বাড়ির দিকে।

ইরহামকে বগলদাবা করে যখন সামনে অগ্রসর হলো তখন নাকের পাটা ফুলিয়ে কিড়মিড়িয়ে বলল,”বাড়িতে পৌঁছাতে দে শালা সাউয়া, তোর ব্যবস্থা আমি নুসরাত নাছির নিচ্ছি।

ইরহাম নিষ্পাপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “আমি কী করছি বোন? আমার উপর রাগ করছিস কেন?

নুসরাত ইরহামের কাঁধে নিজের চোখ চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে প্রশ্ন করল,”তুই কী করেছিস জানিস না? শাআলা!!ইরহামের দু-পাশে মাথা নাড়াল না ভঙ্গিতে । বোঝাতে চাইল সে জানে না, কী করেছে! নুসরাত ইরহামের পিঠে দুটো কিল বসিয়ে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ইরহামের পিঠ। জড়িয়ে ধরে ঢুলে ঢুলে সামনের দিকে অগ্রসর হলো।

গভীর শোকে আহত প্রাণির ন্যায় হাঁটল ইরহামের উপর ভর দিয়ে। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো এক্ষুণি মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।। চোখের ভেতর পানি টলমল করল গড়িয়ে পড়ার জন্য। নুসরাত চোখের পাপড়ি ঝাপটাল। চোখের পাপড়ি ঝাপটানোর ফলে জলদ্বারা নিমেষে উধাও হয়ে গেল অক্ষিকোটরে। ইরহাম নুসরাতের পিঠে হাত বুলিয়ে

দিয়ে বলল,”এ্যা কাঁদে না, কাঁদে না আমার বুড়ো বাচ্চা। এ্যা কাঁদে না, কাঁদে না..!নুসরাত নিজের আবেগ সামলে ইরহামের পিঠে হাত রেখে নাকি স্বরে বলল,”আমি কাঁদছি না।

দু-জন যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেল তখন আরশের রাগের বিস্ফোরণ ঘটল মাহাদির উপর। মাহাদি ঠোঁট টিপে হেসে বলে ওঠল,”যাই বলিস আরশ,

আমি যদি তোর বউটার দেখা আগে পেতাম, বিশ্বাস কর ভাই, তুই বিয়ে করার আগে আমি কিডন্যাপ করে তোর বউকে বিয়ে করে নিতাম।কথা শেষ করে আরশের দিকে চোখ রাখতেই মাহাদি দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে না করল সে এটা বলতে চায়নি, মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। ঠোঁট দু-হাতে চেপে ধরল। উপলব্ধি হলো ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে

ফেলেছে। যতক্ষণে পালানোর চিন্তা মাথায় আসলো, ততক্ষণে তার কলার আরশের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। আরশ রাগী চোখে চেয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে জিজ্ঞেস করল,"আমার বউকে বিয়ে করে নিতি?

মাহাদি দু-পাশে মাথা নাড়াল। অপরাধীর মতো মুখ বানিয়ে উত্তর দিল,"মজা করছিলাম ভাই।

আরশ মাহাদির কলার টেনে ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসলো। কলারে ধরা হাত ধীরে ধীরে আরো বেশি জোরালো হলো। দাঁতে দাঁত চেপে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে ওঠল,"কিন্তু আমি তো এটা সিরিয়াস নিয়ে নিয়েছি। এখন কী হবে?বাড়ি ফিরেই নুসরাতের কান্নাকাটি শুরু হলো। যেরকম সেরকম কান্না নয় সোফার মধ্যে মুখ চেপে কান্না। কোনো শব্দ

হলো না। সবাই শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল। ইরহাম সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পিঠে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,”হয়েছে, আর কান্নাকাটি বন্ধ কর।

নুসরাত ইরহামের সান্ত্বনা বাণী কানে তুলল না। নিজের গা থেকে ইরহামের হাত সরিয়ে ঝাড়ি মেরে বলল,”তোর পশ্চাৎদেশে লাত্তি মেরে

এখান থেকে বের করার আগে, তুই ভালোয় ভালোয় বের হয়ে যা।

নুসরাতের কথায় ইরহাম কিছু মনে করল না। ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। নুসরাতকে একা থাকার সুযোগ করে দিয়ে, দো-তলায় মমোর সাথে কথা বলতে চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা নাছির সাহেব জরুরি তলব দিলেন নুসরাতকে। না চাইতেও নুসরাতকে মুখ ফুলিয়ে

ওঠে আসতে হলো সেখান থেকে। সোফায় অনেকক্ষণ মুখ চেপে ধরে রাখায় মুখে লাল লাল দাগ পড়ে গেছে। চোখগুলো কান্নার জন্য লাল হয়ে টইটম্বুর হয়ে আছে। কারোর সাথে বাক্য ব্যয় করল না, সবাইকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দো-তলায়।

নাজমিন বেগম নুসরাতকে মুখ ফুলিয়ে চলে যেতে দেখে ইসরাতের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, “কী

হয়েছে? চোখগুলো ওরকম হয়ে আছে কেন?

ইসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে বলে ওঠল," ভাইয়ার সাথে ঝগড়া হয়েছে তাই মুখ ফোলাচ্ছে।

নাজমিন বেগম মাথা নাড়ালেন। কিচেনে যেতে যেতে ইসরাতকে ও ইশারা করলেন চলে যাওয়ার জন্য।

ইসরাত চলে যেতেই নিজের ফোন কিচেন কাউন্টার থেকে নিয়ে কল

করলেন লিপি বেগমকে। প্রথম রিং হতেই কল পিক করে ফেললেন তিনি। নাজমিন বেগম বললেন,”হ্যালো! আপা?

লিপি বেগম নিজেও ঝটপট উত্তর দিলেন,

“হ্যাঁ আমি, তোকে ফোন দিতেই যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে দেখি তুই ফোন দিয়ে দিয়েছিস।

নাজমিন বেগমের কপালে ভাঁজ পড়ল। ঠোঁট টিপে চিন্তিত গলায় শুধালেন,” কিছু কী হয়েছে আপা?

লিপি বেগম উত্তর দিলেন,

“তেমন কিছু না। আরশ একটু রাগ করেছে।

লিপি বেগম একটু সময় থেমে শুধালেন,” তোর ওখানে কোনো সমস্যা হয়েছে?

নাজমিন বেগম হালকা হাতে কপাল টিপে উত্তর দিলেন,”আপা, আমার মনে হচ্ছে আরশ আর নুসরাত মিলে কিছু একটা করেছে।

লিপি বেগমের কপালে গাঢ় ভাঁজ পড়ল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন,”আমার ও মনে হচ্ছিল। রাগে হিসহিস করছিল। আর মাহাদির ও...কথাটা বলতে বলতে থেমে গেলেন। হেলাল সাহেব

ওনাকে ডাকছেন পেছন থেকে। লিপি বেগম প্রতিত্তোরে আসছি বললেন। নাজমিন বেগমের উদ্দেশ্যে মলিন গলায় বললেন,”তোকে পরে ফোন দিচ্ছি মেজ, আর একটা কাজ করিস নুসরাতের উপর নজর রাখিস আর আমি আরশের উপর নজর রাখব। আমারটার মতিগতি ঠিক লাগছে না। কখন কী করে বসে

থাকে, তা বলা যায় না! তোর ভাই ডাকছে, পরে কথা বলব নাজমিন।

নাজমিন বেগম ঠিক আছে বলতেই লিপি বেগম তাড়াহুড়ো করে ফোন কেটে দিলেন। মোবাইল হাতে রেখে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করতে লাগলেন। আকস্মিক মাথায় আসলো আপা মাহাদির কথা কিছু একটা বলছিলেন, ওর কী হয়েছে?নাছির মঞ্জিলে আবারো গভীর সভা বসেছে।

গভীর সভায় কোনো কথা হচ্ছে না নিশ্চুপ বসে সবাই প্রহর গুণছে। ইসরাত ঘড়ির পানে একবার চেয়ে সময় দেখে নিল। সন্ধ্যা ছয়টা পঞ্চাশ। দীর্ঘ শ্বাস ফেলে টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। যা বুঝল আজ এভাবেই বসে থাকতে হবে। নুসরাত কিছু একটা আঁকাআঁকি করছে এ-ফোর-সাইজের পেপারে। ইসরাত উঁকি দিয়ে দেখতে চাইল

তা, তার আগে নুসরাত আতঙ্কিত হাতে লুকিয়ে ফেলল কাগজ নিজের হাতের মুঠোয়। ইসরাত এক ভ্রু উঁচু করে বোনের উদ্দেশ্য প্রশ্ন ছুঁড়ল,”ওসব কী!

নুসরাত না বোঝার ভান করল। ফিসফিসিয়ে শুধাল,”কী-সব কী?

ইসরাত কথা বাড়াল না। চুপটি করে বসে রইল। বাহির থেকে ইন্টারকম বাটনে চাপ দেওয়ায় বেল বেজে

ওঠল। ইসরাত ওঠে দেওয়ালের কাছে গেল। ইন্টারকম হ্যান্ডপিস হাতে নিয়ে কানে লাগাতেই জায়িনের মোলায়েম কণ্ঠ ভেসে আসলো,”ইজ এনিওয়ান লিসেনিং?

ইসরাত মৃদু আওয়াজে উত্তর দিল,“জি শুনছি।

জায়িন গলা খাঁকারি দিল। মৃদু কণ্ঠে বলল,

“গেট খুলুন ইসরাত। আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

ইসরাত দেয়ালে মাউন্টেড ইন্টারকম হ্যান্ডসেট লাগিয়ে রাখল। ঠোঁট টিপে কিছু বলার পূর্বে দেখল নাছির সাহেব আর নুসরাত দু-জন একসাথে বসে মোবাইলে কিছু একটা করছে। সে এগিয়ে যেতেই দেখল দু-জন বাড়ির বাহিরের সিসি ক্যামেরা চেক করছে। আরো একটু

কাছে যেতেই দেখল নুসরাত ফিসফিসিয়ে বলছে,” আব্বা এত কম জিনিস নিয়ে এরা কী করতে আসছে? একবার দেখুন মাত্র বিশ প্যাকেট মিষ্টি আর শুধু ফল চার পাঁচ জাতের। এই ঘরে যে এত মানুষ আছে তারা কী জানে না?

ইসরাত পেছন থেকে তেরছা স্বরে বলে ওঠল,

“মাত্র চারজন মানুষ, এত বেশি তো না।

নুসরাত বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফেলল। অভিযোগ করার মতো করে বলল,” উফ আব্বা, এই মেয়েকে সরান। এর জন্য আমি ঠিক মতো মানুষের ব্যাপারে কথা বলতে পারিনা।

ইসরাত নুসরাতকে ঠিক করে দিয়ে বলল,“ওইটা কথা বলা বলে না,

মানুষের পিঠ পিছে তার নামে পরনিন্দা করা বলা হয়।

” যা আমরা পরনিন্দা-ই করলাম, তোর এখানে কী? যা তোর শশুর আর আব্বার শ্রদ্ধেয় ভাই এসেছেন তাদের আপ্পায়ন কর।

ইসরাত ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। কোমরে এক হাত চেপে ধরে বলল,”ফর ইউ্যের কাইন্ড

ইনফরমেশন, আমার একার শশুর নয় আপনার ও শশুর উনি।

নুসরাত কাঁধ ঝাঁকাল। অবজ্ঞা করল ইসরাতের কথা। মৃদু আওয়াজে হাসতে হাসতে বলে ওঠল,"আপনার শ্রদ্ধেয় শশুর অনেক আগে আমাদের ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাই এই বিয়ে বেশিদিন স্থায়ী হবে না, আর উনি ও আমার শশুর থাকবেন না। হা হা..!

নাছির সাহেব নুসরাতের কথায় সহমত পোষণ করলেন। ইসরাত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”তাহলে তুই কী আর বিয়ে করবি না?নুসরাত শ্রাগ করল। ঠোঁট কামড়ে হেসে ওঠল। ভ্রুক্ষেপহীন গলায় প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করল,”তোকে বলেছি আমি বিয়ে করব না? নিজের পছন্দ অনুযায়ী একটা হ্যান্ডসাম লাকড়ে বিয়ে করব।

ইসরাত ভেংচি কাটল। নুসরাতের দিকে চেয়ে থেকে বিরক্তির সহিত বলল,”দেখে নেব। যা একটা বাজি ধরি, আরশ ভাইকে ছাড়া তুই আর কাউকেই বিয়ে করবি না, আর তুই করতে চাইলেও আরশ ভাই কখনো হতে দিবে না। এটা আমি একশত পার্সেন্ট সিউর। তুই জিতলে আমার কার্ড তোকে এক সপ্তাহের জন্য দিব, আর আমি জিতলে তোর কার্ড

আমাকে এক সপ্তাহের জন্য দিবি। রাজি?নুসরাত উপর নিচ মাথা দোলাল। নাছির সাহেবের দিকে তাকিয়ে ইসরাত বলল,”আব্বু আপনি সাক্ষী পরে যেন মিথ্যা না বলে।

নাছির সাহেব মাথা নাড়ালেন। ইসরাতের হঠাৎ টনক নড়ল, মৃদু লাফ দিয়ে বলে ওঠল,”আব্বা গেট

খোলতে ভুলে গেছি, জায়িন বলেছিলেন গেট খোলার জন্য।

নাছির সাহেব আর নুসরাত নিরুৎসাহিত গলায় একসাথে বলল,”তো কী হয়েছে? এখন খুলে দিলেই হলো।

ইসরাতকে ঠাই দাঁড় করিয়ে রেখে নাছির সাহেব আর নুসরাত পা মিলিয়ে বের হয়ে গেল লাইব্রেরি রুম থেকে।নুসরাত নাছির সাহেবের

সাথে পা মিলিয়ে বের হলো। নাজমিন বেগম ওয়াশরুমে ছিলেন। নুসরাত আর নাছির সাহেবকে হেলেদুলে বাহিরে যেতে দেখে পেছন ডেকে শুধালেন,”বাপ মেয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

নুসরাত দ্রুত পদক্ষেপে বের হতে হতে বলল,

“আব্বাকে জিজ্ঞেস করো আম্মা।

নাজমিন বেগম নাছির সাহেবের দিকে প্রশ্নাত্মক চাহনি নিক্ষেপ করতেই তিনি বললেন,” ইসরাতকে জিজ্ঞেস করো।

ইসরাতের দিকে ফিরে তাকিয়ে আগে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন,”এবার বলিস না তুই অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে।

ইসরাত অবাক চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল,“কী হয়েছে সেটা তো আগে বলবে? কাকে কী জিজ্ঞেস করব?

নাজমিন বেগম চোখ পাকিয়ে রেখে অতিষ্ঠ ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন,”কে এসেছে?

ইসরাত হাফ ছাড়ল। মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দিল,

“ওহ এ ব্যাপার। বড় আব্বু এসেছেন।

নাজমিন বেগম ইসরাতের সাথে আর কোনো বাক্য ব্যয় না করে কিচেনের দিকে দৌড় দিলেন। ইসরাতের উদ্দশ্যে হাক ছুঁড়ে বললেন,” যা রুমে গিয়ে কাপড় চেঞ্জ কর। আর মুখে কিছু লাগিয়ে নে। কাজের মহিলার মতো লাগছে তোকে।ইসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলে চলে গেল উপরে। বাড়ির বাহির থেকে মানুষের গমগমে স্বর ভেসে

আসলো। নুসরাতের ও কিছু উদ্ভট কথা কানে আসলো ইসরাতের। নিজেকে এসব শোনা থেকে অনেক কষ্টে থামিয়ে রুমে গিয়ে রুম লক করে দিল। কাবার্ড খুলে দাঁড়িয়ে রইল কী পরবে ভেবে! পছন্দসই কোনো কিছু খুঁজে না পেয়ে সাদা রঙের একটা থ্রি-পিস বের করে নিয়ে আসলো। সেটাই গায়ে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ডং করল। তারপর ঝটপট

ওয়াশরুমে ঢুকে চেঞ্জ করে বের হয়ে আসলো। চুল খোপা করে, ওড়না গায়ে ঝুলিয়ে নিচে দৌড়াল। নাজমিন বেগমের হাতে হাত কাজ করে দেওয়ার জন্য।নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবেছে রজনী। ডু-প্লেক্স বাড়িটার বাহির ঝমকালো আলোয় সুসজ্জিত। গেট খুলে যেতেই প্রথমেই বাড়ির ভেতরে পা রাখলেন সৈয়দ হেলাল আহমেদ। নাছির

সাহেব হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বিনয়ী কণ্ঠে বললেন,”আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই,আপনি এখানে আসায় আমি অনেক বেশি খুশি হয়েছি।

হেলাল সাহেব কাটখোট্টা গলায় নাছির সাহেবের হাসি মুখে পানি ঢেলে বললেন,”আমি এখানে কারোর ভাই হয়ে আসিনি, আমার ছেলের শশুর বাড়ি এসেছি। তাই একথা

মনে রেখে আপ্পায়ন করলে ভালো হয়।

নুসরাত নাছির সাহেবকে ঠেলে সরিয়ে দিল দূরে। নিজে ঠোঁটে মেকি হাসি ঝুলিয়ে সামনে এসে ঠাট্টা করে বলল,”ইসরাতের শশুর আঙ্কেল, ছেলের শশুর বাড়ি প্রথমবার আসলেন আর এই সামান্য জিনিস নিয়ে আসলেন, এটা কী একটু বেশি কঞ্জুসি হয়ে গেল না?জায়িন

নুসরাতকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,”উপস শালিকা, আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম এই বাড়িতে আপনার মতো একজন ভয়ংকর খাদক আছে। আশা করি ভবিষ্যতে এরকম ভুল আর হবে না। নুসরাত হাসল। জায়িনের কথায় কোনো প্রতিত্তোর করল না। জায়িন মনে করল তার কথায় নুসরাত দমে গিয়েছে কিন্তু সে যে অন্য মতলব

মাথায় আঁটছে তা ধারণা করতে পারল না। জায়িন বাড়ির ভেতর পা রাখতেই নুসরাত পেছন থেকে ডাক দিল। পিছু ফিরে চাইতেই নুসরাত জায়িনের শার্টের দিকে ইশারা করে বলল,"কালো শার্টে ভালো লাগছে আপনাকে, হাড্ডি ভাঙার ডাক্তার। জায়িন নিজের চওড়া কাঁধ ঘুরিয়ে এমন ভাবে ভিতরে প্রবেশ করল, যেন নুসরাতের কথা তার কানেই

যায়নি। ধীরে ধীরে বাড়ির কর্তারা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে আলিঙ্গন করলেন নুসরাতের সাথে। দু-জনেই মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, নুসরাতের কপালে চুমু খেলেন। নাছির সাহেব শোহেব আর সোহেদের সাথে আলিঙ্গন করে ততক্ষণে ভেতরে প্রবেশ করেছেন। বাড়ির দু-জন কর্তীরা সবাই এসে গিয়েছে। ঝর্ণা বেগমের সাথে নুসরাত যখন কুশল-

বিনিময় করায় ব্যস্ত ছিল তখন লিপি বেগম এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। নুসরাত নিজেও জড়িয়ে ধরল হালকা ঝুঁকে লিপি বেগমকে। লিপি বেগমের পেছনে চোখ পড়তেই হুডি পরে টানটান হয়ে দাঁড়ানো আরশকে দেখল। কপালের একপাশে প্লাস্টার লাগানো। তার দিকে ভ্রু কুঞ্চিত করে চেয়ে আছে লোকটা। নুসরাতের পলিশ কপাল ভাঁজ

পড়ল। সামান্য ভ্র কুঞ্চিত করে আরশের চোখে চোখ রেখে সরে আসলো। লিপি বেগম প্রশ্ন করলেন,”আমাদের বাড়িতে আসো না কেন তুমি?

নুসরাত চোখ সরিয়ে নিয়ে আসলো। অপ্রস্তুত হেসে, মৃদু স্বরে বলল,”জ্বি আসব।লিপি বেগম গালে, কপালে সূক্ষ্ম চুমু খেয়ে সামনে চলে যেতেই আরশ এসে দাঁড়াল নুসরাতের

সামনে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গ্রীবা সামান্য বাঁকিয়ে নুসরাতের কোমর ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসলো। গম্ভীর গলায় শুধাল,"বেয়াইন কী সবাইকে ফ্রিতে চুমু আর হাগ দিচ্ছেন?

নুসরাত নিজের হাত দিয়ে আরশকে ঠেলে দূরে সরাতে চাইল, আরশ সরলো না, আরো এগিয়ে আসলো তার সন্নিকটে। এক হাত দিয়ে

নুসরাতের মাথা শক্ত করে নিজের বুকের ডানপাশে চেপে ধরল। মৃদু আওয়াজ মুখ দিয়ে বের করে বলল,”আ আ আ..সবাইকে চুমু দিচ্ছেন, আমাকে তো আর চুমু দিবেন না, তাই আমাকে জড়িয়েই ধরুন। নাকি জড়িয়ে ধরতেও আপনার সমস্যা হবে বেয়াইন? নুসরাত আরশের হাতের নিচ দিয়ে বের হয়ে যেতে চাইল, আরশ অন্য

হাত দিয়ে শক্ত করে তার পৃষ্ঠদেশ চেপে ধরল। বিরক্তিতে পরিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,” এরকম ব্যঙের মতো লাফালাফি করছেন কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন, নাহলে পুরো একঘন্টা আপনার মাথা বুকে চেপে ধরে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখব।

নুসরাত আরশের সাথে কথা বাড়াল না। শান্ত হয়ে, স্থির দাঁড়িয়ে রইল, কোনোপ্রকার মোচড়া মুচড়ি করল

না। নুসরাতকে নড়তে না দেখে আরশের শক্ত করে ধরে রাখা হাত শীতল হয়ে আসলো। নুসরাত সুযোগের সৎ ব্যবহার করল। আলগোছে আরশের বাহুবন্ধনী থেকে বের হতে হতে হাত দিয়ে খাঁমচে ধরল সুঠাম দেহি পুরুষটার বুকের বাঁ-পাশ। ঘা কাঁচা থাকায় খামচে ধরতেই মুখের বিকৃতি ঘটল তার। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মুখ স্বাভাবিক

রাখার বৃথা প্রচেষ্টা করল। তবুও মুখ দিয়ে ব্যথাতুর আর্তনাদ বের হয়ে আসলো। নুসরাত আরশের চোখে চোখ রেখে মৃদু আওয়াজে আদেশ দিল,”হুডি খুলুন।

আরশ শুধাল,“কেন?

নুসরাত নির্লজ্জের মতো হাসল। আরশের কাছে এগিয়ে এসে বিনয়ের সহিত বলে ওঠল,”আপনার পুরুষালি খাঁজকাটা বডি দেখব।

সমস্যা আছে? নাকি লজ্জা পাচ্ছেন বেয়াই?

আরশ চোখা চোখে তাকিয়ে এক টানে হুডি খুলে ফেলল। পরণের সাদা সেন্ডো গেঞ্জিতে কিছুটা রক্তের দাগ লেগেছে। নুসরাত সেদিকে ইশারা করে আরশের উদ্দেশ্যে বলল," এবার শুধু রক্ত বের করেছি, পরেরবার আমার অনুমতি ছাড়া ,আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলে,

আপনি বেঁচে থাকাবেন কিনা তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি না।

আরশ নিজেও হাসল। হুডি গায়ে চাপিয়ে নুসরাতকে শক্ত হাতে চেপে ধরল নিজের সাথে। নুসরাত হাত দিয়ে আঘাত করতে যাবে আরশের মুখের মধ্যে, আরশ নিজের একহাত দিয়ে নুসরাতের দু-হাত মুচড়ে নিয়ে পিঠে চেপে ধরল। মাথা সামান্য কাত করে, গা-হিম করা শীতল কণ্ঠে

বলল,”কী করবেন করুন,আমিও একটু দেখি মিসেস!

নুসরাত দাঁতে দাঁত চাপল। নিজের অপাগরতায় নিজেকে ধিক্কার করল। সেই ক্ষণে সেখানে এসে উপস্থিত হলো মাহাদি। দু-জনের দিকে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝতে চাইল এদের মধ্যে হচ্ছে কী! যখন কিছু বুঝল, না তখন পেছন থেকে ডেকে ওঠল,”নুসরাত..!নুসরাত

হালকা কাত হয়ে গেটের দিকে চোখ ফেলতেই মাহাদিকে ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মাহাদির নাকে প্লাস্টার লাগানো, কপালে সাদা ব্যান্ডেজ, এমনকি হাতে ব্যান্ডেজ করে গলার সাথে তা ঝুলানো। নুসরাত সরু চোখে মাহাদি আর আরশকে অবলোকন করে কিছু বলতে নিবে তখনই কানে ভেসে

এলো আরশের ধমকানো গলার স্বর,”নুসরাত কী? ভাবি বল!

নুসরাত আরশকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। চোখ দিয়ে সাবধান করল স্পর্শ করার চেষ্টা না করতে। আরশ নুসরাতের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে কোমর ধরে টেনে এনে আবারো নিজের সাথে চেপে ধরল।

আরশের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল

মাহাদিকে,”আপনার কপালের আর হাতের এ অবস্থা কেন?-আরশ নুসরাতের মুখ শক্ত হাতে টেনে আনলো নিজের দিকে। কণ্ঠ নিচে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠল,”ওর এই অবস্থা নিয়ে আপনার চিন্তা না করলেও চলবে মিসেস, এখন শুধু আমার চিন্তা করুন আপনি।। পিনপতন নীরবতা বিরাজমান নাছির মঞ্জিলে। সবাই চুপচাপ বসে আছে।

সবার মধ্যে বসে আছে জায়িন। বর্তমানে কেন্দ্রবিন্দু সে হলেও বারবার সবার দৃষ্টি অন্য একজনের দিকে চলে যাচ্ছে। না চাইতেও অক্ষিপট সেদিক থেকে ফিরে আসছে না সবার। নুসরাত মুখের মধ্যে আমের টুকরো ঢুকিয়ে সবার দিকে তাকাল। চোখের চশমার ভেতর থেকে উঁকি দেওয়া মেয়েলি চোখ আকারে ছোট ছোট করে কাটখোট্টা

কণ্ঠে জানতে চাইল,”কী? আমার দিকে এরকম করে তাকিয়ে আছেন কেন? আমি আপনাদের মতো মানুষ, কোনো ভিনগ্রহের প্রাণী না!লিপি বেগম স্বামীর দিকে আড় চোখে তাকালেন। শুভ্র মুখখানা ইতিমধ্যে রক্তে লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠেছে। আরশকে কিছু একটা ইশারা করলেন। আরশ সেসবে থোড়াই পাত্তা দিল না। চুপচাপ বসে হাতের

মোবাইল স্ক্রলে মগ্ন হলো। লিপি বেগম এবার নিজ উদ্যোগে কথা বলতে গেলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ডেকে ওঠলেন,”নুসরাত..!

নুসরাত ভ্রু কুঞ্চিত করল সামান্য। নিজের মুখে আমের টুকরো ঢুকিয়ে লিপি বেগমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মুখ নাড়াতে নাড়াতে উত্তর দিল,”জ্বি বড় আম্মু!

লিপি বেগম মৃদু হেসে বললেন,“পা নামিয়ে বসো বাবা। বড়দের মধ্যে পা তুলে বসা অভদ্রতা।

নুসরাত ঠোঁট, জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে নিল। মৃদু হেসে পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিয়ে বসল। ইসরাতকে নিজের সাথে করে নিয়ে আসলেন রুহিনী বেগম। আরশ জায়িনের পাশ থেকে ওঠে এসে বসল নুসরাতের

পাশে। হেলাল সাহেব একবার ত্যাড়া চোখে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। নুসরাতের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখেই বসেছিল মাহাদি। আরশের তা সহ্য হলো না। মাহাদিকে নুসরাতের পাশ থেকে গা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে একপ্রকার অনিহা নিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। চোখ সরু সরু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,"ওর সাথে কী মধু লাগানো, যে সবসময় তোর ওর

সাথে মৌমাছির মতো লেগে বসতে হয়।মাহাদি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। অতঃপর কোনোরুপ শব্দ ব্যয় না করে নিজের চোখ সরিয়ে নিল। গণে গণে দু-সেকেন্ড পার হওয়ার পর কিচেনের দিকে চোখ পড়তেই অক্ষিকোটরে ভাসল পা স্লিপ কেটে ধুপ করে মেঝেতে পড়ে যাওয়া মমোকে। নাদুস নুদুস হওয়ায় নিজের জায়গা থেকে ওঠে দাঁড়াতে

পারল না মেয়েটা। সোজা হয়ে ওঠে দাঁড়াতে ইরহামের সাহায্য লাগল। ইরহাম টেনে তুলে দাঁড় করাতেই নাক ফুলিয়ে কিছু একটা বলল মেয়েটা তাকে। মাহাদি সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বিড়বিড়িয়ে আওড়াল,"এই মেয়ের পড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই? মেঝেতে, রাস্তায়, কাদায়,

সবজায়গায় পড়তে হবে তাও আমার সামনে, স্ট্রেঞ্জ!

ইসরাত সবার উদ্দেশ্যে সালাম দিতেই শোহেব সাহেব ওঠে এসে কপালে চুমু খেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এক হাজার টাকার নোট দিয়ে মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে নজর কাটলেন। ঝর্ণার হাতে টাকা তুলে দিতে দিতে বললেন,"বোয়াকে দিয়ে দিও।

শোহেব সাহেব হেসে বসলেন গিয়ে আবার নিজের জায়গায়। সোহেদ ওঠে এসে ইসরাতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর কপালে সূক্ষ্ম চুমু খেয়ে মৃদু আওয়াজে বললেন,"প্রিটি লাগছে আপনাকে আম্মা।

ইসরাত মৃদু হাসল। সোহেদ সাহেব নিজের জায়গায় বসার আগে ইসরাতকে জায়িনের কাছে বসিয়ে

দিলেন। নাজমিন বেগম কিচেন থেকে ঘাম মুছতে মুছতে এসে বসলেন সোফায়। নুসরাতকে ফিসফিস করে বললেন,” এসির পাওয়ার কমা।

নুসরাত সেন্টার টেবিল থেকে রিমোট নিয়ে এসির পাওয়ার কমিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ড্রয়িং রুম ঠান্ডা হয়ে আসলো। হেলাল সাহেব এবার বলে ওঠলেন,”আসল কথায় আসা

যাক। যখন সবকিছু নতুনভাবে হচ্ছে তাহলে নতুনভাবে পরিচিত হই? নাছির সাহেব উপর-নিচ মাথা নাড়ালেন। হেলাল সাহেব ইশারা করলেন শোহেব সাহেব আর সোহেদের দিকে,”ওরা দু-জন আমার ছোট ভাই ওদের স্ত্রী এবং উনি আমার ফুপি। উনি আমার স্ত্রী, ও আমার বড় ছেলে আর ও ছোট ছেলে।

ইরহামের দিকে ইশারা করতেই ইরহাম কথা কেটে দিয়ে বলে ওঠল,”আমি মেয়ে পক্ষ।

হেলাল সাহেব মমো আর আহানের দিকে আঙুল তাক করতেই দু-জন একসাথে বলে ওঠল,”আমরা দু-জন মেয়ে পক্ষ।

নাছির সাহেব সবার দিকে ইশারা করে বললেন,

“উনি আমার স্ত্রী, এই আমার বড় মেয়ে, আমার ছোট মেয়ে, আমার ভাইয়ের ছেলে ওই দু-জন,আর ও আমার বোনের মেয়ে।

হেলাল সাহেব মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বললেন,” সুন্দর পরিবার আপনাদের।

নাছির সাহেব হাসি মুখে বললেন,

“জি! আপনাদের ও।

“এবার আসা যাক রীতিনীতিতে। একজন মেয়ে যেভাবে দেখা হয় সেভাবে আমরা ও মেয়ে দেখব।

হেলাল সাহেবের কথায় নাছির সাহেব মাথা নাড়লেন। হেলাল সাহেব বললেন,” মেয়েকে বলুন হেঁটে দেখাতে।

নুসরাত ভ্রু যুগল কিঞ্চিৎ কুঁচকে রগচটা কণ্ঠে জানতে চাইল,”কেন?

সুফি খাতুন শুধালেন,

“কী, কেন?

নুসরাত তাচ্ছিল্য করে বলে ওঠল,

” মেয়ে কেন হেঁটে দেখাবে?

শোহেব সাহেব নুসরাতের উদ্দেশ্যে বললেন,

“এটাই নিয়ম আম্মু।

নুসরাত চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল,” কে তৈরি করেছে নিয়ম?

নাজমিন বেগম চোখ রাঙালেন। মৃদু স্বরে ধমকে বললেন,”চুপ একদম চুপ। এত প্রশ্ন কীসের?

নুসরাত সেসবে পাত্তা দিল না। সবার দিকে প্রশ্নাত্মক চোখে তাকিয়ে রইল। হেলাল সাহেব বিরক্তি নিয়ে বলে ওঠেন,”সমাজের তৈরি নিয়ম।

নুসরাত পরপর প্রশ্ন ছুঁড়ল,

“সমাজ কাদের তৈরি?

নাজমিন বেগম দাঁতে দাঁত চেপে ডেকে ওঠলেন,

” নুসরাত!নুসরাত ফিরে তাকাল না নাজমিন বেগমের দিকে। লিপি বেগম হেসে উত্তর দিলেন,”তুমি জানো না?

নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে হাসল এক গাল ফুলিয়ে। প্রশ্নাতীত চোখে তখনো তাকিয়ে। ইশারা করছে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। পাশ

থেকে আরশের গম্ভীর স্বর ভেসে এলো,”আমাদের।

নুসরাত চোখের চশমা ঠিক করে নিয়ে নড়েচড়ে বসল। নাজমিন বেগম নুসরাতের মুখের ভাব দেখেই তার মনোভাব ধরে ফেললেন। তাই নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বলে ওঠলেন,”আর একটা কথা না। ইসরাত ওঠে দাঁড়াও!

ইসরাত নিজের জায়গা থেকে নড়ল না। জায়িন ও ইশারা করল চুপ করে বসে থাকতে। হেলাল সাহেব কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,"ওঠে দাঁড়াচ্ছিস না কেন? শুনতে পাসনি কী বললাম?

ইসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ওঠে দাঁড়াতে যাবে জায়িন হাত চেপে ধরল। গম্ভীর গলায় বলল,"প্রয়োজন নেই, হেঁটে দেখানোর। ও ত্যাড়া

হোক, বাঁকা হোক, টাক হোক, লেংড়া হোক, রোগা হোক, ওকে বিয়ে করতে আমার কোনো সমস্যা নেই। তাই হাঁটার ও কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না!

নুসরাত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠল,“প্রয়োজন আছে!

সুফি খাতুন না বুঝে নুসরাতের কথায় সহমত পোষণ করলেন। বলে

ওঠেন,” হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রয়োজন আছে। ওঠে দাঁড়াও!

নুসরাত হাসল। ইসরাত ওঠে দাঁড়াতে যাবে নুসরাত হাত তোলে বাঁধা দিল। চোখ ছোটো ছোটো করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, “তোকে কে বলেছে ওঠে দাঁড়াতে? আমি তো জায়িন ভাইয়াকে হেঁটে দেখাতে বলছি।

নাজমিন বেগম মাথায় হাত চাপড়ালেন। তিনি জানতে এই মেয়ে এই ধান্দা আঁটছে নিজের মস্তিষ্কে। তাই তিনি বাদে সকলে একসাথে প্রশস্থ গলায় চ্যাঁচিয়ে ওঠলেন," কী? নুসরাত নির্বিকার চিত্তে চেয়ে রইল। জায়িনকে চোখ দিয়ে ইশারা করল ওঠে দাঁড়ানোর জন্য। হেলাল সাহেব রাগী কণ্ঠে বললেন,"মাথা ঠিক আছে তোর?

নুসরাত ঠোঁট চেপে ধরে উপর নিচ মাথা নাড়াল। হেলাল সাহেব কিছু বলতে নিবেন আরশ গমগমে স্বরে বলতে লাগল,”সমস্যা কোথায়? ভাইয়া হেঁটে দেখাক, আর ইসরাত হেঁটে দেখাক একজন দেখালেই হয়। এতে আমি খারাপ কিছু দেখছি না। লিপি বেগম দ্বিমত পোষণ করে বললেন,“এরকম হয় না।

নুসরাত ভোলাভালা চেহারা বানিয়ে বলে ওঠল,

“এই তো আপনারা বললেন সমাজের তৈরি নিয়ম, তাহলে এখন কেন বলছেন এরকম হয় না?

হেলাল সাহেব বললেন,

“মেয়েকে বলুন হেঁটে দেখাতে।

নুসরাত হেলাল সাহেবের থেকে বড় গলায় জায়িনকে উদ্দেশ্য করে

বলল,”ছেলেকে বলুন হেঁটে দেখাতে।

ইসরাত আর জায়িন দু-জনে ওঠে দাঁড়াল। একজনের আরেকজনের পানে চেয়ে এপাশ থেকে ওপাশ হেঁটে দেখাল।

হেলাল সাহেবের ব্যাপারটা মনমত না হওয়ায় ক্ষিপ্ত চাহনি নিক্ষেপ করে বললেন,”মেয়ের চুল দেখাও।

নুসরাত তাচ্ছিল্যের সুরে বলল,

“আব্বা ছেলের চুল দেখুন। ভালো করে টেনে-টুনে দেখে নিবেন চুলগুলো আসল নাকি নকল। আসল হলে একটু জোরে টান দিবেন কম বয়সে চুল পড়ে গেলে আমাদের ইসরাতকেই টাক জামাই নিয়ে থাকতে হবে।

নাছির সাহেব নুসরাতের কথায় উপর নিচ মাথা নাড়ালেন। নাজমিন

বেগম কটমটিয়ে বললেন,” নুসরাত..!

নুসরাত মায়ের দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকাল। নাকের পাটা ফুলিয়ে বলে ওঠল,”কী হয়েছে? নুসরাত, নুসরাত বলে চিৎকার করছো কেন? কিছু বললে বলো নাহয় আমার কাজে বাঁধা দিও না।

হেলাল সাহেব এবার তেজি কণ্ঠে বললেন,“মেয়ে রান্না জানে?

নুসরাত মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল,

” ছেলে রান্না জানে?

হেলাল সাহেব চোখ উল্টে নিলেন। ক্ষিপ্ত চাহনি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন,”ছেলে রান্না জানা, না জানা দিয়ে তোমাদের কাজ কী?

নুসরাত শ্বাস ফেলল। খোপা খুলে যাওয়ায় তা আবার বান করতে করতে উত্তর দিল,”আমাদের মেয়ের

রান্না জানা, আর না জানা দিয়ে আপনাদের কাজ কী?

“মেয়ে কী ঘরের কাজ জানে?

“ছেলে কী ঘরের কাজ জানে?

হেলাল সাহেব চুপচাপ নুসরাতকে কিছুক্ষণ লক্ষ করলেন। তারপর শ্বাস ফেলে বলে ওঠলেন,” আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু মেয়ের বোনকে পছন্দ হয়নি। মেয়ে মানুষের

মুখ এত লাগামহীন ভালো চোখে মানুষ দেখে না।

নুসরাত হালকা হেসে বলে ওঠল,“আমাদের ও ছেলে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু ছেলের বাপকে পছন্দ হয়নি। পুরুষ মানুষের, মহিলাদের কাজের বিষয়ে এত খুঁতখুঁতে হওয়া আমরা বাপ-মেয়ে ভালো চোখে দেখি না। “ঠিক না আব্বা।”

নাছির সাহেব নুসরাতের সাথে তাল মিলিয়ে হ্যাঁ বললেন।

হেলাল সাহেব নাছির সাহেবের দিকে তাকালেন। ওঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন,”মেয়েকে একটু মেয়েদের মতো কাপড় পরা আর বসা শিখাবেন।

নুসরাত হাসি হাসি মুখে হেলাল সাহেবের চোখে চোখ রেখে বলল,”আপনার ছোট ছেলেকেও

বুঝিয়ে বলবেন, অপরিচিত মানুষের এত কাছ ঘেঁষে বসা ঠিক না। আপনাকে দেখে আদবী মনে হচ্ছে তাই পরেরবার আসার সময় ছেলেকে ও একটু আধব-কায়দা ভালোভাবে শিখিয়ে নিয়ে আসবেন। শিকদার বাড়ি। নিজাম শিকদারের হাতে মিষ্টির বক্স তুলে দিতেই, ভ্রু কুঁচকালেন পৌড় লোকটা। নুসরাত লোকটাকে এমন করতে দেখে

একটা মিষ্টি টুপ করে প্যাকেট থেকে বের করে ঢুকিয়ে দিল নিজাম শিকদারের মুখে। মৃদু কণ্ঠে বলল,”আহ, এত চিন্তা করছো কেন তুমি? টুপটাপ খেয়ে নিবে মিষ্টি, তা না করে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছো। একটা কথা শোনো, দু-দিন পর এমনি কবরে চলে যাবে তাই ভালোভাবে খেয়ে দেয়ে কবরে

যাও। এক ঠ্যাং তো এমনিতেই কবরে।

নিজাম শিকদার মুখের ভেতরে ঢোকানো মিষ্টিটা খেয়ে ঢোক গিললেন। মুখের বিকৃতি ঘটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"কী এমন কাজ সম্পাদন করেছো, যে মিষ্টি বিলাচ্ছো তোমরা বাপ মেয়ে?

নুসরাত হাসল। গা দুলিয়ে হেঁটে গিয়ে সোফায় আরাম করে বসল।

মৃদু আওয়াজে বলে ওঠল,”আগে হাজার টাকা বের করো, তাহলে বলব। নাহলে সুখবর জানার কোনো দরকার নেই।

নিজাম শিকদার তীক্ষ্ণ চাহনি নিক্ষেপ করে হাজার টাকার নোট বের করে নুসরাতের দিকে এগিয়ে দিলেন। সৌরভি বিরক্তি কণ্ঠে বলল,”আমার দাদার থেকে টাকা নিতে তোর লজ্জা লাগছে না?

নুসরাত নির্দ্বিদায় উত্তর দিল,“না, মোটেও লাগছে না।

সৌরভি শব্দ করে শ্বাস ফেলল। ইশারায় বলল কী হয়েছে বলার জন্য! নুসরাত মৃদু তেজি কণ্ঠে বলে ওঠল,” মেহমান আসলে তোমরা খেতে দাও না? আমাকে আগে আপ্পায়ন করো তারপর বলব।

সৌরভি নুসরাতের গোঁড়ামিতে বিরক্ত হলো। রাগী চোখে চেয়ে যখন

ওঠতে যাবে, নুসরাত থামিয়ে দিল। হাত দিয়ে ইশারা করল বসে যাওয়ার জন্য। ব্যগ্র স্বরে বলে ওঠল,”আমার জন্য সুখবর, কিন্তু তোর দাদার জন্য শোকখবর। তাই নিজেকে রেডি করে নিতে বল।

নিজাম শিকদার নুসরাতের হেয়ালিতে অস্থির হয়ে ওঠলেন। মৃদু আওয়াজে সৌরভির উদ্দেশ্যে

বললেন,”আমার ভিপি হাই হচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলতে বল ওকে।

সৌরভি দৌড়ে ওঠে আসলো। হাত দিয়ে নিজাম শিকদারের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে শুধায়,”বলবি তুই?নুসরাত মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিল সৌরভির কথা। সে তার মর্জির মালিক। কেউ তার উপর কতৃক জাহির করতে পারে না। তাই

নৈঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে থাকল। দেখে বোঝা গেল, বর্তমানে কথা বলার কোনো ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা নেই। সৌরভি শক্ত কণ্ঠে ডেকে ওঠল,"নুসরাত...!

নুসরাত আরাম করে বসে রইল। হাত বাড়িয়ে এসির পাওয়ার কমিয়ে দিয়ে মৃদু আওয়াজে আওড়ায়,"একটু আগে যে মিষ্টি খেয়েছেন, তা জায়িন আর ইসরাতের বিয়ে ফাইনাল

হওয়ার মিষ্টি। আগষ্টের বিশ তারিখ তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে।

নিজাম শিকদার মুখ পাংশুটে বানিয়ে চেয়ে রইলেন। নুসরাত মৃদু আওয়াজে বলে ওঠল,”তুমি লেট করে গিয়েছো বুড়ো হ্যান্ডসাম, জায়িন আর ইসরাতের অনেক আগে বিয়ে হয়ে গেছে।

নিজাম শিকদার আনমনে জিজ্ঞেস করলেন,“কবে?

নুসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। ঈষৎ ঢিলে হওয়া কণ্ঠে বলে ওঠল,”সাল-২০১২ মাস-জুলাই, তারিখ-২০, দিন-শুক্রবার

সৌরভি ব্যঙ্গ করে বলে ওঠল,

“তারিখ দেখি খুব ভালো মনে রেখেছিস?

নুসরাতের মুখ ফসকে বের হয়ে আসলো,

“আমার বিয়ের তারিখ আমার মনে থাকবে না, গাধা নাকি!

কথাটা বলেই মুখ চেপে ধরল। এক পলক সৌরভির দিকে চোখ বুলালো। মেয়েটা তার দিকে তেছড়া চোখে চেয়ে আছে। নুসরাত পাত্তা না দিয়ে ওঠে দাঁড়াল। নিজাম শিকদারের শোকাহত মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসল। হাত দিয়ে প্লেন ওড়ার মতো দেখিয়ে

বলল,”তোমার কোকিলা সুরি ভোঁ হয়ে গিয়েছে। নতুন কাউকে খুঁজে বের করো, কারণ কোকিলা সুরি এখন জায়িনের স্ত্রী। আশা করি আজ রাতে আরামের ঘুম হবে।

তারপর আবার হেসে বলে ওঠল,

” কীভাবে আরামের ঘুম হবে? তোমার ঘুম আজ হারাম হয়ে যাবে। হা হা..!

নিজাম শিকদার নুসরাতের দিকে কিৎকাল চেয়ে মৃদু আওয়াজে শুধান,” ঠাট্টা করছো আমাকে নিয়ে? নুসরাত হাসতে হাসতে ড্রয়িং রুম থেকে বের হওয়ার আগে পিছু ফিরে আওড়াল,”সে সাহস আছে আমার? নাছির মঞ্জিলের ড্রয়িং রুমে আসর বসেছে। টেবিলে এখনো তখনকার রেখে যাওয়া নাস্তার জিনিস পত্র। একের পর এক জিনিস তুলে নাছির

মঞ্জিলেদ সবাই নিজেদের মুখের ভেতর ঢোকাচ্ছে। ইসরাতকে ইরহাম ইশারা করে, মুখের খাবার গিলে নিয়ে শুধাল,”আপি সালামি কত দিয়েছে?

ইসরাত নিজের হাতের মুঠোয় টাকাগুলো দেখিয়ে হাসল। অনেকগুলো খাম দিয়েছেন সৈয়দ বাড়ির সবাই দেখতে এসে। ঠোঁট কামড়ে হেসে খামগুলো রাখল সবার

মাঝখানে। খাম খোলতে খোলতে উত্তর দিল,”এখনো জানি না, খুলে দেখি কত দিয়েছেন সবাই।সবার খামের ওপর যার যার নাম লিখা। প্রথমে হেলাল সাহেব ও লিপি বেগমের পক্ষের খাম খোলা হলো। সেখান থেকে বের হয়ে আসলো দশ হাজার টাকা। শোহেব সাহেব আর ঝর্ণা বেগমের খাম থেকে বের হয়ে আসলো সাত হাজার টাকা। সোহেদ

সাহেব আর রুহিনী বেগমের খাম থেকে বের হয়ে আসলো বারো হাজার টাকা। নুসরাত কিৎকাল বড় বড় চোখে টাকার দিকে চেয়ে আওড়াল,”বড়লোক্স মানুষজন।সবাই হাসল। টাকাগুলো একত্রিত করল। হঠাৎ জায়িন লেখা একটা খামে আহানের চোখ আটকালো। মমোকে ইশারা করতেই সেই খাম হাতে নিল সে। সেটা তার হাত থেকে হস্তান্তর

করার জন্য জন্য হামলে পড়ল সবাই। নুসরাত থাবা মেরে খামটা নিজের কাছে নিয়ে আসলো একপ্রকার উড়িয়ে। ইসরাতের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানতে চাইল খোলবে নাকি খোলবে না? ইসরাত হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াতেই খাম খোলা হলো। সেখান থেকে টাকা বের হয়ে আসলো না। জায়িন লিখা একটা নেকলেস আর একটা চিঠি

বের হলো। নুসরাত চিঠিটা ইসরাতের হাতের মুঠোয় দিয়ে দিল। মনে মনে ইচ্ছে জাগল জানার কী লিখেছে বেটা? কিন্তু নিজের ইচ্ছে দাফন করে ঠোঁট চেপে নীরব হয়ে বসে রইল।ইসরাত চিঠিটা খোলতেই টানা টানা হাতের লিছু লিখা ভাসল অক্ষিকোটরে। প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লিখা,

“প্রিয় সহধর্মিণী....!

আমার লিখার হাত জঘন্য আমি জানি, তাই আমার লিখা নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। আমি এই চিঠিটা আপনাকে লিখেছি এই জন্য যে, আমার আব্বু আপনার বাসায় এসে অনেক উল্টো পাল্টা কথা বলবেন তাতে আপনি মন খারাপ করবেন না। আপনাকে দেখতে আসার পর আমি আপনার হয়ে কথা বলতে পারব না। আমি একটা

ওয়াদা করেছিলাম আমার আব্বুর সাথে আর তাতে আমি দায়বদ্ধ। আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে চাইলেই আমি আপনাকে মেসেজ করে জানাতে পারতাম, কিন্তু এভাবে কেন? হয়তো জাগতেই পারে। আমি লজ্জার সাথে এই স্বীকারক্তি দিচ্ছি যে, আপনার ওয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এমনকি মোবাইল নাম্বার দুটোর কোনোটাই আমার কাছে নেই। তাই

আমার এই গাফিলতি আপনি নির্দ্বিধায় ক্ষমার চোখে দেখবেন।

ইতি

আপনার প্রিয়।ইসরাত চিঠি পড়ে মুচকি হাসি দিল। নুসরাত আর ইরহাম চোখাচোখি করল। তারপর দু-জনের শুরু হলো ইসরাতকে নিয়ে ঠাট্টা করা। দু-জনেই ঠোঁটে হাত চেপে হিহি করে হেসে ওঠল। ইরহাম মৃদু আওয়াজে বলল," আজ

একটা চিঠি পাই না বলে এরকম ঠোঁটে হাত চেপে হাসতে পারি না। নুসরাত কিছু বলার পূর্বেই ইরহামের মোবাইলে কল আসলো। তর্জনী আঙুল ঠোঁটে চেপে চুপ দেখাল। সবাই চু হতেই কল পিক করে কানে ধরল ইরহাম। ওপাশের কথা শুনেই মুখ কালো করল। শঙ্কিত গলায় বলল,”আসছি ভাই।

ফোনটা পকেটে পুরে নাছির মঞ্জিল থেকে দ্রুত পদক্ষেপে বের হতে হতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। নুসরাত কিছু বলার পূর্বেই ইরহাম হন্তদন্ত পায়ে ছুটল। বিড়বিড় করে আওড়াল,"আজ মনে হয় আর বাঁচব না।সাদা সাদা মেঘের থোকা নীল দিগন্তে নিজেদের অধিপত্য বিস্তার করেছে। হিমেল বাতাস বইছে প্রকৃতিতে। বাহিরে মেঘের

আনাগোনা চললেও পরিবেশ আগের ন্যায় গরম। ঠান্ডা বাতাসে পরিবেশ একটু শীতল হওয়ার বদলে তা আরো দ্বিগুণ স্থরে গরম হচ্ছে। সেই গরম এসে ভর করেছে নাছির মঞ্জিলের দ্বিতীয় কন্যা সৈয়দা নুসরাত নাছিরের ওপর। বিরক্তিতে মুখ ঠোঁট কুঁচকে বসে আছে সে। সামনে বসা আহান নিজেও বোকার মতো মুখ বানিয়ে চেয়ে আছে

বইয়ের পানে। নিজেই বুঝতে পারছে না তার ভুলটা কী! নুসরাতের এমন ক্ষিপ্ত চাহনি বাই বা কেন তার দিকে? কাচুমাচু ভঙ্গিতে যখন বসে ছিল আহান, তখন নুসরাত শক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে,"পড়, এরকম গাধার মতো এই রসায়ন কেমিস্ট্রি এর দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?আহান নুসরাতের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক বলে

ওঠল,”রসায়ন কেমিস্ট্রি কী? বললে একটা বলো!

আহান কথা শেষ করতেই তার কানে ভেসে আসলো দাঁত দিয়ে কটমট করা শব্দ। ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে ভেবে জিহ্বা কাটল। তারপর চুপচাপ পড়তে মনযোগী হলো। মনে মনে ভাবল, কোন ঠাডা এসে পড়েছে আপির ওপর যে তাকে এই রাক্ষস মহিলার

কাছে পড়তে রেখে গিয়েছে। তার বাপকে ও বলিহারি! পড়াশোনার জন্য এদের কাছেই পাঠাতে হলো। ইরহাম ভাইয়ার কাছে পাঠালে কী এমন হতো! নিজেই নিজের জিব কাটল আবার। দু-পাশে মাথা দোলাতে দোলাতে নিজেকে শুধরে মিনমিনে কণ্ঠে বলে ওঠে,"ইরহাম ভাই কিছু পারে নাকি!

নুসরাত মোবাইল এক হাতে চাপতে চাপতে আহানকে উদ্দেশ্য করে বলল,”একাদশ অধ্যায় বের কর!

আহান একাদশ অধ্যায় বের করল। নুসরাতের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ল,”তুমি জানো এই অধ্যায়ে কী আছে?

নুসরাত সামান্য চোখ ঘোরাল আহানের দিকে। নিজের মেয়েলি চোখগুলো দিয়ে ইশারা করল পড়া শুরু করতে। আহান মিনমিন করে

নুসরাত জানে নাকি জানে না তা জানার জন্য শুধাল,”একাদশ অধ্যায়ের নাম কী?

নুসরাত মোবাইলের দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল,“খনিজ সম্পদ: জীবাশ্ম! হয়েছে? এবার পড়া শুরু কর।

আহানের এতেও হলো না। নুসরাতের পানে গোল গোল চোখে

চেয়ে জানতে চাইল,” তোমার এসব মনে আছে কীভাবে আপু?

“তোর মতো মাথামোটা পেয়েছিস? আমি নুসরাত নাছির যা একবার জীবনে দেখি, তা কখনোই ভুলি না।

আহান নুসরাতের কথায় ভেংচি কাটল। অতঃপর বই পড়া মনোযোগী হতে বইয়ের পাতা উল্টালো শুধু। কিছুই পড়ার মতো মনে হলো না তার কাছে। তাই

নুসরাতকেই প্রশ্ন করতে তৎপর হয়। কলম মুখে ঢুকিয়ে চোখের গোল চশমা জোড়া নাকের ডগায় নামিয়ে প্রশ্ন করল,”হাইড্রোকার্বন কী?

নুসরাত মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল,

” হাইড্রোজেন ও কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত জৈব যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলে। এবার তুই পড় আমার বাপ,

না হয় আমি লাঠি দিয়ে তোরে পিডামু।আহান নুসরাতের ওপর বিরক্ত হয়ে বই দেখতে ব্যস্ত হলো। অ্যালকিনের রাসায়নিক ধর্মের পটাশিয়াম পারাম্যাঙ্গানেট দ্বারা জারণ বের করে একটুক্ষণ চোখ বুলালো। সব তার ছোট মাথার দু-হাত উপর দিয়ে চলে গেল। নুসরাতের পানে চেয়ে শুধাল,"এখানে ইথিন এর

সাথে পানি কেন যোগ করল? অন্য কিছু তো ব্যবহার করতে পারতো?

নুসরাত মোবাইল হাত থেকে ফেলার মতো ছুঁড়ে ফেলল রিডিং টেবিলে। আহান কেঁপে ওঠল সেই শব্দে। নুসরাতের দিকে তাকাতেই রেগে আগুন হওয়া লাল মুখ তার অক্ষিপটে ভাসল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নুসরাত একহাতে আহানের ঘাড় চেপে ধরে টেবিলের মধ্যে

কয়েকটা লাগিয়ে দিল। রাগে হিসহিস করতে করতে বলে ওঠল,”আইন্সটাইন এর বাচ্চা, এত প্রশ্ন আসে তোর কোথা থেকে? বইয়ে যা দিছে তা পড়বি, তা না করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই যাচ্ছিস! একবার মুখ বন্ধ করার নাম নেই! এই সমস্যা কী তোর? পড়তে আসছিস নাকি আমার ইন্টারভিউ নিতে আসছিস?নুসরাত

আহানকে ছেড়ে দিয়ে ওঠে দাঁড়াল আচ্চা মতো কয়েকটা ধুলাই দেওয়ার জন্য। বিছানা ঝাড়ু খোঁজ করতে লাগল অক্ষিকোটর ঘুরিয়ে। নুসরাতের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে ততক্ষণে রুম থেকে বই নিয়ে পালিয়েছে আহান। নুসরাত পিছু ফিরে আহান আছে কি নেই তা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না। অগোছালো হাতে পুরো রুমে জুড়ে

ঝাড়ু খুঁজল। কাঙ্ক্ষিত জিনিস নাগালে না পেয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ল বিছানার ওপর। চোখ বন্ধ করে গালি দিল ঝাড়ুর উদ্দেশ্যে,”বালের ঝাড়ু, প্রয়োজনের সময় হেডার চিপায় ঢুকে যায়।

চোখ খুলে পাশ ফিরতেই আহানকে দরজা দিয়ে উঁকি দিতে দেখল নুসরাত। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সাবধান করল,”নিউটনের বাচ্চা

হাতের কাছে পেয়ে নেই তোকে, ডেমোক্রিটাস এর অ্যাটম বানাবো। ইসরাত রুমে প্রবেশ করতেই তার পিছু পিছু এসে রুমে প্রবেশ করল আহান। এতক্ষণ ভয়ে রুমে প্রবেশ করেনি সে। ইসরাতের সমান হওয়া ধরুণ সামনের কিছু না দেখায় উঁকি দেয় পেছন থেকে। চোখে ভাসে বিছানায় ঝুলে শুয়ে থাকা নুসরাতকে। ইসরাত রুমের বেহাল

অবস্থা দেখে, তা গুছিয়ে রাখতে রাখতে শুধায়,”আহানকে মেরেছিস কেন?

নুসরাত আড় চোখে তাকায় ইসরাতের পেছনে। আহানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই লাফ মেরে ওঠে দাঁড়ায়। ব্যঙের ন্যায় লাফিয়ে এসে আহানকে ধরতে যাবে, ইসরাত দু-হাতে দূরে ঠেলে দিল নুসরাতকে। চোখ দিয়ে শাসাল

সামনে পা না বাড়ানোর জন্য। নুসরাত থোড়াই পাত্তা দিল, অনিহা নিয়ে আবার এগিয়ে আসতে নিবে ইসরাত শক্ত কণ্ঠে বলল,”নুসরাত, মার খাবি!

নুসরাত নিজেও ইসরাতকে ভেঙিয়ে বলে ওঠল,“নুসরাত, মার খাবি!

পর মূহুর্তে নুসরাত চিরচির করে ওঠল। ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো গর্জে ওঠে বলল,” কী নুসরাত! জানিস কী

জিজ্ঞেস করে আমায়? ইথিনের সাথে পানি যোগ না করে কেন অন্য কিছু যোগ করল না কেন? মানে যাতা বললেই হলো! চাচার একমাত্র ছাও নাহলে আজ এর কাম তামাম করে দিতাম। শালা খবিস!

আহান মুখ কাচুমাচু করে ইসরাতের পেছনে দাঁড়িয়ে রইল। একটা বাক্য বের করল না মুখ দিয়ে। পাছে না নুসরাত ওয়াশরুমের জুতো দিয়ে

তার পিটাই করে। তার এসব চিন্তার ভেতর ইসরাতের কণ্ঠ ভেসে এলো কানে,”তো করতেই পারে! পড়তে এসেছে প্রশ্ন তো করবেই।আহান সহমত জারী করে মাথা নাড়াল। নুসরাতএসব দেখে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। এই মাত্র বড় সড় একটা গালি বের হচ্ছিল তার মুখ দিয়ে। নিজের মুখের মধ্যে হাত চেপে ধরে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে,”ও বাল

করবে বাল। বালের পড়াশোনা করবে। বালের জাতের প্রশ্ন করবে, আবার তার এই জাতের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাকেই।। এই আইন্সটাইনের সহকর্মীকে বল নিজেই একটা বিক্রিয়া তৈরি করে নিতে। যেখানে অ্যালকিনে না ব্যবহৃত সকল এসিড ব্যবহার করে নতুন আরেকটা বিক্রিয়কের উৎপন্ন করবে। ইথিনের সাথে সালফিউরিক

এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড মিশিয়ে বানাবে নতুন একটা বিক্রিয়া। তারপর বিক্রিয়ার নাম দিবে বালেস্টাইনের বিক্রিয়া।

ইসরাত রাগী চোখে চেয়ে শক্ত চোয়ালে ডেকে ওঠল,“নুসরাত!

নুসরাত নিজেও ঝাড়ি মেরে ওঠল। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল,” কী?

ইসরাত আহানকে ইশারা করল রুম থেকে বের হওয়ার জন্য,। আহান রুম থেকে বের হওয়ার সময় কার্টুনের মতো মুখ বানিয়ে নুসরাতকে ভেংচি কেটে দৌড় দিল। নুসরাত পেছন থেকে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছে,"দেখেছিস, ইসরাত দেখেছিস! এই টুকু বাচ্চা আমায় ভেংচি কাটে। এই ঘরে তো আগে বড়দের কাছে ইজ্জত ছিল না, আর

আগে যা ছিল এখন তাও নেই। বাচ্চা বাচ্চা পোলাপান আমাকে বেজ্জতি করে ছেড়ে দিচ্ছে।আহান যেতেই ইসরাত দরজার নব ঘুরিয়ে রুম লক করল। নুসরাতের কথা না শোনার মতো উড়িয়ে দিল। বিছানায় বসতে বসতে অন্য কথা তুলল। মোবাইল হাতে নিয়ে নুসরাতকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। নুসরাত কাছে গিয়ে বসতেই ইসরাত

জুতোর একটা অনলাইন শপে ঢুকে নুসরাতকে শুধাল,”কোনটা নিবি? পছন্দ কর!

নুসরাত নাক কুঁচকাল। যার মানে সে কিনবে না। ইসরাত পেইজ স্ক্রল করতে করতে শুধাল,”তাহল কী করবি?

নুসরাত বিটকেল মার্কা হাসি দিয়ে বলে ওঠল,“টাকা দিয়ে দে।

ইসরাত মাথা নাড়াল। মোবাইলের স্ক্রিনে আবারো চোখে ফেরাতেই কালো কালার এক জোড়া হাই হিল নজর কাড়ল। কমেন্টে জিজ্ঞেস করল,"প্রাইজ?

নুসরাত পাশ থেকে বসে ইসরাতকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর গলায় বলল,"এক্ষুণি এসে বলবে, চিপায় আসুন ম্যাম।

ইসরাত নুসরাতের কথায় উত্তর করল না। কিৎকাল অতিবাহিত হতেই পেইজের মহিলা লিখল ইনবক্সে আসুন। নুসরাত চুটকি বাজিয়ে, মৃদু চিৎকারের সহিত বলে ওঠল,"দেখেছিস বলছে চিপায় আসুন।গতকাল রাতে নুসরাতের সাথে ঘুমিয়েছিল ইসরাত। সকাল থেকে নুসরাতের দেখা নেই। নুসরাতের বিড়াল, মানে বন্দুকজি ও

নুসরাতের খুঁজে মিউ মিউ করে সারা বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছে। ইসরাত সারাবাড়ি জুড়ে অনেকক্ষণ নুসরাতের খোঁজ করল কোথাও পেল না। তারপর হয়রান হয়ে বসে গেল ধুপ করে সোফার ওপর। বিড়ালটা ও ইসরাতের পাশ ঘেঁষে এসে বসল। পায়ের কাছে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ল আরাম করে। ইসরাত ঝুঁকে বিড়ালটা কোলে তুলে নিতে

নিতে আবারো এক পলক কিচেনের দিকে চেয়ে দেখল নুসরাত আছে কি নেই। সেখানে নুসরাতের উপস্থিতি না দেখে বিড়ালটা কোলে তুলে অগ্রসর হলো লনের দিকে। এর মধ্যে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো আহান। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার ধরুণ তাড়াতাড়ি হেঁটে আসায় ঘেমে গিয়েছে মোটাতাজা শরীর। ইসরাত একহাতে বিড়াল চেপে ধরে নিজের

সাথে। অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে আহানের গাল স্পর্শ করে। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,”কী হয়েছে?

আহান হাঁটুতে হাত চেপে ধরে ঝুঁকে শ্বাস ফেলে। শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল স্বাভাবিক হতেই মৃদু শব্দে আওড়ায়,”নুসরাত আপুকে আরশ ভাইয়া কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ইসরাত ঠোঁট ঠোঁট চেপে হেসে

ওঠল। ভ্রুক্ষেপহীন গলায় জানতে চাইল,”তো?

আহান শব্দ করে শ্বাস ফেলল। এখনো হয়রানি দূর হয়নি তার। ইসরাতের হাতে বিড়াল দৃষ্টিপটেই পড়তেই সাবধানে দু-হাত দূরে চলে গেল। এতক্ষণ সে দেখেনি বিড়ালের উপস্থিতি এখানে আছে বলে। বিড়ালের সংস্পর্শে তার নাকে চুলকায় তাই এই সতর্কতা

অবলম্বন। দূরত্ব রেখে মিনমিনিয়ে শুধাল,”আপু তোমার চিন্তা হচ্ছে না? ইসরাত দ্বিধাহীন কণ্ঠে, সামান্য ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল,”তা হবে কেন?

আহান ইসরাতকে ভালো করে বোঝানোর জন্য চোখ বড় বড় করে আওড়াল,”আপি, তুমি মনে হয় আমার কথা বুঝতে পারোনি। আরশ ভাইয়া নুসরাত আপিকে কাঁধে তুলে

নিয়ে গেছে।ইসরাত এবার ও নিরর্থক অভিমত পোষণ করল। দু-কাঁধ শ্রাগ করে বলে ওঠল,”নিয়ে যেতেই পারেন, ভাইয়ার মিসেস উনি। এখানে আমার হাত ঢোকানো বেমানান।

আহান ইসরাতের শেষের কথা শুনল না। মুখ ঝামটা মেরে চলে গেল বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য। এই আপি ও বুঝে না কিছু! এত করে

বলছে আপুকে তুলে নিয়ে গিয়েছে, চিন্তা করবে তা না করে হে হে করে হাসছে।হাতের মুঠোয় আটালো কিছু অনূভুতি হতেই ঝিমিয়ে ওঠল নুসরাত। হাত নাড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এক বিন্দু হাত নড়ল না ওই স্থান থেকে। চোখ খুলে সামনে তাকাতেই কোনো আলোর রশ্মির দেখা পেল না। মাথা তুলে আশেপাশে চোখ বুলালো। ঘাড়ে

অস্বাভাবিক ব্যথায় ঘাড় নাড়ানোর ক্ষমতা প্রায় নেই। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো কিছু ব্যাথাতুর শব্দ। চোখের পাপড়ি ঝাপটালো দুয়েকবার। চোখ অন্ধকার সয়ে আসতেই সবকিছু এবার পরিস্কার হয়ে আসলো। নাকে ভ্যাপসা কিছু একটার গন্ধ ও লাগল। ছোটো ছোটো চুলগুলো ঘামের সাথে আটার মতো লেগে আছে। যার কিছু

অংশ নাকে আর কিছু অংশ চোখে উড়াউড়ি করছে।নুসরাত বেমালুম ভুলে বসে আছে তার হাত বাঁধা। আবারো চুল সরানোর বৃথা প্রচেষ্টা করার জন্য হাত নাড়াতেই মাথায় আটল তার হাত তো বাঁধা। চুল নাকের ভেতর ঢোকায় কিছু একটা হচ্ছে। নুসরাত হাফসাফ করে ওঠল। হাত খোলার চেষ্টা করল, হলো না। এবার পা নাড়াতে যাবে

তা ও বাঁধা চেয়ারের সাথে। দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। এক কোন মহাবিপদে পড়েছে সে। সেকেন্ডের মধ্যে রাগ চড়ে বসল মাথায়। কোন গাধা তাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে? চিন্তায় হাতের নখ খাওয়ার জন্য হাত নাড়াতেই মনে পড়ল বেঁধে রেখেছে তাকে। অনিশ্চিত কিছুই বুক কাঁপল সামান্য তার। চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে ওঠবে, পুরুষালি গলার

শব্দ ভেসে এলো,”তাহলে মিসেসের ঘুম ভেঙেছে।নুসরাতের সেকেন্ড লাগল না গলার ভয়েজ চিনতে। আরশের গলার ভয়েজ শুনেই কিৎকাল চুপচাপ বসে রইল। হাত ছুটানোর জন্য এতক্ষণের মোচড়া মুচড়ি ও থেমে গেছে অনেক আগেই। দ্বিধা ভরা চোখে যখন নুসরাত সামনে তাকিয়ে তখন গটগট কিছু শব্দ নুসরাতের কানে

ভেসে আসলো। নিজের সান্নিধ্যে কারোর উপস্থিতি পেতেই শক্ত হয়ে আসলো পুরো মেয়েলি শরীর। ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চাপল নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য। মনে মনে শুকরিয়া আদায় করল আলো জ্বালানো নয় বলে। নুসরাতের শুকরিয়া আদায় শেষ হতেই রুম জুড়ে জ্বলে ওঠল তীব্র আলোর রশ্মির ছটা। চোখ খিঁচে নিল সে। হঠাৎ এত আলো

সহ্য করতে পারল না অক্ষিপট। নিজেকে স্থির করে নিয়ে চোখ খুলল যখন, তখন আরশকে নিজের সামনে বসা দেখল। চেয়ার পিছনে কিছুটা সরানোর জন্য গা দিয়ে ধাক্কা দিতেই ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যেতে নিবে আরশ একহাতে তা টেনে ধরল। ধারালো পুরুষালি চোয়ালে হাত বুলিয়ে নিয়ে হাসল সামান্য। নুসরাতের গায়ের ভরে সামান্য

পরিমাণ চেয়ার পেছনে সরাতে, তা টেনে ধরে নিজের একদম সন্নিকটে নিয়ে আসলো। সাবধানী কণ্ঠে নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলে ওঠল,”নড়চড় বন্ধ কর! নাহলে লাত্তি খাবি।নুসরাতের চোয়াল ঝুলে গেল। চুপসানো মুখে যখন কিছু বলতে নিবে, আরশ হাত তুলে থামিয়ে দিল। উজ্জ্বল শ্যামলা মুখখানা কালো করে, সোজাসুজি

প্রশ্ন ছুঁড়ল,”কারোর সাথে পরকিয়ায় লিপ্ত ছিলি?

নুসরাত চোখ উল্টালো। আরশকে ভেংচি কেটে, ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলতে নিবে আরশ টেপ মেরে দিল নুসরাতের মুখে। অনিহা নিয়ে দু-হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নুসরাতকে ঠাট্টা করে বলে ওঠল,”তোর কথা শুনতে ইচ্ছে

করছে না এখন। তুই না হয় চুপ করেই থাক!

নুসরাত চোখ বড় বড় আরশের পানে তাকিয়ে থাকল। আরশ নিজের বলিষ্ঠ এক হাত বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে নুসরাতের গাল স্পর্শ করল। ছোটো ছোটো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে নিজের কথার সুর বদলে ফেলল। ভিন্ন স্বরে বলে ওঠল,"তোর চুলগুলোকে আমি ঘৃণা করি।নুসরাত

কপালে ভাঁজ ফেলে চুপচাপ শুধু লক্ষ করল তার সামনে বসা সুঠাম দেহি লোকটাকে। মনের ভেতর কিছু বলার ইচ্ছে জাগলেও তা চাপা দিতে হলো টেপের জন্য। আরশের হাত থেকে নিজের মুখ রক্ষা করার জন্য অন্যপাশে তা ঘুরিয়ে ফেলল। আরশ তা দেখে হেসে ফেলল শব্দ করে। আর তাতেই গালের বাঁ-পাশ দিয়ে গর্তের সৃষ্টি হলো। হাসতে হাসতে

যখন টেপ খুলে দিবে নুসরাতের মুখ থেকে, ইরহাম এসে প্রবেশ করল সেখানে। অবাক নয়নে দু-জনের উপর নিচ চোখ বুলালো। তার পিছু পিছু এসে প্রবেশ করল মাহাদি। কপালে এখনো প্লাস্টার স্থায়ী।

দু-জনেই বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ করল আরশের হাসি। গতকাল এই লোকই তো তাদের দু-জনকে হয়রান করে ফেলেছিল এই

মহিলার জন্য। আর আজ এই লোক হে হে করে রুম কাঁপিয়ে হাসছে বউয়ের সামনে বসে। এই দু-জনের সমস্যা কী! সবাইকে টেনশন দিয়ে মারবে কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবকিছুই ঠিক দু-জনের মধ্যে। তাদের অবাক হয়ে লক্ষ করার মধ্যে কানে ভেসে আসলো নুসরাতের কর্কশ কণ্ঠ, সে বলছে,"হয়েছে আর হাসতে হবে না। একটা মানুষের

হাসি এত বাজে কীভাবে হয়, তা আপনাকে না দেখলেই বুঝতেই পারতাম না!আরশের হাসি আরো দীর্ঘ হলো। নুসরাতের কথায় সে ভ্রক্ষেপই করল না। নিজ মনে হাসল অনেকক্ষণ। অতঃপর নড়েচড়ে বসে, আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে শক্ততার সহিত জিজ্ঞেস করল,"তুই পরকীয়া করেছিস?

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে আরশের চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল। নিজে প্রশ্ন ছুঁড়ল,”কীসের পরকীয়া?

আরশ ঘন ঘন শ্বাস ফেলে, নুসরাতকে সাবধানী বাণী দিল,”মিথ্যা বলবি না, তুই রিলেশনে ছিলি না?

নুসরাত মাথা নাড়াল বোঝার মতো করে।নির্দ্বিধায় স্বীকারক্তি দিল,”তো আমি অস্বীকার করেছি কখন?

আরশ গর্জে ওঠার মতো করল। রাগী চোখ নুসরাতের ওপর নিচ বুলিয়ে একহাতে নুসরাতের গাল চেপে ধরল। দাঁতের পাটি একটার সাথে অন্যটা চেপে ধরে কড়মড় করে আওড়াল,"বেইমান মহিলা। জামাই থাকতে পরকীয়া করিস? জানে মেরে ফেলব একদম। নুসরাতের অনুভূত হলো আরশের হাতের চাপে মুখের ভেতরের

কোষগুলো মড়মড় করে ভেঙে যাবে। তবুও তার পরোয়া না করে মুখ নাড়াল। চোখ দুটো উল্টে আরশকে ভেঙিয়ে নুসরাত ভাঙা ভাঙা শব্দে বলে ওঠে,”জানে মেরে ফেলব একদ...!

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই আরো জোরে চাপ পড়ল গালে। ব্যথায় চোখ খিঁচে নিল সে। তবুও আরশের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ হলো না। ইরহাম

আর মাহাদিকে চোখের ইশারায় বের হতে বলল রুম থেকে। তারা বের হতেই আরশ রাগে হিসহিস করতে করতে বলল,”মরার শখ জেগেছে তোর? একদম জানে মেরে ফেলব নুসরাত। দেখব না তুই আমার সামনে। বেয়াদ্দব মহিলা। জামাই থাকতে পরকীয়া করিস?

নুসরাত অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,“কে জামাই?

আরশ শীতল কণ্ঠে, নুসরাতকে কিছুটা হুশিয়ারি দিয়ে বলে ওঠল,”আমি।

তখনো হাত স্থায়ী গালে। নুসরাত ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নিজের মাথা দিয়ে আরশের মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করল। রাগী কণ্ঠে চিৎকার করে বলে ওঠল,”তুই আমার সাউয়ার জামাই!নাছির সাহেব আর ইসরাত বাড়ির বাহিরে বের

হয়েছেন। সামনেরই গ্রোসারি শপে যাওয়ার জন্য। ইসরাত রেডি হয়ে আসতে আসতে নাছির সাহেব তার দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলে গেলেন। ইসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। সৈয়দ বাড়ির ফটক পাড় করে যেতে নিবে জায়িন পেছন থেকে গম্ভীর গলায় বলে ওঠল,"দাঁড়ান!

ইসরাত পিছু ফিরে তাকানোর আগে জায়িন দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসলো। কোনো কথা ছাড়া একহাতে দিয়ে চেপে ধরল মেয়েলি নরম হাত। ইসরাত থমকে দাঁড়াল। চোখ উপরে তুলতেই, জায়িন ইশারা করল সামনে পা বাড়ানোর জন্য। ইসরাত কতক্ষণ নিজের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে স্বাভাবিক করল। ঢোক গিলে অগ্রসর হলো

সামনের দিকে। জায়িন কোনো কথা বলল না। চুপচাপ মাথা নিচু করে চলা ইসরাতের মিষ্টি মুখের দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে রইল।নুসরাতের কথা শেষ হওয়ার আগেই তার গালে পরপর বাজিয়ে দুটো থাপ্পড় পড়ল। তারপর থেকেই পিনপতন নীরবতা। বদ্ধ রুমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ইরহাম, মাহাদি। কোনো শব্দ ব্যয় করেনি দু-জন। বুঝেছে কথা বললেই তাদের

উপর নুসরাতের রাগ ঝাড়বে এই লোক। তাই চুপ থাকাই শ্রেয় মনে হয়েছে দু-জনের নিকট।

আরশ এখনো নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে সামনের ভদ্র মহিলাকে এক মনে দেখছে। নুসরাত থাপ্পড় খাওয়ার পর থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছে। গালি দিতে চায়নি সে, আসলে দিতে চাইছিল কিন্তু মনে মনে। সেটা স্লিপ অফ ঠ্যাং হয়ে মনে

মনে না হয়ে, জোরে বের হয়ে গেছে। এতে তার বেচারির দোষ কী! দোষ তো মুখের তাই না? তাহলে এই বেটা তাকে এত জোরে মারল কেন! তাই আবারো মুখ ফসকে ভুল কিছু বের হওয়ার ভয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বসে আছে। তার নাজুক গালে আর থাপ্পড় খেতে চাচ্ছে না এই মুহুর্তে। জন্মের পরে এই প্রথম এত থাপ্পড় খেয়েছে মনে হয় সে।

কীভাবে তার মতো একটা মেয়েকে এই লোক ধুমধাম করে মারছে। জামাই হয়েছে তো কী মাথা কিনে নিয়েছে নাকি! এই আরশ বেটাকে একটা শিক্ষা না দিলে, সে নুসরাত নাছির না! এই নিয়ে গণে গণে তাকে এই বেটা পনেরোটা থাপ্পড় মেরেছে। সব ফিরিয়ে দিবে সে!গালি গালাজ শব্দটাই পছন্দ না আরশের। সে নিজেও গালি দেয় না আবার

তার সামনে কেউ গালি দিক সেটাও সে পছন্দ করে না। এতে রাগ হয় প্রচুর! বর্তমানে তার চোখের সামনে নিস্তব্ধ হয়ে বসা নুসরাতের কিৎকাল পূর্বের গালি শুনে রাগ, বিরক্তি দুটোর একটাই হচ্ছে না। এতেও সে মহা বিরক্ত! কেন রাগ হচ্ছে না? কেন বিরক্তি আসছে না এই বেয়াদব মহিলার ওপর? সূক্ষ্ম গলা ভেজানোর জন্য ঢোক গিলে নিল। তাতে গলার

এডামস অ্যাপলস উপর-নিচ বিট হলো। নিষ্প্রাণ চোখে স্থির চেয়ে থাকল বাজপাখির ন্যায় মেয়েলি মুখখানার দিকে। থাপ্পড় খাওয়ার জন্য গালে কিছুটা দাগ পড়েছে, সেদিকেই তার চোখ বারবার ঘুরে গিয়ে দৃষ্টিবদ্ধ হলো।

নুসরাত বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হলো। এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে এর মানে এই না আজ

সারাদিন এভাবে বসে থাকবে সে। তাই নিজের বন্ধ রাখা মুখ খুলল কষ্ট করে। গাল দুটো অসাড় হয়ে আছে। নিজের রাগ ভেতরে চেপে সোজসুজি বসে প্রশ্ন ছুঁড়ল,”এই ভাই আপনার সমস্যা কী?আরশ কথা বলল না। স্থির নিজের জায়গায় থাকল। কিন্তু চোখের মণি মুখ থেকে সরে এসে তা নাকে গালে স্থির হলো। নুসরাত অদম্য রাগ দাঁতের

নিচে চাপা দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কোনো রকম জিজ্ঞেস করল,”কী? সমস্যা কী আপনার? এমন করে বসে আছেন কেন? আচ্ছা বাদ দিন, আপনি বসে থাকেন এভাবে, আমাকে যেতে দিন! আমার তো একটা মান-সম্মান আছে, সারাদিন এভাবে বাহিরে থাকলে মানুষ ভালো বলবে না।

সামনা সামনি এই কথা বললেও মনে মনে নুসরাত তার উল্টো বিড়বিড় করল,”যার যা ভাবার ভাবুক, আমি নুসরাত নাছির এসবের পরোয়া করিনা।

আরশ নুসরাতের কথায় হয়তো একটু বিরক্ত হলো। তাই মুখের শান্ত ভঙ্গিমায় একটু বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে ইরহামের উদ্দেশ্যে বলে ওঠল,”ওই বেয়াদ্দব মহিলার মুখ

ভালো করে বেঁধে রাখ। কখন থেকে স্বামী সমান অবিভাবকের ওপর চিৎকার করতেই আছে।ইরহাম নুসরাতের মুখে কাপড় বাঁধতে নিবে আরশ চোখ রাঙাল। গম্ভীর গলায় সর্তকতা জারী করে বলল,”মোলায়েম করে বাঁধবি, যাতে আমার মিসেস একদম ব্যথা না পায়। যদি সামান্য ব্যথা পায়, তাহলে...

ইরহামকে আর বলতে হলো না, সে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল বুঝে গেছে। নুসরাতের মুখে কাপড় বাঁধার আগেই আরশ তা থাবা মেরে নিয়ে নিল। ফুস করে ওঠে ইরহামকে ধমকাল,"তোকে বলেছি আমি কাপড় বাঁধতে?

ইরহাম আরশের দু-কথায় তব্ধুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাহাদি কোনো কথা না বলে আরেকটা চেয়ের টেনে

নুসরাতের সামনাসামনি বসতে যাবে আরশ ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। ইশারায় কোণোর একটা জায়গা দেখিয়ে বলে ওঠল,”ওইখানে গিয়ে বস। এদিকে কী মধু লাগানো আছে?

নুসরাত বারবার বিরক্তের উপর বিরক্ত হলো। কিন্তু তা বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ না পেয়ে দাঁত কামড়ে বসে থাকতে হলো। একে

হাত নাড়াতে পারছে না তার ওপর এই আপদ। আরশ এবার কিছু বলতে নিবে নুসরাত পুরুষালি ঠোঁটের দিকে চোখ স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল,”সিগারেট খান?

আরশ নির্দ্বিধায় স্বীকারক্তি দিল,“হু!

নুসরাত চোখ সরু করে আবারো শুধাল,

” মদ খান?

“না, কিন্তু বগলের নিচে নিয়ে ঘুরি।

নুসরাত মুখ দিয়ে বাহ বাহ দিল। হাত নাড়াতে না পারায়, হাত তালি দিতে না পেরে প্রচুর ব্যথিত হলো। আবারো প্রশ্ন করল,”আর কী কী বগলের নিচে নিয়ে ঘুরেন আপনি?

“মেয়ে মানুষও বগলের নিচে নিয়ে ঘুরি।

নুসরাত কিৎকাল আরশকে অবলোকন করল। অতঃপর মৃদু

স্বরে মিষ্টতায় পরিপূর্ণ কণ্ঠে আওড়াল,

” হাতে ব্যথা পাচ্ছি, খুলে দিন।

আরশ ইরহামকে ভ্রু দিয়ে ইশারা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠল, “খুলে দেয়!

ইরহাম অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,” খুলে দিব?

আরশ শব্দ করে শ্বাস ফেলল। চোখের ইশারায় বলল খুলে দিতে।

ইরহাম হাতের বাঁধনে হাত দিতেই আরশ থামিয়ে দিল। অবজ্ঞার সাথে দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল,”হাত খুলে দিস না।

ইরহামের দড়ির কাছে থাকা হাত থমকাল কিছুক্ষণের জন্য। সোজা হয় দাঁড়িয়ে অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কেন?

আরশ নিজের ক্লিনসেভ ধারালো চোয়ালে হাত বুলিয়ে গম্ভীর

আওয়াজে আওড়াল,” খুলে দিলেই ফড়িং এর মতো তিড়িংতিড়িং করবে। এরচেয়ে ভালো এভাবেই বাঁধা থাকুক। শান্ত-শিষ্ট করুণ দেখতে ভালোই লাগছে, আমার মিসেসকে।

নুসরাত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠল। আরশকে তাচ্ছিল্য নিতে না পেরে, দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে বলে ওঠল,”আমি করুণ না।কথা

শেষ করতেই ধপাস করে দরজা খুলে গেল। মাহাদি, নুসরাত আর ইরহামের চোখ দরজার দিকে ঘুরে গেল। আরশ নিজের চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকল। পেছন ফিরে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না কে এসেছে ।

আরশ সঠান হয়ে সামনা সামনি বসায় নুসরাতের দৃষ্টি তাকে ভেদ করে দরজার কাছে গেল না। উঁকি

ঝুঁকি মারল কে এসেছে দেখার জন্য, কিন্তু অক্ষিপট সে অবদি পৌঁছাল না। একবার পা বাঁধা ভুলে গিয়ে ওঠে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল। টনক নড়ল পা তো বাঁধা। তাই আরশের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলে ওঠল,"আরশ ভাই, দেখব!

আরশ বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে চোয়াল শক্ত করে জিজ্ঞেস করল,"কী দেখবি?

নুসরাত সামন্য কপাল কুঞ্চিত করে বলে ওঠল,“কে এসেছে তা!

আরশ গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

“দেখার দরকার নেই, আমাকে দেখ।

নুসরাতও তৎপর গতিতে কথার পিঠে কথা ফিরিয়ে দিল,”আপনাকে দেখার কিছু নেই। গত একঘন্টা যাবত অনেক দেখেছি! দেখার মতো বিশেষ কিছু খুঁজে পাইনি।

আরশ চোখ বড় বড় করে ধমকে কিছু বলতে নিবে পেছনের কথায় থেমে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সামান্য পেছনে তাকাল। আবিরকে এমন হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল আরশের। আবির নুসরাতকে চেয়ারের সাথে বসা দেখে অবাক হলো। না চাইতেও মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো,” তুমি?

আরশ ঝটপট আবিরকে শুধরে দিয়ে বলে ওঠল,“What are you? call her mam!

আবির মাথা নিচু রেখে আরশের কথার প্রতিত্তোর করল,” কিন্তু স্যার..

আরশ কথা কেটে দিয়ে বলে ওঠে, “কোনো কিন্তু না, ম্যাম বলবে ও’কে।

নুসরাত আবিরের চুপসানো মুখের দিকে তাকাতেই হে হে করে হেসে ওঠল। নুসরাতের এমন হাসির মানে আরশ খুঁজে পেল না। আবির নুসরাতের দিকে চোখ তুলে তাকাতে নিবে আরশ ধমকে ওঠল," ওর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছ কেন? চোখ নিচের দিকে রাখো!

আবির মিনমিন করে বলে ওঠল,

"ওকে স্যার!

নুসরাতকে হাসতে দেখে আরশ বিরক্ত হলো। ইরহামকে ডেকে ওঠে,” ইরহাম!

ইরহাম জি ভাই বলতেই আরশ বলল,

“যা একটা লাঠি নিয়ে আয়, এই মহিলাকে দু ঘা মনে হচ্ছে দিতে হবে। দাঁতগুলো ঢুকছেই না ঠোঁটের ভেতরে।

নুসরাত আরশের কথায় থামল না। দ্বিগুণ শব্দে হেসে ওঠল। আবিরের বেচারা মার্কা মুখ দেখে নুসরাতের ইচ্ছে করছে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে হাসতে। শুধুমাত্র হাত পা বাঁধার জন্য পারছে না। নাহলে এখানেই শুয়ে পড়ত সে।নিজাম শিকদার আর সুফি খাতুনের ঝগড়া লেগেছে জম্বেশ। একপ্রকার সেটা জমে ক্ষীর হওয়ার মতো। ঝগড়া লাগার কারণ

কেউ জানে না। সৌরভি ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তা থামাতে গিয়ে দু-জনের কথার তোপে পড়তে হচ্ছে সৌরভিকে। আহান সুফি খাতুনের পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে হাত চেপে হাসছে মুচকি মুচকি। ঝগড়া দেখতে ভালোই লাগছে তার নিকট। সুফি খাতুনের সাথে কথায় কোনোভাবে পেরে ওঠলেন না নিজাম শিকদার। তবুও

হার মানতে রাজী নন তিনি। শয়তান ভদ্র মহিলাকে আজ একটা উচিত শিক্ষা না দিলে এই মহিলা মাথায় ওঠে বসবে। গতবার ও তার গাছের ফুল চুরি করেছে আর এবারো।একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন নিজাম শিকদার। তাই নতুন উদ্যোগে ঝগড়া করতে ব্যস্ত হলেন উনারা। সৌরভি নিজের দাদাকে থামানোর চেষ্টা করলেও

আহানের মধ্যে সেই মনোভাব পরিলক্ষিত নয়। আহান বাড়ির বাহিরে বসার জন্য চেয়ার পাতা ওখান থেকে একটা চেয়ার এনে বসে গেল আরাম করে। গালে হাত দিয়ে দেখতে মনোযোগী হলো টানটান এই ঝগড়া। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে শব্দ বের করে চিয়ার আপ ও করল। সৌরভি বুঝে গেল আজ আর এই ঝগড়া থামবে না। এই দু-

জনের থামাতে গিয়ে বিনা কারণে নিজের এনার্জি নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, তার চেয়ে ভালো বসে দু-জনের হাড্ডা-হাড্ডির লড়াই দেখা। সৌরভি ও আরাম করে ঝগড়া দেখার জন্য চেয়ার টেনে বসল। আহানের মতো গালে হাত দিয়ে মনোযোগী হলো ঝগড়া দেখায়।

নিজাম শিকদার রাগে চিৎকার করে বলছেন,“আপনাকে না করার পর কেন আপনি আমার গাছে হাত দিয়েছেন?

সুফি খাতুন তার থেকে দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে বলছেন,” দিয়েছি বেশ করেছি। গাছগুলো বাহিরে রাখলেই তো আমরা হাত দিব।

নিজাম শিকদার ক্ষুভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে বললেন,”তো কী

গাছগুলো বাড়িতে ঢুকিয়ে রেখে দেব?

” হ্যাঁ রাখুন, আমরা কী না করেছি ! সুফি খাতুন মুখ ঝামটা দিয়ে চলে গেলেন। আহান নিজেও পাতা চেয়ার হাতে তুলে নিয়ে নানির পেছনে যেতে যেতে নিজাম শিকদারের মুখের উপর গট করে দরজা লাগাতে ভুলল না।মেঘের আধাঁরে ঢাকা আকাশ। মৃদু বাতাস বইছে

চারিদিকে। ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো। গ্রোসারি শপের গ্লাস বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে বৃষ্টির ঝিরঝিরে কণা। তা আলগোছে স্পর্শ করছে দূর্বা ঘাসগুলোকে। বাহিরের বৃষ্টির জন্য গ্রোসারি শপের স্লাইডিং দরজা টানা হয়েছে অনেক আগে। ইসরাত শপিং কার্ট ঠেলে নিয়ে বিভিন্ন মশলার আইটেম সেখানে রাখল।

একবার চোখ বুলিয়ে নিল সবগুলো আইটেম রাখা আছে কিনা তা দেখার জন্য। তারপর আবারো অগ্রসর হলো চকলেট, চিপস, নেওয়ার উদ্দেশ্যে। জায়িন চুপচাপ বিল কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। ইসরাতকে নিশ্চিন্তে জিনিস কিনতে দিচ্ছে। মেয়েটার সাথে এসেছিল এক পলক দেখার জন্য, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে খুব ভালো দেখতে পারছে

মেয়েটাকে।ইসরাত জায়িনকে পাশ কাটানোর সময় অভ্যাসবশত নিজের গলায় ঝুলানো মিনি ব্যাগ হাতালো। কিছু খুচরা নোট ছাড়া আর কিছু পেল না। তাই চকলেট কিনার জন্য অগ্রসর হওয়া পা থামিয়ে ফিরে আসলো আবারো নিজের জায়গায়। জায়িন নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সব কিছু লক্ষ করল। চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে ইসরাতের হাতের মুঠোয় থাকা

শপিং কার্ট নিজের কাছে হস্তান্তর করল। মেয়েটাকে ওভাবেই বিল কাউন্টারের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে শপিং কার্ট নিয়ে সেদিকে চলে গেল। ইসরাত না করার পূর্বেই জায়িন বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল গ্রোসারি শপের ভেতর। দশ মিনিট পাড় হওয়ার পর দেখা মিলল জায়িনের।দু-হাতে একটা ভর্তি শপিং কার্ট ঠেলে নিয়ে

আসছে। তার সাথে আরেকজন সেলসম্যান। যে জায়িনের পেছন পেছন আরেকটা শপিং কার্ট ঠেলে নিয়ে আসছে। ইসরাত বাকরুদ্ধ চোখ মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। নিজের সামনে এগিয়ে আসা গম্ভীর মুখাবিশিষ্ট লোকটাকে এভাবে এতকিছু নিয়ে আসতে দেখে নির্বাক বনে গেল। জায়িন ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্যাস

কাউন্টারে থাকা মহিলা জিনিসপত্র গুলো স্ক্যান করে জায়িনের উদ্দেশ্যে বলল,”স্যার, আপনার বিল ত্রিশ হাজার টাকা হয়েছে।

ইসরাত কিছু বলতে যাবে জায়িন ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ দেখাল। গম্ভীর কণ্ঠে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল,“কার্ড হলে চলবে?

মহিলাটি বিনয়ী সুরে বলে ওঠল,

” জি স্যার!

মহিলাটির কথা শেষ হতেই জায়িন পকেট হাতড়ে বিল পেমেন্ট করার জন্য কার্ড বের করল। ইসরাত মিনমিন করে বলল,”এতকিছুর প্রয়োজন ছিল না।

জায়িন ভ্রু সামান্য বাঁকাল। ইসরাতের এমন মতবাদ পছন্দ না হওয়ায় গম্ভীর ভঙ্গিতে পাশ ফিরে তাকিয়ে শুধাল,”আর ইউ সিওর?

ইসরাত মাথা উপর নিচ নাড়ানোর পূর্বেই জায়িনের উদ্দেশ্য মহিলাটি ডেকে ওঠল। হাতের POS মেশিন এগিয়ে দিল পিন দেওয়ার জন্য। জায়িন নিজের এটি-এম পিন ইসরাতকে দেখিয়ে চাপতে চাপতে বলে ওঠল,"আপনাকে আমি পরে দেখে নিব ইসরাত।

ইসরাত চোখ উল্টালো জায়িনকে দেখিয়ে। জায়িন গম্ভীর চোখ মেয়েলি

মুখে স্থির রেখে নিজের শক্ত চোয়ালে হাত বুলালো। কোনো শব্দ করল না। বিড়বিড় করল কিছু একটা।আবির হাতে একটা ফাইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সামনা সামনি বসা দু-জনকে চুপচাপ দেখছে সে। মনে মনে ভাবছে নানা চিন্তা। জোরা দিচ্ছে নুসরাত আর আরশের কী সম্পর্ক হতে পারে। নুসরাতকে দু-একটা গালি ও দিল। তার স্যারের

মতো মাটির মানুষকে এই শয়তান মেয়েটাকেই গার্লফ্রেন্ড করতে হলো! বাহবা ও দিল নুসরাতকে। এই মেয়ের কী ট্যালেন্ট স্যারের মতো বড়লোক মানুষ পটিয়ে ফেলেছে। এবার তো বস্তি থেকে একদম হাই প্রোফাইলে চলে যাবে। আবির দ্বিধাদ্বন্দে ভরা কণ্ঠে আরশকে প্রশ্ন করল,"স্যার, ম্যাম কী আপনার গার্লফ্রেন্ড?

আরশ ধমকে ওঠল আবিরকে। শক্ত চোখ তার দিকে নিক্ষেপ করে বলে ওঠল,”গার্লফ্রেন্ড হতে যাবে কেন, আমার মিসেস ও! আর তুমি বারবার ওর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছো কেন, চোখ নিচের দিকে স্থির রাখো, আমার বউয়ের দিকে না।নুসরাত গা দুলিয়ে খিকখিক করে হেসে ওঠল। আবির নুসরাতের হাসিতে বিরক্ত হলো। মাস্তিষ্কে কত কথা জমল।

তার মধ্যে এমন একটা কথা জমল তা তাকে ভাবাল। বিড়বিড় করল,” কী চতুর মেয়ে স্যারকে বিয়ে করে নিয়েছে। নির্ঘাত সম্পত্তি দেখে পটিয়ে নিয়েছে মাটির মানুষটাকে। পটাবে কীভাবে কালো জাদু করেছে নিশ্চিত! নাহলে এমন পেত্নী মেয়ে স্যারের বউ হবে নাকি। স্যার আরো সুন্দরী মেয়ে ডিজার্ভ করেন।

সামনা-সামনি জিজ্ঞেস করল আরশকে বিপরীত প্রশ্ন।

“স্যার কবে বিয়ে করলেন আমাদের দাওয়াত দিলেন না?

আরশ কপাল কুঞ্চিত করে তাকাল আবিরের দিকে। তিক্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,”তোমার ম্যামকে আমি আজকাল বিয়ে করেছি নাকি, আজব! তোমার জন্মের আগে বিয়ে

করেছি। আই মিন তেরো বছর আগে বিয়ে করেছি।

আবিরের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। শুধাল," তাহলে ম্যামকে এভাবে বেঁধে রেখেছেন কেন?

"এটা আমাদের পার্সোনাল ব্যাপার তোমাকে বলতে যাব কেন?

আবির ওপর নিচ মাথা নাড়াল। মনে অনেক প্রশ্ন জাগল কিন্তু ভয়ে মুখ ফুটে বের হলো না। আরশের কাছ

থেকে পারমিশন নিতে বলল,” স্যার লাস্ট একটা প্রশ্ন!

আরশ হু বলতেই, আবির শুধাল, “আপনাদের বিয়ে হলো কীভাবে?“আমার মরহুম দাদা আমার সাথে তোমার ম্যামের জোর করে বিয়ে দিয়েছেন। আমি করতে চাইনি, কিন্তু আমার মরহুম দাদা সম্পত্তি থেকে বেদাখিল করে দিবেন বলে ভয় দেখানোর জন্য বিয়ে করেছি।

ইরহাম আবিরের মুখ দেখে ঠোঁট টিপে হাসল। নুসরাত এতক্ষণ হাসলেও এবার মুখ বন্ধ করে চেয়ে আছে দু-জনের দিকে। মন দিয়ে শুনছে দু-জনের কথা। মাহাদি আরশকে টিপ্পনী কাটার জন্য মাঝ থেকে এমনভাবে বলল যেন আবিরকে বোঝাচ্ছে সে। তেরছা সুরে টেনে টেনে বলল,"ম্যাম হলেন আপনার স্যারের একমাত্র দায়িত্ব।

এছাড়া আর কিছু না বুঝেছেন। তাই দায়িত্ব বুঝে নিতে আপনার স্যার এসেছেন। এর বেশি কিছু না। শুধু দায়িত্ব।

আরশ নুসরাতের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে। ভ্রু সামান্য বাঁকা হয়ে আছে সামনের লোকটার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মাহাদির কথায় বিরক্ত। নুসরাত এসবের পরোয়া করল না মাহাদির কথায় রুম কাঁপানো হাসি

দিল। আবির নুসরাতের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,”স্যার ম্যাম সম্পর্কে আপনার কী হন?

আরশ চ্যাত করে ওঠল। বলল,“তা জেনে তোমার লাভ কী! চুপ করে থাকো আর প্যানপ্যান বন্ধ করো।

ইরহাম ঠোঁট কামড়ে হাসছে। মাহাদি কোনোরকম বলে ওঠল,”এখনো বোঝোনি গাধা, ম্যাম হলেন আপনার স্যারের দ্বি-মাত্র চাচাতো বোন।

আবিরের মাথায় অজান্তেই বম ফাটিয়ে মাহাদি হেসে ওঠল। আবিরের মুখটা দেখার মতো কালো হলো। নুসরাত আর ইরহাম দু-জন গলা মিলিয়ে হাসতে লাগল এতে করে আরো বেশি। আরশ তা দেখে অভ্যাসবশত নিজের ধারালো গম্ভীর সুরে কিৎকাল আগের প্রশ্ন আবার ছুঁড়ল,"কার সাথে রিলেশনে ছিলি?

নুসরাত হাসতে হাসতে ভুলে বসেছে আরশ সামনে। আরশকে ইরহাম মনে করে, আবিরের দিকে আঙুল তুলে বলে ওঠল,”ওই ব্যাটার সাথে। কথাটা শেষ করেতেই ঠোঁট থেকে ফুস করে হাসি উধাও হয়ে গেল। চোখ তুলে আরশের দিকে তাকাল। আরশও তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের অবস্থার কোনো ভাবাবেগ নেই! আগের মতোই গম্ভীর, শক্ত

করে রাখা ক্লিনসেভ চোয়াল। পুরুষালি চোখ দুটোতে কিছু একটা জ্বলজ্বল করছে। তা ঠাওর করতে পারল না নুসরাত। ঠোঁট কামড়ে একবার আবিরের দিকে তাকায় নুসরাত, মুখটা বেচারা করে রেখেছে। চোখ নিচু করে চোরের মতো একবার আরশকে দেখছে তো একবার তাকে। নুসরাত উপরে উপরে নির্বিকার থাকার চেষ্টা

করলেও ভেতরে ভেতরে ঠিকই ভয়ের দানা বাসা বাঁধল। ঠোঁট চেপে কিছু বলতে নিবে আরশ অত্যাধিক হিমায়িত কণ্ঠে বলে ওঠল,"হাত খুলে দে!

মাহাদি এগিয়ে এসে খুলে দিতে যাবে আরশ চোখ রাঙাল। শাসানোর সুরে হিসহিসিয়ে বলল,"তোকে বলেছি? ওর থেকে গণে গণে বিশ ফুট দূরে থাকবি তুই!

মাহাদি ঠাট্টা করে বলল,“ঠিক আছে দূরে থাকব,কিন্তু বিশ ফুট হয়েছে কীভাবে জানব?

আরশ কথার উত্তর দিল না। জিহ্বা দিয়ে গাল ঠেলল। । নীরবে কিছু একটা ভাবতে বসল। ইরহাম নুসরাতের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলতে যাবে তার পিঠে শক্তি দিয়ে একটা কিল বসাল নুসরাত। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল।

এত শক্ত করে ধরল দাঁতগুলো দাঁতের সংঘর্ষের ফলে যে আওয়াজ হলো তা এসে কানে লাগল ইরহামের। ইরহাম নুসরাতের নীরবে করা রাগ তার প্রতি কতটুকু হয়েছে তা উপলব্ধি করাচ্ছে এভাবে। কোনো কথা না বলে নির্লিপ্ততার সহিত নুসরাতের পায়ের বাঁধন খুলে দিল। নুসরাত সুর গলার নিচে নামিয়ে ইরহামের শোনার মতো

করে আওড়ায়,”তোর সাথে সম্পর্ক আমার এখানেই শেষ।নুসরাত এসব বললেও আধঘন্টা পর তাদের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই ইরহাম ও নুসরাতের কথায় মোটেও বিচলিত হলো না। ইরহাম নুসরাতের পা খুলে দিতেই ওঠে দাঁড়ায়। এতক্ষণ পা বাঁধা থাকায় অসাড় হয়ে আছে। তাই নাড়ানোর সক্ষমতা হারিয়েছে অনেক আগে। নিজের জায়গায়

আবারো বসে গিয়ে পা ঝাড়া দেয়। মুখ ব্যথাতুর বানিয়ে ওঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালালে আরশ তার দিকে কিছু একটা ছুঁড়ে মারে। গমগমে স্বরে বলে ওঠে,” ক্যাচ!

নুসরাত ক্যাচ ধরার আগে তা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বিরক্ত হয়ে নুসরাত পিছু ফিরে, তখনই মাহাদি হাত বাড়িয়ে চাবি একটা নুসরাতের হাতে ধরিয়ে দেয়। নুসরাতের কানে

এসে বারি খায় একটা কথা। আরশ পেছন থেকে শক্ত গলায় বলছে,”তোকে বলেছি আমি চাবি খুঁজে দিতে? আরেকবার দেখেনেই তোকে ওর আশেপাশে, তোকে আমি কোপাবো! আই এগেইন রিপিট দেট, মাহাদি তোকে আমি কোপাবো! আবিরের অবস্থা নাজেহাল। ভয়ে হাত-পা সব অসাড় হয়ে আসছে। অস্বাভাবিক কাঁপা কাঁপছে তার হাত-

পা। ঘামাক্ত মুখ একহাত দিয়ে মুছে নিল। নুসরাত সেদিকে তাকিয়ে আবিরের উদ্দেশ্যে গুড বায় হাত নাড়াল। হেসে হেসে বলে ওঠল,”আপনার দিনটা ভালো কাটুক, এই হালুমের সাথে। বেঁচে থাকেন যদি অবশ্যই আমি নুসরাত নাছির বস্তির মেয়ে ফল নিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে আসবো। আপনার আত্মার মাগফেরাত কামনা

করি। এছাড়া আর কোনো দোয়া এই মুহুর্তে করতে পারছি না।ইরহাম আর নুসরাত দু-জন একসাথে দু-হাত তুলে মুখের সামনে ধরল। সমসুরে বলে ওঠল,”আমিন!

বলে দু-জন দু-হাত দিয়ে মুখের মধ্যে হাত বুলালো। মাহাদি দু-জনের কান্ড দেখে হাসছে। আরশ নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে থেকে ভ্রু বাঁকিয়ে লক্ষ করছে দু-জনের কান্ড।

নুসরাত এবার আরশের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সালাম ঠুকল,”আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই!

আরশ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল নুসরাত পানে। নুসরাত দরজা দিয়ে বের হতে যাবে আরশ আদেশ দিল,”দাঁড়া..!

নুসরাত ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই আরশ গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে,”সোজা হয়ে দাঁড়া!নুসরাত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট এলিয়ে হাসার পূর্বেই নিজের বাঁ-গাল দিয়ে বয়ে গেল জোরালো থাপ্পড়। থাপ্পড়ের জোরে নুসরাতের মুখ ঘুরে গেল অন্যপাশে। আবারো মুখ তুলে তাকাতেই আজকের দিনের মধ্যে চতুর্থ থাপ্পড় পড়ল নুসরাতের গালে।

নুসরাত বিমূর্ত! বিস্ময়ে কোটর থেকে চোখ বের হওয়ার মতো। দু-ইঞ্চি হা করে তাকিয়ে আছে আরশের দিকে।ইরহাম চোখ নিচের দিকে নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আরশ বা নুসরাতের কোনো কথায় বা কাজে হস্তক্ষেপ করল না। চোখ নিচের দিকে স্থির থাকতে থাকতে কান বাজানো আরেকটা থাপ্পড় পড়ল। সেই থাপ্পড়ের শব্দ পুরো

রুমে প্রতিধ্বনি হলো। ইরহাম ভয়ে ভয়ে নুসরাতের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মনে করল এইতো গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ বসানো মেয়েটার, কিন্তু তেমন কিছু নেই। আড় চোখ সামনে ঘোরাল। দেখল সঠান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরশের উজ্জ্বল শ্যাম গালে থাপ্পড়ের চিহ্ন। ইরহাম শঙ্কিত হওয়া চোখ আবারো ঘুরিয়ে নিল নুসরাতের দিকে। নুসরাত একহাত

কোমরে রেখে কিছু না হওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওঠল,”কী বাচ্চাদের মতো থাপ্পড় মারছেন? থাপ্পড় মারতে হয় এভাবে, পুরো রুম কাঁপিয়ে। এভাবে শিশুদের মতো থাপ্পড় মারলে চলে?

ইরহাম নুসরাতকে টেনে পেছনে সরিয়ে নিতে চাইল, নুসরাত হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ইরহামকে দূরে সরিয়ে দিল। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে

আওড়াল,”এই সমস্যা কী তোর? দেখছিস না, বড় দু-জন মানুষ কথা বলছে? এর মধ্যে তুই ছোট মানুষ তোর নাক ঢোকাস কেন?আরশের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিনয়ী হাসল নুসরাত। অতঃপর অত্যন্ত নম্র গলায় বলে ওঠল,”ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আজ তাহলে আসি বড় ভাই?

নুসরাত জিজ্ঞেস করল যাওয়ার কথা কিন্তু, আরশের উত্তরের পরোয়া না করে রুম থেকে বের হয়ে গেল। ঠা করে খোলা দরজা দিয়ে নুসরাত বের হওয়ার ত্রিশ সেকেন্ড পর বের হলো আরশ। করিডোরে কাচের তৈরি রেলিঙের সামনে গিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতায় পরিপূর্ণ। দো-তলা থেকে দাঁড়িয়ে, নিচে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকা নুসরাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ল। ইরহামের সাথে কিছু একটা নিয়ে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ঝগড়া করতে ব্যস্ত সে। ইরহাম ক্ষীণ স্বরে কিছু একটা বলে ঝাড়ি মারছে নুসরাতকে। তারপর নিজের হাতের মুঠোয় থাকা নুসরাতের হাত ঝটকা মেরে ফেলে দিয়ে হনহন করে চলে যাচ্ছে।নুসরাতও একহাত উপরে তুলে অন্যহাত কোমরে রেখে

হেলেদুলে ইরহামের পেছন পেছন গান গেয়ে গেয়ে বের হচ্ছে। ঠোঁটে লেগে আছে মারাত্মক হাসি, ইরহামকে জ্বালাতে পারায় এই হাসি হয়তো আয়ত্ত করেছে নুসরাতের ঠোঁট। আরশ হুডির ক্যাপ মাথায় তুলল একহাতে টেনে। নির্মিশেষ দৃষ্টি তখনো স্থির নুসরাতের দিকে। নিজের দু-হাত অলস ভঙ্গিতে প্যান্টের পকেটে পুরে ব্ল্যাক কার্ড

বের করল। তর্জনী আর মধ্যমা আঙুলের মধ্যে রেখে তা ঘোরাল কয়েক সেকেন্ড। চোখ ব্ল্যাক কার্ডের ওপর স্থির রেখে ঘাড় বাঁকা করল। মড়মড়ে শব্দ হলো তাতে। কার্ড আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে মাহাদির উদ্দেশ্যে শক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল,"শুট হিম!মমো রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা কুকুরটাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখল। কুকুরটাকে

জ্বালানোর জন্য মাথায় চাপল দুষ্টু বুদ্ধি। কুকুরের পেছনে লাগার জন্য আশেপাশে চোখ বুলালো। আজ আর কাল মিলিয়ে দু-দিন, মেজ মামার বাড়িতে ইরহাম আর নুসরাতের চুলোচুলি হয়নি তাই বিনোদন দেখা থেকে দূরে তারা সবাই। কুকুরকে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে পা বাড়ানোর আগে ঘেউ করে ডেকে কালো কুকুরটা ওঠে দাঁড়াল। বাঁকা কুচকুচে

কালো লেজ নাড়িয়ে নিজের লাল চোখ দিয়ে মমোর দিকে তাকিয়ে গা ঝাড়া দিল।এতক্ষণে মমোর টনক নড়ল, কুকুরটা নির্ঘাত তাকে কামড় দেওয়ার জন্য এদিকে গা ঝাড়া দিয়ে আসছে। চোখ বড় বড় করে মমো দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়। কুকুরটাকে হিংস্র গতিতে তার দিকে তেড়ে আসতে দেখে হুঁশ ফিরল। পা ঘুরিয়ে দৌড় দেওয়ার পূর্বে জুতোর

ফিতে ছিঁড়ে মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ল কংক্রিটের রাস্তায়। মুখ রাস্তায় স্পর্শ করার আগে নিজের দু-হাতের তালুর আড়ালে ঢেকে নিল তা। এতে করে মুখের শেষ রক্ষা হলেও হাতের উল্টো পিঠ ছেঁচে গেল খারাপভাবে। মুখ থুবড়ে পড়ার জন্য হাঁটু আর পায়ের নখে ব্যাখ্যা না করার মতো ব্যথা পেল। পায়ের নখ হয়তো উপড়ে গেছে নয়তো কোনোরকম

চামড়ার সাথে ঝুলে আছে। ঘাড় সামান্য বাঁকানোর আগে ভেবে নিল কী কী হতে চলেছে তার সাথে। সাথে সাথে জীবনে করা সব পাপের জন্য তওবা করে নিল। অতিরিক্ত ব্যথায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠল। কান্নারত গলায় মৃদু স্বরে আওড়াল,"মামনি!ফিসফিসে স্বরে কাঁদতে কাঁদতে তা জোরালো রুপ ধারণ করল। নিজের পেছনে থাকা

কুকুরটা উচ্চ শব্দে ঘেউ ঘেউ করছে তা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না মমো। সে নিজের চিন্তায় একান্ত ব্যস্ত হলো। নিজেকে গালি দিল কেন এই পাগল কুকুরের পেছন লাগতে গিয়েছিল? মমো এত চিন্তায় মশগুল হলো ভুলেই গেল এতক্ষণ হয়ে গেল কুকুর কেন তাকে কামড় দেয়নি! যখন এই কথা মাথায় আসলো সামান্য ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে ফিরল।

দেখল কুকুর একপাশে পড়ে আছে। গায়ের মধ্যে মারের দাগ। জিহ্বা বের করে অস্বাভাবিকভাবে কাতরাচ্ছে। এক চোখ কুঁচকে মমো বিড়বিড় করল,”এরকম বেরহরমের মতো কে মেরেছে!চোখ ফিরিয়ে যাকে দেখল তাতে নিজের ভেতরে এতক্ষণে উদয় হওয়া সব ভয় এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আরশ হাত

বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। ইশারা করছে হাত ধরে ওঠে আসতে। খুশির তোপে মমোর চোখ দিয়ে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। কাঁদো কাঁদো চেহারা নিয়ে ঠোঁট ভেঙে ডেকে ওঠল,”ছোট ভাইয়া..!

আরশ কথা বলল না। গম্ভীর মুখভঙ্গি নিয়ে মমোর পাশে পা ভেঙে বসল। কাঠখোট্টা গলায় জিজ্ঞেস করল,”ব্যথা পেয়েছিস?মমো উপর-

নিচ মাথা নাড়িয়ে স্বীকারক্তি দিল ব্যথা পেয়েছে বলে। আরশের হাঁটু কংক্রিটের রাস্তা ছুঁতেই মমোকে তুলে বসানোর চেষ্টা করল। মমো লজ্জা লজ্জা মুখ নিয়ে মাহাদির দিকে তাকাল। আরশের হাতে ধরে ওঠে বসতে চাইল না। তাই আরশ নিজ উদ্যোগে মাহাদির উদ্দেশ্যে সামান্য শব্দে বলে ওঠল,"ওদিকে তাকা!

মাহাদি অবাক হয়ে নিজের দিকে আঙুল তুলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য শুধাল,”আমি!

আরশ আশেপাশে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে হেয়ালি করে বলে,”তুই ছাড়া আর এখানে কেউ আছে?

মাহাদি নাক কুঞ্চন করে পিছু ফিরল। মিনমিন করে আওড়াল,”এই ভদ্রমহিলার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই নাকি।

বিরক্তিকর!আরশ মমোর দিকে ফিরে তাকে সুন্দর করে বসিয়ে দিতে দিতে মাহাদিকে আবারো সাবধানী বাণী দেওয়ার মতো করে ধমকিয়ে ধমকিয়ে বলল,”চোখ নিচের দিকে, ভুলেও এদিকে যেন না আসে।

আরশের ধমকানোতে মমো শঙ্কিত হওয়া কোণা চোখে তাকাল নিজের থেকে দু-হাত দূরে। কুকুরটা মার খেয়ে আধমরা হয়ে পড়ে আছে এক

কোণায়। তার পাশ ঘেঁষে পড়ে আছে শক্তপোক্ত লাকড়ির মোটা দুটো টুকরো। কুকুরটা মার খাওয়ার তোপে লম্বা লকলকে জিহ্বাখানা বের হয়ে আছে মুখের বাহিরে। ওতে করে কুকুরটাকে দেখতে এখন আরো বেশি বিশ্রী ঠেকছে মমোর নিকট।মমো চোখ ঘুরিয়ে ভয়ে ভয়ে আরশের দিকে তাকাল। ঢোক গিলে কিছু বলার পূর্বেই আরশ বড়

ভাইয়ের মতো মমোর হাঁটুর নিচে একহাত ঢুকিয়ে অন্যহাত দিয়ে পিঠ চেপে ধরে আলগোছে কোলে তুলে নিল। মেয়েলি শরীরের কোনো জায়গায় অস্বাভাবিক স্পর্শ না লাগার জন্য যতেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করল।

আকস্মিক কোলে তুলে নেওয়া মমো হকচকাল। চোখ বড় বড় করে ভাইয়ের পানে চেয়ে মিনমিন করে

কিছু বলার পূর্বেই আরশ ধমকাল,”এত বড় মেয়ে কুকুরের পেছনে লাগতে যাস কেন? বাচ্চা রয়েছিস তুই? থাপড়ে গাল ফাটিয়ে দিব আরেকদিন এসব করতে দেখলে!

মমো ভয়ে ভয়ে উপর-নিচ মাথা নাড়াল। আর জীবনে এসব সে করবে না। বুকের ভেতর মাংস পিণ্ডটা ধুকধুক শব্দে স্পন্দিত হচ্ছে।

চোখ খিঁচিয়ে নিল সে। ভয়ে শঙ্কিত হওয়া মনে বিড়বিড় করল,”লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন।সাথে সাথে নুসরাতের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করতে ভুলল না। চিন্তা করতে ব্যস্ত হলো, এই রাগী ব্যাটার সাথে সংসার করবে কীভাবে বেচারি। ব্যথিত মনে যখন নিজের পাশে তাকাল তখন কানে পুরুষালি

গলার আওয়াজ বাজল। মাহাদি গলা নিচে নামিয়ে মমোকে স্পষ্ট ঠাট্টা করে বলছে,”তোমার পড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো কাজ নেই? যেখানে যাই সেখানেই তুমি উল্টে পড়ে থাকো। অকর্মার ঢেকি!

মমো নাক ফুলিয়ে আরশের দিকে তাকিয়ে নীরবে নিজের অভিযোগ জানাল। আরশ মাহাদিকে চোখ রাঙিয়ে চুপ থাকতে বলল। চোখের

ইশারায় কিছু একটা কথা সেরে নিল নিজেদের মধ্যে। মাহাদি মাথা নাড়াতেই আরশ বলে ওঠল,”মাথা ফাটাবো তোর, আমার বোনকে কিছু বললে।মমো নীরবে দেখল আরশ আর মাহাদির চোখাচোখি। নিজ মনে নিজেকে প্রশ্ন করল,”আমি কী ছোটো বাচ্চা, যে এরা আমাকে এভাবে বোঝ দিচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরের পুরো ভার ছেড়ে দিল আরশের গায়ে। অস্বস্থিতে ঘাট হওয়ার কথা থাকলেও মমোর একটুও অস্বস্থি হলো না আরশের কোলে। আরশ তাকে এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন হাতের স্পর্শ এদিক সেদিক একবারও নাহয়।সোফার ওপর মমোকে বসিয়ে দিয়ে আরশ পাশে

বসল। লিপি বেগমকে ডেকে ওঠল,”মাম্মা, দেখে যাও!

লিপি বেগম তড়িঘড়ি করে এসে উপস্থিত হলেন নিচে। তিনি আরশের রুম পরিস্কার করতে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল কাপড়। নিচে নেমে এসেই কোনোদিকে চোখ না দিয়ে ঠাস করে আরশের কাঁধে থাপ্পড় বসালেন। আরশ মুখ ব্যথাতুর

বানিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠল,”মাম্মা, কী সমস্যা কী তোমার? এভাবে হামলা করছ কেন? কী করেছি আমি?

লিপি বেগম চোখ রাঙিয়ে আরেকটা থাপ্পড় বসালেন আরশের পিঠে। রাগী মুখে বললেন,”এই তোর সমস্যা কী! এক কাপড় রোজ পরে বাহিরে যাস, তারপরও রুম গরুর গোয়ালের মতো রাখিস কেন?

কথা শেষ করেই আরেকটা থাপ্পড় মারলেন আরশের কাঁধে। আরশ কাঠখোট্টা গলায় বলল,”এক কাপড় পরিনা, অল ক্লথস হেভ দ্যা সেম কালার।লিপি বেগম ধুপ করে কিল বসালেন। তারপর জানতে চাইলেন,”তোকে বলেছি এখানে ইংরেজি ঝাড়তে? ইংরেজ!

আরেকটা থাপ্পড় মারার আগেই সোফার ওপর বসে কিটকিট করে

হাসা মমোকে লক্ষ করলেন। এক পা সেন্টার টেবিলে রাখা তার। লিপি বেগম এগিয়ে গিয়ে পাশে বসতেই হাতের পিঠে জখম, কপালের কোণে, পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের মধ্যে জখম দেখলেন। নখটা অবস্থা দেখে গা গুলালো লিপি বেগমের। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিলেন বুড়ো আঙুলের চামড়ার পাশ। হাঁটুর মধ্য রক্ত বের হওয়ায় প্লাজো সালোয়ার

এর উপর দাগ বসে গিয়েছে, সেদিকে চোখ রেখে লিপি বেগম জিজ্ঞেস করলেন,”ব্যথা হচ্ছে?মমো ঠোঁট টিপে ওপর নিচ মাথা নাড়াল। লিপি বেগম কীভাবে হলো তা জানার প্রয়োজন বোধ করলেন না। দৌড়ে নিজের রুমে গিয়ে নিয়ে আসলেন ফাস্ট-এইড-বক্স। মমোর পাশে বসতে বসতে চোখ ফিরলেন আরশ আর মাহাদির দিকে, দু-

জনকে রুমে যাওয়ার জন্য বলতে, কিন্তু তা বলার পূর্বেই দেখলেন দু-জন চলে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তুলো দিয়ে প্রথমে নখের আশপাশ পরিস্কার করলেন। তারপর সেখানে স্যাভলন দিতেই মমোর মুখ দিয়ে ব্যথাতুর শব্দ বের হলো।আরশ বড় বড় পা ফেলে করিডোর পেরিয়ে চলে গেছে। মাহাদি দো-তলার করিডোরের ওপর

থেকে চোখ ফিরিয়ে এক পলকের জন্য তাকাতেই পুরুষালি শরীরটা টানটান হয়ে গেল। চোখের মধ্যে ভাসল সাদা ধবধবে মেয়েলি পা।

লিপি বেগম মমোর সাথে কথা বলতে বলতে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলার আগে থেমে গেলেন। ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাবেন ভাবলেন, তার আগেই মাহাদি সেখানে থেকে চলে গেল।

লিপি বেগম ঘাড় কাত করে ডেকে ওঠলেন,

“সেজ এইদিকে আয় তো!ঝর্ণা বেগম নিজের মায়ের সাথে কথা বলছিলেন। লিপি বেগমের ডাকে সাড়া দিতে তাড়াহুড়ো করে ফোন রেখে দৌড় দিয়ে আসলেন নিচে। ততক্ষণে মুখে জি আপা, জি আপা বলে ফেনা তুলে ফেলেছেন। রুহিনী নিজেও হই হুল্লোড় শুনে এসে

হাজির হলেন। মমোকে সোফার ওপর আঘাতপ্রাপ্ত দেহ নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে দু-জনের বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে গেল। রুহিনী এমন অবস্থা দেখে হেসে দিলেন। যেখানে সেখানে, সিরিয়াস মুহুর্তে হাসির ব্যামো আছে উনার। তার এই ব্যামো খুবই নিপুণভাবে কেড়ে নিয়েছে সৈয়দ বাড়ির পঞ্চম সদস্য। রুহিনী বেগম মজা করে বললেন,"কিরে

মমো আবার কোথায় উল্টে পড়লি? যখনই আসিস, তখনই কাঁদায় গড়াগড়ি,না হয় রাস্তার নোংরা পানিতে গড়াগড়ি খেয়ে আসিস। কেনরে তুই হাঁটতে পারিস না? ছোটবেলায় কী তোকে আমরা হাঁটা শিখাইনি?

কথাটা শেষ করে রুহিনী বেগম শব্দ করে হাসতে লাগলেন। অতিরিক্ত হাসির জন্য চোখের কোণে পানি

জমা হলো তাই ওড়নার কোণ দিয়ে চোখ মুছলেন। মমো অতি দুঃখে নিজেও হেসে দিল রুহিনী বেগমের সাথে। লিপি বেগম ঠোঁট টিপে হেসে বললেন,”ছোটো তুই আয় এদিকে, তোর স্বাস্থ্য ভালো আছে। মমোকে আমার রুমে নিয়ে যেতে সাহায্য কর।

রুহিনী নাক ফুলিয়ে ডেকে ওঠেন,“আপা!

লিপি বেগম আর ঝর্ণা বেগম হেসে ওঠলেন। মমোকে কাঁধে ভর দিয়ে ওঠে দাঁড়াতে বললেন। মমো পায়ের পাতায় ভর দিতেই গায়ে কাঁপুনি শুরু হলো। ধুপ করে আবার বসে গেল নিজের জায়গায়। ঝর্ণা বেগম কিছুটা হেসে বললেন,"মমো যেখানে দাঁড়াতে পারছে না সেখানে উপরে ওঠে যাবে কী করে! এককাজ করি, আপা আর ছোটো মমোর দু'হাত

ধরো, আর আমি পা ধরে ওকে উপরে নিয়ে যাব।

ঝর্ণা বেগমের কথায় হেসে দিলেন উপস্থিত সবাই। রুহিনী বেগম বললেন,”মমো দেখলি তোর ভাগ্য, এই বয়সে এসেও মামিদের কোলে চড়ার মতো সৌভাগ্য হলো।

রুহিনী বেগম মমোকে ভয় দেখাতে দু-পা এগোলেন মমোর দিকে। মমো আতংকিত হয়ে চিৎকার করে ওঠল।

রুহিনী বেগম হাসি মুখে দু-হাত তুলে বললেন,”আয় মমো, মামনির কোলে আয়!

মমো পেছনের দিকে সরতে সরতে বলে ওঠল,“সেজ মামনি, ছোটো মামনিকে দূরে সরান।

রুহিনী বেগম ড্রয়িং রুম কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। জায়িন রুম থেকে বের হয়ে এদিকে আসতেই লিপি

বেগম বললেন,”বাবা একটু সাহায্য কর!

জায়িন এক ভ্রু উঁচু করে গম্ভীর গলায় শুধাল,

” কী সাহায্য?

“মমোকে একটু আমার রুমে পৌঁছে দিয়ে আয়।জায়িন এবার মমোর দিকে তাকাল। পরপর চোখ সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,”কী হয়েছে?

” পায়ে ব্যথা পেয়েছে।

জায়িন আর কোনো শব্দ ব্যয় করল না। আলগোছে হেঁটে এগিয়ে গেল মমোর কাছে। কোলে তুলে নিয়ে গটগট করে চলে গেল উপরে। মমোর এবার আরো দ্বি-গুণ তালে বুক কেঁপে ওঠল ভয়ে। চোখ তুলে চাপদাড়ির আড়ালে ঢাকা শুভ্র মুখখানা লক্ষ করল। দূর থেকে এই লোককে দেখলেই ভয় লাগে কিন্তু কাছ থেকে আরো বেশি। মমো

গুটিয়ে নিল নিজেকে। রুমে এসে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে আলগোছে বের হয়ে গেল জায়িন। রুহিনী একটু দ্বিধাহীনতায় ভুগলেন। জিজ্ঞেস করলেন,"তুই এখন হাঁটতে পারছিস না, তাহলে আমাদের বাসায় কীভাবে হেঁটে আসলি? নাকি মামিদের কোলে চড়ার ধান্দা করেছিস বলে তখন ওভাবে বসে গেলি? হু, বল মমো?লিপি বেগম

রুহিনী বেগমকে থামিয়ে দিয়ে উত্তর দিলেন,”আরশ কোলে করে নিয়ে আসছে।

রুহিনী বেগম হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠলেন,

” মমোরে, মমোরে, এই বয়সে এসে তুই দুই দুইবার ভাইদের কোলে চড়ে বসলি। কী ভাগ্যরে তোর! তোর মামা এখন পর্যন্ত আমাকে একবারও কোলে চড়ায়নি।

বেফাস কথাটা শেষ করে জিভ কাটলেন রুহিনী বেগম। বুঝলেন, তিনি ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছেন জায়েদের সামনে। তাই পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য জোরে হেসে দিলেন। মিনমিনিয়ে বললেন,"মজা করছিলাম আপা। আরশ আর মাহাদিকে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জায়িন এগিয়ে আসলো দু-জনের কাছে। গম্ভীর

গলায় শুধাল,”দু-জনে কী খিচুড়ি পাকাচ্ছিস?

আরশ নিজের দিকে আঙুল তুলে দু-পাশে মাথা নাড়াল। মাহাদি ও সেইম করল আরশের মতো করে। জায়িন গিয়ে সোজাসুজি দাঁড়াল দু-জনের সামনে। আরশ আর জায়িন সমান উচ্চতার হওয়ায় দু-জনের চোখাচোখি হলো প্রথমেই। গায়ের দিক দিয়েও দু-জনে সুঠাম দেহি।

তাদের মধ্যে মাহাদি এক ইঞ্চি ডিফারেন্সে খাটো। কাছে থেকে দেখলে বোঝা যায় মাহাদি একটু খাটো আরশ আর জায়িনের তুলনায়, কিন্তু দেহের দিক দিয়ে মাহাদিও সমান সুঠাম দেহি, টগবগে পুরুষ। রুপে, জৈলুষ্যে, সৌন্দর্য্যে, এই দুই ভাইয়ের থেকে কম কিছু না। জায়িন ধবধবে ফর্সা হওয়ার ধরুণ উজ্জ্বল শ্যামলা আরশকে তার সামনে

দাঁড়ানোতে কিছুটা কালো দেখাল। আরশ মেকি হাসতেই বাঁ-গালে গর্তের সৃষ্টি হলো। ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে ফুটে ওঠল সুক্ষ্ম সুতো পরিমাণ খাঁজ। জায়িন নিজেও আরশকে ভেঙিয়ে মেকি হাসল। তারও ঠোঁটের ডানদিক দিয়ে সুতো পরিমাণ খাঁজের সৃষ্টি হলো। আরশকে তীক্ষ্ণতার সহিত অবলোকন করতে করতে জায়িন নিজের খাঁড়া নাকে

চুলকালো। তারপর এক ভ্রু তুলে রেড চেরির মতো লাল ঠোঁট জোড়া নাড়িয়ে শুধাল,”হাসছিস কেন?

আরশ বলল,“এমনি!

জায়িন দু-হাত আড়াআড়ি বুকে বেঁধে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। তীক্ষ্ণ চোখে আরশকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,”ধুমপান করা ছেড়ে দিয়েছিস, নাকি এখনো করিস?

আরশের থেকে চোখ সরিয়ে মাহাদির পানে চাইল। যার মানে দু-জনের কাছে উত্তর চাচ্ছে সে। মাহাদি সাথে সাথে বলে ওঠল,”তুমি সে-বার না করার পর হাত ও দেইনি। গড প্রমিজ ভাইয়া।

আরশ ত্যাড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, “সত্যি বলব নাকি মিথ্যে?জায়িন একহাতের শার্টের হাতা গুটিয়ে নিল। তীক্ষ্ণতা পরিপূর্ণ আওয়াজে

হিসহিসিয়ে বলল,” মিথ্যেই বল, শুনি!

মাহাদি আলগোছে দু-পা পেছনে সরে গেল। চোখের সামনে ভাসল ফ্রান্সে থাকার সময়কার একটা কথা। বছরখানেক আগে সিগারেট খাওয়ার সময় ছাদে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জায়িনের কাছে সে আর আরশ। এই লোক রাগে না কিন্তু সেদিন দেখার মতো রাগ করেছিল। শুভ্র

মুখ রাগের জৈলুষ্যে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। ছাদের ওপর পড়ে থাকা রডের লাঠি নিয়ে এসে কোনো কথা ছাড়া অতর্কিত হামলা করেছিল তাদের দু-জনকে পেছন থেকে। মার খাবে জানলে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে থাকতো, কিন্তু এই লোক কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নিতে দেয়নি তাদের। এত মার খেয়েছিল পায়ের হাড্ডি ভেঙে একমাস বিছানায় পড়েছিল।।

তাদের সেবা ও করেছে এইলোক। জুতো মেরে গরুদান যাকে বলে সেরকমই কিছু।এখনো চোখে ভাসে মাহাদির, পা ব্যান্ডেজ করে পঙু হয়েছিল। যে দেখতে এসেছে বলে গিয়েছে খুব ভালো হয়েছে। তার নিজের বাপ ও জায়িনের পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল,"গুড জব ম্যান।

একটুও সহানুভূতি দেখায়নি তাকে আর আরশকে। এরপর কোনোদিন সিগারেটে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেনি সে, কিন্তু তার পাশে দাঁড়ানো, তার অতি প্রিয় বন্ধু ভাইয়ের কথা না শুনে আবারো সিগারেট খেয়েছে। সেবার লাস্ট ওয়ার্নিং ছিল জায়িনের কাছ থেকে। নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল যেন এধরণের কোনো কাজ করতে না দেখে। আর দেখলে

আগেরবার একমাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল, পরেরবার একমাস নয় সারাজীবনের জন্য পড়ে থাকতে হবে।

মাহাদির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। আজ বন্ধুর দায়িত্ব একদম ভালো করে পালন করবে সে ভেবে নিল। আরশকে ফাঁসিয়ে দিতে বলে ওঠল,"ভাইয়া এখনো সিগারেট খায় ,কয়েক ঘা লাগিয়ে দেন।কথা শেষ

করে কেটে পড়ল। এখন কয়েকটা খাক এই রামছাগল। সারাদিন তার ওপর চড়াও হয়, উনার ওপর চড়াও হওয়ার লোক আছে সেটাও একটু বুঝুক।এবার একা ঠেলা সামলাক। আজ সে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করছে। বন্ধুত্বের গুরু দায়িত্ব হলো, প্রতি পদে বন্ধুকে বাঁশ দেওয়া। আর আজ তা সে পালন করেছে, এবার

চলে গেলেও কিছু হবে না। তাই আলগোছে কেটে পড়ল।

জায়িন আরশের দিকে তাকাল ভ্রু বাঁকিয়ে। সামান্য কপাল কুঞ্চন করতেই আরশ গম্ভীর গলায় বলল,”ছেড়ে দিয়েছি!

জায়িন এবার অন্যহাতের হাতা গুটিয়ে বলল,

“সত্যি বল?

“বেশি না দিনে চারটা, রাতে চারটা। সপ্তাহ খানিক বাদে। বুধবার রাত। নাছির মঞ্জিলের লাইব্রেরি রুমে গোপন বৈঠক বসেছে। আজকের গোপন বৈঠকে উপস্থিত আছেন নাজমিন বেগম। নুসরাত নাছির সাহেবকে নাকি স্বরে অভিযোগ করল,”আব্বা আপনার ভাইয়ের ছেলে আমার বাইক বম মেরে উড়িয়ে দিয়েছে গত সপ্তাহে।

“আর তুই কী করেছিস?

নাজমিন বেগমের প্রশ্নে নুসরাত চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠল। সাথে দাঁতে দাঁত চেপে বলল,”আমি সত্যি বলছি কিছু করিনি।

কথাটা শেষ হতে পারল না চলতে থাকা ঠোঁটে উল্টো হাতের থাপ্পড় পড়ল। তারপর দু-গালে পড়ল। কানে আসলো নাজমিন বেগমের

কথা,” আমাকে চোখ দেখাস তুই? আমাকে দাঁত দেখাচ্ছিস তুই? আমার সাথে উঁচু গলায় কথা বলিস তুই? যা এখান থেকে ভাগ!নুসরাত পরপর কষে কয়েকটা থাপ্পড় খেয়ে গাল ফুলিয়ে বসে রইল। মুখটা একদম ভোতাঁ হয়ে আছে। নুসরাত নাজমিন বেগমের থেকে দূরে সরতে সরতে বলল,”আব্বা দেখছেন আপনার ভদ্রমহিলা আমাকে কীভাবে

পিঠাল? আব্বা আপনি কিছু বলুন না?

নাজমিন বেগম তেড়ে আসবেন তার আগেই নাছির সাহেব নাজমিন বেগমকে চোখ দেখালেন। ইশারায় বসতে বললেন। নাজমিন বেগম খেপাটে চোখে তাকিয়ে বসে গেলেন নিজ জায়গায়। নুসরাত থাপ্পড় খাওয়ার ভয়ে ভেগেছিল দরজার দিকে, নাজমিন বেগমকে বসে যেতে

দেখে নিজেও এসে বসল ইসরাতের পাশ ঘেঁষে। ইসরাত ঠোঁট টিপে হাসছে। নুসরাত কপাল কুঞ্চিত করে হাসি দেখল, তারপর বলল,”হেসে নে, হেসে নে, কয়েকদিন পর জায়িন ভাইয়াকে বিয়ে করে কাজ করবি আর কাঁদবি। হাসি আসবে না তখন। কাঁদবি আর গাইবি, মুঝে পাপা কি ঘার জানা হে। মুঝে হাসনা নেহি আতা হে। মুঝে দুলহান নেহি

বাননা হে।নুসরাত কথা শেষ করতেই পারল না বাজিয়ে দুটো থাপ্পড় পড়ল দু-গালে। নুসরাতের মনে হলো তার সামনের পৃথিবী ঘুরছে। তার মা আজ এত মারছে কেন! কানে এলো নাছির সাহেবের ধমকানো,”নাজমিন একদম বাড়াবাড়ি করবে না! কখন থেকে দেখছি মেয়েটাকে কথা বললেই চড় থাপ্পড় মারছো! কিছু বলছি না মানে

এই না যে, কিছু বলব না। চুপচাপ বসো, এত বড় মেয়েকে আরেকবার মারতে দেখলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না।

নাজমিন বেগম বসলেন নিজের জায়গায়। বসতে বসতে চোখ দিয়ে নুসরাতকে শাসাতে ভুললেন না। মুখ দিয়ে শাসালেন,"বেশি কথা বলতে দেখলে মুখ সেলাই করে রাখব। দু-সপ্তাহ থাপ্পড় না পড়ায় মুখ বেশি

চলছে। একদম বেশি কথা বলতে যেন না দেখি।

নুসরাতের তোতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। নাছির সাহেব শান্ত কণ্ঠে শুধালেন,”তুমি কি করেছ সেটা বলো?

নুসরাত ঠোঁট চেপে মিনমিনিয়ে বলে ওঠল,“গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি।

নাজমিন বেগম বললেন,

“দেখেছেন, আপনার মেয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাচ্চা ছেলেটার গাড়িতে।

নুসরাত চিৎকার করে ওঠল। নাজমিন বেগমের চোখ রাঙানো দেখে নিজের রাগ গলধকরণ করে বলে ওঠল,” আমার একার দোষ শুধু দেখে আম্মা। আরশ ভাই যে আমার গাড়িতে আগুন লাগিয়েছে তা দেখছে না!

নাজমিন বেগম হাত দিয়ে টেবিলে থাপ্পড় মারলেন,

“দেখেছেন, কী সাহস ওর। মুখে মুখে তর্ক করে, আবার দোষ চাপায় ওই বাচ্চা ছেলের ওপর।

নুসরাত চিৎকার করে ওঠে। রাগে হাত মুঠ করে বলে, “উনি বাচ্চা হলে আমি কী? আমি বুড়ো!

নাজমিন বেগম শাসিয়ে বললেন,

” চুপ একদম চুপ!

ইসরাত মাঝখান থেকে বলে ওঠল,“হয়েছে আম্মু, তুমি এমন বিহেভ করছো সব দোষ নুসরাতের? দু-জনের সমান দোষ আমি মনে করি!

নুসরাত উপর নিচ মাথা নাড়াল। নুসরাতের মষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল ইসরাতের গালে থাপ্পড় পড়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। নাজমিন বেগম রেগে ফুসে ওঠে ইসরাতকে একটা

দিতে যাবেন নুসরাত টেনে সরিয়ে নিল। নাছির সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল," এই ভদ্রমহিলাকে কে বলেছে আমাদের আলোচনায় নিয়ে আসতে। এসেছে থেকে আমাকে পিঠিয়েই চলেছে। এখন নাদান শিশু মেয়েটা একটু পক্ষ পাতিত্ব্য করায় ওকে ও পিঠাচ্ছে। মানে এই ভদ্র-মহিলাকে কেন এখানে এনেছেন আব্বা?

নাজমিন বেগম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন,

“আপনার মেয়ের আচরণ দেখেন, আমাকে ভদ্র মহিলা বলছে। ওকে বলে দিবেন, আমার সাথে আর যেন কোনো কথা না বলে। আমি বলেই আপনার সংসার করছি, আপনার মেয়েদের ফরফরামায়েশ কাটছি, আপনাদের সবকিছু পরোয়া করছি। আর আপনারা আমাকে তার

প্রতিদান এই দিলেন। আমার জায়গায় অন্যবেটি হলে এতদিনে মুখের ওপর ঠ্যাং দেখিয়ে চলে যেতো।কথাটা শেষ করে ওড়না কোণে চোখ মুছলেন নাজমিন বেগম। নুসরাত আর ইসরাত মায়ের দিকে তাকিয়ে সমসুরে বলে ওঠল,”হয়ে গেল গোপন বৈঠক।

কিছুক্ষণ পর,

গোপন বৈঠক চলছে এখনো। নাছির সাহেব গম্ভীর মুখে বসে আছেন। নুসরাত দু-গালে হাত রেখে বসে আছে। নাছির সাহবে নুসরাতকে বললেন,” হাত সরাও গাল থেকে।

নুসরাত দুঃখি মুখে হাত সরাতেই দেখা গেল গালগুলো থাপ্পড়ের চোটে ঠুসঠসে ফুলে আছে। ইসরাত আর নাছির সাহেব নুসরাতের গাল দেখে না চাইতেও হেসে দিলেন। ইসরাত

বলে ওঠল,”আব্বু নুসরাতকে কিউট কিউট লাগতাছে না?নাছির সাহেব মাথা নাড়ালেন। বললেন,

“তোমার মায়ের উচিত প্রতিদিন এরকম করে দেওয়া। তাহলে ওর মুখ দেখতে স্বাস্থ্যবান দেখাবে।

ইসরাত আর নাছির সাহেব হাই-ফাইভ করে হাসলেন। নুসরাত দু-জনের দিকে খেপাটে নজর বুলিয়ে ওঠে চলে যেতে নিবে নাছির সাহেব

পিছু ডাকলেন। বললেন,” আগামীকাল সকালে তোমার জন্য নতুন বাইক নিতে যাব। আগে বলে দিচ্ছি, টাকা তুমি দিবে, আমি নিয়ে যাব।

নুসরাত কপাল কুঞ্চিত করল। মুখ বাঁকিয়ে বলল,

“তাহলে আমি একাই যেতে পারব, আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসরাত নাছির সাহেবকে বলল,” আব্বু ছোটো মানুষ কিছু দিয়ে দিয়েন।

নাছির সাহেব নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলে ওঠলেন,

“আচ্ছা, ইসরাত সুপারিশ করেছে বলে বিশ টাকে দিব তোমাকে। বাকি টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ করবে তুমি।

নুসরাত শক্ত কণ্ঠে শুধাল,” আমাকে নিয়ে মজা নিচ্ছেন আপনারা দু-জন? নাছির সাহেব আর ইসরাত মাথা উপর নিচ নাড়িয়ে রুম কাঁপিয়ে হাসল। তারপর ইসরাত আর নাছির সাহেব বললেন,,”জি হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে আমরা মজা নিচ্ছি।নাছির মঞ্জিলের পরিবেশ টানটান। আহান নুসরাত আর ইরহামের ভিডিও করছে। সামনে কিচেন কাউন্টারে

বসে সেসব লক্ষ করছে ইসরাত আর মমো। গত এক সপ্তাহ যাবত মমো সৈয়দ বাড়িতে ছিল। হয়তো তিন মামা মিলে আটক করেছেন তাই আসতে পারছিল না। আজ রাস্তায় বের হয়ে পা টেনে টেনে হাঁটতে দেখে আহান আর ইরহাম মিলে আক্রমণ বলে মমোর উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। অতঃপর টেনে নিয়ে এসেছে নাছির মঞ্জিলে।

ইসরাত আর মমোকে কিচেন কাউন্টারে বসিয়ে রেখেছে নুসরাত। রান্নার পর দু-জনে টেস্ট করে জানাবে কীরকম হয়েছে তাদের রান্না। তাই দুজনেই পা দুলিয়ে দুলিয়ে দেখছে নুসরাত আর ইরহামের কান্ড। হাতে বড়সড় একটা পপকনের বোল। দুজনে টপাস টপাস করে মুখে ঢোকাচ্ছে আর দেখছে। নুসরাত আর

ইরহামের কান্ডের থেকে ক্যামেরাম্যানের কান্ড দেখতে ইসরাতের বেশি মজা লাগছে। চোখে কালো চশমা লাগিয়েছে, হাতে মোবাইল, একবার এদিকে মোবাইল ঘোরাচ্ছে তো একবার সেদিকে। ইসরাতের কাছে আহানকে ব্যঙের বাচ্চার মতো মনে হলো। যে জন্ম গ্রহণ করেই খুশিতে গদগদ করে লাফাচ্ছে।আজ নাজমিন বেগম

বাড়িতে নেই। গিয়েছেন বোন নাজু বেগমের বাড়ি। তাই কিচেন দখল করেছে এসে এই তিন বান্দর। নাহলে এদের কিচেনে ঢোকতে দেননা নাজমিন বেগম। যখনই ঢুকে কিছু না কিছুর বিনষ্ট করে বের হয়। আজ ইসরাত বসে আছে দেখার জন্য কী কী বিনষ্ট করে বের হয় এই তিন নমুনা কিচেন থেকে। নুসরাতের কথা কানে যেতেই

নড়েচড়ে বসল মমো আর ইসরাত । নুসরাত বলছে,”হ্যাল্লো গাইজ, আমি ছাপড়ি নীল জলহস্তী, আর এ হলো আমার ভাই ছাপড়ি টিকটকার পিন্সেস মইমুনুল। আজ আমরা আমাদের মতো কিছু ছাপড়ি রেসিপি নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। ঘরে থাকা কয়েকটি উপাদান দিয়েই আপনারা বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই ছাপড়ি রেসিপি। আপনাদের

ঘরে যদি না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এসব জিনিস শুধু বড়লোক্সদের বাসায় থাকে, আপনাদের বাসায় থাকবে না। তো চলে যাই আমাদের রেসিপিতে। ইরহাম হাতে ফ্ল্যাইপেন নিয়ে নাম খুঁজে পেল না। নুসরাতের কাছে জানতে চেয়ে শুধায়,"এটার নাম কী? নুসরাত নিজেও ফ্ল্যাইপেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বোকা হেসে

বলে,”জানি না, আম্মা ডিম ভাজি করে এতে।

পরপর দু-জনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে নাম বানিয়ে নেয়। চিৎকার করে সমস্বরে বলে ওঠে,”এটার নাম, ডিম ভাজি করার বাসন। জানি, এসব ইউনিক জিনিস আপনাদের বাসায় নেই। আপনারা তো পিউর ছোটলোক। আমরা আবার ধনী মানুষ! তো এই রান্না করতে

আপনাকে ফলো করতে হবে চারটা স্টেপ। প্রথম স্টেপ দেখাবে আমার ভাই প্রিন্সেস মইমুনুল।ইসরাত হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে মমোর উপর। হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে হাসছে মমো। ইরহাম এর মধ্যে বলে ওঠল,"প্রথম স্টেপ, গ্যাসের চুলা সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিবেন। তারপর ডিম ভাজি করার বাসন বসিয়ে দিবেন। ঘরে যা আছে তা দিয়ে দিবেন, না থাকলে

দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তেজপাতা, এলাচ, গোল মরিচ তৈলে রেখে দিবেন কতক্ষণ। যখন পটর পটর করে শব্দ হবে নামিয়ে নিবেন।

নুসরাত ফ্রিজ খুলে বলে ওঠল,“দ্বিতীয় স্টেপ ফ্রিজ এরকম শব্দ করে খুলবেন। তাহলে নিজেকে বড়লোক্স মনে হবে। ফ্রিজ থেকে টেনে বড় গোস্তের বাটি বের করবেন। ছোট বাটি বের করলে

আপনি ছোটলোক মনে রাখবেন। বাটি নিয়ে গিয়ে সিঙ্কে ঢিল মেরে ভিজিয়ে রাখবেন। এতে করে প্লাস্টিকের বাটি ভেঙে গেলেও পরোয়া করবেন না। যদি না ভাঙতে পারেন, আপনি ছোটলোক্স, আর ভাঙতে পারলে আপনি বড়লোক্স।

তৃতীয় স্টেপ, গোস্ত পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিবেন। আপনাদের ইচ্ছে নাহলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

আমরা আবার না ধুয়ে খেতে পারিনা, পরিস্কার মানুষ তো! ধোয়া শেষে তুলে রেখে দেবেন।

ইরহাম বলে ওঠল," চতুর্থ স্টেপ! গোস্ত বড় একটা ডেকচি দেখে তার মধ্যে ভরে দিবেন। কাটাকাটির দরকার নেই। আমরা বড়লোক্স মানুষ এসব কাটাকুটি করিনা। আপনারা গরীবস তাই করে নিয়েন। তারপর পেয়াজ দিয়ে দিলাম

পরিমাণ মতো, আপনারা চাইলে পরিমাণ মতো না দিলেও পারবেন। তারপর রসুন, আদা গুঁড়ো আধ চামচ, মরিচ দু-চামচ, লবণ একচামচ আরো আধ-চামচ, মাংস মাশালা এক চামচ, পাঁচফোঁড়ন এক চিমটি। বেজে রাখা গরম মশলা গুঁড়ো করে দিয়ে দিবেন গোস্তের মধ্যে। আপনারা যে স্টাইলে আপনাদের স্বামীদের পাজরের হাড়

গুঁড়ো করছেন সেইভাবে। একটু বেশি তৈল দিয়ে বসিয়ে দিলাম আগুনে ডেকচি।

নুসরাত ভাষণ দেওয়ার ন্যায় ভঙ্গি করে বলে ওঠল, “আপনারা চাইলে আপনাদের দজ্জাল শাশুড়ী পেছনে এই আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন। আমরা কিছু মনে করব না। এরকম আরো খারাপ বুদ্ধি নিতে আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের ফলো করুন,

লাইক করুন, কমেন্ট করুন। নুসরাতের কথা বলা শেষ হতেই ইসরাত চোখ দিয়ে পেছনে ইশারা করল। নুসরাত বুঝতে না পারে ভ্রু বাঁকাল। ইসরাত ঠোঁট চেপে শুধু পেছনে ইশারা করল। ইসরাতের ইশারা অনুযায়ী নুসরাত বাঁ-দিকে ঘুরতেই অগ্নিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নাজমিন বেগমকে লক্ষ করল। জিভ কেটে ইরহামকে হাত দিয়ে ধাক্কা

দিতে দিতে বলে ওঠল,” ইরহামরে, আজরাইল দরজার সামনে দাঁড়ানো। মনে হয় আজ আমাদের জান কবজ করে তবেই এই বাড়ি থেকে বের হবে আজরাইল। ভাগ..!

ইরহাম নিজেও এতক্ষণে নাজমিন বেগমকে দেখল। মিষ্টি কণ্ঠে ডেকে ওঠল,”সুইটহার্ট!উপরে স্বাভাবিক থাকলেও দু-জনেরই ভয়ে বুক কাঁপছে। আহান তখনো ভিডিও

করতে ব্যস্ত। সে তার চশমা খানা নাকের ডগায় নামিয়ে ক্যামেরার লেন্স স্থির করেছে নাজমিন বেগমের লাল মুখের দিকে। এখান থেকে পালানোর কোনো চিন্তা নেই তার। খেলে দু-একটা খাবে চড় থাপ্পড় তাতে কী! ভিডিওটা একবার করে নিতে পারলে আপুকে আর ভাইয়াকে ভাইরাল করে দিতে তার ন্যানো সেকেন্ড লাগবে না।। মনে মনে

শয়তানি হাসি দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগী হলো মোবাইলে ভিডিওতে।

নুসরাত আর ইরহাম কিচেনের দরজা দিয়ে দৌড় দেওয়ার পূর্বে নাজমিন বেগম নিজের পায়ের জারা লগো বিশিষ্ট জুতো খুলে হাতে নিলেন। কোনো কথা ছাড়াই সেটা দিয়ে ঝটপট হাতে নুসরাত আর ইরহামের পিঠে লাগালেন। শক্ত

জুতোর বারি পিঠে পড়তেই ব্যথায় দু-জনেই চিৎকার করে ওঠল। অতঃপর এক লাফে হাতের ফাঁক দিয়ে পালালো। আহান তখনো ভিডিও করতে ব্যস্ত। এরপরের টার্গেট যে সে ভুলেই বসেছে। ভিডিও করতে করতে বলে ওঠল,"মেজ মা স্মাইল!নাজমিন বেগমের রাগী চোখ তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেল আহানের দিকে। রাগে হিসহিস

করতে করতে এসে নুসরাত আর ইরহামের রাগ ঝাড়লেন বেচারার ওপর। জুতোর বারি পিঠে পড়তেই তীক্ষ্ণ ব্যথা হলো। আহানের ভিডিও তখনো বন্ধ হচ্ছে না। একদিকে নাজমিন বেগমের হাতে মার খাচ্ছে সাথে চিৎকার করছে আম্মু,আব্বু, মেজ মা, আপি বলে অন্যদিকে ভিডিও করছে। আহানের মতে যেকোনো মুহুর্তে চলুক, ভিডিও করা

বন্ধ করা যাবে না। ইট’স রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট! নাজমিন বেগমের হাতে ধুলোনি খেয়ে আহান অনেক কষ্টে পালালো। এত ব্যথা পেয়েছে চোখে পানি কিন্তু ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। যেতে যেতে নাজমিন বেগমকে ফ্লায়িং কিস ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠল,”লাভ ইউ মেজ মা। আই লাভ ইউ সো মাচ, মোর দেন মাই মম!

নাজমিন বেগম কিৎকাল সেদিকে তাকিয়ে মমো আর ইসরাতের দিকে চোখ ঘোরালেন। ইসরাত দু-হাত উপরে তুলে স্যারেন্ডার করার ভঙ্গি করে বলে ওঠল,”যা যা অগোছালো করেছে সব আমি পরিস্কার করব। মেঝে থেকে শুরু করে সব। আজকের রান্না আমি করে দিব। তবুও তোমার এই রবোটিক জুতো দিয়ে আমাকে পিটিয়ো না। প্লিজ..!

মমোর পানে চাইতেই, মিনমিন করে আওড়াল,“বাসনকোসন মুছে একদম ঝকঝকে করে রাখব।

নাজমিন বেগম কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বোরকা সামলে চলে গেলেন। ইসরাত পেছন থেকে শুধাল,”তুমি তো আন্টির বাসায় গিয়েছিলে, তাহলে ফিরে আসলে কেন?

“গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে বাসার মোড়ে গিয়ে। আজ গাড়ি নষ্ট নাহলে বাসায়

ও আসতাম না। আর তোমাদের ভাইবোনের কীর্তি কলাপ ও দেখতাম না। অসভ্যের দল! বাড়ি একা পেতেই আমার কিচেনে এসে হামলা করেছে।নাজমিন বেগমের হাতে পিটোনি খেয়ে পরিবেশ ঠান্ডা হতেই সোফায় এসে ধুপ করে বসল নুসরাত। রিমোট চেপে টিভি চালাতেই কানে আসলো ব্রেকিং নিউজ! আজকের তাজা খবর!

কথাটা শেষ করার আগেই রিমোট চেপে টিভি বন্ধ করে দিল নুসরাত। মিনমিন করে গালি দিল,”সাউয়ার তাজা খবর আমি শুনতে চাই না। আমার নিজের অবস্থা রোগা মানুষের মতো, তাহলে তাজা কথা শুনে আমার লাভ কী! আমি শোনবো রোগা খবর!

বিড়বিড় করে ওঠে দাঁড়াতেই ইরহাম দৌড়ে এসে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ

করল। হাতের মোবাইল খানা নুসরাতের সামনে তুলে ধরতেই নুসরাতের অক্ষিপটে ভাসল, হেডলাইন। পাথরের আঘাতে এক যুবকের মৃত্যু। উপস্থিত জনতা নিশ্চুপ এমন আচরণে। হত্যাকান্ডের দু-দিন পর ভিডিও সোসাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, খুনাখুনি, ডাকাতি এসব নিয়ে কী একটা সুস্থ স্বাভাবিক দেশ গড়ে

তোলা সম্ভব??এতটুকু পড়ে নুসরাত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর একপ্রকার ঠেলে মোবাইল দূরে সরিয়ে দিয়ে সোফায় বসতে বসতে ইরহামকে উদ্দেশ্য করে আওড়ায়,"শোন,আমার মনে হয় দেশের এই অবস্থা ভঙুর শাসনের জন্য, ক্ষমতায় একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বসা উচিত,যে দেশের কল্যাণের জন্য ভাববে।

“তো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস খারাপ নাকি?

” আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি শক্ত শাসনের কথা। সেদিন দেখলাম আট বছরের একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। যে ধর্ষণ করল তাকেই শুধু শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা জরিত ছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তারা মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। যদি সঠিক আইন

প্রণয়নই বা না করতে পারে, তাহলে কীসের দেশ শাসন হবে। আইনের উচিত ছিল লোকগুলোকে সাধারণ জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া, তারপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। আমাদের দেশে আইনই ঠিক নয়, তাহলে দেশে সঠিক বিচার হবে কীভাবে? এজন্য ক্ষমতায় সঠিক কাউকে বসানো উচিত। যার গর্জনে পুরো দেশের দূর্নীতিবাজ ভয় পাবে,

কোনো ভুল কাজ করতে গেলে একবারের জায়গায় দশবার ভাববে। নুসরাতের কথায় সহমত পোষণ করে মাথা দোলাল ইরহাম। জিজ্ঞেস করল,”তোর মতামতে এখন কাকে ক্ষমতায় বসানো উচিত

নুসরাত ইরহামের ভাবসাব নেওয়া দেখে বলে ওঠল, “তুই মনে করিস না তোকে ক্ষমতায় বসাবো বলে আমি ভাবছি, দেখা যাবে জনগণ

তোকে ধরে পিটছে আর আমাকে তুই ফোন দিয়ে বলছিস তোকে বাঁচাতে যেতে। ওসব আমার দ্বারা সম্ভব না। তোকে বসানোর চিন্তা নেই আমার। ক্ষমতায় বসে তুই আমাকে লাথি মারবি না তার কী গ্যারান্টি!

নুসরাত ইরহামের মুখের উপর তর্জনী আঙুল তুলে ক্রস কাটতে কাটতে বলে ওঠে," তুই ক্ষমতা

পাচ্ছিস না, ক্রস করে দিলাম তোকে!

ইরহাম মুখ পাংশুটে বানিয়ে শুধাল,“তাহলে কাকে বসাবি ক্ষমতায়?

নুসরাত ঠোঁট টিপে হেসে বলে ওঠল,

” আরশ ভাইকে বসাবো ক্ষমতায়।

“তোর বেনিফিট কী এখানে? আমি বসলে তুই ও আমার সাথে ক্ষমতা

পাবি, এটা নিশ্চিত থাক! কিন্তু ভাই জীবনেও তোকে এসবের ধারের কাছে যেতে দিবে না।

ইরহামের ঝটপট করা প্রশ্নে নুসরাত ও ঝটপট উত্তর দিল। কথা মনে হয় ঠোঁটের ডগায় ছিল তাই।” শোন আমার প্রিয়ারি সি বেহনা, ইসরাতকে প্রথমে আমি ক্ষমতায় বসাতে চাইছিলাম, কিন্তু বেচারি এত সুন্দর, পুরুষ মানুষ ভোট কেন্দ্রে

ভোট দিতে এসে এমন সুন্দরী নেত্রী দেখে ভোট দেওয়ার বদলে ফিট খেয়ে পড়ে থাকবে, তাই ও ক্যান্সেল। তোকে ও বসাবো না, তুই গণ ধুলোনি খেলে আমাকেই তোকে উদ্দার করতে যেতে হবে, আর সেখানে আমি মার খাবো না তার গ্যারান্টি কী! তাই তুই ও ক্যান্সেল! জায়িন ভাইয়া সবার আগে ক্যান্সেল। ডাক্তার মানুষ জনগণের প্রতি বেশি

দরদী হবেন ,কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। তাই জামাই বউ দু-জনই ক্যান্সেল। আর কে থাকে?

ইরহাম মিনমিন করে বলে,“তুই!

” আমি বসতাম, কিন্তু আমার এত কাজ কী বলব! আমার বাপের সৈয়দ চয়েসের ব্রান্ড প্রমোশন করতে হবে। এরপর সৈয়দ চয়েসের মেকআপ আজকাল সেল ডাউন হচ্ছে তাই বাজারে মার্কেট আপ করতে হবে।

হাতের ব্রেসলেট গুলোর ও এখনো প্রমোশন করা বাকি, তাই আমি ক্ষমতায় বসতে পারছি না। নিজাম শিকাদার, হেলাল আহমদ, সুফি খাতুন, এদের ও তো টাইট দিতে হবে তাই না? তাহলে আমি ক্ষমতায় বসলে এসব কে করবে! তাই আমি ক্ষমতায় বসব না।

“আসল কথা বলিস না কেন? মানুষ বেশি কথা বললে তুই তাদের মাথা

ফাটিয়ে দিবি সেটা বল, তা না করে যুক্তিবিদ্যার আজব লজিক দিচ্ছিস কেন?

নুসরাত চোখ টিপে বলল,

“ধর..

নুসরাত কথা শেষ করার পূর্বেই ইরহাম তাকে জড়িয়ে ধরল। নুসরাত রাগী মুখে চিৎকার করে বলে ওঠল,” তোকে বলেছি ধরতে,

তোকে আমি বলিনি আমাকে জড়িয়ে ধরতে, ছাগলের বাচ্চা।

নুসরাতের চিৎকারে ইরহাম তাকে ছেড়ে দিয়ে নিষ্পাপ মুখে বলে ওঠে,”তুই তো বললি ধর, তাই আমি জড়িয়ে ধরলাম।।নুসরাতের মুখ দেখার মতো রাগী হলো। চোখ সরু সরু করে, কপালে ভাঁজ ফেলল। বিরক্তের সহিত নাক ফুলিয়ে তাকাল। ইরহাম বুড়ো আর তর্জনী

আঙুল দিয়ে নুসরাতের চোখগুলোর উপর আর নিচের চামড়া ধরে বড় করে দিতে দিতে বলল,”আমার আব্বুর মতো চোখ দেখাবি না! একদম আমার বাপের খারাপ আচরণটা তুই টেনে নিয়ে আসছিস। ছাগলের তিন-নাম্বার বাচ্চার মতো তাকাস?

“তাহলে তুই ছাগলের দু-নাম্বার বাচ্চা এটা বলতে চাচ্ছিস?

ইরহাম উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে স্বীকারক্তি দিল। সাথে বলল,” আর আপি, ছাগলের এক নাম্বার বাচ্চা।

অতঃপর দু-জনেই দু-জনের পানে তাকিয়ে হেসে দিল।“আচ্ছা, ধরি, আমি ক্ষমতার আসনে বসলাম, বসার পর কিছু ধান্দাবাজ মহিলারা এসে আমার কাছে বিচার দিল জামাই নারী নির্যাতন করে, আমি নারীবাদী মহিলা উত্তেজিত হয়ে

পুরুষদের ধরে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলাম। এর কয়েক মুহুর্ত পর নিউজ। শিরোনাম: এ কি করলেন নেত্রী! নারী নির্যাতন করায় পুরুষ মানুষ নির্যাতন করে দিলেন। নেত্রীর হাতে এক অবলা পুরুষ অত্যাচারিত। দেশে কী কখনো সঠিক আইন প্রণয়ন হবে না? এই পুরুষ বিদ্বেষী নারীকে এক্ষণি কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক। এটা

আমাদের পুরুষদের জোর আর্জি সরকারের নিকট। পরপরই আমি হাজতে। নিউজ হবে, পুরুষ অত্যাচারে কারাগারের চার দেয়ালের পেছনে আটক নারীবাদী নেত্রী। এই নেত্রীর শাস্তি হওয়া কী প্রয়োজন? ইসরাত এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে নুসরাত আর ইরহামের কথা মনোযোগ সহকারে শোনছিল। নুসরাতের কথার উত্তর হিসেবে বলে

ওঠে,”আগামী দেশকে ন্যায়ায় পরায়ন করতে এই নেত্রীকে এক্ষুণি মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক।

ইরহাম আর ইসরাত হাহা করে হেসে ওঠল। নুসরাত নিজেও ঠোঁট চেপে হাসল। অতঃপর ওঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠল,” আমি আসছি!

ইসরাত শুধাল,

“কোথাও যাওয়া হচ্ছে শুনি?

নুসরাত বলে ওঠল,

” ক্ষমতায় বসানোর জন্য নেতাকে খবর দিতে।নুসরাত হেলেদুলে বের হয়ে গেল বাড়ি থেকে। সোজা হেঁটে গিয়ে সৈয়দ বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ফটকে ঝুলানো সিসিক্যামেরার দিকে গোল গোল চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাত ভি কাট করে চোখের কাছে রেখে হাসল। ওড়না মাথায় টেনে চোখের সাদা ফ্রেমের চশমা ঠেলে ঠিক করল। ইন্টারকম বাটন

চেপে কানে ধরল। সামান্য ক্ষণ অতিবাহিত হতেই শক্ত কণ্ঠ কানে আসলো,”সৈয়দ আরশ হেলাল স্পিকিং!

নুসরাত থতমত খেয়ে গেল। গোল গোল চোখে সিসি ক্যামেরার দিকে চোখ রেখে বলে ওঠল,”সৈয়দা নুসরাত নাছির!

“তোর নাম আমি জানি, পুরো বলে আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না! বল কী বলবি?

নুসরাত কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে বলে ওঠল,

” সামান্য কথা আছে আপনার সাথে!

“সামান্য কেন, বেশি নয় কেন?

” আচ্ছা বেশি কথা আছে, আসুন!

আরশ হেয়ালি করে বলে ওঠল,

“কোথায় আসবো?নুসরাতের মুখ তৎক্ষণাৎ লাল হয়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠল,”আমার কোলে আসুন।

আরশ ঠাট্টা করে প্রতিত্তোরে বলল, “আমি ছোট মানুষের কোলে উঠি না।

নুসরাত দাঁতে দাঁত চাপল। মুহুর্তের মধ্যে শ্যামলা মুখ ঘেমে গিয়ে কালো হয়ে গেল। হাতের তালু দিয়ে মুখ

মুছে নিতেই আরশ নিজস্ব কাঠখোট্টা গলায় বলে ওঠল,” ভেতরে আয়!

কথাটা শেষ হতেই দরজা খুলে গেল গট করে। নুসরাত ওখান থেকে নড়ল না। ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল। আরশ হাতের মোবাইলের দিকে চোখ রেখে শুধাল,”আসছিস না কেন?

“ভেতরে আসব না, আপনি বাহিরে আসুন।আরশ চোয়াল শক্ত করে বলে ওঠল,

“আমি আসলে কোলে করে নিয়ে যাব ভেতরে।

নুসরাত তাচ্ছিল্য করে বলল,

“আমাকে কোলে করে নিয়ে যাওয়ার সাধ্যি আছে আপনার?

“আপনি কী দেখতে চাচ্ছেন আমার কতটুকু সাধ্যি আছে মিসেস নুসরাত নাছির?নুসরাত কথা না বলে দেয়ালের মধ্যে টেলিফোন আটকে দিল। ফোন রাখার মধ্যেই বড় বড়

পা ফেলে সেখানে এসে উপস্থিত হলো আরশ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়াল নুসরাতের সামনে। চোখে নুসরাতের মতোই সাদা ফ্রেমের চশমা। আরশ ভ্রু বাঁকিয়ে নুসরাতের থুতনি দু-আঙুলের সাহায্যে চেপে ধরল। শক্ত চোখ কপাল থেকে শুরু করে চোখ ঘুরে নাকে এসে স্থির হলো। নাকের মধ্যে নউজ রিংটায় কতক্ষণ চোখ

বুলিয়ে চোখ সরালো। মৃদু স্বরে বলে ওঠল,” তোর নউজ রিংটা বিশ্রী লাগে!

নুসরাতের ত্যাড়া উত্তর আসলো,

“তাহলে আরো বেশি করে পরব।

আরশ হাসল। সে তো এইটা করতে চেয়েছে। হোক উল্টো পথে, মেনে নিয়েছে এইটা বেশ।

এবার নুসরাত কিছু একটা মনে পড়ার ভঙ্গিতে নড়েচড়ে ওঠল।

আরশের গায়ের সাথে গা লাগিয়ে দাঁড়াল সামান্য। ঠোঁটে মেকি হাসি ঝুলিয়ে বলে ওঠল," আরশ ভাই! ম
আরশ গমগমে স্বরে উত্তর দিল,"কী?
নুসরাত বলল,
" আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ ধরে উত্তম মাধ্যম দিয়েছে।
আরশ কথা বলল না।
নুসরাত ঈষৎ হাসি ঝুলিয়ে আরেকটু আরশের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। চোরের

মতো মিনমিন করে আবারো ডাকল,,” আরশ ভাই!

আরশ রাগী কণ্ঠে উত্তর দিল,

“কী? ছাগলের মতো ম্যা ম্যা করছিস কেন?

” আরশ ভাই, আমি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া মাত্রই করেছি, করে দেখলাম ওই যে দূরে থাকা ছাগল আর আপনার মধ্যে অনেক মিল।আরশ ভেতরে ভেতরে ফুস

করে ওঠল। কিন্তু উপরে কাম এন্ড কম্পোজড দেখানোর চেষ্টা করে শুধাল,”কীভাবে?

“আমি আপনাকে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা বোঝাই ভালো করি। দেখুন আপনার ঘন কালো ভ্রু, ওই ছাগলটার ও ঘন কালো ভ্রু! আপনার মুখটা ওভাল কিন্তু কিছুটা কেমন জানি, ওই ছাগলটার ও মুখ ত্রিকোণ আকৃতির কিন্তু কেমন জানি। আপনি

বুঝতে পারছেন আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?

আরশ শক্ত ভঙ্গিমায় মাথা নাড়াল। তারপর গ্রীবা সামান্য বাঁকিয়ে নুসরাতের কানের কাছে মুখে এনে হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,"হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আর কী কী মিল পেলি?" এই দেখুন আপনি কথা বলেন ফিসফিস করে, আমি শুনি আপনি ম্যা ম্যা করছেন। আপনার খাঁড়া সরু

নাক, ছাগলের ও তেমন। আপনার কলার বোন আছে ছাগলের ও আছে। আপনি ঘাস পাতা খান, ছাগল ও খায়। কতটা মিল আপনাদের মধ্যে।

আরশ বলল,

“আমি ছাগল হলে তুই ছাগলের পত্নী। এবার ঠিক আছে?

নুসরাত মাথা নাড়াল। মুখ দিয়ে ধ্বনিত হলো,

” জ্বি ঠিক বলেছেন। আপনি শেষ পর্যন্ত মানলেন তো, আপনি ছাগল! সেটাই অনেক বেশি।আরশের কথা না ঘাটিয়ে নুসরাত আবারো মনোযোগী হলো নিজের কথায়। আবারো নড়েচড়ে দাঁড়িয়ে চশমা নাকের ডগা থেকে উপরে তুলল। অতঃপর বলল,”যা বলতে এসেছিলাম ভুলেই গেছি।

আরশ ভ্রু সামান্য বাঁকাল। কপাল কুঞ্চিত হয়ে আছে আসার পর থেকে। নুসরাত আরশের কপালের বলিরাখা মিটানোর জন্য পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বিরক্তিতে চ সূচক উচ্চারণ করে বলে ওঠল,"কপাল আগে পলিশ করুন। কী বিচ্ছিরি ভাবে ছাগলের ন্যায় তাকিয়ে আছেন!

আরশ কপাল কুঞ্চিত করেই তাকিয়ে রইল। নুসরাত ব্যর্থ হয়ে প্রস্তাব দিল,”এবারের আসন্ন নির্বাচনে আপনি কেন যোগ দিচ্ছেন না?আরশ কপালের বলিরেখা গাঢ় হলো। নুসরাত বলে ওঠল,”আপনি চাইলেই নির্বাচন লড়তে পারেন, আমার অনেক বড় বড় মানুষের সাথে পরিচয় আছে।

আরশ কাঠখোট্টা আওয়াজ আসলো নুসরাতের কানে। আরশ বলছে,”তো?

নুসরাত বিরক্ত ভঙ্গিমায় বলল,

“তো মানে কী! আপনি নির্বাচন লড়তে চাইলে বলুন, আমি আপনার ভোটের ব্যবস্থা করে দিব। ইরহাম জাল ভোট দুটো দিবে, ইসরাত দিবে দুটো, আমি ও দিব দুটো।

আরশ ভ্রু সামান্য বাঁকিয়ে আগের মতো বলল,

“তো?

” এক লাখ টাকা দিন। আপনার নির্বাচন নিয়ে একটা পোস্ট দিব আমার পেইজে।

“তো?” আরে ভাই, তখন থেকে ‘তো’ লাগিয়ে আছেন! মানুষের ভাষায় কথা বলুন, আমি হুমো সেফিয়ানদের ভাষা বুঝিনা।

আরশ গম্ভীর মুখে বলে ওঠল,

“হু কী বলছিলি আবার বল?

নুসরাত নাক ফুলিয়ে ফুস করে শ্বাস ফেলল। মৃদু আওয়াজে উচ্চারণ করল,” নির্বাচন লড়বেন?

আরশ কথা বলল না। নুসরাতকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠল,”একটা গান বল নির্বাচন নিয়ে! দেখি ইচ্ছা জাগে নাকি, নির্বাচনে যোগ দেওয়ার।।

নুসরাত কবিতার মতো দু-লাইনে বলল,“এসেছে এসেছে আবারো ইলেকশন, জিতবে নৌকা জিতবে জনগণ। জয় বাংলা, জিতবের আমার নৌকা। একশো কোটি মানুষের একটাই যে স্লোগান জিতবে আরশ ভাই, নেই কোনো টেনশন। জয় বাংলা, জিতবে আমার নৌকা।

আরশ না চাইতেও হাসি আয়ত্ত করল ঠোঁটে। তাই হাসি ঢাকতে

একহাতে কপাল চেপে ধরে কিৎকাল ঘষল। হাসি কোনোরকম দন্তপাটির আড়ালে ঢেকে গম্ভীর আওয়াজে বলে ওঠল,”নির্বাচন আমি কোন দুঃখে লড়তে যাব?

নুসরাত ঝটপট উত্তর দিল,

“আরশ ভাই শুধু ভাবুন...

” কী ভাববো?

নুসরাত নাক ফুলিয়ে অজগর সাপের মতো ফুলে ওঠে তাকাল। চিবিয়ে

চিবিয়ে বলে ওঠল,”আপনি বলতে দিবেন আমায়?আরশ চুপ করে দাঁড়াল। নুসরাত আরশের চোখে চোখ রেখে বলে ওঠল,”দুই হাজার চব্বিশে একটা ভিডিও ভাইরাল হলো না, রেহানা আপা বলছে জয় বাংলা..!

আরশ কথা কেটে, ভ্রু সামান্য উচিয়ে জিজ্ঞেস করল,

“হু ইজ রেহানা?

নুসরাতের ইচ্ছে করল মাটিতে ফেলে আরশকে কয়েকটা ধুমধাম করে লাগিয়ে দিতে। ফুস করে শ্বাস ফেলে নিজের রাগ সামলালো। শক্ত কণ্ঠে বলে ওঠল," তোর বউ শালা।

আরশ হাত বুকে বাঁধতে বাঁধতে ইশারা করল। তারপর বলল,"কন্টিনিউ কর!

নুসরাত আরশের দিকে দৃষ্টি নিবষ্ট করল। দূর হতে রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে

আসছে। নুসরাত আজ আর রবীন্দ্র সঙ্গীতে কান দিল না। আরশকে ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে বলে ওঠল,”কন্তিনিউ কল!আরশ হাসল না। মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে রইল। নুসরাত বলল,”ওই যে রেহানা আপা বলল, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় চেক হাচিনা। আর চেক হাচিনা বলছিল না না না! আপনি শুধু ভাবুন আপনি হাচিনা আপার জায়গায়

দাঁড়িয়ে, আমি রেহানা আপার জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমি বলছি জয় বাংলা, জয় হেলাল ভাই, জয় আরশ ভাই, আর আপনি বলছেন উপরে উপরে হাচিনা আপার মতো না না না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিকই খুশিতে গদগদ হচ্ছেন।

নুসরাত আরশের চোখ পাকানো দেখল না। সে নিজের শশুরকে একমনে ভাই ডাকছে। নুসরাত যখন

ফিরে তাকাল তখন আরশ রাগে ফুসফুস করছে। নুসরাত আরশকে কুল করার জন্য বলে ওঠল,”কুল আরশ ভাই, কুল..!

আরশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজস্ব গলায় বলল,“আচ্চা নির্বাচন করব, একটা স্লোগান শোনা তো নুসরাত।

নুসরাত তুমুল উৎসাহে স্লোগান দিতে লাগল,

“এক বড় না দুই বড়,

আরশ ভাইয়ের মন বড়।

আরশ ভাইকে দিলে ভোট,ইনশাআল্লাহ হবে সুখ।

আরশ ভাইয়ের মার্কা কী!

লুঙ্গি ছাড়া আর কী!

প্যান্ট পরে কয়জন আসে?

লুঙ্গি পরে আরশ ভাই—সরাসরি কাজে!

নেতা যদি হয় আরশ ভাই,

ট্যাঙ্ক আর ড্রেনের কাজ—

সব সমস্যার হবে সোজা সমাধান আজ!আরশ নুসরাতকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অবলোকন করে পকেট থেকে ফোন বের করল। ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে দ্রুত হাতে মুখস্থ নাম্বার কিউপেডে ডায়াল করল। চোখ একমুহূর্তের জন্য সরে গেলে তা আবার ও এসে দখল করল নুসরাতের মুখ। মুখের দিকে নির্মিশেষ দৃষ্টি স্থির রেখে আরশ

ফোন কানে লাগাতেই অপাশ থেকে ইরহামের কণ্ঠ ভেসে আসলো,” আসসালামু আলাইকুম ভাই!আরশ ঠোঁট নাড়িয়ে সালামের উত্তর দিল। অতঃপর আদেশের স্বরে বলে ওঠল,”এক্ষুণি বাজার থেকে, একটা ট্যাঙ্ক, ক্লিনজার, আর লুঙ্গি এনে মেজ বাবার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে ওই বাড়ির ছোট কন্যার হাতে এগুলো তুলে দিবি। বুঝেছিস?

এবারের নির্বাচনটা লড়ছি! তাই আমার মিসেসের কথা অনুযায়ী মার্কা হবে আমার লুঙ্গি। সবাইকে একটা করে ক্লিনজার, একটা লুঙ্গি, আর একটা ট্যাঙ্ক বিলি করে দেয়। আর আমার শশুর বাড়িতে জন প্রতি একটা করে লুঙ্গি পাঠিয়ে দিস। আর শাশুড়ী আম্মাকে একটা ছাই রঙে শাড়ী পাঠিয়ে দিস। উনাকে এই,রঙে দারুণ মানায়।

ইরহাম কোনো কথা ছাড়াই উত্তর করল,

“জি ভাই!ইরহামের রুম গোছাতে গিয়ে ঝর্ণা বেগমের হাতে পড়েছে অনেকগুলো প্রেমপত্র। একে একে সব খুলে পড়তেই তার চোখগুলো বৃহৎকার ধারণ করেছে। শুধু কোটর থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বক্ষণমাত্র। গোল গোল চোখে মনোযোগ সহকারে কতক্ষণ অবলোকন

করলেন চিঠিগুলো। অতঃপর নাইটস্টেন্ড থেকে ফোন হাতে নিয়ে দ্রুত হাতে কল লাগালেন নুসরাতকে। প্রথমবার কল দেওয়ার পর নুসরাত কল পিক করল না। ঝর্ণা বেগম এতে মোটেও বিরক্ত হলেন না। ধৈর্য সহকারে আবারো কল লাগালেন নুসরাতের নাম্বারে। এটা নুসরাতের বদ অভ্যাস প্রথমবারের কলে কারোর ফোন

ধরবে না। দ্বিতীয় কলের প্রথম রিং হতেই ধরবে। শ্বাস ফেলে ঝর্ণা বেগম অপেক্ষা করলেন নুসরাতের কল পিক করার। ঝর্ণা বেগমের অতর্কিত চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাতে নুসরাত গলা খাঁকারি দিল। অতঃপর উচ্ছাস মিশ্রিত মেয়েলি গলার স্বর ভেসে আসলো কানে,"হ্যাল্লো, বৌমা! ঝর্ণা বেগমের ঠোঁটে আপনা-আপনি হাসি চলে আসলো। পরমুহুর্তেই মুখ

শক্ত করে নিয়ে নুসরাতকে কাঠকাঠ গলায় জিজ্ঞেস করলেন,”ইরহামের বাচ্চা তোদের বাড়িতে?

নুসরাত এক ভ্রু উচিয়ে নির্বিঘ্নে উত্তর দিল,

“হ্যাঁ!।

ঝর্ণা বেগম হেয়ালি না করে সোজাসাপ্টা জানতে চাইলেন,” এই নিয়ে শোহেবের বাচ্চা কয়টা মেয়ের সাথে প্রেম করেছে?

নুসরাত সামান্য অবাক হলো। অতঃপর ইরহামকে বাঁশ দিতে পারবে ভেবে তীর্যক হাসল। হাতের আঙুলে গুণে নিল কতগুলো মেয়ের সাথে এই নিয়ে ইরহাম প্রেম করেছে। সামান্যকাল অতিবাহিত হতেই নুসরাত বিটকেল মার্কা চেহারা বানিয়ে উত্তর দিল,” এই তো বেশি না, মাত্র শ-খানিক হবে।

ঝর্ণা বেগমের কপালে হাত পড়ল। চোখ সরু সরু করে নুসরাতের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লেন,”এতদিন ধরে আমায় জানাসনি কেন?নুসরাত সর্দপে বলে ওঠল,

“আমি নুসরাত নাছির কারোর সিকরেট ব্রেক করিনা। আর এটাই আমার বিশেষত্ব্য।

ঝর্ণা বেগম নাক ফুলিয়ে বলে ওঠলেন,

” হাতের কাছে পেয়ে নেই মেয়ে, তোর বিশেষত্ব্য ঝাটা পিটা করে বের করব।

নুসরাত চোখ উল্টালো। ঝর্ণা বেগমের কথা থুড়াই কানে তুলল, সব উড়িয়ে দিল বাতাসের বেগে। ভাবসাব নিয়ে চুল কানের পেছনে গুজতেই ঝর্ণা বেগম বললেন,”সোহেবের বাচ্চা কী কী করে তার সকল খবর আমার চাই!

নুসরাত ভ্রু উচিয়ে জিজ্ঞেস করল,
“তোমাকে খবর দিয়ে আমার লাভ কী?
ঝর্ণা বেগম তপ্ত শ্বাস ফেলে শুধালেন,
” কত টাকা চাই?নুসরাত চোখের পাতা পলক ফেলে হাসল। হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে বলে ওঠল,”তুমি গৃহিনী মানুষ কতটাকা আর নিব

তোমার থেকে, বেশি না একটা খবরের জন্য মাত্র দশ হাজার টাকা।
ঝর্ণা বেগম ঠোঁট চেপে মিনমিন করে শুধালেন,
“ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে না?
নুসরাত বলল,
” আচ্ছা যাও তোমার জন্য দু-টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। এর বেশি আর পারব না,আমার ব্যবসায় লাল

বাত্তি জ্বলে যাবে। এই মাসে দু-টাকা লস হয়ে গেল।

ঝর্ণা বেগমের সাথে আরো কিছু জরুরি আলাপ সেরে নুসরাত ফোন রেখে দিল। তারপর পাশে বসা ইরহামের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠল।শ্রীকান্তে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন,

আমি সমস্তই দেখিলাম সমস্তই বুঝিলাম

যে গোপনে আসিয়াছিল,
তাহাকে গোপনে যাইতে দিলাম।
কিন্তু এ নির্জন নিশীথে, সে যে
তাহার কত খানি আমার কাছে
ফেলিয়া রাখিয়া গেল তাহা কিছু জানিতে
পারিলো না।ইসরাতের লাইনগুলো আবৃতি শেষেই ইরহাম আর নুসরাত চোরের মতো একে অন্যের দিকে তাকাল। ইসরাত দু-জনের এমন

বিহেভিয়ার এর মানে খুঁজে পেল না। হঠাৎ টনক নড়তেই তার সারা শরীর ঝিমঝিম করে ওঠল। বিড়বিড় করে আওড়াল,”এরা আবার ডিপ মিনিং বের করতে নেমে যায় নাকি!

ইসরাতের বিড়বিড় শেষ হতেই ইরহাম আর নুসরাত হেসে ওঠল। দু-জন দু-জনের দিকে এক পলক নজর মিলায় অতঃপর শুধু হাসে আর হাসে। ইসরাত ভাব করল সে

শুনছে না নুসরাত আর ইরহামের কথা, কিন্তু এই দুইজন তা হতে দিল না। নুসরাত তর্জনী আঙুল তুলে কপাল ঘঁষার মতো করল। তারপর দৃষ্টি নিবিষ্ট করল ইরহামের পানে। ঠোঁট চেপে হাসি আটকিয়ে খিকখিক করে হাসি গলায় ঝুলিয়ে বলে ওঠে,"গোপনে নির্জনে নিশীথে তার কতটুকু ফেলিয়া রাখিয়া গেল... এর মানে কী রে ইরহাম?

ইরহাম গম্ভীর মুখভঙ্গি করে বলে ওঠল,“এর ডিপ মিনিং হতে পারে। গোপনে মানুষের অগোচরে..!

কথা শেষ না করে চোখের ইশারায় কিছু একটা বুঝিয়ে দিল। আহান নিজেও হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। শুধু একাই মমো বলদের মতো তাদের এই হাসির মানে খুঁজে পেল না। তাই প্রশ্ন করল,” এত হাসির কী হলো?

ইসরাত হাতের বইয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল, কান পাতা তখনো মেঝেতে বসা ওই তিন নটান্কীর দিকে। নুসরাত মেঝেতে গড়াগড়ি খাওয়ার মতো পড়ে বলল,"তুই মাঙ্গের নাতি ওগুলা বুঝবি না। এসব বুঝতে লিজেন্ড হতে হয় আমাদের ন্যায়।কথা শেষ করে হাইফাই করল সবাই। ইসরাত ঠোঁট চেপে বইয়ের আড়ালে মুখ

ঢেকে মিটিমিটি হাসছে। মমো ইসরাতের দিকে তাকিয়ে বলল,”আপু লাইনগুলো আবার বলো।

ইসরাত নিজের হাসি আটকিয়ে আবারো না বোঝার মতো করে পড়ে শোনাল মমোকে। মমো ঠোঁটের ডগায় শব্দগুলো প্রতিনিয়ত জপল তসবি জপার ন্যায়। তাহার কত খানি আমার নিকট... এখানেই এসে

পঞ্চমবারের মতো থমকাল মমো। গোল গোল চোখের বাদামি নয়নের দৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে পড়ল আহানের দিকে। আহান হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছে। এরপরে পড়ল নুসরাতের দিকে। নুসরাত নির্বিকার চিত্তে আহানের পাশে শুয়ে হাসছে। মমো নুসরাতের চোখে লজ্জার লেশমাত্র দেখতে পেল না। এরপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল ইরহামের

দিকে। ইরহাম ও নির্লিপ্ত,ঠোঁটে মিচকে হাসি। ইসরাতের দিকে চোখ পড়তেই দেখল সে আরাম করে শুয়ে বই পড়ছে। ঠোঁট না হাসলেও চোখগুলো হাসছে। বাদামি চোখগুলোতে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ায় জ্বলজ্বল করছে। মমো মৃদু স্বরে নুসরাতের উদ্দেশ্যে বলে ওঠল,"তোর লজ্জা লাগছে না, এর সামনে বসে এরকম নির্লজ্জের মতো

কথার মিনিং বের করতে?নুসরাত ঠোঁট উল্টালো। কপালে তথাকথিতভাবে ভাঁজ ফেলে বলে ওঠল,”ওয়াট দ্যা ফাক! আমার কেন লজ্জা লাগবে? আমি কী কোনো গুণাহ এর কাজ করেছি যে আমার লজ্জা লাগবে?

মমো মাথায় হাত দিল। কিড়মিড়িয়ে বলল,

“একটু শরম কর, ও তোর থেকে চার বছরের ছোট!

নুসরাত বলল,

” তো কী হইছে, ও আমার বান্ধবী! ও তোর থেকে ভালো আমাদের কথা বুঝে, সর সৌদির ভাই!

নাজমিন বেগমকে কিচেন থেকে বের হতে দেখে নুসরাত কথার সুর পালটে ফেলল। আহান ফিসফিস করে নুসরাতের কথাটা পৌঁছে দিল

মমোর কানে,”আপু বলতে চাইছে সুদির ভাই!

মমো ধুপ করে একটা কিল বসাল আহানের পিঠে। আহান পিঠ চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠল। রাগী চোখে কতক্ষণ মমোর দিকে চেয়ে বলে ওঠল,”আজ বড় বলে ছেড়ে দিলাম, পরেরবার এমন ভুল করার চিন্তাভাবনা করলে একদম সজীবের বাপের সাথে বিয়ে দিয়ে দিব।

মমো হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,“মন্টুর বউয়ের সাথে তোকে বিয়ে দিব।

আহান চোখ উল্টালো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে। মুখ দিয়ে বের হয়ে আসলো ব্যঙ্গ মূলক শব্দ। নুসরাত আরাম করে শুয়ে ঝগড়া দেখছে। উৎসাহ দিল আহানকে,” আহান লেগে পড়, চুল ধরে ধুমসে কয়েকটা দিয়ে দেয় এই মহিলাকে, না পারলে আমি তোকে সাহায্য করব, বল শুধু!

আহান অফ সোল্ডার টি-শার্টের গলা ঝাঁকাল। ভাবসাব নিয়ে বলল,"শক্তিশালী প্রতিদ্বন্ধী আমি, আমার সাথে লাগতে আসবে না, ছাই করে দিব।

অতঃপর নুসরাত, ইরহাম, আহান একসাথে গলা মিলিয়ে বলে ওঠল,"একদম চু মন্থর চু কালো কুত্তার গু করে দিব। ধূলিসাৎ করে দিব তোকে।

এই তিনজনের কথা শুনে মমোর চোখ ছলছল করে ওঠল। নাক টেনে ইসরাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই, ইসরাত না চাইতেও শব্দ করে হেসে দিল। তার সাথে মিলিয়ে ওই তিন নমুনা ও হেসে দিল।একটু আগের ঝগড়ার পর থেকে মমো মুখ ফুলিয়ে বসে রয়েছে। ইসরাত মানানোর চেষ্টা করেছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হাত দিয়ে স্পর্শ

করতে গেলেই গা ঝাড়া মেরে ওঠে। নুসরাত আরাম করে একহাত মাথার নিচে ঢুকিয়ে শুয়ে, নড়চড়বিহীন বদনে কাঠপুতলির মতো মমোর আগাগোড়া পরখ করছে। এক ভ্রু উচানো সবসময়ের ন্যায়। ইরহাম আর আহানের অবস্থা একইরকম। মমোকে চোখ দিয়ে গিলছে তিনজনে একসাথে শুয়ে থেকে। হঠাৎ হন্তদন্ত পায়ে কিচেন থেকে ফোন হাতে

বেরিয়ে আসলেন নাজমিন বেগম। তৎপরতা নিয়ে বললেন,”ইসরাত শুনেছিস, মন্টু ভাই নাকি আবার বিয়ে করেছে?নুসরাতের মাথায় যেন বাজ পড়ল আকাশ ফেটে। বিস্ময়ে ঠোঁট ফাক হয়ে গেল নিমেষে। অ আকৃতির মুখ করে, গোলাকার আখিঁযুগলের পাতা না ফেলে বলে ওঠল,”মন্টু শালা বিয়ে করে নিয়েছে? আবার?

ইসরাত এসবে কান দিল না। যার ইচ্ছে বিয়ে করুক, তার কী! নড়েচড়ে আবারো বইয়ে চোখ নিবিষ্ট করল নীবিড় মনোযোগে। নাজমিন বেগম ইসরাতের খামখেয়ালিতে বিরক্ত হলেন। হাত থেকে বই নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন সামনের সোফায়। চোয়াল শক্ত করে বললেন,”চল, চল, চল! মন্টু ভাইয়ের বউ কান্না করছে সান্ত্বনা দিতে যেতে হবে তো!

প্রতিবেশি হিসেবে তো একটা দায়িত্ব আছে নাকি আমাদের!

“দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, তো কী হইছে?আব্বু করে নাই বিয়ে, আর এরকম অদ্ভুতভাবে ঘামছো কেন? এত তৎপর হওয়ার মানেই বা কী? এমন ভাব করছো আম্মু, যেনো আব্বু দ্বিতীয় বিয়ে করে তোমার জন্য সতিন নিয়ে আসছেন!

ইসরাত কথা বলে না বলে না, কিন্তু যখন বলল তখন নাজমিন বেগমের মাথায় বাজ ফেলে দেওয়ার মতো একটা সম্পূর্ণ বাক্য বলল। নাজমিন বেগমের খেপাটে চাহনি দেখার মতো হলো। ইসরাত মায়ের শক্ত মুখ দেখে শান্তভাবে তবুও বসে রইল নিজ স্থানে।নাজমিন বেগম খিটখিটে স্বরে বললেন,

” তোর বাপ ওই সাহস করবে না। আর করলে, প্রথমে তোর বাপকে পিস পিস করে কাটবো। কেটে কুকুরকে খাওয়াবো, তারপর তার দ্বিতীয় বউকে কাটবো। দুটোকেই দুনিয়ায় জাহান্নাম দেখিয়ে দিব।

নুসরাত হাতের হাতা গুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মন্টু শালাকে আজ দুটো ধরে দিয়ে দিবে ভেবে। সে ভয়ংকর রকম ঘৃণা করে যারা বউ

বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে করে। এই বয়সে এই ব্যাটা বুড়োর এত উত্তেজনা আসে কীভাবে দ্বিতীয় বিয়ের করে নিয়ে আসছে। শালা গোলামের ফুতের আজ একদিন কী তার একদিন। কিন্তু মাঝপথেই সে বাঁধা পড়ে ইসরাতের কথায়। সামনে আগানো পা পিছিয়ে যায় ইসরাতের কথা শোনার জন্য। পিছু ফিরে তাকাতেই মায়ের উত্তর কানে আসে,

আর এতেই নুসরাতের চোয়াল ঝুলে যায়।নাজমিন বেগমের কথা শেষ হতেই পাঁচজোড়া চোখ ঘুরে গেল নাজমিন বেগমের দিকে। সবগুলোই নাজমিন বেগমের উপর থেকে নিচ পরখ করছে। সবার ইচ্ছে ছিল সামন্য নাজমিন বেগমকে জ্বালানোর, কিন্তু নাজমিন বেগমের শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নাছির মঞ্জিলের ড্রয়িং রুম থেকে কোনোপ্রকার ফাজলামি

না করে সবগুলা এক এক করে বের হয়ে গেল। টু পরিমাণ বাক্য ব্যয় করল না। সবারই সিকথ সেন্স জানান দিচ্ছে আর একটা শব্দ মুখ দিয়ে বের করলেই নাজমিন বেগমের পায়ে থাকা জারা লগো বিশিষ্ট জুতো জোড়া তার হাতে উঠে আসবে। আর তা সরাসরি পড়বে গিয়ে তাদের পাঁচজনের পিঠের উপর। নাজমিন বেগম এসি অফ

করে, ধীরে সুস্থে দরজা জানালা লক করে বের হবেন বাড়ি থেকে, তার পূর্বেই নুসরাত ঝড়ের বেগে এসে প্রবেশ করল বাড়িতে। নাজমিন বেগমের গায়ের মোটা ওড়না একটানে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়ে আবারো চলে গেল। ততক্ষণে তার দলের সকল সাঙ্গপাঙ্গু গিয়ে হাজির হয়েছে মন্টুর বাড়িতে। মন্টুর বাড়িতে গেট না থাকায়

সুরসুর করে সৈয়দ বাড়ির পাঁচমাথা ঢুকে গেল। মন্টুর বউ সাজনা কাঁদছেন দেয়ালের সামনে বসে। টাইলস এর মেঝেতে চাপড় মেরে মেরে করুণ থেকে করুণ স্বরে কাঁদছেন। নুসরাত সরু চোখ ঘোরাল চারিদিকে। পরণের সাদা শার্ট ইন করে ঢোকানো প্যান্টের ভেতর। ইসরাত নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেও সাজনার

কান্নায় মনটা ব্যথিত হলো। শান্ত মুখখানা রাগে লাল হতে লাগল সময়ের ভেতর। নুসরাতের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে ওঠল,”নুসরাত ওই মন্টু ব্যাটার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না?

নুসরাত সামান্য মাথা কাত করল ইসরাতের দিকে। বলল,”আগেরবার যা করেছি তাই করব। শালা মন্টুর হাড্ডি ভেঙে গাছের সাথে ঝুলিয়ে

রাখব।ইসরাত হাসল সামান্য। এর আগেও এই কাজ তারা সম্পাদন করেছে। তাই সবার কাছে অতোটা অবকাতর মনে হলো না। সবাই সবার পানে চেয়ে একসাথে ঠোঁট নাড়াল,”মিশন আজ রাতে মন্টু শালাকে শিক্ষা দিয়ে, একদম উত্তেজনার রফাদফা করে দেওয়া।

নুসরাতের পাশে দাঁড়ানো মমো হা করে সাজনার দিকে তাকিয়ে আছে।

নুসরাত ভেতরে ভেতরে হেসে নিয়ে ফিসফিস করে বলল,”তোকে বলেছিলাম মমো, মন্টু শালাকে বিয়ে করে নে, কিন্তু তুই, আমার একটা কথাও শুনলি না। আজ যদি আমার কথা শুনতি তাহলে মন্টু শালার সব ফল গাছ আমার হতো। আর তুই মন্টুর ঘরে রাজ করতি রাজ।

মমো যারপরনাই বিরক্ত হলো। নুসরাতের দিকে হতাশামিশ্রিত

চাহনি বুলিয়ে নিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। এর জন্য ঠিকমতো সে দুঃখ প্রকাশ করতে পারছে না বেচারি সাজনা বেগমের জন্য। তাই দুঃখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ইসরাতকে বগলদাবা করে অন্যদিকে চলে গেল। আহান আর ইরহামকে সোহেদ ডেকে পাঠিয়েছেন তাই তারা অনেক আগেই চলে গিয়েছে। নুসরাত একা ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে

চোরের মতো আশ পাশ দেখল। কোন ফল গাছে কোন ফল আছে। আর কোন পজিশনে গেলে, সেই ফল সে আরাম করে চুরি করতে পারবে। চোরের মতো মুখ ভঙ্গি বানিয়ে দু-হাত ফরমাল প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে হিসেব কষতে লাগল কীভাবে কী করবে!হেলাল সাহেবের সাথে আরশ আর জায়িন দাঁড়িয়ে। নিজাম শিকদার গিয়ে সৈয়দ বাড়ির

সবাইকে নিয়ে আসছেন। বাড়ির কর্তীরা ভেতরে। সাজনাকে সান্ত্বনা দিতে আসলেও এখন তারা দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের ভেতর গল্প করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। হেলাল সাহেবের বিপরীত দিকে নুসরাত দাঁড়িয়ে ছিল। আকস্মিক নুসরাতকে দাঁড়িয়ে আশপাশে দেখতে দেখে মেয়েটা নজর কাড়ল উনার। মেয়েলি শান্ত শিষ্ট মুখখানা দেখলেন খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে। নিজের মনের বিরুদ্ধে গিয়ে বলতে বাধ্য হলেন, নাছিরের মেয়ে দুটোর গঠন দেখতে মাশাআল্লাহ! হেলাল সাহেবের এমন প্রখর দৃষ্টি নুসরাত সেকেন্ডের ভেতর বুঝে গেল নিজের ওপর। সময় ব্যয় না করে, কোনোদিকে চোখ না ফেলে, সোজাসুজি হেলাল সাহেবের দিকে সরু সরু চোখে তাকাল। হেলাল সাহেব চট করে নিজে চোখ সরিয়ে

নিলেন। বিড়বিড় করে আওড়ালেন,”তাকায় কীভাবে?আরশ সটান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হেলাল সাহেবের চোখ অনুসরণ করে তাকাতেই নুসরাত দৃষ্টিসীমায় পড়ল। আরশের পাশ থেকে কিছু একটা বিড়বিড় করে হেলাল সাহেব চলে যাচ্ছেন। আরশ সেই সুযোগ নিল। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলো নুসরাতের দিকে। কাছে এসেই গায়ে

গা লাগিয়ে দাঁড়াল। নুসরাত মাথা উচিয়ে উপরে তাকাতেই আরশের সাথে চোখাচোখি হলো। সুঠাম দেহি লোকটা একহাতে কপালের উপর থাকা চুল ঠেলে পেছনে সরিয়ে, ভ্রু নাচাল সামান্য।। আরশ বলল,”ভাবতাছি দ্বিতীয় বিয়ে করে নিব!

নুসরাত ঠোঁট বাঁকাল। ব্যঙ্গ করে শুধাল,“সত্যি?

“আম ডেম সিরিয়াস, এবার বিয়ে করবই। এভাবে আর কতদিন?

নুসরাত আরশের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেনো আস্তো গিলে নিবে। পলক না ফেলে আরশের কথা চুপচাপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করল। জানতে চাইল,” কীভাবে কতদিন?

আরশ আবার লহু স্বরে, নির্বিঘ্নতার সহিত বলল,

“আর কতদিন কুমার থাকবো, যৌবন, জীবন সবই তো এক এক করে চলে যাচ্ছে তোর অপেক্ষায়!!
নুসরাত ধীমি সুরে শুধায়,
” দ্বিতীয় বিয়ে করবেন?আরশ সূক্ষ্ম চোখে নুসরাতের মুখের পরিবর্তন দেখল। ধীরে ধীরে যা অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করছে। বলল,”হ্যাঁ বিয়ে করব। আর কত বছর বউয়ের অভাবে থাকবো। আমি আবার তোর

অপেক্ষায় কুমার মরতে চাই না। শেষ বয়সে যদি তুই আসিস তাহলে তোকে নিয়ে সংসার করব, এখন না হয় দ্বিতীয় বিয়ে করে নেই।

নুসরাত আবার শুধাল,

“দ্বিতীয় বিয়ে করবেন?

” এখনো চিন্তাভাবনা করিনি, আজ বিকেল থেকে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করব।

নুসরাত আওয়াজ নামিয়ে নিল। হেসে হেসে বলল,

“আপনি যতক্ষণে দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করবেন, ততক্ষণে আমি আপনাকে জিন্দা পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলব। আই এগেইন রিপিট দেট, জিন্দা দাফন করব। মাইন্ড ইট!

আরশ ভয় পাওয়ার মতো ভাব করল। বলল,” এখন তো মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বিয়ে করা জরুরি।

নুসরাত গলার আওয়াজ খাদে নামিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,”মরার শখ জেগেছে আপনার? জাগলে বলুন, আমি নুসরাত নাছির আপনাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

আরশ প্রখর দৃষ্টি নুসরাতের মুখের দিকে বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,”মরার শখ জাগবে কেন! আমার দ্বিতীয় বিয়ের শখ জেগেছে। আর কতদিনই বা থাকব কুমার? এবার কুমারত্ব ত্যাগ করতেই হবে। নুসরাত ধীমি সুরে, অত্যন্ত মোলায়েমতা আনলো কণ্ঠে। তর্জনী আঙুল দিয়ে আরশের কপালে ধাক্কা দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে, মিষ্টতার

সঙ্গে আওড়াল,”এটা আমার ও শেষ কথা ভালো করে আপনার এই গিলুহীন মাথায় ঢুকিয়ে নেন। আরেকবার দ্বিতীয় বিয়ের কথা মাথায় আনলে চেহারার নকশা এমভাবে পাল্টাবো আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে নিজে চিনতে পারবেন না। এন্ড দ্যা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং আমি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পাই আমি থাকতে অন্য কোনো

মহিলার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছেন আপনি, তাহলে আপনাকে খুন করে আপনার লাশ আমি নিজ হাতে দাফন করব। একটা কাকপক্ষীও টের পাবে না আপনার লাশ আমি কোথায় দাফন করেছি!নিঝুম মেঘ জমেছে পূর্ব আকাশে। মেঘের ঘনঘটা ধীরে ধীরে হেলদোল করছে নিজ জায়গা থেকে,সাথে শব্দ হচ্ছে। রিমঝিম

বারিধারা হয়তো ধরণীতে নামবে তাড়াতাড়ি। সামান্য বাতাস বইছে প্রকৃতিতে। আরশ আকাশের দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে সামান্য গ্রীবা বাঁকিয়ে নুসরাতের দিকে ঝুঁকে আসলো। ঠোঁটের নিচে পিষ্ট দন্তপাটি কিড়মিড়িয়ে বলে ওঠল,"কিছু পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি মিসেস, আপনি পাচ্ছেন?

নুসরাত আরশকে সুর পাল্টাতে দেখে অবাক হলো। এক ভ্রু উচিয়ে টিস্যু দিয়ে ঘষে ঘষে নাক মুছে নিল। নাক টেনে শুকল। অতঃপর প্রশ্নাতীত চোখে আরশের দিকে চেয়ে, গম্ভীর গলায় বলল,"কোথায়? আমি কেন পাচ্ছি না?

আরশ ঠোঁটের উপর দু-আঙুল রেখে তীর্যক হাসল। সুঠাম দেহি শরীরটা সামান্য বাঁকিয়ে নুসরাতের দিকে

ঝুঁকে আসলো। হিসহিসিয়ে বলল,”লেট ইট গো।নুসরাত আরশের হেয়ালিতে বিরক্ত হলো। নাক থেকে সর্দি ভালো করে টিস্যুতে ঘষে নিয়ে নাক বাড়িয়ে আবারো শুকল। এমন ভাব করল আজ এই পোড়া গন্ধ না পেলে তার পুরো জীবন বৃথা যাবে। আরশ সামান্য বিরক্তি মিশেলে কণ্ঠে বলল,”নুসরাত

ইউ আর এইটটিন প্লাস, বি ম্যাচিউর!

নুসরাত আরশের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। আকস্মিক নাক সুরসুরি অনুভূতি হতেই হাচ্চি দিয়ে ওঠল। এর পরেরবার দিতে গিয়ে মনে হলো নাক দিয়ে পানি বের হয়ে আসবো। চোখ বড় বড় করে অবিরাম সবদিকে ঘোরাতে লাগল। মনে প্রশ্নের উদ্ভট ঘটল,

এখন টিস্যু পাবে কোথায়! হাচ্চি আটকে রাখায় নাকের ব্যথা ওঠল। আর তাতেই ডগমগ করে হাচ্চি আসলো। নুসরাত শেষ রক্ষা পাওয়ার জন্য নাক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। নাক খিঁচিয়ে ওঠতেই, চোখ মুখ জ্বলে ওঠল। হাতের তালু দিয়ে নাক পরিস্কার করার পূর্বেই আরশ নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিল নুসরাতের সামনে। শার্টের হাতার দিকে ইশারা

করল। কপালে বিরক্তির রেশ ফুটিয়ে গমগমে স্বরে আওড়াল,”জাস্ট টেইক ইট ইজি, অলরাইট? এন্ড ওয়াইপ ইউ্যের নোজ রাইট হেয়ার। নো নিড টু বি সায়। ডোন্ট বি ইমব্রেইসড, ইট’স টুটালি ফাইন।নুসরাত জোরে জোরে শ্বাস ফেলল। তবুও নাক মুছল না আরশের শার্টের হাতায়। আরশ মনে করল লজ্জা পাচ্ছে তাই বিরক্ত হয়ে

নুসরাতের মাথা নিজের দিকে টেনে ধরল একহাত দিয়ে। নুসরাতের কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক টানে নিজের শরীরের আড়ালে ঢেকে নিল পুরো মেয়েলি শরীরখানা। তখনো হাত স্থির নুসরাতের চুলের ওপর।

আকস্মিক আরশের এমন কান্ডে নুসরাত থতমত খেল। হকচকিয়ে পিছু সরতে গিয়ে গত দু'দিনের বৃষ্টিতে ভেজা এঁটেল মাটিতে পা

পিছলে গেল। মুখ থুবড়ে পড়তে নিল, তার আগেই মাথা চেপে ধরে সামলে নিল আরশ। হুমড়ি খেয়ে নুসরাত এসে পড়ল তার বুকে। শক্ত বুকের পিষ্টনে খাঁড়া নাকে, কপালে ব্যথা পেল মেয়েটা। নাকের ভেতর থাকা সকল বজ্র পদার্থ গিয়ে লাগল আরশের বুকে। যতক্ষণে আরশ দূরে সরে যাবে ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। নুসরাত নিজের এমন

বাচ্চামো কান্ডে দাঁত খিঁচে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের উপর চূড়ান্ত বিরক্তিতে দূরে সরার কথা প্রায় ভুলে বসল। দু-হাতের মুঠো মুষ্টিবদ্ধ করে মিনমিনিয়ে আওড়াল,”সারছে রে, সারছে কাম সারছে..! শেষ পর্যন্ত বেডার গায়ে তোর নাকের উচ্ছিষ্ট গুলো মুছতে হলো।আরশ নিজের বুকে ভেজা অনুভব করতেই শব্দ করে শ্বাস ফেলল। নুসরাত

চোখ তুলে উপরে তাকাতেই আরশ কপালে ভাঁজ ফেলল। চওড়া কাঁধ টানটান করে নিল মুহুর্তে। দু-আঙুল দিয়ে নুসরাতের কপাল ঠেলে নিজের শরীরের উপর থেকে দূরে সরিয়ে দিল। নিজের বুকের কাছের কাপড়ের দিকে এক পলক চাইতেই আগের বিরক্তিটুকু আরো একটু বাড়ল। চোখ বন্ধ করে প্রলম্বিত শ্বাস ফেলে রুঢ় আওয়াজে বলে

ওঠল,”বেয়াদব, সর এখান থেকে! নাহলে আজ একটা থাপ্পড় মাটিতে পড়বে। মাথামোটা..! সর বেয়াদব। গ্রোসারি শপে শপিং করতে আসছেন সুফি খাতুন। সময় তখন রাত আটটা বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট। গ্রোসারি শপে এসে দেখা হলো নিজাম শিকদারের সাথে। এখনো দু-জন দু-জনের সামনাসামনি হননি কিন্তু সুফি খাতুন দূরে থেকে ঠাওর

করতে পারলেন উনিই নিজাম শিকদার। নিজাম শিকদারের সাথে সৌরভি ও আছে। দু-জনেই রান্নার মশলা কিনছেন। আহান সুফি খাতুনকে অনেকক্ষণ যাবত অনুসরণ করছিল। নানিকে বারবার নিজাম শিকদারকে লক্ষ করতে দেখে বলে ওঠল,"নানি..!সুফি খাতুন ফিরে তাকাতেই আহান ঠোঁট চেপে চোখ দুটোর পাতা ফেলল। সুফি খাতুন

বুঝলেন না আহানের এসব করার মানে কী! তাই না ঘাটিয়ে হাঁটতে লাগলেন। আহান তার পিছু ছাড়ল না। এটা সেটা বলতে থাকল। হঠাৎ চোখে পড়ল নিজাম শিকদার শপিং কার্টে কারোর ছবি নিয়ে ঘুরছেন। সুফি খাতুনকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গণে গণে চার-পা সামনে আগাল সে। তখনই দৃষ্টিসীমায় স্পষ্ট হলো শপিং কার্টে থাকা ছবিটা।

নিজাম শিকদারের স্ত্রীর ছবি ওইটা। নিজাম শিকদার ছবি দেখছেন আর কথা বলছেন ছবিটার সাথে। যে কেউ দেখলে মনে করবে শপিং করতে তিনি একা আসেননি উনার সাথে অন্যকেউ এসেছে।কিন্তু অনুরুপক্রমে তিনি ওই ছবিটার সাথে মনোযোগের সাথে কথা বলছেন। আহানকে আর পায় কে,উল্টো পথে ফিরে গেল নানির

কাছে। ততক্ষণে নিজাম শিকদার শপিং কার্ট নিয়ে আরো একটু এগিয়েছেন তাদের দিকে কিন্তু খেয়াল করেননি সৈয়দ বাড়ির লোকেরা এখানে আছে। নিজাম শিকদার এগোনোতে সুফি খাতুন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে স্পষ্ট হলো ছবিটা। আহান নিজের নানির কাছে দাঁড়িয়ে কানে কানে বলে ওঠল,"নানি ওই দেখো, নিজাম দাদু

উনার স্ত্রীর ছবি নিয়ে এসেছেন এখানে, তুমি শুধু ভাবো উনার মৃত স্ত্রীর ছবি নিয়ে উনি এভাবে ঘুরছেন তাহলে তুমি উনাকে বিয়ে করে নিলে কীভাবে তোমাকে সাথে নিয়ে ঘুরবেন!সুফি খাতুন আহানের কথায় ভাবনায় মগ্ন হলেন। আহান আরো উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলে ওঠে,"উনি কতটা লয়াল হলে মৃত স্ত্রীর ছবি নিয়ে ঘুরেন, যদি স্ত্রী বেঁচে

থাকে তাহলে তো মাথা তুলে ঘুরবেন। শুধু ভাবো, তোমাকে মাথায় তুলে ঘুরছেন। আর তুমি ও নিজাম দাদুর মাথার উপর বসে ডাকডুম ডাকডুম করে তবলা বাজাচ্ছো।

আহান কথাটা শেষ করে মিচকে হাসল। সুফি খাতুন গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। নিজেকে শপিং কার্টে থাকা ছবির জায়গায় ভাবতে

বসলেন, ততক্ষণে আহান গ্রোসারি শপের ভেতর থেকে সুফি খাতুনের অগোচরে কয়েকটা জিনিস উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল বিল কাউন্টারে। সেখানে গিয়ে বলল,”বিল আমার নানির কাছ থেকে নিয়ে নিবেন, জাস্ট নাও আমার বাড়ি থেকে কল এসেছে। আমার দাদা বর্তমানে ছরখাতে তাই আমাকে এক্ষুনি বাড়িতে যেতে হবে, শেষ মুহুর্তে

আমি উনার পাশে থাকতে চাই। আর তো পাশে পাব না, তাই চলে যাচ্ছি। বিলটা কষ্ট করে উনার কাছ থেকে নিয়ে নিবেন।মন্টুকে উল্টো করে কাঁঠাল গাছের সাথে বেঁধে রাখা। তাকে বাঁধা লোকগুলো নিচে দাঁড়ানো। সকলেই বিরক্তির সাথে উপরে তাকিয়ে আছে। কোমরে এক হাত রেখে অন্য হাতে টর্চ লাইটের আলো সরাসরি মন্টুর চোখের দিকে

তাক করে রেখেছে। নুসরাত চূড়ান্ত রেগে গিয়ে নিচ থেকে চিৎকার করে বলে ওঠল,”ওই চুথিয়া, তোর এত উত্তেজনা আসে কোথা থেকে, যে দ্বিতীয় বিয়ে করিস?

ইসরাত মেইন পয়েন্টের দিকে ইশারা করে বলে ওঠল,

“ওখান থেকে আসে।

ইরহাম নিজের মুখের মুখোশ টেনে টুনে ঠিক করে বলল,

“শালা মা’দা’র ফা’কা’র সব কচি কচি মেয়ে বিয়ে করে নিচ্ছে আমি বিয়ে করব কী! আজ পর্যন্ত একটা মেয়ে পটাতে পারলাম না, আর শালা বা”স্টার্ড মাত্র সতেরো বছর বয়সী মেয়ে বিয়ে করে নিল। ভাগ্য ভাগ্য ভাগ্য...! মানুষের ভাগ্য দেখলে মনে হয় ওদেরটা দিন দিন লুঙ্গির মতো খুলছে, আর আমারটা দেখলে মনে হয় প্যান্টের চেইনের মতো আটকে

গেছে।ইরহাম কথাগুলো শেষ করে জিভ কাটল। নুসরাতের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে বেমালুম ভুলে বসেছে এখানে ইসরাত আর মমো ও আছে। আহান গালি টালি দিল না। সে ভদ্র ছেলের মতো নিজ জায়গায় দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। দড়ি হাত থেকে ছুটলেই মন্টু ওখান থেকে ধপাস করে পড়বে এটা সে হলফ করে বলতে পারে। তাই ভদ্র বাচ্চার

মতো মুখ এটে দেখতে লাগল সকলের কান্ড।

ইসরাত মোটা গলায় কথা বলার চেষ্টা করল, হলোই না। তাই মুখে কাপড়ের টুকরো ঢুকিয়ে খ্যাকখ্যাক করে বলে ওঠল," শালার পশ্চা'ৎদে'শে কয়েকটা দিলে দ্বিতীয় বিয়ের শখ মিটবে। নাম্বার ফাইভ দড়ি সামান্য লুজ কর!

আহান দড়ি ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল। নুসরাত অস্বাভাবিক রাগী কণ্ঠে বলে ওঠল,”গো’লা’মের ছাওয়ের কী পশ্চাৎদেশে মারব, সোজা মেইন পয়েন্টে মেরে ওটাই অকেজো করে দেই, না থাকবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশুরি।

সকলেই তাল মিলাল। নুসরাত নিজের পকেট থেকে ছুরি বের করে

উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা মন্টুকে দেখাল।

অতঃপর ইসরাত বলল,“নাম্বার ফাইভ ওই লুইচ্ছা ব্যাটাকে আরো নিচে নামাও, নাম্বার টু তুমি ওকে ধরে রাখবে টাইটলি, আর আমি আর নাম্বার থ্রি ওর মেইন পয়েন্টের কাজ তামাম করে দেব।

আহান দড়ি ফরফর করে ছেড়ে দিল হাতের মুঠো থেকে। মন্টু মিয়া

জানের ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠলেন। চোখ বন্ধ করে নিজের শেষ মুহুর্তের অপেক্ষা করলেন,কখন সেই মুহুর্ত আসবে। মন্টুর মিয়ার ইচ্ছে অনুযায়ী কিছুই হলো না, তার পূর্বেই মমো দড়ি টেনে ধরল। মমোর মতো রুষ্ট পুষ্ট একজন মানুষ দড়ি টানতে গিয়ে একপ্রকার ঝুলে পড়ল। আহান এসে সাহায্য করতেই চোখ ঘোরাল মমো

নুসরাতের দিকে। কিড়মিড়িয়ে বলে ওঠল,”কিতা যে কইতাম, ই মাইলে’নেও’ড়ার যে ওজন। আর হেডা’টার সাথে আমার বিয়ে দিতে চাইছিল ওই ম আকারে মা গ ঈকারে গী। বুঝে নে শালী বেয়াদব..!নুসরাত এমনি হাসতে হাসতে কাদা মাটিতে একপ্রকার শুয়ে পড়ল কোনো ঘৃণা ছাড়া। সাদা ফরমাল প্যান্ট গড়াগড়ি খেল কাদায়।

কণ্ঠে কোনো দ্বিধা না রেখে বলে ওঠে,”নাম্বার ফোর, ধর তোর সাথে এই মাদা’রচুদ এর বিয়ে হইগেছে। বিয়ের দিন যদি তোর সাথে ইটিস পিটিস করত, তাহলে এরপরের দিন তোর লাশ আমরা খুঁজে পেতাম। ভালো হইছে তোরে ওই সু’দা’ন্নির ফু’তের সাথে বিয়ে দেই না।

নুসরাত গালি দিতে দিতে আকস্মিক থেমে গেল। দু-হাত গালে রেখে

তওবা কাটল। বিড়বিড় করে বলল, “আল্লাহ মাফ করো, মাফ করো, মাদা’র’চুদ’কে গালি দিতে গিয়ে আমার নিজের মুখ খারাপ করে ফেলছি। হায় আল্লাহ, কতদিন না জানি নাপাক থাকে আমার এই পবিত্র মুখখানা।মন্টু মিয়ার মৃত্যুর ভয়ে মন শঙ্কিত হলো। আরেকটা বিয়ে করার শখ ছিল মনে, এবারের মতো বেঁচে ফিরলে সেই শখ

জীবনেও পূরণ করবেন না। আজকের মতো আল্লাহ যেনো তাকে রক্ষা করে। মন্টু মিয়ার মনে মনে করা আহাজারি হয়তো কবুল হলো। এর ঠিক দু-মিনিট পর টর্চের আলো এসে পড়ল নুসরাতেরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে। দূর হতে গুরুগম্ভীর পুরুষালি সুরের আওয়াজ ভেসে এলো,"কে ওখানে?

আহানের মুহুর্ত লাগলো না গলা চিনতে। এরকম করে শুধু জায়িন ভাইয়া কথা বলে। হাতের দড়ি ফুস করে ছেড়ে দিয়ে নিজের জান হাতে নিয়ে সোসাইটি থেকে বের হওয়ার রাস্তা ভাগল। মমোকে এক হাতে টেনে নিয়ে যেতে ভুলল না। সেদিকে মমোকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে ওঠল," ভাগো আপ্পি, ভাগো, বড় ভাইয়া আর ছোট

ভাইয়া আসছে..!ইসরাতের চোখ দুটো রসগোল্লার ন্যায় বড় বড় হয়ে গেল। এর মধ্যে ধুপ করে গাছের মাথা থেকে উল্টে পড়লেন মন্টু মিয়া। মাটিতে পড়েই উচ্চ শব্দে কঁকিয়ে উঠলেন। ইসরাত পালাল একদিকে, মমো আহান পাশের সোসাইটির দিকে দৌড়েছে। সবকিছু ঠান্ডা হলে আসবে তারা। ইরহাম আর নুসরাত পালাল সামনের দিকে।

দুটো যেতে যেতে ইসরাতকে ধাক্কা দিয়ে বাঁ-দিকে পাঠাল। নুসরাত রাগান্বিত স্বরে হিসহিসিয়ে বলল,”ভাগ শালি, তোর হাড্ডি ভাঙার ডাক্তার আজ আমাদেরই না হাড্ডি ভেঙে দেয়। ভাগ..!

ইসরাতকে বাঁ-দিকে দৌড়াতে দেখে জায়িন পিছু নিল তার। রগরগে গলায় আরশকে আদেশ দিল,”আরশ ওই দুইটার পেছনে যা।ইসরাতকে

নিজের ভাগে পেতে খুব একটা বেগ পোহাতে হলো না জায়িনকে। দৌড়াতে থাকা ইসরাতের কাঁধের কাপড় একহাতে চেপে ধরে অন্য হাতে উদর চেপে নিজের কাছে নিয়ে আসলো। ইসরাত ছটফট করতেই জায়িন হুমকির সুরে বলল,"আছাড় মেরে দেব, চুপচাপ দাঁড়ান।

ইসরাতের ছটফট করা থেমে গেল। শ্বাস ফেলে নিজেকে স্বাভাবিক

রাখার বৃথা চেষ্টা করল। জায়িন ধীরে ধীরে ইসরাতকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে কাঁধ হতে হাত সরিয়ে নিল। মুখ থেকে মুখোশ খুলতে খুলতে ইসরাতকে বলে ওঠল,"বেয়াদব থাপড়িয়ে গাল ফাটাই ফেলব আপনার! এত রাতে এখানে কী করছিলেন?

ইসরাতের মুখের মুখোশ খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল জায়িন। রাগে চোখে

মুখ লাল হয়ে আছে। ভৎস করে দেওয়ার মতো চাহনি ইসরাতের দিকে নিক্ষেপ করে হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”ধরা পড়লে গণধুলাই খেতেন,এটা কী এই ছোট মাথায় আসেনি?জায়িন কথাটা শেষ করতে করতে ইসরাতে কপালে তর্জনী আঙুল দিয়ে ধাক্কা দিল। ইসরাত কাচুমাচু ভঙ্গিতে চোখ তুলে একবার জায়িনের পানে তাকিয়ে তা আবার

নিচে নামিয়ে নিল। ভদ্র মেয়ের মতো মুখ বানিয়ে চুপচাপ জায়িনের ধমক শুনল, প্রতিবাদ করল না। এর মধ্যে দূর থেকে কেউ একজন হাক ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করলেন,"জায়িন হাতের কাছে কাউকে পেলে?

জায়িন ইসরাতের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে উত্তর করল," জ্বি না, সবাই পালিয়েছে।

অতঃপর খেপাটে নয়ন ইসরাতের দিকে নিবিষ্ট করে বলে ওঠল,”আপনাকে আমি পরে দেখে নেব। বাসায় যান এখন বেয়াদব। ইসরাত যখন যেতে নিল জায়িন হাত ধরে থামিয়ে দিল। কণ্ঠে কোনো প্রকার নমনীয়তা না এনে কঠোরতার সাথে শুধাল,”এইসব উল্টাপাল্টা কাজ করতে আপনাকে কে উৎসাহ দিয়েছে? খবরদার

বলবেন না, ওই পাগল এসব করার বুদ্ধি দিয়েছে!

ইসরাত কাচুমাচু করে বলল,

“জ্বি ওর বুদ্ধিই, আমরা শুধু প্ল্যান মাফিক কাজ করেছি।

জায়িন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত পকেটে ঢোকাল।। ইসরাতের শোনার মতো করে বলে ওঠল,” সবগুলা বেয়াদব..! একটা ভালো হয়নি!রাত এগারোটা। সোসাইটির বেশিরভাগ

বাসার ভেতরে শোরগোল কমে গিয়েছে। এই রাতের বেলা শুকনো পাতার উপর দিয়ে চলাচল করায় মড়মড়ে শব্দ একটু বেশি হচ্ছে। নুসরাত আর ইরহাম প্রাণপণে দৌড়ানোতে খেয়াল করেনি নাছির মঞ্জিলের পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে আসছে তারা। অনেকদিন যাবত এই জায়গা পরিস্কার না হওয়ায় সেখানে এত গাছপালার জন্ম

হয়েছে মানুষ হাঁটার সামান্য পথটুকু ঢেকে গিয়েছে সবকিছুর আড়ালে। দু-জনের দৌড়ের গতি এতক্ষণে সামান্য কমে এসেছে। ধীরে ধীরে দৌড়ানো থামিয়ে দু-জন হাঁটতে লাগল। হা করে ফেলতে লাগল বড় বড় শ্বাস। বড় শ্বাস ফেলতে পারল কই, তার পূর্বেই তাদের পেছন থেকে বড় গলার স্বর ভেসে এলো,"এই বাস্টার্ড, দাঁড়া!নুসরাত

আর ইরহাম দু-জন দু-জনের দিকে তাকিয়ে আরশকে ভয়ংকর দুটি গালি দিয়ে ওঠল। নুসরাত নিজের মুখোশ খুলেছিল আরশের গলার স্বর শুনতেই তা টেনে নিল মুখে। আবারো দৌড় দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ইরহামকে বলে ওঠল,"আমার বাপ, উল্টো পথ ধর, নাহলে রক্ষে হবে না আজ আর। হেলাইল্লার বাচ্চা পিছু ছাড়েনি। ও আল্লাহ এর উপর একটা

কিছু পড়ে যাক। আমাদের মতো বাচ্চাদের পেছনে একে লাগানোর জন্য, এর ঠ্যাংখানা মুচড়ে যাক। ইরহাম নুসরাতের কথা শুনে গাছের মধ্যে দিয়ে বাঁ-দিকে দৌড়াল। রাতের এই অন্ধকারে নিমেষে উধাও হয়ে গেল আরশের চোখের দৃষ্টিসীমানা থেকে। নুসরাত মনে করল হয়তোবা এই ব্যাটা তার পিছু ছেড়ে ইরহামের পিছু নিবে, কিন্তু

তাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে তার পিছনে আসলো। নুসরাত একবার উল্টো চেয়ে আবার সামনে ফিরল। একপ্রকার জান হাতে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। মনে মনে আল্লাহর নাম জপ করতে লাগল। শুধু দোয়া করল আজ যেনো আরশ নামক এই বেয়াদব লোকের হাত থেকে রক্ষে পেয়ে যায়। মাথায় এটা নেই আরশের হাত থেকে রক্ষা পেলেও

এখানে থাকা বিষাক্ত সাপের হাত থেকে বেঁচে ফিরা মুশকিল হতে পারে।গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পানি জমে মাটির অবস্থা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে।। কোথাও কোথাও শেওলা জমে পিচ্ছিলতা দেখা দিয়েছে। নুসরাত শেওলার উপর দিয়ে দৌড় দিতে গিয়ে স্লিপ কেটে মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ল গিয়ে কাদার মধ্যে। চোখে কাদা ঢুকে গেল

সেকেন্ডের ভেতর। তবুও দু-হাতে ভর দিয়ে ওঠে দাঁড়াল। মাটিতে উল্টে পড়ায় এক পায়ের স্লিপার পড়ে রইল ওখানে। অন্য পায়ের স্লিপার খুলে তা ছুঁড়ে মারল আরশের দিকে। সেটা উড়ে গিয়ে একদম আরশের মুখের উপর পড়ল। নুসরাত ভাবতে পারেনি তার হাত এত শার্প। নিশানা বরাবর গিয়ে লেগেছে জুতোটা।

আবারো জঙ্গলের মধ্যে দিক বেদিক ভুলে দৌড়াতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠল। পিছু ফিরে দেখল আরশ এখনো তার পিছু করছে। হাঁপিয়ে ওঠার কোনো লক্ষণ ওই ষাঁড়ের মধ্যে নেই। সামনে ফিরতেই চোখে ভাসল কয়েকটা গাছের বড় বড় ঢাল পড়ে আছে। এতেই মাথায় আগুন ধরে গেল নুসরাতের। প্রলম্বিত শ্বাস ফেলে আওড়াল,”সকল বালের গজব

আজই পড়তে হবে। সাউয়া, ভাগতে গেলেও যত সমস্যা। আল্লাহ জীবনে একটা ভালো কাজ করে থাকলে এই আরশকে তুমি নিজের করে নাও। আমিন আমিন আমিন!নুসরাত লাফ দিয়ে পড়ে থাকা ঢালগুলো পাড়ি দিতে চাইল, সেই সুযোগে আরশ পেছন থেকে নুসরাতের পেট হাতের সাহায্যে পেঁচিয়ে ধরে শূণ্যে তুলে ধরল। নুসরাত দাঁতে দাঁত

চেপে নিজের ভেতরের রাগটুকু সংবরণ করতে চাইল, হয়তো পারল। মাটি হতে দু-হাত উপরে শূণ্যে ভাসা পা-গুলো ঝাঁকাতে লাগল দ্বিগুণহারে।শক্ত হাতে নিজের পেটের উপর থাকা আরশের হাত খামচে ছাড়াতে চাইল, বলিষ্ঠ হাত দুটো আরো দ্বিগুণ শক্তিতে চেপে ধরল তাকে নিজের সাথে। নুসরাত রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে

আরশের গোপাণাঙ্গে লাথি মারতে চাইল, একটুর জন্য মিস হয়ে গেল। তবুও দমে না গিয়ে, নতুন উদ্যোগে পায়ের নিচ দিয়ে আরশের হাঁটুর মধ্যে লাথি মারল।সেন্সসেটিভ স্থান হওয়ার ধরুণ একটুক্ষণের মধ্যে আরশ কাবু হয়ে গেল। নুসরাতের পেটের কাছে বাঁধা হাত ঢিলে হয়ে আসলো। মেয়েটা ভুলে বসল আরশ তাকে ছেড়ে দিলে এখান থেকে

সোজা মাটিতে পড়বে, যতক্ষণে তা মনে হলো ততক্ষণে তার উদর, কপোল, নাক, ঠোঁট গিয়ে ঠেকেছে মাটিতে। অস্বাভাবিক ব্যথায় হাত পা ঝিম ঝিম করে ওঠে অসাড়তায় তা । আরশ এক হাঁটু গেড়ে বসল নুসরাতের কাছে। পিঠের কাছের কাপড় চেপে ধরে একটানে সোজা করে ফেলল নুসরাতের পুরো শরীর। পকেট থেকে ফোন বের করে

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে নিল। অতঃপর একহাত হাঁটুর উপর রেখে অন্যহাতে নুসরাতের মুখের দিকে আলো তাক করল। লহু স্বরে আদেশ দিল,”ওপেন ইউ্যের আই’স!

নুসরাত চোখ খুলে তাকাল না। চোখ খুলে তাকালেই এই ব্যাটা বুঝে নিবে কে সে! এরপর গিয়ে মেদ মা, মেদ মা বলে বিচার দিবে তার মায়ের কাছে।আর তার পিঠের উপর পড়বে

নাজমিন বেগমের অতি উচ্চমাত্রার চপ্পল জোড়ার ধুমধামে কয়েকটা বারি। নুসরাত তাই গোড়ামি করে নিভু চোখে আরশকে দেখল, তবুও পুরো চোখ খুলল না।

আরশ হাতের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলে ওঠল,“”আই উইল গিভ ইউ থারটি সেকেন্ড’স, নট আ ওয়ার্ড.জাস্ট টেইক অফ দেট মাস্ক—অর আই সোয়ার, আই উইল হেঙ্গ

ইউ আপসাইড ডাউন ফ্রম দেট থ্রি মাইসেল্ফ।

নুসরাত এক চোখ খুলে সরাসরি আরশের দিকে তাকাল। সে জানে না নাকি একবার মুখোশ খুলে এই লুইচ্চা তার মুখ দেখলে, সোজা গিয়ে তার মা নামক জল্লাদ মহিলার কাছে নালিশ করবে। তাই চুপ থেকে এখানে আরাম করে শুয়ে

থাকা নিজের নিকট অনেক বেশি শ্রেয় মনে হলো।

কিৎকাল অতিবাহিত হওয়ার পর নুসরাত বসতে যাবে আরশ হাত দিয়ে নুসরাতের মাথা চেপে ধরে রাখল মাটির সাথে। চোয়াল শক্ত করে নুসরাতের শোনার মতো করে গণনা করল,"ফাইভ... ফোর....থ্রি....টু....এন্ড ওয়ান। ইট্যের টাইম ইজ আপ মিস..!আরশ

একহাত নুসরাতের মাথার উপর রেখে অন্যহাতে নুসরাতের মুখের মুখোশ খুলতে নিবে তার পূর্বেই নুসরাত আরশের টাখনুর মধ্যে সর্বশক্তি দিয়ে লাথি মারল। আরশ ঠিকভাবে না বসায় মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল। যেখানে সেখানে পড়ল না, একদম নুসরাতের গলদেশে পড়ল। কড়া কস্তুরির সুঘ্রাণ আর মাস্কি পুরুষালি কোলনের সুগন্ধিতে

দুজনের চারপাশ মো মো করে ওঠল। নুসরাতের সেদিকে ধ্যান নেই, তার বিরক্তি সময়ের সাথে কমার বদলে শুধু বাড়ছে! চোখ বড় বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে আওড়াল,"এটাই বাকি ছিল, নে এবার একটা চুমু খেয়ে সেটাও পূরণ করে দেয়।আরশ মাথা তুলে গলা খাঁকারি দিল। মোবাইল উড়ে গিয়ে পড়েছে দূরে। আরশ নুসরাতের

উপর ঐ অবস্থায় থাকতে থাকতে চাইল মুখ থেকে কাপড় সরাতে নুসরাত আর তা হতে দিল না। আরশকে দু-পা দিয়ে পেঁচিয়ে নিজের উপর থেকে উল্টে ফেলল পাশে। আরশ নুসরাতের এক হাত চেপে ধরে কাবু করার চেষ্টা করতেই, অন্য হাত দিয়ে পকেট হাতড়ে মাঝারি আকারের একটা ছুরি বের করল নুসরাত। সময় ব্যয় না করে তা

চেপে ধরল আরশের গলার নরম ত্বকে। গলায় ছুরি চেপে রেখে নাক বন্ধ করে বলে ওঠল,”নেক্সট টাইম মিস্টার।আরশ চুপচাপ দেখল মাটিতে শুয়ে। সামান্য আলোয় মেয়েলি শরীরের অবয়ব দেখা গেল। আরশ মুখে বিরক্তির রেশ ফুটিয়ে তুলল। সে চাইলেই এই মেয়েকে ধরতে পারবে, কিন্তু ধরল না, দেখতে চাইল কী করে এই মেয়ে!

ঘাড় কাত করে চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। নুসরাত হালকা আমোয় বুঝতে পারল আরশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার দিকে। ওঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঝাড়তে ঝড়তে বলে ওঠল,"এই ফিটফাট শরীর নিয়ে কী করবেন, সামান্য আমাকেই কাবু করতে পারলেন না! ছ্ছ্ ছ্ছ্ ছ্যাহ..! আমার পিছু নেওয়ার চেষ্টা করবেন না, নাহলে এখানেই মেরে লাশ ফেলে

দিব।নুসরাত কথা শেষ করে দৌড় দিল নাছির মঞ্জিলের পাছিরের দিকে। আরশের হাত থেকে মোবাইল দূরে ছিটকে পড়ায় দূর থেকে আসা আলোর রশ্মিতে সামান্য দেখা গেল মেয়েটার অবয়ব। দেয়াল টপকে যখন ওপাশে যাচ্ছিল তখন সামান্য ঘাড় কাত করে তার দিকে তাকাচ্ছিল সে। মুখের মুখোশ খুলে ফেলায় পাঁছিরে থাকা সাদা বর্ণের

লাইটের আলোয়, নাকে পরা সাদা পাথরের নউজ পিন জ্বলজ্বল করে ওঠল। আরশ সেদিকে চোখ রেখে মাটি থেকে উঠে বসতে বসতে বিড়বিড় করল,”বেয়াদব!আকাশে বিদুৎ চমকাচ্ছে। ঘন কালো মেঘগুলো সময়ের সাথে দানবীয় আকারে পরিণিত হয়েছে। হয়তো ঝুম বৃষ্টি হবে। অঝোর ধারায় গত দু-দিন ধরে আকাশ থেকে মেঘ

ঝড়েছে,তাই রাস্তা, ঘাট, মাঠ সবই পিচ্ছিল হয়ে আছে। বৃষ্টির স্যাঁতস্যাঁতে পানিতে রাস্তা ডুবে গিয়েছে। একটানা বৃষ্টি হওয়ায় ড্রেইনে পানি অতিরিক্ত জমাট বেঁধে তা উপরের দিকে ওঠে আসছে। আরশ স্যাতস্যতে মেঠোপথ দিয়ে আসতে গিয়ে কয়েকবার পিচ্ছিল খেল। তাই পায়ের স্লিপার খুলে হাতে নিয়ে হাঁটছে সে। সুঠাম দেহি

শরীরটা বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ পর পর পিছু ফিরে দেখছে।বেয়াদবটার সাথে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে মাটিতে লেপ্টে গেছে পুরো শরীর। কী মনে করে ওই বেয়াদব মহিলা! ওকে আরশ চিনবে না! নাক বন্ধ করে কথা বললেই ওই ধান্দাবাজ মহিলা তার কাছে অপরিচিত হয়ে যাবে! ওই বেয়াদব মহিলাকে সে রগরগে চিনে। মাথা ভরা গোবর নিয়ে সবগুলো

মিলে গেছে এইগুলো এপ্লাই করতে।

বেয়াদবের দল!

আরশ হেঁটে এগিয়ে গেল মন্টু মিয়া যেখানে ছিলেন সেখানে।এতক্ষণে অনেকটা ভীর জমেছে ওই জায়গায়। আরশ ভীর ঠেলে এগিয়ে যেতেই জায়িন মুখের কাছে হাতের মুঠো রেখে গলা খাঁকারি দিল। তৎক্ষণাৎ আরশের দৃষ্টি ঘুরে গেল জায়িনের দিকে। জায়িন চোখের ইশারায় কিছু

একটা জিজ্ঞেস করতেই আরশ ও মাথা নাড়াল। ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু একটা বলতেই জায়িন নিজেও মুখ নাড়াল। দু-ভাই নিঃশব্দে কিছু কথা বলে নিল নিজেদের মধ্যে। আরশ চোখ দিয়ে ইশারা করল জায়িনকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করার জন্য, জায়িন তাকে আবারো ফিরতি ইশারা করল। দু-জনের ইশারা আশারায় দুয়েক মিনিট কাটল। অতঃপর দু-

জনেই একসাথে গুরু গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে বসল,”কারা ছিল দেখেছেন?মন্টু মিয়া হাহাকার করে ওঠলেন। মাটির সাথে লেপ্টে বসে মাথায় হাত দিয়ে চাপড়ালেন। জায়িন আর আরশ চোখাচোখি করল। জায়িন আরশের কানের কাছে গলা নামিয়ে বলে ওঠল,”এই লোক মহিলাদের মতো আচরণ করছে কেন?

আরশ শ্রাগ করল। ঠোঁট উল্টিয়ে দু-পাশে মাথা নাড়াতে গিয়ে থেমে গেল। জায়িনের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে,”ওইসব মনে হচ্ছে!জায়িন ভ্রু কুঁচকে তাকাতেই আরশ বাঁ-হাতের মধ্যমা আঙুল বের করে ডান হাতের তর্জনী-আর মধ্যমা আঙুল দিয়ে কাঁচি আকার করে দেখাল। জায়িন নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল। সতর্ক বাণী

দিল,”সিগারেট খেতে দেখলে তোর সাথে এটাই করব আমি। একটা শব্দের এদিক-সেদিক হবে না। সো বি কেয়ারফুল, সন অফ হেলাল আহমেদ।

আরশ জায়িনের এমন হঠাৎ পালটে যাওয়াতে সামান্য ভরকাল। পরপর নিজেকে মনে করিয়ে দিল উনার পাশে দাঁড়ানো লোকটা জায়িন হেলাল। তাই উনার দ্বারা সব সম্ভব।

আরশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনে চোখ ফিরাতেই জায়িন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,”নুসরাতকে ধরতে পেরেছিলি?

আরশ শান্ত কণ্ঠে আওড়াল,“বেয়াদব মহিলা গলায় চাকু চেপে ধরে ভেগে গেছে।

জায়িন তর্জনী আঙুল ঠোঁটের উপর রাখল। হয়তো সামান্য হাসল। আরশ সেদিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল।

তাকে নিয়ে হাসা হচ্ছে। অতঃপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জায়িন আবারো জিজ্ঞেস করল,” এশার নামাজ পড়েছিলি?

আরশের টনক নড়তেই দু-পাশে মাথা নাড়াল। জায়িন আদেশ দিল,”ফ্রেশ হয়ে গিয়ে নামাজ পড়, আমি এদিকটা সামলে নিচ্ছি।

আরশ যেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মন্টু মিয়া কিছু একটা বলছেন।

মনোযোগ দিতেই কানে ভেসে এলো,”ওরা পাঁচজন ছিল।

অন্যকেউ কোনো প্রশ্ন করার পূর্বেই জায়িন গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল,”ওদের নাম জানেন?

মন্টু মিয়া বলে ওঠলেন,“হু!

জায়িন আরশ দু-জন দু-জনের দিকে চেয়ে নিয়ে তৎপরতা নিয়ে শুধাল,”কী নাম?

মন্টু মিয়া এখনো মাটিতে বসা রয়েছেন। এত উপর থেকে পড়ায় কাদা থেকে উঠতে তার হিমশিম খেতে হচ্ছে। কোমড় সামান্য বাঁকাতেই ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন। সজীব মন্টুর মিয়ার দিকে বিরক্তির নয়নে চেয়ে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে মন্টু মিয়া নাটক করছেন। মন্টু মিয়া গোঙাতে গোঙাতে বলে ওঠলেন,"একটার নাম নাম্বার ওয়ান

এটা কম কথা বলেছে। নাম্বার ফাইভ আর ফোর আমাকে কাঁঠাল গাছের সাথে বেঁধে রাখা দড়িটা ধরে রেখেছিল। আর নাম্বার থ্রি আর টু এই দুটোই ওদের লিডার মনে হয়েছে আমার। চৌদ্দগুষ্টি তুলে গালি দিয়েছে আমাকে। নাম্বার থ্রি তো আমার বংশের প্রদীপ লাথি মেরে নিভিয়ে দিতে চাইছিল।মন্টু মিয়া কেঁদে দেওয়ার মতো করে কথাগুলো

বললেন। আরশ ঠোঁট চেপে ধরে আলগোছে চলে গেল বাড়ির দিকে। জায়িন বাঁ-পাশে মুখ ঘুরিয়ে কপালে হাত ঘঁষল। মন্টু মিয়া কাঁদছেন, মুখ দিয়ে গোঙ্গাচ্ছেন। হঠাৎ জায়িনের বাঁ-হাত ঝাপটে ধরে বলে ওঠলেন," আজ তুমি না আসলে ওই পাঁচজন আমায় মেরেই ফেলতো। নাম্বার থ্রি এর কাছে তো চকচকে ধারালো একটা ছুরি ছিল আমাকে কুপানোর

জন্য। আমার মনে হইতাছে, ওইগুলা আমাকে পছন্দ করতো তাই হয়তো এমন করেছে!

আরশ ধীরে ধীরে যাচ্ছিল বাড়িএ দিকে আকস্মিক এমন কথা শুনতেই লাফ মেরে চলে আসলো আবার মন্টু মিয়ার সামনে। তিক্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,"আপনাকে পছন্দ করবে মানে কী! আমার বউয়ের রুচি

দূর্ভিক্ষ হইছে যে আপনাকে পছন্দ করবে?

আরশ বিরক্তি আর রাগক্তিতে কথা বলতে গিয়ে বারবার থেমে গেল। জায়িন একহাতে ধরে না রাখলে হয়তো মন্টু মিয়াকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিত। মন্টু মিয়া না বোঝার মতো করে বলে ওঠলেন," ওরা পাঁচজন তোমার বউ হতে যাবে কেন ?আরশের ইচ্ছে করল মন্টুকে

ভয়ংকর কয়েকটা গালি দিতে। মুখের পেশি সংকুচিত করে কেউ না বোঝার মতো হিসহিসিয়ে গালি দিল,”ডোন্ট টক বুলসিট। আদার উইস আই উইল কিল ইউ বাস্টার্ড। জায়িন মেকি হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু গম্ভীর মুখ দিয়ে হাসির লেশমাত্র বের হলো না। আরশকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে মন্টু মিয়ার উদ্দেশ্যে হাত মাথার কাছে ঘুরিয়ে

দেখাল স্ক্রু সামান্য ঢিলা। আরশের রাগ দেখে কে! সে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মন্টু মিয়াকে হাতের কাছে পেলেই থাবা বসিয়ে দিবে,নাহয় আস্তো গিলে নিবে। জায়িন চোয়াল শক্ত করে আরশকে বলে ওঠল,"আরশ এখন তুই বাচ্চামি করছিস! লোকটা বললেই কী নুসরাত উনাকে পছন্দ করবে! আর তুই এমন ভাব করছিস যেন

ওকে তুই পছন্দ করিস? বিদেশে থাকতে তো কখনো ওর কথা কানেই নিতি না, এখন কী হয়েছে? এখন এটা বলবি না তুই ওকে পছন্দ করিস? নাহলে উল্টো করে বেঁধে পেটাব।

আরশ জায়িনের একটা কথা কানে ঢোকাল না। তীক্ষ্ণ চোখে শুধু দেখে গেল মন্টু মিয়াকে।সৈয়দ বাড়ির পাছির টপকে ভেতরে ঢুকতেই টু

ওয়ে অডিও থেকে ভেসে এলো নাজমিন বেগমের সতর্ক বাণী,”ওখানেই দাঁড়া..!

নুসরাত পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্ত হলো মায়ের উপর, এসময় ও সিসিক্যামেরা অন করে বসে রয়েছেন কেন ভদ্র মহিলা। এই ঘরে জন্ম করে পাপ করে নিয়েছে সে! কোনো প্রাইভেসি নাই তার! স্থির নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখ

আশেপাশে ঘোরাতেই দেখল আহান, ইরহাম, ইসরাত আর মমো এক পায়ে ভর দিয়ে, কানে হাত চেপে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ওদের। নুসরাত নাজমিন বেগম আসার পূর্বেই কান চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাজমিন বেগম ধীরে সুস্থিরে হাতে চ্যালাকাঠ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন নুসরাতের সামনে। হাতের মধ্যে চ্যালাকাঠ নাড়াচাড়া করে ঠোঁট

বাঁকিয়ে বলে ওঠলেন,”আপনার অপেক্ষাই ছিলাম, এবার কী করেছন সবাই মিলে সুন্দর করে বলে দাও! নুসরাত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সদর্পে ছিনা টানটান করে। চ্যালাকাঠ দেখে বুক ধড়ফড় করে ওঠল তারপরও নিজেকে স্বাভাবিক রাখল। যদি একজন ও মুখ খুলে এই চ্যালাকাঠ, আর জারা লগো বিশিষ্ট নাজমিন বেগমের স্পেশাল চপ্পল

তাদের পিঠে পড়বে। সব থেকে বেশি মার খাবে সে আর ইরহাম। তাই কোনোপ্রকার শব্দ না করার জন্য নুসরাত মুখ জিপার টানার মতো আটল। নাজমিন বেগম চ্যালাকাঠ হাতের তালুতে ধীর গতিতে মেরে মেরে জেরা করলেন,”বলবে না তো?সবসবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশব্দে জারী করল পিটিয়ে তক্তা করলেও

আজ কোনো বাক্য বের হবে না তাদের মুখ থেকে। প্রথম আঘাতটাই পড়ল নুসরাতের ডান পায়ে। ব্যথায় গা বিষিয়ে ওঠল। নিজের জায়গা থেকে সামান্য হেলে গেল দূরে তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এরপরের বারিটা পড়ল ইসরাতের পিঠে। তৃতীয় বারিটা পড়ল ইরহামের পায়ে। চতুর্থ বারিটা পড়ল আহানের হাতের মধ্যে। সকলেই অবস্থ মার

খাওয়ার বিষয়ে তাই চুপচাপ গিলে নিল মারের জ্বালা। মমোর সামনে দাঁড়িয়ে নাজমিন বেগম সামান্য ভ্রু উচালেন। আলগোছে মেয়েলি মুখ থেকে উড়ো চুলগুলো সরিয়ে দিলেন আঙুলের স্পর্শে। বলে ওঠলেন,"আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি তোকে, কিছু বলার থাকলে বলে ফেল। মার খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবি!মমো চ্যালাকাঠের দিকে

তাকিয়ে ঠোঁট চেপে কেঁদে উঠল। নুসরাত বিরক্ত হয়ে শ্বাস ফেলল। ইসরাতের ইচ্ছে করল মমোর কোমড়ে লাথি মেরে দূরে ফেলতে। সামান্য এই বিষয় নিয়ে কে কাঁদে! ছাগল কোথাকার! নুসরাত হিসহিসিয়ে গালি দিল,"সুদি*র ভাইটাকে নিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছে, শালী না আবার মুখ খুলে দেয়। এই

শালী এত কাঁদে কেমনে! নিব্বি কোথাকার!

মমো দুঃখি চোখে চ্যালাকাঠের দিকে চেয়ে রইল। ইরহাম নিশ্চিত হয়ে গেল ও বলে দিবে। নুসরাত তার দিকে তাকাতেই মুখ চোখা করে ইশারায় বলল,”মামা,আজ যদি এই সু*দির বোন কিছু বলে, একে ধরে আমি কী করব নিজেও জানি! বলেছিলাম, ছাগলটাকে না নিতে,

তুই কুত্তার বাচ্চা নিয়ে গেছিস। এবার বোকা*চো*দাটা দেখিস নির্ঘাত মুখ খুলবে।নুসরাত নিজেও হাজারটা গালি দিল মমোকে। সবাই সিওর থাকল এক্ষুণি মুখ খুলবে খবিশটা। সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে মমো উচ্চ শব্দে কেঁদে ওঠে বলল,"আমি পারব না বলতে, ওরা আমাকে তাহলে ধোঁকাবাজ মনে করবে।

সবাই সবার পানে চেয়ে ঠোঁট উচালো সামান্য বিরক্তিতে। নুসরাত রাগে ফুসফুস করে বলে ওঠল,”এই সাউয়াডার মুখ কেউ বন্ধ করা, ভালো লাগে না এসব বালের প্যানপ্যানানি শুনতে।

নুসরাত দু-হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করল,“ইয়া আমার রব, আপনি যদি আমায় সামান্য ভালোবেসে থাকেন তাহলে এই বান্দিকে আপনার কাছে

ডেকে নেন, আর যদি না ভালোবাস থাকেন তাহলে আরো আগে আপনার কাছে উঠিয়ে নেন।

নুসরাত কথা শেষ করার পূর্বেই ধুপ করে চ্যালাকাঠের বারি পড়ল তার পিঠে। এরপর আরো একটা, আরো একটা করে গণে গণে চারটা পড়ল। নুসরাত ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠতেই, নাজমিন বেগম ঠোঁটে হাত রেখে বলে ওঠলেন," চুপ একদম চুপ!

মুখের ভাষা ঠিক না করলে এভাবে পিটিয়ে তক্তা করব। বেয়াদবের বাচ্চা..!

নুসরাত ইসরাতের দিকে চোখ ফিরিয়ে অভিযোগ করল,”এই জল্লাদ মহিলা আমার মা হতেই পারে না? এই মহিলা ওই আরশ ব্যাটা আর জায়িন ব্যাটার মা। ওদের ভেতর আস্তো ঢুকে যাবে এমনভান করে, আর আমাকে যেনো দু-চোখে

দেখতে পারে না। শুধু টাকা আয় করতে দাও, এই বাড়িকে ঠ্যাং দেখিয়ে বের হয়ে যাব।নাজমিন বেগম নুসরাতের পায়ে ধুপধাপ দুটো বারি বসালেন। কোমড়ে হাত রেখে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠলেন,"ঠ্যাং দেখিয়ে বের হওয়ার আগেই ঠ্যাংই ভেঙে রেখে দেব। একদম বের হয়ে যাবে ঠ্যাং দেখিয়ে বের হওয়া।

নাছির সাহেব চোখে চশমা পরে উঁকি মারলেন নিজের বেডরুমের বারান্দা থেকে। রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে শুধালেন,”ক্লাস কেমন চলছে আপনাদের?

নুসরাত আর ইসরাত একসাথে চিৎকার করে ওঠল,“আব্বা..!

নাছির সাহেব গম্ভীর গলায় হু হু করে হেসে ওঠলেন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন,” নাজমিন

ছেড়ে দাও আজকের জন্য, অনেক রাত হয়েছে। আগামীকাল ক্লাস নিবে।

নাজমিন বেগম অত্যাধিক শান্ত সুরে বলে ওঠলেন,

“বাড়ির ভেতর থাকতে আপনার ভালো লাগছে না, আপনারও মনে ইচ্ছে জেগেছে নাকি বাহিরে আসার, ওদের মতো লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর, হলে বলুন আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

নাজমিন বেগমের কথায় নাছির সাহেব ঠোঁট বাঁকালেন। মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলে ওঠলেন," ক্যারি ওন গাইজ, আমি ঘুমাতে যাচ্ছি। এই বয়সে এসে কান ধরে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই।নাছির সাহেব দো-তলার বারান্দা থেকে হেলে দুলে চলে গেলেন নিজের রুমে। নাজমিন বেগম ও বাগানে পাতা চেয়ার টেনে বসলেন। হাতের

চ্যালাকাঠ এখনো স্থায়ীভাবে নাড়াচাড়া করছেন। কারোর পেট থেকে কোনো কথা বের করতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসলেন। অতঃপর বললেন,”যে যার বাড়ি যাও।

ইরহাম মনে করেছিল এবার হয়তো নাজমিন বেগম তাদের প্রতি একটু সদয় হবেন, কিন্তু এই ভদ্র মহিলা আজ মনে হয় কথা পেট থেকে বের

করতে না পারলে বাড়িতে ঢুকতে দিবেন না। ইরহাম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মিনমিনিয়ে বলে ওঠল,”গোসলটা করে বাড়ি যাই!নাজমিন বেগম এক মুহুর্ত দিরুক্তি না করে উত্তর করলেন,”আজ এই বাড়ির ভেতর ঢোকা সবার জন্য নিষিদ্ধ। প্রয়োজন নেই গোসল করার, মাঠে গিয়ে হালচাষ করো। টাকা দিয়ে ধান চাষ করার বদলে তোমাদের পাঠালে

ভালো হতো, তাহলে কতগুলো টাকা বেচে যেত।। আগামীকাল থেকে তোমাদের সবাইকে চাষ করার জন্য পাঠাব।অজাতের বংশধর..!

আহান দুঃখি মুখে বলে ওঠল,

“একটা কথা রাখো আমার, আম্মুকে জাস্ট কল দিয়ে বলো গেটটা খুলে দিতে।

নাজমিন বেগম সামান্য সদয় হলেন আহানের কথায়। চেয়ার থেকে উঠে

চুপচাপ চলে গেলেন বাড়ির ভেতর। ফোন হাতে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে বসলেন আবার নিজ জায়গায়। কললিস্ট ঘেটে ছোট লিখা নাম্বারে কল করলেন। দুটো রিং হতেই কল পিক করলেন রুহিনী। লাউড স্পিকারে থাকা ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসলো রুহিনীর গলার আওয়াজ," আসসালামু আলাইকুম আপা।

নাজমিন বেগম সালামের জবাব দিলেন,“ওয়ালাইকুমুস সালাম।

রুহিনী বেগম শুধালেন,

” কোনো সমস্যা হয়েছে কী আপা? এত রাতে কল দিলে?

“কোনো সমস্যা হয়নি, গেট খোল নবাবজাদারা বাড়িতে ঢুকবে।

রুহিনী বেগম বিরক্তি সুরে বললেন,

” পারব না, ওই অজাত গুলোকে আজকের জন্য তোমার কাছে সপে

দিলাম। যা ইচ্ছে করো, আমি গেট খুলছি না। নিজেরা নিজেরা ব্যবস্থা করে নিতে বলো।

খট করে ফোন কাটার শব্দ হলো। ইরহাম একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে মুখ সামান্য বাঁকাল। তারপর বলল,"আমার মাম্মিকে কল দাও। নাজমিন বেগম ঠোঁট চেপে ফোন লাগালেন ঝর্ণা বেগমকে। ঝর্ণা ফোন ধরে কাউমাউ শুরু করলেন। সবার

কাছে এমনই মনে হলো। বললেন,”শোহেবের বাচ্চাটাকে আজ শুধু হাতের কাছে পাই মেজ আপা। জুতো দিয়ে পিটিয়ে এর লুচ্চামি আমি ছাড়াব। ওই কুত্তার বাচ্চা যদি তোমার ওখানে থাকে তাহলে তুমি আমার বদলে জুতো পিটা করে দিও। মরেছে কোথায় রামছাগলের বাচ্চাটা? আমি কল দিলে কল পিক করে না, ওর সময় থাকে না। আর

হাজারটা মেয়ের সাথে প্রেম করে, ওদের সাথে সারাদিন গরুর মতো প্যানপ্যান করতে পারে তখন সময় থাকে। আসুক আজ বাড়িতে ঝাটা পিটা করে মেয়েদের ভুত ছাড়াব।

নাজমিন বেগম ঠোঁট টিপে হেসে দিলেন। ইরহাম সবার সামনে অপমানিত হয়ে প্রথমে চোখ উল্টাল। মুখ বানাল এমন যেন ঝর্ণা বেগমের কথায় ব্যথিত হয়েছে। এর

ঠিক গণে গণে দু-সেকেন্ড পরেই নির্লজ্জের মতো দাঁত কেলিয়ে হাসল। নাজমিন বেগম ফোন রেখে দিয়ে ইরহাম আর আহানের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসলেন। ভ্রু উচিয়ে শুধালেন,"আর কিছু?নাজমিন বেগমকে এরকম তাদের নিয়ে হাসতে দেখে আহান লজ্জা পেল। কান থেকে হাত সরিয়ে এক দৌড় দিল গেটের দিকে। ইরহাম ও

আহানের পেছন পেছন দৌড়াল। নাছির মঞ্জিল থেকে বের হয়ে একদম সৈয়দ বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। কোমড়ে দু-হাত চেপে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে চোখাচোখি করল। তারপর দু-জনেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল পাছির টপকে ভেতরে ঢুকবে। ইরহাম ঝুঁকে বসতেই আহান তার কাঁধের উপর দু-পা দিয়ে আলগোছে দেয়ালের

উপর উঠে গেল। পাছিরের উপর থেকে ব্যালেন্স হারিয়ে ওপাশে ধুপ করে আলুথালু হয়ে পড়ল। ব্যলেন্স হারিয়ে পড়ায় পায়ে আর কোমড়ে ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে ওঠল। কিছুক্ষণ ছটফট করতেই ইরহামের সতর্ক গলা ভেসে আসলো,"গেট খোল আমার বাপ!আহান নিজেকে সামলে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে গেট খুলে দিল। ইরহাম দু-হাত উপরে তুলে

আড়মোড়া ভেঙে আরাম করে ভেতরে প্রবেশ করল। বাড়ির মেইন দরজার নব ধরে ঘোরাল, সেটা ভেতর থেকে লাগানো দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পাইপ বেয়েই উপরে উঠা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখল না দু-জন। বাড়ির উল্টোপাশে চলে গেল অলস ভঙ্গিতে হেঁটে। পাইপ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বেগ পোহাতে হলো। পাইপ থেকে পা

পিছলে কয়েকবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অনেক প্রচেষ্টা করে উপরে উঠল। অতঃপর দু-জনে দু-জনের পানে চোখ নিবিষ্ট করে প্রশান্তির শ্বাস ফেলল। আহানের বারান্দার দরজা খোলা থাকার ধরুণ দু-জনকে আর কষ্ট করতে হলো না ভেতরে ঢুকতে।শরীর চিপচিপে হওয়ার জন্য দু-জনেরই মনে হলো গোসল নেওয়া প্রয়োজন। তাই হাতে তোয়ালি নিয়ে

আহান দৌড়াল নিজের বাথরুমে। শাওয়ার অন করার আগে মনে হলো ওরেব্বাস দু-দিন আগের ছোটমায়ের পেটানোর ভিডিওটা সে নেটিজেনদের মধ্যে পোস্ট করেনি। সেটা মনে হতে চুপচাপ বাথরুম থেকে বের হয়ে আসলো। ল্যাপটপ হাতে নিয়ে কাজ সম্পাদন করল। সেটা শেষ করে চলে গেল ওয়াশরুমে আবারো। আধঘন্টা

লাগিয়ে ঘষে ঘষে গোসল করার পর বের হলো ওয়াশরুম থেকে। পরণে শর্ট প্যান্ট। তোয়ালি দিয়ে চুলের পানি মুছতে মুছতে এসে বসল বিছানায়। কিবোর্ড এ কিছু একটা টাইপিং করতে করতে হঠাৎ তার দৃষ্টি কাড়ল কয়েকটা নোটিফিকেশন। সেখানে ঢুকতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ভিডিও এডিট করে পোস্ট করবে

তা বেমালুম ভুলে বসেছে সে। নাজমিন বেগম তাকে পিটাচ্ছেন সেটাও ছেড়ে দিয়েছে। মাথায় হাত পড়ল তার। ইয়া আল্লাহ, একি করল সে! ইচ্ছে করল নিজের মাথায় নিজে দুটো লাথি মেরে দিতে। রেগেমেগে আগুন হয়ে ভিডিও ডিলেট করতে গিয়ে চোখ পড়ল ভিউজে। আর তার চোখ ওখানেই আটকে রইল। দু-ঠোঁট ফাঁকা হয়ে

গেল নিমেষে। মাত্র ত্রিশ মিনিটে এত এত শেয়ার, লাইক, কমেন্ট দেখে আহানের ইচ্ছে করল একবার অজ্ঞান হয়ে যেতে। হাতের তোয়ালি কখন হাত ফসকে মাটিতে গড়িয়েছে তার কোনো চিন্তা নেই। হা করে ল্যাপটপের মনিটর এর দিকে চেয়ে রইল। সময় গড়াল, ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ বাড়ল, আহান থম মেরে বসে রইল। অতঃপর মনে হলো দম

আটকে এখানেই সে মরে যাবে। ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিটা সচল হয়। চুপচাপ পড়ে রইল অনেকক্ষণ, ল্যাপটপের মনিটরে দেখা গেল ভিডিও ভিউস ১.৩ এম।নুসরাতের ঠান্ডা লেগেছে ভয়ংকর। শরীর মোটা কাঁথা জড়িয়ে ঘুরছে। গতকাল রাত দুটোর সময় গোসল করেছিল তারা

সবাই মিলে। নাজমিন বেগম বাড়িতে ঢুকতে দেননি ও রাতে। বালিশ আর মাদুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সারারাত শাস্তি পাওয়ার সাথে মোবাইল ও হাতে পায়নি কেউ। মোবাইল চেক করার কথা সবাই ভুলে বসেছে। ইসরাত সকাল থেকে চোখে অন্ধকার দেখছে, নাক টেনে টেনে হাঁটছে। চোখদুটো ভীষণ জ্বালা করছে জ্বরের প্রকোপে।

হঠাৎ হঠাৎ চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মমো সারা সকাল ধরে ঘুমাচ্ছে। একবার সোফায় ঘুমাচ্ছে, একবার ডায়নিং টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, যেদিকে যাচ্ছে ঘুমাচ্ছে। সবার অলস সকাল এমন কাটল। ধীরে ধীরে সবাই ঠিক হলেও, নুসরাত হলো না। সে এই সর্দির মধ্যে গলায় ঠান্ডা পানির বোতল নিয়ে ঘুরছে। কথার সাথে হাজারটা

হাচ্ছি দিচ্ছে ছাগলের মতো।নাজমিন বেগম পানির বোতল টেনে নিতে পারেননি, ঘাড়ত্যাড়ামি করে ঠান্ডা আইস যুক্ত পানি খাচ্ছে। তার নাকি প্রচুর গরম লাগছে। গলা শোকাচ্ছে একটু বেশি। সৈয়দ বাড়ির দু-জন নবাবজাদা ও নাকি অসুস্থ হয়ে বিছানায়। তাই সকাল থেকে এই বাড়িতে দেখা নেই তাদের। এত অসুস্থতার মধ্যে নুসরাতের পটর

পটর বন্ধ হয়নি। নাকে নাকে কথা বলছে, সাথে চোখের পানি মুছছে। কথা বললেই চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। নাকে কিছু একটা হচ্ছে তার, সেটা কাউকে বলে বোঝাতে পারছে না। হাতে নিজের পুরোনো ছিঁড়া ফাটা গেঞ্জি নিয়ে ঘুরছে। ইসরাতের পাশে বসে শব্দ করে নাক টেনে সর্দি পরিস্কার করছে। এত অসুস্থতার মধ্যেও মুখ বন্ধ হচ্ছে না

নুসরাতের। কথা বলে বলে শুধু চোখ মুছছে। ইসরাত নুসরাতের এই জ্বালা একঘন্টা বসে সহ্য করল।এত নাক টানার শব্দে আর নাকি সুরে কথা বলা শুনে মাথা ধরে গেল ইসরাতের। তাই নুসরাতকে ঠেলে সরিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল। নুসরাত এতিমের মতো মুখ বানিয়ে বাড়িতে ঘুরতে লাগল। মমোটাকে খুঁজে পেল না কোথাও! একটু কথা

বলা যেত যদি খুঁজে পেত। কোথায় পড়ে ঘুমাচ্ছে আল্লাহ ভালো জানে। নাজমিন বেগমের আশেপাশে গেল না আজ আর জ্বালাতে। ইরহাম আর আহানটা ও আসেনি আজ তাদের বাড়িতে। তাই নুসরাত নিজে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বের হলো বাড়ি থেকে। শিকদার বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কপাল পর্যন্ত ঢাকা হুডি পরে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কলিং বেল

বাজাল। সৌরভি এসে গেট খুলে দিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে।নুসরাত ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখা হলো আরমানের সাথে। ছোট্ট শব্দে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? এইটুকু জিজ্ঞেস করে আলগোছে চলে গেল ভেতরে। উত্তর জানার প্রয়োজন বোধ করল না। আরমান ও এতে কিছু মনে করল না, এই মেয়ে এরকম করে সেটা তার জানা। তাই

মনে কোনো ক্লেশ না রেখে সে নিজেও চুপচাপ বেরিয়ে গেল বাড়ির বাহিরে। নুসরাত সৌরভির রুমে ঢুকে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ল। এইটুকু রাস্তা হেঁটে আসায় হাঁপিয়ে উঠেছে। নুসরাতের কপালে হাত দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করল সৌরভি। অস্বাভাবিক গরম গা টা। তারপর বকে ওঠল,"এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আসছিস কেন এখানে?

আমাকে বললেই তো আমি চলে যেতাম।নুসরাত আলুর বস্তার মতো পড়ে রইল বিছানার, ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু একটা বলল। সৌরভি বুঝল না,তাই কান পাতল গিয়ে নুসরাতের ঠোঁটের কাছে। নুসরাত আবারো বলল,"মোবাইলটা দে শালী!

কথা শেষ করে নাক পরিস্কার করল। নাক পরিস্কারের জিনিসটা দিয়ে চোখ মুছে নিল। সৌরভি

কোনো প্রশ্ন ছাড়াই গিয়ে নিয়ে আসলো নিজের ফোন। আলগোছে বাড়িয়ে দিল নুসরাতের কাছে। কোনোপ্রকার দিরুক্তি না করে শুধায়,”মোবাইল দিয়ে কী করবি?

নুসরাত নাকি সুরে বলে ওঠল,

“জীবনটা পাংসা হয়ে আছে,একটু রশ কষ আনার জন্য আজমল আলীর নাতিকে কল দিচ্ছি।

সৌরভি বিরক্তিতে চ বর্গীয় শব্দ মুখ দিয়ে বের করল। বলল,” তো বেচারাকে জ্বালাবি কেন? বেচারা তোর কোন ভাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে।নুসরাত নাক ফুলিয়ে চেয়ে শব্দ করে নাক মুছল। কথা বলতে পারছে না এই সর্দি বিশিষ্ট নাকের জন্য। নাকি কণ্ঠে বলল,”চুপ বেডি। তোর এত ধরছে কেন? আবার

বলিস না, পছন্দ টছন্দ করিস ওই ব্যাটাকে?

নুসরাত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। চোখ দুটো সরু করে পরখ করে নিল সৌরভিকে। সৌরভি শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলল,"যা ইচ্ছে তোর তাই কর, আমি এতে নাই।নুসরাত কাঁথার ভেতর থেকে থামজ আপ দেখাল। আরশের নাম্বার ডায়াল করল। প্রথমবার ফোন দেওয়ার পর

রিং হতে হতে কেটে গেল। আবার কল দিল আবারো এরকম হলো। আবারো দিল আবারো সেইম কাজ হলো। নুসরাত হেরে না গিয়ে লাগাতার কল দিতে থাকল, আরশ তারপর ও ধরল না। দশমবারের মতো কল দিতেই আরশ ফোন ধরল,নুসরাত খেয়াল করল না সেটা। মনে করল এবারো কাট করে দিবে, তাই আবারো কল দিতে

উদ্যেগী সে। নুসরাতের চিন্তায় ভাটা পড়ল শক্ত কণ্ঠের চিৎকারে। ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এলো গুরু গম্ভীর সুরে কয়েকটা স্লাং,"জার্ক কোথাকার! কল পিক করছি না তারপরও কেন লাগাতার কল দিচ্ছিস? ডু ইউ ফাকিং ওয়ান্ট টু মেরি মি ওর হোয়াট, যে এভাবে কুত্তার মতো পিছু লেগেছিস? আরশের ক্রোধানিত সুরে চিৎকারে

সৌরভির চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। নুসরাত চোখ কুঁচকে হেসে দিল সামান্য। তারপর পি পি করে কল কেটে গেল। নুসরাত নতুন উদ্যোগে ফোন দিল আবার। ফোন কানে লাগিয়ে মুখ কুঁচকে ফেলল। সৌরভির দিকে অক্ষিপট ঘুরিয়ে বলে ওঠল,"ব্লক করে দিয়েছে। আর কোনো নাম্বার আছে?

সৌরভি বলার পূর্বেই নুসরাত ফোন ঘেটে অন্যসিম দিয়ে কল লাগাল। প্রথমবার রিং হতেই কল পিক হলো এবার। নুসরাত সামান্য অবাক হলো এতে! তাছাড়া অপাশ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো টু শব্দ আসেনি। নুসরাত নাক ভালো করে কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে নাকি সুরে ডেকে ওঠল,"হ্যালো,জানেমান..!

আরশের শান্ত আওয়াজ ভেসে এলো,“হু!

নুসরাত থমকাল সামান্যক্ষণের জন্য। অতঃপর শুধাল,

“প্রেম করবেন?

আরশ পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে গম্ভীর গলায় উত্তর দিল,

“আপনি হলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে দিরুক্তি করব না, প্রেম কী আর জিনিস!

নুসরাতের চোখগুলো দেখার মতো প্রকট হয়ে গেল। যে কেউ দেখলে বলবে অক্ষিকোটরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে। মোবাইল মিউটে ফেলে সৌরভির দিকে তাকিয়ে বলল,” ভাই কোনো রিয়েক্ট করতাছে না! ফ্লার্ট চালিয়ে যাব?

সৌরভি এবার নড়েচড়ে বসল। বলে ওঠল,“স্পিকারে দেয়।

নুসরাত যতক্ষণ পর্যন্ত চুপ ছিল লোকটা ও চুপ ছিল। কল আনমিউট করে গলা খাঁকারি দিল। নাক টেনে বলে ওঠল,”জানেমান খাবার খাইছো?

” আপনাকে ছাড়া কীভাবে খাবার খাব জানেমান? তাই আপনার অপেক্ষায় বসে আছি, আপনি এসে মুখে তুলে খাবার খাইয়ে দিবেন তারপরই খাবার খাবো তার আগে

আমার গলা দিয়ে একটা দানা-পানি নামবে না বউ!

নুসরাতের চোখদুটো রসগোল্লার মতো হয়ে গেল। সৌরভির দিকে চোখ উল্টে তাকাল। কল মিউট করে সৌরভির দিকে চেয়ে বলে ওঠল,"এরে পাগলে ধরছে? বউ ডাকছে!

এর মধ্যে আরশের গলা ভেসে আসলো,“জানেমান কথা বলছেন না কেন?

নুসরাত দাঁতে দাঁত চেপে নাকি সুরে শুধায়,

” প্রেম কয়টা করেছেন আপনি?

আরশ গম্ভীর গলায় বলল,

” প্রেম অনেকগুলো করেছি, সেগুলো নাহয় তোলা থাক। একদিন আপনাকে আদর দিতে দিতে বলব।

নুসরাত শোয়া থেকে উঠে বসল। তার অতিরিক্ত রাগ লাগছে, সাথে গরম লাগছে। সৌরভিকে ইশারা করল, এসির পাওয়ার কমিয়ে দিতে। কাঁথা শরীর থেকে ছুঁড়ে দূরে ফেলল। নুসরাত শুধাল,"জানেমান বিয়ে করবেন আমায়?

আরশ ধারালো চোয়ালে হাত বুলিয়ে নিয়ে অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে বলে ওঠল,"কেন নয়! তার আগে এটা

বলুন শিকদার বাড়িতে এসে আপনাকে লাথি মারব, নাকি মোবাইলের ভেতর থেকে লাথি মারব?

সৌরভি বিছানায় মুখ চেপে হেসে ফেলল। নুসরাত বলল,”আপনাকে আগে আমি লাথি মারব, তুই আগে বল কয়টা প্রেম করেছিস?আরশ কৌতুক করে বলে

“তোকে বলতে বাধ্য নই। কী করবি তুই?

নুসরাত রেগেমেগে বিছানার মধ্যে উঠে দাঁড়াল প্রায় লাফ মেরে। উচ্চ শব্দে চিৎকার করে বলে ওঠল, ” আমি ও তোকে লাথি মারব বদমাশ কোথাকার!

“থাপড়িয়ে গাল ফাটিয়ে ফেলব, বেয়াদব। কিছু বলি না বলে মাথায় চড়ে বসেছ?

“আমি তোর মাথার উপর উঠে ডোল বাজাব, তুই আটকাবি আমায়?

আরশ রাগের দাবানলে পৃষ্ঠ হয়ে গা থেকে ঝড়ে পড়ল সেদ জল। নিমেষেই পুরুষালি সৌষ্ঠব পিঠ ঘেমে জবজবে হয়ে উঠল। গলার নীল রগ গুলো ফুলে ফেপে উঠল রাগের তোপে। শ্বাস চলাচলের গতি দ্বিগুণ হলো। শক্ত হাতের তালু দিয়ে রেলিঙ চেপে ধরে নিজের

অস্বাভাবিক রাগ নিয়ন্ত্রণ করার বৃথা প্রয়াস চালাল। দাঁতের মাড়ি চেপে ধরে বলে ওঠল,”শাট ইউ্যের ফাকিং রুড মাউথ এন্ড স্টপ ইয়েলিং লাই আ বাস্টার্ড. ইফ ইউ মেইক ওয়ান মোর সাউন্ড, আই সোয়ার আই উইল স্লেপ ইউ সো হার্ড ইউ্যের টিথ উইল ফ্লাই আউট অফ ইউ্যের মাউথ।নুসরাত চোখ বড় বড় করে নিল। কত্ত বড় সাহস তার দাঁত

নাকি থাপ্পড় মেরে ফেলে দিবে। এটার সাথে সংসার করবে না সে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য প্রায় নুসরাত। চিৎকার করে ওঠে বলল,” তোর সাথে আমার এখানেই সব শেষ, তুই কুত্তা, তুই পাঠা, তুই গরু, তুই মেয়বাজ! বউ থাকতে অসংখ্য প্রেম করিস, লজ্জা লাগে না তোর? বদ*মাস, নির্লজ্জ..! তোর সংসার আমি করব না পাঠা।

আরশ নিজেও রেগে গেল। সামনে পেলে বেয়াদবের বাচ্চাটাকে কয়েকটা লাগিয়ে দিত সে। আজকাল মুখ চলছে অনেক বেশি। ফোন কানে লাগিয়েই চোখ মুখ ফ্যাকাশে করে বের হলো রুম থেকে। একহাত প্যান্টের পকেটে পুরে রাবার বল পকেট থেকে বের করে এনে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। ফোন কানে চেপে করিডোর পার

হতে হতে চূড়ান্ত রাগী কণ্ঠে আওড়াল,”Say one more fucking word, Nusrat Nasir... and I swear, I’ll fucking bury you alive. Let that shit sink deep into your head.

নুসরাত নিজেও দ্বিগুণ তালে চিৎকার করে ওঠল,“এবার তো এটা চূড়ান্ত তোকে আমি ডিভোর্স দিব, দিব, দিব। তোর সাথে সংসার আমি

করব না, আটকাতে পারলে আটকে দেখা!

আরশ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে নামল। খেপাটে নয়নে ড্রয়িং রুমে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সবাইকে না দেখার মতো করে বেরিয়ে আসলো বাড়ি থেকে। রাগের ঘনত্ব এত বাড়ল আরশের, দন্ত কপাটির একটার চাপে অন্যটা প্রায় ভেঙে যাওয়ার মতো হলো। কিড়মিড়িয়ে

বলে ওঠল,”এখনো সময় আছে তোর এই ফাকিং মুখ সামলা। আমার রাগ কিন্তু মাথায় চড়ে বসছে। আছাড় মেরে দুনিয়া থেকে তুলে দেব।” তোকে আছাড় মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে ফেলব। ফোন রাখ শালা, তোর সাথে সংসার এখানেই শেষ। ডিভোর্স পেপার পাঠিয়ে দিব বদ*মাস, লুচ্চা, পাঠা কোথাকার!সাইন করে দিবি।

তোকেই ডিভোর্স দিয়েই আমি আরেকটা বিয়ে করব, তুই শুধু বসে বসে দেখবি আর আঙুল চুষবি। আরশ নুসরাতের কথা শুনে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। রাগে উঠলে তার মাথা ঠিক থাকে না। নুসরাতের উদ্ধ্যতা সে মেনে নিতে পারল না। নিজেও চিৎকার করে ওঠে বলল,"আল্লাহর কসম করে বলছি নুসরাত নাছির, পরের জন্ম

বলে যদি কিছু হয় তাহলে তোর মতো বেয়াদব, অবাধ্য, অভদ্র মহিলাকে আমি বিয়ে করব না।

নুসরাত দমে যাওয়ার পাত্রী নয়, সে ফোনের অপাশ থেকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে বলল,"এ্যাঁহ আমি মনে হচ্ছে মরে যাচ্ছি আপনাকে বিয়ে করার জন্য। ফোন রাখ শালা! আর লিখে নে দু-দিনের ভেতর আমি বিয়ে করব, তোর

সামনে বসে! তারপর আমার জামাইকে তুই দুলাভাই ডাকবি। নুসরাত আরশকে ফোন রাখার কথা বলে নিজেই মুখের উপর ফোন কেটে দিল। আরশের রাগে ঘি ঢালার মতো কাজ করল নুসরাতের মুখে দ্বিতীয় বিয়ের কথ শোনে। সে কী সত্যি বলেছে নাকি ওই কথা। রেগে গিয়েছে বলেই তো বলেছে কিন্তু ওই বেয়াদব মহিলার মুখে মুখে

তর্ক করার বদ অভ্যাস কখনো যাবে না। আজ একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে আসবে সে। সৈয়দ বাড়ির ফটক থেকে বের হয়ে আসলো বড় বড় পা ফেলে। কানে তখনো ফোন লাগানো, বেমালুম ভুলে বসেছে সেটা। নুসরাত ফোন কেটেছে তার মুখের উপর এটা ভাবতেই আরশের রাগ বাড়ছে তরতর করে। কত্ত বড় সাহস তার মুখের উপর ফোন

কাটে। আরশ ফোনটা শক্ত হাতে চেপে অন্য হাতে নাক ঘঁষল। কয়েকবার ঘঁষল এরকম করে। কিৎকাল অতিবাহিত হতেই নাকের ডগায় খসখসে অনুভব হলো। এরপর জ্বালা পোড়া শুরু হলো। নাকের ভেতর চাপ অনুভব হতেই হাত দিয়ে নাকের ডগায় স্পর্শ করল আরশ। সামান্য ঘষে হাত চোখের সামনে আনতেই বিরক্ত হলো। নাক

কুঞ্চিত করল। মুখ দিয়ে নিচু স্বরে ধ্বনিত হলো,”নাউ দিজ ফাকিং ব্লাড হেজ টু স্টার্ট কামিং আউট? হোয়াট দ্যা হেল ইয়ার?আরশ আরো দুয়েকবার হাতের তালু দিয়ে নাকে ঘঁষল শক্ততার সাথে। চোখে অন্ধকার দেখল, সাথেমাথা ঘোরে উঠল। আরশ পাত্তা দিল না! তার মাথায় আজ আগুন চড়ে বসেছে। এই বেয়াদবটাকে কয়েকটা না দিলে

এর কাঁচির মতো চলা জিহ্বা বন্ধ হবে না। শিকদার বাড়িতে যেতে যেতে নাক এমনভাবে হাতের তালুতে ডলল নাকটা লাল টকটকে হয়ে গেল। হাতের রাবার বলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল রাগে। এটা কোনো কাজের না! সামান্য পরিমাণ রাগে রিলিফ আসেনি এত প্রচেষ্টা করার পর।শিকদার বাড়ির গেট খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজাম শিকদার।

আরশকে দেখে এগিয়ে আসলেন কথা বলতে, আরশ কোনো কথা কানে নিল না তার। ধুপধাপ পায়ে এগোলো বাড়ির ভেতর। অচেনা একটা বাড়িতে, কোনোদিকে না তাকিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঢুকে গেল। নিজাম শিকদার তব্ধা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাড়ির সামনে। ছেলেটা তাকে এমনভাবে অদেখা করে গেল যেন সে এখানে দাঁড়িয়েই

নেই। তার বাড়িতে ঢুকে গেল সুরসুর করে, তাকে রেখে। অবাক হয়ে যখন নিজাম শিকদার চেয়ে রইলেন আরশের যাওয়ার দিকে,তখনই বাড়ির ভেতর থেকে আসলো বিকট শব্দ। নিজাম শিকদার দৌড় দিলেন ভেতরে। ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হতেই কানে আসলো নুসরাত আর আরশের তর্কাতর্কি। নিজাম শিকদার চিৎকার

অনুসরণ করে এসে উপস্থিত হলেন সৌরভির রুমের সামনে। ভেতরে ঢুকে পরিবেশ পরিলক্ষণের পূর্বেই তার মুখের উপর ধুপ করে দরজা লাগিয়ে দিল আরশ। সৌরভির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে শুধালেন,"কী হয়েছে?

সৌরভি শ্রাগ করল। অতঃপর দু-জনকে ফুল প্রাইভেসি দেওয়ার জন্য নিজের দাদা নামক লোকটাকে টেনে

নিয়ে চলে গেল দো-তলার দিকে। এই লোক এখানে থাকলে আরো ভেজাল করবেন, তাই এই মুহুর্তে উনাকে নিয়ে যাওয়া উত্তম।আরশ ধুপধাপ পায়ে রুমে ঢুকতেই নুসরাত হকচকাল। সে মনে করেনি আরশ চলে আসবে শিকদার বাড়িতে। অতিরিক্ত রাগে, চিৎকারে কপালে ঘাম জমা হয়েছে দু-জনের। শ্বাস ফেলছে দু-জনেই ঘন ঘন। আরশ

তখন নাকের রক্ত মোছার জন্য এখনো লেগে আছে চারিদিকে ছড়িয়ে। সরু নলি দিয়ে মৃদু রক্ত বের হচ্ছে নাসারন্ধ্রের ভেতর থেকে। আরশ সৌরভির দিকে না চেয়ে হাত দিয়ে চুটকি বাজাল। তারপর ইশারা করল রুম থেকে বের হওয়ার জন্য। সৌরভি কোনোপ্রকার বাক্য ব্যয় না করে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল রুমের বাহিরে। আরশ দ্রুত হাতে দরজার

ছিটকিনি লাগাল।অতঃপর খেপাটে চোখে নুসরাতের দিকে এগিয়ে যাবে, নুসরাত সতর্কতা জারী করল,"এক পা আগাবি না?

আরশ কথা কানেই নিল না, নুসরাতের কথা না শোনার ভান করে চুপচাপ পা বাড়াল বিছানার দিকে। নুসরাত তখন রাগে বিছানায় দাঁড়িয়ে আরশের সাথে চিৎকার করে কথা বলছিল এখনো পর্যন্ত বিছানার

মধ্যে দাঁড়িয়ে। আরশ হেঁটে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। নুসরাত পেছনে সরার পূর্বেই নিজের বলিষ্ঠ একহাত দিয়ে মেয়েলি পিঠ পেঁচিয়ে ধরল। অতঃপর একটানে বিছানার উপর থেকে কোলে তুলে নিল। নুসরাত চোখ গোল গোল করে তার পানে চাইতেই আরশের শান্ত চোখের সাথে চোখাচোখি হলো। চোখ স্থির রেখেই আলগোছে

নুসরাতের পিঠ থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল। ব্যালেন্স হারিয়ে তখনই ধুপ করে মাটিতে পড়ল নুসরাত। মেঝেতে পড়ে কোমড় ব্যথা পেল। অস্বাভাবিক ব্যথায় কুকিয়ে উঠল কোমড় চেপে ধরে। একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। নুসরাত চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে।আরশ দাঁত কিড়মিড়িয়ে নিজের রাগ সামালানো বৃথা চেষ্টায় রপ্ত হতেই নাকের সরু

দ্বারা দিয়ে সুরসুর করে লাল তরল গড়িয়ে পড়ল। বিরক্তির সাথে তা আবার মুছল হাতের তালুতে। নুসরাতের দিকে কিছুক্ষণ লাল চোখ দিয়ে চেয়ে একটানে বসা থেকে দাঁড় করালো। ফিরেও দেখল না হাতে ব্যথা পেয়েছে কি না! আরশের হঠাৎ এমন আক্রমণে নুসরাতের মাথা ঘুরে উঠল। কোমড়ের ব্যথায় আর হাতের ব্যথায় মুখ কুঁচকাতেই

ঠাটিয়ে বাঁ-গালে থাপ্পড় পড়ল। নুসরাতের উপর জমা হওয়া এতক্ষণের রাগ সামান্য কমল না। অতঃপর আবারো রুম কাঁপিয়ে আরেকটা থাপ্পড় পড়ল ডান-গালে। নুসরাত বাঁ-হাতে বাঁ-গাল চেপে ধরল, নিজের গাল বাঁচানোর জন্য। আরশ সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারো ডান গালে বাজিয়ে আরেকটা থাপ্পড় বসাল। নুসরাত দু-

গালে দু-হাত চেপে রাগে চিৎকার করে ওঠল,”তোকে আমি ডিভোর্স দিব কুত্তা। তোর মতো পাঠার সাথে সংসার আমি করব না। তোকে আমি বিয়ে করব না। তোর সংসার তুই কর! তোর সাথে আমি থাকব না। তুই পাঠা, পাঠা, পাঠা!নুসরাত একহাতে চেপে ধরা গাল ছেড়ে নিজের পকেট থেকে ছুরি বের করল। সেটা চালাতে যাবে তার

পূর্বেই আরেকটা বাজিয়ে থাপ্পড় পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখল মেয়েটা। এবারের থাপ্পড়টা এত জোরালো ছিল, নুসরাতের কান লেগে এসেছে একদম। নুসরাত চোখের পাপড়ি ঝাপটে শক্ত হাতে ছুরি মুঠোয় পুরে তা আরশের বুকের ভেতর চালাতে যাবে তার আগেই আরশ তার হাত মুচড়ে ধরল। তা ঘুরিয়ে নিয়ে নুসরাতের পিঠের মধ্যে

চেপে ধরল। হিসহিসিয়ে পুরু ঠোঁট দিয়ে অস্ফুটে সুরে বলে ওঠল,”তুই সংসার করবি, তোর বাপ সংসার করবে, তোর চৌদ্দ গুষ্টি সংসার করবে। তাছাড়া এই ছুরি ছুরি খেলা অনেক দেখিয়েছিস, আমিও দেখেছি! আক্রমণের প্রন্থা পরিবর্তন কর,সব পুরোনো হয়ে গেছে। এই দেখ আমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে এসব দেখতে দেখতে।নুসরাত হাত

চালাতে না পেরে, রাগে চিৎকার করে ওঠল। আরশের হাতের কবল থেকে নিজের হাত ছাড়ানোর বৃথা প্রচেষ্টা করল। বাঁ-হাত দিয়ে আরশকে খাঁমচি দিবে সেটা আরশের রাগ বাড়িয়ে দিল আরো বেশি। নুসরাতের দু-হাত একহাতের সাহায্যে পিঠের কাছে পেঁচিয়ে নিল। তারপর মুচড়ে ধরল। হাত মোচড়ানোর জন্য দু-হাত ব্যথায়

ঝিমঝিম করে ওঠল। আরশের দিক থেকে তবুও নুসরাতের খেপাটে দৃষ্টি সরলো না। রাগে কিড়মিড়িয়ে উঠে বলল,”করব না আমি তোর সংসার! বিয়ে করব না আমি তোকে। তোকে ডিভোর্স দিয়েই আমি আরেকটা বিয়ে করব। কথায় কথায় তুই আমাকে চড়, থাপ্পড় মারিস!আরশ দন্ত কপাটি চেপে ধরল একটার সাথে অন্যটা।

দাঁতের সাথে দাঁতে পিষে হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”

“নুসরাত নাছির লিসেন কেয়ারফুললি, ইউ আর অনলি মাইন। আই সোয়ার, আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে নিজের জীবনের সাথে জড়ানোর কথা ভাবলেও, তোমাকে আমি নিজ হাতে মেরে ফেলব।

নুসরাত চোখ বন্ধ করে শ্বাস ফেলল শব্দ করে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল, হলো না! কালো মণির চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল। আরশের দিকে তাকিয়ে ক্ষীপ্ততার সাথে আওড়াল,"আমি আপনাকে ডিভোর্স দিব, এটাই আমার শেষ কথা।আরশ নাকের মধ্যে নিজের বাঁ-হাত ঘঁষল। আজ একটু বেশি জ্বালাপোড়া করছে

এই বুলশিটটা। নুসরাতকে ঠেলে পেছনে নিয়ে গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত পিঠ না ঠেকে যায় টেবিলের সাথে। পিঠ টেবিলে ঠেকতেই নুসরাত মাথা তুলে উপরে তাকাল। আরশ শক্তহাতে তার থুতনি চেপে ধরল। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে কড়মড় করে বলে ওঠল," নুসরাত নাছির আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করো আজ

আমি যে তোমায় মারিনি, আমাকে রাগিও না!

নুসরাত চাপা ক্লেশ ভেতরে চেপে চিৎকার করে বলে ওঠল,”আপনি ও আমাকে রাগাবেন না। কথায় কথায় গায়ে হাত দেন কেন আপনি! আমি আপনার নামে নারী নির্যাতনের মামলা করব।নুসরাত অতিরিক্ত রাগে গলার কাছে কান্না দলা পাকাল। আরশ নুসরাতের চোখে চোখ রেখে

হাত ছেড়ে দিল। নিজেদের ভেতরে দূরত্ব মিটানোর পূর্বেই নুসরাত হাত ঘুরিয়ে এনে আরশের গালে থাপ্পড় মারতে নিল, আরশ সামান্য বিরক্ত হলো এতে। কী থাপ্পড় থাপ্পড় খেলা শুরু করেছে এই বেয়াদব মহিলা! আরশ চাইলেই এই মহিলাকে একহাত দিয়ে তুলে আছাড় মারতে পারবে, কাকে সে তেজ দেখায়,এই ছোট শরীর নিয়ে! নুসরাতের দ্রুত

বেগে আসা হাত থেমে গেল, আরশের বলিষ্ঠ হাতের পিষ্টনে। আরশ ভ্রু নাচিয়ে আওড়াল,” নুসরাত নাছির ইউ আর সো মিন। এতক্ষণ ধরে কী ক্লাস করালাম! নিজের টসটসে গালগুলোকে কেন থাপ্পড় খাওয়াতে উঠে পড়ে লেগেছো?এত যদি আমার হাতে মার খেতে ভালোবাসো তাহলে প্রথমেই

বলে দিতে, আমি না হয় নিজ দায়িত্বে এর ব্যবস্থা করে দিতাম।

পরপর বাজিয়ে দুটো থাপ্পড় পড়ল নুসরাতের গালে। নুসরাত চোখ কুঞ্চিত করে আরশের পানে চাইতেই আরশ তার থুতনিতে বল প্রয়োগ করে চেপে ধরল। প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একহাতে কোমর পেঁচিয়ে তুলে বসাল টেবিলের ওপর। ধারালো কণ্ঠে পুরুষালি পুরু

ঠোঁট দিয়ে সতর্কী বাণী উচ্চারিত হলো,”এই ছোট শরীরে এত তেজ আসে কোথা থেকে? আছাড় মেরে সব তেজ বের করে দেব, বেয়াদব! বেশি লাফালাফি করবা না, পা দুটো কেটে ঝুলিয়ে রেখে দেব। অসভ্য মহিলা..!দুপুর দুইটা বেজে আঠারো মিনিট। আরশের মোবাইলে কল আসলো আননন নাম্বার থেকে। আরশ ফোন পিক করে না আননন

নাম্বার হলে কিন্তু আজ কী মনে করে কল পিক করল। ফোন কানে লাগিয়ে হ্যালো বলার পূর্বেই অপাশ থেকে গমগমে সুরে কর্কশ আওয়াজে কেউ বলে ওঠল,"সৈয়দ আরশ হেলাল, একটু পুলিশস্টেশনে এসে হাজিরা দিয়ে যান, আপনার স্ত্রী আপনার নামে নারী নির্যাতনের কেস করেছেন।সৈয়দ বাড়ির ড্রয়িং রুমে হেলাল সাহেব থমথমে মুখে বসে

আছেন। হেলাল সাহেব ছাড়া সকলের ঠোঁটে মিটি মিটি হাসি লেগে আছে। যথা সম্ভব নিজেদের গম্ভীর রাখার চেষ্টা করছেন সবাই তারপর ও ঠোঁট ঠেলে ঠিকই হাসির ফোয়ারা বের হচ্ছে। হেলাল সাহেবের কানে কানে সুফি খাতুন কিছু বলতেই উনার শক্ত দৃষ্টি নিজেদের দিকে অনুভব করলেন শোহেব সাহেব। ভাইয়ের পানে

চেয়ে মেকি হাসার চেষ্টা করলেন। পরপর আবার নিজেকে সামলে নিলেন। হেলাল সাহেব হাতের মোবাইল সোহেদ সাহেব আর শোহেব সাহেবের দিকে তুলে ধরে শুধালেন,”এসব কী?

দু-জনেই চোয়াল ঝুলিয়ে মাথা দু-দিকে নাড়িয়ে বোঝালেন এসব কী তারা জানেন না! হেলাল সাহেবের মুখ দেখার মতো কালো বর্ণের

হলো। শক্ত মুখ বানিয়ে ঝর্ণা বেগমকে ডেকে ওঠলেন,”ঝর্ণা, বোন আমার এদিকে আয় একটু!

ঝর্ণা বেগম মাথায় ওড়না টেনে তড়িঘড়ি করে আসলেন ড্রয়িং রুমে। উনার পেছন পেছন এসে হাজির হলেন লিপি বেগম ও। প্রশ্নাত্মক ভঙ্গিতে দু-জনেই নিজেদের স্বামীদের দিকে তাকালেন। ঝর্ণা বেগম ঈষৎ নিচু সুরে জানতে চাইলেন,”বড়

ভাইয়া ডেকেছেন?হেলাল সাহেব শক্ত হাতে মোবাইলটা ঝর্ণা বেগমের দিকে তুলে ধরে শুধালেন,”এসব কী?

ঝর্ণা বেগম সামান্য থমকালেন স্ক্রিনে থাকা ভিডিও এর দিকে চেয়ে। পর্দা আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলেন রুহিনী। ভিডিওটা দেখেই বুঝতে দেরি হলো না এসব কার কারসাজি। ইচ্ছে করল এখান

থেকে নিজের ঝাটা ছুঁড়ে মারতে বেয়াদব ছেলেটার উপর কিন্তু সম্ভব হলো না তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝর্ণা বেগম ঠোঁট চেপে ধরে নীরবে চোখ নামিয়ে নিলেন। কথা বের হলো না। হেলাল সাহেব চিৎকার করে উঠলেন,"বাড়ির বউ-মেয়েদের ভিডিও এখানে কী করে? কে এসব আপলোড করেছে? তোর ছেলে এই ভিডিওয়ে কী করে? আর

মেয়েদের মাথায় ওড়না কোথায়? হেলাল সাহেবের ক্রোধানিত গলার আওয়াজ দো-তলার প্রতিটি রুম ভেদ করল। আবারো তিনি চোয়াল শক্ত করে বলে উঠলেন,”কথা কেন বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে? ইরহাম এখানে কী করছে? আহান এখানে কী করছে? নাছিরের বউ এখানে কী করছে? বাড়ির মানুষের ভিডিও

সোসাল মিডিয়ায় কীভাবে যায়? উত্তর দাও?

হেলাল সাহেবের পাশে বসে তাকে আরো উস্কে দিলেন সুফি খাতুন। সুফি খাতুনের এমন কান্ডে সকলেই বিমূর্ত হয়ে গেলেন। রুহিনী লজ্জায় দু-পাশে মাথা নাড়ালেন। চোখ মেঝেতে নামিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন ঝর্ণা। হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠলেন ভয়ে। ভদ্র মহিলার চোখে

ঈষৎ পানির স্পর্শ দেখা গেল। ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলেন। শুভ্র মুখে আধাঁর নামল। জায়িন বাড়ির ভেতর ঢুকতেই এমন অবস্থা দেখে কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। ভ্রু কুঞ্চিত করে শুধাল,"কী হয়েছে?

হেলাল সাহেবের ক্রোধানিত ভরা চোখ ঘুরে গেল জায়িনের দিকে। দাঁতের মাড়ি চেপে চেপে

আওড়ালেন,”নিজের বউয়ের খোঁজ খবর রাখো? তোমার বউ কী করে বেড়াচ্ছে তার খেয়াল আছে?

জায়িন ভ্রু সামান্য উচিয়ে এসে বসল হেলাল সাহেবের সম্মুখে। নিজের অক্ষিগোলকের সামনে চেপে ধরা ডিভাইসটার দিকে তীক্ষ্ণ আখিঁ মেলে কিৎকাল দেখল। অতঃপর পায়ের উপর পা তুলে বসে উত্তর করল,”বউয়ের খোঁজ খবর রাখব

কেন, বউ কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি, আজব কথা বার্তা বলেন আপনি! আর এমনি এমনি চিৎকার করে নিজের ব্লাড প্রেশার বাড়াচ্ছেন কেন! পরে অসুস্থ হয়ে হাই হুতাশ করবেন বলে! আপনার এই কাজটা বড় অদ্ভুত, ছোট একটা জিনিস টেনে টেনে লম্বা করে ফেলেন। এটা কোনো বিষয় হলো, আর যদি বেশি সমস্যা হয় এটা নিয়ে তাহলে

সাইবার ইউনিটের সাথে কথা বলে সব জায়গা থেকে ভিডিওগুলো সরিয়ে ফেললেই হয়। সামান্য বিষয় টেনে কীভাবে লম্বা করা যায় তা আপনার থেকে শিখা উচিত। এনয়িং পার্সন!জায়িনের শক্ত কথায় হেলাল সাহেবের চোয়াল ঝুলে পড়ল। এতক্ষণ বাঘের মতো গর্জন করলেও এবার ভেজা বেড়ালের মতো মুখ বানিয়ে বসে রইলেন। জায়িন শার্টের

ভাঁজ ঠিক করে নিয়ে, হাতা গোটাতে গোটাতে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলে ওঠল,”আমি কথা বলে নিব। আর যেন এই বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলতে না দেখি। বৌ-মা, আম্মু যার যার কাজে যান আপনারা। আর দাদি আপনি উস্কে দেওয়ার কাজটা খুব ভালো পারেন। মাইন্ডব্লয়িং! এগিয়ে যান!

শোহেব সাহেব উল্টো পাশ ফিরে হাসলেন। সুফি খাতুনের মুখ কালো হয়ে গেল। জায়িনের পানে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে তাকে ভালোভাবে পরখ করতে ভুললেন না।পুলিশস্টেশনে পায়ের উপর পা তুলে বসে নুসরাত। তার একপাশে আহান অন্যপাশে ইরহাম। দু-জনেই সাক্ষী হিসেবে বসে। কর্মকর্তা মৃন্ময় তুষার একবার সামনে বসা ভদ্র মহিলার

দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে অবলোকন করে চোখ নামিয়ে নিল নিজের টেবিলের দিকে। জানতে চাইল,”জ্বি বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

নুসরাত চোখের পানি মুছে নিল। চোখে পানির অস্তিত্ব নেই তারপরও এমন করল। শব্দ করে নাক টেনে বলে ওঠল,”আপনি কেস ফাইল করুন ওই ব্যাটার নামে! নারী

নির্যাতনের যেই যেই ধারা আছে সবগুলা। আপনি না জানলে আমি বলে দিচ্ছি, ধারা ৭, ধারা ৩৫৪, ধারা ৩৯৪, ধারা ৩৯৫, সবগুলা ধারা ওই পাঠার উপর এপ্লাই করেন। আপনি চাইলে আরো দু-একটা নিজের ইচ্ছে মতো বসাতে পারেন। মৃন্ময় তুষার ঠোঁট টিপে নুসরাতের দিকে তাকাল। মৃদু আওয়াজে বলল,"আপনি পা নামিয়ে বসুন!

তারপর কথা বলুন! ফার্স্টে একটু পানি খেয়ে নিন।নুসরাতের দিকে পানি বাড়িয়ে দিল মৃন্ময় তুষার। নুসরাত পুলিশ নামক এই ভাদাইম্মা কর্মকর্তাকে দেখে বিরক্ত হলো। নাক টেনে বলে ওঠল,"আগে FIR কাটুন, তারপর পানি খাব।

মৃন্ময় তুষার জিজ্ঞেস করল,

"আপনার স্বামী আপনাকে কীভাবে মেরেছেন?

নুসরাত বিস্ময় নিয়ে শুধাল,
” কীভাবে মেরেছে মানে কী? আপনি কী দেখতে চাচ্ছেন, আমাকে আবার মেরে আপনাকে ওই পাঠা দেখাক?
মৃন্ময় তুষার ঠোঁট টিপে বলল,
“আমি এটা বলতে চাইনি মিসেস..!
নুসরাত হাত তুলে থামিয়ে দিল। শক্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,” মিসেস না অন্য কিছু বলুন!

মৃন্ময় তুষার মাথা নাড়ালেন। শুধাল,
“আপনার স্বামী আপনাকে কীভাবে মেরেছেন? পিঠে মেরেছেন নাকি হাতে?
নুসরাত নিজের গাল বাড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠল,
” গালে মেরেছে গণে গণে ছয়টা! এবার নারী নির্যাতনের কেস ফাইল করুন।
মৃন্ময় তুষার অবাক কণ্ঠে বললেন,

“মাত্র ছয়টা..!

“তো ছয়টা কী আপনার কাছে কম মনে হচ্ছে?

“না না তেমন কিছু না!

নুসরাত বলল,” আপনি চাইলে আমি প্রমাণ দেখাতে পারি। এর জন্য দু-জন সাক্ষী নিয়ে আসছি। এই যে এই দু-জন আমাকে পেটানোর সময় ওই জায়গায় উপস্থিত ছিল।

আহান আর ইরহামের জ্বরে অবস্থা কাহিল। নিভু নিভু চোখে চেয়ে দু-জনে মাথা নাড়াল। মৃন্ময় তুষার গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠল,”আপনার স্বামী আপনাকে মারধর করল আর আপনি মার খেতেই থাকলেন, কোনো বিরুধীতা করলেন না? উনার বিরুদ্ধে নিজে কোনো পদক্ষেপ নিলেন না?

নুসরাত দুঃখী মুখ বানিয়ে কপালে হাত রাখল। জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে সময়ের সাথে। চোখের পানি কাপড়ে মুছে নিয়ে বলে ওঠল,”ওই পাঠার সাথে আমি কী পারব? ওই ব্যাটা গরুকে আমি দুটো গালি ও দিতে পারিনি! মহিষের মতো শক্তি সুদির ভাইয়ের!

মৃন্ময় তুষারের পেট ঠেলে হাসি হাসল, তারপরও হাসি পেটে চাপল।

সে একজন কর্মকর্তা, এভাবে হাসা বেমানান। তাই বলে ওঠল,”তাতো বুঝতেই পারছি, আপনি কেমন গালি দিতে পারেননি!

নুসরাত বলে ওঠল,“আপনার খোশগল্প রাখেন নিজের কাছে, এখন ধারা সাত উনার নামে এপ্লাই করেন!

মৃন্ময় তুষার বলল,

“ধারা সাত তো অপহরণ, এটা কীভাবে হলো!

” দু-সপ্তাহ পূর্বে আমাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছিল কুত্তাটা।

মৃন্ময় তুষার কিছু বলার পূর্বেই নুসরাত বিরক্তি সাথে তার কথা কেটে দিল। চোয়াল শক্ত করে বলে ওঠল,”কাটেন ভাই নারী নির্যাতনের সকল ধারা। নাকি আবার বলে দেব কোনটা কী!

আহান আর ইরহাম চোখ বুজে চেয়ারে শুয়ে পড়ল মাথা এলিয়ে। জ্বরের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, আর এই মহিলা তাদের নিয়ে আসছে সাক্ষী দিতে। এর চেয়ে ঢের ভালো এখানে বসে বসে এক ঘুম দেওয়া। মৃন্ময় শুধাল,”আপনি ল এর স্টুডেন্ট?

নুসরাত কাটকাট কণ্ঠে বলল,“আরে দূর না, ল এর স্টুডেন্ট হতে যাব

কেন? এখানে আসার আগে ধারাগুলো দেখে এসেছি। এখন কেস করেন তাড়াতাড়ি! সাথে বাল্যবিবাহের কেস দিবেন আমার মরহুম দাদার নামে, আর আমার স্বামীর নামে। সাড়ে সাত বছরের একটা মেয়েকে সে কীভাবে বিয়ে করে এজন্য!

মৃন্ময় চোয়াল ঝুলিয়ে বসে রইল। আসলে সে কথা বলার ভাষা খুঁজে

পাচ্ছে না। হাতের কাছে থাকা রেজিস্ট্রারের খাতা নিয়ে শুধাল,”আপনার স্বামীর নাম?

নুসরাত ঝটপট উত্তর দিল,

“সৈয়দ আরশ হেলাল।

মৃন্ময়ের খাতায় লিখা হাত থামল। ভ্রু উচিয়ে আবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলে ওঠল,” আপনার স্বামীর নাম কী আবার বলুন?“কানে কম শুনেন নাকি! আমি আর পারব না

বলতে, যা শুনেছেন তাই লিখুন চুপচাপ। এসব ছোট ছোট কথা বলে নিজের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

মৃন্ময় অদ্ভুত চোখে নুসরাতকে কিছুক্ষণ দেখল। এতক্ষণ যে বকরবকর করে সময় নষ্ট করল তার বেলা কিছু না, আর সামান্য এককথা দু-বার জিজ্ঞেস করায় তার

সময় নষ্ট হয়ে যাবে বলে এই মহিলা। অদ্ভুত!

মৃন্ময় তুষার জিজ্ঞাসা করল,

” আপনার স্বামীর নাম্বার দিন।

নুসরাত ঝরঝর করে বলে গেল নাম্বার। মৃন্ময় নিজের মোবাইলে ফোন নিয়ে কল লাগাল আরশের নাম্বারে। অপাশ থেকে ফোন পিক হতেই বলে ওঠল,”সৈয়দ আরশ হেলাল, একটু পুলিশস্টেশনে এসে

হাজিরা দিয়ে যান, আপনার স্ত্রী আপনার নামে নারী নির্যাতনের কেস করেছেন।

কথাটা শেষ করে মুখের উপর ফোন কেটে দিল। অপাশের উত্তরের আশা করল না। নুসরাত নড়েচড়ে বসল। মৃন্ময় বলে ওঠল,”আপনার স্বামী আসার পর সব ক্লিয়ার হবে।

নুসরাত বলে ওঠল,“কী ক্লিয়ার হবে! সোজা লকাপে ঢুকিয়ে পশ্চাৎে

কয়েকটা বারি লাগিয়ে দিবেন। এর বেশি কিছু করবেন না।

মৃন্ময় গম্ভীর মুখ বানিয়ে বসে রইল সামনের চেয়ারে। নুসরাত কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বিরক্ত হয়ে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখল ইরহাম, আর আহান ঘুম দিচ্ছে। তাই নিজেও চোখ বুজে নিল।

মৃন্ময় ভেতরে ভেতরে এদের অবস্থা দেখে অবাক হলো। সবগুলো পুলিশ

স্টেশনে এসে ঘোমাচ্ছে। নুসরাতকে উদ্দেশ্য করে মৃন্ময় জানতে চাইল,” এটা কি আপনার শ্বশুরবাড়ি যে ঘুমাচ্ছেন এখানে?

নুসরাত নাক টেনে নিয়ে বলে ওঠল, “আরশ ভাই না আসা পর্যন্ত এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। এখন ঘুমাতে দিন, ডিস্টার্ব করবেন না তো!

নুসরাত এক চোখ খুলতেই প্রথমেই অক্ষিপটে ভাসল চশমা পরিহিত

পুরুষালি দুটো চোখ তার উপর ঝুঁকে আছে। দুটো চোখ বললে ভুল হবে পুরো শরীর তার দিকে ঝুঁকে আছে। নড়েচড়ে পাশে তাকাতেই দেখল মৃন্ময় এর চেয়ারে সে বসে। বিস্ময়ে কবলিত চোখগুলো তড়িৎ আশেপাশে ঘুরে গেল, মৃন্ময়কে খোঁজার উদ্দেশ্যে। না নেই কোথাও পুলিশ অফিসারটা! একহাত ঘাড়ে

রেখে মাথ কাত করতেই কানে আসলো,” ঘুম শেষ মিসেস?

নুসরাত থমকে গেল। ঘাড় কাত রেখে অভাবেই আরশের পানে নিজের পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিবিষ্ট করল। এত ঠান্ডা আচরণ সে আশা করেনি আরশের কাছ থেকে। এতটা কুল কীভাবে এই লোক। নুসরাত বুঝল ঠিক ঘাপলা আছে এখানে। তাই নিজের জায়গায় স্থির থেকে

শুধাল,”কতক্ষণ হলো এসেছেন? আরশ নুসরাতের থেকে চোখ সরিয়ে হাতের কালো বেল্টের ঘড়ির দিকে তাকাল। রোলেক্স সাবমেরিনের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে পুরু ঠোঁট নাড়িয়ে আওড়াল,”থ্রি হাওয়ার, থারটি নাইন মিনিট এন্ড থারটি সেকেন্ড।

নুসরাত মাথা নাড়াল। উঠে বসতে যাবে নাকে ধাক্কা খেল পুরুষালি

শরীর থেকে আসা কড়া ঘামের সাথে কস্তুরির ঘ্রাণ। নুসরাত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না আসলে কীসের ঘ্রাণ এটা। ঠোঁট টিপে আড় চোখে দেখল আরশকে। আরশ গ্রীবা বাঁকিয়ে নুসরাতের দিকে সামান্য ঝুঁকে আসতেই ঘ্রাণটা আরো কড়াকড়িভাবে তার নাসারন্ধ্রে ভেতর দিয়ে সুরসুর করে ঢুকে গেল। অতিরিক্ত কোনোকিছুরই ঘ্রাণ সহ্য

করতে পারে না নুসরাত। তাই নাক টেনে হা হা বলে হাচ্চি দিয়ে ওঠল। হাচ্চির সাথে মুখ থেকে কিছু জিনিস এসে লাগল আরশের অফ সোল্ডার টি-শার্টে। আরশ বিরক্ত হলো। পুরুষালি ঠোঁট জোড়া নাড়িয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল,"ওয়াট ইজ দিজ নুসরাত নাছির? যত্তসব ছোটলোকি কারবার! নুসরাত টিপটিপ চোখে তাকাল আরশের দিকে। আরশ বিরক্ত হয়ে

নিজের কাপড় মুছতে মুছতে ধমকে উঠল,”গেট দ্যা ফাক আউট নুসরাত নাছির!নুসরাত ঘোলাটে চোখে তাকাল। কী হলো! এক মুহুর্তে এই লোকের এমন রঙ পালটে গেল কেন! অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কানে এসে আবারো শক্ত কণ্ঠে, ঝাঁঝ মিশানো চিৎকার লাগল,”আই সে গেট আউট!

নুসরাত উঠে দাঁড়ানোর পূর্বেই আরশ হাত টেনে দাঁড় করাল তাকে। অস্বাবিক গরম গা উপলব্ধি হলো তার। শক্ত করে ধরে রাখা হাত কিছুটা নমনীয় হয়ে আসল। একহাতে নুসরাতে কব্জি চেপে ধরে বের করতে করতে বলে ওঠল,"Are you n't listening to what I'm saying? I'm telling you—get the fuckk out of here!

Goooooo...!নুসরাত নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল আরশের হাতের মুঠো থেকে। সে কী যাচ্ছে না, এমন ঠেলে বের করছে কেন! আর ওই পুলিশ অফিসার মরেছে কই? নির্ঘাত আরশের থেকে টাকা খেয়ে ভেগেছে! নুসরাত ওখানে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল ওই পুলিশ অফিসার এর ব্যান্ড বাজাবে সে। এত বড় সাহস নুসরাত নাছিরের সাথে ধোঁকাবাজি। একে ও

জেলের ভাত খাওয়াবে। কোর্টে আপিল করবে পুলিশের নামে। তারপর দুটোকে জেলে ঢুকাবে। নুসরাত নাছিরের সাথে পাঙ্গা! এত সহজ না নুসরাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। সবগুলোকে জেলে পুরে, ওদের সব সম্পত্তি হাতিয়ে নিবে সে। হা করে শ্বাস মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে নিল। বড় বড় পা ফেলে যখন সামনে যাওয়ার জন্য

অগ্রসর হবে কানে বাজল দুটো শব্দ। যা পেছন থেকে আরশ তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। এই দুটো শব্দ নুসরাতের রাগ বাড়াতে ভালো কাজ করল। সাপের মতো ফনা মেলে হিসহিসিয়ে শুধাল,"কী বললেন, আবার বলুন?

আরশ নুসরাতের দিকে চেয়ে থেকে, গম্ভীর আওয়াজে ঠোঁট নাড়িয়ে থেমে থেমে বলল,"F.U.C.K Y.O.U

Nusrat nasir.নুসরাত ফুস করে ওঠল। দাঁতের মাড়ি চেপে আবার ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে ওঠল,”Say it again.

আরশ সিগারেট ঠোঁটে গুজল। আরাম করে বসে ঠোঁট নাড়িয়ে আওড়াল,”Fuck you MRS AROSH.

নুসরাত রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল। হাতের মুঠো শক্ত করে চেপে

ধরে নিজের রাগ সামলানোর বৃথা প্রয়াস জারী করল। দাঁত খিঁচে আবারো বলে ওঠল,”Say it again, i wanna hear it .

আরশ মৃদু হাসি দিল,যা নুসরাতের রাগের পরিধি বাড়িয়ে দিতে কাজ করল। শুধাল,,”Did you fucking like it that much,nusrat nasir? If you want we can do it for real. By the way,

fuck you nusrat nasir.নুসরাত শব্দ করে শ্বাস ফেলল। আরশের যদি কোনো অদৃশ্য জিনিস দেখার শক্তি থাকতো তাহলে দেখতে পেত, রাগে নুসরাতের মাথার উপর দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে টগবগ করে। নুসরাত হাতের মুঠ পকেটে পুরে নিয়ে বলে ওঠল,"When baby? I'm desperately waiting for this. Come closer! God promise,

i’ll fucking kick your di*ck so hard.

আরশ উপহাস করে হাসল নুসরাতকে। ঠোঁট কুঁচকে, নিজেও সুর বদলে ফেলল। ধারালো ক্লিন সেভ চোয়ালে হাত বুলাতে বুলাতে আওড়ায়,”অহ রিয়েলি ওয়াইফি? নুসরাত রেগে তেড়েমেড়ে এগিয়ে গেল আরশের দিকে। পকেটে থাকা আপেল কাটার ছুরিটা শক্ত করে

হাতের তালুতে চেপে ধরল। শক্ত হাতে সেটা আরশের বুকে বৃদ্ধ করার পূর্বেই আরশ নুসরাতের হাত তার সৌষ্ঠব পুরুষালি হাতের আয়ত্তে এনে মুচড়ে পিঠে চেপে ধরল। কণ্ঠে নিচে নামিয়ে হিসহিসিয়ে কানের লতির কাছে ঠোঁট চেপে আওড়ায়,"মেয়ে মানুষ পিটানো আমি দু-চোখে ঘৃণা করি, কিন্তু সেটা যদি তুই হস তাহলে অন্য ব্যাপার।

নুসরাত ঘাড় বাঁকিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,

“জ্বি বউ পিটানো তো গর্বের কাজ! আরশ নিজের খশখশে হাতের সাহায্য নুসরাতকে ঘুরিয়ে কোলে বসিয়ে দিল। তখনো একহাত আটকে আরশের মুঠির মধ্যে। আরশ গলা নামিয়ে বলল,”বেয়াদব মহিলা এটাকে বউ পিটানো বলে না শাসন বলে। কখন বউকে কী দিতে হয় তা

সৈয়দ আরশ হেলাল খুব ভালো করে জানে, আর তোকে এই মুহুর্তে কয়েক ঘা দেওয়া জরুরি তাও আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি।

আরশ নুসরাতকে ওভাবে চেপে ধরে রাখল। ধীরে ধীরে মেয়েটাকে শান্ত হয়ে যেতে সামান্য বিরক্ত হলো। কানের কাছে ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে মৃদু সুরে বলে ওঠল," নুসরাত নাছির, ফাক ইউ!

নুসরাত চ্যাত করে উঠল না। নীরবে বসে রইল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগের পারদ ছুঁয়ে ফেলছে আকাশ বরাবর। তীক্ত শ্বাস ফেলল সে। আরশের কথায় শব্দ করে হেসে ফেলে উত্তর দিল,"Fuck me? Please, you couldn't even handle me!নুসরাতের কথা শেষ হওয়ার আগেই সে গিয়ে ছিটকে পড়ল। শক্ত মেঝেতে পড়তেই

কব্জার হাড্ডিতে ব্যথা লেগে তা অসাড় হয়ে উঠল। এক হাতের সাহায্যে অন্যহাত চেপে উঠে বসতেই আরশ চিৎকার করে উঠে বলল,"গেট দ্যা ফাক আউট নুসরাত নাছির। আই সে গেট আউট।

নুসরাত এত অপমান সহ্য করতে পারল না। রাগী চোখে আরশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধপধপ পায়ে বের হয়ে আসলো।

এই গরুকে সে উচিত শিক্ষা দিবে। এই মুহূর্তে কোনো বুদ্ধি মাথায় আঁটছে না। বাড়িতে গিয়ে একটা দীর্ঘ ঘুম দিতে হবে তারপর এই আরশের ব্যবস্থা করবে। পুলিশ স্টেশন থেকে বের হতে হতে দেখা হলো মৃন্ময়ের সাথে। নুসরাত এক আঙুল চেপে শাসাল তাকে,"আপনার নামে কেস করব ধোঁকাবাজির। আরশ ভাইয়ের টাকা খেয়ে আমার

সাথে ধোঁকাবাজি, এই নুসরাত নাছির কখনো ধোঁকাবাজদের মাফ করে না। আপনার নামে কোর্টে আপিল করব, যদি প্রয়োজন পরে হাই কোর্টে যাব। তবুও আপনাকে হাজতে ঢোকাব।নুসরাত আহান আর ইরহামকে গাড়িতে উঠে বসতে বলে এগিয়ে গেল। হঠাৎ কিছু মনে হতেই মৃন্ময়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

কোমরে হাত রেখে শুধাল,”জায়গা জমি আছে?

মৃন্ময় আকস্মিক এমন প্রশ্নে হকচকাল। তড়িৎ গতিতে মাথা নাড়াল উপর-নিচ। নুসরাত তর্জনী আঙুল ঠোঁটে রেখে মিনমিন করে,”এবার এর সব সম্পত্তি আমার হয়ে যাবে। একে হাজতে পাঠিয়ে সব আমার কব্জায় নিয়ে আসতে হবে।

মৃন্ময় একহাত পকেটে ঢুকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

“সম্মান দিয়ে কথা বলুন!

নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে একবার তেছরা চোখে তাকিয়ে চোখ উল্টে ফিরিয়ে নিল যেন মৃন্ময় কোনো আবর্জনা। ঠোঁটের কোণা উচিয়ে বলে ওঠল,” সম্মান... মাই ফুট। যার কোনো সম্মান নেই সে আবার সম্মান চায়। ঘুষখোরদের সম্মান

আমি দেই না। সাইডে হাঁটেন তো! মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে আবার!ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে গেল। ঘড়ির কাটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে থামল ছয়টা ঊনষাটে। নাছির মঞ্জিলে আসা সৈয়দ বাড়ির মানুষ বিদায় নিয়ে বের হলো সেখান থেকে। ঘড়ির কাটা সাতটায় ঠেকতেই গায়ে ধাক্কা লাগল নুসরাতের। চোখ সামান্য খুলে

নিজের জন্মদাত্রী মাকে দেখে আবার বুজল তা সে। নাজমিন বেগম আবার তর্জনী আঙুল দিয়ে ধাক্কা দিলেন। নুসরাত আবারো নিভু চোখে চেয়ে ঘুমানোর পয়তারা করতেই নাজমিন বেগম নিজের জুতো পা থেকে খুলে হাতে নিয়ে নিলেন। সেটা চোখে লাগতেই নুসরাত লাফ দিয়ে উঠে বসল। অবাক চোখে জুতোর দিকে চেয়ে থেকে বিরক্তির

সহিত আওড়ায়,”কী হয়েছে কী? তুমি আমাকে ঘুমাতে দিবে না?

নাজমিন বেগম চোখ রাঙালেন। রাগী গলায় জানতে চাইলেন,”এমন ঘোড়া গাধা বেচে ঘুমাচ্ছিস কেন?

নুসরাত অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,“ঘোড়া গাধা কবে বেচলাম, আজব! ঘুমানোর আগে তো কোনো ঘোড়া গাধা বেচিনি। আর বেচে থাকলে বা টাকা কোথায়?

আমি জানি আমার টাকা নির্ঘাত তুমি মেরে দিয়েছ! চুপচাপ টাকা বের করে আমার হাতে দাও, নাহলে আজকে এই বাড়ি বম মেরে মহাকাশে উড়িয়ে দিব।

নাজমিন বেগম ঠাস করে বারি বসালেন নুসরাতের পিঠে। নুসরাত পিঠ কুঁজো করে নিল। বিছানায় কুঁচকে গেল ব্যথায়। বিরক্তির সাথে ডেকে ওঠল,” আম্মা..!

নাজমিন বেগমের চোখের রাঙানি খেয়ে নুসরাত নিজের অভার একটিং বন্ধ করে দিল। ঠোঁট কুঞ্চন করে উঠে বসে মিনমিন করে আওড়াল,”একবার ধনী হয়ে নেই তারপর এই বাড়িকে ঠ্যাং দেখাব, ঠ্যাং!

নাজমিন বেগম নুসরাতকে ভেঙিয়ে বললেন,“জীবনেও ধনী হতে পারবি

না, আর এই বাড়িকেও ঠ্যাং দেখাতে পারবি না। এখন উঠ!

” আম্মা আরেকটু ঘুমাতে দাও, প্রমিজ উঠে যাব দশ মিনিট পর।

নাজমিন বেগম বিরক্ত হলেন নুসরাতের প্রতি। হাত বাড়িয়ে নাইটস্ট্যান্ড থেকে এসির রিমোট নিয়ে তা চেপে বন্ধ করে দিলেন। নুসরাতকে টেনে তুলে বসাতে বসাতে বলে ওঠলেন,”এমন ভঁইষের

মতো পড়ে পড়ে ঘুমালে তোকে রিকশাওয়ালা ও বিয়ে করবে না..!

নুসরাত সারা শরীরের ভার ছেড়ে দিল। নাজমিন বেগমের কথার সাথে মিলিয়ে নির্লজ্জের মতো গলা টেনে উচ্চ শব্দে গেয়ে ওঠল,

“ময়ূরপঙ্খী ঘোড়ায় চড়ে,
আসবে রাজপুত্র সঙ্গোপনে ।
প্রেমিক পুরুষ আরে রহিম মিয়া,

আম্মা নাচে কোমর দুলাইয়া।গান শেষ করে খিকখিক করে হেসে উঠল। নাজমিন বেগম কিছুক্ষণ ত্যাড়া চোখে মেয়েকে দেখে নিজে হেসে দিলেন। নুসরাত গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে গেয়ে দো-তলা থেকে নাজমিন বেগমের পিছু পিছু নামল। ইরহামের গানের গলা ভালো। শরীর এখন ভালো থাকায় নাছির মঞ্জিলে এসেছে সে। তাই নিজেও নুসরাতের

সাথে গলা মিলাল। দু-জনেই একসাথে গেয়ে উঠল,”আকাশ থেকে নামবে পরি,
রূপের বাহারে তার নেইকো জুড়ি,
ময়ূরপঙ্খী ঘোড়ায় চড়ে,
আসবে রাজপুত্র সঙ্গোপনে ।
পরের লাইন গাওয়ার আগেই গলার কাছে আওয়াজ থেমে গেল। নাছির সাহেবের সাথে কথা বলে বলে আরশ ভেতরে ঢুকছে। তার দিকে

চোখ স্থির। নুসরাত আলগোছে চোখ সরিয়ে নিল। না দেখার মতো করে চলে গেল কিচেনে।কিচেনে যেতেই দেখল নাজমিন বেগম নাস্তার পিরিচ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে রাখছেন। নুসরাত অবাক হলো। এগুলো তার মায়ের জাদুঘরে রাখা থাকে।তাহলে সেখান থেকে এগুলো বের হলো কীভাবে! নুসরাত নাজমিন বেগমের জাদুঘর থেকে বের করা পানির গ্লাস

হাতে নিতেই কচি বাঁশের বারি পড়ল হাতে। নাজমিন বেগম বড় বড় চোখে চেয়ে আদেশ দিলেন,” যেখান থেকে নিয়ে এসেছিস চুপচাপ ওখানে রেখে আয়!

নুসরাত বিরক্তি নিয়ে গ্লাস রেখে দিল সিঙ্কে। কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল,”কে এসেছে? এত নাস্তা-ই বা কার জন্য করেছ?

নাজমিন বেগম ব্যস্ত সুরে বললেন,“ইসরাতের বিয়ের শপিং নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন তোর বড় আম্মু, আর তো বেশি দিন নেই। আর কথা পাকাপাকি করে গিয়েছেন।

নাজমিন বেগমকে নুসরাত শুধাল,

” আজ কত তারিখ?

নাজমিন বেগম বললেন,

“আজ আগস্টের এক তারিখ!

নুসরাত মাথা নাড়িয়ে কিচেন থেকে বের হলো। ড্রয়িং রুম এমনভাবে পার করল যেন আরশ সেখানে বসেই নেই। শক্ত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বাঁকানো সিঁড়ির মাঝে ইসরাতের সাথে দেখা হলো। সে নিচে নামছে। ইসরাত পাশ কাটিয়ে নামতে যাবে নুসরাত আবারো তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইসরাত অন্যপাশ ঘুরতে গেল সেখানে ও

গিয়ে নুসরাত তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ইসরাত শুধাল," কী হয়েছে, সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেএএএএএন?ইসরাতের মুখ থেকে বিকট শব্দ বের হয়ে আসলো। নিজেকে শূণ্যে ভাসতে দেখে ভয়ে, শঙ্কায়, মুখ ফ্যাকাশে বর্ণের হলো। দু-হাতে নুসরাতের গলা পেঁচিয়ে ধরে চোখ বড় বড় করে উপরে

দিকে তাকাতেই দেখল নুসরাত দাঁত কেলিয়ে হাসছে। মুখ দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে চিৎকার বেরিয়ে আসলো,”আব্বু বাঁচাওওও, এই পাগল মহিলা আমাকে এখান থেকে ফেলে দিব।

বলা শেষ হতেই নুসরাত ইসরাতকে ওভাবে ধরে রেখে গোল গোল ঘুরতে লাগল। মেয়েলি হাতের তালু দিয়ে আরো শক্ত করে চেপে ধরে

মৃদু সুরে বলে ওঠল,”কংগ্রাচুলেশনস মিসেস জায়িন।

নাছির সাহেব নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে নুসরাতকে বলে ওঠলেন,”পড়ে যাবে তো, ইসরাতকে নিচে নামাও!

ইসরাত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল,“আম্মু ফেলে দিবে আমায়। একে থামাও!

পরপরই ধুপ করে শব্দ হলো। সিঁড়ির মাঝে পড়ে থাকা ইসরাত কুঁকিয়ে উঠল কোমর চেপে। নুসরাত ইসরাতের দিকে তাকিয়ে দু-হাত ঝাড়ল ময়লা ঝাড়ার মতো। বিরক্ত ভঙ্গিতে কিৎকাল চেয়ে থেকে বলে ওঠল,"বিরক্তিকর! এসব নিব্বি নিয়ে কে সংসার করবে! বেচারা জায়িন ভাই!

মুখ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ বের করল। একহাত পকেটে ঢুকিয়ে সদর্পে হেঁটে চলে গেল সামনে। নাজমিন বেগম পেছন থেকে ফ্যাসফ্যাসে গলায় জানতে চাইলেন,”ওকে ফেলে দিলে কেন?

নুসরাত বলল,“ও আর আব্বা বলল ফেলে দিব তাই ফেলে দিয়েছি। ওরা আমার শক্তি সামর্থ্যের দিকে আঙুল তুলেছে, আমি অপমানিত বোধ

করেছি! অতিরিক্ত অপমান মাথায় উঠে, সার্কিট হিট করে, যান্ত্রিকভাবে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কাজটা সত্যি করে দেখালাম।কথা শেষে নুসরাত নিজের রুমে চলে গেল গা দুলিয়ে। আরশ তীক্ষ্ণ চোখে অবলোকন করল করিডোর পার করা নুসরাতকে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে। সৌষ্ঠব রেখা সম্বলিত হাতগুলো ঢোকাল থ্রি কোয়াটার

প্যান্টের পকেটের ভেতর। জিহ্বা একপাশ থেকে অন্য পাশ ঘুরিয়ে গালে নিয়ে চোখা করে রাখল। ততক্ষণে দু-য়েকবার চোখাচোখি হয়ে গিয়েছে তাদের। নুসরাত অনিহা নিয়ে সেই দু-য়েকবার চোখ সরিয়েও নিয়েছে।আরশ শান্ত মনে, নির্মলতার সহিত শুধু দেখল নুসরাতের অঙ্গ-ভঙ্গি। তাকে যে ইগনোর করছে তাও খুব ভালো করে টের পেল।

আরশের আঁখিদ্বয় হঠাৎ আটকাল পর্দা ভেদ করে উঁকি দেওয়া মেয়েলি মাথাটায়। ঠোঁটের উপর হাত রেখে তীর্যক হেসে নুসরাত ইসরাতকে শুধাল,"ব্যথা পেয়েছেন মিসেস জায়িন? উফ, দুক্কু পাইলাম, কুষ্টু পাবেন না আপনি!বিয়ের কাজকর্ম শুরু হয়েছে পুরোদমে। সৈয়দ বাড়ি নাছির মঞ্জিল সবদিকেই রমরমে ভাব। যে কেউ দেখলে ভেবে বসবে

আগামীকাল বিয়ে। বিয়ের আঠারো দিন আগ থেকে এত জমজমাট আয়োজন দেখে আশেপাশের লোকজন সামান্য অবাকই। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হেলাল সাহেব একটু বিরক্তি বোধ করলেন তাই হেঁটে বারান্দায় চলে গেলেন। একটা মানুষ নেই যার সাথে কথা বলবেন, সবাই কাজে ব্যস্ত। লিপিকে ও দু-দিন যাবত ঠিকঠাক দেখা

যাচ্ছে না। নাছির মঞ্জিলের দিকে তাকাতেই দেখলেন নুসরাত ব্রাশ করছে, সাথে বারান্দার রড ধরে ঝুলছে। কিৎকাল নুসরাতকে অবলোকন করে চুপচাপ চলে গেলেন তিনি। হেলাল সাহেবের বিরক্তি কমাতে হয়তো সৈয়দ বাড়ির গেটে আগমন ঘটল একটা গাড়ির। গেট খুলে দিতেই কালো রঙের গাড়িটা ফ্রন্ট ইয়ার্ডে প্রবেশ করল।

শব্দ করে হর্ণ বাজিয়ে থেমে গেল তা। গাড়ি থেমে যেতেই তড়িঘড়ি করে গাড়ির সামনের দরজা থেকে বের হয়ে আসলো একজন কালো কাপড় পরিহিত লোক। দৌড়ে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল।প্রথমেই সেখান থেকে স্টিলেটো পরা শুভ্র বর্ণের পা নেমে আসলো। ধীরে ধীরে অন্য পা টা কংক্রিটের রাস্তায় নামল। পরপরই কালো কাপড়

পরিহিত লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। বাড়ানোর হাতের দিকে অক্ষিপট নির্ঘত করে গোলাকার আকৃতির শুভ্র মুখটায় ফুটে উঠল উজ্জ্বল হাসি। হ্যাজেল বর্ণের চোখগুলো দিয়ে দেখল বাড়ির ইন্টেরিয়র। তারপর ওই বাড়ানো হাত চেপে ধরে নেমে দাঁড়াল শুভ্র বর্ণের মেয়েটা। মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল পুরো বাড়িটা। বাড়ির গেট খোলা থাকায় লোহার

তৈরি নেমপ্লেটে লিখা দেখল সৈয়দ নিবাস। ওইদিকে চেয়ে হাসল মেয়েটা সামান্য। তীর্যক হাসি ঠোঁটে চেপে টকটক পায়ে এগিয়ে গেল ভেতরে। গা থেকে চান্স সেনেল পারফিউমের সুঘ্রাণে পুরো জায়গা মো মো করে ওঠল। হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টি বারবার ঘুরে গেল। হাতের মধ্যে থাকা মিস ডিওর এর ব্যাগটা থেকে আলগোছে গুচ্ছি লগো বিশিষ্ট

চশমা বের করে পরে নিল। হুডা বিউটি লিখা নিউড কালারের লিপিস্টিক বের করে ঠোঁটে স্মাচ করে নিল সামান্য। ঠোঁট উপর নিচ ঘঁষে কালো কাপড় পরিহিত লোকটার দিকে চেয়ে শুধাল,”সুন্দর লাগছে?

লোকটা নিজের কালো ঠোঁট নাড়িয়ে বলে ওঠল,“গর্জিয়াস ম্যাম, সুন্দর

জিনিসটা আপনার সাথেই যাচ্ছে না, কেমন ফিকে পড়ছে!

মেয়েটা সামান্য হেসে নিয়ে বলে ওঠল,

” থ্যাংক্স ফর ইউ্যের কম্পিলিমেন্ট ভিক্টর!

বাড়ির ভেতর ঢোকার আগে চোখের চশমাটা নাকের কাছে নামিয়ে নিয়ে পাছিরের ওপারে ডু-প্লেক্স বাড়িটার দিকে তাকাল। চোখ সরু সরু করে

চেয়ে থেকে বলে ওঠল,”ওই বাড়িটা কার?

ভিক্টর নামের লোকটা নিজের পকেট থেকে নোটবুক বের করল। কিৎকাল চোখ বুলিয়ে নিয়ে যান্ত্রিক সুরে আওড়াল,”সৈয়দ আজমল আলীর দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ নাছির উদ্দিনের ওই বাড়ি। নিজের স্ত্রী ও দু-সন্তান নিয়ে ওখানে বসবাস করেন।

“আই সি, আমার উড-বি এর এক্স ওয়াইফ।নাছির মঞ্জিলের টেবিলে বসে আছে নুসরাত, ইসরাত, ইরহাম, আহান। ইরহাম গতকাল রাতে এই বাড়িতে থেকেছে তাই নাস্তার টেবিলে সে ও বসে। ভদ্র মুখ বানিয়ে চোখ নিচের দিকে দিয়ে রেখেছে। দেখলে যে কেউ ভাববে এই ছেলের মতো ভদ্র দুটো নেই। ভেতরে কাহিনি দেখলে সকলে নাক

ছিটকে বলবে এই ছেলের মতো দুটো অভদ্র আর এই পৃথিবীতে নেই। মমো খাবার টেবিলে নেই, সে আজ সৈয়দ বাড়িতে। গতকাল ও ট্রান্সফার হয়েছে ওই বাড়িতে। দু-দিন হলে এই মামার বাড়িতে থাকছে, তো দু-দিন ওই মামার বাড়িতে। আহান সকাল সকাল মজাদার নাস্তা করার জন্য এ বাড়িতে হাজির হয়েছে। ওই বাড়িতে

ইন্দুর মুখী একটা মেয়ে এসেছে আর ওই মেয়েকে নিয়ে বড় আব্বুর, চাচ্চুর, আর তার বাবার যতো আলো আলো তুলো তুলো। এসব দেখে তার বমি আসছে। একটা বাইশ তেইশ বছরের মেয়ের এতটা ন্যাকামি সে মেনে নিতে পারছে না। তাই চোখ বন্ধ করে সে বেরিয়ে এসেছে। যাক চুলোয় সবগুলো, জ্বলে পুড়ে ছারখার হোক। তার কী!

সে এখানে আরামে বসে খাবে। টেবিলে খাবার রেখে এসে বসলেন নাজমিন বেগম। নুসরাত কোনো কিছুতে হাত না দিয়ে আগে গুঁড়ো দুধ হাতে নিল। ব্রেড পিরিচ থেকে দুটো নিয়ে একটার উপর গুঁড়ো দুধ ভালো করে ঘঁষে নিল। তারপর অন্যাটা উপরে রেখে দু-কামড়ে পুরোটা সাবাড় করে দিল। ইসরাত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজের

চায়ের কাপ টেনে নিল। নুসরাত নিজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপলব্ধি করল, তারপরও না দেখার ভান করল। সে জানে এটা তার জননীর দৃষ্টি। আহান নুসরাতের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর উদাসীনতায় পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলল,"আপু তুমি কী রাক্ষস দু-কামড়ে এই মোটা ব্রেড খেয়ে নিলে!

নুসরাত ঠোঁট নাড়িয়ে ইশারায় বলে ওঠল,“বেশি কথা বললে তোকে ও দু-সেকেন্ডে মহাকাশে পাঠিয়ে দিব।

নুসরাত আবার একইরকম ভাবে খাবার টুপুসটাপুস করে মুখে ঢোকাতেই আহান ক্যামেরা বের করে বলে ওঠল,”লুক এট মি মিসেস নুসরাত, ডটার অফ সৈয়দ নাছির!

নুসরাত মুখ তুলে তাকাতেই আহান জুম করে নুসরাতের ছবি তুলে নিল। অতঃপর দাঁত কেলিয়ে বিজয়ী হাসি হাসল। ইসরাতের দিকে ফোন বাড়িয়ে দিয়ে দেখাল, সাথে বলল,"সুন্দর না? আপু আরেকটু গুলুমুলু হলে ভালো লাগবে তাই না আপি?ইসরাত চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়াল। শান্ত চোখ টেবিলে ঘুরিয়ে নিল। ইরহামের দিকে একবার

তীর্যক দৃষ্টি দিয়ে, ব্যঙ্গ করে হাসল। ইরহাম তার বদলে নিষ্পাপ হাসি দিল। নাছির সাহেব ইরহামের পিঠে চাপড় মেরে বলে ওঠলেন," তো কেমন চলছে সবকিছু ইয়াং ম্যান? কবে থেকে সৈয়দ চয়েসে আসছ? আমাদের সাথে বসছ?

ইরহাম মেকি হাসি দিল। আহান নুসরাতের দিকে ত্যাড়া চোখে তাকাল, নুসরাত ও তেমন করে

তাকাল। দু-জনের চোখাচোখি হতেই চোখ উল্টালো। ইসরাত ইরহামের কান্ড দেখে বারবার শিহরিত হলো। কী একটা ভান করছে এই ছেলে! কানে ভেসে আসলো,"কয়েকদিন যাক মেঝ আব্বু, তারপর জয়েন করব।

নাছির সাহেব মাথা নাড়িয়ে মুখে আপেলের টুকরো ঢোকালেন। নাজমিন বেগম ইরহামের প্লেটে

ফ্রজেন পাউরুটি তুলে দিতে দিতে শুধালেন,”প্রথম বর্ষের রেজাল্ট কবে তোর?ইরহাম ঢোক গিলল। মোটা মোটা ডাব্বা পেয়েছে তা জানলে তার মাতা রানীর থেকে এই মহিলা বেশি খেপবেন। কণ্ঠে ধীরতা এনে অবিলম্বে বলে ওঠল,”এখন না, আরো দু-য়েকমাস পর রেজাল্ট।

নাজমিন বেগমের অবিশ্বাস্য পূর্ণ দৃষ্টি নিজের উপর দেখে ইরহাম বলে

ওঠল,”আহানের নামে কসম কেটে বলছি।

নাজমিন বেগম রুঢ় কণ্ঠে বলে ওঠেন,

“অন্যের নামে কসম কাটবে না, এসব শিরক।

ইরহাম জিভ কাটল। আহান বিরক্তি নিয়ে বলে ওঠল,

” আবারো মনে হয় ফেইল করেছে, তোমার ছেলেএএএ।তারপর নুসরাত

আর সে হাসিতে ফেটে পড়ল। ইসরাত ও মুচকি মুচকি হাসল। নাজমিন বেগম রুঢ় কণ্ঠে বললেন,”জুতো কিন্তু আমার পায়ে আছে। খেতে চাও বাদাম দু-জনে?

নুসরাত আর আহান দু-পাশে মাথা নাড়াল। নাছির সাহেব নিজের চোখের চশমা নাকের ডগা থেকে উপরে টেনে তোলেন। নুসরাতকে জিজ্ঞেস করলেন,”তোমাদের নাকি

কী একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেটা নিয়ে নাকি ক্যাচক্যাচ করেছেন বড় ভাই!

নুসরাত কাঁধ ঝাঁকাল দু-দিকে। ঠোঁট উল্টিয়ে বোঝাল সে জানে না। আহান দু-হাতে মাথা চাপড়ে নিয়ে কাঁদু কাঁদু কণ্ঠে বলল,"আর বলবেন না মেঝ আব্বু, আমার ভিডিওটা এত ভিউজ হয়েছিল সেটা দেখে বড় ভাইয়া হিংসে করে আমার মোস্ট

ভিউয়েড ভিডিওটা পেজ থেকে উড়িয়ে দিয়েছেন। হু হু.. মাম্মিইইই..!

নাছির সাহেব হেসে দিলেন। আহান আবারো হু হু করে কাঁদার মতো করল। নুসরাত বলে ওঠল,"শিয়াল এর মতো হুক্কা হুয়া দিয়ে উঠছিস কেন কতক্ষণ পর পর?আহান এসব শুনল না। টিপিক্যাল মহিলাদের মতো মাথা চাপড়াল। টি-শার্ট

চোখের কাছে নিয়ে এমনি এমনি চোখ মুছল। তারপর আবার পাহাড়ী এলাকায় ঘোরা একাকী, সঙ্গহীন শিয়ালের মতো হুংকার দিয়ে উঠল। কষ্টে ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,"সব সেল হয়ে গিয়েছিল। আপির হাতের ব্রেসলেট,কুর্তি, আপুর পায়ের স্লিপার, শার্ট, প্যান্ট, চোখের চশমা, মেঝ আম্মুর পায়ের রোবটিক্স জুতো, ছোট ভাইয়ার কাপড় চোপড় সব স্টক-

আউট। আর কিছু বাকি রয়েছিল ভাইয়ার জন্য, হলো না। মাম্মিইইইইইই...!অনিকা আসার পর থেকে হেলাল সাহেবের সাথে কথা বলছে। মেয়েটাকে অত্যন্ত ভদ্র মনে হয়েছে হেলাল সাহেবের কাছে। একবারও তার চোখে চোখ রেখে কথা বলেনি। এই যুগের মেয়ে হয়ে মাথায় স্কার্ফ পেঁচিয়ে রেখেছে। ওয়েস্টার্ন এর সাথে কে পরে

ওড়না। আসলেই তার বন্ধু শাহেদ খান মেয়েটাকে ভালোই শিক্ষা দিয়েছে। এই বাড়ির একটা মানুষ তার সাথে কথা না বললেও এই মেয়ে বলছে। ঘড়ির কাটা দশটায় যেতেই ভূমিকম্পের ন্যায় সেটা কেঁপে ওঠল। উচ্চ শব্দে ঝংকার হলো তাতে। এতেই দুটো রুমের দরজা খুলে বের হলো তিন-জন মানুষ। আরশ জায়িনের দিকে

তাকিয়ে মৃদু সুরে সালাম ঠুকল। দেখল যে কেউ বলবে কী ভদ্র ছেলেটা!! জায়িন ও সালামের জবাব দিয়ে শার্টের হাতা ফোল্ড করে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল সামনে। মাহাদি তখনো ঘুমের চোটে তাকাতে পারছে না। কোনরকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ব্রাশ করেছে সে। এখন আবার নিচে যেতে হবে তাদের। এক চোখ খুলে সামনে অবলোকন

করতে গিয়ে দেখল জায়িন গোসল করে ফিটফাট হয়ে নিচে নামছে। ফরমাল বেবি পিংক কালার শার্ট ইন করে গ্রে কালার প্যান্টের ভেতর ঢোকানো সাথে কালো বেল্ট। নিজের দিকে একবার তাকাল। নিজেকে দেখেই নিজের বমি আসলো। এমন একজন পরিস্কার লোকের সাথে সে বসবে। আহ...! অগোছালো চুলগুলো হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিয়ে

নিজের হ্যাজেল বর্ণের চোখ দিয়ে আরশকে স্টক আউট করল। নিজেদের পাশে থাকা ওয়াল মিররে দেখল নিজেকে একবার। আরশের থেকে তাকে মানুষ লাগছে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে এগিয়ে গেল সে। যেতে যেতে আরশকে টিপ্পনী কাটতে ভুলল না। শুধাল,"এরকম হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট পরে মেয়েদের পাগল করতে বের হচ্ছিস?আরশ নিজের সামনের

দিকে ছোট ছোট করে রাখা চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে ভ্রু উচাল। কোনো কথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে নিলে মাহাদি বলে ওঠল,"এক কানে হেডফোন পরে এমন পাগলের মতো ঘুরিস কেন? ইসস্টাইলিশ প্রমাণ করতে চাচ্ছিস?

আরশ দাঁতের মাড়ি চেপে ছোট করে উত্তর করল,

“হুয়াই উড আই নিড টু প্রুভিং এনিথিং? আ’ম অলরেডি স্টাইলিশ। মাহাদির চোয়াল ঝুলে গেল আরশের উত্তরে। বিরক্তিতে নাক ফুলিয়ে নিল সে। অতঃপর রাগী ভঙ্গিতে লাফ মেরে আরশের গলা পেঁচিয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। আরশ পাত্তা দিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠল,”সামওয়ান ইজ লুকিং এট ইউ উইয়ারডলি।আরশ

নির্বিকার চিত্তে কথাটা শেষ করতেই মাহাদি গলা খাঁকারি দিয়ে আরশের গা থেকে নেমে গেল।ঘাবড়ে যাওয়া মুখে আশপাশ চোখ বুলাতেই দেখল মমো তাদের দিকে তাকিয়ে। মাহাদি দাঁত চেপে আরশের কানে কানে বলল," এই শাকচুন্নি মহিলা সবসময় আমার দিকে নিশানা সেট করে রাখে নাকি?

আরশের কঠোর দৃষ্টির সম্মুখে পড়ে, মাহাদি জিভ কেটে আমতা আমতা করে বলে ওঠল,

“ইয়ে মানে, আমি বলতে চাইছিলাম ভদ্র-মহিলা যেখানে ইনসিডেন্ট ঘটে সেখানেই উপস্থিত থাকেন।

দু-জনেই নিচে নামতেই দেখল নতুন একজন ব্যক্তির আগমন। হেলাল সাহেবের কথা কানে আসলো আরশের, তিনি বলছেন,” অনিকা ও

হচ্ছে জায়িন আমার বড় ছেলে, আর জায়িন ও হচ্ছে...

হেলাল সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না,অনিকা হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল জায়িনের উদ্দেশ্যে। জায়িন বাড়ানো হাত দেখে ও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শান্ত আওয়াজে বলে ওঠল,"এক্সকিউজ মি!

অনিকা আলগোছে গুটিয়ে নিল নিজের হাত। কালো মুখ করে হেলাল সাহেবের দিকে কাঁদো কাঁদো চেহারা বানিয়ে তাকাল। হেলাল সাহেব বলে ওঠলেন,”ফরগেট ইট!

লিপি বেগম দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জায়িনের এমন কান্ডে ঠোঁট চেপে হাসি আটকালেন। ওড়নার কোণোয় মুখ চেপে চলে যেতে নিলেন জায়িন

ডেকে উঠল,”গিভ মি সাম ফুড মম, অর জাস্ট ওয়াটেভার ইউ মেইড।

মাহাদি দু-হাত দু-দিকে মেলে এসে অনিকাকে জড়িয়ে ধরতে নিল, অনিকা দূরে সরে গেল। নাক চেপে ধরে বলে ওঠল,”স্মেল আসছে,দূরে যাও মাহাদি!

মাহাদি নাক ফোলাল। নিজের কাপড় থেকে নাক টেনে স্মেল নিয়ে

বলল,”কোনো স্মেল নেই, এই দেখো!

অনিকা পাত্তা দিল না মাহাদির কথা। ভিক্টরের দিকে চেয়ে বলে ওঠল,”মাহাদির গায়ে মিস রোজের পারফিউম স্প্রে করো।” ওইটা মেয়েলি পারফিউম!

অনিকা অনিহা নিয়ে শুধাল,

“সো ওয়াট?

ভিক্টর অনিকার কথা মতো তার ব্যাগ থেকে পারফিউম বের করে মাহাদির গায়ে স্প্রে করল। পরপরই অনিকা দু-হাত মেলে মাহাদিকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল," ও মাহাদি, আমি তোমাকে অনেক মিস করেছি।

মাহাদি অনিকাকে ভেঙ্গাল,

"ও মাহাদি, আমি তোমাকে অলেক মিত কলেতি।

অনিকা এবার হাগ ছেড়ে বের হয়ে আসলো। আরশের দিকে সরু চোখে চেয়ে এগিয়ে গেল। আরশ তখন এসে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। বাঁ-হাতে মোবাইল চেপে ধরে কিছু একটা করছে মনোযোগ সহকারে। নিজের সামনে কাউকে দেখতেই মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে নিল তৎপরতা নিয়ে। গলার নিচ থেকে শীতল স্বর বের হয়ে

আসলো,” ওয়াট?অনিকার কাছে মনে হলো ধমকে কথা বলছে লোকটা। নিজের মনের ভাব ভেতরে চেপে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। আরশ সেই বাড়ানো হাতের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে দেখল। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে রুঢ় গলায় শুধাল,”হু আর ইউ?

আসার পর থেকে গণে গণে দু-বার অপমানিত হলো অনিকা। জীবনে

এতবার কখনো সে অপমানিত হয়নি। এখানে এসে যতবার অপমানিত হয়েছে। প্রথমে আঙ্কেলের বড় ছেলে আর এখন তার ছোটছেলে। আজ কী তার অপমান হওয়ার দিন! ঢোক গিলে অপমান হজম করে নেওয়ার চেষ্টা করল। ঠোঁট চেপে গলার কাছে দলা পাকা কান্নাগুলো চেপে বলে ওঠল,"আমি, আমি...!

আরশ কথা কেটে দিয়ে বলে ওঠল, “Whatever, Do your thing and move out of the way. অনিকার চোখ অপমানে ছলছল করে উঠল। এতক্ষণে খুশিতে ভরা মন এক মুহুর্তে দুঃখের সাগরে ভাসতে সময় নিল না।খাবার টেবিলে নাইফ দিয়ে ধীরে ধীরে কেটে খাবার মুখে পুরল অনিকা। হেলাল সাহেবের সাথে টুকটাক কথা চলছে

তার। চেয়ার টেনে শব্দ করে মমো বসতেই মাহাদি চোখ তুলে তাকাল। দু-জনের চোখাচোখি হলো সামান্য সময়ের জন্য, তারপর তা ভেঙে গেল। দু-জনেই অস্বস্তি নিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে, স্থির করল অক্ষিদ্বয় প্লেটের দিকে। চুপচাপ খাবার খেতে ব্যস্ত হলো। রুহিনী আকস্মিক বলে ওঠলেন," কিরে মমো এমন চুপচাপ কেন তুই! কথা বলছিস না কেন?

অনিকা এতক্ষণে মমোকে খেয়াল করল। প্রথম দেখায় গুলুমুলু মেয়েটাকে তার মনে ধরল। গোল গোল চোখে মমোকে অবলোকন করে বলে ওঠল,”হায় বেবিগার্ল, ইউ লুক লাইক আ ডল! তুমি কী মাহাদিকে বিয়ে করবে? আসলে বেচারার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই।

প্রথমবার দেখা হওয়ার পর এমন অদ্ভুত কথা কেউই আশা করেনি

অনিকার থেকে। অনিকার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ঝুলে আছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে ভিক্টর, হাতে ব্যাগ নিয়ে। রুহিনী হেসে দিলেন শব্দ করে। পরিবেশ স্বাভাবিক করতে অনিকাকে প্রশ্ন করলেন,”মজা করছো না তুমি? “সে তো মমো আমার ভাবী হলে মজা করব,এখন আমি সিরিয়াস! বেচারা মাহাদিকে কোনো মেয়ে পাত্তা দেয় না।

মমো লিপি বেগমের দিকে নাক ফুলিয়ে চেয়ে বোঝাল এই মেয়েকে থামাও। জায়িন তখনই শক্ত কণ্ঠে বলল,”দেট’স টু মাচ. স্টপ দ্যা ননসেন্স টক. লাইক মাহাদি, মমো’স ব্রাদার.অনিকা আবারো অপমানে থমথমে মুখ করে নিল। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার জানাল,কী এক বাড়িতে এসেছে, কথায় কথায় এরা অপমান করে! পঞ্চমবারের মতো

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনিকা। খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না তার। মাহাদি আড় চোখে দেখল বোনকে একবার। মুখ দেখে বোঝা নিল এখানে আরেকটুখানি বসে থাকলে তার ফুলের মতো নাজুক বোনটা কেঁদে দিবে। তাই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠল," আ'ম ডান। অনিকা সাথে আসো তোমার সাথে কথা আছে।

অনিকা এখান থেকে বের হতে চাইছিল, মাহাদির কথায় উঠে দাঁড়াল খাবার টেবিল থেকে। টিস্যু দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে ক্যাজুয়াল হাসি দিয়ে মাহাদির পেছন পেছন চলে গেল। সাথে ভিক্টর ও ছায়ার মতো তাদের অনুসরণ করল। সৈয়দ বাড়ির মেইন ফটকের সামনে পৌঁছাতেই মাহাদি দু-হাতে বুকে টেনে নিল তাকে। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদু

আওয়াজে সান্ত্বনা দিল,”ডোন্ট ক্রাই সিস, ইট’স ওকে! ফরগেট ইট! সৈয়দ বাড়ি থেকে দুটো গাড়ি পরপর বের হলো। প্রথম গাড়িতে ইসরাত, জায়িন, মমো, মাহাদি, ভিক্টর। দ্বিতীয় গাড়িতে ড্রাইভিং সিটে আরশ, ফ্রন্ট সিটে অনিকা, ব্যাক সিটে ইরহাম, আহান, নুসরাত। আরশ ফ্রন্ট মিরর ঠিক করে নিয়ে বলে ওঠল,”কেউ

একজন সিট বেল্ট বাধেনি তাকে বলা হচ্ছে বাঁধার জন্য!

নুসরাত বিরক্ত হয়ে সিটবেল্ট টেনে নিয়ে বেঁধে ফেলল। অনিকা ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে ফিরে নুসরাতকে দেখল। চিকন সুরে বলে ওঠল,"তুমি মুখে কী ইউজ করো, এতটা গ্লো করছে কীভাবে? কোন ব্রান্ডের স্কিন কেয়ার ইউজ করো?

নুসরাত ঠোঁট বাঁকিয়ে মিথ্যা হাসি দিল। টেনে টেনে বলল,”স্পেশাল ওয়াশরুমের কাপড় ধোয়ার সাবান দেই, লাইক ভিম ওয়াশ, কামাল সাবান, লাক্স সাবান, ডাব সাবান, ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো কখনো হুইল পাউডার দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলি আবার কখনো হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে। আপনি চাইলে ট্রাই করতে পারেন মিস অর মিসেস?

অনিকা বলে ওঠল,“মিস বলতে পারো! তোমার আর আরশের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে?

নুসরাত অনিহা নিয়ে বলে ওঠে,

” তার আগে এটা বলুন আপনি কে?

অনিকা উৎফুল্ল হয়ে জবাব দিল,

“উনার উড-বি! এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!

নুসরাত আড় চোখে আরশকে দেখল। উদাসীন গলায় বলে ওঠল,”জানি না!

অনিকা আর কথা বলল না। ব্লুটুথ কানেট করে লাউড স্পিকারে গান বাজানো শুরু করল। ইরহাম নুসরাতের কান ঘেঁষে মৃদু সুরে, ভ্রু উচিয়ে বলে ওঠল,”এই মহিলা এত বেশি ইন্টারফেয়ার করছে কেন আমাদের পরিবারের বিষয়ে, আর

ভাই ও দেখি কোনো কথা বলে না! কেমিস্ট্রিটা কী?

নুসরাত শক্ত কণ্ঠে বলল,

“কোনো কেমিস্ট্রি নেই, ইগনোর কর ভদ্র মহিলাকে।জায়িন ইসরাতকে নিয়ে এসেছে ওয়েডিং ওয়াড্রবে। আসার পর থেকেই অফ হোয়াইট কালার লেহেঙ্গা একের পর এক পরাচ্ছে তাকে। গত দেড় ঘন্টা যাবত কাপড় ট্রায়াল দিচ্ছে তারা।

ইসরাত কিছুক্ষণ পর পর কাপড় চেঞ্জ করে এসে জায়িনের সামনে দাঁড়াচ্ছে, জায়িন তাকে বারবার নতুন কাপড় চুস করে ট্রায়াল রুমে পাঠাচ্ছে। সব কাপড়ে খুঁত বের করছে লোকটা খুঁজে খুঁজে। কোনোটার ফিটিং নিয়ে চিৎকার করছে, কোনোটার লং লেংথ নিয়ে তার সমস্যা। আবার অতিরিক্ত রিভিলিং বলে বলে কাপড় চেঞ্জ

করাচ্ছে। আরশ, মাহাদি, ইরহাম, আহান, ভিক্টর, জেন্টস সাইডে। জায়িন না করে দিয়েছে সে যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে আসতে না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কেউ না আসে এখানে। পরপর অনেকক্ষণ কাপড়ের খুঁত ধরার পর শেষ পর্যন্ত একটা কাপড় তার পছন্দ হলো। ইসরাতলে উল্টো করে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখল ড্রেসের ডিজাইন

খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে। শেষ পর্যন্ত এটা ডান করা হলো! ইসরাত ট্রায়াল রুম থেকে এসে ধুপ করে সোফার উপর বসে পড়ল। নুসরাতকে দেখল সোফায় বসে মিটিমিটি হাসছে। বলল," নুসরাত নাছির বেশি করে হাসো, তোমার সময় দেখে নেব! নুসরাত নির্বিকার চিত্তে বলল,

“এত কষ্ট করতে হলে আমি জীবনেও বিয়ে করব না। প্রয়োজন হলে শার্ট প্যান্ট পরে বিয়ে করব।

“দেখা যাবে না হয় তখন!

ইসরাত ঠোঁট বাঁকিয়ে নুসরাতকে ভেঙচি কাটল। জায়িন একের পর এক জুতো দেখছে। কয়েকটা জুতো পছন্দ করে এনে ইসরাতের পায়ের কাছে রাখল। ইশারা করল পরে দেখতে। ইসরাত হাপানি গলায়

বলল,” এনার্জি নেই, এই মুহুর্তে সম্ভব না।

জায়িন হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসল। ইসরাতের পা চেপে ধরে নিজের হাঁটুর উপর রাখল। ঠাখনু পর্যন্ত স্পর্শ করা জিন্সের প্যান্ট ফোল্ড করে উপরে তুলে দিয়ে বলে ওঠল,”আপনি রেস্ট করুন, আপনার পা আমার উপর ছেড়ে দিন!

ইসরাত পা টেনে সরাতে চাইল জায়িন চোখ দেখাল। ধমকে উঠে বলল,”নড়চড় করবেন না, নাহলে কোলে বসিয়ে জুতো পরাবো। ইসরাত বিরক্তি শ্বাস ফেলে শরীরের ভার সোফায় ছেড়ে দিল। জায়িন ধীরে ধীরে ইসরাতের পায়ে জুতো পরালো। প্রত্যেকটা জুতো পরিয়ে জানতে চাইল,”কম্ফোটেবল?

ইসরাত শুধু এমনি হু বলল। জায়িন কয়েকটা পরানোর পর শেষ পর্যন্ত জুতো চুস করতে ব্যর্থ হলো। ইসরাতকে বলে ওঠল,”সবগুলো কম্ফোটেবল হলে সবগুলো নিয়ে নেই?

ইসরাত আশ্চর্য বনে গেল। অস্বাভাবিক হেসে বলল,

“আপনি পাগল!

জায়িন কথা শুনল না ইসরাতের, স্টাফকে ডেকে বলে ওঠল,” সবগুলো জুতো, হাই হিল, ওর হোয়াটএভার প্যাক করে দিন।

মেয়েটা হেসে বলল,

“ইয়েস স্যার!এরপর মেক-আপ এর ওখানে জায়িন ইসরাতকে নিয়ে গেল। তাদের জুতোর ব্যাগগুলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নুসরাত আর মমো। অনিকা মুগ্ধ হয়ে দেখছে জায়িনকে।

কেয়ারিং একজন পার্সন। একহাতে ইসরাতকে আগলে রেখেছে নিজের বাহুর সাথে লোকটা। গ্লাস দ্বারা আবৃত শো-রুমে ঢুকে গেল জায়িন। নুসরাত আর মমো দু-জন দু-জনের দিকে তাকাল। নুসরাত খ্যাঁক করে উঠে শুধাল," আমাদের কী এরা জামাই বউ কাজের ঝি নিয়ে আসছে?

মমো ঠোঁট উল্টিয়ে বলল,

“জানি না।

নুসরাত দাঁতে দাঁত চেপে শুধাল,

” তুই কী জানিস আমার মা?

মমো কিছু বলতে নিল নুসরাত বলল,

” চুপ আর কোনো কথা না। কথা বললে বল বানিয়ে পার্কিং লটে সটাবো।

জায়িন ভেতরে ঢুকেই ইসরাতকে জিজ্ঞেস করল,

“কোন ব্র্যান্ড এর স্কিন-কেয়ার মেক-আপ ইউজ করেন আপনি?

ইসরাত শান্ত সুরে বলল,“লরিয়াল এর।

জায়িন স্টাফের উদ্দেশ্যে কয়েকটা প্রোডাক্টের নাম বলল,”Niacinamide serum, Revitalift, Pure Clay Mask, White Perfect Clinical,Hydra

Fresh,আর মেয়েদের যা যা প্রয়োজনীয় সব দিয়ে দিন।

লোকটা সব প্যাক করে দিল। এরপর ড্রেস আর শাড়ি কিনার জন্য অন্য দোকানে ইসরাতকে নিয়ে চলে গেল। তাদের সব জিনিস নুসরাত আর মমো হাতে নিয়ে ঘুরছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে দু-জনকে নিয়ে আসছে কাজ করানোর জন্য। জায়িন এরপর কয়েকটা শাড়ি বাছাই করে

নিল ইসরাতের জন্য। নিজের পছন্দের কিনলেও সে বারবার জিজ্ঞেস করে নিল কম্ফোটেবল কিনা..! ইসরাতের একই উত্তর সব কম্ফোটেবল।

বিয়ের শপিং প্রায় শেষের দিকে আরশ, ইরহাম, আহান, ভিক্টর, মাহাদি এসে হাজির হলো সেখানে। ইরহাম নুসরাতের হাতের সব ব্যাগ গুলো নিজের হাতে নিয়ে নিল।

তারপর ভিক্টর আর সে মিলে সবগুলো ব্যাগ গাড়িতে নিয়ে রেখে আসলো।এতক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে নুসরাতের হাত পা অসাড় হয়ে গিয়েছে। কোনোরকম উড়ে গিয়ে বাড়িতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল তার। হাত দিয়ে ব্যাগ ধরে রাখায় হাতে রেশ রেশ পড়ে গিয়েছে। এসব জিনিসে তাকে কে পাঠিয়েছে! নিজেকে কয়েকটা গালি দিল কেন

আসতে গিয়েছিল। পানির পিপাসা পাওয়ায় আশেপাশে চোখ ঘুরাল, ইরহামকে নিয়ে ফুড কর্ণারে যাওয়ার জন্য, প্রতিমধ্যে একটা ছেলে এসে নুসরাতের পাশে দাঁড়াল। নুসরাত ছেলেটাকে দেখেই চিনে ফেলল, এটাকে সে দেখেছে ওই নেতা ফেতার সাথে। চ্যালাটা এখানে কী করছে প্রশ্ন জাগল মনে। বিরক্তি নিয়ে পাশ কাটাতে নিলে ছেলেটা

ঠান্ডা পানির বোতল নুসরাতের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল,” ভাবী, ভাই পাঠিয়েছে!

নুসরাত তীক্ষ্ণতার সাথে ছেলেটাকে দেখল। চোখা চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল,”কে ভাবী?

“আপনি!

নুসরাত ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল,” আমি কোনো ভাইয়ের ভাবী না, অন্য কেউ!

ছেলেটা নুসরাতের সাথে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কানের কাছে জেদি সুরে বলল,”জ্বি না আপনিই ভাইয়ের ভাবী!

নুসরাত থেমে গিয়ে আঙুল তুলে শাসাল। কাটকাট কণ্ঠে বলল,” আমি ভাবী না, ভুল হচ্ছে!

ছেলেটা সম্মানের সহিত চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,

“আপনিই ভাবী, কোনো ভুল হচ্ছে না!

নুসরাতের মাথার উপরী ভাগ খা খা করে উঠল রাগে। তারপরও মেকি হাসির বাহার ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল,”বালডি বোঝো না কেন তুমি, আমি তোমার ভাবী না। অন্য কেউ ভাবী, অন্য কেউ ভাবী, অন্য কেউ ভাবী!

ছেলেটা ও নুসরাতের মতো করে বলল,“আপনি কেন বুঝছেন না, আপনিই ভাবী, আপনিই ভাবী, আপনিই আমার ভাবী।

নুসরাতের জ্ঞান বুদ্ধি প্রায় লোপ পেল। পা থেকে স্লিপার খুলে হাতে নিয়ে চোখ রাঙিয়ে রাঙিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল,” আরেকবার ভাবী বল শালা, জুতোর বারি একটাও মাটিতে পড়বে না।

ছেলেটা ভয় নিয়ে তাকাল নুসরাতের দিকে। তবুও কোমল কণ্ঠে ডাকল,”ভাবী..!

নুসরাত কিৎকাল ভয়ে শঙ্কিত হওয়া ছেলেটাকে দেখল। স্লিপার আবার পায়ে পরে নিয়ে বলে ওঠল,” ভাবী ডাকার চেয়ে ভালো আম্মা ডাক ব্যাটা..!

ছেলেটা কণ্ঠে মোলায়েমতা এনে ভদ্রতার সহিত ডেকে উঠল,”ভাবী আম্মা..!

নুসরাতের পেছনে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে আরশ। নুসরাত রেগেমেগে কিছু বলার পূর্বেই সটান হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আরশ গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে শুধাল,”কে ভাবী আম্মা? নুসরাতকে এসে যে ছেলে পানি সেধেছিল ওর নাম আয়ান। আয়ান

এর সাথে এসে জুটেছে আরো কয়েকটা ছেলে পেলে। সবগুলোই ভাবী আম্মা, ভাবী আম্মা, ডেকে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে। আরশ শুধু চুপচাপ লক্ষ করছে নুসরাতকে। তার সাথে ভাব নেয় এই বেয়াদব মহিলা। তখন জিজ্ঞেস করেছিল, এগুলো ভাবী আম্মা বলে তোকে ডাকছে কেন! তার দিকে না ফিরে চুল উড়িয়ে চলে আসছে। সাথে

ছেলেগুলোকে ও নিয়ে আসছে। আরশের কাছে কোনো কিছুই ভালো ঠেকছে না। তার বউকে ওসব ছোকরা পোলাপান ভাবী ডাকবে কেন! আরশ মনে মনে কিছু একটা ভেবে গলা খাঁকারি দিল ছেলেগুলোকে তার দিকে ফেরানোর জন্য, কিন্তু একটা ছেলে আরশের দিকে ফিরেও তাকাল না। রাগে

হিসহিস করে আরশ গলা ফাটিয়ে জানতে চাইল,”ও তোমাদের কী?

ছেলেগুলো ফিরে স্বমসুরে বলে ওঠল,“ভাবী আম্মা!

আরশ নিজের ক্লিন-সেভ ধারালো চোয়ালে হাত বুলালো। ইচ্ছে করল নিজের চুল নিজে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। রাগ সামলে নিতে প্রখর গরম নিঃশ্বাস মুখ দিয়ে ফুস করে ত্যাগ করল। তারপর নুসরাতের

দিকে ভ্রু দিয়ে ইশারা করে বলল,” নানী ডাকবে, বুঝেছ?

আয়ান কপালে ভাঁজ ফেলল। বয়স বেশি না সতেরো, আঠারো হবে। তাদের ভাবী আম্মা বলে দিয়েছে ভাবী আম্মা ডাকতে তাহলে উনি কে,যে বলবে নানী ডাকবে। সে শক্ত কণ্ঠে বলল,”ভাবী আম্মা বলেছে তাকে ভাবী আম্মা ডাকতে, তাই আমরা সবাই ভাবী আম্মাকে ভাবী

আম্মা ডাকব। আপনি কে আমাদের এসব বলার?

আরশের মাথা রাগে ভনভন করে উঠল। তার বউ কেন ভাবী হতে যাবে। তার বউ শুধু তার বউ। অন্য সবার নানী, খালা, চাচি হবে, ভাবী হওয়া যাবে না, এটা কোনো ভাবে সম্ভব না! অসম্ভব! বউ নিয়ে সৈয়দ আরশ হেলাল কোনো রিস্ক নিবে না। বউয়ের বিষয়ে সে একদম

পাক্কা। কোনো হেরফের হবে না। রাগী কণ্ঠে হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”আমার বউ হয় ও!নাহিয়ানের ছোকরারা একসাথে হেসে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিল আরশের কথা। আরশের মতো করে ও তারা শক্ত কণ্ঠে নিজের জায়গায় পাহাড়ের মতো অটল থেকে বলল,”আপনি ভাবতেই পারেন ভাবী আম্মাকে আপনার বউ, কিন্তু ভাবী আম্মা তো

আর আপনাকে জামাই ভাবে না। আচ্ছা ওসব ভাবা-ভাবির মধ্যে যেনো সীমাবদ্ধ থাকে, এর বেশি কিছু যেনো না হয়.

আরশের মাথা থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত থিরথির করে রাগে কেঁপে উঠল। নাক ফুলিয়ে কিছু বলতে যাবে, তৌফ এসে হাজির হলো সেখানে। সে এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই পশ্চাৎদেশ উচিয়ে

বায়ূ দূষণ করল। তারপর দু-হাতে নিজের আশপাশ থেকে বাতাস উড়িয়ে দিয়ে বলল,”আপনাগো দু-জনরে দেখতে ভাই বোনের লাখান লাগে।

আরশ চোখের আকার প্রকট করে মৃদু চিৎকার করে বলে ওঠে,”কোনদিক দিয়ে? যত্তসব ছোটলোকি কথা!

তৌফের বলার ভঙ্গিমা দেখলে যেকেউ হেসে গড়াগড়ি খাবে। সে চুল চুলকে নিয়ে খাচ্চোরের মতো বলল,”প্রথমে আসা যাক মুখের কাটিং এ, দুজনের সেইম মুখ। নাক দু-জনের উঁচু, ঠোঁট ও ছোট ছোট একইরকম। কালারটা ও সামান্য এদিক সেদিক। উচ্চতায় ও প্রায় সেম সেম।

আরশ শীতল গলায় বলল,“নুসরাত নাছির ফাইভ ফিট সিক্স ইঞ্চ, এন্ড আ’ম সিক্স।

তৌফ নাকে খুঁচিয়ে নিল। তারপর আবারো বলল,

“শুধু একদিক দিয়ে আপনাগো মিল নাই,আর সবদিক দিয়ে মিল আছে। পুরাই ভাই-বোন আপনারা। ভাবী আম্মাকে বোনের নজরে দেখেন, এর বেশি দেখার দরকার নেই।

মিনমিন করে বলল,

“এর বেশি দেখতে গেলে ভাবী আম্মা চোখ উড়িয়ে দিবে।আরশ খুবই কষ্ট করে বসে ছিল। রাগ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাওয়া হাত মুষ্ঠিবদ্ধ রেখেছিল কিন্তু তৌফের এসব আচরণে রাগের মাত্রা এত বাড়ল কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই নিজের টেবিল থেকে উঠে এসে শক্তি দিয়ে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল।

তৌফ এমন অতর্কিত হামলা হবে বুঝেনি, আকস্মিক হামলায় নিজের জায়গা থেকে হেলে পড়ে যাচ্ছিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ও সমান শক্তি দিয়ে বসাল আরশের নাক বরাবর ঘুষি। নাকের পর্দা পাতলা হওয়ায় আবারো সেদিনের মতো নাক দিয়ে বেয়ে তরল গড়িয়ে পড়ল। আরশ হাতের তালু দিয়ে নাক মুছে দেখল রক্ত। বিরক্ত হলো,

তারপর ওইদিকে দৃষ্টি স্থির রেখে তৌফের পেটের কাছে ঘুষি বসাল। তৌফ উলটে গিয়ে পড়ল মেঝেতে, পেট চেপে ধরে উঠে বসতে যাবে আরশ একহাতে কলার চেপে ধরে শুধাল,"উই লুক লাইক ফাকিং সিভিলিং?তৌফ দাঁত কেলিয়ে হাসল। মুখে ঘুষি পড়ায় দাঁতের সাথে দাঁত লেগে ঠোঁট কেটেছে। ঠোঁটের রক্ত মুছে নিয়ে বলে

ওঠল,”অবশ্যই। দেখলে বোঝা যায়, ভাই বোনের সেরা জুটি!

আরশ রাগে হাত তুলে আরেকটা ঘুষি বসাবে তার পূর্বেই জায়িন সাবধানী স্বরে বলে ওঠল,”স্টপ দিজ ননসেন্স শিট!

শূণ্যে তোলা হাত শূণ্যে রইল আরশের। মাহাদি এসে টেনে তুলল আরশকে মেঝে থেকে। তৌফ দাঁত বের করে হাসছে। আরশকে

উস্কানোর সকল চেষ্টা করছে। জায়িন শক্ত কণ্ঠে আদেশ দিল,”হাসি বন্ধ করো!

তৌফ ঠোঁট চেপে ধরে হাসি বন্ধ করে নিল। ভদ্র বাচ্চার ন্যায় উঠে দাঁড়াতেই নাহিয়ানের পেছন পেছন ঘোরা সবগুলো ছোকরা এসে চেপে ধরল তৌফকে। আয়ান নুসরাতের দিকে তাকাতেই দেখল সে টেবিলে মাথা হেলিয়ে রেখে চেয়ে আছে

এদিকে। এতক্ষণ মারামারি দেখার তালে নুসরাতের দিকে তাকানোর কথা বেমালুম ভুলে বসেছিল সে। নুসরাত ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে ব্যগ্রতার সাথে বলল,”থেমে গেল কেন, ভালোই তো লাগছিল। আরো দু-চার মিনিট ফাইট করতে, এক্ষুণি তো ক্লাইমেক্স শুরু হতো।মাহাদি আরশকে এনে চেয়ারে বসাল। ভিক্টরকে অনিকা ডেকে পাঠাল।

ভিক্টর অনিকার ব্যাগ নিয়ে আসতেই সেখান থেকে ওয়ান টাইম বের করে মাহাদির হাতে তুলে দিল সে। মাহাদি ওয়ান টাইম আরশের যেখান কেটে গেছে সেখানে লাগাতে লাগাতে কানের কাছি ফিসফিসিয়ে টিপ্পনী কাটতে আওড়াল,"ও আমার দায়িত্ব, এর বেশি কিছু না!

আরশ সামান্য ঘাড় বাঁকাতেই মাহাদি মুখ বন্ধ করে নিল। ঠোঁটে মিটিমিটি

হাসি এখনো লেগে। নাকে ওয়ানটাইম লাগিয়ে দিয়ে শেষ বারের মতো আবার বলল,”ও আমার দায়িত্ব, এর বেশি কিছু না। দায়িত্ব হা হা..!

জায়িন পরিবেশ সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এতক্ষণে দলা পাঁকিয়ে গিয়েছে তাদের টেবিলের আশেপাশে। অনেকে ভিডিও তৈরি করেছে মারামারি করার। জায়িন

ভিক্টরকে ইশারা করল কিছু একটা। তারপর ভিক্টর সবার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিজের হীম করে দেওয়া শীতল কণ্ঠে বলল,”যে বা যারা ভিডিও করেছ ডিলিট করো! নাহলে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।তৌফ ঠোঁটের কাছে রক্ত কাপড়ে মুছে নিল। আয়ানকে ভ্রু দিয়ে ইশারা করে হাঁটা শুরু করতেই তার সাথে যাওয়া সবগুলো আরশকে শুনিয়ে

শুনিয়ে ভেঙ্গাতক ভাবে বলল,”ভাবী আম্মা আসছি ভাবী আম্মা! ভাবী আম্মা আমরা আপনার বাড়ির আশেপাশে থাকব ভাবী আম্মা, যেকোনো প্রয়োজনে আমাদের জানাবেন ভাবী আম্মা।ওই ঘটনার পর দেখতে দেখতে চৌদ্দ দিন কেটে গেল। আরশের সাথে নুসরাতের দেখা হয়না। আরশ নিজে সেধে কথা বললেও কথা বলে না নুসরাত।

ছয়টা থাপ্পড়ের বদলা সে নিচ্ছে আরশের সাথে কোনো বাক্য বিনিময় না করে। আরশ নুসরাতের এমন বাচ্চামি আচরণে বিরক্ত। গত ষোলোদিন যাবত এই বেয়াদব মহিলা তার সাথে যা তিড়িংতিড়িং করছে তা বলার বাহিরে। মাহাদি তাকে নিয়ে শুধু হাসে, আর আবেগের বসে বলা একটা কথা নিয়ে সারাদিন টিপ্পনী কাটে।এদিকে

ফ্রান্স যাওয়ার সময় যতদিন যাচ্ছে তত দিন আগাচ্ছে। এমন করলে তো চলবে না, নুসরাতের এমন বাচ্চামি আচরণের খেসারত কেন সে দিবে! এদিকে বিয়ের দিন যত কাছে আসছে তত কাজের চাপ ও বাড়ছে। আজ কিছু সময় আরশের হাতে থাকায় নাছির মঞ্জিলের উদ্দেশ্য বের হতে নিল এর মধ্যে জায়িন এসে হাজির তার সামনে। নিজস্ব ভঙ্গিমায়

দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আরশকে দেখল সে। তারপর বলে ওঠল,”ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর সাথে আমার কথা হয়েছে ওরা বিয়ের আগের দিন এসে মেহেদী সেট, বিয়ের সেট ঠিক করে নিবে। শুধু এডভান্স দেওয়া বাকি রয়েছে ওগুলো নিয়ে তুই দিয়ে আয়, আর আরেকটা কথা কনভেনশন হল কয়েকটা আমি সিলেক্ট করে রেখেছি আউটডোর

ইনডোর দেখে আসিস আসার সময়। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ওদের কেমন তা সবার আগে খেয়াল করিস।জায়িন কয়েকটা বক্তব্য দিয়ে যেমন গতিতে এসেছিল তেমন গতিতে চলে গেল। আরশকে একবার জিজ্ঞেস করল না, সে যাবে নাকি যাবে না। কী এক অবস্থা! আরশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুম থেকে মানিব্যাগ, চাবি নিয়ে

আসলো। থ্রি কোয়াটার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটা ধরল সামনে। মাহাদি বিয়ের শপিং করতে গিয়েছে, তাই বাসা খালি। ইরহাম আর আহান তো সারাদিন ওই বাড়ি পড়ে থাকে এরা এখনো ওই বাড়ি। আরশ বের হয়ে গেল বড় বড় পায়ে। নুসরাতের সাথে দেখা করে কথা বলার চিন্তাটা বেমালুম ভুলে বসল কাজের চাপে। কনভেনশন হল

দেখে সবকিছু সিলেকশন করে আসতে আসতে রাত একটা বাজল। বাসায় আসতেই জায়িন আবার তাকে নিয়ে চলে গেল ওয়েডিং ওয়াড্রবে। সেখানে গিয়ে আরো কিছু কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরল ভোর চারটায়। ঘুমাতে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা মাথায় থাকলেও একদম গোসল সেরে এসে বিছানায় বসল। চোখ বুলালো পুরো রুমে। নিজের

পায়ের কাছে তাকাতেই দেখল শার্ট খুলে ঘুমাচ্ছে মাহাদি। পরণে শুধু শর্ট প্যান্ট। আরশ এসির পাওয়ার ২০ এর ঘরে নামিয়ে দিয়ে ঠাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বন্ধ করতেই ক্লান্তিতে ঘুম এসে ধরা দিল অক্ষিপটে। হাতের ভেজা টাওয়াল বিছানার একপাশে পড়ে রইল ওভাবেই।সকাল সকাল নুসরাতের মাথা হ্যাং হয়ে আছে। তার বন্দুকজি

দেখা পাচ্ছে না সে দু-দিন যাবত। সেদিন তার রুমে লক করে রেখেছিল কিন্তু ব্যাটা বদমাস বন্দুকজি কোথাও নেই। ভালো করে আশপাশ খুঁজল সে, না নেই কোথাও! হঠাৎ মিউ মিউ আকারের শব্দ কানে ভেসে আসতেই থাই গ্লাস বেয়ে উঁকি দিল নুসরাত। ব্যাক ইয়ার্ডে চোখ পড়তেই নুসরাতের চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল। বিস্ময়ে

দাঁত খিঁচে গেল। বন্দুকজি বিড়াল একটার সাথে বসে ইটিস-পিটিস করছে। সে প্রায় বিশ বছরের একজন যুবতী হয়েও প্রেম করতে পারল না আর এই বন্দুকজি, ছানা থাকতে প্রেম করে। নুসরাত চোখ তীক্ষ্ণ করে দেখল। বন্দুকজির সাথে থাকা বিড়ালটা দেখতে চেনা চেনা ঠেকল তার কাছে। মাথায় চাপ দিতেই বিহ্বলিত হয়ে মুখ দিয়ে বের

হয়ে আসলো এহ.. টাইপ শব্দ। তার বিড়াল হয়ে পাশের বাড়ির সজীবের বিড়ালের সাথে প্রেম এটা নুসরাতের কাছে ঘূর অন্যায় ঠেকল। কত্ত বড় সাহস! সজীব তার উপর ডরি ঢালতে পারেনি বলে ওর বিড়াল বদমায়েশ টাকে তার নিষ্পাপ বন্দুকজির পেছনে লেলিয়ে দিবে। নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল, অসম্ভব! মাথায় দু-একটা বাজ ও

পড়ল ইন্ডিয়ান নাটকের মতো। তারপর নুসরাত আরেকটু চোখ খিঁচিয়ে তাকাতেই দেখল তার বন্দুকজির পেট সামান্য ফোলা। এতেই নুসরাতের চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসলো। বড় বড় চোখ বানিয়ে দৌড় দিল ইসরাতকে সব জানানোর জন্য।ইসরাত নিজের রুমে বসে বই পড়ছিল। গভীর মনোযোগ বইয়ে। কিন্তু নুসরাতের

ডুসডাস করে ভেতরে ঢোকায় মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলো বই থেকে। বই থেকে নজর তুলে উপরে চাইতেই দেখল নুসরাত উল্টে মেঝেতে পড়ে আছে। দু-হাতে মাথায় চেপে ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে ওঠল,"আমার বন্দুকজি, আমার বন্দুকজি!

ইসরাত ভ্রু কুঁচকাতেই নুসরাত এক চোখ তুলে তাকাল, আবারো হাই

হুতাশে লিপ্ত হলো। মাথা চাপড়ে চাপড়ে নাকি সুরে কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো করে বলল,”বদমায়েশ বন্দুকজি, ধোঁকা করেছে আমার সাথে।

ইসরাত বুঝল না কী ধোঁকা করেছে বিলাইটা নুসরাতের সাথে। বই বিছানার উপর রেখে বিরক্ত ভঙ্গিমায় শুধাল,”কী ধোঁকা করেছে বন্দুকজি তোর সাথে?

নুসরাত হাই হুতাশ করে মাথায় চাপড়াল। নাটকীয় ভঙ্গিতে চোখের পানি মুছে নিয়ে, অস্বাভাবিক ধাবানলে ক্ষিপ্ততা পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলে,”বদমায়েশ বন্দুকজি, সজীবের বিড়ালের সাথে ইটিসপিটিস করে পেট বাধিয়ে ফেলেছে।

ইসরাত বিকট জোরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল,“কী?

নুসরাত খিটখিটে কণ্ঠে, চ্যাঁচানো সুরে বলল,

“বোঝো না শালী, বদমায়েশ বিড়াল পেট বাধিয়েছে ফষ্টিনষ্টি করে।

” সামান্য এই কথা..!

নুসরাত যেন ইসরাতের কথায় আকাশ থেকে ধুপ করে পড়ে গেল। মানে কী বলে এই মেয়ে সামান্য এই কথা এটা। সে এখনো কুমারি, সুশীল, সুশ্রী, ভদ্র একটা মেয়ে আর

তার বিড়াল পেট বাধিয়েছে। এটা তার কাছে বিষ পান করার মতো একটা কঠিন বিষয়। ইসরাতের কথায় নুসরাত বলল,”এটা সহজ, সরল, সামান্য, একটু, ক্ষীণ বিষয় নয়, এটা পৃথিবী ফেটে যাওয়ার মতো বিষয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল মানুষ বিষ পান করে মরে যাওয়ার মতো কঠিন বিষয়। এ মানিতে পারিলাম না আমি।

ইসরাত শান্ত চোখে চেয়ে বলে ওঠল,“তাহলে তুই ও পেট বাধিয়ে আয়, তারপর তুই আর তোর বিড়াল একসাথে বসে বাচ্চা দিবি, না হয় বিষ খেয়ে নিবি।

নুসরাত ইসরাতের এত কঠিন কথা মেনে নিতে পারল না। চিৎকার করে কান চেপে ধরল। দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল,” এসব বলার আগে তোর মরণ হলো না কেন,কেন,কেন!

ইসরাত ও নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলল, “কারণ, কারণ, কারণ কোনো কিছুই নেই। যা সর, তোর বিড়ালের কাছে যা।

নুসরাত এক আঙুল তুলে সতর্কীরণ ভঙ্গিমায় শাসাল ইসরাতকে। বলে ওঠল,” বিড়াল বলবি না, ওর নাম বন্দুকজি! সম্মান দে আমার বিড়ালের বাচ্চাকে..!

ইসরাত থোড়াই পাত্তা দিল না নুসরাতকে। আরাম করে বসে বই খুলে মনোযোগী হলো। নুসরাত পাত্তা না পেয়ে বিরক্ত হলো, মেঝেতে উল্টে পড়ে রইল অশালীন ভঙ্গিতে।নাজমিন বেগম নিজের বোনের বাড়ি গিয়েছেন বিয়ের কার্ড নিয়ে দাওয়াত দিতে। খালি বাড়ি শয়তানের আস্তানা বলে মানুষজন, নাজমিন বেগমের যেতেই বাড়ি খালি

হয়ে গেল। ইসরাতকে ঠেলে ধাক্কিয়ে পার্লারে জায়িন ট্রিটমেন্ট নিতে পাঠিয়েছে। ইসরাত যাওয়ার পর বাড়ি নুসরাতের হাতে। নাছির সাহেব ও বাড়িতে নেই! ইরহাম আহান এসে ঝুটল তার মধ্যে। সবাই মিলে স্টোর রুম থেকে সাউন্ডসিস্টেম তুলে নিয়ে আসলো। তা বয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ছাদে। একটায় তাদের হলো না

খুঁজে খুঁজে আরো দুটো বের করল। বাটন প্রেস করল। তারপর সাউন্ডসিস্টেমের পুরো সাউন্ড বাড়িয়ে দিল। বিয়ে বাড়ি একটু তো ভাইব আনা প্রয়োজন। তাই তারা এই ব্যবস্থা করেছে। বাটন প্রেস করতেই তার স্বরে গেয়ে উঠল,“বরিশালের লঞ্চে উইঠা

লইবো কেবিন রুম–আহ,

বন্ধুরে মোর বুকে

লইয়া দিবো একটা ঘুম
ঠাইসা দিবো একটা ঘুম।
নুসরাত আর ইরহাম সাউন্ড বক্সের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে গানটা গাইল। আহান উড়াধুড়া পাশে নাচতে ব্যস্ত। এই গানটা শেষ হওয়ার পর আবারো আরেকটা গান দিল,"এসেছে এসেছে আবারো ইলেকশন,
জিতবে নৌকা নেই কোনো টেনশন।

ষোলো কোটি মানুষের একটাই ডিসিশান,
জিতবে নৌকা নেই কোনো টেনশন।
জয় বাংলা, জিতবে আমার নৌকা।
এখানে সবাই এসে চিৎকার করে গেয়ে উঠল,
“জয় বাংলা হারবে আমার নৌকা
জয় বাংলা, লুঙ্গি সামলা।
ষোলো কোটি মানুষের একটাই ডিসিশান

পরবে লুঙ্গি নেই কোনো টেনশন। নাছির মঞ্জিলে গানের ধমকে ফেটে যাবে এমন ভাব। তিনটা সাউন্ড বক্সের আওয়াজ এত জোরালো যে নাছির মঞ্জিল ভেদ করে তা, সৈয়দ বাড়ি, শিকদার বাড়ি পার করে ফেলেছে। এতক্ষণে সোসাইটির ভেতর থাকা অনেক বাড়ির মানুষ এসে দলা পাকিয়েছে নাছির মঞ্জিলের সামনে। সমান তালে কলিং

বেল বাজাচ্ছে তারা। গানের উচ্চ সুরে কলিং বেলের আওয়াজ ডাকা পড়ছে।

সৈয়দ বাড়ির জানালার গ্লাস খোলা থাকায় তা দিয়ে সুরসুর করে প্রবেশ করল শব্দ যুক্ত গানগুলো। প্রথম প্রথম আওয়াজে এত পাত্তা না দিলেও এখন তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। একটা সাউন্ড বক্সের এত আওয়াজ হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব

নয়। সবাই ধরে নিয়েছে একসাথে তিনটা চারটা এরা চালু করে রেখেছে।ভোর বেলা ঘুমানো তে এখনো ঘুম কাচা রয়েছে আরশের। অতিরিক্ত আওয়াজে ঘুমে ভাটা পড়ল। একহাতে বালিশ কানে চেপে ঘুমানোর বৃথা প্রচেষ্টা করল, কোনোভাবেই কোনো কিছু সম্ভব হলো না। রাগে হিসহিস করে উঠে বসল ঘুম থেকে। গানের তালে

সৈয়দ বাড়ির প্রতিটা ইট পর্যন্ত কাঁপছে। আরশ রাগে লাল হয়ে সামনে যা পেল তা গায়ে চড়াল। সামনের দিকে ফিতাগুলো ঝুলে রইল ওভাবেই,লাগানোর কথা বেমালুম ভুলে গেল। চওড়া পিঠ ঘুরিয়ে পায়ে স্লিপার ঢোকাল। রুম থেকে বের হতে হতে হাতের কাছে যা পেল তা নিল। চোখের শিরা উপশিরা ঘুমের অভাবে লাল হয়ে

আছে। আঁখিযুগলের অগ্নিকাণ্ড রাগ দেখলে যে কেউরই শরীরের লুম-কোপ শিউরে উঠবে। ভয়ে খাড়া হয়ে যাবে থরথর করে। ধুপধাপ পায়ে নিচে নামতেই লিপি বেগম বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। রাগের বসে কী না কী করে বসে ছেলেটা। উনার বড় ছেলেটা যতটা দায়িত্বশীল, বুদ্ধিমান, শান্ত মেজাজের, ছোটটাই ততটা বিগড়ানো। এখন ছেলেটাকে

কী বলবেন, তার শ্বশুর মশাই শান্ত এর সাথে শান্ত আর রাগী এর সাথে রাগী এর বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আগে এমন হবে জানলে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে হতে দিতেন না। আরশকে নরম সুরে বোঝানোর জন্য বললেন,”বাচ্চা মানুষ একটু খুশি মজা করছে করে নিক, রাগের বশে কিছু করিস না বাবা। দেখ ছোট মানুষ ওরা আরশ..! বড় হলে এমন

করবে না।আরশ শুনল না। নিজের গা থেকে লিপি বেগমের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শক্ত পায়ে বের হলো। যেতে যেতে চিৎকার করে গেল,”আমার শান্তি একটাও দেখতে পারে না, সারারাত ঘুমাইনি ভোরে এসে ঘুমালাম তা ও শান্তি মতে ঘুমাতে দিল না। আজ এদের একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করেই আসবো।

লিপি বেগম পেছন পেছন দৌড়ে এসে অনেকবার আটকালেন আরশকে, আরশ ততবার রাগী চোখ মুখে উনার দিকে তাকিয়ে গা থেকে হাত ছিটকে সরিয়ে দিল।

সুফি খাতুন কোমড়ে একহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সৈয়দ বাড়ির ফটকে। অন্যহাতে চ্যালাকাঠ ধরে। আরশকে রেগে মেগে যেতে দেখে হাতে চ্যালাকাঠ ধরিয়ে দিয়ে

বললেন,”যাও এদের কয়েকটা দিয়ে আসো।আরশ শক্ত হাতে চ্যালাকাঠ চেপে ধরে ধুপধাপ পায়ে চলে গেল নাছির মঞ্জিলের দিকে। সেখানে গিয়ে গেটের সামনে মানুষের হাউমাউ কাউ দেখল। এসব ক্যাচক্যাচ সে নিতে পারল না। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে গেটের মধ্যে শক্ত পায়ে লাথি মারল। উচ্চ শব্দে নড়ে উঠে তা আবার অটল নিজের

জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।আরশ গলার রগ ছিঁড়ে যাওয়ার মতো ভিবৎস চিৎকার করল,”বেয়াদবের বাচ্চা, একটাকে ও আস্তো রাখব না।

লিপি বেগম হন্তদন্ত পায়ে ছুটলেন রুমের দিকে। রাগের বশে আবার কিছু করে না বসে। অনেক খুঁজে খুঁজে মোবাইলটা হাতের মধ্যে পেলেন। দ্রুত হাতে নুসরাতকে কল মিলাতে গিয়ে হাত পা অসাড় হয়ে

আসলো। শঙ্কিত মুখে ঢোক গিলে নিয়ে কল মিলালেন। না ধরল না, বাজতে বাজতে কেটে গেল। পরপর আরো কয়েকটা কল দিলেন, শেষবার রিং হওয়ার পর পনেরোতম কল নুসরাত পিক করল। গানের উচ্চ আওয়াজ ভেসে আসছে মোবাইলের ওপাশ থেকে।‘বেগুন ওয়ালায় ধইরা আমায়

বইরা দিল বেগুন আমার তলিতে,

আর যাব না বেগুন তলিতে। ‘

লিপি বেগম বললেন,

“নুসরাত দূরে যাও..!

নুসরাত দূরে সরে গেল হ্যালো হ্যালো বলে। ফোন স্পিকারে দিতেই ক্ষীণ স্বরে ভেসে এলো লিপি বেগমের আওয়াজ,” তোমার জম আসছে, তাড়াতাড়ি...

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই কেউ একজন লাথি মেরে বসল ছাদের

দরজায়। নুসরাত কেঁপে উঠে পিছু ঘুরল। ভয়ার্ত নয়নে দেখল স্টিলের তৈরি দরজা কেঁপে কেঁপে সরে যাওয়া। দরজা সরে যেতেই ওপাশে প্রদর্শিত হলো আরশের চাঁদ মুখ। নুসরাতের মুখ দিয়ে অস্পষ্ট সুরে ধ্বনিত হলো,"জম এসে গেছে, হায়..!

নুসরাত গোল গোল চোখে চেয়ে রইল সামনে। পাতলা সাদা স্লিভ

বিশিষ্ট ফতুয়া টাইপ কিছু আরশের পরণে। গলা থেকে বুক পর্যন্ত ফিতে বাঁধা হয়নি, তাই গলা থেকে বুক পর্যন্ত বের হয়ে আছে। সুঠাম দেহি শরীরে আঁটসাঁট হয়ে লেগে তা। রাগের তোপে গলার কাছের এডাম অ্যাপলস উপর নিচে বিট হচ্ছে। নুসরাতের কানের কাছ বয়ে ভেসে গেল,"স্টপ দিজ ফাকিং বুলশিট..! নুসরাত ঘাড় কাত করে শুধু তাকিয়ে

থাকল, দেখল, আর শুধু দেখল। আরশ যে তাকে কোমড় চেপে ধরে কাঁধে তুলে নিয়েছে, সে শূণ্যে ভাসছে তা খেয়াল করল না। ভুবন ভুলানো চিন্তায় ডুবে গেল সে। নির্লজ্জ চিন্তায়, দিন রাত ভুলে দিবাস্বপ্ন দেখতে ব্যস্ত হলো। হা করে চেয়ে চেয়ে শুধু দেখল পাতলা কাপড়ের অভ্যন্তরে পুরুষালি শক্ত, সামর্থ, সৌষ্ঠব বলিষ্ট শরীরের রেখা।

দেখতেই থাকল শুধু। নাকের ভেতর দিয়ে বয়ে চলল কড়া কুস্তুরীর ঘ্রাণ। পুরুষালি শরীরের মাস্কি, কড়া, সেদ ঘ্রাণে দিবানা হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হলো। কানে ভেসে আসলো সাউন্ড সিস্টেম থেকে ভেসে আসা হালকা শব্দ রঞ্জিত গান,“দেওয়ানা বানাইছে রে,
কী জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে।নাছির মঞ্জিলের উঠোন

জুড়ে বিস্তর এক কাঁঠাল গাছ। যার ডাল-পালা, শাখা প্রশাখা এত বিস্তর যে বাড়িটার একাংশ জুড়েই শুধু এই গাছ। গাছে বড়সড় মূল বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। যেখানে অনায়াসে বসতে পারবে চার-পাঁচেক মানুষ। বড় গাছটি সদর্পে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির মাঝ বরাবর। গাছের মোটা ঢালের সাথে উল্টো অবস্থায় ঝুলন্ত

বাঁধা তিন শয়তানের উস্তাদ। সামনের বেতের চেয়ারে হাতে চ্যালাকাঠ নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে রয়েছে আরশ। চোখে দৃষ্টি অগ্নিময়। নিষ্প্রাণ কালো বলয়ের সুনশান দৃষ্টি চোখ দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করছে কোনো কিছু না বলার জন্য। নুসরাত সেসবের তোয়াক্কা করল না। আরশের চোখের কঠিন দৃষ্টির পরোয়া না করে, নির্লজ্জের

মতো আরশকে স্টক আউট করল। তারপর পার্ভাটের মতো সুর টেনে আরশকে ভেঙ্গিয়ে গেয়ে উঠল,”আমি নষ্ট মনে,,নষ্ট চোখে
দেখি তোমাকে,
মন আমার কি চাই
বুঝাই কেমনে!আরশ নুসরাতের দিকে ওইভাবে ত্যাড়া চোখে তাকিয়ে রইল। নুসরাতকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ শক্ত কণ্ঠে বলে

ওঠল,”বেডরুমে চলুন নুসরাত নাছির, আপনার মন কী চায় ভালো করে প্রাকটিক্যালি বুঝিয়ে দিব।

নুসরাত ঠোঁট এলিয়ে হাসল। চোখের দৃষ্টিতে নমনীয়তা। আরশের ক্ষোভপূর্ণ কণ্ঠে কোনো হেলদোল হলো না তার। আহান ঠোঁট চোখা করে কিছু বলতে যাবে তার আগেই চ্যালাকাঠের শক্ত বারি খেয়ে মুখ দিয়ে বের হওয়া টু শব্দখানি ভেতরে

ঢুকে গেল। নুসরাত খিটমিট করে হেসে উঠতেই তার পিঠে বারি পড়ল। মুখে ফুটে উঠা হাসি মিলিয়ে গেল নিমেষে। ঝুলন্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে মনে পড়ে গেল সেদিনকার কথা। যেখানে তারা সবাই মিলে বেচারা মন্টুকে উল্টো করে বেঁধে রেখেছিল গাছের সাথে। দুঃখে নাকের ডগা পিটপিট করে উঠল। ভেতরে ভেতরে মর্মাহত হয়ে

নুসরাত ডেকে উঠল করুণ সুরে,”আরশ ভাই!

আরশ উত্তর দিল না নুসরাতের ডাকের। শুধু এগিয়ে আসলো তার দিকে দু-পা। নুসরাত বলে ওঠল,”নাক পরিস্কার করব।আরশ পকেট হাতড়ে টিস্যু বের করে নুসরাতের হাতে ধরিয়ে দিতে যাবে নুসরাত চোয়াল শক্ত করে ক্রোধপূর্ণ

কণ্ঠে বলে ওঠে,”আপনি পড়ন্ত বস্তুর সূত্র জানেন না?

আরশ কথা বলল না। আলগোছে হাত বাড়িয়ে নুসরাতের নাকের ডগা টিস্যুর সাহায্যে পরিস্কার করে দিতে যাবে নুসরাত খুশি মনে আবার বাঁধা দিল। ইশারা করল আরশের কাপড়ের দিকে। বলল,”আপনার কাপড় দিয়ে নাক মুছে দেন। টিস্যু দিয়ে নাক মুছলে এলার্জি হয়ে যায়।

আরশ নুসরাতের কথা কানেই তুলল না। টিস্যু দিয়ে চেপে নাক পরিস্কার করে দিল। আহান আর ইরহাম চোখ উল্টে নুসরাত আর আরশের ডং দেখল। আহান মুখ বাঁকিয়ে বলল,"নিজের বাড়িতেই এইচ-ডি মানের সিনেমা দেখা যায়, আর আমরা হলে যাই সিনেমা দেখতে। কথা শেষ করে ঠোঁট বাঁকাতেই ধুপ করে আওয়াজ হলো। কারোর

বুঝতে বাকি রইল না আহানের পায়ে শক্ত বারি পড়েছে চ্যালাকাঠের। নুসরাত শুধাল,”আরশ ভাই আপনি পাগল হয়ে গিয়েছেন?
আরশ নিষ্প্রাণ চোখ ঘুরিয়ে শীতল মুখে দেখল নুসরাতকে। রক্ত শূন্য ফ্যাকাসে গলায়, রগরগে কণ্ঠে বলল,”শাট-আপ নুসরাত নাছির।
নুসরাত নিজেও আরশকে ভেঙ্গিয়ে বলে ওঠল,

“ইউ শাট আপ আরশ হেলাল!

“মার খাবেন আপনি? একটা ও মাটিতে পড়বে না।

নুসরাত মুখ বাঁকাল। মুখ ঘুরিয়ে অন্যপাশে তাকিয়ে অলস ভঙ্গিতে মিনমিন করে বলল,”আমি নুসরাত নাছির একটা খেলে দশটা দিতে জানি।

আরশ রাগে হিসহিস করে উঠল। এই বেয়াদব, ভন্ড মহিলার মুখ বন্ধ

করা তার কাছে দূর্বেধ্য ঠেকল। চিৎকার করে উঠে বলে,”শাট দ্যা ফাক আপ নুসরাত নাছির।আরশের নিষ্প্রভ চোখের চাহনি আর বাড়ি কাঁপানো চিৎকারে সবাই চুপ হয়ে গেল। পরের মুহুর্ত গুলো খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। দক্ষিণে হাওয়া বইল মৃদু গতিতে। আলো মিইয়ে গেল মাঝ আকাশে। গাড়ির হর্ণের শব্দ হলো নাছির মঞ্জিলের বাহিরে।

গাড়ি থেকে বের হয়ে গেট আনলক দেখতেই নাজমিন বেগমের মাথা গরম হলো তড়িৎওতার সাথে। বাড়ির বাহিরে অবস্থান রত অবস্থায় পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিতে দেরি হলো না। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কীভাবে উত্তম মাধ্যম দিবেন তিনটাকে ধরে তার চিন্তাভাবনা পর্যন্ত শেষ করে নিলেন। প্রবল দাবদাহে হেঁটে আসতে আসতে জ্বলে

পুড়ে কঠিন কণ্ঠে ডেকে উঠলেন," নুসরাতের বাচ্চা।

নুসরাত গাছের উপর ঝুলে থেকে জবাব দিল,"জ্বি আম্মা!

নাজমিন বেগমের মাথা দেখা গেল, সাথে কণ্ঠে স্বরে উপস্থিতি বোঝা গেল কাঠিন্যত্বের," বেয়াদবের বাচ্চা, গেট খোলা রেখে কোথায় মরেছিস? তোর জামাই এসে গেট লাগাবে?

কথা শেষ করতেই দৃশ্যমান হলো নুসরাতের ভেটকানো মার্কা মুখ। আহানের আর ইরহামের ও একই অবস্থা মুখের। সবকটাকে এভাবে ঝুলে থাকতে দেখে হায় হায় করে উঠতে যাবেন তার পূর্বেই নজর কাড়ল আরশ। বেতের সোফার উপর আরাম করে চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। ছোটো সেন্টার টেবিলে রাখা চ্যালাকাঠ। বুঝতে দেরি হলো

না কোনো না কোনো ঘটিয়েছে এই তিনজন মিলে। চোখ পাকিয়ে রাগে হিসহিস করে উঠলেন। খুবই ধীর ভঙ্গিমায় রাগে ফুসফুস করে শুধালেন,”কুত্তার দল কী করেছিস সবগুলো মিলে?সবাই ঠোঁট উল্টে বোঝাল কিছু করেনি তারা। নাজমিন বেগম একটার কথা ও বিশ্বাস করলেন না। এক হাতে জায়গা করে নেওয়া জুতো জোড়া দেখিয়ে বলে

ওঠলেন,”জুতোর বারি একটা ও মাটিতে পড়বে না!

তবুও তারা অস্বীকার করল তারা কিছু করেনি। চোখ মুখে ফুটিয়ে তুলল অসহায়ত্ব, মর্মানিত মনোভাব। যে কেউ দেখলে বুঝবে বাচ্চাগুলো ভাজা মাছটি উলটে খেতে পারে না। কুটিলতা চোখের ভেতর আড়াল করে আসহায় কণ্ঠে কিছু বলতে নিবে তার আগেই নড়েচড়ে উঠল

আরশ। চোখ খুলতেই দর্শন হলো নাজমিন বেগমের ঠোঁটে ঝুলানো হাসির বহরে রঞ্জিত মুখখানা। আরশ অবাক চোখে চেয়ে শুধাল, “কখন এসেছেন মেঝ মা?

নাজমিন বেগম খুশিতে গদগদ করে উঠে বললেন,“এই তো এক্ষুণি!

আরশ কিছু বলবার পূর্বেই নাজমিন বেগম বলে ওঠলেন,”তোমাকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না

বাবা, আমি বুঝতে পারছি এরা মিলে কিছু একটা করেছে।। এদের আগামী চব্বিশ ঘণ্টা এভাবে বেঁধে রাখলেও আমার কোনো সমস্যা নেই।

নাজমিন বেগমের কথা শুনে সবগুলো একসাথে চোয়াল ঝুলিয়ে বলে ওঠল," এ্যাঁ!

নাজমিন বেগমের কথায় আরশ মাথা নাড়াল। নাজমিন বেগম আর বেশি

ঘাটালেন না তাদের। চোখ দিয়ে নুসরাতকে ঝামটা মেরে তিরস্কার ভঙ্গিতে চলে গেলেন। আর কাঁঠাল গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় বাঁধা রইল নুসরাত। আরশের পানে এতক্ষণ যে মুগ্ধতা, আকর্ষণ, নিয়ে চেয়ে ছিল সে সব কমে গিয়ে ভর করল ক্ষোভ।সময় গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। তখনো গাছের সাথে বাঁধা

সবাই। আধঘন্টা শাস্তি হিসেবে উল্টো করে বাঁধা ছিল সৈয়দ বাড়ির গুণোধর ব্যক্তিরা তারপর আরশ তাদের সোজা করে বেঁধে রেখেছে। আগে পা ছিল গাছের ডালের সাথে বাঁধা আর এখন সোজা ভাবে হাত বাঁধা। ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে আরশকে গালি দিচ্ছে নুসরাত। নুসরাতের আজগুবি গালি গুলো আরশ কানেই তুলল না। এক কান

দিয়ে ঢোকাল তো অন্য কান দিয়ে সুরসুর করে বের করে দিল। বেতের সোফায় শক্ত ভঙ্গিমায় বসে থাকল সে। বাঁ-হাতের মধ্যে ধরা মোবাইলে কিছু একটা করল ওভাবে বসে থেকে অনেকক্ষণ। রাত বাড়ল। ঘড়ির কাটায় দশটায় গিয়ে থামতেই নাছির সাহেব আর বাড়ির ভেতর থাকতে পারলেন না।বাটি থেকে বের হয়ে আরশের নিকট জোর আর্জি

করলেন গাছের উপর থেকে নামানোর জন্য। এরপর নাছির সাহেবের কথায় তিনজনকে গাছের উপর থেকে নামানো হলো। হাত বাঁধা থাকায় কালসিটে দাগ পড়েছে সবার সেখানে। সবার হাতে স্পষ্ট দেখা গেলেও নুসরাতের হাতে খুব একটা দেখা গেল না। নুসরাত হাত নিচের দিকে নামাতেই ঝিনঝিন করে উঠল। অসাড়তা ভর করল

সারা শরীরে। চোখ উল্টে পড়ে যাওয়ার ভান করল, তার আগেই নাছির সাহেব দৌড়ে এসে নিজের সাথে জড়িয়ে নিলেন তাকে। নুসরাত নাছির সাহেবের সাথে লেগে থেকে হেসে উঠল শব্দ করে। বাদরামি করে আরশকে ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে সুর টেনে গান গাইল,"যৌবনে লাগাইছো আমায় এই দেহে

আগুন,পরের দোয়াই আসে আমার অঙ্গেতে ফাগুন।

আরশ চোখ পাকিয়ে বলে ওঠল,

“শাট আপ নুসরাত নাছির!।

নুসরাত নাছির সাহেবকে ভর দিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে গানটা বিড়বিড় করল। আরশ হা করে তাকিয়ে রইল নুসরাতের যাওয়ার দিকে। মাথায় ঘুরপাক খেল কোন মাটি দিয়ে এই মাথামোটাকে আল্লাহ

তৈরি করেছেন যে, আটঘন্টা গাছের সাথে বেঁধে রাখার পরও এভাবে গান গাচ্ছে। ঠোঁট দিয়ে অস্ফুটে সুরে উচ্চারণ হলো,”অসভ্য!সকাল ছয়টার সময় নুসরাতের শখ জাগল টাটকা টাটকা মধু খেতে। এত ক্রেভিং জাগল যে কোমড়ে হাত রেখে বাড়ি থেকে একা একা বের হয়ে গেল মধুর খুঁজে। সৈয়দ বাড়িতে যখন যখন বিয়ে হয় তখন তখন একটা

না একটা গাছে মৌমাছি বাসা বাঁধে। তাই নতুন উদ্যোমে নুসরাত মৌমাছির চাক খুঁজতে লাগল। তার চিন্তা মতোই খুঁজতে খুঁজতে কাঁঠাল গাছের একদম নিচু ডালে দেখল মৌমাছির চাক। লোভে চকচক করে উঠল তার চোখখানি। লোভাতুর চোখে চেয়ে মাথামোটার মতো লাঠি দিয়ে মৌমাছির চাকে ধাক্কা দিতেই মৌমাছি ভনভন করে বের হয়ে

আসলো। দল বেঁধে কিছুক্ষণ নুসরাতের দিকে চেয়ে রাগী ভঙ্গিমায় এসে কামড় বসিয়ে দিল গালে, নাকে, ঠোঁটে, থুতনিতে, কপালে। নুসরাত পালানোর আগেই তেড়ে আসা সকল মৌমাছি ইচ্ছে মতো কামড় মেরে দিল তাকে। রাগ কমে যেতেই আবারো তারা দলবল বেঁধে নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেল। নুসরাত যখন মুখ ফুলিয়ে বাড়ি

ফিরল নাজমিন বেগম আঙুলে তসবিহ পড়ছিলেন তখন। তাকে দেখতেই হা হা করে হেসে উঠে জানতে চাইলেন,”কী মুরব্বিয়ানা করতে গিয়ে এই অবস্থা করেছ? নুসরাত নাক টেনে কাঁদো সুরে বলে ওঠল,

“আম্মা মৌমাছি কামড় মেরেছে, সামান্য মধু চুরি করতে যাওয়ায়।

নাজমিন বেগম হা হা করে হেসে উঠলেন। নুসরাতের ধীরে ধীরে ফুলে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে আবারো হাসলেন। নুসরাত কপাল কুঞ্চিত করে ব্যথা নিয়ে মুখ নাড়িয়ে বলে ওঠল,”আম্মা হাসবে না তুমি।

নাজমিন বেগম হাসতে হাসতে বললেন,

“আর হাসব না..! হা হা!সকাল দশটার সময়। সৈয়দ বাড়ি থেকে

বিয়ের জিনিস পত্র নিয়ে আসলো আরশ, আহান, ইরহাম, অনিকা আর ভিক্টর। ভিক্টর সবসময়ের মতো হাতে একটা মেয়েলি ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনিকার পেছনে। নুসরাত ঘুম থেকে উঠে নিচে যখন নামল তখন সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মুখ ফুলে আলুর বস্তার মতো হয়ে গিয়েছে নুসরাতের। আরশ তখনো লক্ষ করেনি তাকে।

মুখের চারিদিকে বেন্ডেজ করে রাখা তার। অনিকা উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,” এটা কী তোমার নতুন কোনো স্কিন কেয়ার?

নুসরাত খেপাটে নয়নে দেখল অনিকাকে। অত্যন্ত কঠিন সুরে বলল,”আমি মজার মুডে নেই।

ইরহাম নুসরাতকে উপর নিচ দেখল অনেকক্ষণ। ইসরাতকে তাদের দিকে আসতে দেখেই শুধাল,”বড়

আপার মুখের এ অবস্থা কেন? ইসরাত নুসরাতের মুখের দিকে চেয়ে না চাইতেও হেসে দিল শব্দ করে। ঠোঁটের উপর হাত রেখে হাসি আটকে বলে ওঠল,”কাঁঠাল গাছে মৌমাছি চাক বেঁধেছে। আমাদের ঘরের বিশিষ্ট সাহসী আপা টাটকা টাটকা মধু চাক থেকে আনতে গিয়ে সকাল সকাল মৌমাছির কামড় খেয়ে এসেছেন মুখে। মুখ ফুলে ডাবের

মতো হয়ে যাওয়ায় দাদু ওর মুখে মধু মাখিয়ে বেন্ডেজ করে দিয়েছেন যাতে ব্যথা কমে যায়। এজন্য মুখের এই অবস্থা!ইসরাতের কথা শেষ হতেই এতক্ষণ আটকে রাখা ইরহাম নিজের হাসি নুসরাতের পানে চেয়ে হা হা করে হেসে উগড়ে বের করে দিল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ফোলা মুখ দেখল আর আঙুল তুলে ইশারা করে হাসল। আহান এসব

দেখল না। সে তার ক্যামেরা দিয়ে নুসরাতের ঠাস ঠাস করে ছবি ক্যাপচার করছে সবদিক থেকে। আরশ ভাইয়ের কাছে নুসরাতের এইসব ছবি বিক্রি করবে একটা পাঁচশত টাকা দিয়ে। আর সাথে নুসরাতকে আবার ভাইরাল করে দিবে সব জায়গায়। ক্যাপশন ও সে ভেবে রেখেছে, তরুণ যুবতী এক যুবক মধু ওয়ালার কাছ থেকে মধু

চুরি করতে গিয়ে, মধুর মালিকের কাছে কামড় খেয়ে ফিরে এসেছেন। মানুষ তো আর বুঝবে না সে মৌমাছির কথা লিখেছে মনে করবে ডিপ কোনো কাহিনি এতে। মনে মনে একটা শয়তানি হাসি দিয়েও দিল।অনিকা নুসরাতের মৌমাছির কাছ থেকে কামড় খাওয়া সম্বন্ধে কোনো কিছু জানল না। সে নুসরাত কী স্কিন কেয়ার করছে তার জানার

জন্য উৎফুল্ল, উদগ্রীব হয়ে ওঠল। ভিক্টরকে কাজে লাগাল সব জেনে এসে তাকে জানাতে। এর মধ্যে নাছির মঞ্জিলের অন্দরে প্রবেশ ঘটল আরশের। ঢুকেই তার চোখগুলো সূক্ষ্মভাবে ঘুরল পুরো ড্রয়িং রুমে। তীক্ষ্ণ চোখে চারিপাশে দেখতেই দেখল এক কোণায় বসে আছে নুসরাত। ঠোঁট চেপে বসে কিছু একটা করছে। আরশ এগিয়ে

যেতেই পুরো মুখ দৃশ্যমান হলো। মুখে বেন্ডেজ করা দেখে মন উদগ্রীব হলো কী হয়েছে জানার জন্য! তবুও নিজেকে স্বাভাবিক রাখল, কোনো তৎপরতা নিজের উপরে দৃশ্যমান হতে দিল না। আলগোছে নুসরাতের পাশ ঘেঁষে বসে হাত বাড়িয়ে থাবা মেরে মুখের দু-পাশ নিজের সৌষ্ঠব হাত দিয়ে চেপে ধরল। নুসরাত লাফ মেরে সরে যেতে নিয়ে থেমে

গেল আরশকে দেখে। আরশ কতক্ষণ নুসরাতের মুখ চুপচাপ নীরবে দেখল। তারপর রাশভারী, অধিকার বিস্তারকারী সুরে বলল,”মুখে কী হয়েছে?নুসরাত ঠোঁট টিপে উদাসীন কণ্ঠে বলল,

“মৌমাছি কামড় দিয়েছে।

এইটুকু কথা শুনে আরশ আর বসল না। দ্রুত পায়ে যেভাবে এসেছিল, সেভাবে বেরিয়ে গেল নাছির মঞ্জিল

থেকে। এরপর আরশের টিকিটিও দেখা গেল না।

অনিকা যখন দেখল আরশ নুসরাতের সাথে কথা বলছে তখন রাগে ফুলে উঠল। এত ভালোবাসা সে দেখতে পারল না। হিংসায় মেয়েলি মনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। নিজের জায়গা থেকে এক প্রকার উড়ে এসে নুসরাতের পাশে বসতে বসতে হিসহিসিয়ে

জানতে চাইল,”আরশের সাথে তোমার এত কথা কীসের?

নুসরাত ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। অনিকার প্রশ্ন তার কাছে মোটেও যুতসই লাগল না। এটা তাদের পার্সোনাল বিষয়। অনিকা কেন নাক গলাবে এখানে! কপাল কুঞ্চন করে দেখল অনিকার সুন্দর মুখ। মেয়েটা ফর্সা, সুন্দর হলেও কঠিন লেভেলের

ছ্যাচড়া। এক ভ্রু সামান্য উচিয়ে দম্ভ ভরা কন্ঠে শুধাল,”আপনি কে?

অনিকা বিস্ময়ে যেন আকাশ থেকে উল্টে পড়ে গেল। অক্ষিকোটর থেকে গোলক বের হওয়া শুধু বাকি। চোখ বড় বড় করে বলল,” আমি আরশের উড-বি।নুসরাত ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিল যেন অনিকার কথা বাতাসে। আরশের উপর কঠোর অধিকার বোধ ছাপিয়ে বলে

ওঠল,”সে আমার স্বামী, পুরো পৃথিবী জানে সৈয়দ আরশ হেলাল নুসরাত নাছিরের স্বামী, শুধু নুসরাত নাছিরের স্বামী, আর কারোর নয়। কে আপনি, যে আমার স্বামীকে নিজের উড বি হিসেবে দাবি করছেন? আমার কথা লিখে নেন মিস অনিকা, আমি নুসরাত নাছির বেঁচে থাকতে ওই ব্যাটাকে কখনো দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেব না। আর

যদি ওই ব্যাটার আগে আমি মরেও যাই তাহলে পেত্নী হয়ে এসে আমার সাথে নিয়ে যাব। তারপর দু-জনে মিলে কবরে শুয়ে বসে লেইট নাইট ডেটিং করব। এবার ভালোয় ভালোয় নিজের খালুর চোখে দেখুন আরশ ভাইকে।অনিকা কিছু বলার পূর্বেই ইরহাম আর আহান এসে হাজির হলো কাপড় নিয়ে সেখানে। অনিকার হাত পা মুখে কাপড় বেঁধে

দিল ঝটপট সবাই মিলে। আহান নিজের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করছে সাথে ফটো ও ক্যাপচার করছে। অনিকাকে বেঁধে রাখল সবাই শক্ত করে। সেখানে এসে উপস্থিত হলো ইসরাত ও। নুসরাতকে বেন্ডেজ বেঁধে বসে থাকতে দেখে হা হা করে হেসে উঠল। অনিকা মনে করল ইসরাত তাকে বাঁধা দেখে হাসছে। ইসরাত হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল

সোফায়। অনিকাকে এর মধ্যে মুরগীর মতো বাঁধা অবস্থায় দেখে আবারো হেসে উঠল। ইসরাতের কান নুসরাতের কথায় ভেদ করল,নুসরাত বলছে,”না না খালুর চোখে দেখবি না, তুই আব্বার চোখে দেখবি আরশ ভাইকে, আর মনে প্রাণে আব্বা মনে করবি। তুই তো আবার খারাপের খারাপ, খালুর চোখে দেখলি আর মনে মনে জামাই

ভেবে বসে থাকলি, কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না এই বিষয়ে। আব্বা ডাকবি, আর এক্ষুণি ডাকবি আমাদের সামনে।ইরহামকে নুসরাত ইশারা করল মুখ খুলে দিতে, তারপর আবার হাত তুলে থামিয়ে দিল। বলল,” একমিনিট দাদা!

ইরহামের থেমে গেল। নুসরাত অনিকাকে শুধাল,

“আগে বল চিৎকার করবি, চিৎকার করলে বেশি কিছু করব না, গুলি করে উড়িয়ে দিব। বুঝেছিস?

অনিকা গোল গোল চোখে চেয়ে রইল। নুসরাত ধমকে উঠে জানতে চাইল,”বুঝেছিস?

অনিকা উপর নিচ মাথা নাড়াল। ইরহাম ধীরে স্থীরে মুখে খুলে দিল অনিকার। অনিকা সবার পানে চেয়ে নাকি সুরে কান্না ধরতেই নুসরাত

চোখ পাকিয়ে ধমকাল। ঠোঁটে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল,” চুপ একদম চুপ। গুল্লি মেরে উড়াই ফেলব। চপ বলছি না!অনিকার কান্নার আওয়াজ ভারী হতে দেখে নুসরাত ইরহামকে বলল,”ইরহাম যা তো আব্বার লাইসেন্স বিশিষ্ট রিভলবার নিয়ে আয়, এটাকে আজ কবরে চালান করে দিব। ন্যাকামি করে, ন্যাককা, চু”দ্দা!

অনিকা মুখ বন্ধ করে নিল। ঠোঁট টিপে ভয়ার্ত চোখে দেখল নুসরাতকে। আহান খুবই ভদ্রলোকের মতো ভিডিও বানাচ্ছে। অনিকাকে নুসরাত শাসিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,”আব্বা না ডাকলে আজ তোকে বন্দুক দিয়ে চুদলিং পং করে দিব। তাড়াতাড়ি আব্বা ডাক আরশ ভাইকে। আর আমাকে আম্মা ডাক।

অনিকা অসহায় চোখে চেয়ে রইল সবার দিকে সাহায্যের আশায়। কিন্তু একটাও তাকে সাহায্য করল না। ইরহাম নুসরাতকে দেখিয়ে বলে ওঠল,”আম্মা ডাকো নুসরাতকে।

অনিকা অনেক কষ্টে ভরা চক্ষু জল নিয়ে ডেকে উঠল,“আম্মা!

নুসরাত বিরক্ত হয়ে কপাল কুঞ্চিত করল। অনিহা নিয়ে অনিকার মাথায় সামান্য গাট্টা মেরে শুধরে দিয়ে

বলল,” ঠিক ফিল পাচ্ছি না আম্মা আম্মা, নুসরাত আম্মা ডাকো তো বাচ্চা!

অনিকা ক্ষোভে চোখ লাল করে ডেকে উঠল,

“নুসরাত আম্মা..!

আরশকে বাড়ির ভেতর আহান ঢুকতে দেখে বলল,

“মেঝ ভাইয়া আসছে এদিকে!

নুসরাত ঝটপট আরশের দিকে আঙুল তুলে বলল,
“পুরো ড্রয়িং রুম ফাটিয়ে যদি আজ তুই আরশ ভাইকে আব্বা না ডাকিস তাহলে আমি নুসরাত নাছির তোকে ফাটিয়ে ফেলব। ডাক আরশ ভাইকে আব্বা, বেয়াদব..!অনিকা ঠোঁট চেপে বসে রইল। ইরহাম আপেল কাটার ভোতা একখানা ছুরি বের করে

বলল,”গলা কেটে ফেলব, আরশ আব্বা ডাকো!

অনিকা অসহায় মুখ বানিয়ে বসে রইল। চোখে টলটলে পানি নিয়ে গলার সুর উচিয়ে ডেকে উঠল,”আরশ আব্বা।

আহান হেসে উঠল। অনিকার ডাক আরশের কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি তাই এদিকে ফিরেও চাইল না। চলে গেল অন্যদিকে। ইরহাম নুসরাতকে

ইশারা করে বলল,” ও তোমার আম্মা..!
আরশকে ইশারা করে বলল,“ছোট ভাইয়া তোমার আব্বা..! এবার আম্মা আব্বা একসাথে ডাকো তো বাবু।
অনিকা অসহায় চোখে চেয়ে নুসরাতকে ডাকল,
” আম্মা!নুসরাত হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে অনিকাকে কোলে তুলে নেওয়ার ভঙ্গি করে বলে ওঠল,

“নাও পারফেক্ট। আসো আমার ধামড়ি বাচ্চা তোমাকে কোলে তুলে নিই, আব্বা আম্মার থেকে এতদিন এত দূরে ছিল কেন! ওলে ওলে..নাছির মঞ্জিলের বাঁ-পাশে গোলাকৃতি করে সাজিয়ে রাখা কয়েকটি চেয়ার। সেখানে হাতে রসায়ন বই নিয়ে মনোযোগী হয়ে বসে আছে আহান। চোখ দুটো একদম দেবে দিচ্ছে বইয়ের ভেতর।

এত মনোযোগ বইয়ের প্রতি কেন তা বুঝে উঠা মুশকিল বটে! অনেকক্ষণ বইয়ের পানে চেয়ে থেকে নেত্র তুলে উপরে তাকাল। চোখের মধ্যে টানা চশমা খুলে নিয়ে তর্জনী আঙুল আর বৃদ্ধা আঙুলের সাহায্যে চোখ মুছল। অতঃপর আবারো মনোযোগ সহকারে বই দেখতে ব্যস্ত হলো। সে প্রচুর মনোযোগী হয়েছে রসায়নের জৈব

রসায়ন পাঠের প্রতি। ইসরাত আপির বিয়ের আগেই মদ তৈরি শিখতে হবে। আর সেটা বানিয়ে নুসরাত আপুর উপর ট্রাই করতে হবে। মেঝ মা মনে করছেন সে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হয়ে গিয়েছে আসলে তা তো না। সে মাথায় কি ফন্দি আটছে তা জানলে বেচারি মেঝ মা অক্ষা পাবে।নুসরাত মুখ ফুলিয়ে এসে বারান্দার কাছে

দাঁড়াল। পায়চারি করতে করতে নিজের হাতের মুঠোয় নিজে খামচাল অনেকক্ষণ। হঠাৎ আরশকে ভেতর থেকে বের হতে দেখে শিষ টেনে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। ফলস্বরূপ আরশ ফিরেও তাকাল না। বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। করার মতো কিছু খুঁজে পেল না। আকস্মিক আরশকে এক পকেটে হাত গুজে অন্য হাতে সিগারেটে

আগুন ধরাতে দেখে নুসরাত থেমে গেল। দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় চাপল। আরশ সিগারেট ঠোঁটে গুজতেই নুসরাত চিৎকার করে বাজ খাই গলায় গেয়ে ওঠে,”ছেলে তোর গোলাপ গোলাপ ঠোটে

যখন বিড়ির ধোঁয়া উঠে

ছেলে তোর গোলাপ গোলাপ ঠোটে

যখন বিড়ির ধোঁয়া উঠে,

সেই ধোঁয়া দেখিতে বড়ই ভাল্লাগে

সেই ধোঁয়া দেখিতে বড়ই ভাল্লাগে।

আরশ চোখা দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকাল নুসরাতের দিকে। শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”আসব?

নুসরাত দু-হাত পেতে দিয়ে বলল,“আসো বাবু, আসো!

আরশ বিরক্তি সুরে নুসরাতকে শুধাল,

” লজ্জা লাগে না?

নুসরাত অবাক হওয়ার ভান করল। চোখ দুটো উল্টে নিয়ে জানতে চাইল,”লজ্জা করবে কেন! আমি কী কোনো পাপ করেছি নাকি উলঙ্গ হয়ে ঘুরছি! পরিপূর্ণ কাপড় পরে ঘুরছি, এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে! অদ্ভুত!

আরশের মুখ থেকে ঝড়ে ঝড়ে বিরক্তি পড়ল। চোখ সরু করে দেখল বাচাল ভদ্রমহিলাকে। তারপর

হিসহিসিয়ে বলল,”মৌমাছির কামড় খেয়েও লজ্জা লাগছে না, বেয়াদব!

আরশ এটা বলতেই নুসরাত বারান্দা ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল। উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখল কাঁঠাল গাছটাকে। পুরো স্ক্যান করা শেষে আরশের দিকে চেয়ে হা হা করে হেসে উঠল। আরশ এমন হাসির মানে খুঁজে পেল না। নুসরাত বলল,”আরশ ভাই আপনি মৌমাছির চাক উড়িয়ে

দিয়েছেন? হা হা! আপনি জেলাস আরশ ভাইইইই! মৌমাছির উপর আবার কে জেলাস হয়!আরশ নুসরাতের এমন হাসিতে নির্বাক বনে গেল। এটা শুধু হাসছে কেন, আর এমন করে তাকাচ্ছে ই বা কেন!অদ্ভুত দৃষ্টিতে নুসরাতে দিকে তাকিয়ে থাকল আরশ। আরশকে এভাবে তাকাতে দেখে নুসরাত

বলল,”আরশ ভাই এভাবে তাকাবেন না!

আরশ এক ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,

“কেন?

নুসরাত দু-হাতে নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে মুখ চেপে ধরতে গিয়ে একটু জোরেই চেপে ধরল। পরমুহূর্তেই চোখ মুখ খিঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল,” আম্মা ব্যথা!

আরশ তখনো নুসরাতের নাটকীয় ভঙ্গিতে করা কাজগুলো দেখছে নিচে দাঁড়িয়ে টানটান শরীর নিয়ে। উষ্ণ ভাপে ঘেমে গিয়ে কায়া হতে কুস্তুরীর সুঘ্রাণ বের হচ্ছে মৃদু। নুসরাত আরশের দিকে চেয়ে বলল,”আরশ ভাই আবারো প্রশ্ন করুন আপনি, কেন!

আরশ নুসরাতের কথা অনুযায়ী আবারো প্রশ্ন করল,“কেন?

নুসরাত দু-হাত নিজের মুখে আবারো নাটকীয় ভঙ্গিতে চেপে ধরে বলে উঠল,” আপনি এভাবে তাকালে আমার পায়ের তালু রাগে জ্বলে উঠে, তাই এভাবে তাকাবেন না।

আরশ সিগারেটের শেষ অংশ ফেলে দিয়ে সেন্টার ফ্রেশ নিজের মুখে পুরল। তারপর দু-হাত পকেটে আরাম করে ঢোকাতে ঢোকাতে

বলল,”দেখি তো কেমন পায়ের তালু জ্বলে ওঠে?

নুসরাত বেয়াক্কেলের মতো বারান্দার রেলিঙের উপর বসে আরশের দিকে পা তুলে বলল,”এই দেখুন রাগে কী রকম পায়ের নিচ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

আরশ নুসরাতের কথায় ঠোঁট টিপে মাথা নাড়াল বোঝার ভঙ্গিতে। তারপর বলল,”সবার মাথা দিয়ে

ধোঁয়া বের হয় তোর পা দিয়ে বের হয় কেন?

নুসরাত দু-হাত ছেড়ে দিল রেলিঙের উপর থেকে। শাহরুখ খান স্টাইলে দু-পাশে হাত মেলে বলতে গেল,' আমি নুসরাত নাছির সবার থেকে আলাদা, কিন্তু অতটুকু বলার ফুরসত হলো না। কানে বাজল আরশের চিৎকার,"বেয়াদবের বাচ্চা পড়ে কোমর ভাঙবি।বলা শেষ হতেই ধুপ

করে পড়ে গেল নুসরাত। পড়ল তো পড়ল আহানের মাথার উপর পড়ল সশব্দে।

আহান নিচের দিকে ঝুঁকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ঘাস দেখছিল। কিন্তু দেখতে পারল কই শরীরের উপর ধুম করে এসে মোটা একটা জলহস্তী পড়ে গিয়েছে তার। আহান ককিয়ে উঠল সাথে নুসরাত। নুসরাত উঠে দাঁড়িয়ে কোমর চেপে

ধরার ভঙ্গি করতে চাইল কিন্তু মনে হলো সে ঠিকই আছে। মাথায় আসলো মোটা একটা তোলার বস্তার উপর পড়ায় বেশি ব্যথা পায়নি। আহানের দিকে ফিরে চাইতেই দেখল বেচারা চেয়ারের সাথে চ্যাপ্টা হয়ে আছে। চোখের চশমা ভেঙে গিয়ে একপাশে ঝুলছে।। নুসরাত আহানের দিকে চেয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর আবার

আহানকে আড়চোখে দেখল আবার হাসল। দেখল আর হাসল। হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল নিজের পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তির গায়ে। আহান নিজের চোখের ভেঙে যাওয়া চশমা খুলে দেখল দুঃখী মুখ বানিয়ে। তারপর নুসরাতের পানে ছলছল নেত্র তুলে চেয়ে বলল,"তুমি আমার সব বিক্রিয়া নষ্ট করে দিয়েছো। আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস!আহানের

ব্যথাতুর স্বরে নুসরাত আরো জোরে হেসে দিল। আহান দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলল,”জৈব যৌগের পাঠ পড়ে মদ তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তুমি আমার সব বিক্রিয়ার উপর পড়ে বিক্রিয়ার সকল দ্রব্য নষ্ট করে দিলে। পড়ার আর জায়গা পাওনি? তোমার জামাইয়ের মাথার উপর পড়লে না কেন?

নুসরাত হা হা করে হেসে উঠল। একটা কথার উত্তর দিল না। আহান আবারো বলল,”হতে চাইলাম অ্যান্টন ল্যাভয়সিয়ারকে করে দিলে নিউটন। নিউটনের মাথায় আপেল পড়েছিল আর আমার মাথায় আরশ ভাইয়ের বউ পড়েছে। আপেল পড়ায় ব্যাটা নিউটন হয়েছিল আর আমার মাথায় জলহস্তী পড়ায় আমি আহানটন হয়ে গিয়েছি। আজ থেকে আমি

আহানটন।হেলাল সাহেব হাতে রাখা খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন অনেকক্ষণ যাবত। খবরের কাগজে ওই এক জিনিস খু*ন, ধর্ষ”ণ হ*ত্যা। হেলাল সাহেব এসব দেখে দেখে তিক্ত বিরক্ত। তাই শক্ত হাতে খবরের কাগজ বন্ধ করে বসে রইলেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পেটের বুঁড়ি ও বৃদ্ধি পাচ্ছে তার। পেটের ওপর হাত রেখে বসতেই

সুফি খাতুনের আবির্ভাব ঘটল সেখানে। হেলাল সাহেবের পাশে বসতে বসতে কিৎকাল কুটনী মহিলাদের মতো আশেপাশে দেখলেন। দেখে নিলেন মেয়ে নামক রণচণ্ডী মহিলা আছে নাকি নেই! দেখলে ঝাড়ি থেকে রক্ষে নেই তার। আশপাশ দেখা শেষে গলা খাঁকারি দিলেন। তিনি এই বয়সে এসেও একটু বেশি পরনিন্দা করতে

ভালোবাসেন। তাই পরনিন্দা করতে উদগ্রীব হলেন। বললেন,”কী ভেবেছিস হেলাল?

হেলাল সাহেব ভ্রু বাঁকালেন। শুধালেন,“কিছু কী ভাবার ছিল?

সুফি খাতুনের নিকট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে গেলেন তিনি। সুফি খাতুন মাথায় হাত দিয়ে আকাশ থেকে পড়ার মতো ভঙ্গ করলেন।

বললেন,” ইরহাম আর নাছিরের ছোট মেয়ের বিষয়ে!

হেলাল সাহেব মনে করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। ঠোঁট চোখা করে বললেন,”ও ওই কথা! জায়িনের বিয়ের পর দেখছি এই বিষয়।

সুফি খাতুন কুটিল হেসে ওঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে নাচতে শুরু করলেন এখানে একটা কাইজ্জা বাঁধিয়ে দিয়েছেন ভেবে।আহান

মুখের মধ্যে আইসকিউব লাগিয়ে ঘুরছে সাথে যাকে পাচ্ছে তাকে ধরে ধরে বিস্তারিত জানাচ্ছে। নুসরাত আপুর মতো বটলি মহিলা তার উপর পড়ার পর ও যে সে বেঁচে আছে এটাই অনেক। এই সাড়ে পনেরো বছরের জীবনে সে নির্ঘাত কোনো ভালো কাজ করেছে যার ফলস্রুতিতে আজ বেঁচে। কিন্তু মাথায় তেমন ভালো কাজের কোনো

কথাই আসলো না। জীবনের প্রথম পৃষ্ঠে থেকে যা করেছে তা একবার করে রিভাইস করে নিল। তেমন ভালো কিছু করেছে বলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে ধরা পড়ল না। তারপরও সে জৌতিষিদের মতো হাত তুলে খোদা ভক্তি দেখিয়ে নিজেকে বাহবা দিয়ে বলে ওঠল,”আহানটন ভালো কিছু করেছিস তাই আজ তুই বেঁচে আছিস।

পাশের বাড়ির সাজনা বেগম এসেছিলেন ইসরাতকে জায়িনেরা কী কী দিয়েছে দেখার জন্য, তখন আহান ভদ্র মহিলার সাথে কিৎকাল পূর্বে ঘটা ঘটনার বিস্তারিত জানাতে গেল। ভদ্র মহিলা শুনতে চাইলেন না, আহান জোর করে ধরে বেঁধে পুরো কাহিনি জানাল। আহান বলতে থাকল,"জীবনে আমি সৈয়দ আহান নাওফিল একটা ভালো কাজ

করেছিলাম তাই আজ বেঁচে আছি নাহলে নিশ্চিত মরে যেতাম।সাজনা বেগম এতক্ষণ আহানের বকবক শুনছিলেন। এবার গিয়ে কথা বললেন,”নুসরাত যদি আরো দু-জন এসে তোমার উপর পড়ে বাবা, তবুও তোমার কিছু হবে না। আর ভালো কাজের কথা বলতে গেলে তুমি, তোমার ছোট ভাই আর ছোট আপু জীবনে মানুষের কোনো ভালো

কাজই করোনি। তোমরা তো মানুষের ভালোই দেখতে পারো না। ভালো কিছু হতে দেখলে সেখানে একটা ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করো, হয়তোবা কারোর ওখানে ঝামেলা বাঁধাতে গিয়েছিলে, পারোনি এইটাই ভালো কাজ করেছ। আহানের ফাটা মুখ ফাটা রয়ে গেল। ভদ্র মহিলার কাছে একটু প্রশংসা করতে আসায় ভদ্রমহিলা তাকে

একদম অপমান করে ছেড়ে দিবে। সে ঝুলে যাওয়া চোয়াল নিয়ে চলে গেল নুসরাতের কাছে। যেতে যেতে মুখ ঝামটা মারল সাজনা বেগমকে দেখিয়ে। মিনমিনিয়ে উচ্চারিত হলো জিভ বেয়ে,"এই মহিলার এই স্বভাবের জন্য মন্টু ব্যাটা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। আমি হলে কবেই তৃতীয় বিয়ে করে চতুর্থ বিয়ের প্রস্তুতি নিতাম। যত্তসব নিন্দুক

মহিলা মানুষ। মানুষের পিঠ পিছে কথা বলে।

হেলেদুলে বাহিরে আসতেই দেখল নুসরাত আর ইসরাত বসে। লাফ দিয়ে গিয়ে নুসরাতের পাশে বসতে বসতে থাবা মেরে তার হাত চেপে ধরল। হাতের কালো ডায়ালের র ঘড়ির মধ্যে সময় দেখল। প্রায় একটা বেজে গেছে। ইরহাম হেলেদুলে এর মধ্যে আসলো

ভেতরে। তাদের পাশ ঘেঁষে বসতে বসতে বলে ওঠল,”তোমার সতীন আবার গিয়েছে তোমার জামাইয়ের কাছে।নুসরাত তড়াক করে উঠে বসল। চোখ খিঁচিয়ে শুধাল,

“মাদারচু*দটা আবার গিয়েছে আরশ ভাইয়ের কাছে?

ইরহাম ঠোঁট টিপে হাসি সংবরণ করল। হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে জানাল,” হু!

নুসরাত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইসরাত মজা করে এমনি বলল,”নুসরাত বটি নিয়ে যা।

নুসরাত ওড়না পেটে পেঁচিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল। ইসরাতের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠল,”ঠিক কথা বলেছিস। আহাইন্না যা বটি নিয়ে আয়, কুত্তির আজ চুল গোড়া থেকে কেটে ফেলব।

আহান নুসরাতকে সমর্থন করে বলল,“তুমি যাও, আমি তোমার পিছু পিছু দা নিয়ে আসছি। তাহলে একটা ভাব আসবে নিজের প্রতি।

নুসরাত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। আহান, ইসরাত, ইরহাম একে অন্যের দিকে চেয়ে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল তারপর ভো দৌড় দিল নুসরাতের পেছন পেছন। নুসরাত একদম তিন লাফ মেরে

গিয়ে অনিকার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনিকা ভয় পেয়ে একহাতে আরশের বাহু চেপে ধরতে যাবে নুসরাত কটমট করে হুংকার দিয়ে উঠল," অনিকার বাচ্চাআআ।

অনিকা ভয়ে আরশকে শক্ত করে চেপে ধরতেই যাবে নুসরাত ধাক্কিয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে গেল। আরশ ভ্রু বাঁকিয়ে তাদের দিকে তাকাতেই নুসরাত তার মুখ ঠেলে অন্যপাশে

ফিরিয়ে দিল। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উপরের দিকে উঠে আরশের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে,”দু-মিনিট কান বন্ধ করে বসে থাকুন। একটু মেয়েলি বিষয়ে কথা আছে ওর সাথে।আরশ চুপচাপ অন্যপাশে ফিরে গেল কানে এয়ারপড গুজতে গুজতে। নুসরাত নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলে ওঠল,”ইশ, আমার ধামড়ি

বাচ্চা তোকে আমি একটু আগে কী বোঝালাম।

অনিকা চলে যেতে চাইল নুসরাত একহাতে তার হাত নিজের কব্জায় নিয়ে নিল। ইরহামকে ইশারা করে বলল,”ওই ইরহাম, আমার বাপের লাইসেন্স বিশিষ্ট রিভলবার বের কর শালিকে আজ ট্রিগার পয়েন্টে রেখে লাথি মারব।

ইরহাম সত্যি সত্যি রিভলবার বের করে নিল প্যান্টের ভেতর থেকে। নুসরাত হকচকিয়ে উঠে বলল,”হয়েছে হয়েছে লুকিয়ে ফেল। তোকে কে বলেছে সত্যি সত্যি বের করতে।

ইরহাম যথাআজ্ঞা ভঙ্গিতে আবারো ঢুকিয়ে নিল। নুসরাত বলল,”শোন আমার বাচ্চা, ও তোর আব্বা। যাকে বলে ধর্মীয় মতে আব্বা।

ইরহাম নুসরাতের কথায় বাঁধা দিয়ে বলে ওঠে,“ধর্মীয় মতে এখনো আব্বা হয়নি।

ইসরাত টিটকারি মেরে বলে ওঠল,

” এর জন্য মাথায় টুপি পরিয়ে আব্বা ডাকাতে হবে সামনা-সামনি, তাহলে বাপ মেয়ের মিলন ভালোভাবে হবে আর ধর্মের আব্বায় ও আরশ ভাই পরিণত হবে।

নুসরাত সবার কথা মনোযোগ সহকারে শুনল। বলল,”শোন আমার ধামড়ি বাচ্চা,বাপের সাথে এমন লদকা লদকি করলে মানুষ খারাপ বলবে। বলবে, এত বড় মেয়ে বাপের গলা ধরে ঝুলছে এখনো।

অনিকা নুসরাতের দিকে চেয়ে আরশকে ডেকে উঠল,

“আরশ!

নুসরাত অনিকাকে ভেঙ্গিয়ে উঠে বলল,“আলচ কী আব্বা ডাক বেটি! গিলুহীন মেয়ে, একটু আগে যাকে বাপ ডাকলি দু-মিনিট যেতে না যেতেই তাকে ছাইয়া ভেবে বসে রইলি! এটা দেখে মনে হচ্ছে কিয়ামতের আলামত।

আহান নুসরাতের কথায় শক্ততা আনতে বলল,

” এইসব মেয়েদের দেখলেই বোঝা যায় কিয়ামত আসতে খুব একটা দেরি নেই।

অনিকা নুসরাতের দিকে চেয়ে রইল। নুসরাত কিছুক্ষণ অনিকার কাপড় চোপড় দেখে ইরহাম আহানকে চুটকি বাজিয়ে দেখাল এখান থেকে চলে যেতে। দুজন মুখ ঝুলিয়ে হেলেদুলে বাড়ির ভেতর চলে গেল। তারা চলে যেতেই নুসরাত

ঠোঁট টেনে হেসে কিছু বলতে যাবে আবার থেমে গেল। আরশকে নিজেদের পাশে দাঁড়ানো দেখে অনিকাকে টেনে নিয়ে আসলো দূরে। ইসরাত নিজেও সাথে এসেছে। নুসরাত এবার বলল,"এসব ছোট খাটো জিনিস দেখিয়ে তুমি পুরুষ মানুষকে আকর্ষিত করতে চাইছো? মুখ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করল। অনিকা বিব্রত হয়ে ইসরাতের দিকে

তাকাল। ইসরাতের নিজের অবস্থা ও সমান। নুসরাত ইসরাতের দিকে তাকিয়ে বলল,”ওকে একটা ব্রা এর দোকানের সন্ধান দিয়ে দিস।

ইসরাত বলে ওঠল,

“ওর এসব নিয়ে তোর চিন্তা করার দরকার নেই।

নুসরাত ভীষণ চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

“আহা, আমারই চিন্তাই তো। ও এসব দেখিয়েই আরশ ভাইকে

নিজের করতে চাইছে তাহলে এর দরকার কেন নেই! অবশ্যই দরকার আছে!

অনিকা কঠোর কণ্ঠে বলল,

“কোনো প্রয়োজন নেই।

নুসরাত আবারো জেদি স্বরে বলল,” আহা প্রয়োজন আছে। পিতা সমান প্রেমিককে সেডিউইস করতে চাইলে উঁচু উঁচু ফমের ব্রা পড়বে। এসব ছোট ছোট ফমের ব্রা পড়বে না।

চাইলে আমি ভালো একটা ব্রান্ডেড দোকানের খবর দিতে পারি। ওখানে গিয়ে না হয় তুমি ফমের ব্রা কিনে নিবে। মুখ দেখিয়ে না পারো বুক দেখিয়ে একদম ঘায়েল করে দিবে।

নুসরাত মুখ ফেড়ে আরো কিছু বলতে চাইল ইসরাত মুখ চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতর। নুসরাত তখনো হাতের তালু নিচে কিছু একটা বলছে আর সাথে

চিৎকার করছে। ইসরাতের হাত টেনে নিজের মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে দৌড়ে আসলো গেটের সামনে। মধ্যমা আঙুল মুখের সামনে এনে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল,”অনিকার বাচ্চাআআ, ফাক ইউ।ঠান্ডা হাওয়া বইছে এসি থেকে। থাই গ্লাস আটকানো। এসির পাওয়ার আঠারো এর ঘরে। রুমের আবহাওয়া এতটা ঠান্ডা যে অতিরিক্ত

শীতলতায় নাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে নুসরাতের। ইসরাত ঠোঁটের উপর হাত রেখে মিটিমিটি হাসছে। আহান ম্যাগনিফাইং গ্লাসের উপর এক চোখ রেখে বারবার নুসরাতের মুখের পরিবর্তন লক্ষ করছে। একবার এদিক থেকে এসে দেখছে তো একবার ওদিক থেকে দেখছে। নুসরাত কয়েকবার বিরক্ত হয়ে তাকে চোখ দেখাল। এতে সে থেমে

যাওয়ার পাত্র না, কারণ সে এই ঘরের ভবিষ্যৎ সাইন্টিস্ট। এখন এখানে একটা কিন্তু আছে। নুসরাত আপু মানতেই চায় না যে সে ভবিষ্যতে বড় সাইন্টিস্ট হবে। আজ ও যখন ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে নুসরাত আপুর মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল তখন মুখ দিয়ে সবসময় তিতা কথা বের হওয়া আপু বলেছে, “এত আমার উপর রিসার্চ করে কী

হবে, সেই তো নুসরাত নাছিরের পেছন পেছন ছাতা ধরে হাঁটবি। এরপর থেকে সে আরো বেশি করে রিসার্চ করছে নুসরাত আপুর উপর। সে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে চাইছে, আল্লাহ তায়ালা এই মহিলাকে তৈরি করার সময় কী একটু মিষ্টি মুখে দেননি! যখনই কথা বলে শুধু কর্কশ কণ্ঠে ধমকায় না হয় তিতা কথা বলে।

নুসরাত অনেকক্ষণ সহ্য করল আহানের এক চোখ বড় করে এসে তার মুখের সামনে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ঘোরানো। ক্রোধে দাঁতে দাঁত চাপল। কড়মড় করে আহানের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ঠাস করে কানের কাছে একটা থাপ্পড় বসাল। হিসহিসিয়ে জিজ্ঞেস করল," তোর মায়ের হ্যাঙ্গা হচ্ছে এখানে শালা, বাল একখান এনে আমার মুখের

সামনে ঝুলাই রাখছোস?আহান থাপ্পড় খেয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসল। নুসরাত একে দাঁত কেলাতে দেখে দ্বিগুণ রেগে গেল। বলল,"বোকাচন্দ্রবিন্দুর মতো হাসবি না বাল।

আহান আবার হাসল নুসরাতের পাশে দাঁড়িয়ে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সকল জিনিস বড় বড় করে দেখতে দেখতে অস্ফুষ্ট সুরে

আওড়াল,”বড় আপুর মুখের সকল পিম্পল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখানে।
ইরহাম গ্লাস টেনে নিয়ে নিজের চোখের মধ্যে চেপে ধরল। মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো,”দেখি দেখি!
ইরহাম নিজে দেখা শেষে আহানের পানে তাকাল। অতঃপর নিজেদের সিগনেচার স্টাইলে দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল। ইরহাম নুসরাতের দিকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস

এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠল,”তুই ও দেখ, ওগুলো কাছে না দাঁড়ালে ভালো করে দেখা যায় না।নুসরাত অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর এক ঠোঁট উপরের দিকে কুঁচকে নিয়ে দাম্ভিক সুরে আওড়াল,”ওসব বালের ম্যাগনিফাইং গ্লাস আমার দরকার নেই, আমি এখানে বসেই স্পষ্ট ইসরাতের

মুখের পিম্পল পিম্পলের আন্ডা বাচ্চা সব দেখতে পাচ্ছি। মনে রাখিস আমার চোখের কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফেইল। তাছাড়া আমি এখানে বসেই পনেরো মাইল দূরে কী হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখতে পাই।

ইসরাত নুসরাতের ধাপ্পাবাজি কথায় বিরক্ত হলো। ইরহাম চ সূচক শব্দ মুখ দিয়ে বের করে বসে গেল সোফার উপর। আর আহান

যথারীতি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে নিয়ে নুসরাতকে ভালো করে পরিক্রমা করতে শুরু করল। আর বলতে লাগল,”তোমার চোখ গুলো চোখ নয়, মনে হয় দূরবীন!

নুসরাত মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে আহানের কথা অবজ্ঞা করল। তারপর আবার সহমত পোষণ করে বলল,”তা তুই ঠিক বলেছিস। ইসরাতের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠল,

“আজ না রাতে তোর মেহেদি সন্ধ্যা, তাহলে তুই এখানে বসে আছিস কেন? যা গিয়ে রুপচর্চা কর গিয়ে। মুখে দেখ কীসব পিম্পেল ডিম্পেল হয়েছে।

আহান নুসরাতের কথায় সহমত পোষণ করে মাথা নাড়াল। ইরহাম নুসরাতকে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে শুধাল,”তুই আজ রাতে কী পরিধান করবি?

নুসরাত যেন আকাশ থেকে পড়ল। কী তাকে ও কিছু পরতে হবে! সবার দিকে একবার চেয়ে মেকি হাসল। ইসরাত আঙুল তুলে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল,”নির্ঘাত কিছুই কিনেনি। এক্ষুণি দেখবি চুরি ধরা পড়ার জন্য হা হা করে দাঁত বের করবে।ইসরাতের কথা শেষ হতেই নুসরাত দাঁত বের করে সত্যি সত্যি হাসল। ঠোঁট টিপে বলে

ওঠল,”আহানের কিছু একটা পরে নিব।

আহান আঁতকে উঠল। দু-হাত তুলে আগেই না করে দিল,”আমার কাছে কোনো কাপড় নেই। এর আগেও তুমি আমার দুটো জামা নিয়ে ফেরত দাওনি। আমি কোনো প্রকার শার্ট, গেঞ্জি, টিশার্ট, ড্রপ সোল্ডার, কিছুই দিব না তোমাকে।

নুসরাত হেসে হেসে ইরহামের দিকে তাকাতেই ইরহাম ও দু-হাত তুলে বলে ওঠল,”এ্যাঁহ তোকে টাকা দেওয়া হয়েছে না, তাহলে কিনলি না কেন? সাবধান নুসরাত আমার জিনিসের দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করলে তোর হাত আমি কেটে ফেলব।

নুসরাত তীক্ষ্ণ চোখে ইরহামকে উপর নিচ অবলোকন করল। শক্ত

কণ্ঠে বলে ওঠল,”নুসরাত নাছিরের হাত কাটা এত সহজ?

ইরহাম বলে ওঠল,

“অবশ্যই সহজ।নুসরাত এক চোখ টিপে সামান্য হেসে শীতল কণ্ঠে হুমকি দিল,”তুই আমার হাত কাটতে যাবি আমি তোর ব্যঙুই কেটে রেখে দিব। তখন উপলব্ধি করবি সাপের লেজে পা দেওয়ার ফল।

আহান নুসরাতের কথায় হইহই করে ওঠে বলে,

” তাহলে আপু তুমি না চাইতেও মানলে তুমি একজন বিষধর সাপ যার লেজ আছে।

নুসরাত চুটকি বাজিয়ে আহনকে নিজের দিকে ফিরাল। তারপর আহানকে কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ না দিয়ে ঘাড় ধরে ঝুঁকিয়ে ধুমধুম করে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিল

পিঠে। হিসহিসিয়ে আহানের কথার উত্তর দিল,”আমি যদি বিষধর সাপ হতাম সকলের আগে তোর ওই বাপের বড় ভাইকে কামড় দিতাম। তারপর তোর ওই আরশ ভাইকে, আর তারপর তার ধামড়ি বাচ্চাকে। ইসরাত শব্দ করে হেসে উঠল। নুসরাতের কথার জবাবে বলে ওঠল,”ভাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, নুসরাত নাছির নামক

জেদি আপা ও একজন পুরুষের জন্য কোনো নারীর উপর জেলাস। হাহ..! আমি তো ভাবিনি এই জন্মে এতকিছু দেখব। রবের কী লীলাখেলা।

ইরহাম ইসরাতের কথা শোনে হেসে দিল। সবাই তার দিকে ফিরে চাইতেই সে বলল,"আপির কথা শোনে একটা গান মনে পড়ে গেল।

যেটা নুসরাত আপার সাথে বর্তমানে একদম খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে।

ইসরাত এক ভ্রু উচিয়ে নিল। হাস্যরস কণ্ঠে শুধাল,

“কোন গান?

আহান ইসরাতের কথা শেষ হতেই বলে ওঠল,

” আমি হয়তো মোটামুটি ধরে ফেলেছি কোন গান।

ইসরাত ইরহামের দিকে চাইতেই সে ইশারায় কিছু একটা বলল। ঠোঁট নাড়িয়ে গানের লাইন বলতেই ইসরাত হা হা করে হেসে গড়াগড়ি খেল বিছানায়। ওই অবস্থায় থেকে বলল,"গেয়ে নে ইরহাম, কোনো সমস্যা নেই।

ইরহাম ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠে,"আহাইন্না যা তো নুসরাত

নাছিরের গিটার নিয়ে আয়, গিটার ছাড়া জমবে না।

আহান দৌড়ে গিয়ে গিটার নিয়ে আসলো। ইরহাম তা নিজের কোলে রেখে আসন পেতে বসল। আহান নিজেও মেঝেতে বসল। যাকে নিয়ে মজা নিবে বলে এত আয়োজন, সে নির্লিপ্ত। কোনো উদ্যোগ তার ভেতর নেই। নির্বিকার চিত্তে বসে বসে দেখছে সকলের কান্ড। ইরহাম

নিজের চুল সব হাত দিয়ে অগোছালো করে দিল। বিভিন্ন দরগায় থাকা পীরের মতো মাথা দু-দিকে পাগলের মতো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গিটারে সুর তুলল। সৈয়দ বাড়ির একটা ও সুন্দর করে গান গায় না। নিজেদের মতো কিছু গায় আবার কিছু গানের আসল লিরিক্স থাকে। ইরহাম তেমন একজন। আঙুল গিটারে রেখে পাগলের মতো

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গেয়ে উঠল,”হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছে মেলা
বাবা হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছে মেলা,
সৈয়দ বাড়ির পাগলা খানায় সব পাগলদের খেলা।সন্ধ্যা থেকেই রমরমে ভাব ছেয়ে আছে পুরো বাড়ি জুড়ে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের লুক এসে দুই বাড়ি ডেকোরেশন করে

গিয়েছে। চারিদিকে লাল নীল আলো জ্বলছে। বাড়ির ভেতর সাজগোজ করছে সবাই। ইসরাতেদের নানা বাড়ির লোক এসেছে। পুরো ড্রয়িং রুমের অবস্থা রমরমে। আরশের নানি অসুস্থ থাকার ধরুন কেউই মেহেদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেনি। আরশের নানি রুমানা খাতুন নিশ্চিত করেছেন উনি চেষ্টা করবেন বিয়েতে আসার তবে এটা

আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। শরীর সুস্থ থাকলে তিনি কোনো বাঁধা ছাড়াই চলে আসবেন। নুসরাতের নানি ছালিমা বেগম গীত গাচ্ছেন। তার সাথে মিলে কিছু বয়স্ক মহিলারা ও গীত গাচ্ছেন। একদল মধ্য বয়স্ক মহিলারা নাচছে সাথে ধামাইল দিচ্ছে। ক্যামেরা ম্যান একপাশে দাঁড়িয়ে তা খুবই সন্তপর্ণে নিজের ক্যামেরার মধ্যে আটকে

নিচ্ছে। সৌরভি ও সেজেগুজে এসে হাজির নাছির মঞ্জিলে। নিজাম শিকদার তাকে প্রচুর টানাটানি করেছেন সৈয়দ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তার একটাই কথা,ওই বাড়িতে ছেলে মানুষ সব থাকে, ওদের মধ্যে গিয়ে আমি কী করব! নিজাম শিকদার শেষ মুহুর্তে এসে ঝাড়ি মেরে চলে গিয়েছেন।

আর সৌরভি নাচতে নাচতে চলে আসছে এখানে।

নাজমিন বেগম সকল কিছু সামলে চলে গেলেন নুসরাতের রুমের দিকে। ঢুকেই নুসরাতকে শুধালেন,”কী পরছিস? প্রায় সবাই তো চলে আসছে।নুসরাত নিজের ভেজা চুলে টাওয়াল পেঁচিয়ে নিয়ে হেলতে দুলতে চলে গেল বিছানার কাছে। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে

রাখা কাপড়গুলো নাজমিন বেগমের মুখের সামনে তুলে ধরে খুশি মনে বলল,”এই সাদা শার্ট আর এই আব্বার কালো প্যান্ট পরব।

নাজমিন বেগম শীতল চোখে নুসরাতের দিকে কিৎকাল চেয়ে রইলেন। অতঃপর পায়ের মধ্যে থাকা নিজের রোবটিক্স জুতো হাতে নিয়ে মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে

কর্কশ গলায় না জানার ভান করে জানতে চাইলেন,”কী পরবি তুই?

নুসরাত এক মুহুর্তে নিজের মায়ের মতিগতি ধরে নিল। পেছনের দিকে সরতে সরতে বলল,”আরে সিরিয়াস হচ্ছো কেন আম্মা, আমি তো মজা করছিলাম।

নাজমিন বেগম নিজের পা থেকে জুতো হাতে নিতে নিতে

বললেন,”কিন্তু আমি তো সিরিয়াস নিয়ে নিয়েছি এই কথা।

নুসরাত দৌড়ে গিয়ে কাবার্ড খুলল। অগোছালো হাতে কাপড় খুঁজতে খুঁজতে বিড়বিড় করল,”গেল কই! বালডা তো এখানেই রেখেছিলাম। সবকিছু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শেষ পর্যন্ত কালো রঙের গ্রাউন হাতে পড়ল নুসরাতের। সে সেটা হাতে নিয়ে নাজমিন বেগমের দিকে

ফিরে বোকার মতো হাসতে হাসতে বলল,”এইটা পরব, এতক্ষণ মজা করছিলাম।

নাজমিন বেগম নিজের পায়ে জুতো পরে নিলেন। ওড়না কানের পেছনে গুজে নিয়ে বলে ওঠলেন,”আমি ও মজা করছিলাম।

নুসরাত তড়াক করে বলে ওঠল,

“তাহলে আর এটা পরার দরকার কী রেখে দেই!

” শুধু রেখে দেখ, তোর বাপ চাচার নাম ভুলিয়ে দিব।নাজমিন বেগমের মারের ভয়ে নুসরাত কাপড় পরেনি। মেহমানদের সামনে যদি তাকে পিটানো হয় সেটা অনেক বেশি লজ্জা জনক হয়ে পড়বে তার জন্য। তাই ভবিষ্যৎ সৈয়দ চয়েসের ওনার হিসেবে তার একটা প্রেস্টিজ বলে কিছু আছে তো। মা নামক ভদ্র মহিলার হাতে জুতোর বারি খেয়ে

অকালে তা ঝড়াতে চায় না নুসরাত। মানসম্মান বেঁচে গেল ও যেই বাল একটা পরছে এইটা পরে জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে গিয়েছে। এই নিয়ে দু-বার পায়ে ভেজে আল্লাহর বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছিল। আরেকটা সমস্যার দেখা দিয়েছে। যেদিকে যাচ্ছে সবাই থামিয়ে থামিয়ে গোল গোল চোখে তাকে পরখ করছে। তারপর অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস

করছে,”তুই নাছিরের দ্বিতীয় মেয়ে? নুসরাত ভেবে পায় না এতে এত অবাক হওয়ার কী! হ্যাঁ সে কালো রঙের একটা আলখাল্লা পরে নিয়েছে মায়ের ভয়ে, আই মিন মানসম্মান হারানোর ভয়ে তাই বলে তাকে এমন করে ঘুরে ঘুরে দেখবে আর এসব আজব প্রশ্ন করবে। নুসরাতের কাছে মনে হলো এইসব মেয়েলি বস্ত্রের তুলনায় পুরুষদের লুঙ্গিটাই

ভালো। কোমরে গিট্টু দিলেই হয়! এদিক দিয়ে বাতাস ঢুকে ওদিক দিয়ে বাতাস ফরফর করে বের হয়ে যায়। কিন্তু এই সাউয়ার কাপড়ের কোনোদিক দিয়েই বাতাস ঢুকে না। গরমে সে আলু ভুনা হয়ে যাচ্ছে। বালের মেয়েলি কাপড়! তার মনে হলো ত্রিকোণোমিতির সূত্র এর থেকে সহজ, যতটা কঠিন এসব আলখাল্লা জাতীয় কাপড় পরা।

আবার গলার কাছে কীসব পাথর টাথর লাগিয়ে রেখেছে। এগুলো নাকি কারচুপির কাজ। তাহলে তাকে খোঁচাচ্ছে কেন! সমস্যা কী এদের ভাই! নুসরাতের সাথে কোন বাপের জন্মের শত্রুতা খুঁচিয়ে মিটাচ্ছে। নুসরাত গলায় চুলকাতে চুলকাতে নেমে আসলো সিঁড়ি বেয়ে। এর মধ্যে আহান এসে বাড়িতে প্রবেশ করল। নুসরাতকে মাথার মাঝখানে

খোপা করে, এরকম মেয়েলি কাপড় পরে হাঁটতে দেখে আকাশ থেকে টুপ করে সে পড়ে গেছে মনে হয়। চোখ মুখ বিশাল আকৃতির করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠল,”ও মেঝ মা, ছোট আপুকে জীনে ধরছে। তাড়াতাড়ি হুজুর এনে ঝাড় ফুক করাও। তোমার বিশ্বাস যোগ্য কবিরাজ এনে ঝাটার বারি মারো আপুকে।আহানের কথায় বিরক্তির

পরিশিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেল নুসরাত। এমন গলা ফাটিয়ে নাটক করার মানে কী! সে তো ছোটবেলা এসব মেয়েলি পোশাক নামক আলখাল্লা পরত। এতে এমন আকাশ থেকে পড়ার ভান করার ই বা মানে কী! নুসরাত বিরক্তি সুরে বলল,”হইছে আর নাটক করতে হবে না।

আহান নাটকীয় ভঙ্গিতে হেলে পড়তে পড়তে বলল,

“আল্লাহর কসম আপু আমি তোমাকে দেখে মনে করেছি প্রথমে জীনে ধরছে, এখন আমি শিওর তোমাকে পেত্নী ধরছে। নাহলে তুমি এমন কাপড় পরতেই পারো না। নুসরাত আহানের কথায় আর পাত্তা না দিয়ে গিয়ে বসল সোফার উপর। এর মধ্যে ইসরাত কুর্তি একটা গায়ে

জড়িয়ে এসে বসল তার পাশে। নুসরাত আবেগে ঠেলায় ভেসে যেতে যেতে আওড়াল,” ইয়া আল্লাহ এত সুন্দর মেয়ে এখানে আসলো কীভাবে! মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ! ইসরাত তুই দেখতে পাচ্ছিস?

নুসরাতের কথায় সকলে সহমত পোষণ করে বলে ওঠল,”সত্যি অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।

নুসরাত চোখ উলটে নিল। সবাইকে অবজ্ঞা করে হাসতে হাসতে অস্পষ্ট সুরে আওড়াল,”আপনারা ওদিকে কী দেখছেন, আমি আমার নিজের কথা বলছি। নিজেকে নিজের কাছে এটম বম লাগতাছে, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ! নাজার না লাগ যায়ে থুথু থু..তারপর হা হা করে হাসতে হাসতে কিচেনে চলে গেল। এর মধ্যে সৈয়দ বাড়ি থেকে ডালা নিয়ে

আসলো আরশ, অনিকা, ইরহাম, মমো। সাথে মেহেদির জন্য শাড়ি। ইসরাত শাড়ি পরার জন্য রুমে গেল। তার পিছু পিছু নুসরাত ও গেল। ইসরাত গায়ে শাড়ি জড়িয়ে মেকাপ করে নিচে নামতেই ক্যামেরা ম্যান চলে আসলো। বউয়ের বিভিন্ন এঙ্গেলে ছবি তোলা হলো বাড়ির ভেতরে বাহিরে। শেষে বাড়ির বাহিরে সাজানো স্টেজে বউকে

নীরবে বসিয়ে দেওয়া হলো। সকল প্রকার আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর নাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে তাই।ইরহাম আর আহান সেই সুযোগে সৈয়দ বাড়িতে দৌড়ে গেল, গিয়ে কাবার্ড থেকে কালো রঙের পাঞ্জাবী বের করে পরে নিল। যাতে নুসরাতের সাথে তাদের কাপড়ের মেচিং হয়। পারফিউম স্প্রে করে দু-জনেই রুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি

বেয়ে নেমে আসল দ্রুত পায়ে। ড্রয়িং রুম পার করতে নিবে হেলাল সাহেব থামিয়ে দিলেন তাদের। প্রথমে সোফায় বসে কিৎকাল দেখলেন আহান আর ইরহামকে। তারপর লিপি বেগমকে ডেকে উঠলেন,”ও লিপি, লিপি..!

লিপি বেগম দৌড়ে আসলেন। ঘামে ভিজে যবুথবু মুখে স্বামীর নিকট জানতে চাইলেন,”ডাকছেন কেন?

হেলাল সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,“কাজল নিয়ে আসো।

লিপি বেগম কপালে ভাঁজ ফেললেন। হতবাক সুরে জানতে চাইলেন,” কেন?

হেলাল সাহেব মুখ দিয়ে বিরক্তিকর শব্দ বের করলেন। কিছুটা ধমক মিশ্রিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, “এত প্রশ্ন কীসের? যা বলছি তা করো চুপচাপ।।

লিপি বেগম মুখ ফুলিয়ে চলে গেলেন কাজল আনতে। কিৎকাল অতিবাহিত হওয়ার পর হেলাল সাহেবের আবারো হাক ডাক শোনা গেল। আহান আর ইরহাম মুখ চুপসে দাঁড়িয়ে রইল। দু-জনেই উপলব্ধি করতে পারছে এরপরে তাদের সাথে কী হতে যাচ্ছে। লিপি বেগম কাজল এনে দিতেই হেলাল সাহেব দু-জনকেই ধরে টিকা দিয়ে

দিলেন। লিপি বেগম হায় হায় করে উঠে বলেন,” এ কী করলেন আপনি?

হেলাল সাহেব গম্ভীর মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন,”অতিরিক্ত সুন্দর লাগছে আজ এদের তাই নজর টিকা দিয়ে দিলাম।আহান আর ইরহাম হেলাল সাহেবের সাথে হাসি বিনিময় করে উল্টোদিকে ফিরতেই দু-জনে টিস্যুর সাহায্যে কপাল মুছে

নিতে চাইল, হেলাল সাহেবের কণ্ঠেস্বর তখন ভেসে আসলো,”চল তোদের নাছিরের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি। বাচ্চা মানুষ যেতে ভয় পাবি।

কপালের কাছে নেওয়া হাত আলগোছে দু-জনেই নামিয়ে নিল। আহান ভেবে নিল তাদের জীবনটা সিনেমা হলে পারত। এখন পেছনে একটা গান বাজতো দুঃখি সুরে।

নাছির মঞ্জিলে আসতেই নুসরাতের সাথে সর্বপ্রথম দেখা হলো ইরহাম আর আহানের। নুসরাত দু-জনের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাওয়ার মতো অবস্থা। খিলখিল করে হেসে দাঁত কেলিয়ে জানতে চাইল,"চাঁদের কপালে এই বিশ ফুটের গ্রহণটা কে লাগিয়েছে?আহান নাক টেনে মিথ্যে কান্নার ভান করল। চোখে মুখে কান্না ভাব ফুটিয়ে বলে

ওঠল,”আর কে করবে! তোমার বাপের একমাত্র গুণোধর ভাই আমাকে আর ভাইয়াকে ধরে নজর টিকা পরিয়ে দিয়েছেন। আপু একটা মানুষের কমনসেন্স কোথায় থাকলে বড় বড় এডাল্ট ছেলেদের বাচ্চা বলে নজর টিকা পরিয়ে দেয়?

ইরহাম তিক্ত বিরক্ত গলায় বলে ওঠল,

“কমনসেন্স আর কোথায় থাকবে, পশ্চাৎদেশে আটকে আছে।

নুসরাত দু-জনের কথায় হেসে লুটোপুটি খেল। আহান বলল,” একটু দেখো তো আপু মানুষ আমাদের দেখছে নাকি! আজ অতিরিক্ত সুন্দর লাগছে আমাদের।

নুসরাত বলল,“তোমাদের সাউয়ার মতো লাগছে। মুখ খোলাবি না বাল!! আজ আমি ভালো হয়ে গিয়েছি।

আহান আর ইরহাম নুসরাতের সাথে কথা বাড়াল না। চুপিচুপি বাড়িতে ঢুকে নিজেদের মুখ ধুয়ে পরিস্কার করে নিল। নুসরাত যখন ধিন তানা ধিন তানা করে নেচেকুঁদে বাড়িতে প্রবেশ করল, সেই মুহূর্তে এক ভদ্র মহিলা বলে ওঠলেন," নাছিরের বড় মেয়ের তো বিয়া হই যাইতাছে ওই, মেয়ের রঙ পরিস্কার এইজন্য পোলা ও পরিস্কার রঙের পাইছে, কিন্তু এর

কী হইব? পোলা কই পাইব? নুসরাতের নেচে-কুঁদে চলা পা থেমে গেল। ঠোঁটে মারাত্মক হাসি ঝুলিয়ে সে নিজের বাঁ পাশে তাকাল। পাশাপাশি বসে থাকা দু-মহিলাকে একপ্রকার ঠেলে ধাক্কিয়ে সরিয়ে নিজে তাদের মধ্যে বসে গেল। তারপর পায়ের উপর পা তুলে বসে পা নাচিয়ে নাচিয়ে যিনি কথা বলছিলেন তার দিকে তাকিয়ে

জানতে চাইল,”আপনার ছেলের রঙ পরিস্কার?

প্রথমত এমন ধাক্কিয়ে ঠেলে বসায় ভদ্র মহিলা শকে দ্বিতীয়ত এমন প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলেন। হতবাক চোখে নুসরাতের দিকে চাইতেই নুসরাত ভ্রু উচিয়ে আবারো মনে করিয়ে দিল তার প্রশ্নটা। ভদ্র মহিলা হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়ে মুখ দিয়ে

উচ্চারণ করলেন,”হ্যাঁ! সাদা ফকফকা একদম।

ভদ্র মহিলার কথা শেষ হতেই নুসরাত ঝটপট বলল, “তাহলে আমার সাথে আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে দিন।

ভদ্র মহিলা আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন,” তা কেন দিব?

নুসরাত আবারো মনেকরিয়ে দিতে বলে ওঠে,

“এই না বললেন আমাকে কে বিয়ে করবে! তাহলে আপনার ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিলেই দোষ বা কোথায়।

ভদ্র মহিলা চোখ মুখ কুঁচকে নিলেন। বিস্ময় মাখা কণ্ঠে বললেন,” তাই বলে আমার ছেলের সাথে তোমার বিয়ে দিব?

নুসরাত মুখ দিয়ে শব্দ করল। নিরুদ্বেগ গলায়, নির্বিকার চিত্তে

বলল,”সমস্যা কোথায়? পাত্রী হিসেবে আমি কোন দিক দিয়ে খারাপ। ওই সামান্য কালো আর কথা একটু বেশি বলি।

ভদ্র মহিলা অবাক। কণ্ঠ থেকে ঝড়ে ঝড়ে পড়ছে অবকতা। বিরশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন,”একটু বেশি কথা বলো নাকি দ্বিগুণ বেশি?

নুসরাত হাসি মুখে বলল,“ওই তো সামান্য এদিক সেদিক হলে দুটো

কথাই বলি। যৌতুক চাইলে বলতে পারেন আন্টি, আমার বাপ আমার বিয়ের জন্য মোটা অংকের যৌতুক জমা করছে। আপনার ছেলে আমাকে বিয়ে করলে এই যৌতুকের টাকা আপনাকে দিবে।

ভদ্র মহিলা চকচকে চোখে জানতে চাইলেন," কত টাকা?

নুসরাত কণ্ঠ স্বর নিচু করে নিল। অত্যাধিক সতর্কতার সহিত ভদ্র

মহিলার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলে,”ওই ধরেন লাখ খানেক টাকা। এবার বলুন আপনার ছেলের সাথে বিয়ে দিবেন?

ভদ্র মহিলা মাথা নাড়ালের হ্যাঁ ভঙ্গিতে। নুসরাত মেঝের দিকে ইশারা করে আক্ষেপ করে উঠল। ভদ্র মহিলাকে ওদিকে ইশারা করে বলে ওঠল,”আন্টি দেখুন তো আপনার কিছু একটা নিচে পড়েছে।

ভদ্র মহিলা নিচের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার আগে প্রশ্নাত্মক চাহনি নুসরাতের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন,”কী?

নুসরাত মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে দেওয়ার ভঙ্গি করে দু-হাত ভদ্র মহিলার মুখের সামনে তুলে ধরল। হাসতে হাসতে অস্পষ্ট সুরে বলল,”আপনার লাঞ্চিত, পচে যাওয়া চিন্তা ভাবনা পড়ে গিয়েছিল নিচে,

আমি আবার তুলে দিচ্ছি।নুসরাত ভদ্র মহিলার অপমানে থমথমে হওয়া মুখ দেখে হা হা করে হেসে উঠল। আড় চোখে মহিলার মুখ দেখল তারপর আবারো হাসল। সোফার উপর যেখানে বসেছিল সেখানে থাপ্পড় মেরে মেরে দাঁত কেলাল ভদ্র মহিলার গা জ্বালানোর জন্য।নুসরাত বাড়ির বাহিরে বের হতেই সেখানে ভাবী আম্মা ভাবী আম্মা বলে মুখে

ফেনা তুলে হাজির হলো আয়ান, তৌফ। তাদের পিছু পিছু সঙ্গ পঙ্গ নিয়ে হাজির হলো নাহিয়ান। নাহিয়ানকে হঠাৎ এমন ফ্যামেলি ফাংশনে উপস্থিত হতে দেখে কপালে ভাঁজ পড়ল নুসরাতের। এমনভাবে এসেছে যেনো দলবল নিয়ে সমাবেশে আসছে। যত্তসব গরীবস! কপাল কুঞ্চন করে চোখ তীক্ষ্ণ করে নুসরাত যখন নাহিয়ানকে দেখতে

ব্যস্ত তখন নাহিয়ান এসে চেয়ার টেনে বসল নুসরাতের পাশে। নুসরাত স্টিল টেপ বের করে নাহিয়ানকে নির্দেশ দিয়ে বলে ওঠল,”গণে গণে তিন ফুট দূরত্বে বসুন পূর্ব পশ্চিম।

নাহিয়ান বিগলিত হেসে দূরে সরে বসল। জিজ্ঞেস করল,”আপনি কী হাতে স্টিল টেপ নিয়ে ঘুরছেন, আমি আসব বলে?নুসরাত ঠোঁট

উপরের দিকে তুলে অবজ্ঞা করল নাহিয়ানকে। সামনের দিকে চোখ রেখে বলে ওঠল,”আপনার মতো ছোটখাটো মাছির জন্য আমি অপেক্ষা করব, এটা ভাবনায় আনাই তো বিলাসিতা। নুসরাত নাছির কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, তার জন্য সবাই অপেক্ষা করে।

নাহিয়ান অপমানিত হয়ে হাসল। মৃদু সুরে কোমলতার সহিত বলে

ওঠল,”আপনার সূক্ষ্ম অপমানের প্রতিবা দেখে আমি আবার আপনার প্রেমে পড়ে গেলাম।

নুসরাত বলে ওঠল,“এই তো আবার ছ্যাবলামো করে ফেললেন নাহিয়ান আবরার পশ্চিম। কথায় কথায় মানুষের প্রেমে উলটে পড়া আবার কী ধরণের ছোটলোকি কাজ?

নাহিয়ান নুসরাতের দিকে এগিয়ে বসতে নিবে, নুসরাত ঠুস করে ছুরি

বের করে নিল। চোখা অংশ নাহিয়ানের দিকে তাক করে বলে ওঠল,” উঁহু, সামনে আগাবেন না, পেট ফুটো করে দিব।

নাহিয়ান নিজের জায়গায় বসে গেল। নুসরাতের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলে ওঠল,”আপনার কথা শুনলে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। নুসরাত উপহাস করে হেসে উঠল অধরের কোণ উচিয়ে। নাহিয়ানকে

ঠাট্টা করে, ব্যগ্রতার সহিত বলল,”মাল পানি খেয়ে এসেছেন? আমার কথা শুনে আবার কোন ষুদানির ফুত মুগ্ধ হবে?

নুসরাত পরের মুহুর্তে ঠোঁটে হাত চেপে ধরল। তওবা কেটে নিয়ে বলে,”অহ স্লিপ অফ ঠ্যাং করে গালি দিয়ে দিয়েছি। তা বিনা দাওয়াতে কী মেহেদি অনুষ্ঠানে চলে এসেছেন?

নাহিয়ান হাসল। সাদা পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে নিয়ে নুসরাতের দিকে তাকাল। রাশভারী গলায় আওড়াল,”আপনার বড় চাচা দাওয়াত দিয়েছেন আমাকে।

নুসরাত বাহবা দিল নাহিয়ানকে। বলল,“বাহ! আমার বাপ চাচাকে ও দেখি চিনেন?

নাহিয়ান দাম্ভিকতা নিয়ে বলে ওঠল,

” আপনাকেও চিনি, আপনার থেকে বেশি।

নুসরাত কৌতুক করে হেসে উঠল। হতবিহ্বল হওয়ার ভান করে বলল,”কথাটা এমন হয়ে গেল না, মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি। আমি নুসরাত নাছিরকে আপনি আমার থেকে বেশি চিনেন, এটা একটু বেশি ধাপ্পাবাজি হয়ে গেল না।

নাহিয়ান অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিবিষ্ট করল মেয়েলি মুখটায়। হাত বাড়িয়ে নোজ রিং স্পর্শ করতে যাবে নুসরাত ছুরির ধারালো প্রান্ত বের করে দেখাল। ইশারা করল হাত সরিয়ে নিতে। নাহিয়ান হাত সরিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল,"আমার কথার সাথে মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি এমন প্রবাদ উপলব্ধি হলো কেন আপনার কাছে?

নুসরাত এক ভ্রু সামান্য উচিয়ে নিয়ে বলল,

“একদম সস্তা ফ্লার্ট করেন আপনি নাহিয়ান আবরার পশ্চিম।

নাহিয়ান ঠোঁট এলিয়ে হাসল। বলল,” জীবনে প্রথমবারের মতো আপনি আমাকে নার্ভাস করে ফেলেছেন নুসরাত নাছির।

নুসরাত দু-হাতে বুক চেপে ধরল। বিগলিত হয়ে উলটে পড়ে যাওয়ার

মতো করে বলল,”আমি ধন্য হয়ে গেলাম আপনাকে নার্ভাস করতে পেরে। এই খুশিতে আপনি গলায় দড়ি দিয়ে মরে যান।

নাহিয়ান অবাক কণ্ঠে বলল,

“আমি কোন খুশিতে গলায় দড়ি দিব?

” এই যে আমি ধন্য হলাম আপনার প্রতি, এই খুশিতে।

নাহিয়ান হু হু করে হেসে উঠল। নুসরাত নাহিয়ানকে ভেঙ্গিয়ে হে হে করে হাসল। ঠোঁট কুঞ্চন করে বলে ওঠে,”যত্তসব!দূরে দাঁড়ানো আরশ দশ মিনিট যাবত দাঁড়িয়ে এসব লক্ষ করছিল। মাহাদি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত কেলাচ্ছে। সাথে ফিসফিস করে কানের গোড়ায় বকবক করছে,”এবার পাখি উড়াল দিবে। এই ব্যাটা হ্যান্ডুসাম তোর পাখি খাঁচা

থেকে নিয়া পালাইবে। তারপর তুই বাপ্পারাজ হয়ে হাহাকার করবি আর গাইবি, প্রেমের সমাধি ভেঙে, পাখি শিকল ছিঁড়ে, উড়ে যায় উড়ে যায়।

আরশ মাহাদির দিকে তাকাতেই সে গলা খাঁকারি দিল। আরশের ক্ষোভ পূর্ণ চোখের দিকে নিজের চোখ নিবিষ্ট করে বেসুরা গলায় গেয়ে উঠল,"তুমি কাছে তব যে দূরে,

কতো যে দূরে ওরে বঁধূয়া,পরান যায় জ্বলিয়া রে,
পরান যায় জ্বলিয়া রে,
পরান যায় জ্বলিয়া রে।
আরশ দাঁতের পাটি চেপে আওড়াল, “মাহাদি গাছের সাথে বেঁধে পেটাব। মাহাদি আঙুল ঠোঁটে রেখে চুপ করে গেল। অতঃপর আবারো জ্বালানোর জন্য মুচকি মুচকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে আরশের কানের কাছে

বিড়বিড়িয়ে বলল,” বেচারিকে এমন করে দেখছিস কেন?

আরশের কাঠখোট্টা জবাব,

“আমার বউ আমি যেভাবে ইচ্ছে দেখব।

মাহাদি সহমত পোষণ করে বলল,

” তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু এমন দেখা দিস না,পরে দেখা গেল বউকে চোখ দিয়ে প্রেগন্যান্ট বানিয়ে ফেলেছিস।আরশের দৃষ্টি

ওখানেই স্থির আছে। সে ওইদিকে চোখ রেখে নিষ্প্রাণ গলায় বলে ওঠল,”আমার বউকে আমি চোখ দিয়ে প্রেগন্যান্ট করি আর যাই দিয়েই করি তোর সমস্যা টা কী?

মাহাদি বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হলো। সে ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওঠল,”আমি বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক। একজন সচেতন নাগরিকের কাজ সবসময় সচেতন

থাকা এবং নিজের আশপাশ সচেতন রাখা। একবার যদি তুই বউকে চোখ দিয়ে প্রেগন্যান্ট করে ফেলিস তাহলে দেশে জনগণের অভাব হবে না। তাই চোখ সরা বেচারির থেকে। একজন সচেতন নাগরিক হওয়ার স্বার্থেও এটা আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব।

আরশ কঠোর সুরে বলল,“ওকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা করতে হবে না, নিজের রাস্তা মাপ।

মাহাদি দমে যাওয়ার পাত্র না। সে বলল,

” একটা মানুষ কী পরিমাণ নির্লজ্জ হলে গত এক ঘন্টা যাবত একটা মেয়েকে চোখ দিয়ে ইভটিজিং করে!

আরশ মাহাদির দিকে চেয়ে হিসহিসিয়ে বলে ওঠে,

“আমার বউ আমি চোখ দিয়ে ইভটিজিং করি না গিলে খাই তোর তাতে কী?

” আমারই তো সবকিছু। তোর বাচ্চারা হাগু মুতু করলে ওসব সাফ সফা তো আমাকেই করতে হবে।

আরশ নিরেট সুরে বলে ওঠল,

“তোকে আমি আমার বাচ্চাদের বোয়া হিসেবেই রাখব না।

মাহাদি বলে ওঠল,

“আমি বেবি সিটার হয়ে ঢুকে যাব। ” আমি তোকে আমার বাচ্চার জুতো পরিস্কারের জন্য ও রাখব না।মাহাদি এবার অগ্নিমানবের মতো ফুলে উঠল। এসব তো মানা যায় না। এত অপমান! এত অপমান! বন্ধু বলে কি সবসময় এমন অপমান করবে! সে রাগী সুরে হিসহিসিয়ে আরশকে অভিশাপ দিল,”আমি তোকে অভিশাপ দিলাম তোর বউ তোকে

উঠতে বসতে খাটাবে। এমন কী তুই ঘুমালেও তোকে লাথি দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিবে।

আরশ হুংকার দিয়ে উঠল। মাহাদির কলার দু-হাতে চেপে ধরতে যাবে সে পালাল। যেতে যেতে আরশের বলা একটা কথা ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে আওড়াতে ভুলল না। সেটা হলো,"ও আমার দায়িত্ব, এর বেশি কিছু না। হা হা..!

মাহাদি অন্যদিকে চলে গেল। নুসরাত উঠে দাঁড়াতেই কাপড়ের সাথে পা পেঁচিয়ে গেল। উলটে পড়ে যেতে নিবে নাহিয়ান হাত বাড়িয়ে ধরার পূর্বেই নুসরাত নিজেকে সামলে দু লাফে দূরে সরে গেল। চোখ তুলে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"আপনার স্বভাবটা একটু বেশি মেয়ে মানুষ ছুঁইছুঁই,

ধরিধরি এমন না? একদম বদমায়েশদের মতো!

নাহিয়ান কপালের ভাঁজ উপরে তুলে নুসরাতকে বাহবা দিল। বলল,”আমি বারবার আপনার অপমান করার স্কিল দেখে মুগ্ধ হচ্ছি।নুসরাত ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। কটাক্ষ করে বলে ওঠল,”মুরগী ধরার আগে শিয়ালেরা মুরগীর পেছন দেখেও মুগ্ধ হয়।।

ধরার পর সাদা লুম দেখে ও নাক ছিটকায়।

নাহিয়ান অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কী আমায় ইন-ডায়েরেক্টলি শিয়াল বললেন নুসরাত?

নুসরাত সততার সহিত উত্তর দিল, ” আমি আপনাকে ডায়েরেক্টলি শিয়াল বলছি। এবার সামনে থেকে সরেন। উৎ পেতে বসে থাকলেও আমাকে ধরতে পারবেন না।নাহিয়ান

চূড়ান্ত হতবাক হয়ে গেল। বিড়বিড় করে কিছু একটা আওড়াল। নুসরাত সেই সুযোগে কেটে পড়ল। বদমায়েশের মতো তার পিছে পড়ে আছে। খবিশটা।

এর মধ্যে সাউন্ড সিস্টেমে ডিজে গান বাজিতে লাগিল। স্টেজের উপরে এসে দলবল নিয়ে হাজির হলো নুসরাতের খালাতো ভাই মামাতো ভাইয়েরা। নিভে যাওয়া

আলোর সামান্য রশ্মি তাদের উপর পড়তেই সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হলো তারা। নিজেদের মতো গান বাজিয়ে তারা তাদের মতো হেলেদুলে নাচতে শুরু করল। ক্যামেরা ম্যানরা ড্রুনের সাহায্যে ভিডিও ক্যাপচার করছে। একেকজন একেকপাশ থেকে বিভিন্ন এঙ্গেলে ভিডিও করতে ব্যস্ত। ধীরে ধীরে স্টেজ থেকে সরে গেল তারা।

তাদের পেছন থেকে বেরিয়ে আসলো জায়িন। এটা দেখে সবাই যতটা অবাক হয়েছে তার তুলনায় বেশি অবাক হলো যখন দেখল জায়িন ইসরাতের হাত চেপে ধরে স্টেজ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে ড্রান্স এড়িয়ায়। একহাতে কোমর চেপে ধরে ঘুরাতে লাগল ইসরাতকে। শীতল সুরে গান বাজছে

সাউন্ড সিস্টেমে, সারা রাত ভোর,চোখের ভেতর,
স্বপ্নে তোমার আনাগোনা!
নেমে আসে ভোর,
থাকে তবু ঘোর,
হাওয়ায় হাওয়ায় জানা শোনা!
জায়িন একহাতে তাকে গোল গোল ঘুরাতে লাগল। সাউন্ড সিস্টেমে তার স্বরে বাজছে,তুমি দেখা দিলে তাই, মনে জাগে প্রেম প্রেম কল্পনা

আমি তোমার হতে চাই

এটা মিথ্যে কোন গল্প না

সকলেই সকলের পার্টনার চুস করে ডান্স এড়িয়ায় গিয়ে নিজেদের কাপল হিসেবে নিজেদের জায়গা দখল করে নিল। নাহিয়ান নুসরাতকে খুঁজে খুঁজে এসে পেল এক কোণোয় দাঁড়িয়ে নীরবে সবকিছু পরিলক্ষিত করছে। নাহিয়ান এক হাত বাড়িয়ে

দিয়ে বলে ওঠল,”উইল ইউ বি মাই ডান্স পার্টনার?

নুসরাত চুপচাপ নাহিয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার বাড়ানো হাত আলতো হাতে চেপে ধরল। মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলে ওঠল,”হুয়াই নট?

ইরহাম মমোকে নিজের পার্টনার চুস করেছে। অনিকা আরশকে টেনে নিয়ে এসেছে। আর মাহাদি

সৌরভিকে। কনে আর বরকে মাঝে রেখে ধীরে ধীরে সবাই গা দুলাতে লাগল। সাউন্ড সিস্টেমে তার স্বরে গান বাজছে, ০০০ zalimaaaa.....নাহিয়ান ঝুঁকে নুসরাতের হাতে চুমু খেতে নিল নুসরাত নাক কুঞ্চিত করে বলল,"হাতে ঠোঁটের স্পর্শ লাগলে, ঠোঁট সিলাই করে দিব পূর্ব পশ্চিম।

নাহিয়ান চুপসানো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একহাতে নুসরাতের হাত চেপে গোল গোল ঘোরাতে ঘোরাতে বলে ওঠল,”আপনার ব্যবহার ভালো না।

নুসরাত বলল,

“সেটা সবাই জানে। এটা কী আপনি প্রথম জানলেন?নাহিয়ান নুসরাতের কোমর চেপে ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে আসলো। নুসরাত আর

নাহিয়ানের নাকের মধ্যে ইঞ্চি পরিমাণ ফারাক রইল। নাহিয়ান আরেকটু ঝুঁকে আসতেই নুসরাত নিজের মুখ সরিয়ে নিল। এর মধ্যে পার্টনার বদলানোর স্টেপ আসলো। নাহিয়ান নুসরাতের কোমর চেপে ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে হাত ছেড়ে দিতেই সে অন্যপাশে চলে গেল। মুখ তুলে তাকাতেই খেপাটে নয়নে তাকে অবলোকন করা

আরশকে অক্ষিপটে ধরা পড়ল। সে একহাতে নুসরাতের কোমরের কাছে চেপে ধরল। অন্যাহাতে নুসরাতের হাত মুচড়ে ধরে হিসহিসিয়ে শুধাল,” নাচানাচি করার খুব শখ?নুসরাত এক ভ্রু উচিয়ে তাকাল। আরশ নুসরাতের কোমর চেপে ধরে নিজের বাহুতে তুলে নিল। তারপর গোল গোল ঘোরাতে ঘোরাতে শুধাল,”ওই

লোক তোকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছে?

নুসরাত কথা বলল না। আরশ নুসরাতের হাঁটুর নিচ দিয়ে হাত দিয়ে পাজো কোলে তুলে নিল। বলল,”গলা পেঁচিয়ে ধর।

নুসরাত বিনা বাক্যে গলায় হাত পেঁচিয়ে ধরল। আরশ ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে বলল,”সময় মতো তোমাকে বোঝাব আরশ হেলাল কী জিনিস!

নুসরাত মুখ খুলল এবার। বলল, “আপনি কী জিনিস তা আমি খুব ভালো করে জানি।

আরশ চোখের আকার প্রকট করে অবাক হওয়ার ভান করল। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে আওড়াল,”অহ রিয়েলি, নুসরাত নাছির?

নুসরাত আরশকে ভেঙ্গিয়ে উত্তর দিল,“অবসিয়েলি আরশ হেলাল।

আরশ নুসরাতের চোখের দিকে চোখ রেখে হাত শীতিল করে দিল। ধুপ করে ছেড়ে দিল নুসরাতকে। আকস্মিক ছেড়ে দেওয়ায় নুসরাত নিজেকে সামলাতে পারল না, সারা শরীর নিয়ে উল্টে পড়ে কোমরে ব্যথা পেল। হাত দিয়ে কোমর চেপে ধরে কঁকিয়ে উঠল ব্যথাতুর সুরে। ততক্ষণে সকলে নাচ থামিয়ে এসে জমায়িত হয়েছে সেখানে। আরশ

এক হাঁটু গেড়ে বসল নুসরাতের পাশে। চোখ মুখে মেকি দুঃখ ফুটিয়ে তুলে শুধাল,”পায়ে ব্যথা পেয়েছেন মিসেস?

নুসরাত আরশের চোখে চোখ রেখে, কিড়মিড়িয়ে উত্তর দিল,” হু!

আরশের যেন বুক ফেটে যাবে দুঃখে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল,”হাঁটতে পারবেন?

নুসরাত দাঁতের পাটি চেপে কিড়মিড়িয়ে বলে ওঠল,“জ্বি না।
আরশ এমনি জানতে চাইল,
” আমার কাঁধে ভর দিয়ে যাবেন?
সে শিওর নুসরাত তার সাথে যাবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে নুসরাত বলতে লাগল,”আপনি চাইলে কোলে তুলে নিয়ে যেতে পারেন, আমার কোনো সমস্যা নেই। অনিকা নুসরাত পড়ে যেতে দেখে

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিল। নুসরাত ও অনিকার মতো দাঁত বের করে সকলের অগোচরে হাসল। তারপর অনিকাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আরশের গলা দু-হাতে পেঁচিয়ে ধরল। আরশ একহাত নুসরাতের পিঠে অন্যহাত উরুর নিচে চেপে ধরে পাজো কোলে তুলে নিল। নুসরাতকে নিয়ে সামনের দিকে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে

নিবে সে সারা শরীরের ভার ছেড়ে দিল তার উপর। এমন ভান করল এই অজ্ঞান হয়ে যাবে। নিভু নিভু চোখে আরশের পানে তাকাল। অতঃপর চোখের পাতা বন্ধ করে নেওয়ার আগে অনিকার দিকে চেয়ে কুটিল হাসি হেসে চোখ টিপ দিল। বিড়বিড় করল,"হেসে নে শালী, হেসে নে, এরপর শুধুই কাঁদবি। আমি নিজ দায়িত্বে তোকে কাঁদাব।

রেগে হনহনিয়ে হেঁটে সৈয়দ বাড়ির দিকে যাচ্ছে অনিকা। চোখের কাছে পানি বারবার জমা হচ্ছে আর তা বারবার মুছছে সে। দ্রুত পায়ে হাঁটায় সামনে থেকে হেঁটে আসা জলজ্যান্ত এক লোককে দেখতে পেল না অনিকা। অন্ধের মতো হাঁটতে গিয়ে লোকটার সাথে ধাক্কা লাগল তার। চোখ তুলে উপরে তাকাতেই ঝাপসা দেখল সবকিছু।

কানের কাছ বয়ে কিছু বিশ্রী শব্দ চলে গেল। লোকটা বলছে,”কষ্টে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, চোখে টইটম্বুর পানির অস্তিত্ব রেখে, উষ্টা খেয়ে মাটিতে না পড়ে, বিড়ালের মতো আমার গায়ে এসে পড়লে, কে তুমি এই যে কানা নারী!

অনিকার মেজাজ খিঁচে ছিল। এমন অদ্ভুত কবিতা শুনে তা আরো খিঁচে গেল। সে ক্রোধের দাবানলে জ্বলে

পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়া কণ্ঠে বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ করল,”এই বিলাতি বিড়াল আবার কোথা থেকে টপকাল। যত্তসব ফাউল মানুষ জনের বসবাস এই দেশে।বিড়বিড় করে বললেও দু-ফুট দূরত্বে দাঁড়ানো আয়মান সব স্পষ্ট শুনলো।। এত বড় অপমান তার পুরুষ হৃদয় নিতে পারল না। সে বলে ওঠল,”নিজেকে

কী মনে করো তুমি, প্রিন্সেস ডায়ানা!
আমি ফাউল হলে তুমি ফাজিল।
অনিকা এক হাত তুলে তেড়ে গেল আয়মানের দিকে। প্রশস্থ গলায় চ্যাঁচাল,”এই যে মুখ বন্ধ করুন বিলাতিয়ানা বিড়াল!
আয়মান বলে ওঠল,
“আমি বিড়াল হলে তুমি বিড়ালের মেজাজ খিঁচানো সরদারনী।

অনিকা চোখ বড় বড় করে বলে ওঠল,

” আপনার এত বড় সাহস, আমাকে বিড়ালের সরদারনী বলছেন?আয়মান অনিকাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যতে পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওঠল,”আপনাকে কুকুরের সরদারনী বলা উচিত ছিল, আমার ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দিন!

অনিকা পিছন থেকে আয়মানের যাওয়ার পানে চেয়ে রইল। চ্যাঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল,”আমি কুকুরের সরদারনী?

আয়মান সামনের দিকে পা চালিয়ে যেতে থাকল। পিছু ফিরে চাইল না। ওদিকে যেতে যেতে আওড়াল,”অবশ্যই! কিছু বলার আগেই কামড় মারার জন্য তেড়ে আসেন মানুষের দিকে। আপনার

সাথে কুকুরের সরদারনী নামটা বেশ মিলছে। কুকুরের সরদারনী, কুকুরের সরদারনী, কুকুরের সরদারনী আপনি।

এর পরপরই গলা ফাটানো মেয়েলি চিকন গলার চিৎকার আসলো,”ভিক্টওওওওওওওররররররররর রর..!রাত একটা বেজে চল্লিশ মিনিট। নাছির মঞ্জিলে তখনো রমরমে ভাব বিরাজমান। সেই

রমরমে ভাব আরেকটু গাঢ় করতে ল্যাভেন্ডার কালার শাড়ি পরিহিত ইসরাতের হাতে জায়িনের শরীর ছুঁয়ে আসা মেহেদি লাগানো হলো। হাতের তালুতে রেখে জোড়া দিয়ে রাখলেন পাঁচেক মিনিট বয়স্ক মহিলারা। যার হাতে পাতা মেহেদি রঙ যত ভালো আসে তার স্বামী নাকি তাকে তত ভালোবাসে। ইসরাত এসবে বিশ্বাসী খুব একটা

না। হাত ধোয়ার পর ইসরাতের শুভ্র হাতের তালুতে রঙ দেখা গেল লাল টকটকে হয়ে এসেছে, তখন ভদ্র মহিলাদের খুশি দেখে। ইসরাতের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে ইসরাতের নানি ছালিমা বেগম বললেন,”ময়নানুশু, তোর জামাই তো তোকে অনেক আদর দিবে। দেখ, নাতজামাইয়ের হাতে ছুঁয়ে আসা মেহেদির রঙ কত ভালো আসছে।

ইরহাম ইসরাতের মেহেদি হতে নিয়ে হাতে লাগাতে যাবে নুসরাতের নানু বললেন,”নানু ভাই, অবিবাহিত পুরুষরা এসব হাতে দেয় না, দিলে বিবাহ হয় না।

ইরহাম জিজ্ঞেস করল,“এসব আজগুবি কথা কে বলেছে?

“আগের কালের মানুষ বলেছে।

ইরহাম এই কথা শোনার পর পণ করে বসল সে আর আজ এই

মেহেদি খুলবে না। এমন কী এ ও বলল,” দু-হাতে জোড় মেহেদি লাগিয়ে আমি আজ সারারাত বসে থাকব, দেখব বিয়ে হয় নাকি হয় না! যদি হয় তাহলে ওই আগের যুগের মানুষকে কী করব আমি নিজেও জানি না।

এই বলে আশেপাশে চক্কর কাটতে চলে গেল ইরহাম। এর মধ্যে ইসরাতের নানা আসলেন সেখানে।

ছালিমা বেগম বললেন,”নাতনীর নজর তুলে দাও।

ইসরাতের নানা টাকা বের করে ইসরাতের মুখের চারপাশে ঘুরালেন। তারপর টাকাগুলো ছালিমা বেগমের কাছে দিবেন, নুসরাত দাঁত কেলিয়ে হাসল। দু-লাফে ব্যাঙের মতো এসে হাজির হলো তাদের সামনে। হেলেদুলে নির্লজ্জের মতো চেয়ে বসল,”নানাভাই টাকাগুলো আমাকে

দিয়ে দিন। আমার মতো গরীব এই ঘরে থাকতে, অন্য গরীবকে টাকাগুলো দিয়ে কী হবে? আমার সাথে নাফরমানি হয়ে যাবে না! ছালিমা বেগম হেসে স্বামীর হাত থেকে টাকা নিয়ে নিলেন। মৃদু হেসে বললেন,"উঁহু, এমন করে বলতে হয় না।

নুসরাত চোয়াল ঝুলিয়ে চুপসানো মুখে চলে গেল।যেন কষ্টে বুক ফেটে

যাচ্ছে তার। আবার দু-সেকেন্ড অতিবাহিত হতেই ফিরে আসলো তাদের মাঝখানে। ইসরাত ততক্ষণে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। ছালিমা বেগম ইসরাতের পানে চেয়ে দেখলেন টিস্যু দিয়ে বারবার নাক মুছে ও তাতে কোনো সুরাহা হচ্ছে না, বারবার ঘামছে নাকটা। ইসরাত আবারো নাক মুছে নিতেই ছালিমা

বেগম বললেন,”নাক বেশি ঘামলে জামাই আদর দেয় বেশি।

ইসরাত কিছু বলতে যাবে নুসরাত আবারো দু-লাফে চলে আসলো তাদের কাছে। সতর্ক আওয়াজে জিজ্ঞেস করল,”সত্যি?ছালিমা বেগম হু হু বলে উপর নিচ মাথা নাড়ালেন। নুসরাত লজ্জাতক ভঙ্গিতে হেসে বলে ওঠল,”তাহলে আজ এবং

এখন থেকে কাজে লেগে যেতে হবে।

ইসরাত অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কীসের কাজে?

নুসরাত ভাব নিয়ে চুল পেছনে ঠেলে দিল। নিচু সুরে নানি আর বোনের শোনার মতো করে বেলেহাজের মতো বলে ও,” ফ্যান বন্ধ করে নাক বেশি করে ঘামাব, তাহলে জামাই বেশি আদর দিবে। হি হি হিহি...

ছালিমা বেগম ঠোঁট টিপে হেসে ফেললেন। ইসরাত ও হাসল, তারপর কাপড় বদলানোর জন্য উঠে দাঁড়াল। নানি আর বোনের কাছ থেকে কিছু সময় নিয়ে, আলগোছে মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে তাদের আসর থেকে বের হয়ে আসলো। নুসরাত পিছু পিছু আসতে নিবে, ছালিমা বেগম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,”তোকে নাকি মৌমাছি

কামড় দিয়েছিল?“আর বলো না নানি, মাদারচু*দের দল একসাথে এসে হামলা করায় কিছু করতে পারিনি, নাহলে নুসরাত নাছির কি চিজ বুঝিয়ে দিতাম।

তারপর তওবা কাটল। বোকা হেসে অদ্ভুত চোখে চেয়ে থাকা নানিকে বলল,”আসলে গালি শিখে ফেলেছি একটু একটু, ইরহাম নামক খবিশটা

শিখিয়েছে এইসব। আমি নিজে থেকে কিছু শিখিনি।

নুসরাতের নানি ভ্রু যুগল কিঞ্চিৎ কুঁচকালেন। বললেন,

” তোর ভাই তো ভিন্ন কথা বলছে, তুই নাকি সবগুলোকে গালি শিখিয়েছিস?

নুসরাত খ্যাক করে উঠে বলল,“কোন মাদা*রচুদ এসব বলেছে! আমি গালি দিব, আমি, এত

বড় ইঞ্জাম, এত বড় সম্মানহানি নিজের উপর মেনে নিতে পারছি না নানু। আমি কচু গাছে ফাঁস দিতে যাচ্ছি, তুমি আসতে চাইলে আসো আমার সাথে।

নুসরাতের নানি চোয়াল ঝুলিয়ে চেয়ে রইলেন। তার শুভ্র আননে মেঘ জমেছে অনেক বেশি। নুসরাতের কথা ধরেই ভ্রু উচিয়ে, শক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন," তাহলে এতক্ষণ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই গালি দিচ্ছিলি না তো কী করছিলি?

নুসরাত বিস্ময় কণ্ঠে প্রকাশ করে। এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে, উচ্ছাস ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে,"আহা নানু এগুলো কী গালি, এগুলো হলো কবিতা। কয়েকদিন পর নিউজ পেপারে দেখবে আমার ছবি ছেপেছে। মোটা মোটা অক্ষরে লিখা দ্যা গ্রেট সৈয়দা নুসরাত নাছির

নিজের মায়ের হাতে বিনা কারণে এত মার খেয়েছেন, যে আজ তিনি নিজেকে প্রমাণ করতে একজন সফল কাব্যিক। তার হৃদয় কাঁপানো কবিতা শুনলে আপনার হৃদয় ভেঙে পড়বে, আপনি পুরোপুরি মুষড়ে পড়বেন, হয়তো কাঁনতে কাঁনতে কোমায় পৌঁছে যাবেন। আরো জানতে আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের উপর চোখ রাখুন। এখন

তুমি বলো নানু, তুমি কী আমার প্রথম কবিতা শুনতে চাও? আগেই বলে দিচ্ছি, পরে কিন্তু আমি সেলিব্রিটি হয়ে গেলে আমার সময় তোমাকে দিতে পারব না, মিনতি করলেও না, কান্না করে মরে গেলেও ও না..!ছালিমা বেগম তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন বিগড়ে যাওয়া মেয়েটাকে।। মানুষ বলে বড়লোক বাপের সন্তানেরা বিগড়ে যায়, তাহলে এটা

এত পিটাই খেয়েও বিগড়ানো হলো কেন! দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলে ওঠলেন,”তাহলে বলেই ফেল একটা কবিতা, নিজের যখন এত প্রশংসা করছিস।

নুসরাত কাঁশি দিয়ে গলা পরিস্কার করল। নিজের জায়গা দাঁড়িয়ে একটু গলা খাঁকারি দিল। নিরর্থক দৃষ্টি দূরে নিবিষ্ট করে সিরিয়াস কণ্ঠে বলে ওঠল,”বেডা মানুষ বুঝে না কোনো

বাল, ছিঁড়তে যায় কলা গাছের ছাল।
এক দুই তিন চার, বেডা মানুষকে পেছন মার।
নুসরাত তার নানির পানে নিজের চোখ ফিরিয়ে বলে ওঠল,”ওয়া ওয়া বলো না কেন নানু!
নুসরাতের নানি নীরবে চেয়ে থেকে শুধালেন,
“এই তোমার কবিতা? এটা কোনো কবিতার জাত হলো?

নুসরাত বলল,” আহা নানু পছন্দ হয়নি, না হলেও কোনো সমস্যা নেই, সবার টেস্ট তো আর আমার মতো উঁচু লেভেলের হবে না।

ছালিমা বেগম উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মুখে নুসরাতকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কোমল কণ্ঠে বললেন,”আল্লাহ তোমায় হেদায়েত দান করুক। আর এসবকে উঁচু লেভেলের টেস্ট বলে না, নিচু লেভেলের টেস্ট বলে।

তোমাদের ভাষায় লো-কোয়ালিটির টেস্ট।

দরজা ভেজিয়ে রুমে প্রবেশ করল ইসরাত। বাঙালি স্টাইলে পরা শাড়ির পিন দুটো ছাড়িয়ে নিতেই চোখে পড়ল পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা জায়িনকে। সে ইসরাতের দিকে তাকিয়ে আছে। ইসরাত অবাক হলো মনে মনে। অতঃপর জায়িনের পানে চেয়ে ভ্রু নাচিয়ে

শুধাল,”কী? কোনো প্রয়োজন মিস্টার জায়িন হেলাল?

জায়িন উঠে দাঁড়াল ধীরে সুস্থে। সুঠাম দেহি শরীরে পরিহিত কালো রঙের পাঞ্জাবীটা ফর্সা রঙের জায়িনের মুখ আরো উজ্জ্বল করে ফেলেছে। জায়িন নিজের চওড়া দেহ নিয়ে এগিয়ে আসলো ইসরাতের দিকে নৈঃশব্দে। কিছুপাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে সামান্য

ঝুঁকে আসলো। গ্রীবা বাঁকিয়ে ইসরাতের দিকে ঝুঁকে এসে বলে ওঠল,”আমার সব প্রয়োজনি তো আপনার সাথে।ইসরাত ঘাড় কাত করে জায়িনের দিকে তাকিয়ে রইল। জায়িন ধীরে ধীরে ইসরাতের দিকে আরেকটু ঝুঁকে আসলো। এক ভ্রু উচিয়ে বলল,”আর ইউ কম্ফোটেবল ইসরাত নাছির?

ইসরাত মাথা নাড়াল। মৃদু সুরে বলল,

“ইয়াহ, আই এম!

জায়িন নিজেদের মধ্যে ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা দূরত্ব হিসেবে রাখল। হাতের তালু ধীরে ধীরে ইসরাতের গালে স্পর্শ করল। শুধাল,”কম্ফোটেবল আপনি?

ইসরাত মাথা নাড়াল, কিন্তু ভেতর ভেতর চলছে ঠিকই দেনামোনা।

জায়িনের পুরুষালি রুক্ষ শীতল হাতের স্পর্শ গালে পেতেই শিহরণ জাগল মনে। ধীরে ধীরে তা অন্য গাল স্পর্শ করল। তারপর নাক, থুতনি, কপাল। জায়িন তখনো ইসরাতের চোখের দিকে তাকিয়ে। জানতে চাইল একই প্রশ্ন,"আর ইউ কম্ফোটেবল?

ইসরাত চোখ তুলে জায়িনের দিকে তাকাল। মাথা নাড়িয়ে উপর নিচ

জানাল হ্যাঁ। জায়িন তার হাত গাল থেকে সরিয়ে এনে ইসরাতের শাড়ি আঁচল ভেদ করে বের হওয়া উদরে স্পর্শ করল। নিজস্ব ভঙ্গিমায় আবারো জিজ্ঞেস করল,"ক্যান আই টাচ ইউ?ইসরাত ঠোঁট টিপে মাথা উপর নিচ নাড়াল। জায়িন ইসরাতের অস্বস্তি বোধ যেন না হয় সে জন্য উদরে আলতো হাতে হলুদ স্পর্শ করল। তখনো তার চোখ ইসরাতের

চোখে নিবিষ্ট। কোনো প্রকার কামুকতা ছাড়া পুরুষালি পুরু কণ্ঠে, জানতে চাইল," আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন ইসরাত?

ইসরাত না ভঙ্গিতে দু-পাশে মাথা নাড়াল। জায়িনের হাত ইসরাতের উদর স্পর্শ করলেও চোখ তখনো মেয়েলি চোখে নিবিষ্ট। একবারের জন্য এদিক সেদিক হলো না। জায়িন ইসরাতের গালের দিকে

ঝুঁকে এসে মশ্রিণ গলায় জানতে চাইল,”মে আই টাচ মাই চিক টু ইউ্যৌরস?ইসরাত অনুমতি দিল। জায়িন নিজের গ্রীবা নামিয়ে নিয়ে এসে ইসরাতের মেয়েলি হলুদ মাখা গালে স্পর্শ করল। পুরুষালি গাল উপর নিচের ঘর্ষণে সূক্ষ্ম চাপে দাড়ির খোঁচা অনুভূত হলো মসৃণ মেয়েলি গালে। জায়িন নিজের গালে হলুদ লেগে আসতেই সরে গেল

ইসরাতের থেকে নির্সিষ্ট পরিমাণ দূরে। কিছু বলতে যাবে ভেজানো দরজার ফাঁক গলে দেখা মিলল দুটো দুটো করে ছয়টা চোখের। একটার উপর একটা করে মুখ। সবগুলো চেয়ে আছে তাদের দিকে ড্যাবড্যাব করে। জায়িন মনে মনে ভেবে নিল, মুখে হয়তো ইয়া বড় একটা হা ঝুলানো সবগুলোর। জায়িন তীক্ষ্ণ

চোখে তাকিয়ে থাকল দরজার ফাঁকে।

নুসরাত জায়িনকে এমন থেমে যেতে দেখে বিড়বিড় করে বলল,”ওই আহাইন্না ছবি তুলেছিস? না ক্যাপচার করলে, তাড়াতাড়ি ক্যাপচার কর, ওদের ব্ল্যাকমেইল করব এসব দেখিয়ে।

আহান ক্যামেরা নিজের চোখের কাছে ধরে এক চোখ বন্ধ করল।

বিড়বিড় করে বলে ওঠল,”দাঁড়াও দু-মিনিট, আগে পজিশন করতে দাও। ইরহাম দরজার দিকে ছোট ছোট নেত্রে চেয়ে রইল। খুবই সন্তপর্ণে সতর্কতা সহিত সে বলে ওঠল,”তোর পজিশন করতে করতে ওরাই আগের পজিশনে চলে যাবে। আহান ক্যামেরা দিয়ে দুয়েকটা ফটো তুলে নিল। অতঃপর হাতে ক্যামেরা ধরে ভুলে লাইট অন করে ফেলল।

সেটা খেয়াল না করে ইসরাত আর জায়িনের ছবি তুলতে যাবে, তখনই আলো জ্বলে উঠল। আর তা দরজার ফাঁক গলে গিয়ে পড়ল জায়িন আর ইসরাতের সম্মুখে।

জায়িন এতক্ষণ দেখছিল এদের কান্ড চুপচাপ। যখনই শিওর হলো ওখানে সবগুলো বাদর বসে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসলো দরজার কাছে। অপাশের মানুষ কোনো কিছু

বুঝে উঠার আগেই ঠাস করে দরজা খুলে ফেলল। অক্ষিপটে ভাসল লিলিপুটেরমুখ করে বাদরের মতো দরজা ধরে ঝুলে আছে সবগুলো। দাঁত কেলিয়ে ভদ্র হাসি হাসছে তিন জন। দু-হাত আড়াআড়ি বুকে বেঁধে জায়িন কাঠখোট্টা কণ্ঠে জানতে চাইল,"এখানে কী?

নুসরাত, ইরহাম, আহান তিনজনে নিজেদের পানে চেয়ে ভদ্র ভঙ্গিতে,

মুখ বানিয়ে ঠোঁট উল্টালো। এমন ভাব যে মহৎহৃদয় প্রাণ হয়ে একদম জায়িনের চরণে লুটিয়ে পড়বে তারা। তিনজনে বোকা বোকা গলায় একসাথে বলে ওঠল,"কোনো কিছুই তো না, তাই না? হা হা..!হেসে হেসে তিনজনে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। একটার উপর অন্যটা প্রায় চড়ে বসেছিল। জায়িনকে এমন গম্ভীর হয়ে নিজেদের সামনে

দাঁড়াতে দেখে হেসে হেসে মেঝে থেকে একে অন্যকে ঠেলে ধাক্কিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে নিল। দুয়েক মিনিট দাঁড়ানো নিয়ে ও চলল তাদের ঝগড়া। জায়িন গুরু গম্ভীর ভঙ্গিমায় সকলের ভদ্র মুখ অবলোকন করে বলে ওঠল,"তোমাদের দেখে শয়তান ও কনফিউজড হয়ে যাবে।

নুসরাত ইরহাম আর আহান অবাক চোখে মুখে চেয়ে, উত্তেজিত আওয়াজে বলে ওঠল,”কেন?

জায়িন তার উত্তর দিল না। কপালে তীক্ষ্ণ ভাঁজ ফেলে সবগুলোকে দেখল। মুখ দিয়ে ঝড়ে ঝড়ে পড়া প্রশ্নের বাহারে ঠোঁট যেন ছটফট করছে কথা বলার জন্য, শুধু পারছে না এই যা।নুসরাত জায়িনের দৃষ্টি নিজেদের দিকে ক্ষোভ মিশ্রিত

অনুভব করল। সেধে সেধে বলল,”আমরা কিছুই দেখিনি।

জায়িন মনে মনে সামান্য হাসল। মুখের উপর তখন গুরু গম্ভীরতার ছাপ। রুঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল,”দেখলেই বা কী?

আহান কুটিল হাসল। মিচকে শয়তানি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলে ওঠল, “আমাদের কাছে আপনাদের ছবি আছে।

জায়িন কিঞ্চিৎ ভ্রু কুঁচকে নিল। ভ্রুক্ষেপহীন কণ্ঠে জানতে চাইল,” থাকলেই বা কী!

তারপর তিনজনের একজনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রাশভারী গলায় আওড়ায়,”আমি ভেবে পাই না প্রতি বছর ত্রিশদিন করে নেত্রীসহ জেলে থাকার পরও কেন তোমাদের হেদায়েত হয় না!

ইরহাম, আহান, নুসরাত অবাক হয়ে তাকাল নিজেদের দিকে। তারা আবার কখন জেলে গেল। এই জায়িন ভাইয়ের মাথা নির্ঘাত গিয়েছে। না হলে জীবনে জেলে না যাওয়া তাদের কেন বলছে জেলে গিয়েছে! জায়িন সবগুলোর মুখ দেখেই পড়ে নিল ভেতরের কথা। ঠোঁট উচিয়ে সবাইকে তাচ্ছিল্য করে পাশ কাটিয়ে যেতে নিল ইরহাম

বলল,”আমরা সবকিছু দেখে নিয়েছি।জায়িন সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল। পুরুষালি পুরু কণ্ঠের সুর তখন কানে আসলো, কিছুটা ঠাট্টা মিশ্রিত তাতে। জায়িন বলছে”কিছু দেখো আর না দেখো এতে আমার কোনো কিছুই যায় আসে না।

নুসরাত, আহান, ইরহাম জায়িনের কথায় পাত্তা না দিয়ে ভাবতে থাকল

তারা আবার কবে গেল জেলে। যখন তর্জনী আঙুল থুতনিতে রেখে একের পর এক চক্কর কাটল এপাশ থেকে ওপাশে তখন টনক নড়ল সবার। প্রতি বছর রমজান মাসে শয়তানকে আল্লাহ জেলে পাঠান, তার মানে শয়তানকে জেলে পাঠানো মানে তাদেরকেও জেলে পাঠানো। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলাতেই তিনজনের চলতে থাকা পা থেমে গেল। বৃহৎ

আকৃতির চোখ করে সবাই সবাইকে অবলোকন করল।এমন সূক্ষ্ম খোঁচা মেরে চলে গেল ওই দুলাভাই নামক লোক তাদের। কত বড় সাহস। তারা শয়তান! ইয়া আল্লাহ! নুসরাত মিনমিনিয়ে দুঃখী সুরে বলল,”আমাদের ইবলিশ শয়তান বলে চলে গিয়েছে। আর আমাকে শয়তানের নেত্রী বানিয়ে দিয়েছে। নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, লা

হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম। আল্লাহ পাক মাফ করুক, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। ঘড়ির কাটায় তিনটা বেজে চল্লিশ মিনিট। টিকটিক করে চলছে তা। নুসরাত টিঙ্গা লিঙ্গা লিঙ্গা বলে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। এর মধ্যে এক দূর সম্পর্কের ফুফু নুসরাতকে থামালেন। ভদ্র মহিলা নাছির সাহেবের ফুফাতো বোন, নাম নায়মা। তিনি হেসে হেসে

বললেন,”নেক্সট সিরিয়াল কিন্তু তোমার।

নুসরাত হাসল ভুবন ভুলানো। না জানার ভঙ্গি করে টেনে টেনে জিজ্ঞেস করল,”কীসের সিরিয়াল ফুপি?

ভদ্র মহিলা হাসলেন। বললেন,

“তোমার বিয়ের।

নুসরাত হা হা করে হাসল। নিজেও বলল,

” নেক্সট সিরিয়াল কিন্তু আপনার ও ফুপি?

ভদ্র মহিলা ভ্রু উচিয়ে, অবাকতার সহিত জানতে চাইলেন,”কীসের?

নুসরাত হা হা করে তখনো হাসছে। অত্যাধিক বিনয়ী সুরে বলল,”কবরে যাওয়ার, টিকেট কিন্তু এবার নিশ্চিত ওকে, সু করে গাড়ি একদম ওখানেই গিয়ে থামবে।ভদ্র মহিলা নির্বাক হয়ে গেলেন। ঠোঁটের ফাঁক

গলে এই বড় হা হয়ে আসলো নিজের অজান্তে। নুসরাত নিজের চুলে খোপা বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামলো ভাবের সহিত। গলার কাছে থাকা নিজের পাওয়ার বিশিষ্ট চশমা দু-কানের ভাঁজে গুজতে গুজতে ফু দিয়ে মুখের উপর থেকে চুল সরালো। তর্জনী আঙুলের মধ্যে গাড়ির কী ঘোরাতে ঘোরাতে হেলেদুলে বাড়ির বাহিরে চলে গেল।

ভদ্র মহিলা নিজের জায়গা থেকে নড়তে ভুলে গেছেন প্রায়, একপ্রকার স্টেচু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড়ালেন,”আল্লাহ কাঁচির মতো জিভ দিয়েছেন।বাহিরে অপেক্ষারত মুখে সৌরভি, আহান, ইরহাম, মমো দাঁড়িয়ে ছিল। ইরহাম দুয়েক বার সৌরভির পানে চেয়েছিল আড় চোখে। আর এতেই সৌরভির অস্বস্তি বোধ বেড়েছে। ইরহামের সাথে তার

সম্পর্ক তেমন একটা ভালো নয়। নুসরাতের ভাই হওয়ায় একটু ভদ্রতার খাতিরে ফরমালিটি করে কথা বলে, নাহলে ইরহামের সাথে কথা বলার তার কোনো ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা নেই। ইরহামের বিষয়ে তার কোনো কিছুই অজানা নয়। অনেকগুলো গার্লফ্রেন্ড আছে। একবার তো নিজের চার নাম্বার গার্লফ্রেন্ডের জন্য নিজের হাত

কাটতে বসেছিল। হাই হুতাশ করে কান্না করছিল আর বলছিল,”আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না, এবার আত্মহত্যা করব। ও এমন কেন করল আমার সাথে!এসব বলে বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। কিন্তু নুসরাত এসবে মোটেও পাত্তা দেয়নি। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ইরহামের আত্মহত্যার কথা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে অলস ভঙ্গিতে

ইরহামকে একদম নাজেহাল অপমান করল,”এর আগেবার যখন তোর তৃতীয় গার্লফ্রেন্ড তোকে টাকা খুঁজেছিল তখন তুই সে-চ্ছায় ব্রেক-আপ করেছিলি, সাথে তুই বলেছিলি তুই আর বাঁচবি না ওকে ছাড়া, তাছাড়া এ ও বলেছিলি নিজের জান কোরবান করে ফেলবি গলায় ফাঁস দিয়ে, ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়বি, কিন্তু এখনো মরিসনি তুই!

ফাজলামির একটা লিমিট রাখ ভাই, আমাকে আর হাসাইস না।ইরহাম তখনো ন্যাকা কান্না কাঁদছে। চোখের পানিতে ভাসিয়ে ফেলবে কলেজ ক্যাম্পাস তার ভাব এমন। ছাগলের মতো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে নাক মুছল। তারপর বলল,”ও আমার সত্যিকারের ভালোবাসা ছিল।

নুসরাত ভেঙ্গিয়ে হু হু করে কাঁদল। ইরহামের কথায় পুরো ইমোশনাল

হয়ে বলে ওঠল,”গত পাঁচ বছর যাবত তোর প্রতিদিনই সত্যিকারের ভালোবাসা হয়, এটা কোনো বিষয় না, আজ বিকেলে আবার কাউকে সত্যিকারের ভালোবেসে ফেলিস, আমরা কিছু মনে করব না।আজকাল সে যা উপলব্ধি করছে ইরহামের চোখ একটু বেশিই ঘুরে ফিরে তার দিকে আসছে। সরাসরি কখনো দেখেনি কিন্তু মানুষ বলে মেয়েদের

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রখর হয়, পনেরো মাইল দূর থেকে কেউ তার দিকে নজর দিলেও সে ঠিকই সেটা বুঝে যায়। ইরহাম লুকিয়ে চুরিয়ে যে তার দিকে তাকায়, সেটা হলফ করে বলতে পারবে সৌরভি। এর মধ্যে কয়েকটা দড়ি হাতে নিয়ে নুসরাত আর ইসরাত এসে হাজির হলো। নুসরাত খুবই কোমল হাসি গালে ফুটিয়ে তুলে ভদ্র ভঙ্গিমায় বলে ওঠল,"আজ

তোদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

ইরহাম, আহান, মমো সেকেন্ডের ভেতর ধরে ফেলল কী সারপ্রাইজ তাদের জন্য। ইসরাত সবগুলো হাবভাব দেখে নুসরাতের কানে কানে বলে ওঠল,"ভেগে যাবে না তো?

নুসরাত ফিসফিসিয়ে বলে,“ওদের এতটা সাহস নেই আমাদের এখানে রেখে ভাগার।

তারপর গলা পরিস্কার করল দু-জনে। ইসরাত সবার কাছে জানতে চাইল,”তোরা জানতে চাইবি না, কী সারপ্রাইজ?

ইরহাম দু-পাশে মাথা নাড়াল। নিজের সম্বল হাতে নিয়ে ভেগে যেতে যেতে বলে ওঠল,” না, আমি

জানতে চাই ও না কী সারপ্রাইজ! তোদের সারপ্রাইজ তোরা দু-বোন তোদের কাছেই রাখ।

নুসরাত ইরহামের কলার থাবা মেরে চেপে ধরল নিজের সাথে। বোকা হাসি হেসে বলে ওঠল,"বন্ধু কোথায় যাচ্ছো তুমি?

ইরহাম নুসরাতের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে নিবে নুসরাত হুমকি দিল,"ঘাড়ে একটা থাবা

মারব, আল্লাহুম্মা আমিন হয়ে যাবি। ইসরাত কিটকিট করে হেসে উঠল। সৌরভি একমাত্র ব্যাক্তি যে জানতে চাইল,”কী সারপ্রাইজ?

নুসরাত ইরহামকে সাথে করে টেনে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে ইসরাতের কানে কাছে আওড়াল,”এই দেখ একটা মুরগী পেয়েছি, ওটাকে নিয়ে আগে বসা গাড়িতে।

ইরহাম হায় হায় করে উঠল। ইসরাত সৌরভিকে নাছির সাহেবের গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে দিল। সৌরভি ভদ্র মেয়ের মতো গাড়িতে উঠে বসে রইল। মমো সৌরভিকে কিছু বলতে যাবে নুসরাত বলল,”ইসরাত এই বোকাচো*দাকে তুই আগে গাড়িতে তোল। আমি ওই মালগুলাকে তুলতেছি।

মমোকে টেনে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে ইসরাত গাড়ি লক করে দিল। মমো ছটফট করে উঠল গাড়ি থেকে বের হতে।। সৌরভি মমোর এমন ছটফটানি দেখে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল,"তুমি এমন ছটফট করছ কেন?

মমো অতিরিক্ত কষ্টে হেসে দিল হিহি করে। বলল,"একটু পরই তুমি ও ছটফট করবে গাড়ি থেকে নামার

জন্য তখন উপলব্ধি করবে আমি কেন এমন ছটফট করছি।সৌরভি আর ঘাটাল না মমোকে। সে ধাক্কাচ্ছে অনবরত গ্লাসের মধ্যে। আর সাথে হাই হুতাশ করছে যাবে না বলে। সৌরভি বুঝে পেল না লং ড্রাইভে গেলে সমস্যা কোথায়! মনে প্রশ্ন নিয়ে জানালার বাহিরে তাকাতেই দেখল আহানকে টেনে নিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢোকাচ্ছে

ইসরাত নুসরাত। আহান নিজের শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে একদম সোজা হয়ে গিয়েছে যেন সে জীবন্ত লাশ। তবুও দু-বোন টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে আরেক গাড়িতে বসাল একে। তারপর দড়ির সাহায্যে হাত পা শক্ত করে বেঁধে দিল। ইরহাম দৌড় দিল এই সুযোগে, কিন্তু ইসরাতের সাথে পারল না। ইসরাত পেছন থেকে থাবা মেরে ইরহামের

পাঞ্জাবী চেপে ধরল। ইরহাম সামনে থেকে নিজের গা টানল আর ইসরাত তাকে আটকানোর জন্য তার পাঞ্জাবী টানল। টিস্যু কাপড়ের পাঞ্জাবী হওয়ায় শক্ত হাতের চাপে ফরফর করে গলার কাছের কাপড় ছিঁড়ে গেল। ইরহাম তখনই থেমে গেল। থমকে যাওয়া চাহনি নিজের নতুন কাপড়ের দিকে প্রথমে দিল তারপর ইসরাতের দিকে ফিরিয়ে দিল।

ইন্ডিয়া সিরিয়ালের মতো তিন বার দেখার পর কাঁপাকাঁপা সুরে বলল,”ইন ধনীওনে হামারা ইজ্জাত, হামারা কাপড়ে, হামারা সব কুচ চিনলিয়া। খোদা তুম লোগোছে পুচেগা, গারীব ও কী উপার আত্যাচার কিউ কেয়া ইয়ে বাত। নুসরাত ইরহামের কথায় পাত্তাই দিল না। টেনে টেনে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। খুবই আত্মবিশ্বাস মনে

চেপে রাখল। সে জানে ইরহাম তার সাথে যাবে। তাই বলে ওঠল,”তুই আমাকে বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস করলে আজ আমার সাথে যাবি।

ইরহাম নুসরাতে মনের ভেতর চেপে রাখা সকল আত্মবিশ্বাস গুড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে বলল,”খোদার কসম বোন তোর প্রতি আমার বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস নেই। জীবনে যদি আমাকে একবার বলা হয় আমাজন

জঙ্গলের বিষাক্ত এনাকোন্ডার উপর বিশ্বাস করার জন্য তাহলে আমি এনাকোন্ডাকে বিশ্বাস করব, কিন্তু তোকে আমি এক সেকেন্ডের জন্য বিশ্বাস করব না।নুসরাত ভেতরে ভেতরে দু-সেকেন্ডের জন্য অপমানিত বোধ করল। তারপর আবার ঝেড়ে ফেলল কারণ তার মনে পড়ল নুসরাত নাছিরের ডিকশনারীতে ইম্পসিবল, অপমান,

বেজ্জতি, আর লজ্জা বলতে কোনো শব্দই নেই। তাই দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল,”আজকের জন্য মনে কর আমি এনাকোন্ডা।

ইরহাম মানতে চাইল না নুসরাতের কথা। দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে বলল,”বোন আমার, তোর দু-চরণে পড়ে বলছি আমাকে যেতে দে। আমি দোয়া করে দিলাম আল্লাহ তোকে পনেরো বাচ্চার মা বানাবে,

তোর জামাইকে বিশ বাচ্চার বাপ বানানোর তৈওফিক দিবে।

নুসরাত চোখের আকার প্রকট করে জানতে চাইল,“অভিশাপ দিলি, নাকি বদদোয়া দিলি?

ইরহাম এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে বলল,

” দোয়া বোন দোয়া।

“তোর মতো এনাকোন্ডা বিশ্বাসী লোকের দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন

না, আর এমন অভিশাপের মতো বদদোয়া আমার প্রয়োজন নেই। এবার চুপচাপ গাড়িতে উঠে বস নাহলে আমি অন্য পন্থা অবলম্বন করব।

ইসরাত বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে এদের ঝগড়া দেখছে। ইরহাম অসহায় চোখে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলল,"আল্লাহর ওয়াস্তে বোন আমাকে যেতে দে।

আমি তোর কাছে হাত জোর করে বলছি। আর তাছাড়া তুই কী পন্থা অবলম্বন করবি? আমি না যেতে চাইলে কীভাবে নিয়ে যাবি আমায়?

নুসরাত হাসল অধরের কোণ উচিয়ে। বলল,” সোজা পায়ে না গেলে, বাঁকানো পায়ে লাথি মেরে মেরে নিয়ে যাব। তুই যাবি, তোর বাপ যাবে, তোর চৌদ্দ গুষ্টিতে থাকা সব খবিশ গুলা যাবে।

ইসরাত ড্যাবড্যাব করে নুসরাতের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা ফেলল। মাথায় একটা গাট্টা মেরে শুধাল

,”কী বলছিস, বুঝে বলছিস?

নুসরাত ভাব নিয়ে বলে ওঠল,

“আমি পুরো হুঁশ ও জ্ঞানের সাথে নিজেকে এবং নিজের পরিবারের সবাইকে ভুলে গালি দিয়ে দিয়েছি।

ইরহাম মিনতি কণ্ঠে আবারো বলল,

“বোন বিশ্বাস কর.....

নুসরাত বলে ওঠল,” এনাকোন্ডা বিশ্বাস করা মানুষকে আমি বিশ্বাস করিনা। এরা ইউনেক্টিস স্পে এর মতো বিষাক্ত হয়।

ইরহাম দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। আহান ব্যাক সিটে শোয়া অবস্থায় বলে ওঠল,”তোমার এই আচরণের জন্য, আরশ ভাই তোমার ভাগ্যে পড়ছে। ভালো আচরণ করলে ভালো লোক পড়ত। দু-জনেই সেম তোমরা।

মানুষ বলে না আল্লাহ জোরা মিলিয়ে মানুষ বানায়, যে যেমন তার ভাগ্যে তেমন পড়ে।

নুসরাত চোখ পাকিয়ে গাড়ির ভেতর তাকাল। নিজের পায়ের জুতো হাতে নিয়ে হুশিয়ারি দিয়ে আওড়াল,"জুতো দিয়ে পিটাই করব। চুপ গরু কোথাকার!ইরহামকে আর কোনো কিছুই বলতে না দিয়ে নুসরাত ইসরাতকে উদ্দেশ্য করে বলল,"এই

ইসরাত, মালটাকে গাড়িতে তোল, আর উঠতে না চাইলে ক্যারাটের কালো বেল্টের তিন নাম্বার স্টেপ ইউজ করবি। একদম খাল্লাস হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করার অবস্থায় ও থাকবে না। হয়তো চল্লিশা ও খেয়ে ফেলতে পারি।

ইরহাম শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত মিনতি করল না যাওয়ার জন্য, দু-জনের একজন ও শুনল না। গাড়িতে ঠেলে

ধাক্কিয়ে বসিয়ে দিয়ে, ইরহামের হাত পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলল। এমন কী ইরহাম চিৎকার বা কথা বলতে না পারে সে জন্য মুখে ও টেপ লাগিয়ে দিল। নুসরাত টেপ লাগিয়ে হাত ঝেড়ে ময়লা সাফ করার মতো বলল,”মেয়ে মানুষের মতো প্যানপ্যান বেশি করে।ইসরাত নুসরাতের কথা সহমত পোষণ

করল। পরমুহূর্তে নুসরাতের পানে চেয়ে আদেশ দিয়ে বলল,

“কোনো প্রকার শব্দ না করে গাড়ি নিয়ে বের হো তুই আগে, পিছু পিছু আমি আসছি।

নুসরাত গাড়ির চাবি দিয়ে লক খুলে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। প্রথমে সিট বেল্ট বাঁধল, তারপর নিজের দু-গুণোধর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলল,”

এই চুথিয়ারা, সিট বেল্টে বেঁধে নেয়।

নুসরাত ভুলেই বসল দু-বোন মিলে বেঁধে এদের গাড়িতে বসিয়েছে। ইরহাম উ উ করে কিছু বলতেই নুসরাতের টনক নড়ল। ফিরে তাকিয়ে মুখ দিয়ে আক্ষেপ মিশ্রিত সুর বের করে, বলে ওঠল,”বলেছিলাম তখন চুপচাপ

গাড়িতে উঠ, হয়েছে এবার। আজ সারারাত দুটো এমন বাঁধাই থাকবি। আহান কিছু বলতে নিবে নুসরাত ড্যাশবোর্ড হতে স্টেপলার বের করে আহানকে দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলল,"একদম ঠোঁট স্টেপলার করে দিব। চুপ একদম চুপ..!আহান মিনমিনিয়ে বলেই ফেলল,

"আজ মনে হচ্ছে তুমি আমার বোন না, কোনো এক খচ্চর ডাইনি।

নুসরাত এসব কানেই তুলল না। ইরহামকে আর আহানকে সিট বেল্ট লাগিয়ে দিয়ে আহানের মুখেও কস্টেপ মেরে দিল। লাউড স্পিকারে ব্লুটু এ গান বাজাল। বাঁ-হাত দিয়ে হুইল চেপে ধরে ডান হাত রাখল উইন্ডো এর কাছে। একহাতে গাড়ি চালিয়ে তা বের করল বাড়ির বাহিরে। ধীরে ধীরে তা উঠে আসলো নির্জন মেইন রোডে।

অত্যাধিক সুরে গান বাজছে। চারটা জানালা নামিয়ে দিতেই রাতের ঠান্ডা বাতাস এসে সুরসুর করে প্রবেশ করল। নুসরাত কিছুটা পাশ কাটতেই ইসরাত এসে জায়গা দখল করে নিল। নুসরাত ইসরাতের পানে চেয়ে ইশারা করতেই ইসরাত এক্সেলরেটর আস্তে আস্তে পা দিয়ে চাপ দিল। আর এতেই বৃদ্ধি পেল গাড়ির স্প্রিড। সৌরভি ভয়ে আঁটসাঁট

হয়ে লেগে গেল গাড়ির সাথে। ভয়ে ধুরু ধুরু বুক নিয়ে মমোর দিকে চেয়ে আর্তনাদ করল," ইয়া আল্লাহ, আমাকে আগে বলবে না? এরা পাগলের মতো গাড়ি ড্রাইভিং করে। মমো গাড়ির সাথে একদম লেগে বসে শুধাল,"আগে বললেই বা কী করতে তুমি? টেনে এনে তোমাকে বসাতো, না যেতে চাইলে ওদের মতো বেঁধে নিয়ে যেত।

ইসরাত এক হাতে ড্রাইভিং করে গেল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশেপাশের গাছ পালা দ্রুতগতিতে সরে যাচ্ছে পেছনের দিকে। দু-জনের গাড়ির মধ্যে গান বাজছে

,"Kaaliyan baariyan ve gaddiyaan nu main lawaan Speed main 220 di chalaan

Police de samne main, nai, rukda

I’m a night rider.

Ni gaddi sadi behja ni jattiye

Ni door tenu lehja, we adiye

Ni woofer tu meri, meri

Main tera amplifier, fierনুসরাত আর ইসরাত গানের সাথে চিৎকার করে গলা মিলাচ্ছে। মমো আর সৌরভি গাড়ির সাথে

চেপে বসলেও গানের সাথে নিজেরা ও গলা মিলাল। দু-গাড়ি পাশাপাশি চলে গেল একই গতিতে। রাস্তার শুকনো পাতা, বালি উড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। নুসরাত ততক্ষণে ইরহাম আহান এর মুখ থেকে কস্টেপ খুলে দিয়েছে। হুশিয়ারি দিয়ে বলেছে টু শব্দটি না করে গান গেয়ে যেতে। পুরুষালি গলা আর মেয়েলি মোহনীয় গলার সংমিশ্রণে

আলাদা এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। দুটো গাড়ি পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলল অজানা সীমানার উদ্দেশ্যে চিনাজানা রাস্তায়। যখন গান থেমে গিয়ে পরিবেশ ঠান্ডা হলো, তখন সামনে নজরে এলো পুলিশের গাড়ি। নুসরাত ব্রেক চেপে ধীরে ধীরে গাড়ির গতি কমিয়ে নিল। এমন কী ইসরাতকে ও বলে দিল স্প্রিড একদম বিশে নিয়ে যেতে। ভদ্র মুখ

বানিয়ে নুসরাত দ্রুত নিজের গলার ওড়না মাথায় পেঁচিয়ে নিল। ইরহাম নুসরাতকে ঠাট্টা করে বলল,”তোকে দেখে তোর সাথের ক্বারিন জীন বলবে, এর সাথে আমাকে দিলে কেন ইবলিশ সরদার!নুসরাত চোখ পাকাল। রেয়ার মিররে দেখা গেল তা। দু-হাতে হুইল চেপে ধরে পুলিশকে পাশ কাটাতে যাবে দু-গাড়ি থামিয়ে দিল তারা। একজন পুলিশ

এসে টর্চলাইট মেরে বসল নুসরাতের মুখ বরাবর। নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে মিনমিনিয়ে জানতে চাইল,”কোন মাদার*চু*দ বে, চোখে লাইট মারে?

লাইট সরে যেতেই নুসরাত চোখ খিঁচিয়ে তাকাল সামনে। আর পুলিশ অফিসারের মুখখানা দেখতেই নুসরাতের মাথার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এটা আর কেউ

না, মৃন্ময় তুষার। বিতৃষ্ণা মিশ্রিত আওয়াজে গলা ফেড়ে না চাইতেও টুপ করে বেরিয়ে আসলো,”আপনি?

মৃন্ময় তুষার হাসল ঠোঁট উচিয়ে। বলল,“দেখা হয়ে ভালো লাগল মিসেস আরশ।

নুসরাত মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল,

” কিন্তু আপনার সাথে দেখা হয়ে মোটেও আমার ভালো লাগেনি।

এতক্ষণের ভালো থাকা মুডের একদম রফাদফা হয়ে গিয়েছে।

মৃন্ময় তুষার বুকের বাঁ-পাশ চেপে ধরে বলল,

“অহ ইটস মাই প্লেজার। তা এত রাতে কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি? নুসরাত ত্যাড়া চোখে তাকিয়ে থাকল মৃন্ময়ের দিকে। হাত দিয়ে ভ্রু চুলকে নিয়ে বলে ওঠল,” মাল সাপ্লাই দিতে গিয়েছিলাম, কয়েক কোটি টাকার

ওখান থেকেই ফিরছি। একটু আগেই আসলে হাতে নাতে ধরতে পারতেন।

“তাহলে তো আজ বড় সড় দান মেরে এসেছেন?

নুসরাত দম্ভ ভরা কণ্ঠে বলে ওঠল,” আমি সবসময় বড় বড় দানই মেরে আসি। জন্মগত ইন্টেলিজেন্ট তো তাই।

মৃন্ময় শ্বাস ফেলে বলল,

“তা আপনার লাইসেন্স আছে?

নুসরাত কোনো বাক্য ছাড়াই ড্যাশবোর্ড থেকে লাইসেন্স বের করে মৃন্ময়ের সামনে তুলে ধরল। মৃন্ময় ভালো করে চোখ ডুবিয়ে দেখে নিল কাগজ পত্রগুলো। নুসরাত মৃন্ময়কে চোখ দাবিয়ে কাগজগুলো দেখতে দেখে বলল,”আপনার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে না কোনো গাড়ির কাগজ দেখছেন, মনে হচ্ছে আপনার মরা

দাদার সম্পত্তির খুঁটি নাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন।“আমার মরার দাদার সম্পত্তির কাগজ ও আমি এত খুঁটিয়ে দেখব না মিসেস নুসরাত, যতটা এই কাগজ গুলো দেখেছি। বাই দ্যা ওয়ে এজন্য একটা থ্যাংক্স তো ডিজার্ভ করি।

নুসরাত এক ভ্রু উচিয়ে হাসল। মৃন্ময়ের হাত থেকে কাগজ পত্রগুলো নিয়ে ড্যাশবোর্ডে রেখে দিতে দিতে

বলল,”আমি কাউকে থ্যাংক্সস বলিনা, কারণ অপাত্রে পানি ঢালা খুবই জঘন্য বিষয়, আর আমি তা ঘৃণা করি।

নুসরাত গাড়ি টান দিয়ে নিয়ে যেতে যাবে মৃন্ময় থামিয়ে দিল। নুসরাত মাথা উচিয়ে বাহিরে তাকাতেই মৃন্ময়, আহান আর ইরহামের দিকে ইশারা করে জানতে চাইল,” ওদের এমন বেঁধে রেখেছেন কেন?

নুসরাত ইশারা করল মৃন্ময়কে নিচের দিকে ঝুঁকে আসতে। মৃন্ময় একটু এগিয়ে আসতেই নুসরাত কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠল,"এদের মাথা গিয়েছে পুরো, তাই সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে চাইছিল না, তাই বেঁধে নিয়ে গিয়েছি।মৃন্ময় ঠোঁট চেপে হেসে দিল। অন্ধকারে তা বোঝা গেল না। নুসরাতের শোনার মতো করে

বলল,”আমার মনে হয় ওদের তুলনায় সাইকোলজিস্ট এর প্রয়োজন আপনার বেশি। সর্বপ্রথম আপনাকে ওখানে পাঠানো উচিত।

নুসরাত হাসল। গাড়ি ব্রেক চেপে গিয়ার D তে রাখল। ব্রেক ধীরে ধীরে ছেড়ে আস্তে আস্তে এক্সেলরেট্র এর চাপ দিল। গাড়ি মৃন্ময়ের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হাওয়ার গতিতে তার কথা কানে নুসরাতের

ভাসল,”আপনাকে আজ হাজতে চালান করার খুবই ইচ্ছে ছিল। মিস হয়ে গেল মিসেস নুসরাত নাছির!

নুসরাত সামান্য এগিয়ে চলতেই মৃন্ময় ইসরাতের গাড়ির কাছে গিয়ে গ্লাসে খটখট করল। আসলো শুভ্র, গোলাকার ঘেমে যাওয়া ইসরাতের মুখ। মৃন্ময় তুষারের দৃষ্টি কিছুক্ষণ থমকাল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ইসরাতকে জিজ্ঞেস

করল,”কেমন আছেন?ইসরাত এক গাল ফুলিয়ে হাসল। খুবই ধীর ভঙ্গিমায় ড্যাশবোর্ড হতে লাইসেন্স এর কাগজ বের করে মৃন্ময়ের হাতে তুলে দিল। প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দিল,”এতক্ষণ একদম ফ্রেশ ছিলাম,আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর ফ্রেশ মনটাই আবারো ডিপ্রেশনে পড়ে গিয়েছে।

মৃন্ময় কাগজ পত্রগুলো ইসরাতের হাতে তুলে দিয়ে পেছনে টর্চ লাইট মারল। শুধাল,” এরা কারা?

ইসরাত ঠোঁটের কোণ উচিয়ে তাচ্ছিল্য সুরে বলে ওঠল,

“চোখ দিয়ে দেখছেন না, জীবন্ত লাশ এরা।

মৃন্ময় হেসে ইসরাতের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল,

” দু-বোনই কী অপমানে খুবই পারদর্শী, আই লাই ইট!ইসরাত শান্ত চোখে মৃন্ময়ের দিকে চেয়ে গাড়ি স্টার্ট করল। বলল,”আপনার পছন্দে আর না পছন্দে আমাদের কোনো কিছুই যাবেও না আসবেও না! তাই পছন্দ করে লাভ নেই, ভাত পাবেন না।

মৃন্ময় ইসরাতকে গাড়ি স্টার্ট করতে না দিয়ে দাঁড় করালো। ভ্রু উচিয়ে

স্পাইয়ের মতো জানতে চাইল,”লাস্ট কুয়েশ্চন মিসেস ইসরাত, কোথা থেকে ফিরছেন আপনারা?

ইসরাত হেসে ফেলল। ঠোঁট টিপে হাসি সংবরণ করে বলল,”মর্গ থেকে পেছনের দুটো জীবন্ত লাশ নিয়ে ফিরছি। এবার আমি যাই, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে।

ইসরাত গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেল সামনে। দুটো গাড়ি কয়েক সেকেন্ডের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। মৃন্ময় নিজের জিপে উঠে বসে নিজের সাথে থাকা হাবিলদারকে বলল,"ফলো করো ওদের।তারা যতক্ষণে পৌঁছাল গিয়ে ওদের সংস্পর্শে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অভার স্প্রিডের কারণে একটা গাড়ি ল্যাম্পপোস্টের

সাথে লেগে পুরো ড্যামেজ হয়ে পড়ে আছে ওই স্পটে। পেছনের কালো গাড়ি থেকে তিনজন মেয়ে উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে দিয়ে বের হতে দেখা গেল। একটা মেয়ে তো গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার আগে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। ল্যাম্পপোস্টে গাড়ি ধাক্কা খাওয়ায় তা নাজুক হয়ে ছিল। ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে যেতে নিল কাঁদতে থাকা মেয়েটার উপর

তখনই মৃন্ময় টেনে সরিয়ে আনলো তাকে সেখান থেকে। শব্দ করে ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে পড়ল রাস্তার মাঝ বরাবর। যেখানে বল প্রয়োগ বেশি হলো মসৃণ রাস্তার সেখান থেকে পাথর উঠে ভেঙে গুড়িয়ে গেল। মৃন্ময় যথা সম্ভব পা চালিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। টেনে দরজা খোলার চেষ্টা করল।অন্ধকারে ভেতরের অবস্থা কোনো কিছুই

বোঝা গেল না। নৈঃশব্দে সামনে চোখ ফেলতেই দেখল গ্লাস ভেঙে গিয়েছে। মৃন্ময় পাথর তুলে আঘাত করল ফ্রন্ট সিটে পাশের গ্লাসে। পাথরের আঘাতে কাচ শব্দ করে ভেঙে নিচে পড়ে গেল। টর্চ পকেট থেকে বের করে জ্বালাতেই সর্বপ্রথম চোখ পড়ল উপরের দিকে তুলে রাখা বনেটের দিকে। তখনই পেছন থেকে কেঁদে একাকার হয়ে যাওয়া

ইসরাত দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে আসলো এদিকেই। মৃন্ময় সবল হাতে দরজা টেনে খুলতে ব্যর্থ হলো। টর্চ লাইট আবারো ইঞ্চিন বক্সের দিকে মারল সে,পরপর সেই স্থান পরিত্যাগ করে উল্টো পথে ফিরে গেল দ্রুতপায়ে। পাগলের মতো চিৎকার করা ইসরাতকে দু-হাতে ঝাপটে ধরে আটকাল গাড়ি হতে পাঁচ ফিট দূরে । ইসরাত

নিজের বাহু মৃন্ময়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে চিৎকার করে বলল,”আল্লাহর দোহাই লাগে আমার ভাই বোন গাড়ির ভেতর, আমাকে ছাড়ুন আপনি, ওদের বাঁচাতে হবে। মৃন্ময় তুষার ছাড়ুন আমার হাত, আমার বোনটা ভেতরে, আমার ভাই দুটো ভেতরে।মমো বাচ্চাদের মতো কাঁদছে মাটিতে বসে। সামনে এগিয়ে গিয়ে যে গাড়ি থেকে ওদের

বের করবে সেই সামর্থ নেই তার। হাত পা থেকে শুরু করে পুরো শরীর কেঁপে প্যানিক অ্যাটাক করে বসল। সৌরভি নিজেকে সামলে নিয়ে পা বাড়াল সামনে। ধুরু ধুরু বুকে আল্লাহ, আল্লাহ করে এক পা দু-পা গেল। ইসরাত তখনো আর্তনাদ করছে,"ওরা কেউ আমায় ক্ষমা করবে না, আমি আম্মাকে কী জবাব দিব, আমি আব্বাকে কী

জবাব দিব, আমি চাচ্চুকে কী জবাব দেব, ছোট আম্মুকে কী জবাব দিব। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন, এমন সারাজীবন ধুকে ধুকে মরার চেয়ে ভালো ওদের সাথে আমি ও মরে যাব। ছেড়ে দিন মৃন্ময়, আমায় ছাড়ুন। আল্লাহর দোহাই লাগেএএএ..! আমি কেমন করে আয়নায় মুখ দেখব! আমার মা বাবাকে আমি মুখ দেখাব কী করে!

ওদের কথা জিজ্ঞেস করলে আমি কী উত্তর দিব? ওরা কোথায়!মৃন্ময় ইসরাতের বাহু ছাড়ল না। ইসরাত গা ছেড়ে দিল। সৌরভি গাড়ি হতে দু-ফুট দূরত্বে আসতেই শব্দ করে ইঞ্জিন ফেটে গিয়ে দাউদাউ করে আগুন ধরে বসল। সেই সাথে শোনা গেল ইসরাতের, সৌরভির, মমোর কাঁদার আর আত্মচিৎকারের আওয়াজ। সৌরভি দু-পা ছাড়িয়ে

বসে পড়ল কংক্রিটের রাস্তায়। বাচ্চাদের মতো আহাজারি করল। বলল,”ইয়া আল্লাহ, আমি হাশরের ময়দানে তোমার কাছে কী ভাবে জবাব দেব, আমার তৈওফিক থাকা সত্ত্বেও কেন আমি ওদের বাঁচাইনি। আমাকে মাফ করে দিও আল্লাহ আমি ওদের বাঁচাতে পারিনি।ইসরাত মৃন্ময়ের থেকে নিজের গা ছাড়িয়ে নিয়ে আসলো। পাগলের মতো

আহাজারি করে সামনে এগোলো, আর বিড়বিড় করল,”ইয়া আল্লাহ ওরা আমাকে ক্ষমা করবে না। আমার একটামাত্র বোন, তুমি কেড়ে নিলে আল্লাহ। আমরা কী নিয়ে বাঁচব! আমার ভাইগুলোকে কেন কেড়ে নিলে আল্লাহ! আল্লাহ, ওদের একা তোমার কাছে ডেকে নিলে আমাকে নিতে পারলে না তুমি! আমার ভুল, আমার ভুল ছিল, ওদের

নিয়ে এত রাতে বের হওয়ার জন্য দোষী আমি। আমি ওদের দোষী! আমি আজ না বের হলে, নুসরাতের পাগলামিতে শামিল না হলে এটা হতো না। আমার ভুল, আমার ভুল ছিল এটা।ইসরাত দু-হাতে নিজের মুখ স্পর্শ করে চিৎকার করে উঠল। বলল,”ইয়া আল্লাহ কেড়ে নিলে কেন তুমি, দিলে যখন কেড়ে নিলে কেন!

আমি কেমন করে মুখ দেখাব আমার মা বাবাকে!

দাউদাউ করে জ্বলে যেতে লাগল আগুনের তাপে গাড়ির অংশ। ধীরে ধীরে তা জ্বলে পুড়ে রাখ হয়ে পড়ে গেল ধসে ধসে। ইসরাত তখনো চিৎকার করে কাঁদছে। নাক মুখ প্রায় ফুলিয়ে ফেলেছে।মৃন্ময় একপাশে অপরাধী ভঙ্গিতে মুখ বানিয়ে দাঁড়িয়ে। ইসরাতের

আহাজারিতে পুরুষালি মনে কষ্টের সঞ্চার হলো। মমো নিজের গা ছেড়ে দিল নির্জন, বিরান এই রাস্তার মধ্যে। অতিরিক্ত টেনশনে বুকে চাপ অনুভূত হলো। এক হাতে চেপে ধরল বুকের ধুকপুক করতে থাকা বাঁ-পাশ। চিনচিনে ব্যথা বুক থেকে শুরু করে পুরো পিঠ পর্যন্ত ছেয়ে গেল। চোখ বন্ধ করার আগে চোখে ভাসল বৃষ্টির ফোটা নামছে আকাশ

হতে জমিনে। গর্জন করে কাঁপিয়ে, বিদুৎ চমকে কোনো আগাম বার্তা ছাড়াই ভারী বর্ষণের শুরু হলো। বাতাসের তীব্রতা আর বর্ষণের ঝংকারে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা গাড়ির লেলিহান শিখা নিভে এলো প্রায়।। নিভু নিভু আগুন গাড়ি হতে মিটে যেতে যেতে চারিদিক থেকে ভেসে আসলো ফজরের আজানের ধ্বনি। মিষ্টি সুরেলা সুরে

মুয়াজ্জিন মাইকে বলছেন,“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার

আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ

আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ

হাইয়া ‘আলাস সালাহ

হাইয়া ‘আলাস সালাহ

হাইয়া ‘আলাল ফালাহ

হাইয়া ‘আলাল ফালাহ

আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম

আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার

লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ।আজানের ধ্বনির শেষ হওয়ার সাথে সাথে আগুন ও নিভে গেল বৃষ্টির পানিতে। ইসরাতে আর্তনাদ আজানের জন্য থেমে গেলে ও তা আবার বাড়ল সময়ের সাথে। ঝুমঝুম বর্ষণের

সুরের সাথে মিলিয়ে কাঁদল সে। ভোরের টিমটিমে আলো ফুটে আসলো, তবুও ইসরাত, মমো, সৌরভি এই ঝড়ো হাওয়া আর বর্ষণের মধ্যে রাস্তায় পড়ে রইল নিস্তেজ দেহ নিয়ে। সৈয়দ বাড়ির উচ্ছল, সবসময় লাফালাফি করা, মাতিয়ে রাখা মানুষগুলোর হারিয়ে যাওয়ায় ইসরাতের সাথে হয়তো প্রকৃতিতে ও কষ্ট নেমেছে।

একদিকে প্রকৃতি নিজের মনোরমতায় ভেজাল পৃথিবী অন্যদিকে তিন রমনীর গুমোট কান্নায় ভেজল পিচ্ছল,পিচের তৈরি কালো ইট পাথরের রাস্তা।রাতের তৃতীয় প্রহরে হঠাৎ নাছির মঞ্জিলে এসেছেন সৈয়দ বাড়ির কর্তীরা। সকলেই সুন্দর সাজগোজ করেছেন এ বাড়ি থেকে ওই বাড়িতে আসার পথে। সকল মেহমানদের সাথে কথা

বলা শেষে যখন এসে কিচেনে হাজির হলেন তখন দেখলেন একা হাতে সবকিছু সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন নাজমিন বেগম। বাড়ির অর্ধেকের বেশি মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। নাজমিন বেগম একদিকে রুটি বেলছেন অন্যহাতে রান্না করছেন। কোনোদিকে তাকানোর সময়টুকু নেই যেন তার। লিপি বেগম কাপড়ের হাতা গুটিয়ে

নিলেন। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে কিছুটা নারাজি স্বরে বললেন,”কী হয়েছে তোর মেঝো?নাজমিন বেগম আকস্মিক লিপি বেগমের গলার শব্দে লাফিয়ে উঠলেন প্রায়। পরপর নিজেকে সামলে নিয়ে সালাম ঠুকলেন মিহি সুরে। লিপি বেগম দু-হাত মেলে দিলেন। নাজমিন বেগম দ্রুত হাতে চুলোর আগুন কমিয়ে দিয়ে ঘামাক্ত শরীর নিয়ে জড়িয়ে

ধরলেন বড় বোন সমান ভাবীকে। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় ওই অবস্থায় থেকে হেসে ফেললেন দু-জনে। ঝর্ণা বেগম পেছন থেকে উঁকি মেরে বললেন,"দু-জন বেয়ান হয়ে আমাকে আর রুহিনীকে ভুলে গেছো? দেট'স নট ফেয়ার।

রুহিনী নিজেও ঝর্ণা বেগমের পেছন থেকে বেরিয়ে আসলেন। লিপি বেগম কিছুটা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব

তৈরি করে নিজেদের মাঝখানে জায়গা বের করে দিলেন দু-জনকে। রুহিনী প্রায় লাফিয়ে উঠে মাঝখানে জায়গা করে নিলেন। ঝর্ণা বেগম শব্দ করে হেসে ফেললেন। ভদ্রমহিলাদের মধ্যে এমন করে চলল অনেক সময় মিলনমেলা। হঠাৎ নাকে আসলো পোড়া গন্ধ। নাজমিন বেগম নিজেকে ছাড়িয়ে এনে দৌড়ে গিয়ে তরকারিতে পানি

ঢাললেন। মুখ দিয়ে বিরক্তি মিশ্রিত শব্দ বের হলো,”যাহ শেষ..!

লিপি বেগম জানতে চাইলেন,“একা হাতে সব সামলাচ্ছিস, কাউকে রাখলি না কেন?

নাজমিন বেগম তরকারিতে হাত চালাতে চালাতে বললেন,” ওদের কাজ পছন্দ হয় না আমার।

রুহিনী জিজ্ঞেস করলেন,

“তাহলে আমাদের কেন জানালে না মেঝো আপা? আমাদের মধ্যে কেউ একজন চলে আসতো তোমার সাহায্যের জন্য।

নাজমিন বেগম শুধু হাসলেন সামান্য। ঝর্ণা বেগম বললেন,” ওসব কথা ছাড়ো, মহামান্য ব্যক্তিরা কোথায়?

নাজমিন বেগমের টনক নড়ল এতেই। রুহিনীকে উদ্দেশ্য করে

কিছুটা তাড়া মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন,”আমার মোবাইলটা দেখ ফ্রিজের উপর, একটু দে তো ছোট। লিপি বেগম তখনো রুটি বেলছেন। ঝর্ণা বেগম দাঁড়ানো না থেকে নাজমিন বেগমের হাতে হাত কাজ এগিয়ে দিতে সিঙ্কে রাখা বাটিগুলো ধুয়ে রাখতে শুরু করলেন। এর মধ্যেই রুহিনী মোবাইল এনে হাতে ধরিয়ে দিলেন নাজমিন বেগমের।

নাজমিন বেগম তরকারির ডেকচিতে ঢাকনা দিয়ে প্রথমে ডায়াল করলেন ইসরাতের নাম্বারে। রিং হলো হতে হতে তা কেটে গেল। রুহিনী চোখ ফেড়ে শুধালেন,”কল ধরেছে?

নাজমিন বেগম দু-পাশে মাথা নাড়ালেন। চিন্তিত সুরে বললেন,”ইসরাত এমন করে না, প্রথম কলই পিক করে মেয়েটা যতই ব্যস্ত হোক না কেন!আবারো

কল করলেন আবারো তা বাজতে বাজতে কেটে গেল। একে একে সবাইকে কল দিলেন কেউই ফোন ধরল না। ঝর্ণা বেগম জিজ্ঞেস করলেন,”কোথায় গিয়েছে ওরা সবাই?

নাজমিন বেগম লাগাতার কল মিলিয়ে যেতে যেতে অস্পষ্ট সুরে বললেন,”বলল বাহিরে হাঁটতে যাচ্ছে।

রুহিনী বেগম কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন,
“কে বলেছিল এই কথা?
নাজমিন বেগম সামান্য চোখ তুলে রুহিনী বেগমের দিকে চেয়ে বললেন,” ইসরাত বলেছিল, ওইগুলা বললে জীবনেও যেতে দিতাম না।।
লিপি বেগম এমনি জিজ্ঞেস করলেন,“গ্যারেজে গাড়ি আছে?

নাজমিন বেগম না ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন তিনি জানেন না বলে। রুহিনী তরকারিতে পানি দিয়ে চুলোর আচ একদম কমিয়ে দিলেন। বললেন,” আসো দেখে আসি।

চিন্তায় চিন্তায় নাজমিন বেগমের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একহাতে কপাল মুছে নিয়ে ড্রয়িং রুমে আসতেই টিভিতে জোরে জোরে বাজতে দেখলেন গতকাল রাত

দশটা এর সময় অভার স্প্রিডের কারণে গাড়ি দূর্ঘটনা হয়েছে। দূর্ঘটনা এর কারণে গাড়িতে থাকা তিনজনের মৃত্যু। শরীর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, তিনজনের কাউকে চিনার উপায় নেই, কার আইডেন্টিটি কী!এটা দেখার পর নাজমিন বেগমের স্বাভাবিক অবস্থা আরো বেশি নাজুক হয়ে উঠল। রান্না ঘরে থেকে ঘেমে যাওয়া শরীর

আরো বেশি ঘেমে গেল তরতর করে। সেখানে আর না দাঁড়িয়ে থেকে সদর দরজার দিকে প্রায় দৌড়ালেন তিনি। নাজমিন বেগমের কাহিল অবস্থা দেখে রুহিনী বেগম, আর ঝর্ণা বেগমের বুক কাঁপতে শুরু করল। দু-জনেই ছুটলেন নাজমিন বেগমের পিছু পিছু। গ্যারেজের সামনে এসেই দেখলেন সাটার খোলা। দুটো গাড়ির একটার ও

অস্তিত্ব নেই। শুধু নাছির সাহেব সেদিন যে বাইক কিনে এনে ছিলেন তা পড়ে আছে একপাশে অবহেলিত ভঙ্গিতে। বাড়ির বাহিরের কৃত্রিম আলো ছাড়া প্রতিটা রুমের আলো নিভে গেছে প্রায়।হাতের মুঠোয় থাকা ফোনটায় ইসরাতের নাম্বার কাঁপা হাতে ডায়াল করে আবারো কানে ফোনটা ধরলেন নাজমিন বেগম্মনে হলো এই ধরবে ইসরাত

ফোনটা কিন্তু এবার ও সেম হলো, বাজতে বাজতে এক সময় কেটে গেল। নাজমিন বেগমের অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কাপড়ের অভ্যন্তরে থাকা শক্ত সামর্থ শরীরটা থরথর করে কাঁপল। ইসরাতের নাম্বারে আবারো কল মিলালে সেটা রিং হতে হতে কেটে গেল। লিপি বেগম নাজমিন বেগমকে বললেন,"এমন

করিস না, হয়তো মোবাইল হাতে নেই, কোথাও ফেলে রেখেছে!

নাজমিন বেগম এই কথায় সহজেই অমত পোষণ করলেন। বললেন,“ইসরাত মোবাইল সবসময় সাথে রাখে বাহিরে গেলে।রুহিনী বেগম ইরহামের মোবাইলে ফোন দিলেন, কিন্তু ওপাশ থেকে একটা শব্দ বারবার ভেসে আসলো, আপনি যে নাম্বারে কল করেছেন তা এখন

বন্ধ আছে, দয়া করে কিছুক্ষণ পর আবারো সংযোগ করুন।

লিপি বেগম সান্ত্বনা দিতে আবারো বললেন,

“হয়তো সাউন্ড অফ!

নাজমিন বেগম তবুও মানতে নারাজ। নিজের জায়গায় মোবাইল হাতে অটল দাঁড়িয়ে থাকতে বেগ পোহাতে হচ্ছে তার। কাঁপা কণ্ঠে বললেন,”আমার ইসরাতটা কখনো

মোবাইলের সাউন্ড অফ করে না আপা। নির্ঘাত কিছু হয়েছে।

নাজমিন বেগম হয়তো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, দু-পা ছড়িয়ে বসে গেলেন কংক্রিটের তৈরি পিচঢালা গ্যারেজের সামনে। রুহিনী বেগম প্রায় কেঁদে ফেলবেন এমন মুখ। লিপি বেগম কোনো রাস্তা না পেয়ে কল দিলেন জায়িনের নাম্বারে। ওপাশ থেকে জায়িনের স্বর ভেসে

আসতেই লিপি বেগম বললেন,”একটু তোর মেঝো বাবার বাড়িতে আয়।জায়িন বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, পায়ে জুতো জোড়া আলগোছে ঢুকিয়ে শুধাল,”কেন?

লিপি বেগম কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন,

“আসো তো, আসলে তবেই তো দেখতে পাবে।।

ফোন কাটতেই দেখলেন পরিস্থিতি প্রায় বিগড়ে গেছে। নাজমিন বেগম মাথায় হাত রেখে হাউমাউ করে কাঁদছেন। রুহিনী আমার আহান, আমার ইরহাম বলে গলা ফাটাচ্ছেন। ঝর্ণা বেগমের শুভ্র মুখ লাল হয়ে আছে। এক্ষুণি একটু লাই পেলে বাচ্চাদের মতো ঠোঁট ভেঙে কেঁদে ফেলবেন। লিপি বেগমের গলার কাছে কান্না পাঁকাল তবুও নিজেকে

সামলালেন তিনি। চোখের পানি কোটর থেকে নির্গত হওয়ার পূর্বেই মুছে ফেললেন কাপড়ের হাতায়। এখন যদি উনি ও এদের মতো কাঁদতে বসে যান তাহলে কী কোনো সমাধান হবে! চোয়াল শক্ত করে ভঙুর গলায় সবাইকে ধমকে উঠলেন,"হচ্ছেটা কী?

নাজমিন বেগম এসব কানেই তুললেন না। আরো জোরে কেঁদে

উঠলেন। রুহিনী বেগমের গলার আওয়াজ বাড়ছে সময়ের সাথে। বাকি ছিলেন ঝর্ণা বেগম তিনি ও ভ্যা করে কেঁদে ফেললেন। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন,”আমার বাচ্চাগুলো, কোথায় গেলি রে তোরা?টিমটিমে ভোরের আলো ফুটেছে আকাশে। ধীরে ধীরে সূচনা হচ্ছে নতুন দিনের, নতুন এক গল্পের। ইসরাত এখনো রাস্তায় লেপ্টে আছে। কাঁদছে

বিরতিহীন। এখান থেকে উঠে বাড়িতে যাবে সেই ধ্যান নেই তার ভেতর। চোখ দুটো ফুলে উঠে লাল লাল হয়ে আছে। পিচঢালা রাস্তার দিকে নিস্তব্ধ চোখে, পাপড়ি না ফেলে চেয়ে আছে। কান্নার গতি থেমে গিয়ে হেচকি উঠল। ভেতরে ভেতরে জমা হলো ক্ষোভ। দাঁতের মাড়ি চেপে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। নড়ল না নিজের

জায়গা থেকে। চোখের চাহনি এতটাই তেজালো যে, পাপড়ি ফেলল না। ওভাবে বসে থেকে হাতের মুঠো শক্ত করল। ধীরে ধীরে রাগের পাহাড় এসে গ্রাস করল তাকে। নিজের বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে দু-হাতে মুখ চেপে ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। চিৎকারের তীক্ষ্ণতা এত বেশি যে কান লেগে গেল মৃন্ময়ের। কিছু বুঝে উঠার আগেই ইসরাত

নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টিতে ভেজা চুলগুলো দলা পাঁকিয়ে পেছনে পড়ে আছে। কপালে, গালে,এমনকি চোখের উপর ছোট ছোট চুলগুলো লেপ্টে। ধুপধাপ পায়ে নিজের অক্ষত থাকা গাড়ির কাছে গেল। মৃন্ময় চোখ ছোট ছোট শুধু দেখল ইসরাতের কান্ড। কান্নার কারণে মুখ ফুলে গিয়েছে। চোখের চামড়া কিছুটা দু-দিকে সরে যাওয়ায়

চোখের সাদা জায়গার মধ্যে জমা হওয়া রক্তের আস্তরণ দেখা গেল।। ইসরাত গাড়ির ডিক্কি টেনে খুলে ফেলল। মৃন্ময় আরেকটু সামনের দিকে এগোতেই দেখল ইসরাত হকিস্টিক হাতে নিচ্ছে। উঁকি দিয়ে গাড়ির ডিক্কির পানে চাইতেই দেখল উল্টাপাল্টা জিনিস রাখা ওখানে। বটি থেকে শুরু করে সবকিছু। ইসরাত গাড়ির ডিক্কি খোলা রেখে

প্রথমে এগিয়ে গেল জ্বলে যাওয়া গাড়ির দিকে। হকিস্টিক শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরে একের পর এক লাগাতার আঘাত হানল বনেটের উপর। রাগ এতে কমল না আরো বাড়ল। সময়ের সাথে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণে পৌঁছে গেল। কিছু মুহুর্ত অতিবাহিত হতেই ইসরাতের বড় বড় চোখের দৃষ্টি মৃন্ময়ের দিকে ঘুরে গেল। হকিস্টিক ধরে রাখা হাত

ক্ষোভের দংশনে শক্ততা আরো বাড়ল। চোখে ভাসল তাকে ধরে রাখার মুহুর্ত টুকু। ক্ষুব্ধ ষাঁড়ের মতো চেয়ে থেকে তেড়ে গেল মৃন্ময়ের দিকে। হাবিলদার এতক্ষণ হাপিত্যেশ করছিলেন ভবিষ্যতের জেনারেশন এভাবে ঝড়ে গেল, যখন চোখ তুলে দেখলেন ইসরাতকে তেড়ে আসছে তখন আঁতকে উঠে জআনতে চাইলেন,"স্যার ভদ্রমহিলা কোনদিকে

যাচ্ছেন?মৃন্ময় নিজের জায়গায় অটল টানটান দাঁড়িয়ে থেকে বলল,”মনে হচ্ছে তো আমাদের দিকে।

হাবিলদার সামান্য হেসে বললেন,

“আমাদের দিকে না স্যার, শুধু আপনার দিকে এগিয়ে আসছেন ভদ্র মহিলা।

মৃন্ময় নিজের শূন্য মস্তিষ্কে, পালানোর কথা প্রায় ভুলে গিয়ে হাবিলদারকে

জিজ্ঞেস করল,”এখন আমার কী করা উচিত, বলুন তো?

হাবিলদার সামান্য ধমকে উঠে বললেন,“গরুর মতো দাঁড়িয়ে ঘাস না কেটে, ভাগুন স্যার, ভাগুন..! ভদ্রমহিলা আপনার দিকে খেপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে আসছেন। যেকোনো সময় গুতো টুতো মেরে দিতে পারেন।

ইসরাতকে নিজের সামনে এসে থামতে দেখেই মৃন্ময় উড়ন্ত পাখির মতো লাফ দিয়ে দৌড় দিল। ইসরাত নিজেও পিছু পিছু ছুটল। মানুষিক ভারসাম্যহীন মানুষের মতো ভাঙা গলা ফেড়ে চিৎকার করল,"খুন করব আজ সবগুলোকে।

মৃন্ময় সামনের দিকে চলন্ত পা রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ইসরাতের পানে চেয়ে জানতে চাইল,"আপনি কী পাগল

হয়ে গিয়েছেন ইসরাত? এমন করছেন কেন?

ইসরাত কানেই নিল না এসব কথা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাতের হকিস্টিক উপরে তুলে মৃন্ময়ের দিকে ছুটতেই থাকল। মস্তিষ্ক থেকে একটাই শব্দ প্রতিধ্বনি হলো,"এই লোক তোকে না থামালে আজ তোর ভাই-বোন অক্ষত থাকতো। বেঁচে থাকতো ছোট ছোট প্রাণগুলো..!ইসরাত এভাবে

দৌড়ানো অবস্থায় হ্যালুসেনেশন করল নুসরাত, ইরহাম, আহান আসছে তার দিকে। সে তাদের দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে নিবে তার পূর্বেই কেউ একজন পেছন থেকে তাকে টেনে ধরল। সে আর কেউ নয়, মৃন্ময় তুষার! ইসরাত দু-দিকে মাথা নাড়াল, নিজের মস্তিষ্ককে না হওয়া জিনিসগুলো কল্পনা করতে দিল না। রাগে থরথর করে কাঁপল

মেয়েলি দেহটা,সাথে নাক, আর ঠোঁট। পায়ের গতি বাড়ল আরো, যে কেউ দেখলে বলবে শরীরটা বাতাসে প্রায় উড়ছে। মৃন্ময় তিন রাস্তার মুখে গোল গোল ঘুরতে ঘুরতে হাপিয়ে উঠল, তবুও ইসরাতের হাপানোর নাম নেই। মৃন্ময় জিরোনার জন্য থমকে দাঁড়াতেই হাবিলদারের করুণ আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসলো,"স্যার আপনি আইজ শেষ..!

ইসরাতের শূণ্যে তোলা হকিস্টিক এসে মৃন্ময়ের মাথা স্পর্শ করতে যাবে তখনই মৃদু সুরে গান ভেসে আসলো দূর হতে,”বাংলা মাল ছেড়ে হাতে মুরগী নিয়াছি,
বৈরাগ হইয়া কপালে তিলক লাগাইছি
হাঁসের পিছন ছাইড়া দিয়া মুরগী চোর হইয়াছি

পূর্ণের জন্য একগ্লাস জ্বলে ডুব দিয়াছি
সবকিছু ছাইড়া আমি মুরগী চোর হইয়াছি.....
মুরগীর পেছনে আগুন লাগাইছি
ও মুরগীকে দুনিয়া থেকে বিদায় জানাইছি
মুরগীর লেগ খেয়েছি
ও মুরগীর পেছনে আগুন লাগাইছি,

ও মুরগীরে বিদায় জানাইছি।ইসরাত থমকানো চোখে ফিরে চাইল পেছনে। বিস্ময়ে চোখের কোটর হতে আখিঁদ্বয় বের হবে এমনভাব। ঘন বনের অভ্যন্তর হতে নেচে কুদে কাদায় মাখামাখি শরীর নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল তিনজনকে। মুখে ও ছাড় নেই কাদার। মুখ দেখে চেনার উপায় নেই কারা এরা। গায়ে ওড়না জড়ানো একজনের। সাদা

রঙের কাপড়খানা লেগে আছে গায়ের সাথে। ইরহামের গায়ে শুধু সেন্ডো গেঞ্জি জড়ানো। কালো লুমশ ফর্সা পুরুষালি বুক বেরিয়ে এসেছে। ইসরাত সামান্য চোখ খিঁচিয়ে তাকাতেই দেখল তিনটার হাতেই দুটো দুটো করে মুরগী। এমন করে কোলে ধরে রেখেছে যেন নবজাতক বাচ্চা এগুলো। নিজেদের বাহু থেকে একজন ও ছাড়ছে না। ইসরাতের

হাত অবশ হয়ে আসলো। এক পা দু পা করে এগিয়ে গেল ভাই বোনের দিকে।নিজের চোখদুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। খুশিতে চোখ চকচক করে উঠল। পানিতে টইটম্বুর করল দু নয়নে। নিজের খুশি জাহির করতে পারল না। ঠোঁট ঠেলে বের হলো না কোনো শব্দ। শুধু হা করে সামনে চেয়ে দেখল নিজের ভাই বোনকে।

মনে হলো যুগ যুগ কেটে গিয়েছে, প্রিয় মুখগুলো দেখেনি। তিনটার গলার আওয়াজ এগিয়ে আসতে আসতে আরো বাড়ল। তখনো তারা সামনে পড়ে থাকা পোড়া গাড়ি, অর্ধজ্ঞান হওয়া সৌরভি, প্যানিক অ্যাটাকে নাজেহাল অবস্থা হওয়া মমোকে দেখেনি। যখন দেখল গাড়ি পুড়ে পড়ে আছে, তখন এতক্ষণের উচ্ছাস মিশ্রিত কণ্ঠে ধীমি হয়ে

আসলো। তিনজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল নিজেদের। একবার দেখল থমকে দাঁড়ানো ইসরাতকে, একবার দেখল পুড়ে যাওয়া গাড়ির শেষাংশ, ঠোঁট ঠেলে শব্দ বের হলো নুসরাতের,"শালী তুই মরা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? মুরগীগুলো তখনো আল্লাহর নামে ডাকছে চিৎকার করে। হাত দিয়ে সেগুলো আরো শক্ত করে ধরে

নুসরাত ইসরাতকে আবারো জিজ্ঞেস করল,”তুই এমন হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

ইসরাত কথা বলল না। কয়েক মুহুর্ত মুরগী হাতে দাঁড়িয়ে থাকা তিন ভাই বোনকে দেখল। নিঃশব্দে পাড় হলো কয়েক মিনিট, কয়েক সেকেন্ড,কয়েক মুহুর্ত। নিজেকে সামলানো ইসরাতের নিকট দায় হলো। অতি আবেগে বার বার কথা

আটকাল গলার কাছে। নুসরাত, ইরহাম, আহান পরিবেশ দেখে কিছুটা ঠাওর করতে পারল কী হয়েছে। তাই নুসরাত হা হা করে হেসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলে ওঠল,”তুই কেঁদেছিস? আরে শালী মরি নাই তো, এতো কাঁদার কী আছে?ইসরাতের এসব কথায় গা পিত্তি জ্বালিয়ে দিল। এমন এক মুহুর্তে এসে পাগলের মতো

হাসানোর চেষ্টা করছে। ইরহাম নিজেও ইসরাতকে স্বাভাবিক করার জন্য বলল,”আমরা তো মনে করেছি তুমি বাসায় চলে গিয়েছ।

আহান অপরাধ বোধ করল।তাই ফিকে হয়ে যাওয়া ধীমি সুরে বলল,”আমরা জানতাম না, গাড়িতে আগুন লেগে যাবে।

তিনজন মুরগী কোলে রেখে মাথা নাড়াল উপর নিচ। ইসরাত একটা

কথার উত্তর দিল না। নিজের ফোলা ফোলা চোখগুলো ঘুরিয়ে কড়মড়িয়ে শুধাল,”কোথায় গিয়েছিলি তোরা?

নুসরাত আর ইরহাম একসাথে বলে ওঠল,“মুরগী চুরি করতে।

ইসরাত গলা ফাটিয়ে গালি দিল,

“ শুয়োরের বাচ্চা, আমি এখানে তোদের জন্য মরতে বসেছি আর তোমরা কুত্তার বাচ্চারা মুরগী চুরি

করতে গিয়েছিস। আজ সবগুলোর পা ভাঙব, কত বড় সাহস!

নুসরাত ইসরাতের কন্ডিশন দেখে মুরগী শক্ত হাতে চেপে ধরে উলটো পথে দৌড় দিল। তার মতামতে জান গেলে যাবে, তবুও মুরগী ছাড়া যাবে না। ইরহাম অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,"পালাচ্ছিস কেন?

নুসরাত ইসরাতের থেকে দশহাত দূরে গিয়ে বলে ওঠল,"জরুরী

প্রয়োজনে, জরুরী ব্যবস্থা নিচ্ছি পূর্ব থেকে। ইসরাতের মাথা গিয়েছে!

ইসরাত নুসরাতের কথা অনুযায়ী সত্যি সত্যি আহান আর ইরহামকে পিটানোর জন্য খেপাটে নয়নে চেয়ে এগিয়ে গেল। ইরহাম আর আহান নুসরাতের দিকে দৌড় দিয়ে চলে গেল। নুসরাত নিষেধাজ্ঞা জারী করল,"একদম এদিকে আসবি না দু-জন।দু-জনেই নুসরাতের কথা

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিয়ে, নুসরাতের দিকে যেতে যেতে আওড়াল,”সব দোষ তোর। তুই ই তো এই মেয়েকে রাগিয়েছিস! তুই না বললে তো জীবনেও আমরা মুরগী চুরি করতে যেতাম না।

ইসরাত একটার কথা কানে না তুলে হকিস্টিক ছুঁড়ে মারল। ওকটুর জন্য নুসরাতের মাথায় না লেগে পাশ দিয়ে শা করে চলে গেল। তা অক্ষত

রাখা গাড়ির গ্লাসে লেগে শব্দ করে ভেঙে চুড়ে চুরমার হয়ে পড়ে গেল নিচে। ইসরাত কিড়মিড়িয়ে বলে ওঠল,”দাঁড়া...! সবগুলোকে আজ আস্তো কুপাবো আমি।ইসরাতের ঝলসানো কণ্ঠে নুসরাত, আহান, ইরহাম আরো বেশি করে পায়ে পা মিলিয়ে পালাল। ততক্ষণে রাস্তায় গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। দূর দূরান্ত হতে ভেসে আসছে অনবরত

চলতে থাকা গাড়ির আওয়াজ। নুসরাতরা গোল গোল দৌড়াতে লাগল সবাই মিলে। তিনজনে খিলখিল করে হেসে উঠল সামনে উড়ন্ত পাখির মতো চলতে চলতে। ইসরাত নিজেও হেসে দিল, পরপর আবার শব্দ করে কান্না করে ফেলল। একহাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে অস্পষ্ট সুরে জানতে চাইল,"আমাকে বলে গেলি না কেন?

ইসরাতকে শীতিল হতে দেখে সবাই থামল। মুখ খুলে সান্ত্বনা দিতে যাবে তখনই যেদিক থেকে তিন গুণোধরেরা বেরিয়ে এসেছিল সেই পথে হাতে টর্চ লাইট নিয়ে হুরহুর করে একদল পুরুষ মানুষ বেরিয়ে আসলো, মুখে মুখে উচ্চারিত হলো তাদের চোর চোর। ইসরাত বিস্ময় মুখে চেয়ে রইল ওইদিকে। নুসরাত, ইরহাম, আহান তিনজন মাথা

একত্রিত করে ফিসফিসিয়ে চোরের মতো মুখ বানিয়ে কানাঘুষা করল,”এরা এখনো পেছন ছাড়েনি? নুসরাত বৃহৎআকারে চোখে ওইদিকে চেয়ে থেকে বলে ওঠল,”মাত্র ছয়টা মুরগী চুরি করায় এরা এতক্ষণ যাবত আমাদের পিছু করছিল, কী জামানা এসেছে ভাই! ভালো মানুষির জামানা আর থাকেনি..!

ইরহাম নাক ফুলিয়ে বলল,“খান*কি*র পোলারা মাত্র দুটো মুরগী চুরি করায় এইসব করছে, এইসব মুরগী আমি বাল দিয়ে ও বারি মারি না। শুধু কাবাব খাব বলে নিয়ে এসেছি..!

আহান সরু চোখে ওইদিকে চেয়ে থেকে, শক্ত হাতে বুকে মুরগী গুলো চেপে ধরল। বলল,

“আমাকে মেরে ফেললেও মুরগী আমি দিব না। আমি এগুলো কাবাব করে খাব।

নুসরাত নিজেও পণ করে ফেলল। আজ তাকে বুলেট মেরে দিলেও মুরগী সে দিবে না। তিনজন মুরগী গুলো নিজেদের বুকের কাছে শক্ত হাতে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। তখনই কানে আসলো পুরুষালি গলার

শব্দ,”অহ পুলিশ অফিসার আছেন এখানে!

মৃন্ময় সুপুরুষের মতো এগিয়ে গেল তাদের দিকে। জিজ্ঞেস করল,”কী হয়েছে?

একটা লোক তাদের মধ্যে থেকে এগিয়ে আসলো। সবার হাতেই লাঠিচটা। চোর ধরার পর উত্তম মাধ্যম দিবে ভেবে নিয়েছিল হাতে। সবাই হইহই করে উঠল। এতজনের

কথার মধ্যে মৃন্ময় কিছু বুঝে উঠল না, তাই সামান্য কড়া কণ্ঠে বলে ওঠল,”একজন বলুন।একজন বয়স্ক লোক সামনে আসলেন সবাইকে পেছনে সরিয়ে। চোরের মতো সেটে দাঁড়ানো নুসরাত, ইরহাম, আহানকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন,”আমাদের গ্রামে ঢুকে রাত চারটার সময় মুরগী চুরি করেছে ওরা।

নুসরাত ভেংচি কাটল লোকটাকে। লোকটা এসব দেখল না। আবারো বলে ওঠলেন,”পোশাক আষাক দেখলেই বোঝা যায় ভালো, সভ্রম পরিবারের ছেলে মেয়ে, কিন্তু এমন মুরগী চুরি করার কী প্রয়োজন ছিল ওদের? আমরা কত করে বললাম দাঁড়ানোর জন্য, তবুও দাঁড়াল না এরা।

আহান মুখ ফসকে সত্যি কথা বলেই ফেলল,“এ্যাঁহ আমরা ওখানে দাঁড়াতাম, আর আপনারা এসে চ্যাং ধোলা করতেন, হাহ! আমাদের দেখে কী বিছি মনে হয়?

মৃন্ময় বিরক্ত হলো আহানের উপর। মনে মনে ভৎসনা জানাল সৈয়দ বাড়ির সবাইকে। ভাবল, এ বাড়ির সবগুলো কী এমন! লোকটা আবার

বলল,”এই দেখো এখনো মুরগী গুলা কেমন করে ধরে রেখেছে।

নুসরাত, ইরহাম, আহান ঠাই দাঁড়িয়ে রইল। লোকগুলো পুলিশ অফিসারের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলল, যখন কথা শেষ হলো তখন মৃন্ময় সবাইকে কাছে আসার জন্য ডাকল। ইসরাত কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সব দেখল। নুসরাত, আহান, ইরহাম চোরের মতো মুখ বানিয়ে এসে

দাঁড়াতেই মৃন্ময় বলল,”মুরগী গুলো ফিরিয়ে দিন।

মা যেমন নিজের সন্তানকে আগলে রাখে তেমনি নুসরাত নিজের দেহের সাথে মুরগীগুলো জড়িয়ে নিল। দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল,”দিব না।মৃন্ময় কঠোর কণ্ঠে বলল,

“দিয়ে দিন।

নুসরাত ততোটাই জেদি সুরে বলল,

“ দিব না।

মৃন্ময় বলল,

“দিয়ে দিন মিসেস আরশ!

নুসরাত বলল,

“ দিব না মিস্টার মৃন্ময় তুষার, উরফে ঘুষখোর পুলিশ আফিছেড়।দু-জনের মধ্যে এভাবেই চলল অনেকক্ষণ যাবত কথা কাটাকাটি। ইসরাত দু-জনকে থামিয়ে দিতে

রুক্ষ কণ্ঠে, কড়মড় করে ধমকে উঠল,”হচ্ছেটা কী এখানে?

মৃন্ময় কেঁপে উঠে থেমে গেল। ইসরাতের দিকে আড় চোখে চাইতেই সে বলল,”চুপচাপ মুরগী ফিরিয়ে দিতে বলুন।

নুসরাত নিজের কথায় অটল। সে বলল,

“অসম্ভব। আমি দিব না! এগুলোকে আমি নিজের বাচ্চা ভেবে নিয়ে

এসেছি, এখন মুরগীর কাবাব না খেয়ে ফিরিয়ে দিলে পাপ হবে পাপ। আহান ও সহমত নুসরাতের কথায়। সে বলল,

“আমি তো ভেবেছি মুরগী গুলোকে প্রথমে বড় করব নিজের বাচ্চাদের মতো। এমন খাওয়ানো দিব যাতে মুরগী গুলো সেম আমার মতো হয়ে যায়। তারপর...

মৃন্ময় তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে শুধাল,

“তারপর কী?

আহান মিহি সুরে কোমলতার সহিত বলল,

“মুরগীর শিক পোড়া, কাবাব, ললিপপ, ফ্রাই করে খেতাম, ভাবতেই জিভে জল এসে যাচ্ছে।

নুসরাত নিজেও আহানের মতো অন্যদিকে চেয়ে কল্পনা করল। তারপর গলা মিলাল,“আমার ও চলে আসছে।

ইরহাম ও একই সুরে বলল,

“আমার ও আসছে।গ্রামের মানুষগুলো খুবই বিরক্ত হলো এমন আচরণে। নুসরাত, ইরহাম আহানের ভাবনার ভেতর তাদের হাত থেকে মুরগী গুলো টেনে নিয়ে যেতে নিল, তিনজনেই মুরগী শক্ত হাতে চেপে ধরে রাখল তা। মুরগী একদিকে ওরা টানছে একদিকে এরা টানছে। হঠাৎ নুসরাতের টনক নড়তেই সে

মুরগী দুটোর শরীর ছেড়ে দিল। যে লোকটা টানছিল সেই লোকটা এবার শক্তি দিয়ে টান মারতে যেতেই উল্টে পড়ে গেল। মুরগী হাত থেকে ছুটে ডাকতে ডাকতে পালাল নিজের জান বাঁচানোর জন্য। নুসরাত লোকটাকে ভৎসনা করে বলল,"কী হেমান আপনি, সামান্য মুরগী নেওয়ার জন্য এমন অত্যাচার করছেন আমাদের মতো বাচ্চাদের

উপর, ধর্মে সইবে না এসব।এসব দেখে মৃন্ময়ের ইচ্ছে করল একগ্লাস হারপিক খেয়ে মরে যেতে। কোন চক্করে পড়েছে সে। তার আটাশ বছরের জীবনে এমন গ্যাচাকলে জীবনে পড়েনি। এই আরশের ফ্যামেলির সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে দুনিয়ার গজব, আজাব, এসে পড়েছে তার শান্তিপূর্ণ জীবনে। জীবনের সবথেকে বড় ভুল ছিল

ঢাকা থেকে ট্রান্সফার হয়ে সিলেট বিভাগীয় থানায় আসা। মৃন্ময় নিজের ধৈর্য হারিয়ে, বজ্র কণ্ঠে, কান লাগিয়ে দেওয়ার মতো চিৎকার করে উঠল,”শাট আপ!

সবার হাতে থাকা মুরগী গুলো একপ্রকার টেনে হিচড়ে নিয়ে লোকগুলোর হাতে ধরিয়ে দিল। নুসরাত টু শব্দটি বের করার আগে

মৃন্ময় হাবিলদারকে বলল,”চারটা হ্যান্ডকাফ নিয়ে আসুন।

ইরহাম বাদাইস্মার মতো শুধাল,

“কী জন্য?ইসরাত গাট্টা বসাল ইরহামের মাথায়। রাগী চোখে চাইল তাদের দিকে। নুসরাত মৃন্ময়কে পাত্তা না দিয়ে মুরগীর জন্য হাপিত্যেশ করে মিনমিনিয়ে তাদের সবার শোনার মতো করে বলে ওঠল,”খান*কির পোলারা সব মাল

নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার মুরগী, আমার বাচ্চাগুলো....!

নুসরাত তাদের শোনার মতো করে বললে ও দূরে দাঁড়ানো হাবিলদার পর্যন্ত শুনে ফেলল তার গালি। মৃন্ময় না চাইতেও ঠোঁট চেপে হেসে ফেলল। নিজের হাসি ঢাকতে উল্টোদিকে চেয়ে হাবিলদারকে ধমকে উঠল,"কী সমস্যা কী? এত দেরি করছেন কেন?হাবিলদার দ্রুত

পায়ে এসে হ্যান্ডকাফ ধরিয়ে দিলেন মৃন্ময় তুষারের কাছে। মৃন্ময় হ্যান্ডকাফ সর্বপ্রথম নুসরাতের মুখের সামনে ঝুলিয়ে ধরল। সকালের মনোরম হাওয়ায় দুলে উঠল হ্যান্ডকাফখানা। সে ঠোঁট এলিয়ে হেসে ধীমি সুরে এলিয়ে এলিয়ে বলল,"সৈয়দা নুসরাত নাছির, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর জন্য বাংলাদেশ দু-হাজার আঠারো

এর আইন অনুযায়ী দশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে না হয় তিন মাসের জেল। মুরগী চুরির জন্য সেকশন ৩৭৮ অনুযায়ী পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, না দিতে পারলে ছয় মাসের জেল। মোট নয় মাসের জেল। ইউ আর আন্ডার এরেস্ট! আমাদের সামনের যাত্রা মনে হচ্ছে অনেক সুন্দর হবে।সৈয়দ বাড়িতে তখন শোকের ছায়া। এতক্ষণ শক্ত

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লিপি বেগম ও নিজের শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। পড়ে আছেন সবার মতো অবচেতন। সৈয়দ বাড়ির সকল মানুষ এসে তখন হাজির নাছির মঞ্জিলে। আরশ, জায়িন, এমন কী মাহাদি বাকি পড়ে থাকেনি সকলেই খুঁজে ফেলেছে তাদের সোসাইটির ভেতর। চতুর্থবারের মতো পুরো সোসাইটি খুঁজে এসে সোফায় বসল আরশ।

মুখে গম্ভীরতা রেখে নিজের ভেতরে চলাচল করা উদ্বীপণা ঢাকতে চাইল, হয়তো সফল হলো। চোখে মুখে গম্ভীরতা এঁটে বসে রইল। তখন ঘড়ির কাটায় চলছে দশটার ঘরে। আজকের দিনে তেমন একটা রোদের দেখা নেই, নির্মল দিন। নিস্তেজতা পুরো প্রকৃতি জুড়ে বয়ে রয়েছে। নাছির মঞ্জিল যেমন তাদের বাচ্চাগুলো ছাড়া নিস্তেজ তেমনি।

জায়িনের চিন্তায় চিন্তায় মাথা ফাটছে। ইচ্ছে করছে ইসরাত নামক বেয়াদবটাকে যেখানে পাবে ওখানে ধরে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিবে। কিন্তু মস্তিষ্কের এমন সুমতি সে চলতে দিল না। তার হৃদয়ে চলছে অন্যকিছু। মস্তিষ্ক যা বলছে তার থেকে দ্বিগুণ গতিতে চলছে হৃদয়ের ধ্বনি। শ্বাস আটকে বসে রইল নিজের জায়গায়। বুকের কাছে

চিনচিনে ব্যথা হলো। এসির ভেতর থেকেও চিন্তায় চিন্তায় ঘামতে লাগল সারা শরীর। একহাতে বুকের বাঁ-পাশ চেপে ধরল। হাত দিয়ে বুকের কাছে ব্যথা উঠা জায়গায় ড্যাবড্যাব করে আঘাত করল ব্যথা কমার জন্য।সবার এত চিন্তার ভেতর নাছির সাহেব একমাত্র ব্যক্তি যিনি আরাম করে বসে মোবাইল ঘাটছেন। কিছুদিন পূর্বে নুসরাত

আর ইসরাতের শেয়ার করা মিমসগুলো দেখলেন আর হাসলেন। হেলাল সাহেব নিজেও চিন্তিত। যতই হোক ছেলের বউ তার! উপরে উপরে নিজেকে কঠিন খোলসে ঢেকে রাখলেন। এমনভাব যেনো যাকগে মরুক সবগুলো, আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু ঠিকই চিন্তা করছেন ভদ্রলোক। পা দিয়ে মেঝেতে বারবার আঘাত করে

নিজেকে সামলানোর বৃথা প্রয়াস করলেন। যখন তার কানে নাছির সাহেবের হাসির শব্দ আসলো তখন ক্ষুব্ধ নেত্রে চেয়ে কড়া কণ্ঠে বলে ওঠলেন,”কী হয়েছে? এমন দাঁত কেলাচ্ছিস কেন?নাছির সাহেব মোবাইলটা সবার মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন,”সুন্দর না? নুসরাত দিয়েছে এই মিমস!

নাজমিন বেগম নিজের কান্না আটকে স্বামীর দিকে তাকালেন। নিজের মায়ের দিকে চেয়ে হু হু করে আবারো কেঁদে ওঠে বললেন,”দেখেছ আম্মা দেখেছ, আমার বাচ্চাগুলো নেই, আর এই পাষাণ লোক মিমস দেখে হা হা করে দাঁত কেলাচ্ছে। এ কেমন লোকের সাথে তুমি আমার বিয়ে দিলে!

নাছির সাহেব মোবাইল সেন্টার টেবিলে রাখলেন। গলার আওয়াজ কিছুটা উঁচু করে স্ত্রীসহ সবাইকে বলে ওঠেন,”তো কী হয়েছে? তোমরা ভোর চারটা থেকে চিন্তা করছ সবাই এতে তো ওরা আসলো না, এখন কী তোমাদের মতো চিন্তা করে আমি নিজের ভিপি হাই করব? আজব তো! সারারাত ঘুমাতে দাওনি, এখন একটু আরাম করে রিলসগুলো

দেখতে দিবে না!নাছির সাহেবের কথা শেষ হতেই হাওয়ার গতিতে দরজা উড়িয়ে বাতাসের ন্যায় উড়ে এসে মাছির মতো সবার মাঝখানে জায়গা জুড়ে বসলেন সুফি খাতুন। চোখে পানির অস্তিত্ব নেই, তারপরও চোখ শাড়ীর আঁচলে মুছে নিয়ে হাই হুতাশ করলেন। মাথায় হাত রেখে নিজের কর্ম জারী রেখে হাহাকার

করে বললেন,”নাছির ও নাছির তোর এ কী সর্বনাশ হলো রে!

সোহেদ সাহেবের ইচ্ছে হলো ফুপি নামক ভদ্র মহিলার গলা কিছু দিয়ে বেঁধে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে দিতে। কী এক গলারে বাবা। এই মহিলা চিৎকারেই তো তার প্রেশারটা হাই হয়ে গিয়েছে। শোহেব সাহেব কানে টিস্যু প্রায় গুজে ফেলতে গেলেন, ভদ্র মহিলার হাই হুতাশে উনার

রক্তচাপ বাড়ছে। একদিকে এই মহিলারা হাহাকার অন্যদিকে তার সহধর্মিণীর চিৎকার দুটোই কানে সাইরেনের মতো বাজছে। কী ভয়ংকর সেই অনুভূতি!হেলাল সাহেব ফুপির সম্পর্কের পরোয়া না করে সুফি খাতুনকেই ধমকে উঠলেন,”বস, আর কোনো চিৎকার না!

সুফি খাতুন থোড়াই কানে তুললেন এই কথা! উনি নিজের চিৎকার করা সমান কান্না জারী রাখলেন। নাছির মঞ্জিল হতে শুরু করে আগাম তিন পাড়া জেনে যাবে বিয়ে বাড়ি থেকে কনেসহ তার চার ভাই বোন উধাও। সুফি খাতুন বললেন,”আমি জানতাম, আমি জানতাম....!

নাছির সাহেব থামিয়ে দিলেন সুফি খাতুনকে। এক ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইলেন,”কী জানতে তুমি?

সুফি খাতুন বললেন,“ওই মেয়ে তার লাঙ্গের সাথে পালাবে আজ না হয় কাল।

এইটুকু কথা নাছির মঞ্জিলের তৎকালীন পরিবেশকে নাড়িয়ে দিতে সময় নিল না। নাছির সাহেব ভ্রুক্ষেপহীন কণ্ঠে বললেন,”যদি

পালিয়ে থাকে তাহলে বেশ করেছে। তোমার কোনো সমস্যা?

সুফি খাতুন সেসব না শুনে আরো বললেন,“ওই মেয়েকে দেখলেই বোঝা যায় উপরে উপরে ভদ্র সেজে থাকে, ভেতরে ভেতরে ঠিকই মায়ের মতো পলিটিক্স বাজ। আমি আগেই বলেছিলাম একটা ও ভালো হয়নি। দেখ গিয়ে কোন পোলার সাথে মস্তি করছে।

নাছির সাহেব ভদ্র মহিলার কথায় ভ্রক্ষেপ করলেন না। নাজমিন বেগম জ্বলে উঠলেন। রাগী কণ্ঠে দু-বাক্য শোনানোর পূর্বেই রুহিনীর গলার আওয়াজ ভেসে আসলো। মায়ের বিরুদ্ধে কঠোর কণ্ঠে বলছেন,"আম্মা আর একটা কথা বলবে না তুমি, বললে আগামীকালই নিজের জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে আব্বার বাড়িতে। দেখছ ও এই বাড়ির মানুষ চিন্তায়

আছে তার উপর তুমি আরো উল্টাপাল্টা কথা বলে টেনশন বাড়াচ্ছো। আগেই বলে দিলাম কেউ কিছু বললে পরে মুখ ফোলিও না। রুহিনীর কথায় থেমে গেলেন সুফি খাতুন, চোয়াল ঝুলিয়ে বসে রইলেন। কোনোপ্রকার টু শব্দটি করলেন না আর। নাছির সাহেব নিজের মোবাইল ঘাটতে ঘাটতে সবার উদ্দেশ্যে বললেন,"এত চিন্তা

করে কোনো লাভ নেই, দেখো গিয়ে গাড়ি কোন প্লটে ঢোকাইছে না হয় ধাক্কা লাগিয়ে আমার গাড়ি ফোস করে দিয়েছে। আমার তো বেচারা জড়বস্তু গাড়িটার জন্য কষ্ট হচ্ছে, হায় আমার গাড়ি..!

দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন।পরপর আবারো আরেকটা রিলস দেখে হাসতে হাসতে ঢলে পড়লেন সোফার উপর। মৃন্ময়ের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই

নুসরাত দু-হাত বাড়িয়ে দিল। বলল,“টাকা, পয়সা নাই, আর থাকলেও আমি দিব না। ওগুলো কী গাছে ধরে যে বললাম আর টুপ করে পাতার মতো ঝড়ে পড়ে গেল। তাছাড়া অপাত্রে টাকা ঢালতে আমি ভীষণ অপছন্দ করি। হাজতে যাওয়াই বেস্ট আমার কাছে, তবুও ঘুষখোর পুলিশকে আমি টাকা দিব না। এমনিতেই গরীব, খেতে পাচ্ছি

না, আর উনি বলছেন পনেরো হাজার টাকা দিন জরিমানা। মুখ ধোয়ার জন্য সাবান কিনতে পারছি না, আর দিব জরিমানা! ।হাসিলিরে পাগলা...!

ইরহাম আহান দু-জনেই মাথা নাড়াল। মৃন্ময় ইরহাম আহানের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নুসরাতের হাতে দিতে যাবে নুসরাত টেনে নিল সেটা নিজের দিকে। বলল,"আমি

ঘুষখোরদের হাত নিজের গায়ে লাগিয়ে নিজেকে নাপাক করতে চাচ্ছি না। ইসরাত পরিয়ে দে তো! ইসরাত নুসরাতের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। মৃন্ময়ের মুখ অপমানে থমথমে হয়ে উঠল। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, এই মেয়ের মাথার একটা রগ ঢিলে বলে। নিজেকে সামলে নিয়ে ইসরাতের দিকে হ্যান্ডকাফ তুলে

ধরল। ইসরাত শীতিল সুরে জিজ্ঞেস করল,”আমার অপরাধ?

মৃন্ময় তুষার ইসরাতের চোখের দিকে তাকাল। সূর্যের তেজাস্রী রশ্মি পূর্ব আকাশে তখনো উদিত হয়ে মাটিতে নেমেছে। আলো এসে চোখে পড়তেই মেয়েলি চোখটা জলমল করে উঠল। কালো চোখের মণি গুলো অগোচরে নিজেদের কালো বর্ণ হারিয়ে পরিণত হলো বাদামি বর্ণে।

উজ্জ্বল বাদামি চোখের পানে চেয়ে বলে ওঠল,”একজন পুলিশ অফিসারের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে আসায় পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, না হয় দু-মাসের জেল।

ইসরাত হ্যান্ডকাফ নিজের হাতে নিয়ে নিল। আলগোছে সেটা হাতে নিয়ে নিজেই নিজের হাত লক করে দিল। তারপর অধর বাঁকিয়ে সামান্য

হেসে বলল,”আপনাকে টাকা দেওয়ার থেকে একটা ইদুরকে টাকা খেতে দেওয়া আমি বেশি এপ্রিশিয়েট করব।মৃন্ময় এত অপমান চুপচাপ গিলে নিল। সবাইকে বলল,”গাড়িতে উঠুন সবাই।

নুসরাত নেচেকুদে গাড়ির দিকে যেতে যেতে সবাইকে বলল,”নো টেন্স বস, মনে কর শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিস কয়েক দিনের জন্য

ইরহাম নাকের পাটা ফুলিয়ে হাঁটল। নুসরাতের কথায় সামান্য ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল,”কয়েক দিনের জন্য নাকি কয়েক মাসের জন্য?

পরপর আহান নাকি সুরে বলে ওঠল,

“আপুউউউউউ..! আমি এই হাজতে যাব না।নুসরাত পুরো চিল মুডে থাকল। ইসরাত ও এতক্ষণের

গম্ভীরতা ছেড়ে নিজেও কিছুটা হাস্যমুখ হয়েছে। দু-বোন জেলে যাচ্ছে সেই চিন্তা না করে হাসল। ইসরাত বলল,”কয়েকদিন পূর্বে তুই একটা কথা বলেছিলি, মনে আছে?

নুসরাত মাথা নাড়াল। তারপর দু-জনেই একসাথে সুর টেনে আহানের উদ্দেশ্যে মিনমিনিয়ে গাইল,”শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি, হাজতে গেলে

খেতে হবে ডান্ডার বাড়ি, তাই এখান থেকেই নিয়ে নাও নিজেদের প্রস্তুতি। ইসরাতের গলা হঠাৎ থেমে গেল। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে মুখ দিয়ে নিশ্রিত হলো একটা কথা।

“এই মমো আর সৌরভি কোথায়? ইসরাতের কথায় তিনজনের মনে পড়ল তাদের কথা। এতক্ষণে প্রায় ভুলেই বসেছিল। তিনজন নিজেদের

দিকে কিৎকাল তাকিয়ে থেকে উদ্যাত্ব হলো তাদের খুঁজতে। হ্যান্ডকাফে আটকানো হাত নিয়ে আশেপাশে পাগলের মতো চোখ বুলাল। কিছু মুহুর্ত পরে আহানের গলা ভেসে আসলো, সে বলছে,"আপুউউ, মমো আপু, আর সৌরভি আপু এখানে।তিনজন যে যে জায়গায় ছিল আওয়াজ অনুসরণ করে দৌড়াল। সবার আগে সেখানে

পৌঁছাল ইসরাত, এরপর নুসরাত, ইরহাম। মৃন্ময় আর হাবিলদার পৌঁছালেন সবার শেষে। ইসরাতে মমোর দিকে ঝুঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে যাবে মনে পড়ল হাত বাঁধা তার। অসহায় চোখে কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে থেকে নিজের হাত তুলে ধরল মৃন্ময়ের সামনে। তেজি কণ্ঠে বলল,"হাত খুলে দিন অফিস্যার।

মৃন্ময় কোনো দুরুক্তি ছাড়াই খুলে দিল ইসরাতের হাত। একে একে সবার হাত খুলে দিল, শেষে যখন নুসরাতকে খুলে দিতে যাবে তখন থেমে চোখ তুলে তাকাল। শুধাল,"আমি খুলে দিব?

নুসরাত কোনো কথা না বলে শুধু ভেটকানো দিল। অতঃপর হাত খুলে নিয়ে মমোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বলে ওঠল," এমন

ফিট খেয়ে পড়ে আছে কেন?এদের নাকের কাছে কিছু কী ধরতে হবে?

ইসরাত মমোর দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে থেকে রুক্ষ সুরে শুধাল,”কেন?

নুসরাত বলে ওঠল,“আমি শুনেছি দূর্গন্ধ জাতীয় কিছুর স্মেল নিলে মানুষ তাড়াতাড়ি সজ্ঞানে ফিরে আসে। আমার জুতো পাঁচদিন যাবত ধোয়া হয়নি, তাই ভাবছিলাম এদের নাকের কাছে ধরব।

ইসরাত ধমকে উঠল নুসরাতকে। ইরহাম নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ইসরাতে হঠাৎ বলে ওঠল," ইরহাম সৌরভিকে তোর কোলে তুলে নেয়!

ইরহাম এমন কথায় সামান্যক্ষণ থমকাল। মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিশ্চিত হতে আবারো জানতে চাইল,"আমি?

ইসরাত ক্রোধান্বিত গলায় বলল,

“না তুই না, তোর রুহকে বলছি। মমো স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় মাথায় ধরল আহান, দু-পায়ে ধরল নুসরাত আর ইসরাত। সবাই মিলে টেনে টুনে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জিপে তুলে ফেলল মমোকে। তখনো স্তব্ধ নয়নে সৌরভির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইরহাম। নুসরাত সামান্য বিরক্ত হলো। ইচ্ছে হলো ইরহামের পেছনে গিয়ে একটা লাথ

মেরে উলটে ফেলে দিতে। সময় অতিবাহিত হলো। নুসরাতের আর তর সইল না,এতক্ষণে গলার কাছে দলা পাকানো গালি গুলো বের হয়ে আসলো তড়িৎ গতিতে। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে সামান্য আওয়াজে কিছু গালি দিয়ে পরের কথাগুলো জোরে জোরে বলল,"এই মাঙ্গের নাতি, তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে আয় সৌরভিকে।ইরহাম সম্বিত

হলো। চোখের পাতা ফেলে হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে অবেহেলায় পড়ে থাকা রমনীর দিকে চাইল। নৈঃশব্দে অতিবাহিত হলো সময়। প্রকৃতিতে তখন চলছে বিরম্বনা। একটু একটু বৃষ্টির ভাব। থোকা থোকা মেঘ জমেচহে আকাশে, মেঘের গর্জন চলছে। আকাশ দু-পাশে বিভক্ত হয়ে বজ্রপাত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ইরহাম ঝুঁকে গেল সৌরভির দিকে। মেয়েলি

শরীরের অগ্রভাগে অস্বাভাবিক কোনো স্পর্শ না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখল সে। পেছন থেকে তখনো হাউকাউ করছে নুসরাত। মনে মনে হয়তো শত গালি দিচ্ছে তাকে। ইসরাত টু শব্দটি না করে জহুরে নজরে চুপচাপ লক্ষ করল ইরহামের গতিবিধি।ইরহাম সৌরভির হাঁটুর নিচে এক হাত রেখে অন্যহাতে সৌরভির কোমর

চেপে ধরল। কিছু মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল সৌরভি ইরহামের বাহুর মধ্যে। অবচেতন শরীরে, পুরুষালি গরম কাদামাক্ত দেহের স্পর্শ পেতেই শিহরণ জাগল। তখনই আকাশ চিড়ে বজ্রিত হলো মেঘের গর্জন। হঠাৎ কেঁপে ওঠা কী বজ্রপাতের জন্য নাকি ইরহামের শরীর সংস্পর্শে আসার জন্য হলো ঠিক বুঝে উঠা গেল না। ইরহাম

যখন সযত্নে কোলে তুলে এক পা দু-পা করে সামনে এগিয়ে পুলিশের জিপের দিকে গেল তখন মেঘ তরল হয়ে পতিত হলো মাটিতে। আবারো নতুনভাবে বৃষ্টির সূচনা হলো।। গতরাতের মতো অতো তেজালো বৃষ্টি নয়, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হলো। ইরহাম সৌরভিকে যতক্ষণ নিজের বাহুর বাঁকে রাখল ততক্ষণ পর্যন্ত বুকের মাংস পেশীটা ধুরু ধুরু করে

কাঁপল।নিজের এমন অস্বাভাবিক শরীরের পরিবর্তনে নিজেই হতচকিত হলো। তার সৌরভিকে এজ আ মেয়ে ফ্রেন্ড ভালো লাগে কিন্তু এমন অনুভূতি হওয়ার মানে কী! মেয়েটার প্রতি কী তার অনুভূতি জমছে, এটা কীভাবে সম্ভব! আড় চোখে দেখল হলুদাভাব মুখখানা। এতকাছ থেকে হয়তো প্রথম এই মুখ দেখছে, তাই অক্ষিপটে ধরা

পড়ল সুন্দর একটা জিনিস। ডান দিকের গাল আর চোকহের মধ্যভাগে কালো চিকচিকে বর্ণের তিল। খুবই সূক্ষ্ম সেটা। চোখ দাবিয়ে না দেখলে দেখা যায় না। ইরহামের মনে হলো ধুকপুক করা হৃৎপিন্ডের গতি আরো বেড়েছে। সে নাজেহাল হলো, মাথা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল এই অনুভূতি, যতটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল ততটা হয়তো আরো গ্রাস

করে নিতে থাকল তাকে সেই অনুভূতি।সকাল এগারোটা। ঘড়ির কাটা টিকটিক করে চলছে নিজ গতিতে। শেওলা পড়া এক জেলের ভেতর রাখা হয়েছে নুসরাত, ইসরাত, ইরহাম, আহান, মমো, সৌরভিকে। লোহার শিকলের আড়ালে, আড়ালে বললে ভুল হবে বাদর যেমন গাছের ডাল ধরে বসে থাকে তেমনি নুসরাত ভেটকি মাছের

মতো দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে মাথায় হাত রেখে ইসরাত বসে আছে। মুখের স্পষ্ট চিন্তার ছাপ। অন্যপাশে ইরহাম আর আহান বসে আছে। সৌরভি আর মমোর তখনো জ্ঞান ফিরেনি। সবাই উদ্বিগ্ন বটে তাদের নিয়ে। সাতঘন্টার মতো হয়ে যাচ্ছে এদের জ্ঞান না ফিরায় ইমারজেন্সি ডাক্তারের নাম্বারে কল দিতে যাবে মৃন্ময়, এমন মুহুর্তে

নুসরাত শুধাল,”কাকে ফোন দিচ্ছেন?

মৃন্ময় তুষার কানের কাছে মোবাইল রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,”ডাক্তারকে। নুসরাত মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ডাক্তারকে দূরে উড়িয়ে দিল। মুখে চ ক্রান্ত শব্দ বের করে বলল,”কী হেডার ডাক্তারকে ফোন দিচ্ছেন, এখানেই তো আপনাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রয়েছে।

মৃন্ময় কানের কাছে ধরে রাখা ফোন নামিয়ে নিল। ঘাড় বাঁকিয়ে নুসরাতের পানে চেয়ে অবাক সুরে জানতে চাইল,”আপনাদের মধ্যে কে ডাক্তার?

নুসরাত নিজের গায়ের টি-শার্ট উপরের দিকে তুলে ভাবসাব নিয়ে বলে ওঠল,”আমি ডাক্তার।

মৃন্ময় শব্দ করে শ্বাস ফেলল। নুসরাতকে হেও করে বলে

ওঠল,”ডাক্তারির কোনো কিছু জানেন?

নুসরাত মাথা নাড়াল। বলে ওঠল,“এককালে আমি সাইন্সের ছাত্রী ছিলাম। নাপা এক্সাট্রা এদের ধরে ধরে খাওয়ালেই এরা একদম চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

মৃন্ময় ভ্রু তুলে বাহবা দিল। ঠোঁট গোলাকৃতি করে ও আকার করল। ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলে ওঠল,”গত

তিনদিন যাবত আমার মাথা ব্যথা, প্লিজ মহামান্য ডাক্তার নুসরাত নাছির আমাকে প্রেসক্রাইব করুন।

নুসরাত দু-হাতের তালুতে শক্ত করে লোহার শিক চেপে ধরল। হেলে দুলে বলে ওঠল,"দিনে চারটা করে নাপা এক্সাট্রা খাবেন, আর দেখবেন একদম সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যাবেন।

হাবিলদার নুসরাতের কথা বিশ্বাস করে নিলেন। নিজের টেবিল ছেড়ে দৌড়ে এসে শুধালেন,”আমার হাড়ে ব্যথা কয়েকদিন যাবত কোন ওষুধ খাওয়া উচিত?

নুসরাত আবারো হেলেদুলে বলে ওঠল,“একসাথে পাঁচটা নাপা এক্সাট্রা, সাথে দুটো প্যারাসিটামল, আর ছয়টা এইচ টেবলেট খেয়ে

নিবেন, তাহলে দেখবেন একদম হাড়ের ব্যথা সেড়ে যাবে।

মৃন্ময় হাবিলদারের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল। সেই তাকানোতে রুহ কেঁপে ওঠল ভদ্রলোকের। আলগোছে চলে গেলেন নিজের জায়গায়। মৃন্ময় একই দৃষ্টি নুসরাতের দিকে ছুঁড়ে ফেলল। নুসরাত থোড়াই পাত্তা দিল, সে হেলেদুলে গিয়ে মমোর পাশে বসল।

স্বাস্থ্যবান শরীরে চামড়া চেপে ধরে লুকিয়ে চিমটি কাটল। পরপর নিজের জুতো মমোর মুখের সামনে তুলে ধরে বলল,”শালী ভঙ্গ ধরে পড়ে আছে।

পরপর ঠোঁট হুঁশবিহীন মমোর কানের কাছে নামিয়ে নিয়ে জানতে চাইল,“ওই শালী বাঁইচা আছস নাকি টপকাই গেছস?মৃন্ময় নুসরাতের এসব ডং দেখা বাদ দিয়ে কল দিল।

অতঃপর ইমারজেন্সি ডাক্তার পাঠাতে বলল। ফোন রাখতেই ইরহাম উঠে এসে আকস্মিক মৃন্ময়কে শুধাল,”পানি আছে?

মৃন্ময় ঘাড় বাঁকিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল। না শোনার ভঙ্গি করে বলে ওঠল,”হু..!

ইরহাম আবারো কোমল কণ্ঠে শুধাল, “পানি পাওয়া যাবে?

মৃন্ময় মাথা নাড়িয়ে পানির বোতল এনে দিল। ইরহাম তা ইসরাতের হাতে দিয়ে বলল,” পানি ছিটা দিয়ে দেখো তো আপু জ্ঞান ফিরে নাকি! ইসরাত উঠে দাঁড়াল নিষ্প্রাণহীন দেহ নিয়ে। এসে হাঁটু গেড়ে বসল মমোর কাছে। হাতে সামান্য পানি নিয়ে মমোর মুখের উপর ছিটা দিল। পরপর অনেকবার এমন করে দেওয়ার পর মমো চোখের চামড়া

কুঞ্চন করল। নুসরাত ততক্ষণে বাদরের মতো লোহার শিক ধরে আবার ঝুলে পড়ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে বলে ওঠল,”একটা নাপা এক্সাট্রা খাওয়া ওই মেয়েকে।

ইসরাত দাঁতের পাটি চেপে মোটা মোটা চোখে করে ঘাড় ঘোরাল। চোয়াল শক্ত করে চাপা ক্ষোভ নিয়ে বলে ওঠল,”কেন ইউ জাস্ট শাট আপ ফর ফাইভ মিনিট।নুসরাত

মাথা নাড়াল। শেষবারের মতো একবার মিনমিনিয়ে বলল,”নাপা এক্সাট্রাটা খাইয়ে দিলে ভালো হতো। মৃন্ময় দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরল। এর মধ্যে পুলিশের কাপড় পরিহিত মহিলা অফিসার এসে প্রবেশ করলেন হাজতে। বাহির থেকে গমগমে আওয়াজ ভদ্র মহিলা ভেসে আসলো,”শুনলাম বড়লোকের বিগড়ে যাওয়া কিছু, বিটকেল,

খারাপ, বদমায়েশ, ছেলে মেয়ে ধরে নিয়ে এসেছেন?

মৃন্ময় হাসার চেষ্টা করল সৌজন্যতা রক্ষার্থে। ভদ্রমহিলা এসেই থু করে মুখ থেকে এক দলা পিক ফেলে দিলেন। হাতের ঢান্ডাখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এসে তাকালেন নুসরাতের দিকে। ঘাড় বাঁকিয়ে সরাসরি জানতে চাইলেন,"পুলিশের লাঠির বারি কখনো পড়েছে পশ্চাৎদেশে?

নুসরাত তাচ্ছিল্য করে হু হু করে হেসে উঠল। কান খুঁচিয়ে বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠল,”আপনি কী বলেছেন, ঠিক বুঝতে পারিনি... সামান্য থেমে গেল। বুকের কাছে লাগানো কার্ডের দিকে চেয়ে টেনে টেনে বলে ওঠল,”শান্তা সরকার।

ভদ্রমহিলা সামান্য এগিয়ে আসলেন। সুপারি চাবানো জারী রেখে বলে ওঠলেন,“এখন যদি তোমার এই

থোবড়ায় কেউ একটা থাপ্পড় মারে তাহলে তুমি কী করবে?

“যে থাপ্পড় মারবে, সে অনেক বেশি আমার হাতে পিটবে। কারোর ঋণ রাখা আমি বিশেষ পছন্দ করিনা, শোধবোধ করে দেই সাথে সাথে। মানবতার ফেরিওয়ালা তো তাই..!

সেই সময় মমোর হকচকানো গলার আওয়াজ পাওয়া গেল পেছন থেকে। সে আশেপাশে না তাকিয়ে আবারো

মরা কান্না জুড়ে দিয়েছে। চোখটুকু খুলে আশপাশ নজরটুকুও বুলায়নি। অস্ফুটে বলছে,”আপু ও আপু...!

আপু ও আপু বলে আর কোনো শব্দ বের করল না, নাই হয়ে গেল আহাজারি করে। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরল। হু হু শব্দের কান্নার আওয়াজে বিরক্ত হয়ে আহান বলে ওঠল,”কী হইছে তোমার?

মমো হতবিহ্বল চোখ তুলে আহানের দিকে তাকাল। চোখে তখনো পানিতে টলমল করছে। হকচকানো কণ্ঠে শুধাল,”মরিসনি তুই?আহান একে মশার উৎপীড়নে বিরক্ত। দুই মমোর ন্যাকি কান্নায়, আর এখন তাকে জিজ্ঞেস করছে সে মরেনি! চিড়বিড় করে ওঠে বলল,”তো তোমার মতামতে কী মরে যাব! আমরা বেঁচে আছি বলে তোমার কষ্ট

হচ্ছে! একে তো পশ্চাৎদেশে মশার কামড়ে জ্বলে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত তোমার কান্না, আমি জাস্ট বিরক্ত হয়ে গিয়েছি, আর নিতে পারছি না ভাই..! দু-মিনিটের জন্য তুমি অফ যাও..!

মমো আবারো হু হু করে কেঁদে ওঠল। শান্তা সরকার ভদ্র মুখ করে পালালেন। মনে মনে বাহবা দিলেন মৃন্ময় সরকারের ধৈর্য শক্তি আছে বলে।। এমন পাখির বাসার সাথে

থাকছেন কীভাবে ভদ্রলোক।নাছির সাহেব মোবাইল দেখা শেষে হেলেদুলে রিমোর্ট হাতে নিয়ে সামনে রাখা টিভিটা অন করলেন। কারোর চোখ রাঙানো পাত্তা না দিয়ে খুঁজে খুজে দিয়ে সংবাদ চলছে যে চ্যানেলে ওইটা চালালেন। তখনো শিরোনাম দেখেননি তিনি। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের পানে চেয়ে থেকে আক্ষেপ মিশ্রিত সুরে

বললেন,”কোন বাপের জান আগুনে পুড়ছে এক আল্লাহ ভালো জানে..! নাছির সাহেবের গাড়ির প্রতি এমন হাপিত্যেশ দেখে ড্রয়িং রুমের সবাই থমকে গেলেন। তাদের বাচ্চাগুলো নেই, আর উনি আছেন গাড়ি নিয়ে! এই লোক কোন ধাতুর তৈরি, এর উত্তর কেউই খুঁজে পেলেন না। নাছির সাহেবের দৃষ্টি তখনো সামনের স্ক্রিনে স্থির, কোনো

হেরফের হওয়ার সম্ভবনা নেই। হঠাৎ নাছির সাহেবের চোখ গুলো ছোট ছোট হয়ে আসলো। ঠোঁটের ফাঁক গলে মিনমিনিয়ে অস্ফুটে সুরে বের হলো,”গাড়িটা দেখে, আমার গাড়ির মতোই তো মনে হচ্ছে..! তখনই উপরে চলতে থাকা শিরোনামে চোখ পড়ল। সেখানে মোটা মোটা অক্ষরে লিখা, “বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর

কারণে ল্যাম্পপোস্টের সাথে ধাক্কা, সাথে ইঞ্জিন বক্স গরম হয়ে গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছে।

এরপর এক ভদ্রমহিলা টিভির সামনে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়ালেন। প্রফেশনাল কণ্ঠে বলে ওঠলেন,"গাড়ির রেজিস্ট্রার হতে তথ্যসূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি সৈয়দ চয়েসের মালিক সৈয়দ নাছির উদ্দিনের।

এইটুকু কথা বলতেই নাছির সাহেব বুক ধুক করে উঠল। সামনের স্ক্রিনে দেওয়া ভিডিও এ অন্য কারোর নয়, উনার নিজের গাড়ি পুড়ছে এটা শোনার পর বুকে দ্বিতীয়, এমনকি তৃতীয় বারের মতো মোচড় দিল। একহাতে বুক চেপে ধরে, মুখ দিয়েহু হু হু শব্দ উচ্চারণ করলেন।। বলে ওঠলেন," আমি জানতাম, আমি জানতাম, এরা আমার গাড়িটা

উড়িয়ে ফেলবে। দেখেছ আমার কথা একদম মিলে গিয়েছে..! আমার গাড়ি..!

পরপর ভদ্র মহিলা বলে ওঠলেন,“গাড়িতে অবস্থান করা লোক সম্পর্কে এখনো কোনোকিছু জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে গাড়ির ভেতর আগুনে পুড়ে তাদের দেহ ছাই হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। পরবর্তী কী হচ্ছে জানতে চাইলে

আমাদের সাথে থাকুন, চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে।ভদ্রমহিলার কথা শেষ হতেই এইচডি ডিসপ্লে বিশিষ্ট টিভির স্ক্রিনে এসে বারি খেল কাচের গ্লাস। নিমেষে তা ভেঙে গুড়িয়ে গেল নিচে। কারোর মুখে টু শব্দটি নেই, হয়তো কান্না করার জন্য যে শব্দ উচ্চারণ করতে হয় তা ও ভুলে গেছেন তারা। হেলাল সাহেব উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভূত হলো নিজের

পায়ের নিচের মেঝে কেঁপে উঠছে। শোহেব সাহেব আর সোহেদ সাহেবের অবস্থা নাজেহাল। এক হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালেন তারা ও ভাইয়ের সাথে। চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে আছে। হাঁটতে গিয়ে ভীমড়ে খেয়ে পড়লেন দু-য়েকবার। হেলাল সাহেব নিজের আবেগকে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে হাঁটা ধরলেন। কঠোর কণ্ঠে বলে

ওঠলেন,”কোনো কিছু না জেনে উল্টোপাল্টা ভাবাই হলো তোমাদের কাজ। এখনো কোনো কিছু পরিস্কার হয়নি..! গাড়িতে যে ওরা ছিল, তার নিশ্চয়তা কী..!

ধুপধাপ পায়ে বের হয়ে গেলেন নাছির মঞ্জিল হতে। সাথে নিয়ে গেলেন শোহেব সোহেদকে। অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে আসলেন বাড়িতে। নাছির সাহেবকে চোখ রাঙিয়ে

ধমকে ধামকে বললেন,”চুপচাপ আয়..! হাই হুতাশ করতে বসে গেছে।জায়িন নিজের বুকের শার্ট চেপে ধরে রাখল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে সামলাল। নিচের দিকে স্থির রাখা চোখ তুলে তাকাতেই দেখা গেল অক্ষিপটে ভেসে ওঠা টানটান শিরা। টিপটিপ করে চলতে থাকা নরম মাংস পিন্ডে আঘাত হানল নিশ্চুপে। পরপর উঠে

দাঁড়িয়ে বলে ওঠল,”ওদের কিছু হবে না চল আরশ।

জায়িন নিজের বাঁ-পাশে তাকাল না নেই আরশ! ডান-পাশে, সামনে এমনকি পেছনে তাকাল কোথাও নেই সে! প্রশ্ন জাগল আরশ কোথায়! চোখ ঘুরিয়ে আশপাশ অবলোকন করল। লিপি বেগম কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,”আরশ চলে গিয়েছে। জায়িন ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে

রইল। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই নিজেও দৌড়াল বাড়ির বাহিরে। মনের ভেতর চাপা প্রশ্নের সঞ্চার হলো, আদৌও কী আরশ ঠিক আছে..! সৈয়দ বাড়ির গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল সএ। একহাতে হুইল ঘুরিয়ে অন্যহাতে ফোন দিল মাহাদির নাম্বারে। তখন মাহাদিকে দেখেনি ড্রয়িং রুমে। নিশ্চয়ই আরশের সাথে গিয়েছে। প্রথমবারেই অপাশের

ব্যক্তি কল পিক করল। জায়িনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে ওঠল,”ভাই, ভাই বাঁচাও, আজ মনে হয় এই পৃথিবীর বুকে আমার শেষ দিন।বাতাসের শো শো শব্দ আসছে আশপাশ হতে। মাহাদি গাড়ির সাথে প্রায় ঝিমিয়ে বসা। আরশের চোখে মুখে কঠোরতার ভাব। একহাতে গাড়ির হুইলে চেপে আছে, অন্যহাতে নিজের কপালে ঘষছে। ঠোঁট টিপে

কিছু একটা বিড়বিড় করছে। এর ভেতর থেকে মাহাদির সামান্য কথা কানে আসলো,”কোন সাহসে তুই এই রাতে বের হয়েছিস? বেয়াদবের বাচ্চা হাতের কাছে পেয়ে যাই থাপড়ে গাল লাল করে দিব!

মাহাদি দু-পা সিটে তুলে বসা ছিল, নিজেকে আরেকটু গুটিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল,”ভাই , আরশ

পাগল হয়ে গিয়েছে, উল্টাপাল্টা কথা বলছে।

জায়িন শুধু বলল,“লোকেশন পাঠা আমাকে..!

তারপর ফোন রেখে দিল। মাহাদি ঠোঁট চেপে আরশকে মিনমিনিয়ে বলে ওঠল,”ভাই তুই মরার হলে একা মর গিয়ে, আমাকে প্লিজ নামিয়ে দেয়। আমি এখনো কুমার, বিয়েটা পর্যন্ত করিনি। এই অসময়ে

মরে গেলে, আমার বেচারা রুহ বিয়ের জন্য আহাজারি করবে।

আরশ দ্রুতগতিতে চালানো গাড়ির বেগ আরো বাড়িয়ে দিল। মাহাদি সামনের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠে বলল,"এ ভাই, সিগনাল ভাঙিস না, পুলিশ কেস হয়ে যাবে।

কার কথা কে শুনে এই কথা শেষ হতেই গাড়ির বেগ বৃদ্ধি পেল আরো বেশি। বেপরোয়া গতিতে গাড়িটা

চলাতে মনে হলো হাওয়ায় উড়ছে। মাহাদি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল,”ভাই আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুই যেখানে ইচ্ছে সেখানে যা। যদি ইচ্ছে হয় তোর বউয়ের কাছে পৌঁছে যা, আমি থামাব না।

আরশের মুখ কঠিন। ড্রাইভিং হুইলে এক হাত রেখে মাহাদির দিকে চাইল। দাঁতের কপাটি চেপে কড়মড়

শব্দে শুধাল,”ক্যান ইউ স্টপ দিজ ফাকিং ননসেন্স শিট?

মাহাদি হাহাকার করে উঠল। বলে ওঠল,“দেখবি গিয়ে তোর বউয়ের কিছু হইনি ভাই। এমন করে গাড়ি চালালে আমাদের দু-জনেরই কিছু হয়ে যাবে।

আরশ শীতল চোখে তাকিয়ে হঠাৎ ব্রেক চেপে গাড়ি থামিয়ে দিল। মাঝরাস্তায় চলাচল রত গাড়ির মধ্যে

থেকে মাহাদিকে হিসহিসিয়ে বলল,”গেট দ্যা ফাক আউট মাহাদি এহসান খান..!

মাহাদি গ্লাসের অপারে একবার চাইল। বড় বড় ট্রাক শো শো করে চলে যাচ্ছে তাদের গাড়ি পেরিয়ে। চোখ মুখে অগাধ বিরক্তি চেপে বলে ওঠল,”তুই কী আমাকে ইন্ডায়রেক্টলি এখানে ছেড়ে দিয়ে মরে যাওয়ার কথা বলছিস?

আরশ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। নিজের পরণের হুডির টুপি ফেলে দিয়ে শুধাল,”তুই যাবি নাকি আমি তোকে গাড়ি থেকে লাথি দিয়ে রাস্তায় ফেলব?

মাহাদি দু-পাশে মাথা নাড়াল। বলে ওঠল,“ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মরার থেকে তোর সাথে গাড়ি এক্সিডেন্ট করে টপকে যাওয়া ভালো। তাহলে

একসাথে পরপারে দু-জন সিঙ্গেল কুমার পোলা থাকব।

আরশ মাহাদির বেহুদা কথায় কান দিল। গাড়ি স্টার্ট করে টান দিয়ে শো করে চলে গেল। মাহাদির মনে হলো এই সিট থেকে উলটে পড়ে নিজের মাথা ফাটিয়ে ফেলবে সে, তেমন কিছুই হলো না..! সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় নিজের জায়গা থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ আগালো না।

আরশের কানের কাছে গিয়ে আবারো শুরু করল নিজের কথার ঝুড়ি। কথা শেষ হলো যখন লক্ষ করল সামনে থেকে ধেয়ে আসছে একটা মোটা মালবাহী ট্রাক। আরশ সরু চোখে সেদিকে তাকিয়ে অ্যাক্সিলারেটর এ চাপ দিল। মাহাদি আতঙ্কিত চোখ মুখ নিয়ে রক্ত শূণ্য গলায় বলে ওঠল,"ভাই মারা পড়ব দু-জন গাড়ির গতি কমা, এটা

বাংলাদেশ তোর প্যারিস না.. ভাই আমার দু-হাত দিয়ে ড্রাইভিং কর..! আরশকে শোনানো গেল না কোনো কথা। মাহাদি গলার আওয়াজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। পাগলের পাগলামি থামাতে বলে ওঠল,"আমি তুই মারা পড়লে এখানেই কিন্তু শেষ সবকিছু। ধর আরশ নুসরাত বেঁচে আছে, তুই আজ মরে গেলি, তুই মরার পরপর তোর বউ আরেকটা বিয়ে করে নিল

তখন তুই কী করবি! রুহ হয়ে আশেপাশে ঘুরবি আর বলবি, কেন যে সেদিন গাড়ি ধাক্কা দিলাম..! মাহাদি ভয়ার্ত চোখে সামনে চেয়ে রইল। মনে হলো এই শেষ দিন তাদের এই পৃথিবীতে। মনে মনে কালিমা পাঠ করে নিল। নিজের সকল জানা অজানা গুণাহ এর জন্য মাফ চেয়ে নিল আল্লাহর কাছে। এমনকি এই সময়ের ভেতর মাথায়

টুপি পরে নিল। ঠোঁট টিপে চোখ খিঁচে বন্ধ করে নিল, হয়তো শেষ সময়ের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল, তখনই শব্দ করে ট্রাকের সাথে গাড়ির ঘর্ষণ লেগে স্ফূলিঙ্গের সৃষ্টি হলো। ক্যাচক্যাচ আওয়াজ করে গাড়ির পাশ দিয়ে ধমকা হাওয়ার ন্যায় উড়ে গেল ট্রাক। মাহাদি চোখ খোলার পূর্বেই আরশের কণ্ঠ কানে লাগল তার। আরশ কিড়মিড়িয়ে

বলছে,”আমি এত সহজে নুসরাত নাছিরকে ছাড়ছি না। আমি মরব আর সে বিয়ে করবে, এমন অবস্থাই আমি কোনোদিন রাখব না, একদম রাখব না, মরার আগে সব ব্যবস্থা করে, তবেই মরব।

মাহাদি সহমত পোষণ করল। ভয়ের মাত্রা এত বেশি যে তার সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। আর এক সেকেন্ড হেরফের হলে তো আল্লাহর

বাড়ি থাকতো তারা। শঙ্কিত চোখে আসমানের দিকে চেয়ে আক্ষেপ করল,”কোন পাগলে বলেছিল এই পাগলের সাথে আসতে..!দূর্ঘটনার জায়গায় সবার আগে গিয়ে পৌঁছাল আরশ আর মাহাদি। উদভ্রান্তে মতো দৌড়ে যেতেই পুলিশ অফিসারেরা আরশকে দু-হাতে আটকে দিল।। কর্কশ কন্ঠে শুধাল,”এখানে কী চাই?

নিমেষেই আরশের চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো। মাহাদি তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে নমনীয় সুরে বলে ওঠল,”আমরা এক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি ও মানুষের পরিবারের লোক।

পুলিশ অফিসার সামান্য শীতিল হতেই, পরপর মাহাদি জানতে চাইল,”গাড়িতে কোনো লাশ পাওয়া গেছে?

আরশের অবস্থা খুবই নমনীয়, যেকোনো সময় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেতে পারে। শরীর নড়বড়ে অবস্থা..! একহাতে নাকের মধ্যে সামান্য স্পর্শ করতেই রক্ত বের হয়ে আসলো। মাহাদি সন্তর্পণে সেদিকে চেয়ে বলে ওঠল,"টিস্যু দিয়ে নাক মুছে ফেল, কিছু হয়নি ওদের। এখন আবার প্যানিক অ্যাটাক করে বসিস না, তোকে টানার শক্তি আমার নেই।

আরশ হাতের তালু দিয়ে নাকের ডগা হতে রক্তটুকু মুছে ফেলল। পুলিশ অফিসার মাহাদির কথার উত্তর রয়ে সয়ে দিলেন।”এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি গাড়ির ভেতরের যাত্রী বাহিরে কী বেরিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে গাড়ির ভেতরের সবাই গাড়ির সাথে পুড়ে গিয়েছে।

কথাটা কানে সিসা ঢালার মতো শোনালো আরশের কাছে।। মুখে

এতক্ষণ ভেসে থাকা কঠোর প্রতিচ্ছবি নিমেষে দুলিসাৎ হয়ে ভর করল অসহায়ত্বের। চোখের নড়বড়ে পাতা ফেলল সে। জিজ্ঞেস করল,”কী বললেন আবার বলুন?

মাহাদি দু-হাতে আরশকে চেপে ধরতে যাবে আরশ নিজেকে সরিয়ে নিল। তখনো নাকের ছিদ্র দিয়ে সরু দ্বারায় রক্ত বের হচ্ছে। অফিসার আবারো বললেন,”ধারণা করা যাচ্ছে

গাড়ির ভেতর থাকা যাত্রী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

আরশ নিজের শরীর ছেড়ে দিল। অবশ হওয়া শরীর নিয়ে রাস্তায় ধুপ করে পড়ে গেল। অফিসার নিজের কথা শেষ করে ততক্ষণে দূর্ঘটনার জায়গায় পৌঁছেছেন।

আরশ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে কংক্রিটের রাস্তা বসল। ওভাবে থেকেই বিড়বিড় করে আওড়াল,"ও

আমায় ছেড়ে যেতে পারেনা, ও কীভাবে যেতে পারে আমায় ছেড়ে মাহাদি!

পরপর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে আওড়াল,“ওর কিছু হয়নি, রিলাক্স আরশ, কিছুই হয়নি।

নিশ্চুপ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল সামান্যক্ষণ। কিৎকাল অতিবাহিত হতেই দেখা গেল আরশের নাক হতে টিপটপ করে রক্তের দ্বারা

মাটিতে পড়ছে। থরথর করে কাঁপা হাতে পকেট হাতড়াতে লাগল আরশ। মুখে বিষন্নতার ছাপ। পুরুষালি দেহটা মনে হচ্ছে ভেঙে চুড়ে গিয়েছে। সাথে বিড়বিড় করল,”নুসরাত কোথায় তুই? এত জ্বালাচ্ছিস কেন আমায়? চলে আয় না, যেখানে আছিস সেখান থেকে। বিশ্বাস কর আর তোকে মারব না, ব্যথা দিব না, কষ্ট দিব না, গড

প্রমিস। প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা ঘন্টা তুই আমায় চিন্তার উপর রাখছিস, আমি তো দিন দিন ছোট হচ্ছি না! এত টেনশন কী নিতে পারি আমি তোকে নিয়ে! তোকে বিয়ে করার পর থেকে আমার সুন্দর জীবনটা পুরো অশৃঙ্খল হয়ে আছে। তেরো বছর ধরে জ্বালাচ্ছিস, এখনো কী কম

জ্বালানোর বাকি রয়েছে! তুই এত নির্দয় কেন!

মাহাদি নীরবে শুনল সবকিছু। দু-পা এগিয়ে গিয়ে আরশের পাশে বসতে বসতে শুধাল,“কী খোঁজছিস?

আরশ নিজের পকেট হাতড়ানো জারী রেখে চোখের পাতা ঝাপটাল। ঝাপসা চোখ আশপাশ বুলিয়ে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠল,”ইই ইনহেলার, ইনহেলারটা..!মাহাদি

আরশের কথা শুনতেই হাত বাড়িয়ে নিজেও পকেট হাতড়াল, না খুঁজে পেল না। আরশ শ্বাস চলাচল কমে এসেছে সামান্য। হা করে দু-ঠোঁটের মাঝ দিয়ে শ্বাস ফেলল। শরীরে অবস্থা নাজুক দেখে মাহাদির কাঁধের উপর নিজের মাথা ঠেকিয়েছে সে। মাহাদি আরশের মুখ হাতের আজলায় চেপে ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল,"রেখেছিলি সাথে?

আরশ মুখ দিয়ে টু শব্দটি করল না, শুধু মাথা নাড়াল। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। মাহাদি বেমালুম ভুলে বসল তার নিজের পকেটে আরশের ইনহেলার রাখা। আরশের প্যান্টের পকেট খোঁজা শেষে, টনক নড়ল তার পকেটে রাখা ইনহেলার। জরুরি প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে ভেবে নিজের সাথে এটা রাখে সে সবসময়। প্যান্টের পকেট থেকে

ইনহেলার বের করে এগিয়ে দিল। আরশ তা চেপে ধরার আগেই শরীর ছেড়ে ঢলে পড়ল মাহাদির গায়ে। বন্ধুকে দু-হাতে সামলাতে সামলাতে, কাঁপা কণ্ঠে বলে ওঠল,"আরশ এই আরশ, শুনতে পাচ্ছিস, এই, এই চোখ খোল..!

গালে দুটো থাপ্পড় মারল মাহাদি, তবুও অপাশ হতে কোনো সাড়াশব্দ আসলো না। মাহাদি একহাতে

আরশের গালে থাপ্পড় দিল অন্যহাতে ঠোঁটের মাঝখানে ইনহেলার চেপে ধরে রেখে চিৎকার করে বলে ওঠল ,”এই আরশ শ্বাস টান। এই, এই চোখ খোল..! চোখ বন্ধ করিস না..! কুত্তা ইনহেলার সাথে রাখিস না কেন তুই! এই আরশ, এই..!

মাহাদি যথাসাধ্য আরশের গালে লাগাতার চাপড় মারল। অস্পষ্ট সুরে উচ্চারণ হলো,”তুই মরবি, আচ্ছা

মর, মনে রাখ তোর বউ ওই পূর্বকে বিয়ে করে সংসার করবে, তারপর ওদের ফুটফুটে দুটো বাচ্চা হবে। এই আরশের বাচ্চা তাকা, এই কুত্তা, এই..! বলে দিচ্ছি, হুঁশ হারাবি না একদম!নুসরাত লোহার শিকল চেপে ধরে মাছুম মুখে বসে আছে। সৌরভি আর মমোর জ্ঞান ফিরার পর থেকে দু-জনেই এক দৃষ্টিতে তাদের স্টক আউট করছে। নুসরাত

নিজেও পাল্টা তাদের দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে আছে। কয়েক মিনিট পাড় হওয়ার পর মমো নাক ফুলিয়ে বলে ওঠল,”ফাস্ট টু লাস্ট সব খুলে বল নুসরাতের বাচ্চা।

আহান,ইরহাম, নুসরাত একে অন্যের পানে চোরা চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলল। হাজতের ময়লা পড়া দেয়ালের সাথে একদম ঠেসে বসে দাঁত কেলাল সবগুলা। তাদের হাসির

দমকে পুরো হাজত কেঁপে উঠল। মমো, সৌরভি, ইসরাত এত হাসির মানে বুঝল না, কিন্তু ইরহাম, নুসরাত, আহান জানে তাদের হাসির পেছনে লুকায়িত রহস্য। ইসরাত চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠল। কণ্ঠে শক্ততা এনে শুধাল,"এত হাসির কী আছে? হঠাৎ করে গাড়ি ফেলে মুরগী চুরি করতে গেলি কেন?নুসরাত হাসার জন্য কোনো কথা বলতেই

পারল না। হাসি থেকে ফুরসত মিললে তো সে দুটো বাক্য ব্যয় করবে। আহান নিজেও ব্যাঙের মতো খিকখিক করে হাসছে। ইরহাম কোনোরকম নিজের হাসি ভেতরে চাপা দিয়ে বলে ওঠল,"আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম সামনে, কিছু বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ গাড়ির ধাক্কা লাগল ল্যাম্পপোস্টের সাথে। যখন নিজেদের সামলে সামনে

তাকালাম দেখলাম চারিদিকে চুল ছড়ানো এক পেত্নী ড্রাইভিং সিটে বসে আছে। গগণবিধারী চিৎকার দিয়ে উঠলাম আমরা দু-জন। তখন ভ্যাম্পায়ারের মতো মাথা তুলে পিছু ফিরে চাইল এই মেয়ে। হতবাক চেহারা নিয়ে আমরা চাইতেই চুলগুলো সুন্দর করে বেঁধে বলে ওঠল,মুরগী চুরি করতে যাবি? আমি তো ভাই মনে করেছি নির্ঘাত পেত্নী

ভর করেছে এর উপর তাই এমন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। যদি সত্যি পেত্নী ভর করে থাকে, আর আমরা যদি তার কথা না শুনি তাহলে আমাদের ঘাড় মটকে সেই ভয়ে আমরা দু-জনে মাথা নাড়ালাম, চলে গেলাম মুরগী চুরি করতে। সেখানে গিয়ে মুরগীর ঘরে মাথা ঢোকানোর সময় ব্যথা পেলাম মাথায়। মুরগী চুরি করে পালাচ্ছিলাম এমন মুহুর্তে

মুরগী চিৎকার শুরু করল, এর মধ্যে কিছু মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসলো চোর চোর বলে। আমরা পালাতে যাব এমন মুহুর্তে কাদার সাথে পা পিছলে ধুম করে আহান পড়ল ,তারপর আমি, আমার উপর এই ভোটকি পড়েছে। পড়ে কী বলে জানিস?

ইসরাত অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল,‘‘কী বলেছে?

ইরহাম ব্যথিত সুরে, অগাধ দুঃখ নিয়ে বলে ওঠল,

“ বলে নাকি তোলার বস্তার উপর পড়েছে। মুরগী সহ আমাদের জান যাচ্ছে, তন্মধ্যে ও বলে ওর কাছে তোলার মতো মনে হচ্ছে। যখন দেখলাম কাছে আসছে ওরা লাঠি নিয়ে এই কুত্তি সবার আগে মুরগী নিয়ে পালিয়েছে আমাদের রেখে।

আমি বললাম আমাদের নিয়ে যা, বলে নিজে বাঁচলে বাপের নাম..!

নুসরাত হাসতে হাসতে দেয়াল হাত দিয়ে থাপড়ে প্রায় ভেঙে ফেলছে। ইসরাত, সৌরভি, মমো এতক্ষণ পর হাসল। সৌরভির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠতেই ইরহামের মনে হলো বুকের ভেতরে এতক্ষণ চাপা রাখা সকল দুঃখ, কষ্ট সবকিছু দুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। তার ঠোঁটের

কোণেও দেখা গেল কিঞ্চিৎ হাসি। সৌরভির হাসি মিলিয়ে গেল আবার নিমেষে। হাসি হাসি মুখে নুসরাতের পানে নিজের নেত্র নিবিষ্ট করতে গিয়ে দেখল, আবারো সেই পুরুষালি চোখগুলো তার উপর খেলা করছে। অস্বস্তিতে ঘাট হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল, মুখের উজ্জ্বলাত্বক প্রতিবিম্ব ক্ষীণ সময়ে ফিকে হয়ে গেল। নুসরাত কিছু বলতে নিবে দেখল

প্রথমে সুঠাম দেহি শরীর নিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে ভেতরে প্রবেশ করছেন হেলাল সাহেব। পরপর নাছির সাহেব, শোহেব সাহেব, সোহেদ সাহেব। যেখানে কাপড়ে সামান্য ভাঁজ থাকলে কাপড় পরেন না তারা আজ সবার কাপড়ের জায়গায় জায়গায় ভাঁজ। পাঁচমাথা বাপ চাচাকে দেখে খুশিতে ডগমগিয়ে উঠল। যে যেখানে ছিল

সেখান থেকে এসে লোহার শিকের সামনে দাঁড়াল। হেলাল সাহেব মৃন্ময়ের টেবিলের দিকে না গিয়ে সর্বপ্রথম বাড়ির বাচ্চাদের সামনে দাঁড়ালেন। এসেই আহানকে উপর নিচ দেখে শুধালেন,"মেরেছে ওরা তোকে?

আহান দু-পাশে মাথা নাড়াল। ইসরাতের সামনে দাঁড়িয়ে

শুধালেন,”কোনোপ্রকার মারধর করেছে ও?

ইসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল। ইরহাম, মমো, এমনকি সৌরভির নিকট একই প্রশ্ন জানতে চাইলেন। সবাই না করল। সবার শেষে এসে দাঁড়ালেন নুসরাতের কাছে। আড় চোখে নুসরাতের মুখ লক্ষ করলেন, সচারাচরের মতো কপালে ভাঁজ ফেলে রেখেছে। দু-জনের দু-জনের

পানে কপাল কুঞ্চন করে চেয়ে থাকল। অপাশের ব্যক্তিবর্গরা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে তাদের দিকে। পরবর্তীতে কী হয় দেখার আশায়! হেলাল সাহেব তিরিক্ষি মেজাজে শুধালেন,"ঠিক আছিস তুই?
নুসরাত উত্তর দিল,
"ঠিক আছি বলেই দাঁড়িয়ে আছি।
"অহংকারী..!হেলাল সাহেব নুসরাতকে মনে মনে দুটো ভেংচি

কাটলেন। বিড়বিড় করলেন এমনভাবে বাহিরে হাবিলদার পর্যন্ত শুনে ফেলল তার কথা। নুসরাত সেই কথার বিপরীতে নিজের চুল উড়িয়ে উত্তর দিল,”এত বড় ট্যালেন্ট থাকতেও কোনোদিন অহংকার করিনি। মাশাআল্লাহ বলেদিন এই কথার বিপরীতে, নাহলে আমার অহংকার করার ট্যালেন্টে নজর লেগে যাবে।নিজাম শিকদারের

বাড়ির সামনে কখন থেকে দাঁড়িয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছেন সুফি খাতুন। নিজাম শিকদার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি লক্ষ করছেন তা। এই ভদ্রমহিলা এখানে এসে এরকম চোরের মতো হাবভাব করছেন কেন, তার কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি। আকস্মিক পর্দা চেপে ধরা হাত কেঁপে উঠল। উনি আবার না সেদিনকার মতো গোলাপ ফুলগুলো

চুরি করতে আসছেন। চোখ দুটো রসগোল্লার মতো বড় বড় করে হাতে বিড়াল মারার লাঠিটা নিলেন। গত কয়েকদিন যাবত ওই বাড়ির মেঝো মেয়ের বিড়ালটা একটু বেশি জ্বালাচ্ছে। উৎকৃষ্ট করে রেখেছ সবকিছু। নিজে নিয়ে আসছে বিড়াল আর ছেড়ে রেখেছে মানুষের বাড়িতে। সেদিন যখন দেখলেন তখন পেটটা সামান্য ফোলা মনে

হলো। হয়তো বাচ্চা টাচ্চা হবে, ওগুলো নিয়ে যদি তার বাসায় আস্তানা ঘাড়ে তখন এসব সাফসফা করবে কে! হাতে লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে পা বাড়ালেন ভদ্র মহিলাকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সদর দরজা খুলে, চিৎকার করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে বললেন,"কী চাই?সুফি খাতুন কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালেন।

একহাত শাড়ির আঁচলের নিচে ঢাকা। নিজেও এক ভ্রু উচিয়ে শুধালেন,”কিছু জানেন, নাকি এভাবেই?

পরবর্তী কথা আর পূরণ করলেন না, ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে ফেললেন ফাউলের মতো হাসাহাসি করছেন। নিজাম শিকদার ঢোক গিলে এত বড় অপমান হজম করে নিলেন।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দু-হাত আড়াআড়ি বেঁধে শুধালেন,”কেন এসেছেন?

সুফি খাতুন উপহাস করে বলে ওঠলেন,

“আপনার নাতনীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

নিজাম শিকদার হেসে উড়িয়ে দিলেন সুফি খাতুনের কথা। মুখ দিয়ে ‘’হাহ’ করে কিছু শব্দ বের করলেন। বলে ওঠলেন,”আমার

নাতনী নাছিরের বাড়িতে।“এটাই ভাবতে থাকুন, গতকাল রাতেই ধরে নিয়ে গেছে।

“হেহ আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কেন?

সুফি খাতুন নিজের কথায় ধীরতা বজায় রাখতে বললেন,”কেন বিশ্বাস করবেন না আপনি?

এমন করে অনেকক্ষণ যাবত চলল দু-জনের ভেতর বাকবিতন্ডায়। হঠাৎ

সুফি খাতুন চকচক করতে থাকা লেডিস পিস্তল বের করলেন শাড়ির আড়াল হতে। নিজাম শিকদারের দিকে তা তাক করে বলে ওঠলেন,”চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসুন, আর আমাকে নিয়ে সিলেট সদর থানায় চুপচাপ চলুন।

নিজাম শিকদার ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গেলেন। শঙ্কিত চোখে চেয়ে দু-হাত উপরের দিকে তুলে নিজেকে

স্যারেন্ডার করলেন। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন,”গাড়ি বের করছি, আপনি প্লিজ হাইপার হবেন না!

সুফি খাতুন ঠোঁট বাঁকালেন। ঈষৎ ব্যগ্রতা নিয়ে ঠোঁট উচিয়ে বললেন,”সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, আঙুল বাঁকাতে হয়।পিস্তল মাথার দিকে তাক করে অগ্রসর হলেন সুফি খাতুন। প্রথমে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলেন নিজাম শিকদার।

সুফি খাতুন হুমকি দিয়ে বলে ওঠলেন,”আমাকে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করলে, গাড়ির চাকা একদম শুট করে দিব।

কথা শেষ করে এসে ফ্রন্ট সিটে বসলেন। একহাতে দরজা টেনে লাগিয়ে পাশে তাকাতেই দেখলেন নিজাম শিকদার এখনো স্যারেন্ডার করে সোজা হয়ে বসে আছেন। সুফি খাতুন চোখ রাঙিয়ে

শুধালেন,”এখানে বসে থাকবেন সারাদিন নাকি গাড়ি চালাবেন? গাড়ি চালান..!হেলাল সাহেব গম্ভীরমুখে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। তখনো তিনি ভদ্র বাচ্চার ন্যায় বসে থাকা মৃন্ময়ের সুদর্শন মুখখানা ঠিকঠাক লক্ষ করেননি। দূর থেকে চেনা চেনা ঠেকল, তবুও কিছু একটা খটকা থেকেই গেল, হয়তো চোখের ভুল। বয়স বাড়ছে এজন্য চোখের

কাছে সবাইকেই চেনা পরিচিত মনে হয়। চেয়ার টেনে বসতেই কানে আসলো মৃন্ময়ের স্বর। যতেষ্ট শীতল রাখা চেষ্টা করছে নিজেকে তবুও কথা বলতে বলতে গলা চড়ে যাচ্ছে। দেখেই মনে হচ্ছে সৈয়দ বাড়ির মানুষ জনের উপর খুবই বিরক্ত। খড়খড়ে কন্ঠে বলে ওঠে,"খুবই বেয়াদব একেকটা ছেলে মেয়ে, কোনো কথা বললে বা আদেশ দিলে

কানে তোলার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করে না।

হেলাল সাহেব এটা শুনতেই খেঁকিয়ে উঠলেন। ভ্রু-যুগল কুঁচকে, ক্ষিপ্ত সুরে বললেন,”ওরা কেন তোমার কথা শুনতে যাবে? তুমি কে আদেশ দেওয়ার?মৃন্ময় হেলাল সাহেবের এসব কথা কান দিল না। নাছির সাহেব নামক ভদ্রলোকের পানে এক নজর চেয়ে আবারো বলে

ওঠল,”এদের আপনাদের বাড়িতে না রেখে পাগলা গারদে রাখা উচিত ছিল, সবগুলার মাথা নষ্ট, পাগল।

নাছির সাহেব এক পলক ভাইয়ের দিকে চাইলেন, রেগে ফেটে পড়ছেন তিনি। যথাসম্ভব পরিবেশ সামাল দিতে বলে ওঠলেন,”আমি বুঝতে পারছি।

হেলাল সাহেব বিরাট চটে গেলেন। খ্যাঁক করে ওঠে শুধালেন,”তুই কী

বুঝতে পারছিস, আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়ে পাগল?

নাছির সাহেব হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। পরপর আবারো তিন জোড়া চোখের তোপে পড়ে না ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। হেলাল সাহেব খিঁচানো মেজাজের কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসলো,"আমার মনে হয়, এই পুলিশ অফিসার নিজেই পাগল, ভদ্রলোককে পাগলা

গারদে পাঠানো অতিব জরুরী! বাচ্চা, বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পেছনে এমন হাত ধুয়ে পড়েছ কেন?মৃন্ময় বিস্ময় বিমূঢ় নেত্রে দেখল হেলাল সাহেবকে। ঠোঁট ঠেলে না চাইতেও মিনমিনিয়ে বেরিয়ে আসলো,”এই পাগলদের গুরু মনে হচ্ছে আপনিই। পরপর অবাক চোখে তাকিয়ে, কঠিন অপগারতা ঠোঁটের নিকট নিয়ে শুধাল,“এরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে

মেয়ে? কোনদিক দিয়ে? সবগুলোই বদমায়েশ, বাঁদর!

হেলাল সাহেব বললেন,

“তুমি হবে বদমায়েশ, বাঁদর। সামান্য দুটো দুষ্টুমি করায় কে বাচ্চাদের হাজতে নিয়ে আসে?

নুসরাত যখনই নিজেদের অপমান শোনল পেছন থেকে হাবিলদারকে ডেকে উঠল,”এইইইইইই হাবিলদার...!

হাবিলদার মহৎপ্রাণ হৃদয় নিয়ে এসে হাজির হলেন নুসরাতের সামনে। মুখে হাসি নিয়ে বলে ওঠলেন,”জ্বি ম্যাডাম!

নুসরাত ভাবসাব নিয়ে লোহার শিকল চেপে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠল,”এই হাবিলদারের বাচ্চা, একটা কাজ করেন, এম্বুলেন্স এনে থানার বাহিরে রাখুন।

হাবিলদার অবাক কণ্ঠে বলে ওঠলেন,“কেন?

নুসরাত নাকের পাটা ফুলিয়ে, উচ্চ শব্দে চিৎকার করে বলল,”এখান থেকে বের হয়ে আমি আপনার স্যারকে কুত্তার মতো পেটাব।

হাবিলদারের দু-ঠোঁট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। হেলাল সাহেব এপ্রিশিয়েট করলেন নুসরাতকে। গর্বে ফুলে উঠা

বুক দাপিয়ে বললেন,'"একদম ঠিক আছে, আমাদের বাড়ির সিংহ!

মৃন্ময় বিমূর্ত চোখে এক পলক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্য করে হাসল। নুসরাতের কথা কানে না তোলে হেলাল সাহেবের আগের কথার সুর ধরে উপহাস করে বলল,"দুটো দুষ্টুমি করেছে? ওরা গাড়ি ধাক্কা দিয়ে গ্লাস ভেঙে, সেটায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"তো,

তোমার গাড়িতে লাগিয়েছে? আগুন লাগালে আমাদের গাড়িতে লাগিয়েছে, তোমার সমস্যা কী? প্রয়োজন হলে আরো দুটো গাড়িতে আগুন লাগাবে।

হেলাল সাহেবকে থামানোর চেষ্টা করলেন চার ভাই। তিনি সবাইকে চোখে রাঙিয়ে দেখলেন। মৃন্ময় আবারো বলল,'''তাহলে মুরগী চুরির বিষয়ে, কী বলবেন আপনি?

হেলাল সাহেব প্রথমে আমতা আমতা করলেন। পরপর আবারো স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন,

“ওগুলো কী ওরা চুরি করেছে, এনে পেলে পুষে বড় করবে বলেই তো নিয়ে আসছিল।

মৃন্ময়ের ইচ্ছে হলো নিজের মাথা দেয়ালে ঠুকে মরে যেতে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে চেয়ে রইল হেলাল সাহেবের দিকে। তার কাছে মনে হলো কথা

বলার শক্তি নেই, কেউ সব শুষে নিয়েছে। চোখ দুটো ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসা কণ্ঠে বলে ওঠল,”জরিমানাগুলো দিয়ে উনাদের নিয়ে যান। নাহলে আগামীকাল কোর্টে চালান করা হবে।

হেলাল সাহবে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলে ওঠলেন,”আমাদের কী টাকার অভাব যে জরিমানা দিতে পারব না? শুধু

বলুন কতটাকা জরিমানা?মৃন্ময় কিছু মিনিট নীরবে থেকে বলে ওঠল,

“সত্তর হাজার টাকা। আগেই বলে দেই, ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে ফেলার জন্য সরকারিভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে।

হেলাল সাহেব এক মুহুর্ত দ্বিরুক্তি না করে বললেন,

“ক্যাস না কার্ড?

মৃন্ময় বলে ওঠল,

“ আপনি যা ভালো বুঝেন।হেলাল সাহেব নিজের পকেট হাতড়ে মানিব্যাগ বের করলেন খুচরা পয়সা। সব মিলিয়ে বিশ হাজারের মতো হলো। নাছির সাহেব নিজের পকেট থেকে দুঃখি মুখে এক হাজার টাকার বান্ডিল রাখলেন। গতকালই তিনি ক্যাস করেছেন এগুলো আর আজই এদের জন্য সব জলে চলে যাচ্ছে। খুবই কষ্টে সেটা রাখলেন

টেবিলের উপর। মৃন্ময় অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল এই পরিবারের মানুষের দিকে। শোহেব আর সোহেদ মিলিয়ে বাকি টাকা দিয়ে দিলেন। টাকা দেওয়া শেষ হতেই জেলের তালা খুলে দিলেন হাবিলদার। পিঁপড়ের মতো একের পর এক লাইন ধরে সবাই বেরিয়ে আসলো। হেলাল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা ছাড়া হাঁটা ধরলেন সামনে। তার

সাথে পা মিলিয়ে হাঁটা ধরল ইরহাম,আহান। পেছন পেছন সবাই ও অগ্রসর হলো। নুসরাত তাদের সাথে না গিয়ে দৌড়ে আসলো মৃন্ময়ের কাছে। মৃন্ময় ভ্রু উচিয়ে চাইতেই প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট নাপা এক্সাট্রা টেবলেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল,"নাপা এক্সাট্রা খান আর নিজের মাথাকে ঠান্ডা করেন। সারাক্ষণ ক্যাটক্যাট করতে

থাকেন।নুসরাত মৃন্ময়কে চুপচাপ চেয়ে থাকতে দেখে জোর করে তার হাতের মুঠোয় প্যাকেটটা ধরিয়ে দিল। তারপর দ্রুত গতিতে দৌড় দিয়ে চলে গেল সামনে। পেছন থেকে হাবিলদারের কথা আসলো কানে। হাবিলদার বলছেন,"স্যার আপনি হাসছেন?

পরপর মৃন্ময়ের সেই গম্ভীর কণ্ঠ আসলো,

“কোথায় হাসছি? উল্টাপাল্টা কথা না বলে নিজের কাজে যান।

সামনে থেকে নুসরাতের হাত টেনে ধরল মমো। নুসরাতকে তাড়া দিয়ে বলল,”তাড়াতাড়ি আয়..!

সিলেট সদর থানা থেকে বের হতেই চোখে পড়ল দ্রতগামী এক গাড়ি এসে থেমেছে সেখানে। সবার তীক্ষ্ণ চোখ যখন সেখানে স্থির গাড়ির দরজা খুলে পাগলাটে ভঙ্গিতে বের

হয়ে আসলো জায়িন। মাথার আমন্ড কালার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছে বাতাসে। চোখদুটোতে অসহায়ত্ব ভালোই ভর করেছে। সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোক রশ্মি চোখে পড়তেই জ্বল জ্বল করে উঠল অক্ষিগোলক। কপালে ভাঁজ ফেলে সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল গরমের তাপে লাল হওয়া নিজের প্রিয় মুখখানি। স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ

মুখটা চোখের সামনে উপলব্ধি করতেই হৃদয়ে শান্তি নেমে আসলো। এতক্ষণের ধড়াস ধড়াস করে কাঁপা বুকটা চলাচল নিস্তব্ধে ধীর হলো। নৈঃশব্দে কাটল সময়। ঘড়িতে তখন কাটায় কাটায় বারোটা। নিজের হয়রানি ছাপিয়ে, ঝড়ের গতিতে এসে পুরুষালি শক্তপোক্ত হাত পেঁচিয়ে ধরল ইসরাতকে। কয়েক পল কাটল।

পিঠ পেঁচিয়ে ধরতেই পুরো মেয়েলি দেহ শূণ্যে ভাসল। ইসরাত প্রথমে কী হয়েছে বুঝে উঠতে পারল না। যখন বুঝল ততক্ষণে সে জায়িনের বাহুতে। পা জমিন হতে দু ইঞ্চি উপরে। অনুভব হলো হৃৎপিন্ডে চলাচলকৃত আন্দোলন। নিজেকে সামলে নিয়ে আশেপাশে চোখ বোলাতেই বাপ চাচার গোল গোল দৃষ্টি নিজেদের দিকে পেল ইসরাত।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে মোচড়া মুচড়ি করল, তবুও ছাড়া পেল না। কটমটিয়ে উঠে বলল,”জায়িনের বাচ্চা ছাড়ুন আমাকে..!জায়িনের নাজুক কণ্ঠ স্বর ভেসে আসলো,

“গিভ মিন জাস্ট ফাইভ সেকেন্ড ইসরাত, আমাকে আগে আপনাকে অনুভব করতে দিন।

ঠিক পাঁচ সেকেন্ড অতিবাহিত হলো। তারপরই ইসরাতকে নিজের বাহু

থেকে ছাড়ল জায়িন। নির্মিশেষ দৃষ্টিতে উপর নিচ অবলোকন করে জানতে চাইল,”আপনি ঠিক আছেন ইসরাত?

ইসরাত নিজেকে জায়িন থেকে দূরে সরিয়ে নিল। চোখদুটো বিস্ফোরক রকম গরম করে বলে ওঠল,”বেয়াদব..!

হেলাল সাহেব নিজেও দূর থেকে নিজের নির্লজ্জ ছেলের দিকে চেয়ে

কড়মড় করে, উচ্চস্বরে বললেন,”অসভ্য...!

জায়িন জড়িয়ে ধরতেই সুফি খাতুন আর নিজাম শিকদার এর আগমন ঘটেছে থানার বাহিরে। সুফি খাতুন গাড়ির গ্লাসের বাহিরে চোখ মেলে চাইতেই জায়িনের এমন বেহায়াপানায় দেখে চোখ হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন। ভৎসনা করে বললেন,”কেয়ামতের আলামত,

নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ! জায়িনের কানে স্পষ্ট গেল হেলাল সাহেবের কথা, সে পরোয়াই করল না। দু-পা বাড়িয়ে ইসরাতের হাত চেপে ধরতে যাবে, ইসরাত দু-পা পিছিয়ে গেল। তার পেছন থেকে পরপর উঁকি দিল চারটা মাথা। সবার শেষে একটু একটু চেনা মাথাটা উঁকি দিল। ইসরাতের ডান দিকে নুসরাত ইরহাম আহান, বাঁ-

দিকে মমো আর সৌরভি। সবগুলো একসাথে মিলে ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে হেসে হেসে বলে ওঠল,”আপনি কী ঠিক আছেন জায়িন ভাইইই?আরশের যখন জ্ঞান ফিরল তখন দুপুর দুটো বাজে। ততক্ষণে বিয়ের ডেট একদিন পিছিয়েছে। অনেক মেহমানকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামীকাল বিয়ে। মাহাদি ফোনে কথা শেষ করে

আরশের কেবিনে ঢুকল। হসপিটালের ফিনফিনে কাপড় তার পরণে। চোখগুলো নির্মিশেষ দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে নিবিষ্ট। মিয়িইয়ে পড়া আলোকে দেখছে, নির্জীব চোখে। আগের মতো পাগলামি করল না, জানতে চাইল না নুসরাত কোথায়! চুপচাপ চেয়ে রইল। মাহাদি গলা খাঁকারি দিল আরশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আরশ

ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল তাকে। হাতের স্যালাইনের দিকে ইশারা করে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জানতে চাইল,”কখন যেতে দিবে?

মাহাদি আরশের হাতের স্যালাইনের দিকে একবার চেয়ে অন্য কথা উচ্চারণ করল ,”একটা কথা বলার ছিল।

আরশ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে, নির্লিপ্ত গলায় বলল,“কোন বিষয়ে?

মাহাদির ঠোঁট থেকে ক্ষীণ শব্দ বের হলো,

“ নুসরাতের....

আরশ হাত তুলে থামিয়ে দিল। নিষেধাজ্ঞা জারী করল,”শুনতে চাচ্ছি না।

মাহাদি মনে করল হয়তো আরশ মনে করছে ওদের কিছু হয়ে গিয়েছে তাই শুনতে চাচ্ছে না, তাই নিজের কথায় জোর দিল। জিভ

দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে আরশের কোনো কথা না শুনে বলে ওঠল,”নুসরাত, ইরহাম, আহান...
আরশ খেঁকিয়ে উঠল। হাইপার হয়ে উঠে বসতে যাবে মাহাদি বলল,”ওরা বেঁচে আছে।
কঅথা শেষ হতেই সবকিছু ঠান্ডা হয়ে গেল। বেসামল ভঙ্গিতে নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠা আরশের চোখমুখে নেমে আসলো রাজ্যের

গম্ভীরতা। তা আবার নিমেষেই উবে গিয়ে উদয় হলো কিছু একটা। বাজপাখির ন্যায় দৃষ্টি স্থির করল মাহাদির দিকে। ইশারা করে বলল,”এদিকে আয়..!মাহাদি আরশের দিকে এগিয়ে যেতেই আরশ উঠে বসার চেষ্টা করল। মাহাদি বন্ধুকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। পেছনে বালিশ দিয়ে সুন্দর

করে বসাতেই আরশ বলল,”আমার সামনে আয়...!

মাহাদি মাথা নাড়িয়ে আরশের সামনে দাঁড়াতেই, ঠাস করে কান ঝাঁঝানো একটা থাপ্পড় পড়ল বেচারার গালে। কান তালা লেগে গেল মাহাদির সেই শব্দে। মাহাদি একহাত গালে চেপে অবাক চোখে দেখল আরশকে। সাপের মতো হিসহিসিয়ে বলা আরশের কথা কানে

আসলো,”ইউ ইডিয়ট, আগে বলবি না..!

মাহাদি হা করে চেয়ে থাকল। কর্কশ সুরে জানতে চাইল,“তুই আমায় বলতে দিয়েছলি?

এক হাত গালে আরেকটু চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে, নিষ্পাপ মুখে বলে ওঠল,“আমি তোর থেকে দুই-দিনের বড়, সম্মান দে আমায়..!

আরশ কোনো কথা না শুনে চিৎকার করল,

“শাট-আপ মাহাদি।

মাহাদি নাক ফোলাল। হিসহিসিয়ে আরশকে অভিশাপ দিল,”তোর থেকে বড় গাদ্দার তোর ভবিষ্যৎ বাচ্চা হবে, আমি মাহাদি খান আজ তোকে অভিশাপ দিলাম।সৈয়দ বাড়ির ড্রয়িং রুমের সোফায় পায়ের উপর পা তুলে শুয়ে আছে থানা

থেকে ফিরত সবাই। হাতে পাইনাপেল এর জুস। নিজাম শিকদার টিপেটিপে সৌরভির কাছ ঘেঁষছেন আর বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এতদিন তিনি কী কী বলেছিলেন! আজ তা একদম খাপে খাপ মিলেছে কিনা! সৌরভি বিরক্তি কণ্ঠে যখন বলল,"দাদু তুমি থামবে? তখন থেকে শুরু হয়েছে আবারো ভাষণ। বলেই চলেছেন তো বলেই

চলেছেন। একটাই কথা তার,”যেদিন বড়সড় বিপদে পড়বি সেদিন আমাকে বলতে আসিস না।

সৌরভি মুখ ঝামটা মেরে বলে ওঠল,

“আচ্ছা।বাড়ির কর্তীরা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছেন ছেলে মেয়ের দিকে। যে নাজমিন বেগম খালি পায়ে ঘরে হাঁটলে তার ভালোবাসার সোফায় বসতে দেননা, সেই

নাজমিন বেগম আজ কাদা গায়ে মাখামাখি সবাইকে বসতে দিয়েছেন, এমনকি সোফার একদিকে পা তুলে শোয়া নুসরাতকে পর্যন্ত ধমকাচ্ছেন না। নুসরাত মুখ দিয়ে আনন্দ পূর্ণ শব্দ নিশ্রিত করে বলে ওঠল,"আম্মা এরকম করে যদি রোজ শোয়া যেত তাহলে মজাই চলে আসত!

নুসরাতের কথায় আজ আর ধপ করে জ্বলে উঠলেন না নাজমিন

বেগম। চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন মমতাভরা দৃষ্টিতে। ইসরাত বিরক্ত হয়ে মা চাচিদের বলে ওঠল,”চোখ সরাও আমাদের থেকে..!চারজনের আট জোড়া চোখ সরল না। আরো আষ্টেপৃষ্ঠে ফিরে আসলো! কিচেনের দায়বার পড়েছে নুসরাতের দু-মামির উপর। নুসরাতের নানি জোহরের নামাজ পড়ছেন। অনান্য আত্মীয়রা এতক্ষণ বসে থাকলেও এবার উঠে

উঠে চলে গেল নিজেদের রুমের দিকে। গোসল সারার জন্য। নুসরাত ফিক করে হেসে উঠল আকস্মিক কিছু একটা মনে করে। এলিয়ে এলিয়ে ব্যঙ্গাত্মক গলায় বলে ওঠল,"আপনাকে অনুভব করতে দিন..! আপনি ঠিক আছেন ইসরাত! নুসরাত নিজের কথা শেষ করতেই সবগুলো হেসে উঠল খিকখিক করে। নিজাম শিকদার উঠে

দাঁড়ালেন। সৌরভির হাত চেপে ধরে বিদায় নিলেন সবার কাছ থেকে। সৌরভি আরো একটু নাছির মঞ্জিলে সময় কাটাতে চাইল দাদা নামক লোকটার জন্য সম্ভব হলো না। জবরদস্তি টেনে টুনে নিয়ে গেলেন নিজ গৃহে। নাজমিন বেগম তাড়া দিলেন,"যাও যাও গোসল করতে যাও সবাই..! আজ আমাদের বাড়িতে দুপুরে খাবে সবাই।সবাই হৈ হুল্লোড়

করে উঠল। নেচে-কুঁদে চলে গেল নিজ নিজ রুমদখলে। সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় দেখা হলো হেলাল সাহেবের সাথে। দু-জনে দু-জনের পানে চেয়ে মুখ ঝামটা মারল। অতঃপর ধুপধাপ পায়ে একজন উপরে অন্যজন উপরে চলে গেল। নিচে দাঁড়ানো ইরহাম আর আহান পরস্পরের পানে চেয়ে মিনমিনিয়ে আওড়াল,”সারাজীবন শুনে আসলাম

বউ শাশুড়ীর যুদ্ধ, আর এখানে দেখছি শ্বশুর বউয়ের যুদ্ধ।

আহান সুর মিলিয়ে একটাই কথা আওড়াল,

“দুই দিনের দুনিয়ায় চারদিন এসব দেখতে হয়।আজ সকালে বাড়ির বড়রা মিলে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করবে ভেবেছিল, তা সম্ভব হয়নি ওই দূর্ঘটনার কারণে। তাই বিকেল বেলা সিদ্ধান্ত নিলো অনুষ্ঠান করার।

ইসরাতকে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে পিঁড়িতে বসালেন বাড়ির বয়স্ক মহিলারা। ইসরাতের নানি নামাজি হলেও ব্যাপক কুসংস্কারে বিশ্বাসী তিনি। সাত পুকুরের পানি এনে বাড়ির বউকে না গোসল করালে নাকি জ্বীনের আছড় হয়, তাই এটাও পালন করবেন। নুসরাত তো মুখ ফসকে বলেই ফেলেছিল,'তোমার মায়ের উপর কী

জ্বীন ভর করেছিল, যে এমন আজগুবি কথা বলছ? আজ সে শান্ত, ভদ্র, নির্মল হয়ে গিয়েছে, তাই কিছু বলেনি, কোনোভাবে কাউকে চটানো যাবে না, নাহলে তার দেওয়ার থেকে নেওয়ার বেশি পড়ে যাবে। সেটা আর কী, তার মায়ের রোবটিক্স জুতোর বারি নাহয় ঝাটার বারি। আজ যা করেছে তাতে নাছির সাহেব সম-পরিমাণ রেগে, তার কতটাকার

গাড়ি সে উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। এরা আবার কীভাবে জেনে গেছে আরশের গাড়িও সে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকে বম হয়ে ঘুরছেন, যেকোনো সময়, যেকোনো মুহুর্তে বমব্লাস্ট হয়ে যাবে।ছালিমা বেগম জায়িনকে কোথা থেকে ধরে এনে বসালেন ইসরাতের পাশে। গায়ে সেন্ডু গেঞ্জি আর লুঙ্গি। লুঙ্গির অবস্থা খুবই নাজুক। বোঝাই যাচ্ছে

জোরজবরদস্তি করে পরানো হয়েছে। একহাতে লুঙ্গি পেটের উপর চেপে ধরে আছে জায়িন। যখন তখন খুলে যাবে যাবে মনে হচ্ছে। পেটের উপর লুঙ্গি বাঁধা থাকলেও তা লুজ হয়ে ঠাখনুর নিচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পেছনের দিকে অনেকটা মাটির সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দু-একবার উষ্ঠা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেচারা নিজেকে সামলেছে এর

ভেতর। নুসরাত, ইরহাম, আহান, সুর ধরে শব্দ করে হেসে ফেলল জায়িনের লুঙ্গি পরে নাজেহাল অবস্থা দেখে। তাদের হাসি দেখে বাকি সবাই হাসল।।লিপি বেগম ছেলের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসলেন। জায়িন মায়ের দিকে চেয়ে, অসহ্য কণ্ঠে বলল,”আম্মু তুমি ও হাসবে!

লিপি বেগম এক হাত ঠোঁটের উপর রেখে বললেন,“হাসছি না বাবা, হাসছি না..!

ইসরাতকে সাদার মধ্যে লাল সুতোর কাজ করা শাড়ি পরিয়েছেন। ব্লাউজ লাল কালারের। চুলগুলো পিঠে ছেড়ে রেখেছেন। ছালিমা বেগন বাটা হলুদ এনে প্রথমে জায়িনের গায়ে ছোঁয়ালেন, পরে ইসরাতের। একে একে সকলে ছুঁইয়ে দিল। সুগন্ধি

মিশ্রিত কলসিতে রাখা পানিগুলো প্রথমে নিয়ে ইসরাতের মাথায় ঢেলে দিলেন। গায়ের হলুদ যাতে শুয়ে যায় তার জন্য। এরপরের কলসির পানি জায়িনের শরীরে ঢেলে দিলেন। সবাই সুর টেনে গীত ধরল,"আইজ ময়নার গায়ের হলুদ কাইল ময়নার বিয়া, হলুদ বাটো মেন্দি বাটো লোহার পাটা দিয়া। ময়নার মা কাঁন্দইন করইন উন্দালে

বসিয়া। ও বনোরসি কই গেলায় গো তোমার ফুরি তইয়া,তাই আইজকে কান্দন করের জামাই লগে যাইবার লাগিয়া।নুসরাত ভদ্রমহিলাদের এসব গীত শুনে গলায় ফাস দিতে ইচ্ছে হলো। আবারো কানে আসলো জায়িনকে উদ্দেশ্য করে গাইছে সবাই,"আইজ ময়নার বিয়া রে, বাজে ঢোলের তান, কান্দে রে মায় গোপনে, শুনে গানের গান। হলুদের

রঙ লাগলো গায়, রূপে উঠলো ফুটি, চোখে কাজল, মুখে লাজে, বউ রে যেন মতি।

নুসরাত এবার বাঁধ সেধে বলল,

“কিন্তু ইসরাতের মুখে তো কোনো লাজ নেই..!

জায়িন উঠে দাঁড়াল এর মধ্যে। ভদ্রমহিলারা নুসরাতের কথা না শুনে গাইছে গীত। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তালি দিচ্ছেন সামনে

গিয়ে। আবার পেছনে এসে হাঁটছেন। এরকম গোল গোল করে ঘুরতে ঘুরতে গান ধরলেন আবারো। জায়িন ভেজা শরীর নিয়ে সামনে হাঁটা ধরতেই লুঙ্গিখানা তার কোমর থেকে খসে পড়ল। ইসরাত পেছন থেকে চিৎকার করে ওঠে বলল,"আরে আপনার লুঙ্গি..!নুসরাত, ইরহাম, আহান দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিল বয়স্ক মহিলাদের, ইসরাতের

চিৎকারে তড়িৎ মাথা ঘুরাল। হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে পেছন ফিরল কী হয়েছে দেখার জন্য। জায়িনের অস্বাভাবিক শীতিল মুখের দিকে চোখদুটো গোল গোল করে চেয়ে রইল নুসরাত। চোখ নিচের দিকে নামাল না। শঙ্কায় ঠান্ডা হওয়া শরীর নিয়ে নড়চড় বিহীন দাঁড়িয়ে রইল। বড় থেকে শুরু করে ছোটদের পর্যন্ত জায়িনের দিকে

উৎসুক দৃষ্টি। চোখদুটো হয়তো কোনোরকম আটকে আছে ভেতরে, সবার তাকানো দেখে মনে হলো এই অক্ষিগোলক থেকে বের হয়ে যাবে মণিগুলো। নুসরাত কোনোরকম ঢোক গিলল, চোখ দুটো তখনো সামনে স্থির। ভুল করে নড়চড় করল না। হাপিত্যেশ করে মিনমিনিয়ে আওড়াল,"গেল রে ইরহাম গেল, জায়িন ভাইয়ের সব

মান-ইজ্জত গেল। সবাই সব দেইখা নিল রে..!আহান ড্যাবড্যাব চোখে চেয়ে আওড়াল,

“জয় বাংলা, লুঙ্গি সামলা..!

ইরহাম সেই সুর ধরে বলে ওঠল,

“মান-সম্মান আল্লাহর হাওলা..!

আরশকে চারটার দিকে চেক-আউট করে বাসায় নিয়ে আসছে মাহাদি। ডাক্তারা একদিন রাখার কথা বললে ও আরশ জিদ করে চলে এসেছে,

তার নাকি শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ডাক্তারের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছে এই বলে, সুস্থ স্বাভাবিক তার মতো এক ব্যক্তিকে অসুস্থ বলে শুইয়ে রাখছে!সব টাকা নেওয়ার ধান্দা..! পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে দেখে মাহাদি বহু কষ্টে হসপিটালের সকল ফর্মালিটি শেষ করে নিয়ে এসেছে আরশকে। হাতে তখনো স্যালাইন লাগানো ছিল।লিপি বেগম

আগে থেকে জানেন অতিরিক্ত টেন্সড হলে আরশের এমন শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় তাই কোনোরকম অভার রিয়েক্ট করেননি,কিন্তু হেলাল সাহেব করেছেন। বলেছেন পন্ডিতি করে তাকে কে বলেছিল আগে ওখানে যাওয়ার জন্য। লাস্ট ফ্রান্স থাকতে এমন অবস্থা হয়েছিল আরশের। ভার্সিটির এক ছেলের সাথে ঝগড়া লেগে গিয়েছিল বলে। ঝগড়া থেকে

হাতাহাতিতে পৌঁছায়, তারপর একদম কেটে ফেলা মেরে ফেলার পর্যায়ে। ছেলেটা কী যেন বলেছিল, এজন্য রেগে বোম হয়ে নাক মুখ ফাটিয়ে ছিল ওই ছেলের। অতিরিক্ত টানা হেঁচড়া করায় হাপিয়ে উঠে, ফলে তাকে হসপিটালে ভর্তি করানো হয় ইমেডিয়েটলি।দু-দিন হসপিটালে থাকার পর যখন বাসায় এসেছিল ততক্ষণে ছেলেটার পরিবার পুলিশ

কেস করে ফেলেছে। অনেক কষ্টে তা নিজেদের উপর থেকে সরিয়েছেন হেলাল সাহেব আর জায়িন মিলে। বাড়িতে ফিরার পর থেকে নীরব আছে সে। সাথে আটার মতো লেগে আছে মাহাদি। হাতে স্যালাইন এখনো লাগানো। অনিকার প্যা পু কান্না দেখে কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওই মুখপানে চেয়েছিল আরশ। মুখ দিয়ে বের হয়ে

এসেছিল, আপনার মাথায় সমস্যা নাকি..! এরপর আর দেখেনি ওই মেয়েকে। মাহাদি হেল্পিং হ্যান্ড হয়ে তার স্যালাইন দু-হাতে চেপে ধরে হাঁটছে আরশের পেছন পেছন। জায়িনকে এসে যখন ছালিমা বেগম লুঙ্গি পরালেন তখন আরশের দিকে চেয়ে ভ্রু নাচালেন। হেসে হেসে শুধালেন,"কী গো নাত জামাই তুমি ও পরবা নাকি?আরশ শুধু সামান্য

হাসল কথা বলল না। জায়িনকে বগলদাবা করে নিয়ে চলে যেতেই আরশ এসে বসেছে বারান্দায়। আর তখন থেকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে। সৈয়দ বাড়ির দু-তলার বারান্দায় বসলে নাছির মঞ্জিলের সামনা স্পষ্ট দেখা যায়। সবাই ওখানে জমা হয়ে যে জায়িনকে হলুদ মাখাচ্ছে তা নিশ্চুপ বসে দেখল। মাহাদি নিজেও ড্যাবড্যাব করে রীতিনীতি গুলো

দেখছে,।এই প্রথম বাংলাদেশে এসেছে যখন কোনো বিয়ে সম্পাদন হচ্ছে এখানে। বয়স্ক মহিলাদের গীত গাওয়া শুনে মাথা দোলাল মাহাদি। নিজেও মিনমিন করে গাইল। আরশকে রোবটের মতো বসে থাকতে দেখে নিজেও তার পাশে বসল। আড় চোখে দেখল কঠিন করে রাখা উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা। মুখ দেখলে যেমন কঠোরতা প্রকাশ

পাচ্ছে তেমন চোখদুটোতে নমনীয়তা প্রকাশ পাচ্ছে। আরশের চোখে এত নমনীয়তার কারণ মাহাদি বুঝতে পারল। চোখ অনুসরণ করে সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল নুসরাতকে। হাত তুলে হেলেদুলে নাচছে সবার সাথে। ঠোঁট দুটো নড়ছে সমানতালে। ইরহামের একহাত চেপে ধরে রাখা। হাসতে হাসতে একবার ইরহামের গায়ে ঢলে

পড়েছে তো একবার আহানের। দু-জনেই আবার তাকে বিরক্ত ভঙ্গিমায় ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, আবার তিনটা কানাঘুষা করছে আর হা হা করে হাসি দিচ্ছে। নুসরাতের পরণে ধুতি-ফ্রক-কুর্তি। গলায় ওড়না ঝুলানো, পায়ে সচারাচরের মতো স্লিপার, চুলদুটো পনিটেল করে বাঁধা। মেক-আপ বলতে কিছু নেই মুখে। মুখে হয়তো তৈল দিয়ে

দিয়েছে। অস্তিমিত পশ্চিম সূর্যের আলোয় গালদুটো চকমক করছে। আরশ দূর থেকে বসে বসে খেয়াল করল নুসরাতকে খুঁটে খুঁটে। এর মধ্যে জায়িন উঠে দাঁড়াল। হেঁটে যেতে নিবে পূর্ব ক্ষণেই লুঙ্গি খুলে পরে গেল। মাহাদি হু হু করে হেসে ফেলল এটা দেখে।বিদেশিকে দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য লুঙ্গি পরানো হয়েছে আর বিদেশিরই

কিনা লুঙ্গি কোমর থেকে খসে পড়ল। জায়িনের মুখটা থমথমে! আরশ চোখ ঘোরাল নুসরাত, ইরহাম, আহানের দিকে। তিনটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদম চোখ নিচের দিকে নামাচ্ছে না। এটা দেখেই এতক্ষণের চেপে রাখা হাসি আরশ নিজেও ফোঁস করে ছেড়ে দিল। পরপর আবার ঠোঁট চেপে হাসি সংবরণ করে নিল দন্তপাটির

আড়ালে। মাহাদি নাক কুঞ্চিত করে চেয়ে বলল,”সামান্য হাসলে তোর জাত যাবে না..!আরশ চোখ রাঙিয়ে মাহাদি দেখল। যার মানে বোঝাচ্ছে, চুপ একদম চুপ...! মাহাদি কী চুপ হওয়ার পাত্র সে আরশকে ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে বলল,”সম্মান দে দু-দিনের বড়..!

আরশ দম্ভ নিয়ে ঘাড় বাঁকাল। ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,”তো কী

হয়েছে? আটচল্লিশ ঘন্টা আগে পৃথিবীতে এসে কোন দেশ জয় করেছিস তুই?

“কোনো দেশ জয় না করলেও, তোর আগে এসেছি দুনিয়াতে। গণে গণে আটচল্লিশ ঘন্টা, দু-হাজার আটশত আশি মিনিট, এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত সেকেন্ড আগে দুনিয়ায় পর্দাপণ করেছি আমি, এটাই আমার দম্ভ। হুহ....!

আরশ নির্বিকার চিত্তে বলে ওঠল,“তো কী হয়েছে?

“হয়েছে তো অনেক কিছু, পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখ আমি বড়..!

আরশ সামনের দিকে ফিরে তাকাল। মুখটা গম্ভীর রেখে বলে ওঠল,”ইরেজার দিয়ে মিটিয়ে ফেলেছি তা..!

মাহাদি কটমট করে তাকাল। রাগে নাকের পাটা ফুলিয়ে, ধারালো

চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে আওড়াল,” খাটাশ..!

সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে আরশ ধমকে উঠল। পুরু পুরুষালি ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে বলে ওঠল,”শাট-আপ..! ছালিমা বেগম ফিক করে হেসে ফেললেন। সুর টেনে সামান্য হাসি তামাশা করতে বলে ওঠলেন,”নাত জামাইয়ের লুঙ্গির গিট্টু ঢিলা, নাতনীর কপাল খোলা।

কথা শেষে হেসে ফেললেন। জায়িন ঝুঁকে লুঙ্গি চেপে ধরে ছালিমা বেগমের পানে নেত্র নিবিষ্ট করল। বলে ওঠল,"দেখেছেন? আমি লুঙ্গি পরতে চাইছিলাম না এজন্য..! আজ আপনার কথা শুনে যদি শুধু লুঙ্গি পরতাম আমার মান সম্মান যেত কোথায়?

ছালিমা বেগম হেসে ফেললেন। জায়িনের সাথে দুষ্টুমি করে

বললেন,”মান-সম্মানের কোনো কিছুই হতো না, দেখলে তো আমরাই দেখতাম।

চোখ টিপে বললেন,“আমরাই-আমরাই..!

জায়িন ঠোঁটের কাছে আসা হাসি গিলে নিল। এতক্ষণে তার কাছে আসা ছালিমা বেগমের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস

করল,” এজন্য বুঝি লুঙ্গি পরিয়েছিলেন?

ছালিমা বেগম হেসে ফেললেন। সহমত পোষণ করে বললেন,”হ্যাঁ! ভাবলাম নাত জামাইয়ের লুঙ্গি খুলে পরে যাবে আর আমরা সব দেখে নিব। তুমি তো আর এই বুড়ির সুখ দেখতে পারলে না, তাই তো লুঙ্গির নিচে প্যান্ট পরে আসছো, তাই আর দেখা হলো না।

ছালিমা বেগম শেষের কথা দুঃখি সুরে বললেন। চোখ দুটোতে তখনো হাসি খেলা করেছে। জায়িন ছালিমা বেগমের দিকে চেয়ে কানে কানে বলল,”একান্ত আসবেন আমার সাথে দেখা করতে।

ছালিমা বেগম হৈ হৈ করে উঠলেন। গলার আওয়াজ উঁচু করে বললেন,”আরে নাত জামাই কয় কী, ওর সাথে নাকি একান্তে দেখা

করতে যাব! না বাবা না...! ওসব হবে না।জায়িন ছালিমা বেগমের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর এক হাতে লুঙ্গি পেটের কাছে চেপে হাঁটা ধরল বাড়ির উদ্দেশ্যে। নুসরাত ইরহামের মাথায় ঠাস করে থাপ্পড় বসিয়ে ধমকে উঠল,"শালার শালা, একটু তো চোখ নামিয়ে নিচের দিকে দেখবি কী হচ্ছে না হচ্ছে।

ইরহাম ও সমানতালে নুসরাতের মাথায় একটা বসাল। কটমটিয়ে উঠে শুধাল,”তুই দেখলি না কেন?

দু-জনে দু-জনের দিকে ক্ষেপা ষাঁড়ের দিকে কিৎকাল চেয়ে রইল। তারপর একসাথে পাশে দাঁড়ানো আহানের মাথায় থাপ্পড় মেরে বলল,”দেখবি না তুই?

বেচারা আহান বোকা বনে চেয়ে রইল তাদের দিকে। নিষ্পাপ মুখ

বানিয়ে গোল গোল করে ভাই বোনের দিকে চেয়ে মিনমিনিয়ে শুধাল,”আমি কী করেছি?আরশের অবস্থা আগের মতোই রয়েছে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় জায়িন এসে উপস্থিত হলো তার সামনে। আরশ ভ্রু উচাল, জায়িন ও উচাল। দু-জনে দু-জনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। মাহাদি চুপচাপ দেখছে দু-

জনের কান্ড কাউচে বসে। জায়িন গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বলল,”তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যা, নাহলে তোর জন্য আমার বিয়ে আটকে যাবে।

আরশ থমকানো দৃষ্টিতে ভাইয়ের পানে চেয়ে রইল। ঠোঁট উচিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্য করে বলল,”নিজের ভাইয়ের কথা চিন্তা করছ না, বাহ্ বা্হ...! এত অসুস্থ একজন মানুষ, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে

তাকে বলছ সুস্থ হয়ে যেতে তুমি বিয়ে করবে, দেটস নট ফেয়ার ব্রো, বুকে এসে লাগল কথাটা!

জায়িন এগিয়ে এসে আরশের ঘাড় চেপে ধরল। কপাল কুঞ্চন করে শুধাল,"নাটক শেষ?

আরশ মাথা নাড়াল। জায়িন জিজ্ঞেস করল,

"আগামীকালের ভেতর সুস্থ হয়ে যাবি?

আরশ উত্তর না দিয়ে, জায়িনকে উপহাস করল,

“ বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছ দেখছি ব্রো..!২১ আগস্ট, সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিট.....

ক্যামেরা হাতে এসে হেলাল সাহবের সামনে দাঁড়াল আহান। হেলাল সাহেব জায়নামাজ রেখেপেছনে ফিরতেই প্রথমে চমকে গেলেন, পরপর আবার হেসে ফেললেন

আহানকে দেখে। নতুন পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছেন। গোসল সেড়েছেন মাগরিবের আজানের সময়। চুলগুলো এখনো ভিজে। মাথা থেকে টুপি নামিয়ে আহানকে শুধালেন,”কী চাই?

আহান কোনো দেনামোনা ছাড়াই বলল,“আজ আপনার অনুভূতি কী, তা বলুন..! এবং কী কী মনে উপলব্ধি হচ্ছে সব শেয়ার করুন!

ভবিষ্যৎ আপনার জন্য কোনো কথা থাকলে সেটা ও বলুন। যখন বিয়ের অনেক বছর কেটে যাবে তখন আমরা এই ভিডিওটা চালু করব, আর পুরনো স্মৃতিগুলো আবারো স্মৃতিচারণ করব। তখন আপনার বয়স ও অনেক হয়ে যাবে আর আমাদেরও। কোনো এক বিকেলে এই ভিডিওটা লনে বসে দেখতে দেখতে সবাই হাসব সামান্য।

হেলাল সাহেব শ্বাস ফেললেন। বললেন,

” শুরু কর..!আহান ভিডিও শুরু করতেই হেলাল সাহেব গলা খাঁকারি দিলেন। বলে ওঠলেন,”আজকের দিনটা সুন্দর। এতদিনের গরমের প্রভাব কিছুটা মিইয়ে পড়েছে আজকের ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে। হৃদয়ে চলাচল করা সকল চিন্তা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে কোনো একটা

কারণে। কারণটা কী হতে পারে? আমি সারাদিন ভর ভাবলাম, উত্তর মিলল না। মাত্র নামাজ শেষে যখন সালাম ফিরালাম তখন আমার এই আঁখিদ্বয়ে ভেসে উঠল নাছিরের বড় মেয়ের হাসি হাসি মুখটা। কী স্নিগ্ধ সেই মুখটা। আজ হয়তো তার পা এই বাড়ির মেঝে স্পর্শ করবে বলে প্রকৃতি আজ এত শান্ত, নির্মল। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসছে

বলেই হয়তো আজকে মনে কোনো অশান্তি হচ্ছে না।হেলাল সাহেব সামান্য হেঁটে গিয়ে বাহিরের মৃদু আলোয় বারান্দায় বসলেন। থামলেন দশ সেকেন্ডের মতো। ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলে ওঠলেন,"কয়েক বছর পর একদিন হয়তো আমি বসব তখন হয়তো ভিডিওটা চলবে ল্যাপটপে। আশা রাখছি ততদিনের ভেতর দাদা হয়ে যাব। তখন ছোট

ছোট পা দুটো হাঁটবে, গল্প করবে, তাদের হাসিতে, কলরবে রমরমে হবে। কোলে থাকবে চার-পাঁচ বছরের জায়িনের ছেলে বা মেয়ে, তখন হয়তো আমার চোখের পাওয়ার আরো কমে যাবে, এই চশমটা ছাড়িয়ে নিয়ে আরো বেশি পাওয়ারী চশমা ব্যবহার করব। নাতনী বা নাতিকে কোলে নিয়ে দেখব এইদিনের ভিডিওটা। দেখতে

দেখতে হয়তো সামান্য হাসি ফুটবে ঠোঁটের কোণে। আল্লাহ যেন ততদিন বাঁচিয়ে রাখে আমায়। আজকের দিনটা কেমন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, শুধু এইটুকু বলব দারুণ উপভোগ্য দিন। অনুভূতিগুলো প্রকাশ করার মতো না।

হেলাল সাহেব কথা শেষ করে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন। আহান হেলাল

সাহেবকে থামজআপ দেখিয়ে বলল,”দারুণ হয়েছে।এরপর লিপি বেগমের সামনে ক্যামেরা ধরল। লিপি বেগম নিজের মাথায় হিজাব বাঁধতে বাঁধতে বললেন,”এই ভিডিওটা যখন চলছে হয়তো আমি বেঁচে নেই, আবার হয়তো ভিডিওটা আমি নিজেই দেখছি বলতে পারছি না ভবিষ্যতের কথা। আজকের দিনটা আমার জন্য স্পেশাল, কারণ

মেয়ের শখ ছিল আমার অনেক। আল্লাহ আমায় মেয়ে দেয়নি তাই মেঝো এর মেয়েগুলোকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। সাময়িক সময়ের জন্য সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল কিন্তু আজ আবার তাকে তার নিজের বাড়িতে সারাজীবনের জন্য নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আল্লাহ যেন তাদের বিবাহের সম্পর্কে বরকত দান করেন। আমিন..! ভবিষ্যৎ

লিপির জন্য একটাই কথা, আমি জানি তুমি একজন গ্রেট শাশুড়ী হবে।নাছির মঞ্জিল,

সময় ছয়টা পঞ্চাশ মিনিট,

নাছির সাহবে নিজেও কালা পাঞ্জাবি পরিধান করেছেন। চারভাই এক ধরণের আজকে পাঞ্জাবি পরবেন। ছেলেরাও বাপ চাচার সাথে মিলিয়ে কালো রঙের পাঞ্জাবি পরছে, আর মেয়েরা কী পরবে তার ধারণা

এখনো কারোর নেই। কাউকে জানায়নি তাদের থিম কেমন!

নাছির সাহেব চোখের চশমা ঠিক করে নিয়ে নিজের উরুর উপর পা তুলে বসলেন। ঠোঁটে হাসি নিয়ে বললেন,"মনে কিছুটা দোলাচাল চলছে, এতবছর যাকে বড় করলাম আজ সে নিজের বাড়ি চলে যাবে। হয়তো চলাচল থাকবে আগের মতো কিন্তু.....কথাটা শেষ করার আগেই

নাছির সাহেবের চোখ পানি জমা হলো। টিস্যু বের করে চোখ মুছলেন তিনি। আহান নিজেও হাতের মধ্যে চোখ ঘষল। নাছির সাহেব বললেন,”মনে হয় এই সেদিন জন্ম হয়েছিল তার, ঠুকঠুক করে বড় হলো কখন এত বড় হয়ে গেল যে আজ স্বামীর বাড়িও চলে যাবে সে। সম্পর্ক বদলাবে, সম্পর্ক বাড়বে, দায়িত্ব এসে পড়বে কাঁধের উপর,

হয়তো দায়িত্বের বোঝা সামলাতে সামলাতে দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে যাবে, আমাদের জন্য সময় থাকবে না.... আল্লাহ যেন আমার মেয়েকে সকল পরীক্ষায় উর্ত্তীণ করেন। যে পথে পা বাড়িয়েছেন সেই পথে চলাচল করা সহজ নয়, সম্পর্ক গড়া যতটা কঠিন ততটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া সহজ। উনার জীবনের এই বিশেষ সময়টা যেন সুন্দর, সহজ,

নির্মল হয়, বাবা হিসেবে এই দোয়া শুধু করব। আল্লাহ উনার ভাগ্যে যেন সুখ রাখেন, কোনো দুঃখ যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে ।আহান জানতে চাইল,

“ভবিষ্যৎ আপনার জন্য কোনো কথা?

নাছির সাহেব হাসি মুখে বললেন,

“ নাছির তুমি যদি এই ভিডিও দেখে থাকো তাহলে আমি তোমাকেই

বলছি তুমি একজন ভালো নানা হবে।

নাজমিনে বেগম ক্যাটক্যাট করছিলেন নুসরাতের সাথে। আহানকে ক্যামেরা নিয়ে এসে দাঁড়াতে দেখে চোখ রাঙিয়ে তাকালেন। জানতে চাইলেন,"কী চাই?আহান আবারো বিস্তারিত বলল। নাজমিন বেগম কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বসলেন সোফার উপর

গিয়ে। কোমল কণ্ঠে বললেন,”সারাটাদিন আমার কেটেছে ওই বেয়াদব এর পেছনে। একদিকে আমি বাড়ি গুছিয়ে রাখছি অন্যদিকে ও ছড়িয়ে রাখছে। বাড়ি ভর্তি মানুষ আমার দ্বারা কী সব একা সামলানো সম্ভব! আচ্ছা যাক গে... আজকের দিনটা বিশেষ। কারণ প্রায় আঠারো বছর পর এমন রমরমে ভাবে বিয়ে হচ্ছে এই বাড়িতে। চারিদিকে এই

দু-দিনে যতটা বাড়িটা উৎফুল্ল হয়েছে এই বিয়ে শেষে হয়তো ততটা নীরব হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমি বসে বসে এই ভিডিওটা দেখব আর মুচকি মুচকি হাসব। সবসময় ইসরাতের জন্য আমার দোয়া ছিল আর আজও দোয়া দোয়া রইল। এইটুকু বলব ইসরাত যার হাত ধরেছে সে যেন তার হাত সবসময় এমন করে ধরে রাখে, আর

আমি এটা ও বিশ্বাস করি, ইসরাত কখনো জায়িনের হাত ছেড়ে দিতে চাইলে জায়িন কখনো ইসরাতের হাত ছাড়বে না, যতদিন বেঁচে আছে সেই হাত মুঠো বন্দী করে রাখবে নিজের সাথে।সৈয়দ বাড়ি,

সাতটা পনেরো মিনিট, ড্রয়িং রুম,

এরপর শোহেব সাহেবের পালা আসলো। তিনি আহানের পানে চেয়ে বারবার হেসে ফেললেন।

বললেন,”তোকে কাঠবিড়ালির মতো দেখাচ্ছে।

আহান নিজেও হেসে বলল,

“তাড়াতাড়ি বলো, এখনো বাড়ির অনেকে রয়েছে।শোহেব সাহেব চুল পেছনে ঠেলে দিলেন। কালো পাঞ্জাবি পরিহিত শরীরটা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে বসলেন সোফায়। গম্ভীর কণ্ঠে আওড়ালেন,” কোনো এক বিষন্ন দুপুরে কোলে নাতনী

নিয়ে বসে আছি হয়তো! প্রশ্ন জাগছে নাতনী কে তাই না..! আরে আমার জায়িনের মেয়ে..! আমি চাই জায়িনের একটা মেয়ে হোক সর্বপ্রথম। যে সারাদিন আমাদের জ্বালাবে। যার সকালের কান্নায় আমাদের ঘুম ভাঙবে, রাতের যার কান্নায় আমরা ঘুমাতে পারব না, কোলে নিয়ে যাকে বিকেলে হাঁটতে যাব। যে হ্যান্ডসাম দাদা দাদা বলে

মুখে ফেনা তুলে ফেলবে। দু-হাজার বারো সালে, শ্রদ্ধেয় মেঝ ভাই উরফে মীরজাফর নাছির উদ্দিন আমাদের মেয়েকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই মেয়েকে আজ আনতে যাচ্ছি, তাও চাচা শ্বশুর হিসেবে। একদম নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়ে আসব, যাতে আর নিয়ে যেতে না পারেন উনি। আরো কিছুদিন পর ওই মেয়েকেও ছিনিয়ে

নিয়ে আসব আপনার কাছ থেকে, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আজ এসব কথা ভেবে ভেবে নাচতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নাচা যাবে না চাচা শ্বশুর হয়ে যাচ্ছি আমি। আর কয়েক বছর দাদা শ্বশুরও হয়ে যাব, ইনশাআল্লাহ..!

সিনেমার ভিলেনের মতো ঠোঁট উচিয়ে হাসলেন শোহেব সাহেব। সৈয়দ বাড়ি,

সময় সাতটা পঁচিশ।

ঝর্ণা বেগম কপালে ভাঁজ ফেলে ভাবলেন, তারপর বললেন,”অনুভূতিটা ভিন্ন, কারণ আজ চাচি শাশুড়ী হয়ে যাব। হয়তো ভালো চাচি শাশুড়ী হবো, আবার হয়তো খারাপ বলতে পারছি না। সবাই তো আদর, যত্ন করবে, আমি নাহয় একটু আকটু শাসন করব, ভুল গুলো শক্ত কণ্ঠে কুটনি

শাশুড়ীদের মতো ধরিয়ে দিব। কখনো ভুল হলে লাঠি দিয়ে দুটো পিঠে বারি দিব। অতঃপর বলব, মা কিছু শিখিয়ে পাঠায়নি।!তখন বড় আপা, আর ছোট এসে ওকে নিজেদের কাছে আগলে নিবে।এমন করে চলবে আমাদের সংসার। ভাবতেই তো লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি কুটনী শাশুড়ী হবো, আর ইসরাত আমার শিকার হবে। বাংলা

সিনেমার মতো অনেক সময় ওর হাত চেপে ধরে আগুনের কাছে নিয়ে তাপ দিব, তখন হাতে লালচে দাগ পড়বে। জায়িন রেগেমেগে আসবে, যখন জিজ্ঞেস করবে, এমন ব্যবহার কেন! আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে বলব, বউ পেয়ে মাকে ভুলে গেলি, কতরাত না ঘুমিয়ে, না খেয়ে তোকে বড় করেছি, আর আজ বউয়ের জন্য তুই আমাকে অগ্রাহ্য করলি। পরপর

দেয়ালে গিয়ে ঠুসঠাস করে মাথা বারি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলব। আইডিয়াটা ভালো না..সবাই ভালো শাশুড়ী হবে আর আমি হবো খারাপ শাশুড়ী..!

আহান ক্যামেরা নিয়ে এবার ধরল রুহিনী বেগম আর সোহেদ সাহবের দিকে। দু-জনেই হাসি হাসি মুখে বললেন,"একটাই কথা বলব, বাড়ির

মেয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতে যাচ্ছি..!

নাছির মঞ্জিল,

সময় সাতটা পঞ্চান্ন মিনিট...।

“আজকের দিনটা আজব। কেমন অনুভূতি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা জানলে অবাক হবেন আমি নুসরাত নাছির আজকের দিন নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় ভুগছি। কারণ কী..! উত্তর নেই আমার কাছে। সবাই বলছে তারা অনেক বছর পর

এই ভিডিও দেখবে তখন নাকি অনুভূতি গুলোও নতুন হবে। আমার কাছে ওসব মনে হয় না, আর যদিও আমি এই ভিডিও দেখি তাহলে নুসরাত নাছির তোমাকেই বলছি কী ঠেকা মাথায় এসে পড়েছে এই ভিডিওটা তুমি দেখছ, যাও নিজের কাজে যাও... নিজের সময় এসব ফালতু জিনিস ওয়েস্ট করো না। আমি জানি তুমি এখনো যেমন হাসি

খুশি আছো সামনেও হাসি খুশি থাকবে। তুমি নিশ্চয়ই এই নুসরাত নাছিরের উপর বিরক্ত হচ্ছো, ঠিক! কারণ এখন তো তুমি সৈয়দ চয়েসের সিও। যতদিনে এই ভিডিওটা তুমি দেখবে হয়তো ততদিনে তুমি সৈয়দ চয়েসের সিও হিসেবে জয়েন করে ফেলেছ অফিসিয়ালি। তাহলে বসে এখনো কেন এই ভিডিও দেখছ?আমি জানি

তুমি আগের থেকেও দ্বিগুণ সুন্দর হয়েছ, তোমার কাপড় চুস করার চয়েস এখনো আগের মতো ক্লাসি আছে তাই না! আমি জানি এখনো আছে, কারণ পৃথিবী চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু নুসরাত নাছির না..! অহো এখনো বসে বসে এটা দেখছ, যাও, তোমার ডিলগুলো সামলাও, তোমার ক্লায়েন্ট এসে বসে আছে নুসরাত নাছির তাদের সময় দাও, প্লিজ

গো..! এভাবে নিজের বিজনেস জলে যেতে দিও না..! আমি জানি তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ, আর এখন হাঁটার প্ল্যান করছ, তাহলে অপেক্ষা করছ কীসের..! প্লিজ রান নুসরাত নাছির রান..! আই নো ইউ আর হেলথি এন্ড ওয়েলথি..! কতটাকার মালিক এখন তুমি? মিলিয়ন, বিলিয়ন, নাকি ট্রিলিয়ন? কোনো ক্লাবে নিজের নাম লিখিয়েছ? লিখিয়ে থাকলে কোন

ক্লাবে? আমি জানি তুমি এখন ট্রিলিয়ন ক্লাবে নাম লেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছো..! এই বোরিং নুসরাতের কথা এখনো দাঁড়িয়ে শুনছো, যাচ্ছো না কেন! প্লিজ যাও...! তোমার ক্লায়েন্ট চলে যাচ্ছে! আহান হেসে ফেলল। নুসরাত নিজের কথা শেষে নিজেও হেসে ফেলল। এবার ইরহামের পালা আসলো। সে ক্যামেরার দিকে চেয়ে

রইল অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। নিজের মুখে লাগানো ব্ল্যাক ফেইস মাস্ক নিয়েই নুসরাতের পাশাপাশি বসল। ক্যামেরার দিকে আঙুল তাক করে বলল,” হেই ইউ সৈয়দ ইরহাম শোহেব, তুমি কী এই ভিডিওটা দেখছ! তোমাকে এখন দেখতে কেমন..! পেট উঁচু, চোখে চশমা, চামড়া খসখসে, হবেই তো, ঠিকমতো স্কিন কেয়ার করোনি আমি

সিওর। দেখছ আমাকে কতটা হ্যান্ডসাম আমি, যখন আমি তোমাকে ল্যাপটপের সামনে বসে দেখব তখন যেন তুমি আরো বেশি হ্যান্ডসাম হয়ে যাও..! আর আরেকটা কথা পেট উঁচু যেন না থাকে..!আহান ক্যামেরা হস্তান্তর করল ইরহামের কাছে। নিজে ভাবসাব নিয়ে বসে দাঁত মেলিয়ে একটা হাসি দিল। সাথে নুসরাতকেও যোগ করল। ব্যাঙ্গাত্মক

কণ্ঠে বলল,”জানি তুমি সাইন্টিস্ট হতে পারোনি তাই বলে কী নুসরাত নাছিরের ব্যাগ ধরে হাঁটছ? দয়া করে এটা করো না, যদি করেও থাকো তাহলেও কোনো সমস্যা নেই।

পরপর দু-জনে গলা মিলিয়ে একসাথে বলে ওঠল,

“নুসরাত নাছির যাও নিজের কাজে যাও আর আহান নাওফিল তুমি এখনো বসে কেন, তোমার বস চলে

যাচ্ছে, নিজের চাকরি বাঁচাতে চাইলে বসের ব্যাগ নিজের হাতে নাও...!

সৈয়দ বাড়ি,

আটটা দশ মিনিট।

“আমি ভবিষ্যৎ আরশ হেলালকে বলছি তুমি এই ভিডিওটা দেখছ? তাহলে দেখছ কেন? তোমার কাজ নেই, প্লিজ গো ব্যাক ইউ্যের ওয়ার্ক। আমি জানি তুমি আগের মতো এখনো স্বাস্থ্যসম্মত আছো। তুমি কী

ওই জেদি মহিলাকে নিজের আয়ত্ত্বে এনেছ নাকি এখনো এমন ঘুরছ। যদি এনে থাকো তোমার বাচ্চা কয়টা। বারোটা নাকি চৌদ্দটা। আই থিংক দশটা তো হবে। তোমার প্রথম বাচ্চাটা কী ছেলে নাকি মেয়ে! আমি আশা করি মেয়ে হবে, আমি ফাস্ট বাচ্চা মেয়ে চাই..!তোমার স্ত্রী কী এখন তোমের কথা শুনে নাকি আগের মতো জিদ্দি রয়েছে। আরশ

তুমি কী তাকে ভালোবাসো, আগেই বলে দিচ্ছি আমি তাকে ভালো টালো বাসি না। সে শুধু আমার দায়িত্ব..! তুমি কী ভালোবাসো..!আহানকে চেপে ধরেছেন সুফি খাতুন। আহান সুফি খাতুনের পানে চোখ উল্টে চেয়ে জানতে চাইল,"কী হয়েছে?
আহানের মুখের উপর বিরক্তির চাপা ছাপ। ভদ্রমহিলা তার নানি হলেও সে মোটেও পছন্দ করে না তাকে।

ইসরাত আপির নানিও তো কত্ত ভালো, তার নানি এমন খারাপ কেন সে বুঝে পায় না..! তার মা টা ও তো কতো ভদ্র তাহলে এই খারাপ মহিলা তার নানি হলো কেন! সুফি খাতুনের কর্কশ কণ্ঠ কানে যেতেই চিন্তায়করণে আঘাত পড়ল আহানের। তার নানি বলছেন,"কী করছিস ওই ক্যামেরা দিয়ে?

আহান বিরক্তিতে চ সূচক শব্দ বের করল। সামান্য লাফ মেরে উঠে বলল,”ভিডিও করছি..!
আহান দ্রুত পায়ে পালাতে যাবে সুফি খাতুন তার বাহু চেপে ধরলেন। ভ্রু একপেশে করে তুলে বললেন,”আমার ভিডিও করলি না কেন?আহান অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,
“তুমি কী পরিবারের মানুষ?

” অবশ্যই আমি। যা ভিডিও কর গিয়ে..!

আহান ক্যামেরা নানির মুখের পানে নিবিষ্ট করল। বিরক্তির শেষ পরিশেষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল,”তোমার অনুভূতি কী?

“আমার অনুভূতি সম্পর্কে কী বলব,আমি তো স্পষ্ট ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি, ছেলেটার সুন্দর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর তা

নষ্ট করতে যাচ্ছে ওই কালনাগিনী..! নাগিন হয়ে এসে প্রবেশ করছে এই বাড়ি সদর দরজা দিয়ে, সকলের ভেতর এবার বিষ গুলে দিবে।

আহান ঠুস করে ক্যামেরা বন্ধ করে নিল। সুফি খাতুন প্রশ্নাতীত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিতেই বলল," আমার ক্যামেরার চার্জ শেষ, ইমিডিয়েটলি চার্জে দিতে হবে, না হলে বোম ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভবনা আছে।

সুফি খাতুন চোখদুটো বড় বড় করে বলে ওঠল,

“যা যা এক্ষুণি চার্জে দেয়, নাহলে অঘটন ঘটে যাবে।জায়িন নিজের গায়ে আইভরি কালারের, গোল্ডেন শ্যাম্পেইন এর কারুকার্য করা শেরওয়ানি জড়াল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে আতর হাতে তুলে নিতেই ক্যামেরা হাতে এসে দাঁড়াল আহান আর ইরহাম। জায়িন হাতে

আতর দিতে দিতে ভ্রু উচাল। তখনই আহান বলে ওঠল,”আপনার অনুভূতিটা কী আজ?

জায়িন গায়ে আতর ডলতে ডলতে ইশারা করল ক্যামেরা চালু করার জন্য। গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। ফোঁস করে শ্বাস ফেলে অধিপত্য বিস্তারকারী রাশভারী কণ্ঠে বলে ওঠল,” জীবনে অনেক এক্সামের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি,

অনেক ইভেন্ট জয়েন করেছি কিন্তু আজকের ইভেন্টটা ভিন্ন। ইভেন্ট বললে ভুল হবে, আজ একটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। আর আশা রাখছি এই পরীক্ষা উর্ত্তীণ করব আমি। আজকের জন্য অনুভূতিটা কিছুটা মিশ্র হচ্ছে। কখনো ঘেমে যাচ্ছি, কখনো নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি, আবার কখনো আজব আজব খেয়াল আসছে..! আমি ভীষণ নার্ভাস।

ইরহাম এবার আরেকটা কথা জানতে চাইল,“ভবিষ্যৎ জায়িনের জন্য কোনো কথা বলবেন বড় ভাইয়া?

জায়িন ক্যামেরার দিকে কোমল চোখে চেয়ে, মোলায়েম সুরে বলে ওঠল,” আমি জানি তুমি এখনো ইসরাতকে ভালোবাসো। ইসরাত তোমার সাথে আছে নিশ্চয়ই। এতদিন ইসরাতের যত্নআত্মি কেমন

করেছ! ওকে কষ্ট দিয়েছ তুমি, যদি কষ্ট দিয়ে থাকো তাহলে জায়িন হেলাল তোমাকেই বলছি যাও আগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নাও! আমি তোমার থেকেও বেশি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি। ও এ বাড়ির চৌকাঠ যেন কখনো রাগ নিয়ে না মাড়ায়। চৌকাঠ মাড়ানোর আগেই ওকে মানিয়ে নিও জায়িন, নাহলে

তোমাকে আমি নিঃশেষ করে ফেলব।

আটটা ত্রিশ মিনিট,

সিলেট টিলাগড় পয়েন্ট..!

নুসরাত ক্যামেরা ইসরাতের অর্ধশেষ হওয়া মুখের দিকে তাক করল। শুধাল,"হেই ইসরাত নাছির, আজকের অনুভূতি কী?ইসরাত হাসি মুখে ফিরে চাইল নুসরাতের পানে। ঠোঁটে হাসির অস্তিত্ব রেখেই

বলল,”আমার লাইফের আজ বিশেষ একটা দিন। সবকিছু কেমন ধোয়াশা মনে হচ্ছে..! আমি সবসময় চাইতাম আমার বিয়েটা মসজিদ হোক কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না, তাই একটু মন খারাপ। সকাল সকাল উঠে কত পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়েছি, আজকের প্রিপারেশনটা ভিন্ন। ক্যান ইউ রিয়েলি ইমেজিন আজ তোমার বিয়ে! অহ মাই গস..! আমার

অনুভূতিটা আমার কাছে কেমন ঠেকছে আমি জানিন না, বাট আ'ম সো হ্যাপি। এট লাস্ট আমি আমার দাদু বাড়িতে ফিরছি। যেখানে আমি নিজের বাড়ি থেকেও বেশি কম্ফোর্টনেস ফিল করি।

নুসরাত আবার বলল,

"ভবিষ্যৎ ইসরাতের জন্য কী বলবি তুই..!ইসরাত চোখ টিপ দিয়ে ভ্রু নাচাল সামান্য। কপালের মধ্যিখানি

তীক্ষ্ণ ভাঁজ ফেলে বলল,” ইসরাত নাছির, তোমার এখন কয়টা বাচ্চা? দুটো নাকি তিনটে, এটলিস্ট তো পাঁচটে বাচ্চা হবে। কেমন চলছে তোমার সাংসারিক জীবন..! আই থিংক তোমার সাংসারিক জীবন খুব ভালো চলছে। জায়িন কী তোমায় এখনো আগের মতো ভালোবাসে নাকি তার তুলনায় বেশি..! যদি কম ভালোবাসে তাহলে ওর ঘাড়টা মাথা

হতে আলাদা করে দাও, কারণ কম ভালোবাসে এমন স্বামীর প্রয়োজন তোমার নেই। আমি জানি ইসরাত নাছির জায়িন তোমাকে ভালোবাসে আগের মতোই, মজা করে শুধু বললাম। আরো সতেরো বছর পর যখন তোমাকে দেখব তখন যেন এমন হাসি তোমার ঠোঁটে থাকে, ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকো, পরিবার নিয়ে সুখী থাকো, দুই বাচ্চার মা

হয়ে যাও, বায় বায়, উম্মাহ..!ঘড়ির কাটায় টিকটিক করে নয়টায় পৌঁছেছে। নুসরাত দু-হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে দোয়া করছে,”ইয়া আল্লাহ, বৃষ্টি যেন না হয়, নাহলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। নুসরাতের দোয়া হয়তো কবুল হয়ে গেল, মেঘের গর্জন কিছুক্ষণ চলার পর তা থেমে গেল। গগনে আজ মেঘ জমেছে। মেঘের ঘনঘটা

আসমানটুকুও কালো হয়ে আছে। যেদিক দিয়ে চোখ যায় সেদিক দিয়ে শুধু মেঘের আনাগোনা। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই একজন আর্টিস্ট এসে নুসরাতকে জানাল,”ব্রাইডের মেক-আপ ডান..!

নুসরাত সামান্য হাসল। হেসে বলল,“প্লিজ ব্রাইডকে গাড়িতে বসিয়ে দিন আমরা উনার ফুল লুক একসাথে দেখব।

ইসরাতকে গাড়িতে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো নুসরাতের অনুরোধে। নুসরাতের গায়েও কালো রঙের গ্রাউন। মেয়েরা প্যাস্টেল মিন্ট গ্রিন কালার এর শাড়ি পরলেও নুসরাতকে পরানো সম্ভব হয়নি। পারলে সে কালো কালারের স্যুট কোট পরে ফেলে, তাই তার জিদের কাছে হেরে কালো রঙের কাপড় তাকে পরতে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ

কোনো কাজ নেই তার কাপড়ে। হাতে, গ্রাউনের নিচের দিকে আর গলার কাছে কাজ। তাও খুবই সামান্য ডায়মন্ড পাথরের কারচুপির কাজ। পায়ে স্লিপার পরা। চার ঘন্টা পূর্বে ইসরাত যেমন রেখে এসেছিল এখনো পর্যন্ত সে সেরকম। এখান থেকে তারা সোজা যাবে নিজেদের ডেস্টিনেশন এ..!কনভেনশন হলের বাহিরে সাজানো হয়েছে প্রথমে

সেখানে আকদ হবে তারপর ভেতরে ফটোসেশন হবে। গাড়ি ড্রাইভিং করতে করতে নুসরাত আজ উঁকি দিল না ইসরাতকে দেখার জন্য। চুপচাপ সামনে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে গাড়ি চালাল। সময় অতিবাহিত হলো, আধঘন্টা পর তারা তাদের ডেস্টিনেশন এ পৌঁছে গেল। নুসরাত প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল।

ইসরাতের দিকে তাকাল না, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইসরাত গাড়ি থেকে বের হতেই তার ভারী লেহেঙ্গার পেছন চেপে ধরে হাঁটা ধরল নুসরাত। ইসরাত সামনে হেঁটে গেল পেছন পেছন সে। রেস্ট রুমে যেতেই ইসরাতের উদ্দেশ্যে বলল,"সবাই প্রায় চলে আসছে, আমিও আসছি।নুসরাত দৌড় দিল দ্রুত। নিজেকে পরিপাটি করল

সামান্য। নাকের রিংটা খুলে ফেলল কেন জানি..! গলা খালি রাখল, গালে ব্লাশঅন, ঠোঁটে সামান্য নুড কালার লিপিস্টিক ইউজ করল, চোখে মাস্কারা। সামনে দু-গাছি চুল এনে পনিটেল করে নিল। নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশংসা করল,"ইউ আর পারফেক্ট নুসরাত নাছির..!জায়িন এখনো পৌঁছায়নি কনভেনশন হলে। শোহেব সাহেব, রুহিনী পাত্র পক্ষ,

আর সোহেদ সাহেব ঝর্ণা পাত্রী পক্ষ। এদিকে মেয়েদের পক্ষে মমো, ইরহাম, আহান। নুসরাতের মামা বাড়ির ও কিছু কাজিন এসেছে বিয়েতে। ওরা গেইটে কত টাকা নিবে তার প্ল্যান করছে। ঝর্ণা বেগম ,নাজমিন বেগম, নুসরাত, নাছির সাহেব, মমো, সৌরভি দাঁড়াল পেছন ঘুরে। একজন সার্ভেন্ট এসে বলে গিয়েছে ব্রাইড আসছে। ইসরাত

রেস্ট রুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলো। উল্টো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা পরিবারের সবাইকে গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের জানান দিল। সবাই ফিরে তাকাতেই ইসরাত হাসল। নুসরাত বিস্ময়ে দু-হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে,, ঠোঁট দিয়ে উচ্চারিত হয়,"ইসরাত ইউ লুক এবসোলুটলি স্টানিং।নাছির সাহেব দু-হাত মেলে দিতেই ইসরাত

এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। তারপর নাজমিন বেগম তাকে জড়িয়ে ধরলেন নিজের সাথে। নুসরাত ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে ইসরাতের দিকে। ইসরাত নিজে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। কানে আসলো গ্রুম আসছে গ্রুম। নুসরাত ইসরাতকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়াল গেটের দিকে। পেছন পেছন আসলো মমো সৌরভি। গেটের

কাছে এসেই দাঁড়াতে পরপর বিশটা গাড়ি এসে থেমেছে পার্কিং লটের সামনে। সবার গাড়ি থেকে বরযাত্রী নেমে দাঁড়াতেই হৈ হুল্লোড় পড়ে গেল সবদিকে। ক্যামেরা ম্যানেরা ভিডিও করছে সবাই। জায়িন এসে গেটের সামনে দাঁড়াতেই নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলল। জায়িন ও ভাঁজ ফেলল। শুধাল,"কী চাই?

নুসরাত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল,“গেট ধরার টাকা।

জায়িন ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,

“কতটাকা চাই?

নুসরাত, আহান, ইরহাম আর মমো একসাথে বলল,

“উমম দশ লাখ..!

জায়িন বলল,

“ টাকা কী গাছে ধরে, বিশ লাখ দিব। বিশ লাখের মতো চেহারা তোমাদের?

নুসরাত ঝাঁঝিয়ে উঠল, তেতো কণ্ঠে কিছু বলতে নিবে ইরহাম বলল,”ভাই আমরা অনেকজন, আর আপনার ব্রাইডকেও দেখতে হবে। আকাশের চাঁদ নিয়ে যাবেন আর কিছু খরচ করবেন না তা কী করে হয়..!

জায়িন সরাসরি বলল,“এমন হলে এক টাকাও দিব না।

লিপি বেগম এসে দাঁড়ালেন তার পাশে। তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইলেন,” কী বলছে ওরা?

জায়িন নম্র কণ্ঠে বলল,

“দশ চাচ্ছে..!

লিপি বেগম গলায় জোর ঢেলে বললেন,

“ওরা দশ চাচ্ছে, তুই বিশ দিয়ে দেয়। তোর টাকার কী অভাব..! মেয়েও তো দেখতে হবে আমাদের।

লিপি বেগমের কথায় উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল সবাই। নুসরাত চোখ উল্টিয়ে চেয়ে আছে জায়িনের দিকে। জায়িন বলে ওঠল,”বাড়িতে গিয়ে চেক দিয়ে দিব।

সবাই জিদ্দি সুরে বলল,“আমাদের এখনই চাই!

সবার জিদের কাছে হেরে হেলাল সাহেব আর শোহেব সাহবে মিলে নিজেরা কিছু টাকা দিলেন। পরে টাকা দিবেন বলে আশ্বাস দিয়ে রাখলেন।

কনভেনশন হলের ভেতর প্রথমে জায়িনদের এন্ট্রি হলো এরপর ব্রাইডের। ব্রাইডের সময় আলোটা সামান্য কমিয়ে দেওয়া হলো। শব্দ করে খুলে গেল দরজা। সেখান

থেকে থুতনি পর্যন্ত ঘোমটা টানা ইসরাত বের হয়ে আসলো। এসে দাঁড়াল সুন্দর করে সাজানো জায়গায়। যেখান দিয়ে তার এন্ট্রি হবে সেখানে। ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজছে oonchi oonchi deewarein. ইসরাতের হাত চেপে ধরে রেখেছে নুসরাত, তার পেছনের কাপড় সামলাচ্ছে ইরহাম, মমো, সৌরভি। কিছুদূর হেঁটে যেতেই এসে

বাপ চাচা সবাই তার পাশে দাঁড়াল। নুসরাত ইসরাতের হাতের ভার হস্তান্তর করল নাছির সাহেবের হাতে। পুরো পরিবারের পুরুষেরা সবাই বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। আরশ জায়িনের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে বলে ওঠল,"মনে হচ্ছে, পলিটিক্স করতে যাচ্ছেন উনারা। এমনভাবে দাঁড়ানো মানে

কী..!জায়িন নিজেও অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে সবার দিকে। তাদের কথা বলার ভেতর আবার আলো নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল পুরো কনভেনশন হল। এর মধ্যে মৌলভী সাহেব এসে হাজির হলেন সেখানে। বাহিরে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হওয়ায় ঠিক করা হলো কনভেনশন হলের ভেতর আকদ করানো হবে। স্টেজের চারিপাশে থাকা ক্লাসি চেয়ারে বসে

আছেন আত্মীয় স্বজন। ইসরাতকে এনে জায়িনের পাশে বসানো হলো না। জায়িনের বিপরীত পাশে বসেনো হলো। মাঝখানে ফুল দিয়ে সাজানো ছিল এপাশে জায়িন ওপাশে ইসরাত। জায়িনের কাছে অদ্ভুত ঠেকল ইসরাতকে। ফুলের আড়ালে থেকে দেখে মনে হলো একটু বেশি মোটা আজ ইসরাতকে দেখাচ্ছে। ইসরাত তো এত স্বাস্থ্যবান না।

পরপর মনে হলো হতে পারে মোটা কাপড় পরায় এমন দেখাচ্ছে, কিন্তু..! নিজের চিন্তা একপাশে ফেলে সে বসল নড়েচড়ে। মৌলভী সাহেবের হাতে মাইক। জায়িনের পাশে মাইক হাতে আরশ দাঁড়িয়ে আর ইসরাতের পাশে মমো। আহান, ইরহাম, নুসরাত তিনটাই উধাও। আশেপাশে কোথাও তারা নেই। এটা দেখেও জায়িনের কাছে সন্দেহজনক লাগল।

ইসরাতকে রেখে তিন মাথা উধাও হওয়ার মতো না, তাহলে এরা উধাও হলো কেন..! মৌলভী সাহেব একে একে সব জিজ্ঞেস করা শেষে বলে ওঠলেন,”এই বিয়েতে রাজী থাকলে বলো মা কবুল..!ইসরাত নিজের মুখের সামনে মাইক নিয়ে ধরতেই, শব্দ হলো,”কবুল,কবুল, কবুল..!

জায়িনকে বলতেই সে ত্যাড়া চোখে ইসরাতের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠল,”কবুল..!
পরপর উঠে দাঁড়াল নিজের জায়গা থেকে। সন্দেহজনক দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির রেখে সামনে থাকা ফুলের আবরণ গুলো সরাল। সবাই যখন আলহামদুলিল্লাহ বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সামনে থেকে জায়িনের বিকট শব্দের চিৎকার

ভেসে আসলো ,”আমার বউ কোথায়?আলহামদুলিল্লাহ বলতে ভুলে গিয়ে সবাই জায়িনের পানে চাইলেন। দেখলেন জায়িনের সাথে গুলুমুলু দেখতে একটা মেয়ে কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অস্বস্তিজনক হাসি। সবাই বিস্মিত, বিমূর্ত নয়নে চেয়ে থেকে একই সুরে বললেন,”আমার বউ কই? আর এ বা কে?

কনভেনশন হল জুড়ে রবো পড়ে গেল বউ কোথায়, বউ কোথায়, কিন্তু বউকে কেউ কোথাও খুঁজে পেল না। এতক্ষণের শান্ত পরিবেশ ভেদ করে কনভেনশন হলের চারিদিকে হট্টগোল বেঁধে গেছে। বাহিরে বৃষ্টির ঝাপটা ভেতরে মানুষের সমাগমে হুরোহুরি চলছে প্রায়। চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খুঁজছে সবাই বিয়ের কনেকে,কিন্তু সে কোথায়! নেই

কোথাও নেই..! জায়িন হতবাক, স্তব্ধ, হয়ে নিজের জায়গায় অটল দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটের আগায় তাচ্ছিল্য ভর করেছে। ভেতরে ভেতরে ক্রোধের আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে। হাতের কাছে যাকে পাবে তাকেই খুন করে ফেলবে তার অবস্থা দেখে এমন সম্ভবনা আছে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। কনে রুপে সেজে আসা মেয়েটা কাচুমাচু ভঙ্গিতে

চুপসে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। ভয় ডর মুখে তেমন একটা নেই কিন্তু চোখে শঙ্কা স্পষ্ট। জায়িন ঘাড় বাঁকিয়ে দু-দিকে মটমট করে শব্দ করল। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে এক পা এক পা করে আগাল সামনের মেয়েটার দিকে। হিসহিসিয়ে জানতে চাইল,"কোন সাহসে এখানে বসেছ? মেয়েটা নিজেও পিছিয়ে গেল জায়িনের সাথে। মুখে এতক্ষণের

শঙ্কা উবে গিয়ে ভর করল ভয়। নিষ্পাপ মুখটা খুলে কিছু বলতে যাবে জায়িনের হাতের থাবা পড়ল তার বুকের কাছের কাপড়ে। তখন কারোর দৃষ্টি তাদের দিকে নেই। একহাতে ঘাড়ের চুলগুলো খিঁচে চেপে ধরতেই মেয়েটার সব চুল খুলে হাতে চলে আসলো জায়িনের। জায়িন একবার দেখল মেয়টাকে একবার দেখল হাতের চুলকে।

বিস্ময়ে, রাগে, মাথা দপদপ করে উঠল। মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইল,”এসব কার আইডিয়া আহান?

আহান কাঁদো কাঁদো মুখ বানাল। মিনমিনে সুরে বলল,

“ছোট আপু আর ছোট ভাইয়ার, আমি কিছু জানি না।

কথা শেষে ভ্যা করে কেঁদে দিল সে। দূর হতে আরশের গলার স্বর ভেসে

আসলো,” সবাই যান গিয়ে বসুন, আমি দেখতেছি। প্লিজ ভাইয়া এদিকে আসো..!সবাই চিন্তিত মুখে ফিরে আসলো নিজ নিজ স্থানে। আরশ দ্রুত ভঙ্গিতে ইসরাতের এন্ট্রি যে পথ দিয়ে হয়েছিল তা ক্রস করে চলে গেল করিডোরের দিকে। আকস্মিক কী মনে হলো নিজের জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার কাছে ঠেকল ভেজানো দরজার

ওপাশে দাঁড়ানো মেয়েটাকে সে চিনে, যে এই মুহুর্তে দু-হাত উপরে তুলে নাচছে, কোমর দোলাচ্ছে, এমনকি মুক্ত জড়া হাসি হাসছে। বারংবার নাচের তালে খিলখিল করা হাসি ঠোঁট চেপে ঢাকার বৃথা প্রচেষ্টা করছে। তার হৃদয়ে ঝড় উঠল। নিজের কাছে মনে হলো একবার ফিরে যাওয়া উচিত, দেখা উচিত ওই ভেজানো দরজার আড়ালে কে, আর

হাসছেই বা কে, একবার ফিরে যা আরশ, শুধুমাত্র একবার দরজার ওপাশে কে সেটা দেখ, এরপর নাহয় চলে যাবি যাকে খুঁজছিস তাকে খুঁজতে। নিজের মনের দোলাচালে নিপীড়িত হয়ে আরশ পা বাড়াল। তড়িৎ গতিতে নয়, ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে। আস্তে ধীরে যখন পা বাড়িয়ে গিয়ে থামল চরণ দু-খানা দরজার নিকট তখন চোখদুটো

সেখানেই স্তব্ধ রইল। বুকের কাছের নরম মাংসপেশি ধুকপুক করে উঠল। কালো গ্রাউন পরা নৃত্যরত মেয়েটা নিশ্চুপ। সাউন্ড সিস্টেমে খুব হালকা সুরে গান বাজছেTere liye~ jhumu diwana banke tere liye
Vaada hai mera main hoon tere liye

Hona kabhi tu judaa ....।কানে হেডফোন লাগানো সবার, পনিটেল করা চুলগুলোও নাচছে নিজের মালিকের সাথে তাল মিলিয়ে। কপালে, কানে, হাতে ছোট্ট সাদা পাথরের অর্নামেন্ট গুলো চকচক করছে। হাতের মধ্যে ধরে রাখা ওড়নাটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সেদিকে বিশের কৌটায় পা দেওয়া মেয়েটার কোনো ধ্যান নেই।

আরশের হাফসাফ লাগল। বুক ধড়ফড় করল, জ্বালা হলো, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, এটা সত্যি কী তার বউ, উত্তর আসলো ভেতর থেকে হ্যাঁ..! এটা তার বউ, আরশের বউ, একান্ত, শুধুমাত্র তার বউ। এতটা গোছাল নুসরাত নাছিরকে আরশ কখনো দেখেনি। তার বুকে আবারো সূক্ষ্ম চিনচিনে ব্যথা উঠল, স্বস্থি মিলছে না। গলার কাছ পর্যন্ত

বন্ধ করে রাখা বোতাম টেনে টুনে খুলল, দু-পাশে মাথা ঝাঁড়ল মাতালের মতো করে। নাক টেনে শ্বাস নিল, হাফসাফ করল শ্বাসকষ্টের রোগীর মতো। শ্বাস ফেলে চোখ তুলে তাকাতেই আবারো বুকে ব্যথা উঠল। আরশ দু-পাশে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে মাথা নাড়াল। ইচ্ছে করল হাত চেপে ধরে নিয়ে যেতে সবার সামনে। চিৎকার

করে পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে নুসরাত নাছির তার স্ত্রী, তার সহধর্মিনী, তার একান্ত ব্যাক্তিগত মালিকানা শুধু এই মেয়েটার উপর, আর কারোর নেই। কিন্তু তার মুখ ফুটে একটা শব্দ বের হলো না, এমনকি অনুভূতির ছাপগুলো ভেসে উঠল না মুখের উপর, কারণ আরশের ভীষণ অস্বস্তি নিজের অনুভূতি মানুষের সামনে তুলে ধরা,

মানুষকে বলে বেড়ানো মোটেও তার ধাঁচে নেই। তাই তো নুসরাতের সাথে তার ঝগড়া বেধে যায় কথায় কথায়। ভেজানো দরজা সামান্য খুলে নিজের সুঠাম দেহি শরীরটা জায়গা করে নিল। আড়াআড়ি দু-হাত বুকে বেঁধে দেখতে লাগল হিন্দি গানের তালে নাচে রপ্ত থাকা মেয়েটাকে। চোখ সরে গেল না একবারের জন্য অন্যপাশে।আহানকে কিছু বলতে

হলো না জায়িন নিজেই হলওয়ে থাকা মাইকের লাইন চিহ্নিত করে এগোলো সামনের পথে। কালো রঙের মাইক্রোফোনের লাইনটা চলে গেল সরাসরি রেস্ট রুমের দিকে। সে যখন পৌঁছাল নির্দিষ্ট স্থানে,তখন দেখল তার দিকে পিঠ ঠেকিয়ে আরশ দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্তিতে মুখ দিয়ে কিছু শব্দ বের করতে যাবে তখন চোখ পড়ল সামনের দিকে।

ইরহাম এক হাত ইসরাতের কোমরে রেখেছে অন্য হাত নিজের হাতে নিয়ে ঘোরে ঘোরে নাচ করছে। পরপর আবারো আঙুল চেপে ধরে গোল গোল ঘোরাচ্ছে। দু-জনের কানে হেডফোন। জায়িন নিজেও বুকের কাছে হাত বেঁধে নিজের জায়গায় দাঁড়াল নৃত্য শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। আরশের তখনো কোনো নড়চড় নেই। সাউন্ড সিস্টেমে

তখনো গান বাজছে। নুসরাত দু-হাত দিয়ে কান থেকে হেডফোন খুলে নিয়ে কিছু বলতে যাবে কানে ভেসে আসলো হাতের তালির শব্দ। সেই শব্দের সাথে জায়িনের গলা ভেসে আসলো,”আমাদের চিন্তার উপর রেখে এদিকে ভালোই নাচা হচ্ছে, আই লাভ দেট, প্লিজ ক্লেপ..! নাইস..!সবাই বুঝল জায়িন তাদের উপহাস করে কথাগুলো বলেছে। মুখ

খুলে নুসরাত কিছু বলতে যাবে জায়িন তর্জনী আঙুল তুলে নিজের ঠোঁটের উপর রাখল। হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”আপনি কিছু না বললেই আমি বেশি খুশি হবো। যা দেখিয়েছেন তাতেই চোখ ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, এর থেকে বেশি কিছু দেখতে গেল না চোখ গলে যায়।

নুসরাত ঘাড় বাঁকাল। জিভ দিয়ে গাল ঠেলে হাসল সামান্য। জায়িন

নিজের পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলল,”নৃত্য করবেন আপনি? চলুন আজ রাতে আপনাকে নাচানো হবে, যত ইচ্ছে নাচবেন, আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমার রুমে, আর আমি বসে বসে দেখব তা।ইসরাত কিছু বলতে নিবে জায়িন শক্ত হাতে তাকে কোলে টেনে নিল, পা বাড়াল এন্ট্রেন্স এর দিকে, তখন ইরহাম বলল,”ভাইয়া

প্লিজ এক মিনিট, আমরা আবারো সুন্দর করে আপুকে নিয়ে এন্ট্রি নিয়।।

জায়িন ইসরাতকে কোলে রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে, স্পষ্ট, রগরগে কণ্ঠে বলল,"কোনো প্রয়োজন নেই।

জায়িন আবারো হাঁটা ধরতেই দরজার ওপাশ থেকে হেলাল সাহেবের গলা ভেসে আসলো। তিনি হাপিয়ে ওঠা কণ্ঠে গলা ফাটিয়ে

জিজ্ঞেস করছেন,”ইসরাতকে পাওয়া গিয়েছে?

ইসরাত সামনের দিকে বড় বড় চোখ নিয়ে তাকাল। আরশকে দরজার সামনে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাফসাফ করে উঠল। জায়িনের পাঞ্জাবির কলার চেপে ধরে বলে ওঠল,”প্লিজ ছেড়ে দিন, নাহলে সবার সামনে লজ্জা পেতে হবে।জায়িন ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস

ফেলল। মেনে নিল ইসরাতের কথা তার পানে চেয়ে। ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে বলল,”এখন ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু রাতে কোনো ছাড়াছাড়ি হবে না।

বলেই জায়িন ইসরাতকে মেঝেতে নামিয়ে দিল। ধুপধাপ পায়ে বের হয়ে চলে গেল বাহিরে। জায়িন চলে যেতেই নাজমিন বেগম, রুহিনী বেগম এসে প্রবেশ করলেন ভেতরে। নাজমিন বেগম নিজে

খেঁকিয়ে উঠে বললেন,”বিয়ের দিনও তোমাদের এসব মজা করতে হবে? আজ বাড়ি চলো, জুতো দিয়ে পিটিয়ে যদি পিঠের ছাল তিনজনের না তুলি তাহলে আমার নাম নাজমিন বেগম নয়।

নুসরাত ভুল সময়ে মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেলল,

“সত্যি?নাজমিন বেগম নুসরাতের দিকে তেড়ে আসলেন। চিৎকার

চেপে নিয়ে হিসহিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,” দেখবি তুই?

আরশ তখন পেছন থেকে এসে টেনে ধরল নাজমিন বেগমকে। মাথা গরম হয়ে থাকা নাজমিন বেগমকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল আরশ। রুহিনী বেগম সবাই চলে যেতেই এসে পায়ের হাই হিল এর শক্ত খোঁড়া দিয়ে নুসরাত আর ইরহামের পিঠে দুটো বসালেন। কটমটিয়ে উঠে

ভৎসনা করলেন,”বেবাকুফের দল।,বাড়িতে যাওয়ার পর আজ হবে তোমাদের।

চোখ রাঙিয়ে দু-জনকে দেখে রুহিনী বেগম বেরিয়ে গেলেন। নুসরাত শ্বাস ফেলতে যাবে আবারো দরজা খুলে কেউ একজন ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরের শ্বাস ভেতরে চেপে যেতেই আহানকে কেউ ধাক্কা মেরে ভেতরে প্রায় ফেলে দিয়ে গেল। নুসরাত ভ্রু

উচাতেই আহান ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে উঠে বলল,”আম্মু আমায় উনার খাটাশ জুতো দিয়ে পিটিয়েছে সবার সামনে।নুসরাত ঠোঁট চোখা করে এগিয়ে গেল। তার নিজেরও জুতোর বারি খেয়ে পিঠে জ্বালা হচ্ছে। আহানকে নিজের বাহুডোরে আগলে নিতে নিতে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল,”ওলে আমার বাবুটা, ওলে লে..!

দু-মিনিট পর তাদের দুঃখের অন্তিম হলো। আহান নিজের কাপড় চেঞ্জ করার জন্য ওয়াশরুমে চলে যেতেই ইসরাত ধীরে সুস্থে জিজ্ঞেস করল,"সেম কাপড় কোথায় পেলি তুই?

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ইসরাত প্রশ্নাত্মক ভঙ্গিতে দু-নমুনার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ আগের কথা.....সে তখন ব্রাইড এন্ট্রির এর জন্য তৈরি হচ্ছিল

হঠাৎ আগমন ঘটে নুসরাত, আহান, ইরহামের। আহানের গায়ে তখন সেম তার কাপড়ের মতো কাপড়। অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াতেই নুসরাত হইচই বাঁধিয়ে দিল। ইসরাতকে বাহবা দিয়ে বলল,"তোকে বলার আগেই দেখি তুই দাঁড়িয়ে পড়েছিস। ইসরাতকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে এনে দাঁড় করাল আহানের সান্নিধ্যে। ইসরাতকে মুখে

কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে নিজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল দু-জনের উপর নিচ। ইরহামের পানে নিজের নেত্র নিবিষ্ট করে ঠোঁট তর্জনী আঙুল স্থির করল। মাথা উপর নিচ নাড়িয়ে বলে ওঠল,"উচ্চতা ঠিকই আছে দু-জনের। দেখতেও একই রকম ফর্সা। আহান সামান্য একটু, স্যরি টু সে কিন্তু একটু বেশিই মটু আর ইসরাত এভারেইজ।

ইরহাম নিজেও সহমত পোষণ করে ইসরাতের উদ্দেশ্যে বলল,”আপু তোমার হাত সামনে নিয়ে আসো।

মেয়েলি হাত দুটো কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সামনে চলে আসলো। ইরহাম আহানকে বলতেই সে নিজেও হাত এগিয়ে আনলো দু-জনের নেত্রের সামনে। নুসরাত দুঃখি সুরে বলে ওঠল,”এই আহাইন্নার তো হাতের আঙুল থেকে শুরু করে নখ পর্যন্ত

ইসরাতের মতো। এরা ভাই বোন না হয়ে আমি আর ও বোন-বোন হলাম কেন?ততক্ষণে আহানের মাথায় নকল চুল লাগিয়ে মাথায় বড়সড় ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা হয়ে গিয়েছে। সৌরভি আর মমোর গলার আওয়াজ বাহির হতে পেতেই নুসরাত ইসরাতকে ওয়াশরুমের ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। ওদের প্রবেশ করতে দেখে স্বাভাবিক

ভঙ্গিতে ওদের সামনে নুসরাত ইরহাম দাঁত কেলিয়ে হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু দু-জনের একজনের কাছে লাগল না স্বাভাবিক হাসি। সন্দেহ জনক কিছু আশেপাশে না দেখে পেছনে গিয়ে চেপে ধরল তারা কনে রুপী আহানকে। নুসরাত আহানের হাত চেপে ধরে হাঁটা ধরল। তার নিজের কাছেই ঠেকল তার হাতের থেকে আহানের হাত

মোলায়েম। ভালোই হয়েছে কেউ আহানকে সন্দেহ করবে না। কিন্তু নুসরাত সবাইকে বোকা বানাতে পারলেও জায়িনকে বোকা বানাতে পারল না। সে প্রথম থেকেই সন্দেহ করতে লাগল, শেষ মুহুর্তে একবার কবুল বলেই এসে চেপে ধরল আহানকে।আহান তো ভয়ে প্রথমে ওখানে যেতেই চাইছিল না কিন্তু নুসরাতের ভরসায় সে ওখানে

গিয়েছে। সবার চোখে ধুলো দিয়ে ইরহাম মাইকের লাইন টেনে এনেছিল রেস্ট রুমে। যখন কবুল বলার সময় আসবে তখন যেন ইসরাতই মাইকে কবুল বলে। আহানের হাতে এমনি লাইন বিশিষ্ট মাইক্রোফোন তারা ধরিয়ে দিয়েছিল যাতে কোনো সন্দেহ না হয়। আর সন্দেহ হবে কেন? গত পনেরোদিন যাবত এই প্ল্যান করেছে তারা দু-

জন মিলে। শেষ মুহুর্তে মেয়ে হিসেবে এড করেছে আহানকে। আর ইসরাতকে এসব কান্ড ঘটানোর আগেই মাত্র জানিয়েছে। ইসরাত অনেকবার না করতে গিয়ে থেমে গিয়েছে কারণ এই দু-জনের প্রতি সে অনেক দূর্বল। মার্বেলের মতো নিষ্পাপ দুটো চোখ দিয়ে তাকে যে এরা ম্যানোপুলেট করেছে তা বেচারি বুঝলই না। কোনোভাবে

প্ল্যান ভেস্তে গেলে তারা বিপরীত প্ল্যান এ, বি, চি, ডি, রেডি রেখেছিল, শুধুমাত্র জায়িনের জন্য পুরো প্ল্যান বিগড়ে গেল। তবুও যতটুকু মজা পেয়েছে অতটুকুই অনেক বেশি। কিন্তু এবার যা পিঠে পড়বে তাও দারুণ মজার হবে।ইসরাত কবুল বলার পর মাইক অফ করা হয়নি তাই বাহিরে কী হচ্ছে তা সব ধ্বনিত হয়ে ফিরে এসেছে এই

রুমে। আতঙ্কিত চোখ-মুখ নিয়ে ওদের পানে ফিরে চাইতেই দুটো তার কানে হেডফোন লাগিয়ে দিল। বলল,'''নো টেনশন, জাস্ট চিল ব্রো..!

ইসরাত কিছু বলতে নিবে ইরহাম তার কোমর টেনে ধরে নিজের সাথে হেলেদুলে পা মিলাতে বাধ্য করল। এমনকি নুসরাত ইরহামের কানে হাই ভলিউম ব্যবহার করে গান

বাজিয়ে দিল। কানের কাছে বাহিরের হইচইপূর্ণ পরিবেশ আঘাত হানতে পারল না। নুসরাত নিজেও কানে হেডফোন লাগিয়ে রেপারদের মত মাথা নিচের দিকে নামিয়ে, কোমর দুলিয়ে, নাচতে ব্যস্ত হলো। ইসরাতের গভীর চিন্তাকরণে ব্যাঘাত ঘটল ইরহাম আর নুসরাতের হাসিতে। দু-জনে হাইফাইভ করল। হাতের তালুর ঘর্ষণে শব্দ হলো। তা

রুমের ভেতর প্রতিধ্বনি হয়ে আবারো ফিরে আসলো। নুসরাত বলল,“অনেক কষ্ট জোগাড় করেছি। পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু প্ল্যান তো সফল হয়েছে ওইটাই মেইন কথা।

ইসরাত না চাইতেও সামান্য হাসল। আবারো দরজায় কড়াঘাতে তাদের কান সজাগ হলো। অক্ষিকোটর ঘুরিয়ে পেছন ঘাড় বাঁকাতেই

সৌরভি আর মমো ফুসিয়ে ফুসিয়ে এসে প্রবেশ করল। মমো নিজের দু-হাতের লম্বা লম্বা নখগুলো উঁচু করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ইরহাম আর নুসরাতের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে চিৎকার করল,"আজ ও তোদের খবিশিগিরি করতে হবে। বেয়াকুফ..!ইরহাম মমোর কথায় কর্ণপাত করল না। তার দু-নয়ন তো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে

সামনের সৌন্দর্য্যে। পেস্টেল গ্রিন কালার শাড়ি পরিহিত সৌরভির পানে। কপালে ছোটোখাটো সাধারন একটা টিকলি। হাতে ব্রেসলেট, তা ও আবার সৈয়দ চয়েসের মোস্ট এক্সপেন্সিভ। হয়তো নুসরাত দিয়েছে। এটা মনে হতেই আনমনে হেসে উঠল ইরহাম। নুসরাতের মতো কিপ্টামি করা মেয়েও সৌরভিকে এটা দিয়েছে ভাবতে

গেলেই ইরহামের কী রকম একটা অনুভূতি হয়। শুভ্র মুখে কৃত্রিম মেকআপ এর ছড়াছড়ি। টানা টানা চোখদুটো আজ আরো বেশি আকর্ষণীয় লাগছে। কারণ কী! সৌরভি আজ চোখে আইল্যাশ লাগিয়েছে। ইরহাম আরেকটু পরখ করল। মেয়েটা কাজল দিয়েছে চোখে। শুভ্র বর্ণের মুখে, চোখে পরিহিত কাজলটা যেন ভয়াবহ হয়ে

উঠেছে। ইরহাম কখনো নুসরাত বা ইসরাতকে কাজল দিতে দেখেনি। সে দেখল মেয়েটাকে, আর শুধুই দেখল। কারণ কী সে নিজেও জানে না..! এটা শুধু জানে ভালো লাগে দেখতে মেয়েটাকে তার। পরে এই ভালোলাগা কতদূর গড়াবে তা সে জানে না, কিন্তু এখন শুধু মেয়েটার প্রতি ভালোলাগা কাজ করে।নুসরাত গলা খাঁকারি দিতেই ইরহাম চমকে

উঠল। ভ্রু উচিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে যাবে নুসরাত বলল,”ইসরাতের ওড়না..!

বাকিটুকু আর বলতে হলো না কারণ ইরহাম বুঝে নিল। এগিয়ে গিয়ে তা তুলে নিল একপাশ থেকে। মমো নিজেও ইরহামের সামনে এসে দৈর্ঘ্যে বিশ ফিট লম্বা ওড়নাটাকে মুঠো বন্ধি করে নিল। অন্যপাশ থেকে আহান আর সৌরভি তুলে

নিল নিজেদের হাতের তালুতে। এন্ট্রেন্স এর দরজা শব্দ করে খুলে যেতেই আবারো আলো নিভে গেল। পাতলা ওড়নার আবরণে ঢাকা স্নিগ্ধ মুখখানা সামান্য রশ্মির আলোয় চকচক করে উঠল। ফর্সা গায়ে অফ হোয়াইট কালার কাপড়ে আইভরি কালার শ্যাম্পেইন এর কাজ, স্কিন টোন অনুযায়ী মুখে খুবই সামান্য মেকআপে তাকে রুপসী করে

তোলেছে। ইসরাত ধীর পায়ে যত এগিয়ে গেল তত তার চারিদিক হয়ে বাপ চাচারা এসে আবার প্রথম বারের মতো ঘিরে ধরল। তাদের বাড়ির একটা রীতি আছে। এটা তাদের দাদার নিজের তৈরি। বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ে হলে সকল পুরুষ এসে চারদিক হতে তার পাশে দাঁড়াবে যেন বরপক্ষ বুঝতে পারে তাদের মেয়ে কোনো অবলা,

লাচার নয়, তাদের মেয়ে শক্তিশালী। মাথার উপর দিয়ে সাজানো ভিন্ন ভিন্ন আলোর উপর দিয়ে শব্দ করে ড্রোন উড়ছে। মমোর হাতে ওড়নার দায়বার ছেড়ে দিয়ে ইরহাম, আহান, চলে গেল সামনে। আরশ সহ বাড়ির সকল পুরুষ দাঁড়াল ইসরাতের পাশে। কালো পাঞ্জাবি আর শার্টের ভাঁজে মেয়েলি অফ হোয়াইট কালার পরিহিত লেহেঙ্গাটা জ্বলমল করে

উঠল। ক্যামেরা ম্যান নিজের ভঙ্গিতে সবার সামনে দাঁড়িয়ে, ক্যামেরার লেন্সে নিজের এক চোখ স্থির রেখে নুসরাতকে বলল,”আপনি ও এসে দাঁড়িয়ে যান আপু।নুসরাত কোনো শব্দ ছাড়াই লেহেঙ্গার পেছনের অংশ ছেড়ে দিয়ে সামনে চলে আসলো। আরশের পাশে দাঁড়াতেই সে শোহেব সাহেবের কাছ হতে নিজের জায়গা থেকে সরে এসে নুসরাতকে

বুঝিয়ে দিল ওখানে যেতে, তখনো সে একদম নীরব। কালবৈশাখী ঝড় আসার আগে যেমন পরিবেশ বাতাসের ঠান্ডবে প্রথমে নিস্তব্ধ হয় কিছু মিনিটের জন্য তেমনি এই মুহুর্তে সে হয়ে আছে। মুখের ভাবভঙ্গি শক্ত, ক্লিনসেভ ধারালো চোয়ালে অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে সামান্য দাড়ির। হয়তো কয়েকদিন যাবত ছাটাই করেনি তাই এমন অবস্থা..!

নুসরাত আনমনে স্বীকার করল ভালোই লাগছে বলে। ক্যামেরা ম্যান যখন বলল,ফোকাস করুন এদিকে তখন ধ্যান ভাঙল। ক্ষীণ হাসি রেখে সামনে ফিরে চাইতেই অনুভব হলো একটা হাত তার পিঠ স্পর্শ করছে। পরপর তা টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে নিজের বুকের কাছে। পুরুষালি বুকের কাছে মাথা ঠেকতেই নিজের কোমরে একহাতের

অস্তিত্ব বুঝল। ক্যামেরা ম্যান আরশের পানে চেয়ে সামান্য চোখ টিপে বলে ওঠল,”পারফেক্ট শট স্যার..!এরপরের সময়গুলো কেটে গেল হুরহুরিয়ে। নুসরাত বোনের হাত চেপে ধরে তা তুলে দিল সামনে সঠান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়িনের সৌষ্ঠব হাতে। জায়িন মেয়েলি হাতখানা নিজের খড়খড়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে বসাল ফুলের

ওপারের সোফায়। মৌলভী সাহেব তখনো খাতা হাতে স্তব্ধ বসে আছেন। অদ্ভুত এক বিয়েতে এসেছেন ভদ্রলোক যেখানে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছে এরা। জায়িন নিজেও গিয়ে সামনের সোফায় জায়গা দখল করে নিল। মৌলভী সাহেব আবার মাইক হাতে নিয়ে জোরে জোরে বিয়ে পড়াতে শুরু করলেন, ততক্ষণে নিস্তব্ধ পুরো

কনভেনশন হল। শোনা গেল শুধু মৌলভী সাহবের গলার মিষ্টি স্বর,”সৈয়দ হেলাল আহমেদ এর প্রথম পুত্র, সৈয়দ জায়িন হেলালকে সাঁইত্রিশ লক্ষ দেনমোহর দার্য করিয়া, কোনোপ্রকার চাপের সম্মুখীন না হয়ে এই বিয়েতে রাজী থাকলে বলো মা আলহামদুলিল্লাহ কবুল।ইসরাত তখন যতোটা ফটাফট কবুল বলতে পারল, এখানে বসে

ততোটা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করতে পারল না শব্দগুলা। ওড়নার আড়ালে ঢাকা মুখটায় হাজারো অস্বস্তির সঞ্চার হলো, আশেপাশের মানুষের জন্য। এত মানুষের ভীড়ে কবুল বলতে তখনোর মতো নিরুদ্বেগ থাকতে পারল না। ইসরাতের অস্বাভাবিক, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মমো তার হাত দিয়ে চেপে ধরল বোনের বরফ

শীতল হাতখানা । তবুও না চাইতে ইসরাতের চোখের কোণে পানি জমা হলো, বুকে তীক্ষ্ণ ব্যথার উদ্বেগ হলো। চোখের কোণ বেয়ে ঝড়ে পড়া এক ফোটা জল আঙুলের সাহায্যে মুছে নিতেই কানে ভেসে আসলো জায়িনের কণ্ঠ। সেই কণ্ঠে হাজারো আকুতি মিনতি। রাশভারী পুরিষালি পুরু কণ্ঠে জায়িন বলে ওঠল,"আপনি টেনশন করবেন না,

ঘরের সকল কাজ আমি করে দিব। আপনার পা টিপে দেওয়া থেকে শুরু করে কাপড় ধোঁয়া পর্যন্ত আমি করব, তবুও দয়া করে তাড়াতাড়ি কবুল বলুন ইসরাত।

জায়িনের কথা শুনে একটু দূরে দাঁড়ানো নুসরাত, ইরহাম, আহান খিটখিট করে হেসে উঠল। পারলে একজন আরেকজনের উপর গড়াগড়ি খায়। ইসরাত ভেতরে

নিজের অধম হাসি চেপে রেখে হাতের মাইক মুখের সামনে তুলে ধরে বলে ওঠল,”আলহামদুলিল্লাহ কবুল।

মৌলভী সাহেব আবার বললেন,“এই বিয়েতে রাজী থাকলে বলো মা আলহামদুলিল্লাহ কবুল!

ইসরাত একই সুরে আবারো আওড়াল,

“ আলহামদুলিল্লাহ কবুল।

পরপর তিনবার কবুল বলা শেষে জায়িনের পালা আসলো। ইসরাত চোখের কোণে আবারো জমা হওয়া পানি হাত দিয়ে মুছে নিতেই উপলব্ধি হলো মাথায় পরম স্নেহের ভরসাযোগ্য হাতটা স্পর্শ করছে। মুখ উচিয়ে চাইতেই বাবা নামক লোকটা চোখ দিয়ে ভরসা দিলেন সাথে আছেন বলে। ইসরাত সামান্য হাসতেই মৌলভী সাহেবের গলা

কানে ভেসে আসলো। তিনি বললেন,”সৈয়দ নাছির উদ্দিনের প্রথম মেয়ে সৈয়দা ইসরাত নাছিরকে নগদ সাঁইত্রিশ লক্ষ দেনমোহর দার্য করিয়া, কোনোপ্রকার চাপের সম্মুখীন না হয়ে এই বিয়েতে রাজী থাকলে বলো বাবা আলহামদুলিল্লাহ....পরেরটুকু শেষ করার আগেই সে বিনা দ্বিধায়

নিজের গম্ভীর পুরুষালি সুরে বলে ওঠল,”আলহামদুলিল্লাহ, কবুল, কবুল, কবুল।

মৌলভী সাহেব হাতের মাইকে বলে ওঠলেন,

“আমাদের বর বিয়ের জন্য মনে হচ্ছে একটু বেশিই অধৈর্য্য, উনাকে একবার বলতে বলা হলোই না কবুল বলার জন্য আর উনি তিন তিনবারই বলে ফেললেন।

মৌলভীর কথায় সবাই ঠোঁট টিপে হেসে উঠল। নাছির সাহেব রেজিস্ট্রি পেপার এগিয়ে দিতেই সেখানে জায়িন সিগনেচার করল তড়িৎ গতিতে। পরপর তা হস্তান্তর করা হলো ফুলের অপাশে বসে থাকা ইসরাতের নিকট। সে কাঁপা হাতে নিজের নাম লিখতেই উকিল নিজের হাতে রেজিস্ট্রি পেপার নিয়ে ঘোষণা করলেন,”আজ থেকে আইনত

সম্পূর্ণভাবে সরকারের দৃষ্টিতে এই বিয়ে বৈধ্য।উকিলের কথা শেষ হতেই জায়িন উঠে দাঁড়াল নিজের জায়গা থেকে, ধীর পা এগোলো সামনে বসে থাকা দ্বিতীয় বারের মতো বিয়ে করে নেওয়া মেয়েটার কাছে। ফুলের পাতলা আবরণ দু-হাতে সরিয়ে দিয়ে সুঠাম দেহি শরীর নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সহধর্মিণী সম্মুখে। আলতো হাতে ইসরাতের

বাহু চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে মুখের উপর ওড়না দ্বারা ঢাকা স্তর সরিয়ে দিল। দেখল লজ্জায় চোখদুটো নিচের দিকে স্থির করে রেখেছে মেয়েটা। জায়িন একহাতে পিঠ চেপে শক্ত করে নিজের বাহুডোরে প্রথমে আটকে নিল, জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্টে। নিস্তব্ধ কাটল দুয়েক মিনিট, অতঃপর বাহুবন্ধনী হতে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের সামনে নিশ্চুপ

ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ইসরাতের মুখে নিজের দৃষ্টি স্থাপন করল। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে থুতনি উপরের দিকে উচিয়ে কপালে চুমু খেল খুবই সূক্ষ্মভাবে। বাড়ির বড়রা ততক্ষণে বুফের দিকে চলে যেতে অগ্রসর হলেন, যাতে পর্যাপ্ত স্পেস মিলে তাদের। নুসরাত, ইরহাম, আহান তখনো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে জায়িনের দিকে।

জায়িনকে তাদের দিকে ফিরে তাকাতেই নুসরাত তড়িঘড়ি করে হোস্টের মতো হাতে মাইক নিয়ে বলে ওঠল,”খাবার দেওয়া হয়েছে, আপনারা যে যার মতো বুফে হতে খাবার নিয়ে খেতে শুরু করুন। নুসরাতকে হোস্টের মতো মুখ বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইরহাম গলা খাঁকারি দিল। নুসরাতের দিকে জায়িনের স্থির

আগ্রাসী দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল নিজের দিকে। বলল,“আপুকে নিয়ে ওই টেবিলে চলুন ভাইয়া।

ইসরাত নিজের মুখের উপর দেওয়া বড় ঘোমটা প্রথমে সরিয়ে ফেলল। তা হস্তান্তর করল মমোর কাছে। মমো সুন্দর করে নিজের কাছে সামলে নিল ওড়নাটা। বলল,”সবাই যান আমি গাড়িতে এটা রেখে আসছি।

মমো চলে গেল বাহিরে হাতের বিশ মিটার লম্বা দৈর্ঘ্যে ওড়নাটা রাখতে। ইসরাত সামনে হাঁটা ধরতেই জায়িন তার লেহেঙ্গার পেছন নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। খাবার এড়িয়ায় যেতে যেতে যার যার সাথে দেখা হলো কুশল বিনিময় করল, ততক্ষণ পর্যন্ত তার লেহেঙ্গার দায়বার পুরোটা সামলালো জায়িন।ইসরাত সামনে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে যেতেই

জায়িন তার লেহেঙ্গা সুন্দর করে গুছিয়ে নিজেও চেয়ার টেনে বসল। ততক্ষণে সৌরভি, ইরহাম, আহান প্লেট সাজিয়ে এনে রাখল সবার সামনে। শাড়ি নিয়ে হাঁটতে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে সৌরভির, সেটা কতক্ষণ যাবত লক্ষ করল ইরহাম। এবার টেবিলে খাবার রেখে ফিরে যেতে নিবে, শার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে ইরহাম চেয়ার টেনে বের

করল। কোমলতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে ওঠল,”তুমি বসো, আমি আর আহান আনতে পারব।সৌরভি দ্বিধা নিয়ে না করতে যাবে ইরহাম তার পূর্বেই আদেশ দিয়ে বলে ওঠল,”বসো..! আমরা পারব!

ধমক মিশ্রিত কণ্ঠ ইরহামের। সৌরভি আর কোনো দেনামোনা করল না। ইরহামের অস্বাভাবিক দৃষ্টি নিজের ওপর ঘূর্ণনমান দেখে

বসাই শ্রেয় মনে হলো তার নিকট। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তো এই দৃষ্টির হাত থেকে সে মুক্তি পাবে। সৌরভি চেয়ারে বসতেই ইরহাম চেয়ারের হাতল হতে হাত সরিয়ে নিল। ইন করে পরিহিত শার্টের অন্য হাতের হাতা গুটিয়ে নিয়ে বুফের দিকে হাঁটা ধরল।মৃন্ময় নিজের বাবা নিহাল মির্জা সাথে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। তাদের কানে

পৌঁছায়নি এখনো খাবারে কথা।বিয়ে বাড়িতে এসে কনের জায়গায় নকল চুল পরিহিত ওই ছেলে রুপী মেয়েকে দেখে মৃন্ময় আর তার বাবা দু-জনেই স্তব্ধ, নির্বাক। হঠাৎ তাদের সম্মুখীন হলেন হেলাল সাহেব। প্রথমে তিনি খেয়াল করলেন না মৃন্ময়কে। পরম কাছের বন্ধু নিহাল মির্জাকে দেখে দু-হাতে জড়িয়ে নিলেন বুকের কাছে। এরপর খেয়াল

হলো মৃন্ময়কে। ভ্রু কুটি করে কিৎকাল তিনি চেয়ে রইলেন পুলিশ অফিসারের দিকে। নিহালের পানে নেত্র নিবিষ্ট করতেই তিনি হ্যাঁ ভঙ্গিতে স্বীকারক্তি দিলেন মৃন্ময় তারই ছেলে। হেলাল সাহেব চশমার আড়ালে ঢাকা ছোট ছোট চোখে পরিলক্ষণ করলেন ছেলেটাকে। পরপর দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন মৃন্ময়কে নিজের বুকের

মধ্যে। বলে ওঠলেন,”এই জন্যেই বলি চেনা চেনা কেন মনে হয় এই ছেলেকে। গতকাল সকালে এই ছেলেকে দেখে তোমার কথা মনে হয়েছিল, পরে মনে হলো মনের ভুল। এমন মাথামোটা, গোবরঠাসা ছেলে আমার বন্ধুর পুত্র হতেই পারে না।অপমানে মৃন্ময়ের মুখ থমথমে হয়ে গেল। নিহাল মির্জা বন্ধুর স্বভাব ভালোই জানেন। যে তার কাজে ঠ্যাং

ঢোকায় তাকে দু-চোখে দেখতে পারেন না তিনি। আর এটা বুঝতে বাকি রইল না তার একমাত্র গুণোধর ছেলেকে বন্ধুর মোটেও পছন্দ হয়নি। বন্ধুর কথায় সামান্য হেসে নিলেন। নিজেও ভাবলেন এই সুযোগে তার ক্যাটক্যাট করা ছেলেকে একটু আকটু অপমান করা যায়। যে ছেলে তার একটা কথা মাটিতে ফেলতে দেয় না সে ছেলে

আজ মুখে বুজে আছে, জবাব দিচ্ছে না,নীরবে হজম করে যাচ্ছে হেলালের কথা। তাই তিনিও সহমত পোষণ করে বললেন,”ঠিক ঠিক..! হেলাল সাহেব এবার বন্ধুর পানে চাইলেন। বন্ধুর উৎসাহী মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে বললেন,”তুই তো আরো বড় গাধা, মৃন্ময়ের মাকে বিস্কুটের প্যাকেট দিয়ে যে প্রেম নিবেদন করেছিস তা বলেছিস ওকে..

নিজের ছেলের সামনে বন্ধুর পার্সোনাল অ্যাটাকে হাস্যরস মুখ একদম চুপসে গেল। মৃন্ময় বাবার মুখের পানে চেয়ে ঠোঁট চেপে হাসতে হাসতে জানতে চাইল, “আর কী কী কান্ড করেছেন বাবা?

হেলাল সাহেব গল্পের ঝুড়ি খুলে বসলেন। তার উৎসাহ দেখে কে! বন্ধুর সকল রহস্য ফাঁস করে দিতে গিয়ে শব্দ করে হেসে উঠলেন।

বললেন,”তোমার বাবার তো অনেকগুলো প্রেমিকা ছিল। তো, সে কী করেছ জানো, ওই প্রেমিকা গুলোকে কবিতা লিখে দিত চিঠির মাধ্যমে। আর তার সাপ্লাইয়ার হতাম আমি..!

মৃন্ময় নিজেও হিহি করে সৌজন্যতার ভঙ্গিতে দাঁত কেলাল। বাবার দিকে চেয়ে ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইল,”তাই নাকি? আম্মু তো জানে ওসব, তাই

না?নিহাল মির্জা দু-পাশে মাথা নাড়ালেন না ভঙ্গিতে, আবারো হ্যাঁ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন। ছেলের মুখ বন্ধ করাতে কিছু বলতে যাবেন তার পূর্বেই আরেকটা বোমা ফাটালেন হেলাল সাহেব। বললেন,"আরে তোমার মা জানবে কী করে? আপা তো একটু বোকাসোকা টাইপ ছিলেন, তাই তোমার বাবা বিবাহের

পরেও দুটো প্রেমিকা পেলে রেখেছিল।

উত্তেজনায় উঠে বন্ধুকে সব বলে দিতে দেখে একহাতে বন্ধুর সুঠাম দেহি হাত চেপে ধরে দ্রুত পদক্ষেপে টেনে নিয়ে গেলেন নিহাল মির্জা। বাবা চলে যেতেই মৃন্ময় ঠোঁট টিপে হেসে উঠল। আশপাশে নজর বুলিয়ে নিজের হাসি সংযত করে নিবে তার

পূর্বেই গলার আওয়াজ ভেসে আসলো নুসরাতের।

“আরে আপনি, বিনা দাওয়াতে চলে আসছেন?মৃন্ময়ের মাথা ঝাঁঝিয়ে উঠল। একজন চলে যেতেই আরেকজনের আগমন। ভ্রু উচিয়ে কিছু বলতে নিবে, নুসরাত তার মুখে সূক্ষ্ম চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুধাল,”আরে বাহ্ আপনি হাসতেও জানেন? আমি তো মনে করেছিলাম আপনি শক্ত

চামড়ার জেদি একজন মানুষ, যে হাসতেও জানে না।

মৃন্ময় কপালে তীক্ষ্ণ পরিধির ভাঁজ ফেলে বলে ওঠল,

“আপনার থেকে সামান্য কম জেদি..!

নুসরাত স্বীকার করে নিল সে জেদি। বলে ওঠল,

“ আমি জেদি বলেই আমি নুসরাত নাছির, জেদি নাহলে অন্য কিছু হতাম।

মৃন্ময় বলে ওঠল,“আপনাদের সবার মুখ কেঁচির মতো চলে..!

“শুকরিয়া। খাবার দেওয়া হয়েছে, যান খেয়ে ফেলুন।

মৃন্ময় কথা না বাড়িয়ে চলে যেতে নিল, নুসরাত ফির ডেকে উঠল।

নাম ধরেই ডাকল,”এই যে মৃন্ময়, এদিকে...!

মৃন্ময় ঘাড় বাঁকিয়ে ফিরে চাইতেই নুসরাত হাসল। ডার্ক রেড কালার পরিহিত শার্টের দিকে ইশারা করে বলল,”আই হেট রেড, বাট ইউ্যের আউটফিট...তর্জনী আঙুল আর বুড়ো আঙুল একত্রিত করে দেখাল গর্জিয়াস। মৃন্ময় চোখে মুখে অবাকতা ফুটিয়ে তুলে ঠাট্টা করে

বলল,”মিসেস নুসরাত নাছির দেখছি প্রশংসা করতে জানেন!

নুসরাত নির্দ্বিধায় বলে ওঠল,

“আমি কখনো ভালোকে ভালো বলতে কার্পণ্য করিনা।বৃষ্টির রিনঝিন শব্দে চারিপাশ মুখরিত। বারিধারা নিজ শ্রীয়তা বজায় রেখে অনবরত নিচে পতিত হচ্ছে। ঠান্ডা হিমেল বাতাস কনভেনশন হলের মোটা মোটা দেয়াল ভেদ করে প্রবেশ

করতে পারছে না, দেয়ালের ধাক্কায় ফিরে যাচ্ছে বিপরীত দিকে। বাহিরের এই হিমেল বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলেও কনভেনশন হলের ভেতর এসির ঠান্ডা বাতাসে শীতল হয়ে আছে। খাবারের স্থানজুড়ে কিলবিল করছে মানুষেরা। অতিরিক্ত মানুষের সংস্পর্শে মানুষের গরম লাগার কথা থাকলেও কৃত্রিম বাতাসে শরীর, মন

দুটোই শীতল হয়ে আছে।নুসরাত নিজেও কিলবিল করতে থাকা মানুষের ভেতরের একজন। নিজের প্লেট সুন্দর করে সাজিয়ে হেঁটে সামান্য আগাতেই অসাবধানতা বসোতো ধাক্কা লাগল শক্ত বুকের সাথে তার মাথার। সে চোখ তুলে উপরে না তাকিয়ে সর্বপ্রথম শক্ত করে ধরে রাখা নিজের খাবারের প্লেটের দিকে তাকাল, যখন নিশ্চিত

হলো হ্যাঁ খাবার এবং প্লেট দুটোই অক্ষত আছে তখন চোখ তুলে ধীরে সুস্থে উপরে তাকাল। চোখাচোখি হলো আরশের সাথে, যে পকেটে হাত রেখে টানটান হয়ে সামনে দাঁড়ানো। আরশকে দেখতেই কপালে ভাঁজ ফেলল নুসরাত। আরশ নিজেও নুসরাতের দিকে চেয়ে ভ্রু উচাল। সামান্য ভ্রু এর এদিক সেদিক করতেই নুসরাত ও

ভ্রু উচাল একই ভঙ্গিমায়। নুসরাত জানে তার ভ্রু উচানো ঠিকঠাক হয়নি তারপরও চেষ্টা করল আরশের মতো। আরশ পকেটে হাত রেখে ঝুঁকে আসলো নুসরাতের দিকে। নিজেদের ভেতরে ইঞ্চি পরিমাণ ফারাক রেখে হিসহিসিয়ে শুধাল,"কী?নুসরাত নিজের হাতের প্লেট নিজেদের মাঝখানে বাঁধা

হিসেবে ধরে রাখল। নিজেও জিজ্ঞেস করল,”কী?

আরশ নিজের জ্বলজ্বল করা শিকারী চোখগুলো বোলাল নুসরাতের আপাদমস্তক। অতঃপর বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষালি তীক্ষ্ণ চোখগুলো স্থির হলো মেয়েলি নির্লিপ্ত মুখটায়। হাতের সাহায্যে থুতনি চেপে ধরে দু-পাশে মুখটা ঘুরিয়ে দেখল অনেকক্ষণ যাবত। নুসরাতের চুপচাপ থাকা

আরশকে আরেকটু আশকারা দিল, সামান্য এগিয়ে আসতেই সন্তর্পণে প্লেটে থাকা নাইফ নুসরাত চেপে ধরল আরশের গলার কাছে। তার বাচ্চামো কান্ডে পুরুষালি উজ্জ্বল সৌম্য চেহারায় খেলে গেল উপহাসের হাসি। মেয়েলি থুতনি থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ঘাড় বাঁকাল সামান্য। নিজের ধারালো চোয়ালে হাত বুলিয়ে বলে ওঠল,"ইউ থিংক

আ’ম গোন্না বি স্কেরেড অফ দিজ লিটেল ফাকিং নাইফ..?

নুসরাত হাসল ঠোঁট বাঁকিয়ে। হাতে থাকা ছোটো খাটো বাটার নাইফটা আরশের পুরুষালি গলার খাঁজে আরেকটু দাবিয়ে ধরল। নিজেও হিসহিসিয়ে জানতে চাইল,”আপনার কী মনে হয় এই সামান্য ছুরি দিয়ে আমি আপনাকে আক্রমণ করব? আরশ ঠোঁট উল্টিয়ে দু-পাশে মাথা

নাড়াল। গম্ভীরতার মিশ্রণে বলে ওঠল,”উঁহু, এটা কেন করবেন! আপনি নুসরাত নাছির, আপনি তো সবার থেকে আলাদা..!

আরশ নুসরাতের হাতের খাবার আলগোছে টেনে নিল নিজের হাতে। ঘাড় বাঁকিয়ে খাবারের দিকে চাইল, চোখের সামনে পর্দশন হলো বেশ কিছু খাবার। স্টাটার হিসেবে ছিল চিংড়ির সালাদ, মিনি পেস্ট্রি, চিজ,

ব্রুস্কেত্তা, সুপ শর্ট, এসবের সবকিছু টেবিলে টেবিলে দেওয়া হয়েছে। নুসরাত মেইন কোর্সগুলা নিয়েছে। গ্রিলড স্টেক, মেশড পটেটো, পাস্তার সাথে হোয়াইট সস, আর ফ্রুট সালাদ..! আরশ নুসরাতের প্লেট থেকে ছু করে ফর্ক তুলে নিল। ফ্রুট সালাদ থেকে ফ্রুট ফর্কের ডগায় আলগোছে তুলে নিয়ে মুখে ঢোকাল। দাঁতের পাটির নিচে পিষে নিয়ে

আরাম করে নুসরাতের পানে তাকাল। বলে ওঠল,”দারুণ ফ্রুট সালাদটা। ইউ ওয়ানা ট্রায়?নুসরাত চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে চেয়ে রইল। আরশের কথা কানে না তুলে দপদপ করে উঠা মস্তিষ্ককে ঠান্ডা রেখে, ইশারা করল আরশের উচিয়ে ধরা প্লেটের দিকে। বলে ওঠল,”আমার প্লেট ওইটা, নিজে নিজে প্লেট তৈরি করে খান..!

নুসরাত প্লেট নিতে হাত বাড়াতে যাবে আরশ তা উপরের দিকে তুলে ধরল। নুসরাত হাত বাড়িয়ে নাগালে পেল না, তাই আরশের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল সামান্য লম্বা হতে। আরশ কিছু বলল না, নিশ্চুপ একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল স্টান হয়ে। শু জুতো পরা পায়ের উপর নিজের পায়ের পাতায় ভর রেখে লাফ মেরে নিজের প্লেটটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা

করল। এতে নিজের ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে যেতে নিল, পড়ে যাবে, এমন মুহূর্তে শক্ত সামর্থ একখানা পুরুষালি হাত পেঁচিয়ে ধরল নুসরাতের মেয়েলি কোমর নিজের সাথে।। গায়ে জড়ানো আষ্টেপৃষ্টে থাকা কালো শার্টের বোতাম গলার কাছ থেকে ছুটে গেল টান পড়ায়। গুটিয়ে রাখা শার্টের হাতার উপর দিয়ে ভেসে উঠল পুরুষালি হাতের রগ। নুসরাত

পড়ে যাওয়ার শঙ্কায় ব্যালেন্স রাখতে আরশের গলা পেঁচিয়ে ধরল নিজের বাঁ-হাত দিয়ে। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে হাত বাড়াতে যাবে আরশের গলা কানে আসলো,"আপনি এত ছোট হয়ে পারবেন ওতো উঁচুতে থাকা প্লেট নিজের কব্জায় নিতে? নুসরাত কটমট করে তাকাল আরশের পানে। পেঁচিয়ে ধরা হাতে আরোকটু শক্তি প্রয়োগ করে

আরশের ঘাড় নিজের দিকে নামিয়ে নিয়ে আসলো। নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে গেল তার সংস্পর্শে। ইঞ্চি খানিক ফাঁকা জায়গা নিজেদের ভেতর রেখে হিসহিসিয়ে আওড়াল,”একদম হাইট নিয়ে টানাটানি করবেন না!

“তো তুই খাটো তোকে সেটা বলব না?

” আমি খাটো নই, আপনি একটু বেশি লম্বা।

আরশ নুসরাতকে উপহাস করে হাসল। বলল,“এত খাটো তুই?

নুসরাত নিজেও খিঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল,

” এত লম্বা হয়ে কী করেছেন জীবনে আপনি?

আরশ নুসরাতের কথায় প্লেটের দিকে ভ্রু দিয়ে ইশারা করে

বলল,”এই যে তোর প্লেট ধরে রেখেছি উপরে..!

“এই কাজ করে নিজেকে খুব শক্তিমান মনে করতেছেন?

“অবশ্যই..!

নুসরাত নিজের প্লেটের দিকে ইশারা করে বলল,

” দিবেন না আমার প্লেট?

“জ্বি না..!

” এত অহংকার কেন আপনার? আরশ আশপাশ তাকিয়ে ভ্রু উচিয়ে হিম করে দেওয়া শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল,”কোথায় অহংকার?

নুসরাত তার ডান-হাতের তর্জনী আঙুল দিয়ে আরশের পুরুষালি ক্লিনসেভ করা ধারালো চোয়ালে ধাক্কা দিল। ইশারা করে বলল,”আপনার পুরো মুখে স্পষ্ট দম্ভ

ভেসে আছে। সামান্য সাত ইঞ্চি লম্বা হওয়ায় এত অহংকার দেখাচ্ছেন?

“আমি কখন অহংকার দেখালাম..? আমি শুধু বললাম তুই এতটুকু, আর আমি এতটুকু।

আরশ তর্জনী আর বুড়ো আঙুল একত্রিত করে দেখাল দু-ইঞ্চি নুসরাত আর নিজেকে দেখাল অনেক বড়। নুসরাত খেঁকিয়ে উঠে বলল,” লম্বা হওয়ায় অহংকারে পা

মাটিতে পড়ছে না?“আমি মাটিতেই দাঁড়িয়ে আছি, নিজের দু-পা দিয়ে। চোখে কম দেখেন আপনি?

“আপনি একটুও নিজের ভুল স্বীকার করবেন না? জীবনে নিচে ঝুঁকবেন না, তাই না?

আরশ নিষ্প্রাণ কালো বলয়ের নেত্র ঘোরাল মেয়েলি বিরক্ত মুখটায়। নুসরাতের দিকে ঝুঁকে আসতে আসতে বলল,”আপনার সাথে কথা

বলতে হলেই আমার প্রতি সেকেন্ডে নিচের দিকে ঝুঁকতে হয়, আর কত ঝুঁকব?

শেষের কথাটা ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল। নুসরাতের রাগে ইচ্ছে করল এই ব্যাটার পুরো পা লাফিয়ে ভেঙে ফেলতে। নির্লিপ্ততা মুখে বজায় রেখে কড়মড় করে ওঠে বলল,"আবারো অপমান? সামান্য একটু লম্বা হওয়ায় এত অপমান আরশ ভাই..?আরশ

কোনো একটা কথার জের ধরে খেঁকিয়ে উঠল। চোখদুটো ঈগলের মতো করে চেয়ে, মুখটায় রাগ ফুটিয়ে তুলল নিমেষেই।অগ্নিগিরির লাভার ন্যায় ফুলে ফেপে ওঠে চোখ দুটো বৃহৎআকার করে জিজ্ঞেস করল," এই কে তোর ভাই? আরেকবার ভাই বলে দেখ, ট্রিগার পয়েন্টে রেখে একদম মেরে ফেলব, বেয়াদব..! নিজেকে দেখ, কত বড়

নির্লজ্জ হলে স্বামীকে ভাই বলিস? নুসরাতের কোমরে রাখা আরশের হাতের শক্ততা বাড়ল। পুরুষালি হাতের চাপা পিষ্টনে মুচড়ে উঠল মেয়েলি শরীর। নুসরাত নিজেও আরশের গলার কাছে রাখা হাত কাজে লাগাল। নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ঘাড়ে নখ দাবিয়ে চেপে ধরল। কঠোর কণ্ঠে আরশকে ভেঙ্গিয়ে আওড়াল,"আমি নির্লজ্জ তা আমি

জানি, একই কথা কতোবার বলবেন নতুন কিছু বলুন। এই কথা শুনতে শুনতে আমার কান ও লজ্জা পাচ্ছে। আর আপনি আমার কীসের স্বামী, আমি আপনাকে কোন স্বামী-টামি মানি না। আপনাকে আমি বর্তমানে বড় ভাইয়ের চোখে দেখছি, বুঝেছেন আরশ ভাই?

আরশ হিসহিসিয়ে বলল,

“বেয়াদব গলা টিপে মেরে ফেলব..!

নুসরাত আরশের বাহুবন্ধনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। পনিটেল করে রাখা চুলগুলো ঝাড়া মেরে যেতে যেতে দম্ভ জাহির করে বলল," আরশ ভাই, আরশ ভাই, আরশ ভাই, কী করবি দেখে নিব..! স্সালা!খাবার টেবিলের একপাশ জুড়ে বসে আছে জায়িন ইসরাত, সৌরভি, ইরহাম, আহান, মমো, অনিকা, মাহাদি, মৃন্ময়। নুসরাত

এসে নিজের জন্য চেয়ার টেনে বের করে বসতে নিবে আরশ তা টেনে দিল। নুসরাত একবার আরশের দিকে চেয়ে চুপচাপ প্লেট নিয়ে বসে গেল চেয়ারে। আরশ নিজের হাতের প্লেট টেবিলে রেখে সামনে আকস্মিক সবার মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়া মৃন্ময়ের দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলে বসারত সবাই চোখা দৃষ্টি দিলেও মাহাদি, আর জায়িন নির্লিপ্ত। সে

স্পুনের সাহায্যে পাস্তা তুলে নিজের মুখে ঢোকাচ্ছে। আরশ এগিয়ে যেতে যেতে মৃন্ময় দু-হাত মেলে দিল দু-পাশে। দু-জনের দু-জনের সাথে জড়াজড়ি শেষে সামান্য কথা বলল। পরপর আবার চেয়ার টেনে বসে পড়ল দু-জনেই পাশাপাশি। মাহাদির পাশে বসারত নুসরাত দু-জনের দিকে কিৎকাল চেয়ে থেকে ফিসফিস করে শুধাল,"এদের এত পুতুপুতু

আমার চোখ সহ্য করতে পারছে না? কী সম্পর্ক এদের মধ্যে? এবার বলবেন না আপনি ওদের মধ্যে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।মাহাদি নিজের খাবার মুখে ঢুকিয়ে একইভাবে নুসরাতের দিকে ঝুঁকে আসলো। গলার আওয়াজ তার মতো রেখেই বলল,"ওর বন্ধুই..!

নুসরাত বোঝার ন্যায় মাথা নাড়াল। কিছুটা শঙ্কা নিয়ে শুধাল,"কিন্তু বন্ধুত্ব

হলো কীভাবে? এই মৃন্ময়ের বাচ্চা গেল বা কী করে ওখানে?

“স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ ছিল ও, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমেরিকা থেকে ঘুরতে এসেছিল প্যারিস তখন দেখা আমাদের সাথে, তারপর সম্পর্ক। পরে জানা যায় যে আঙ্কেলের সাথেও নাকি মৃন্ময়ের বাবার বন্ধুত্ব।

নুসরাত ভ্রু উচিয়ে বাহবা দিল। নিস্প্রভ কণ্ঠে বলে ওঠল,” হোয়াট আ কোয়েন্সিডেন্স?

নিজেদের খাবার খেতে ব্যস্ত হলো সবাই। নুসরাতের পাশে বসা আহান কখন থেকে ধাক্কাচ্ছিল তাকে। নুসরাত ফিরে চাইতেই এতক্ষণের সকল উত্তেজনা ফুস করে হাওয়া হয়ে গেল। মিনমিনিয়ে জানতে চাইল,”এই পুলিশ এখানে

কেন?“আরশ নামক বাঁদরের নাকি ওই ব্যাটা মৃন্ময় বন্ধু। দুটোই তো এক, একদম খাইষ্ঠা..!

আহান সহমত পোষণ করল। নিজের কাছে বসা ইরহামকে নুসরাতের কথাগুলো রিপিট করে বলল। নাকের পাটা আকাশে তুলে। ইরহাম মমোর কাছে বলল, মমো বলল সৌরভিকে, সৌরভি বলল ইসরাতকে। অতঃপর সবাই

নিজেদের সিগনেচার স্টাইলে মাথা নাড়াল উপর নিচ।নীরবতা পালন করে সবাই ধীরে ধীরে খেতে লাগল। হঠাৎ হঠাৎ শোনা গেল নুসরাতের ফিসফিসানো। একবার মাহাদির সাথে তো একবার আহানের সাথে করছে। কিছুক্ষণ পর ইসরাতের খাবার খাওয়া হাত থামল। আশপাশ চোখ বুলিয়ে টেবিল দেখে নিল। নিজের

প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পেতেই হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে ইরহাম তা টেনে নিল। ফ্রাইড চিকেন থাকা প্লেট হতে শেষ চিকেন পিসটা তুলে নিল সে। বোনের বাড়ানো হাত সে দেখেনি। অকপটে তা গাপুসগুপুস করে মুখে পুরে নিল। জায়িন চুপচাপ লক্ষ করল এতক্ষণ ঘটে যাওয়া ঘটনা। পাশ ফিরে দেখল চুপসানো মুখ নিয়ে বসে থাকা

সহধর্মিণীকে। নিজের প্লেটে থাকা অক্ষত ফ্রাইড চিকেন পিসটা তুলে দিল ইসরাতের প্লেটে। ইসরাত অবাক চোখে চেয়ে নাকচ করতে নিবে জায়িন বলে ওঠল," চুপচাপ খান! কথা বেশি বলতে আমি বলিনি আপনাকে।কথায় কিছুটা ধমক আর শাসন মিশানো ছিল। ইসরাত নাইফ দিয়ে কেটে খাবে জায়িন নিজেই ফর্ক দিয়ে চেয়ে ধরে নাইফ দিয়ে

ফটাফট কেটে দিল। ইসরাতকে তার পানে বারংবার তাকিয়ে থাকতে দেখে বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষালি চোখ দুটো খাবারের দিকে ইশারা করে বলল,"খাবার ওদিকে, আমার দিকে নয়..! তাকিয়ে থাকলে পেট ভরবে না, তাই খাবার খান।

নুসরাত আর আহান পাশাপাশি বসায় দু-জনেই ড্যাবড্যাব করে ওদিকে চেয়ে রইল জায়িন আর

ইসরাতের দিকে। আহান বলে ওঠল,”কী ক্যায়ারিং হাজবেন্ড ভাই?
নুসরাত চোখের পাতা হাতের তালু দিয়ে মুছে, নাক টানল। আহানের শার্টে সর্দি মুছে বলল,”ইমোশনাল হয়ে গেলাম ভাই..!আহান নিজের শার্ট টিস্যু দিয়ে পরিস্কার করে নিল নাক উচিয়ে। নুসরাতকে বিরক্তি সুরে বলল,”ইমোশনাল হলে চোখ দিয়ে পানি পড়বে, তোমার নাক

দিয়ে পড়ছে কেন? এবার বলো না নুসরাত নাছির মানেই আলাদা..!

নুসরাত চোখ সরু করে হাসল। ঠোঁট দুটোচোখা করে ফু দিল আহানের সামনে আসা ছোট ছোট চুলগুলোকে। বলে ওঠল,"আমি এটাই বলতাম..!দু-জনেই খিটমিট করে হেসে উঠল। সবাইকে তাদের দিকে তাকাতে দেখে মুখ চুপসে নিয়ে হাসি বন্ধ করল। আড়চোখে

ইসরাত আর জায়িনের দিকে তাকিয়ে দু-জনেই হাসল হা হা হি হি করে। আহান জিজ্ঞেস করল নুসরাতকে,”আজ রাতে কিছু করবে? নুসরাত আড়চোখে দেখল আহানকে। নিষ্পাপ মুখ বানিয়ে বলে ওঠল,”উঁহু না..! দু-সেকেন্ড আগে ভালো হয়ে গেছি!

কথার পৃষ্ঠে লুকিয়ে থাকা শয়তানি টের পেল আহান। দু-জনেই দু-

জনের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো। বিচ্ছুদুটোর ঠোঁট বেয়ে ভয়ে গেল শয়তানি হাসির বাহার!স্টেজের আশপাশ জুড়ে বসে আছে সৈয়দ বাড়ির লোকজন। ইসরাত আর জায়িন বসে আছে সজ্জিত সাদা ফুলের কারুকাজ করা আরামদায়ক সোফায়। তাদের সামনের টাইলসের কারুকাজ তোলা মেঝেতে আসন পেতে বসেছে নুসরাত, সৌরভি,

আহান, মমো আর ইরহাম। গোলাকার স্থানের মাঝ বরাবর রাখা আছে ফুল দিয়ে সজ্জিত পানির গোল পাত্র। পাতিলের তৈরি গোলাপি জলের বাটিটায় ফুলের সমারহে টইটুম্বুর। ফ্রেশ ফুলের ঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে সুরসুর করে। চারিপাশ মো মো করছে অস্বৈর্গিক সেই সুগন্ধিতে। হাতে থাকা ফুলের পাপড়ি বাটিতে ছিটিয়ে দিল সবাই।

সবার শেষে নুসরাত কোলে থাকা অবশিষ্ট কিছু ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দিল পাত্রে। নিজের হাতের ছোট্ট পাথরের কারুকার্য করা ব্যাগ হতে সাদা পাথরের আংটি বের করে উচিয়ে সবাইকে দেখাল। এরপর তা পানিতে ছেড়ে দিল সবার সম্মুখে। মাহাদি আরশের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শুধাল,"এটা আবার কী রিচুয়্যাল? আরশ নিজের নির্লিপ্ত মুখখানি

ঘোরাল মাহাদির দিকে। ঝাঁঝিয়ে উঠে জানতে চাইল,”আমার মুখ দেখে তোর কাছে মনে হয় আমি জানি এটা কোন রিচুয়্যাল?

মাহাদি আরশের ঝাঁঝিয়ে উঠা দেখে ঠোঁট টিপে হাসল। জ্বালানোর জন্য আবারো তোষামোদ করে বলে ওঠল,”জেনে থাকলে বল না ভাই..!

আরশ কড়মড় করে দাঁতের পাটি চাপল। হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”আমি

যদি জানতাম কী রিচুয়্যাল, তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে এসব দেখতাম না? গবেট একটা!

“তা তো ভালো করেই জানি!মাহাদি শেষের কথাটা মিনমিন করে বললেও তা স্পষ্ট শ্রবণ হলো আরশের। তবুও ঠোঁট চেপে মুখ বন্ধ করে নিল, কিছু বললেই আবার এটার শুরু হবে প্যানপ্যান.! আর এই মুহুর্তে কানের কাছে এসব সহ্য

করার মোটেও ধৈর্যশক্তি নেই। তাই পকেটে হাত পুরে টানটান হয়ে দাঁড়াল।

জায়িন কিৎকাল সামনে উৎসাহী মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পুরো পরিবারের মানুষের পানে একবার চেয়ে নিল। এক ভ্রু উচিয়ে শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল,"এটা কী?

শব্দে মারাত্মক গম্ভীরতা। নিষ্প্রাণ বলয়ের আমন্ড কালার চোখের দিকে

সরাসরি নিজের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল নুসরাত। কিছু বলতে নিবে তার পূর্বেই হেলাল সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসলো,”পানিতে থাকা আংটিটা তোমাদের মধ্যে যে আগে পাবে তার রাজত্ব চলবে সংসারে, তার কথায় হবে সব, তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা এমন মনে করেন।

জায়িন নাকচ করতে নিবে চোখে ভাসল আরশ, মাহাদি, অনিকার

উৎসাহী। নাকচ করার ইচ্ছেটা থাকলেও নিজের ভেতর গুটিয়ে নিল।সৈয়দ পরিবারের মানুষের চাপাকলে পড়ে একপাশে মুখ চুপসে এসে দাঁড়িয়েছে মৃন্ময়। চোখ-মুখে দেখার প্রবণতা, কিন্তু মুখের ভাবটা এমন এসব জোর করে ধরে দেখানো হচ্ছে তাকে। আসলেই কী তাই.! উঁহু না, মানুষ জানলে হাসবে মৃন্ময় তুষার নাকি এই পাগল

লোকদের ভীরে থাকতে আজ বেশ পছন্দ করছে। এরা যতই উল্টাপাল্টা কাজ করুক পারিবারিক বন্ধন অটুট কাঠামো দিয়ে তৈরি। বিয়েতে আসা আত্মীয়ের সাথে ব্যবহার কী অমায়িক! মৃন্ময় দেখে আর অবাক হয়, দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় এদের দম্ভে পা মাটিতে পড়ছে না, কিন্তু কাছে আসলে সেই দম্ভকে মনে

হয় ধোঁয়াশা, সবগুলো মানুষ নিজেদের মতো মিশুক, আর ভদ্র!

জায়িন নিজের মাতা লিপি বেগমের দিকে তাকাল, এরপর তাকাল মা সমান মেঝ মায়ের দিকে। দু-জনেই চোখের ইশারায় বলছেন শুরু করতে। আহান গলায় ঝোলানো ক্যামেরা চোখের সামনে চেপে ধরল। নুসরাত নড়েচড়ে বসে বলে ওঠল,"আমি শুরু করছি কাউন্ট।

তিন গুনার পর দু-জনেই খোঁজে বের করবে ওটা।

নুসরাত নিজের কথা শেষ করে পাত্রে থাকা ঘোলাটে পানিগুলো নাড়িয়ে দিল চারিদিকে। একই সাথে গণনা শুরু করল,"ওয়ান, টু, এন্ড থ্রি...ইসরাত আর জায়িন পানির ভেতর হাত রেখে খুঁজতে ব্যস্ত হলো সাদা পাথরের আংটিটা। ইসরাত চারিদিকে হাত দিয়ে খুঁজলেও জায়িন

নির্বিকার ভাবে খুঁজছে। এমন ভাব না পেলেই বাঁচে। দু-দলে বিভক্ত হয়ে মা চাচিরা জায়িন ইসরাত বলে চিৎকার করছে। নুসরাত সবথেকে বেশি অবাক হলো যখন দেখল তার মা জায়িনের পক্ষে। প্রশ্ন জাগল মনে এটা তার মা নাকি শত্রু! নিজের মেয়ের পক্ষে না দাঁড়িয়ে মেয়ে জামাইয়ের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।... নুসরাতের অবাকতা বাড়িয়ে দিতে

হয়তো আরো একটা কান্ড চোখে পড়ল তার। এখানে বসা কারোর চোখে না পড়লেও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচতে পারল না সেই দৃশ্য। পানিতে অবস্থান রত পুরুষালি হাতটা আলগোছে নিজের হাতে থাকা আংটি হস্তান্তর করছে মেয়েলি হাতের মুঠোয়। সবার চোখের অগোচর হলেও এই সামান্য বিষয়টা নুসরাতের দৃষ্টির অগোচর হলো না।

কয়েক মুহুর্ত পার হতেই ইসরাত নিজের হাতের মুঠোয় আংটি চেপে ধরে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠল। হাস্যজ্বল মুখে চিৎকার করে উঠে বলল,”আমি পেয়ে গেছি, আমি পেয়ে গেছি!জায়িন নিজেও ইসরাতের সাথে মাথা নাড়াল। নুসরাত আহানের দিকে তাকাতেই আহান ফিসফিসিয়ে আওড়াল,”আপুকে ভাইয়া নিজের হাত থেকে আংটিটা

দিয়ে দিয়েছে, আমি আমার এই গুণাহগার চোখে দেখেছি।

নুসরাত নিজেও সহমত পোষণ করে বলল,

“আমিও দেখেছি, চেপে যা এখন।

নুসরাত আর আহানের কথার মধ্যে ভুতের মতো তাদের মাথার মাঝখান দিয়ে উদয় হলো ইরহামের মাথা। দু-জনের কানের কাছে মুখ রেখে

বলে ওঠল,”ওদের লুকোচুরি খেলা আমিও দেখে নিয়েছি।

পরপর তিনজন একসাথে আওড়াল,“আল্লাহ শকুনের দৃষ্টি দিয়েছেন, এই দৃষ্টি হতে কেন মানুষের জিনিস যে রেহাই পায় না আল্লাহ ভালো জানে..!

সবাই মিলে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। নিজেদের শরীর ছেড়ে দিল একে অপরের উপর। অবশ শরীর নিয়ে

বসে থেকে আলসী ভঙ্গিতে তিনজন তিনজনকে মিনমিন করে বলল,”কবে না জানি কার বাসর টাসর দেখে ফেলি এই চোখ দিয়ে, আল্লাহ..! আমাদের দৃষ্টিশক্তি এত ভালো হতে কে বলেছিল!নুসরাতদের হাই হুতাশ দু-মিনিটের মাথায় থেমে গেল। কিছু একটা মনে হতেই উঠে তিনজন ভোঁ করে দৌড় দিল নিজেদের কাজে। সবাই বিস্ময় নিয়ে

তাকিয়ে রইল তাদের যাওয়ার পানে। দৃষ্টি যতক্ষণে ফিরিয়ে আনবে ততক্ষণে সবাই ফিরে আসলো হাতে ট্রে নিয়ে। সেই ট্রে এর উপর আছে বিভিন্ন রঙ বেরঙের পাইপ বিশিষ্ট গ্লাস। নুসরাত তা নিয়ে গিয়ে সরাসরি সামনে বসল জায়িনের। পাঁচটা কালো সানগ্লাস হাতে নিয়ে পিছু পিছু হাজির হলো ইরহাম আর আহান। একটা ইসরাতের চোখে,

একটা নুসরাতকে, একটা আহানকে, একটা মমোকে আর একটা ইরহাম নিজে পরিধান করল। সাউন্ড সিস্টেমে হল ওয়েতে বাজা শীতল সুরে গানের সাথে গা দুলিয়ে নুসরাত ইরহাম একসাথে বলে ওঠল,"এখান থেকে আপনাকে একটা গ্লাস নিতে হবে, যদি গরুর দুধের গ্লাস পেয়ে যান তাহলে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে

হবে না..লিপি বেগম তেরছা সুরে পেছন থেকে জানতে চাইলেন,”আর না পেলে?

নাছির সাহেব সেই কথার বিপরীতে বাড়ির বাচ্চাদের হয়ে উত্তর দিলেন,”জায়িনকে পয়সা কড়ি খোয়াতে হবে।

নুসরাত নাছির সাহেবের কথার লেজ ধরে বলে ওঠল,

“আব্বার মতামতে পয়সা কড়ি আমাদের পকেটে ঢালতে হবে।

জায়িন ঠাট্টা করল নুসরাতকে। মুখ বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলে ওঠল,” টাকা গাছে ধরে? বললেন আর ওমনি বের হয়ে আসলো?

নুসরাত হেসে দু-পাশে মাথা নাড়াল। নির্মিশেষ দৃষ্টি জায়িনের পানি নিবিষ্ট করে বলল,”গাছে নয় আপনার ওই ক্রেডিট কার্ডে ধরে।“ওগুলো

পরিশ্রমের ইনকাম আমার, ওদিকে চোখ কেন আপনার?

“ আমার তো সব দিকে চোখ, টাকা যেখানে আমরা সেখানে।

শেষের কথায় সুর মিলাল আহান, ইরহাম। মমো আর সৌরভি ভদ্র ভঙ্গিমায় বসে রইল, তাদের মুখে কুলুপ আঁটা। মানুষের ভেতর বসে অস্বস্তি বোধ করছে বেচারিরা। মাহাদির কাছে রীতিনীতি গুলো

দারুণ লাগল। সে জায়িনকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠল,”ভাইয়া দেখো তোমার ভাগ্যে কী আসে? আমি দেখতে চাই তোমার কী টাকা খসানো পড়ে!

মৃন্ময় বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে নীরবতা পালন করল। ইসরাত চোখে চশমা পরে এদিক সেদিক দৃষ্টি ঘোরাচ্ছে, কনে হয়েও ড্যাবড্যাব করে চেয়ে বিয়েতে আসা সবাইকে

অবলোকন করছে! নুসরাত ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,”কোনটা নিবেন আপনি?জায়িন নিজের বুদ্ধিদীপ্ত চোখগুলো দিয়ে দেখল চারটা গ্লাসকে। দুটো লাল রঙের আর দুটো কালো রঙের। সবগুলোর মুখ ঢাকা র‍্যাপিং পেপার দিয়ে। জায়িন সামনে থাকা লাল গ্লাসটার দিকে ইশারা করতেই নুসরাত সেটা তুলে ধরল তার সামনে। সেটা মুখে

ঢুকিয়ে এক ছিপ খেতেই মুখের আকার, ভাব ভঙ্গি বিচ্ছিরি রকম হয়ে গেল। কপাল কুঞ্চন করে হজম করে নিতে নিতে শুধাল,”ভিনেগার কে বলেছে রাখতে?

নুসরাত খুশিতে ডগমগিয়ে উঠল। নিমেষে চোখ দুটো আশাবাদী হয়ে উঠে টাকা পাওয়াএ আশায়। জ্বলজ্বল করতে থাকা দৃষ্টি জায়িনের পানে

নিবিষ্ট করে বলল,”দেন এবার টাকা, কড়কড়ে পঞ্চাশ হাজার চাই!

জায়িন নিজের মুখ স্বাভাবিক করে নিয়ে বলে ওঠল,“কী? পঞ্চাশ হাজার, অসম্ভব!

পরপর নুসরাতের আশায় দীপ্ত হওয়া চোখগুলোকে, আশাহীনতায় ধূলিসাৎ করতে বলে ওঠল,”এক টাকাও দিব না।

নুসরাত বলে ওঠল,

“এমন কথা ছিল না ভাইয়া, আপনি ভিনেগার খেয়েছেন তাই টাকা দিবেন আপনি!

জায়িন নুসরাতের শক্ত করে রাখা মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করল,” আমি কথা দেইনি আপনাকে টাকা দিব বলে। তাছাড়া টাকা না দিলে কী করবেন আপনি?নুসরাত রাগে ফোঁস করে উঠল। নাকের ডগা

হাতের তালু দিয়ে ঘষে মুছে নিয়ে বলে ওঠল,”দিবেন না আপনি টাকা? জায়িন নুসরাতের মতো গলা উচিয়ে জেদি সুরে বলল,“জ্বি না! কী করবেন আপনি? আমার জুতো লুকোবেন?

নুসরাত জায়িনের দিকে বিস্মিত নজরে চাইল। পরমুহুর্তে ঠাট্টা করে হেসে উড়িয়ে দিল সেই বিস্ময়। শব্দ করে হেসে ফেলে বলল,”জুতো

লুকোবো না, আপনার পুরো বউকেই লুকিয়ে ফেলব। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, টাকা দিবেন না আপনি?

জায়িন নিজেও নুসরাতের মতো হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,"আমিও শেষবারের মতো বলছি টাকা দিব না, কী করার করে নিন!নুসরাত উঠে দাঁড়াল গা ঝাড়া দিয়ে। সাথে উঠে দাঁড়াল তার সাঙ্গ-পাঙ্গ দু-জন।

সে কোমরে হাত দিয়ে ঝুঁকে আসলো সোফায় বসে থাকা জায়িনের দিকে। চোখের কালো সানগ্লাস নিচের দিকে নামিয়ে নাকের ডগায় এনে স্থির রাখল। হাত চশমার কাছে রেখে স্বঃস্থবির কণ্ঠে বলল,”কী করি তাতো অবশ্যই দেখবেন! দেখবেন আর আঙুল চুষবেন, করার মতো কিছুই থাকবে

না। যদি কিছু না করি নাম বদলে দিবেন আমার।

মাহাদি পেছন থেকে নুসরাতের কথার জের ধরে হুল্লোড় করে বলে ওঠল,”হ্যাঁ বদলে ছকিনা রাখা হবে আপনার নাম।

নুসরাত মাথা উপর নিচ নাড়িয়ে মেনে নিল। চোখের সানগ্লাসটা ঠেলে অক্ষিপটে অন্তরগত করে বলে ওঠল,”সেটা সময় বলে দিবে,

নিজেদের বউকে সামলে রাখবেন। না হয় দেখবেন হঠাৎ তেলাপোকা এসে ছু মেরে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।ঘড়ির কাটায় তখন রাত একটা ছুঁই ছুঁই। সারাদিনের ক্লান্তি হয়তো এসে সবাইকে চেপে ধরছে তাই কনভেনশন হলে উপস্থিত বয়স্ক লোকেরা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। তারা ক্লান্ত শরীর নিয়ে বসে পড়লেও বসে নেই উড়চন্ডী

সৈয়দ বাড়ির ছেলে মেয়েরা। একজন এদিক দিয়ে বাতাসের মতো উড়ে দৌড়াচ্ছে তো ওদিকে একজন। মানুষের সাথে ধাক্কা খাবে সেই চিন্তায় নেই, নিজ নিজ গতি অব্যাহত রেখে বাদুরের মতো দু-হাত মেলে দৌড়াচ্ছে। নিজাম শিকদার নিজের পরণে থাকা স্যুটের বোতাম খুলে বসলেন সজ্জিত সাদা মখমলের চেয়ারে। বসতেই পায়ের

হাঁটুর ব্যথায় মুখ দিয়ে দুটো ব্যথাতুর শব্দ নিসৃত হলো। চোখ দুটো কুঞ্চন করে সামনে তাকাতেই ব্যথাতুর মুখটায় গোমড়তায় ভর করল। নিজের দুঃখে ভারাক্রান্ত মনটা বিষিয়ে উঠল সকলের খুশিতে।কত করে বললেন তার গাধা নাতিকে পটিয়ে নেয় মেয়েটাকে, কিন্তু সে তো অটল, পটাবে না। আজ কুকিলা সুরীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর তা

দেখতেই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নিজাম শিকদারের। হেলাল আর নাছিরের তোষামোদে এখানে এসেছেন তিনি, নাহলে সৌরভি বিয়েতে শুধু আসতো সে আসতো না। বাপ মরা ছেলেগুলোর কথা রাখতে নিজের দুঃখ একপাশে ফেলে এসেছেন এই বিয়েতে। মাথা ব্যথায় কপাল টনটন করে উঠল। কাঁপা হাত তুলে নিয়ে কপালে দু-বার

ঘষলেন। কিছু একটা নেই নেই মনে হলো বুকের ভেতর। ঝুঁকে থেকে মাথায় চাপ দিতেই টনক নড়ল সৌরভিকে অনেকক্ষণ যাবত দেখছেন না। সৌরভির কথা মাথায় আসতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার হতে। চেটাইলসের কারুকার্য খচিত মেঝের সাথে চেয়ারের ঘর্ষণ লেগে ক্যাচক্যাচ করে শব্দের উৎপত্তি হলো। দু-পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন

কিছু একটা চোখে ভাসতেই।দূরের জিনিস চোখে স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ায় চশমা খুলে টিস্যুর সাহায্যে প্রথমে পরিস্কার করে নিলেন। চশমা দৃষ্টিপটে ধীরে ধীরে স্পর্শ হতেই গায়ে ধাক্কা লাগল নিজাম শিকদারের। অপ্রস্তুত থাকার ধরুন পেছনের এক ধাক্কায় হুমড়ি খেলেন সামনের দিকে। পড়তে পড়তে বাঁচায়, রাগে মস্তিষ্ক দপদপ করে

উঠল। চোখের শিরা উপশিরা দিয়ে বয়ে গেল রঞ্জিত তরল। ক্ষোভে ফেটে পড়ে পিছু ফিরতেই রাগের সাথে এসে ভর করল বিরক্তি। নাক উচিয়ে খেঁকিয়ে উঠে শুধালেন,”সমস্যা কী আপনার? ধাক্কা দিলেন কেন গায়ে?সুফি খাতুন ওসব কথা কানেই তুললেন না। নতুন সাদা শাড়ির সাথে মিলিয়ে পরা কালো রঙের ইয়া বড় সাইট ব্যাগের

চেইন খুলে পান সুপারি বের করলেন। তা খিল্লি করে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে পরপর সন্দেহজনক চাহনি ইসরাত আর নিজাম শিকদারের পানে নিবিষ্ট করে জিজ্ঞেস করলেন,”চক্কর কী চলছে?

“চক্কর কী চলবে? এখানে চক্করের কী দেখলেন আপনি?নিজাম শিকদারের খ্যাকখ্যাক করে ওঠা কথায় দমে গেলেন সামান্য সুফি

খাতুন। বুঝলেন আজ আর এই লোকের সাথে কথা বলা সম্ভব হবে না, তাই নিজের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে আশ্চর্যজনক একটা কাজ করে বসলেন। নতুন শাড়ির লম্বা আঁচল দিয়ে নিজাম শিকদারের গায়ে বারি মেরে নিয়ে গেলেন। নিজাম শিকদার বুড়ি মহিলার এমন কান্ডে নির্বাক, নিরুত্তাপ হলেন। অস্বাভাবিক মুখ চোখ বানিয়ে সুফি

খাতুনের যাওয়ার পথে চেয়ে কানায় কানায় বিতৃষ্ণাপূর্ণ কণ্ঠে আওড়ালেন,”বুড়ো বয়সে এই মহিলার ভীমরতি হয়েছে। যত্তসব ফাজিলের দল!

নিজাম শিকদার নিজের বিড়বিড় ঝাড়ি রাখলেন। স্মরণে সৌরভিকে খোঁজার কথা মনে পড়লে বিড়বিড় ঠোঁটের আগায় রেখে সামনে পা বাড়ালেন। দ্রুত পায়ে হলওয়ে পাড়ি

দিয়ে বুফে তে প্রবেশ করতেই রিনরিনে মেয়েলি গলার স্বরের সালাম ভেসে আসলো। নিজাম শিকদারের কাছে ঠেকল এই তো আবারো তার কুকিলা সুরীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ হওয়ার তৈওফিক হয়েছে।ঘাড় ঘুরিয়ে হাসি মুখে পিছু ফিরতেই অন্য একটা মুখ দেখে দপ করে নিভে গেল বয়স্ক কুঁচকানো মুখের হাসিটা। কিছু বলতে নিবেন শালিন

পোশাক পরিহিত, বিদেশি ধাঁচের মুখাবিশিষ্ট ফর্সা ধবধরে মেয়েটি বলে ওঠল,”দাদু আপনার কিছু প্রয়োজন? নিজাম শিকদারের মুখে প্রজ্বোল হাসি ফুটে উঠল নিমেষেই। মনে পড়ল সৈয়দ বাড়ির একটা মেয়ের কথা, যে তাকে সম্মানের সহিত দাদু বলত, আর সবগুলো বিচ্চু বদমায়েশেরা তাকে বুড়ো বলে ডাকে। ওই নুসরাত নামক গুন্ডাটা

তো তার সামনে বসে তাকে কখনো কখনো এই নিজাম বলে ডেকে উঠে। কোথা থেকে নুসরাতটা শুনেছে তার ছোটবেলার কাহিনি এরপর থেকে ওর এ ব্যবহার। নিজাম শিকদারের মরুহুম বাবা তাকে ধরে চ্যালাকাঠ দিয়ে যৌবনকালে অনেক পিটিয়েছেন। যুতসই কারণ ও আছে অনেক। এজন্য নিজাম শিকদারের বাবার

প্রেই কোনো রাগ, বা অভিমান নেই। যেদিন বাবা তাকে ধরে পিটাতেন সেদিন ড্রয়িং রুমে এসে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকতেন। সেই গায়ে হীম ধরানো কণ্ঠে ডাকতেন, এই নিজাম শিকদার, এই বাচ্চাছেলে বলে। ওই নুসরাতটা ও তার সাথে এমন করে। সোফার উপর এসে বসবে ধুপ করে। তারপর তাকে ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে উরুর উপর পা

তুলবে। পা নাচিয়ে নাচিয়ে ডাকবে, এই নিজাম শিকদার, এই বুড়ো..! ছোটবেলার সেই কাহিনি এসে পুর্নারাবৃত্তি করছে এই মেয়ে বয়স্ককালে, আগে বাচ্চাছেলে ছিল আর এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। বাপের অত্যাচার থেকে রেহাই পেলেও নুসরাত নামক ভূমিকম্পের হাত থেকে সে রক্ষা পাচ্ছেনা। আটার মতো লেগে আছে তার

সাথে।“দাদু, এই দাদু, শুনছেন আপনি?

অনিকার কয়েক ডাকে এতক্ষণের চিন্তাকরণে আঘাত পড়ল নিজাম শিকদারের। কেঁপে উঠে ফিরে চাইলেন মেয়েলি মুখটায়। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন,”কিছু কী বলবে দাদু?

অনিকার বাংলা পুরো পরিস্কার নয়। বাংলা কথা বললে আকস্মিক এসে

যায় ফরাসি। সে ফরাসি এক্সেন্টে বাংলায় আবারো বলল,”আপনার কিছু লাগবে দাদু?

মনে করল বয়স বাড়ায় হয়তো কানে সমস্যা আছে তাই শুনেননি। কিন্তু বেচারি এটা জানতে পারল না নিজাম শিকদার অজানা এক গুম খেয়ালে ডুবে গিয়েছিলেন। অনিকার কথায় আবারো বাস্তব জগতে ফিরে এসে থমথমে চেহারায় অপরিচিত

মেয়েটাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করে বসলেন,”বিয়ে হয়ে গিয়েছে?

অনিকা আশি ঊর্ধ্বে বয়স্ক লোকের এমন কথায় ভ্রু কুঞ্চন করল। মনে করল মাথায় হয়তো কিছু সমস্যা আছে, তাই ভদ্র আচরণ করবে ভেবে নিল। বলল,” জ্বি না, এখনো না!“কাউকে দেখেছেন তোমার জন্য?

অনিকা প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করা দেখে বিব্রত হলো। বিভ্রান্ত নজরে

আশপাশ অবলোকন করে বলে ওঠল,”জ্বি হ্যাঁ!

“কথা এগিয়েছে?

নিজাম শিকদার প্রশ্নাতীত চোখে চেয়ে রইলেন। অনিকা সহজ চোখে চেয়ে থেকে দু-পাশে মাথা নাড়াল। নিজাম শিকদার লাফিয়ে উঠলেন প্রায়। এই তো আয়মানের জন্য পাত্রি পেয়ে গিয়েছেন এবার আর এটাকে মোটেও হাতছাড়া করবেন

না তিনি। প্রয়োজন হলে গলায় দা চেপে ধরে আয়মানের সাথে বিয়ের পীড়িতে বসাবেন এই মেয়েকে। অনিকাকে কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে বগলদাবা করে নিলেন। অনিকা কিছু বলতে নিলে সাদা চুলের টাক মাথাটা দেখে আর কিছু বলতে পারল না। মায়া জন্মাল বয়স্ক কুঁচকে যাওয়া মুখটার প্রতি। নাকচ করতে গিয়ে দ্বিধাবোধ হলো।

হাসিমুখটায় হাসির বাহার খেলে নিয়ে নিজাম শিকদারকে কিছু বলবে অনিকা বয়স্ক লোকটা তার কথা কেটে দিলেন। বলে ওঠলেন,”তোমার বাবা মা এসেছে?
অনিকা সরল চোখে তাকিয়ে বলল,“এই একটু আগে এসেছেন উনারা।

“ তাহলে চলো উনাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দাও তো দাদু। শুভ কাজে দেরি কীসের?

অনিকা অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কীসের শুভ কাজ?

নিজাম শিকদার কানেই তুললেন না তার কথা। নিজের বয়স্ক নরম হয়ে আসা শরীরটার সকল শক্তি প্রয়োগ করে ফর্সা মেয়েটাকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন সামনে। অনিকার

কথার বিপরীতে ঝাড়ি মেরে বললেন,”তোমাকে এত না বুঝলেও চলবে। বাচ্চা মেয়ে বাচ্চার মতো থাকো।জায়িন আর ইসরাতের অনেকক্ষণ যাবত কাপল পিক তোলা হলো। নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। যখন সৈয়দ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় আসলো তখন শোহেব সাহেব আর সোহেদ সাহেবের আর্জিতে পারিবারিক ফটো তোলার জন্য

সকল সদস্য নিজেদের তৈরি করে নিলেন। বাড়ির মহিলারা নিজেদের পেস্টেল গ্রিন কালার শাড়ীর ভাঁজ ঠিক করে, আঁচল ঠিক করে নিলেন। এক এক নিজেদের জন্য জায়গা দখল করে নিলেন। জায়িন আর ইসরাত নিজেদের জন্য সজ্জিত সোফায় বসে রইল। হেলাল সাহেব আর লিপি বেগম জায়িন আর ইসরাত কে মাঝে রেখে দু-পাশে

নিজেরা বসলেন। সোফার দু-হাতে বসল আহান আর ইরহাম। শোহেব সাহেব ঝর্ণা বেগম জায়িন ইসরাতের পেছনে দাঁড়ালেন। নাছির সাহেব উনার সহধর্মিণী নিজেদের জায়গা দখল করে নিলেন শোহেব সাহেবের নিকটস্থে। সোহেদ রুহিনী সোফার ডান পাশে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই নুসরাত বাঁ-পাশে দাঁড়াল। সকলের জায়গা ঠিক হতেই ক্যামেরা ম্যান

চোখের সামনে নিজের এইচ ডি ক্যামেরা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল,”সবাই রেডি তো!সমসুরে একই শব্দ ভেসে আসতেই, দেখা মিলল আরশের গম্ভীর চেহারার। ধীর পদক্ষেপে, গম্ভীর মুখে এদিকে আসছে সে। সকলে মিলে তাড়া দিতেই নির্বিঘ্নে এসে নিজের জন্য জায়গা দখল করে নিল নুসরাতের পাশে। ক্যামেরা ম্যান বলে

ওঠল,”স্যার একটু ম্যামের সাথে ক্লোজ হোন।আরশকে বলতে দেরি হলো তার গা লাগিয়ে দাঁড়াতে দেরি হলো না। এতক্ষণ যা গায়ে ঘষা লাগছিল এখন তো নুসরাত স্পষ্ট ওই লোকের কোষের চলাচল উপলব্ধি করতে পারছে। নিজের গা দূরে সরাতে নুসরাত সেটে গেল ইরহামের সাথে সামান্য, তবুও আরশের গায়ের স্পর্শ, এমনকি কড়া

কুস্তুরির ঘ্রাণ সুরসুরিয়ে নাসারন্ধ্র বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরণে সেই সুগন্ধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে শুরু হলো অঅনুভূতির জোয়ারে ভাসা হৃদয়ে বিচিত্র চলাচল, উত্তাল নদীর খৈই হারানো ডিঙ্গি নৌকার ন্যায়। চোখ নিচের দিকে নামাতেই,ভুলবশত দৃষ্টি উদরের দিকে যেতেই দেখল কালো কাপড়ের

উপর ফর্সা হাতের দখল দারিত্ব। এই হাত কখন এখানে আসলো তা নুসরাত টেরও পায়নি। মেয়েলি শরীর ঝাঁকি দিয়ে কেঁপে উঠল, শ্বাস আটকে আসলো নিমেষে, অক্সিজেনের অভাব হতে দেখে নাক টেনে শ্বাস ভেতরে পুরে নিল। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার বৃথা চেষ্টা প্রয়াস রেখে মাথা ঘুরিয়ে সটান হয়ে, একহাত পকেটে পুরে

একপেশে ভঙ্গিতে টানটান দাঁড়ানো আরশকে উদর হতে হাত সরানো কথা বলতে নিবে তার পূর্বেই আলো জ্বলে উঠল সকলের সম্মুখে। শব্দের সাথে ক্যামেরা বন্দী হলো কয়েক যুগল কপোত-কপোতীর মিষ্টি ছবি। বৃষ্টির ঝিরিঝিরি ছন্দ থেমেছে বহুক্ষণ আগে। রাতের নিস্তবধতা চিড়ে দূর হতে ভেসে আসছে হুতুম পেঁচার গুতগুত করে ডাক।

জোনাকিপোকারা দলবেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে কনভেনসহন হলের বাহিরে। কৃত্রিম আলোর কারণে জোনাকি পোকার রঙ্গিন আলো ঢাকা পড়েনি, কিন্তু হঠাৎ করে সাদা রঙের এক গাড়ির ইঞ্চিনের শা শা শব্দে সেই রঙ্গিনতায় ঢাকা পড়ল। সকল জোনাকি পোকারা নিজেদের উড়ো পাখা উড়িয়ে চলে গেল আধারে। গাড়ির দরজা খুলে বের হলেন

শাহেদ খান, ফ্রন্ট সিট হতে লাস্যময়ী এক নারী বের হলেন। দেখে ঠাওর করার উপায় নেই এই লাস্যময়ী শাহেদ খানের স্ত্রী রুমি খান। বয়সের তুলনায় দু-জনেই একটু বেশি সতেজ। কাতান শাড়ীর আঁচল গুটিয়ে রাখা কাঁধের কাছে। হাতা লম্বা ব্লাউজ গায়ে চড়িয়েছেন। শাড়ির ফাক গলে বুক পিঠ বের হওয়ার কোনো নাম নিশানা নেই।

ভদ্র মহিলা ও ভদ্র লোককে দেখে বোঝার উপায় নেই দু-জনেই দু-সন্তানের বাবা মা।আকস্মিক দ্রুত পায়ে দো-তলার সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখা গেল সৈয়দ বাড়ির কর্তা সৈয়দ হেলালকে। পায়ের চলন দেখে বোঝার উপায় নেই মাটিতে পা ঠেকছে, এক পায়ে যেন উড়ে উড়ে আসছেন বন্ধুর সাথে কুশল বিনিময় করতে। পিছু পিছু দেখা গেল নিহাল

মির্জাকে আসতে। ভুঁড়ি সামান্য বেশি হওয়ায় হেলাল সাহেবের মতো তড়িৎ গতিতে হাঁটতে পারেন না। তিন বন্ধুর মধ্যে নিহাল মির্জা একটু বেশিই অলস তার ধরুণ দু-বন্ধুর ভেতর তাকেই বয়স্ক বেশি ঠেকে। হেলাল সাহেব বিদেশ যাওয়ার পর থেকে খাবারের প্রতি সদা সতর্ক। যখনই বন্ধুদের সাথে কথা হতো ভিডিও কলে তখনই শাহেদ খান

হেলাল সাহেব মিলে নিহাল মির্জার ভুঁড়ি নিয়ে খোঁচা দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। হেলাল সাহেব বন্ধুকে আগেভাগে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে নিলেন। হেসে শাহেদ খানের স্ত্রীর সাথে সালাম দেওয়া নেওয়াও করে নিলেন। কিন্তু তখনো নিহাল মির্জা এসে পৌঁছাতে পারেননি তাদের নিকট।হেলাল সাহেব দেশে আসার দু-দিন পর শাহেদ খান

দেশে এসেছেন ছেলে মেয়ে নিয়ে। দেশে আসার দু-দিন পর ছেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সরাসরি সিলেট চলে আসছে। এর এক মাস পর অনিকা ও সুরসুর করে ভাইয়ের লেজ ধরে এসে ঠেকছে সৈয়দ বাড়িতে। জায়িনের বিয়ে উপলক্ষে আজ সকালে এসেছেন শাহেদ খান মাহাদির দাদা বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সিলেট। সারারাত ড্রাইভিং

করে আসায় এসেই ঘুম দিয়েছিলেন নিজের কেয়ার টেকারের দায়িত্বরত থাকা বাসায়। অত্যাধিক ক্লান্তি থাকায় ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ার ধরুন এখানে উপস্থিত হতে অল্প দেরি হয়েছে।বন্ধুকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করার আগেই শাহেদ খান পেটে তর্জনী আঙুল দিয়ে সূক্ষ্ম গুতো দিয়েছেন। হেসে ওঠে জড়িয়ে ধরে উপহাস করলেন নিহাল মির্জার পেট

নিয়ে। বন্ধুদের খোশগল্পের মধ্যেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসে প্রবেশ করলেন হলওয়েতে সবাই। সবার আগে দেখা হলো শাহেদ খানের নুসরাতের সাথে। নুসরাত লোকটাকেই দেখে বুঝে নিল কে হতে পারে! মুখের অবোকাঠামো হুবহু অনিকার মতো। প্রফেশনাল ভঙ্গিতে নিমেষে ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে নিল। শাহেদ খান শ্যামলাটে

মেয়েটাকে দেখে নাক উঁচুতে তুলতেই দেখলেন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে মেয়েটা তার দিকে। কিন্তু আসলে তেমন কিছু হলো না, সে বাড়ানো হাত শাহেদ খানের দিকে না বাড়িয়ে নিয়ে গেল সরাসরি নিহাল মির্জার দিকে। কী এক অমায়িক ভঙ্গিতে ডেকে উঠল,"আঙ্কেল..!হেলাল সাহেব তড়াক করে নুসরাতের পানে দৃষ্টি

নিবিষ্ট করলেন। গোল গোল চাহনি নিক্ষেপ করলেন অমায়িক হাসা মেয়েটার দিকে। কত্ত বড় ধড়িবাজ মেয়ে, জীবনে তার দিকে তাকিয়ে হেসেছে! উঁহু আর আজ কী দাঁত কেলানো হচ্ছে আঙ্কেল বলে। হেলাল সাহেবকে এরকম ঘোলাটে চোখ মুখে চেয়ে থাকতে দেখে নিহাল মির্জার উদ্দেশ্যে বলল,"আঙ্কেল কেমন আছেন? আমি নুসরাত

নাছির, মৃন্ময় তুষারের গারদ হতে চব্বিশ ঘন্টা আগে ফিরত কয়েদি। আপনি নিশ্চয়ই মৃন্ময় তুষারের বাবা?নিহাল মির্জা খুশিতে গদগদ করে উঠলেন। সামনে থাকা দু-জনকে একদম না দেখা করে বলে ওঠলেন,”হ্যাঁ আমি মৃন্ময়ের বাবা, তুমি কীভাবে আমায় চিনলে? আগে তো কখনো দেখিনি তোমায় মা।

ভদ্রলোকের কথায় নুসরাত দাঁত বের করে হাসল। বলল,”দেখবেন কী করে, এই পৃথিবীতে আপনার আমার মতো ভালো লোকের বড্ড অভাব।

নিহাল মির্জা সহমত পোষণ করলেন। মেয়েটার কথায় যুক্তি আছে মনে মনে বললেন। তারপরও জানতে চাইলেন,”মৃন্ময়ের বাবা হিসেবে ধারণা করলে কীভাবে?

“আরে আঙ্কেল তুষার তো আপনার মতোই হ্যান্ডসাম হয়েছে, আপনার জোয়ান বয়সের রুপ তুষারের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।নুসরাত হেসে নিহাল মির্জার গায়ে ধাক্কা দিল আস্তে ধীরে। নুসরাতের অমায়িকতা আর প্রশংসায় নিহাল মির্জা নামের পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে লোকটা খুশিতে ডগমগিয়ে উঠলেন। এতক্ষণের খোঁচানোর প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়ে ওঠে

বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে শুধালেন,”দেখো তো মা আমাদের ভেতর সবথেকে বেশি কে হ্যান্ডসাম?

নুসরাত আর নিহাল মির্জার কান্ড মুখ বুজে চুপচাপ সহ্য করতে লাগলেন হেলাল সাহেব আর শাহেদ খান। কপালে দুটো ভাঁজও পড়েছে তাদের। এর মধ্যে নুসরাতের কথা কানে আসলো,”আরে আঙ্কেল

আপনার উনাদের সাথে যায়, উনারা হলেন ঝড়ে পড়া বুড়ো পাতা আর আপনি হলেন বসন্তের সজীব জন্ম নেওয়া পাতা।

নুসরাত শেষের কথাটা নিহাল মির্জার সাথে লেগে গিয়ে ফিসফিস করে বলল। ঠোঁটের কোণ জুড়ে দৃষ্টতার হাসি। হেলাল সাহেব তা অক্ষিপটে আলগোছে জুড়ে নিলেন। বুঝলেন এই মেয়েটা তাদের

জ্বালানোর জন্য এসেছে এখানে। নিহাল মির্জা ডগমগিয়ে উঠলেন খুশিতে। চোখে সীমাবিহীন হাসির স্থায়িত্ব রেখে শুধালেন,”মা বিয়ে হয়ে গিয়েছে তোমার?নুসরাত হু হু করে হেসে উঠল। হেলাল সাহেব আর শাহেদ খান হাসির কিছু খুঁজেই পেলেন না। নুসরাতের সাথে মিলিয়ে নিহাল মির্জাও গদগদ করে হাসলেন। প্রশ্নাতীত চোখে চেয়ে

থাকলেন উত্তরের আশায়। নুসরাত ধীরে সুঃস্থীর হয়ে উত্তর দিল,”জ্বি না একদম সিঙ্গেল। আপনি চাইলে বায়োডাটা দিয়ে দিতে পারি! দিব?

“তোমার সাথেই কী বায়োডাটা থাকে আম্মা?

নিহাল মির্জার অবাক কণ্ঠে করা প্রশ্নে নুসরাত হাসল ঈষৎ। বলে ওঠল,”জ্বি, সিভি সাথেই থাকে কখন

না জানি প্রয়োজন পড়ে যায়। হি হি হা হা..!

নুসরাত নিজের মোবাইলের কভার খুলে বের করে দিল সিভি। নিহাল মির্জা, শাহেদ খান, এমনকি হেলাল সাহেব তিনজন একপ্রকার টানাটানি লাগিয়ে দিলেন সিভি দেখার জন্য। নুসরাত তিনজনকে শীতিল করতে বলে ওঠল,"আমার কাছে আরেকটা আছে সিভি।

হেলাল সাহেব নিহাল মির্জার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সিভি দিয়ে দিলেন। অধীর আগ্রহে নিয়ে জানতে চাইলেন নুসরাতের কাছে,”সিভি দিয়ে কী করিস তুই?“অফিসিয়াল কিছু কাজ গ্যাচাং ফু করি।

শাহেদ খান নিজের আটা মুখ খুলে জানতে চাইলেন,

“তা কি কাজ করো শুনি?

নুসরাত হে হে করে হেসে উঠল। বলল,

“ ওই তো ফেইক বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রোমার্স ছড়াই।

হেলাল সাহেব অক্ষিপট দুটো বড় বড় করে তাকালেন। কিছু বলতে যাবেন নিহাল মির্জা বললেন,”আমারও যৌবন কালে অনেক গার্লফ্রেন্ড ছিল। তা মা বলো

তো শুধু কী কাজের সূত্রে ওদের বি এফ বানাও তুমি?

“ধূরো, আঙ্কেল আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন। শুধু কাজের জন্য, যদি সত্যি হতো তাহলে ওই বাআয়া কথা আমি বলতাম!নিহাল মির্জা মেয়েটার ন্যায়পরায়ণতা দেখে আবেগে আপ্লূত হয়ে গেলেন। একইসাথে মুগ্ধ হলেন, এই খারাপ

যুগে এসেও মেয়েটা কী সুন্দর সত্যি কথা বলে!

হেলাল সাহেব উঁকি ঝুঁকি মেরে সিভিখানা দেখে কিছুই বুঝলেন না। হাতে লিখা মুরগীর বাচ্চার পায়ের মতো ছোট ছোট। লিখার পানে চেয়ে থেকে, ভ্রু উচিয়ে শুধালেন,“এই লিখা কার?

নুসরাত দম্ভ ভরা কণ্ঠে বলে ওঠল, “আমার!

তার দম্ভ চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে হেলাল সাহেব উপহাস করে বলে ওঠেন,” লিখা দেখে মনে হচ্ছে খাতার উপর তেলাপোকা পটি করে দিয়েছে।

নুসরাত ভেঙে গেল না। দেমাগ দেখিয়ে বলে ওঠল,“ওই পটিটুকু আমি তো লিখেছি, আপনি তো তা ও লিখতে পারেননি! হুহ...

নুসরাতের অবজ্ঞাতে থেমে গেলেন না হেলাল সাহেব। নতুন উদ্যোমী হয়ে, নুসরাতকে খোঁচাতে জানতে চাইলেন,”কী লিখা এখানে আছে?

নুসরাত তখনো নিজের পার্স, মোবাইলের উপর নিচ খুঁজছে আরেকটা সিভি। ব্যস্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,”আমার জীবন বৃত্তান্ত।“একটু বল তো শুনি!

নুসরাত হেলাল সাহেবের তাচ্ছিল্যতায় ভীষণ বিরক্ত হলো। বিরক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে আঁখিপট তুলে ধরল উপরে। হিসহিস করে ওঠে বলল,”নাম, বয়স, কেজি, উচ্চতা, স্কুল, কলেজ, কয়টা এক্স, কয়টা প্রেম এসব..!

হেলাল সাহেব নির্লজ্জ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জানতে চাইলেন,”নাম কী?

নুসরাত তেরছা কণ্ঠে উত্তর দিল,

“সৈয়দ নুসরাত নাছির।

হেলাল সাহেব কপাল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন,“বয়স?“উনিশ বছর সাতমাস বাইশ দিন।

“কেজি?

“ আগে আটচল্লিশ ছিল এখন সাতচল্লিশ!

“উচ্চতা কত?

“ফাইভ ফিট ফাইভ পয়েন্ট ইলিভেন, সিক্স বলতে পারেন। জিরো পয়েন্ট ওয়ান এদিক সেদিক।

“গায়ের রঙ?

“ ব্রাউন!

“প্রেম কয়টা করেছিস?

“বেহিসাব।

“এক্স কয়টা?

“ একটা! তা ও আবার কমিটমেন্টের।নিহাল মির্জা

নুসরাতের সিভি দেখা শেষে তা ফিরিয়ে দিলেন নুসরাতের কাছে। এতক্ষণ যাবত চোখ সিভিতে থাকলেও কথা শুনছিলেন নুসরাত আর হেলাল সাহেবের। শেষের কথার জের ধরে জিজ্ঞেস করলেন,"প্রেম বেহিসাব করলে একটা কেন এক্স? আর কমিটমেন্ট কীসের?নুসরাত গলা ঝেড়ে পরিস্কার করে নিল। বয়স্ক লোকগুলোকে

নিজের কথা সুন্দর মতে বোঝানোর জন্য সময় নিয়ে বলে ওঠল,”আরে ওগুলো তো ফেইক বয়ফ্রেন্ড, এসব অন্য একদিন বলব, আজ মুড নেই। কমিটমেন্টের বিষয়টা বলি, আসলে আরশ ভাইয়ের অ্যাসিস্টেন্ট আমার এক বান্ধবীর কাজিন ছিল, ও নাকি আমাকে পছন্দ করে আমি সরাসরি না করে দিলাম প্রেম টেমে ঝড়াবো না, ও বলে বিষ খাবে। আমি

বললাম বিষ খা, খেয়ে নিল, এরপর দু-দিন না এক সপ্তাহ ছিল হসপিটালে, বান্ধবীর মন রক্ষার্থে আর দেশের ভবিষ্যৎ অকর্মাকে বৃাচাতে ওই পাগলটার সাথে কমিটমেন্টে গেলাম যে আমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই ব্রেক-আপ করতে হবে। ও মেনে নিল, তখনো তো আবেগের জোয়ারে ভাসছিল, যা বলেছি মেনে নিয়েছে। আল্লাহর

কসম করে বলছি এইটারে পেছন ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করছি, পেছন ছাড়েনি, একদিন এসে ওইটা নিজেই আমাকে গাইয়া, ভুত, খ্যাত, এসব বলে ব্রেক-আপ করে দিল। বেচারা আমার ছিঁড়া ফাঁটা কাপড় পরা দেখে মনে করত আমি বস্তিতে থাকি, তাই আরকি বস্তির মেয়ে বলে ফেলেছিল। আমি নুসরাত নাছিরকে ও বলে বস্তির মেয়ে, রাগে গজগজ করে

উঠে ঠাঁটিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম গালে কয়েকটা।

নিহাল মির্জা চোখের আকার বড় বড় করে বললেন,“তারপর কী হলো?

“ তারপর আর কী, একদিন সে জেনে গেল আমি এই বাড়ির মেয়ে, তখন কুত্তা পানি না পেলে যেমন শুকনো মুখ হয়ে যায়, তেমনি মুখ হয়ে গিয়েছিল।

নুসরাত তার থেকে দ্বিগুণ বয়সের লোকদের সাথে হাবিজাবি গল্প করতে থাকল। তাদের প্রেম কীভাবে শুরু ,কীভাবে কী, একে এক সব, ফাউ, আর উল্টাপাল্টা কথা। শাহেদ খান নুসরাতের কথায় বিরক্ত হলেও হেলাল সাহেব নিহাল মির্জা খুবই মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে। হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে থামিয়ে জিজ্ঞেস করছেন এই সেই।মৃন্ময় দূর

হতে এতক্ষণ যাবত নিহাল মির্জা, হেলাল সাহেব আর নুসরাতের খোশগল্প দেখছিল। আকস্মিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল একটা কথা। নিহাল মির্জার একটা বদ অভ্যাস আছে, বিবাহিত হোক অবিবাহিত জিজ্ঞেস না করে বিয়ের সম্বন্ধ দিয়ে বসেন। তাদের পারিবারিক ফাংশনে এমন অঘটন এই লোক অনেক ঘটিয়েছেন। আজ এখনো ঘটান্নি এই

কান্ড কিন্তু ঘটাতে কতক্ষণ। মিসেস নুসরাতকে না আবার বিয়ের জন্য প্রপোজ করে বসেন তার বাবা। নিজের শার্টের হাতা গুটিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল গোল মিটিং করতে থাকা বাবার দিকে। নুসরাতের খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে আসছে। সে যে বয়সে বড় লোকদের সাথে কথা বলছে বেমালুম ভুলে বসেছে। কখনো নিহাল

মির্জাকে হাসতে হাসতে ধাক্কা দিচ্ছে তো হেলাল সাহেবকে। নিহাল মির্জার একই অবস্থা, শুধু শাহেদ খান চুপচাপ অবলোকন করছেন সব।।মুখের উপর ফুটে আছে বিরক্তির ছাপ। মৃন্ময় নিহাল মির্জার কাছে পৌঁছানোর পূর্বেই ভদ্রলোক অঘটন ঘটিয়ে দিলেন। নিজের চিরাচরিত হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে নুসরাতের উদ্দেশ্যে বলে ওঠলেন,"মা

তুমি কী মৃন্ময়কে বিয়ে করবে..... মৃন্ময়ের আর বাকিটুকু শোনা হলো না বাবার সকল কথা কানের পাশ দিয়ে শা শা শব্দে উড়ে চলে গেল। মনে হলো কানের মধ্যে কেউ সীসা ঢেলে দিয়েছে। বাবার,' মা তুমি কী মৃন্ময়কে বিয়ে করবে, এই কথা কানের কাছে একবার, দু-বার, করে শতবার প্রতিধ্বনি হলো। চোখ মুখ খিঁচিয়ে কিছু বলতে নিবে আবারো

সুরসুর করে শ্রবণেন্দ্রিয় প্রবেশ করল নিহাল খানের কথা, “ও কিন্তু সরকারি চাকরি করে, সামনে প্রমোশন পেয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি পদের উন্নতি হয়ে যাবে..! আম্মু তুমি রাজী থাকলে আজই আকদ পড়িয়ে নিব..! ওর বয়স বেশি না এই মাত্র ঊনত্রিশ বছর....নাছির সাহেব ইসরাতের হাত চেপে ধরলেন নিজের হাতের মুঠোয়। পুরো

কনভেনশন হল জুড়ে তখন নিস্তব্ধতা। কনে বিদায় দেওয়ার জন্য সকলেই প্রস্তুত। নাছির সাহেবের পাশে দাঁড়ানো নুসরাত ও নাজমিন বেগম। জায়িন এর পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হেলাল সাহেব, লিপি বেগম। নাছির সাহেব কথা বলতে গিয়ে চোখ ঝাপটালেন। চশমা ঠেলে নাকের ডগায় তুলে নিলেন আলগোছে। জায়িনের হাতের মধ্যে

ইসরাতের হাত চেপে ধরে বললেন,”আমার মেয়েরা আমার কাছে অনেক মূল্যবান, আমি আমার দু-রত্নের এক রত্ন তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, আমি জানি তুমি তাকে অনেক ভালোবাসবে, হয়তোবা আমার ধারণার থেকে বেশি, এজন্যই আমি তাকে তোমার কাছে দিচ্ছি। আমি দেখতে চাই তুমি কতটুকু তার দেখভাল, ও খেয়াল রাখো।আমি

চাইব, সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে তুমি তার গুরুত্ব দিবে, যেকোনো বিপত্নীক মুহুর্তে, সমাজের মানুষ যখন তার বিরুদ্ধে থাকবে তখন তুমি তার পাশে থাকবে, এটাই আমার চাওয়া তোমার নিকট। যদি কোনোদিন তোমার হৃদয় পরিবর্তন হয়, তুমি যদি তখন তাকে আর না ভালোবাসো, তখন তাকে কষ্ট দিও না। সে হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে

বের করো, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিও। যদি কখনো মনে হয় তুমি তার দেখাশোনায় কমতি করছ, তার দায়িত্ব নিতে পারবে না, তোমার হৃদয় অন্য কারোর জন্য কম্পন হচ্ছে, তাহলে তাকে আঘাত করো না, তাকে দুঃখ দিও না, আমার মেয়েকে আমার কাছেই ফিরিয়ে দিও দয়া করে। এখন থেকে আমার মহামূল্যবান মেয়ে তোমার

দায়িত্বে। আমি তাকে তোমাকে দিয়ে দিলাম। আমার আশাকে তুমি নিরাশায় পরিবর্তন করবে না, এইটুকু চাওয়া তোমার কাছে আমার।জায়িন ইসরাতের হাত নিজের মুষ্টিতে পুরে নিয়ে নাছির সাহেবের উপরে চাপা রাখা হাতে ভরসা দিল। বলে ওঠল,"আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, সৈয়দা ইসরাত নাছির আমার প্রিয় সহধর্মিণীকে

আমি কখনো কষ্ট স্পর্শ করতে দেব না। কখনো যদি আমার সহধর্মিণীকে দুঃখ, বিষন্নতা, কষ্ট স্পর্শ করতে যায়, তাহলে প্রথমে তা আমাকে ভেদ করতে হবে। আর তার সাধ্য নেই যে, আমি জায়িন হেলালকে ভেদ করে গিয়ে আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করবে। আমি এটা ও কসম করছি আমার খোদার নামে, আমার আগে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হলে আমি জায়িন

হেলাল কখনো দ্বিতীয় বিবাহ করব না। যেদিন আমি এই কসম ভাঙবো, কসম ভাঙার পূর্বে যেনো আমার মৃত লাশ খাটিয়া স্পর্শ করে। আমি আপনার আশা নিরাশায় পরিবর্তন করব না, বিশ্বাস রাখুন আমার উপর।

ইসরাতের হাত চেপে ধরে সামনে আগালো জায়িন। পেছন থেকে নুসরাত,ইরহাম, আহান ও অগ্রসর

হলো তাদের সাথে। কনভেনশন হলের বাহিরে বের হতেই জায়িনের মায়ের বাড়ির দএক লোক ঠাট্টা করে বলে ওঠলেন,”বউ দেখি কাঁদেনা?নুসরাত তেরছা সুরে কিছু বলতে নিবে ইসরাত হাসি হাসি মুখে উত্তর দিল,”আমি আমার নিজের বাড়িতে যাচ্ছি, এখানে কাঁদব কেন, আজব!

নুসরাত বলে ওঠল,

“এই ডিজে গান বাজা ইসরাতের শ্বশুর বাড়ি আজ নেচে-কুঁদে যাব।
ইরহাম সুর টেনে ইসরাতের পেছন থেকে গেয়ে উঠল,
” বান্নো রে বান্নো মেরি চালি সাসুরাল কো
আনখিয়ো মে পানি দে গায়ি
ডুয়ায়া মে মেথি গুদ ধানি লে গায়ি....

গাড়ির সামনে যেতেই ইসরাতের জন্য দরজা খুলে দিল জায়িন। ইসরাত ব্যাক সিটে উঠে বসতেই তার লেহেঙ্গা গুছিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল নুসরাত। বলে ওঠল,"তুই যাওয়ার আগে তোর শ্বশুর বাড়ি ইনশাআল্লাহ আমি পৌঁছে যাব, চিল ব্রোহ..!ইসরাত মৃদু হাসতেই নুসরাত দরজা লাগিয়ে দিল। জায়িন ড্রাইভিং সিটের দিকে যেতেই ইরহাম এসে

খুলে দিল দরজা। গম্ভীর মুখে ইরহামের স্রীয় চেহারা অবলোকন করে জায়িন বলল,”থ্যাংক্স..!
জায়িন ড্রাইভিং সিটে বসে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি স্টার্ট করে অ্যাক্সলেটরে চাপ দিতেই গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেল আর তা শা করে চলে গেল পাশ কাটিয়ে। তারা যত্নেই নুসরাত পিছু ফিরল।।আর তখনই দেখা মিলল নিহাল মির্জার।

লোকটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকায়, আকস্মিক মুখ দেখে ভয়ে লাফ মেরে উঠছিল প্রায়। গোল গোল চোখে তাকিয়ে, সৌজন্যতার খাতিরে হেসে বলল,”কোনো প্রয়োজন স্যার?“আরে আমি স্যার নই, মৃন্ময়ের বাবা!

নুসরাত দু-ভ্রু এর মধ্যিভাগে কিঞ্চিৎ ভাঁজ ফেলে বলে ওঠল,”মৃন্ময় কে? তাকে কী আমি চিনি?

ভদ্রলোক ভীষণ অবাক হলেন। বললেন,

” মা আমাকে চিনতে পারছো না, আমি মৃন্ময়ের বাবা।

নুসরাত চোখ ঝাপটাল। মনে মনে নিজেকে হাজারটা গালি দিল কেন যে এই লোকের সাথে খাতির করতে গিয়েছিল, এখন না ওই ঘুষখোর এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এই লোক। নুসরাত ঘাড় কাত করে

শুধাল,”আঙ্কেল আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি কখনো?

“আরে মা এই আধঘন্টা পূর্বে না তোমার সাথে আমার কথা হলো।

নুসরাত মাথায় চুলকে পাগলের মতো বলে ওঠল,” সত্যি?

নিহাল মির্জা মেয়েটার অদ্ভুত কান্ড দেখলেন। কিছু বলবেন দেখলেন হাতের মধ্যে ঘষছে। অবাক চোখে তাকাতেই দেখলেন সেখান থেকে

একটু একটু রক্ত বের হচ্ছে, তারপরও মেয়েটা ঘষাচ্ছে জায়গাটা। নিহাল মির্জার শোনার মতো বিড়বিড় করে বলল,”ডা ডা ডার্গ...!

নিহাল মির্জা বিস্ময়ে বিমূর্ত আওয়াজে শুধালেন,

“ডার্গ নেও তুমি?

নুসরাত মাথা নাড়াল উপর নিচ। হাতে তখনো সমানতালে ঘষিয়ে চামড়া লাল করে ফেলেছে। মৃদু

কণ্ঠে তুতলিয়ে বলে ওঠল,” ইয়াবা, পাউডার, হঠাৎ হঠাৎ নাইট ক্লাবে গিয়ে দু-তিনটা হুইস্কির বোতল শেষ করি।

“নাইট ক্লাবে ও যাও তুমি?নুসরাত মাথা নাড়িয়ে নিজের জীবনে না করা সকল কথাগুলো ফরফরিয়ে বলে চলে গেল। যেন সব সত্য, মিথ্যে বলতে গিয়ে একবারও জিভে বাঁধল

না। বলে ওঠল,”আমি ব্যালি ডান্সার ওখানকার..!

নিহাল মির্জার এক মুহুর্তে ছেলের সাথে এই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মেয়েটা নাচ নেওয়ালি! ছ্হি... আর উনি নাকি তার ভদ্র ছেলের জন্য এই মেয়েকে পছন্দ করেছেন।

মৃন্ময় বাবাকে আবারো ওই মেয়ের সাথে কথা বলতে দেখে দৌড়ে

আসলেও থেমে গেল মাঝপথে তাদের বাক্যে। নুসরাতের নিজের উপর নেওয়া মিথ্যে দায়গুলো শুনল চুপচাপ। এই মেয়ে এত মিথ্যা কীভাবে বলে প্রশ্ন করল নিজে নিজেকে। নুসরাত আরো কিছু বলবে এর মধ্যে মৃন্ময় এসে তার বাবাকে চেপে ধরল। বলল,"এই মেয়ের মাথায় সমস্যা আছে, ছেড়ে দাও ওকে।নুসরাত আড়চোখে তাকাল

চারিদিকে। না এদিকে কেউ নেই সবাই ভেতরে। আত্মীয় যারা যাওয়ার চলে গেছে। আকস্মিক মাথা ঘুরিয়ে ইচ্ছে করে পড়ে গেল মাটিতে। বিড়বিড় করল," ডার্গ, ডার্গ, পাউডার দিন।

নুসরাতকে এমন পড়ে যেতে দেখে মৃন্ময় ভাবল সত্যিই কিছু হয়েছে যখন দেখল পিটপিট করে চেয়ে হাসি আটকানোর বৃথা প্রচেষ্টা করছে

তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের বাবাকে বগলদাবা করে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে ফিরে আসলো সে। নিষেধাজ্ঞা জারী করল সে ফিরে না আসা পর্যন্ত গাড়ির বাহিরে পদক্ষেপ বের না করতে। মৃন্ময় ফিরে এসে দেখল নুসরাত উঠে বসে আছে। হাতের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলল,"এসব কী? এমন রক্ত বের হচ্ছে কেন আপনার?নুসরাত ভুলে

বসল মৃন্ময় তুষার সামনের ব্যক্তি। ইরহাম মনে করে খ্যাক করে উঠে বলল,”আরে ভাই,

থেমে গেল পরমুহূর্তে। হাঁটু গেড়ে বসা মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠল,”ওহ স্যরি, মশা কামড় দিয়েছিল, চুলকানোর জন্য হাত থেকে রক্ত বের হচ্ছে।

মৃন্ময় হাত বাড়িয়ে নুসরাতের বাড়ানো হাত ধরতে নিবে থেমে

গেল, বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিয়ে পকেটে পুরল। উপহাস করে বলে ওঠল,”আপনি চাইলে জীবনে খুব ভালো অভিনেত্রী হতে পারেন।

“এটা আপনার মতো মাথায় এন্টিনা হীন লোক ভালোই বলেছে, মনে হচ্ছে আমার দেওয়া নাপা এক্সাট্রা খেয়ে এই উন্নতি।মৃন্ময় হু হু করে হেসে উঠল নুসরাতের কথায়। পরপর আবার দাঁতের পাটির

আড়ালে হাসি ঢেকে বলে ওঠল,” আপনি সবমসময় এমন হাসিখুশি থাকেন?

নুসরাত উপর নিচ মাথা নাড়াল।

মৃন্ময় বলে ওঠল,

“আপনার কষ্ট হয় না?

নুসরাত বলে ওঠল,

” কষ্ট কেন হবে?“কারোর এ জিনিস আছে আপনার কাছে তা

নেই, তাহলে কষ্ট লাগবে না আপনার?

নুসরাত হাত টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিল। ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল,” আজ এত ভাব জমাচ্ছেন বিষয় কী, প্রেমে টেমে পড়েছেন নাকি কোনো রমনীর?

মৃন্ময় হাসল ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়ে। বলে ওঠল,

“প্রশ্নের উত্তর দেননি আপনি?

নুসরাত হেয়ালি করে জানতে চাইল, ” কী প্রশ্ন ছিল?“আপনার কাছে কোনো জিনিস নেই, কিন্তু অন্য কারোর কাছে আছে, তাহলে আপনি কী করবেন?

নুসরাত তর্জনী আঙুল থুতনিতে রেখে মেকি ভাবনায় ব্যস্ত হলো। কিছুক্ষণের ভেতর মৃন্ময়ের কানের কাছে ভেসে আসলো বজ্রপাতের মতো নির্ঘোষ, অধিপত্য বিস্তারকরণ

কারী নারী কণ্ঠ,” আমি আমার পছন্দের জিনিস নিয়ে আপোষ করা ভীষণ অপছন্দ করি, যদি পছন্দ হয় তাহলে মালিক সেটা আমাকে নিজ ইচ্ছেয় দিবে, নয়তো আমি ছিনিয়ে আনব। যা আমার তা আমারই, আমি আপোষে নই, ছিনিয়ে আনতে বিশ্বাসী!

মৃন্ময় ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,

“আমি যদি আমার সেই পছন্দের জিনিসটা ছিনিয়ে আনতে চাই?

নুসরাতের ঠোঁটের হাসি দীর্ঘ হলো। মৃন্ময়ের শোনার মতো করে বলল,” পারবেন না!“কেন?

“ওপর পক্ষ আপনার থেকে থেকে জেদি, সে নিজের জিনিসের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকিয়েছে তা যদি টের পায় তাহলে চোখ তুলে নিবে।

” এত বিশ্বাস?

“উপহাস করছেন?

” শুধু জিজ্ঞেস করছি!

নুসরাতকে ত্যাড়া চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরপর প্রশ্ন ছুঁড়ল মৃন্ময় আবার,”উত্তর দিলেন না যে?

মৃন্ময়ের কথায় নুসরাত শব্দ করে হাসল। তার কাছে উত্তর আছে কিন্তু দিতে ইচ্ছে করছে না। এমন করে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছে। শেষ রাতের দিক হওয়ায়

ল্যাম্পপোস্টের নিভু হলদে রশ্মি এসে মেয়েলি মুখটায় পড়ে অপার্তিব সৌন্দর্য্যে মুড়ে গিয়েছে। মৃন্ময় প্রশ্নাত্মক চোখে তাকিয়ে থাকল, নুসরাতের উত্তরের অপেক্ষায়। অপাশ নীরব থাকল অনেক সময়। বলে ওঠল,”আমি মনে করি আপনার তাকে ভুলে যাওয়া উত্তম!“এটা আপনি বলছেন?

” আমি-ই বলছি! নিজের ব্যক্তিত্বের বাহিরে গিয়ে আপনি অবাঞ্চনীয় জিনিস পাওয়ার আশা করছেন, যেটা হবে না।

মৃন্ময় জানতে চাইল,

“আশাও ছেড়ে দিতে বলছেন?

নুসরাত ফিরে তাকাল মৃন্ময়ের দিকে। চোখের ভাষা একদম সহজ, নেই কোনো জটিলতা সেখানে। সহসা শীতল কণ্ঠে বলে

ওঠল,”মিথ্যে আশা নিয়ে বাসা বাঁধা, অপেক্ষা করা মূর্খতা!

মৃন্ময় আবারো প্রশ্ন ছুঁড়ল,” তাহলে অপেক্ষা করতেও মানা করছেন?

নুসরাত মেকি হাসল। কপালে কিঞ্চিৎ ভাঁজ ফেলে বলে ওঠল,”“অপেক্ষা সুন্দর, ভীষণ সুন্দর মৃন্ময় শাহরিয়ার তুষার মির্জা...কিন্তু সেটা তখনই, যখন আশা থাকে —

যে সে ফিরে আসবে,কিন্তু যখন আপনি জানেন—

সে আর ফিরবে না,তার ফিরে আসার কোনো নিশ্চয়তা নেই,তখন সেই অপেক্ষা আর সুন্দর থাকে না!

তখন অপেক্ষা হয়ে যায় নিছক বোকামি, আর আমি মনে করি এই বোকামি আপনি করবেন না।

মৃন্ময় বলে ওঠল,“আমি আজ খেয়াল করলাম, আপনি ভীষণ গুছিয়ে কথা

বলেন। আপনাকে যতটা বোকা ভাবা হয় আপনি ততটা না, খুবই চালাক আপনি।

নুসরাত নিজের নিষ্প্রাণ দৃষ্টি সামনে স্থির করল। মৃন্ময়কে তার দিক থেকে চোখ সরাতে না দেখে ইতস্তত করে বলে ওঠল,"চোখ সরান আমার উপর থেকে আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

মৃন্ময় নিজের চোখ সরিয়ে নিল নুসরাতের উপর থেকে। মৃদু সুরে বলল,” স্যরি আপনার অস্বস্তির কারণ হওয়ার জন্য।নুসরাত আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠল,

“আপনার বাবা গাড়িতে অপেক্ষা করছেন, যান!

মৃন্ময় উঠে দাঁড়াল। বলল,

“আজ তাহলে আসি, মিসেস আরশ!

” জ্বি!

মৃন্ময় সামনে পা বাড়াতেই নুসরাত ডেকে উঠল,

“তুষার...

মৃন্ময় ঘাড় বাঁকিয়ে পিছু ফিরে এক পলক তাকাতেই নুসরাত বলল,”বিয়ে এটেন্ড করার জন্য ধন্যবাদ..!জায়িন গ্রোসারি শপের সামনে গাড়ি থামিয়েছে। অনেকক্ষণ যাবত গ্রোসারি শপের ভেতর সে। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হওয়ার

পর দেখা গেল হাতে কিছু একটা নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। ইসরাত গ্লাসের ভেতর থেকে ঠিক ধারণা করতে পারল না জায়িনের হাতে কী, যখন ভেতরে প্রবেশ করল তখন ছোটো পলিথিন ব্যাগ এগিয়ে দিল ইসরাতের দিকে। ইসরাত অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,” এটা কী?

জায়িন গাড়ি স্টার্ট করতে করতে বলল,“খুলে দেখো!

ইসরাত হাত নাড়াতেই হাতে পরা চুরিগুলো ঝনঝন করে উঠল। জায়িন তার দিকে ঘাড় কাত করে তাকাতেই ইতস্তত কণ্ঠে বলে ওঠল,” চুরির শব্দে আপনার সমস্যা হলে বলুন আমি খুলে ড্যাশবোর্ডে রেখে দিচ্ছি।

জায়িন তিক্ত কণ্ঠে শুধাল,

“আমি আপনাকে বলেছি খুলে রেখে দিতে?

ইসরাত বিরশ মুখে তাকাল। বলল,

” আমি মনে করেছি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন।

জায়িন চোয়াল শক্ত করে তাকাল। জিজ্ঞেস করল,

“আমি বলেছি আমি বিরক্ত হয়েছি?

” তা বলেননি, আমি ভেবেছি....জায়িন ইসরাতকে কেটে দিয়ে বলে ওঠল,

“এত বেশি ভাবতে হবে না, আপনি একটু কম কম ভাববেন, বুঝেছেন?

ইসরাত উপর নিচ মাথা নাড়াল। পলিথিন ব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকাতেই বেরিয়ে আসলো ফ্রোজেন কিছু জিনিস, আর লেইস এর প্যাকেট। আঙুলে ফলস নেইলস

ব্যবহার করায় লেইসের প্যাকেট খুলতে গিয়ে বেগ পোহাতে হলো ইসরাতকে। জায়িন সেটা খেয়াল করে, গাড়ি চালানো বন্ধ করল। এক পাশে সাইড করে গাড়ি দাঁড় করালো। ইসরাতের হাত থেকে লেইসের প্যাকেটটা নিয়ে নিতেই সে হকচকিয়ে উঠে বলল," আরে আমি পারব, আপনি এভাবে সব কাজ

করে দিলে হবে, আমি কিছু করব না?

জায়িন গম্ভীর মুখে ইসরাতকে অবলোকন করে বলল,”আপনি শুধু শ্বাস নেওয়ার কাজ করুন, এটাই আমার জন্য অনেক বেশি, বাকি টুকু আমি সামলে নিব।ঘড়ির কাটায় ভোর প্রায় চারটা। পরিবেশে তখন নরম বাতাবরণ বইছে। সেই নিরম বাতাবরণ, নিস্তব্ধতা চিড়ে সৈয়দ

বাড়ির সামনে পরপর এসে কয়েকগুলো গাড়ি থামল শব্দের সহিত হর্ণ বাজিয়ে। আবার কয়েকটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল নাছির মঞ্জিলের দিকে। হেলাল সাহেব গাড়ি থেকে বের হয়ে দরজা লাগাতে নিবেন তার পূর্বেই উল্কা গতিতে হুরহুরিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল তার পাশ ঘেঁষে। আরেকটু কাছ ঘেঁষলেই নির্ঘাত তার মৃত্যু ঘটত।

আকস্মিক এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।যখন মস্তিষ্ক ধরতে পারল হয়েছে কী, তখন খেঁকিয়ে উঠে পা বাড়ালেন সামনের সেই গাড়ির দিকে। গাড়িটা মাত্র নাছির মঞ্জিলের সামনের খালি জায়গায় পার্ক করা হয়েছে। একে একে সেই গাড়ির ব্যাক সিট হয়ে বেরিয়ে আসলো মমো, সৌরভি, আহান, ফ্রন্ট সিট থেকে বের হলো ইরহাম আর

সবার শেষে ড্রাইভিং সিট থেকে খালি পায়ে বের হলো নুসরাত। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হওয়ায় সবুজ রঙের দূর্বা ঘাসগুলো ভিজে আছে, মেয়েলি পা দুটো জমিন স্পর্শ করতেই শীতল অনুভূতি হলো পায়ের নিচের তালুতে। মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে, পা দিয়ে দরজা লাগাল। সামনের দিক থেকে পিছু ফিরতেই চোখাচোখি হলো হেলাল সাহেবের সাথে।

নুসরাত ঝাপসা দেখল মাথা ব্যথায়, চোখের পাতা ঝাপটিয়ে শুধাল,”কী চান?হেলাল সাহেব খড়খড়ে কণ্ঠে বললেন,

“কী চান, মানে কী..! এক্ষুণি যে তুই আমায় মেরে ফেলতে চাইলি এর জবাব কে দিবে?

নুসরাত বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,

” মরে তো যাননি, মরে গেলে না হয় সে প্রশ্নের উত্তর দিতাম।

নুসরাত হেলাল সাহেবকে গোলকধাঁধায় ফাসিয়ে দিয়ে ভ্রু কুঁচকাল। সামনে থেকে সরতে না দেখে পরপর জানতে চাইল,”আপনি কিছু বলতে চাইলে সেটা পরিস্কার করে বলুন, নাহলে সামনে থেকে সরুন, এমন পেঙ্গুইন এর মতো মুখ বানিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী?

হেলাল সাহেব চোখের আকার বড় করে নিলেন। নিজের দিকে আঙুল তাক করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে শুধালেন,”আমি পেঙ্গুইন?নুসরাত ভাবলেশহীন দাঁড়িয়ে রইল। ভনিতাহীন গলায় বলল,”অবশ্যই, আপনি বড় পেঙ্গুইন, আপনার বড় ছেলে একটা পেঙ্গুইন, ছোট ছেলে একটা পেঙ্গুইন, আপনার পুরো পরিবারটা-ই একটা পেঙ্গুইন!

হেলাল সাহেব রাগে প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। তেতো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,”কোন দিক থেকে আমাদের পরিবারকে পেঙ্গুইন এর মতো লাগে তোর কাছে?

“কোনদিক থেকে না লাগে সেটা জিজ্ঞেস করুন!

নুসরাত মাথায় ব্যথায় চোখে কোনো কিছুই দেখছে না, তারপরব হেলাল সাহেবের সাথে পায়ের সাথে পা

লাগিয়ে ঝগড়া করছে। এমনকি হেলাল সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে বার কয়েক চোখ ঝাপটাল। চোখের সাদা বর্ণের অংশে লাল শিরা উপশিরা তখন ভেসেছে অনেক জায়গায়। হেলাল সাহেব রাগে ফোঁস করে উঠে শুধালেন,"কোনদিক থেকে পেঙ্গুইন লাগে বল?"এই তো মাত্র পেঙ্গুইন এর মতো লাফিয়ে উঠলেন, আর কী বলব! আপনাদের

পরিবারকে পেঙ্গুইন বললে অপমান করা হবে, আই থিংক আপনাদের সাথে ব্যঙের পরিবার এই শব্দটা বেশি মানাবে।

ইরহাম আহানা মিটিমিটি হাসল ঠোঁটে হাত চেপে। হেলাল সাহেব নাকের পাটা ফুলিয়ে বলে ওঠলেন,

” তুই এখন রীতিমতো আমাকে অপমান করছিস।

“আমি এখন থেকে আপনাকে অপমান করছি না, এতক্ষণ যাবত ধরে অপমান-ই করছিলাম।

হেলাল সাহেব রাগে ফোঁসফোঁস করলেন। ব্যঙের মতো হা করে শ্বাস ফেললেন নিজেকে সামলানোর বৃথা প্রচেষ্টায়। জিজ্ঞেস করলেন,” আর এটা তুই দম্ভ নিয়ে বলছিস ও?

নুসরাত মাথা নাড়িয়ে বলল,“অবশ্যই, নুসরাত নাছির সত্য

বলতে কখনো পিছ পা হয় না। যদি আমার বলা বাক্যে দুনিয়ায় আগুন লেগে যায় তবুও আমি আমার এই সত্য বলা মুখ বন্ধ করব না।

“তোর মুখ থেকে বের হওয়া বাক্যে দুনিয়ায় আগুন না লাগাতেও পারলে বর্তমানে আমার মাথায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।নুসরাত ভ্রু যুগলের মধ্যিখানে মেকি চিন্তার ভাঁজ ফেলে বলল,”তাহলে তো এক্ষুণি আপনার

মাথা ঠান্ডা করার জন্য একড্রাম কেরোসিন ঢালতে হবে। এই ইরহাম একটু কেরোসিন ঢেলে দিস, শ্রদ্ধেয় ইসরাতের শ্বশুরের মাথায়।

নুসরাত শেষের কথা টেনে টেনে বলে শেষ করল। হেলাল সাহেবকে পুরো চেতিয়ে দিয়ে ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে এগিয়ে গেল নাছির মঞ্জিলের দিকে। যেতে যেতে দেখল সৈয়দ বাড়ির ইয়া বড় গেটটা পুরো

খুলে দেওয়া হয়েছে। বধুবরণের জন্য মা-চাচিরা হাতে ঢালা নিয়ে দাঁড়িয়ে, এমনকি বাড়িটার চারপাশে বিভিন্ন প্রকার আতশবাজি ফোটানো হচ্ছে। জায়িন একহাতে ইসরাতের লেহেঙ্গা সামলে তাকে নিয়ে প্রবেশ করছে সৈয়দ বাড়ির ফটকের অভ্যন্তরে। নুসরাত যত দ্রুততা নিয়ে এসেছিল নাছির মঞ্জিলের ভেতর প্রবেশ করার জন্য ততটা ঝিমিয়ে

পড়ল বোনকে ওই বাড়ির অভ্যন্তরে যেতে দেখে।নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল ততক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরাতের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ফটকের সামনে। ইসরাত গেটের আড়ালে ঢেকে যেতেই নুসরাত চোখ ফিরিয়ে আনতে নিল সেদিক থেকে, তখনই চোখাচোখি হলো আরশের সাথে। নুসরাত তড়াক করে চোখ সরিয়ে এনে হাতের চাবি দিয়ে তালা খুলতে

ব্যস্ত হলো। আশপাশ না দেখেই তড়িৎ গতিতে বাড়ির ভেতর এসে প্রবেশ করল। গরম লাগল ভীষণ তাই গা থেকে টেনে হিঁচড়ে খুলল কালো গ্রাউনটা। ছুঁড়ে মারল কাউচে। দ্বিধাহীনভাবে নেচেকুঁদে ঢুকল নিজের রুমে। কাবার্ড খুঁজে ফিনফিনে নরম কাপড় বের করে আনল। গায়ে জড়াতেই কিছু একটা মনে পড়ল তার! একহাতে মোটা

একটা ব্যাগ বাহুতে চেপে ধরে দৌড়াল সৈয়দ বাড়ির দিকে। সৈয়দ বাড়ির গেটের সামনেই হেলাল সাহেবের সাথে দেখা হলো নুসরাতের। দু-জনে দু-জনের দিকে খেপাটে চোখে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পরপর নুসরাত মুখ ঝামটা মেরে হেলাল সাহেবের থেকে চোখ সরিয়ে নিল। হেলাল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,"এখানে কী?

নুসরাত হেলাল সাহেবকে পাত্তা দিল না। একপ্রকার ধাক্কা মেরে যেতে যেতে বলে ওঠল, “আমার দাদার বাড়ি এসেছি, কাউকে উত্তর দিতে বাধ্য না!

হেলাল সাহেব ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠলেন,

“তেরো বছর মনে পড়ল না দাদা বাড়ির কথা, আর এখন মনে পড়ল কেন, কারণ জানতে পারি?

নুসরাত ঘাড় বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্য করে হাসল হেলাল সাহেবকে। উপহাস করে বলে ওঠল,”কিছু মানুষ কব্জা জমিয়ে বসেছিল, তাই আসতে পারিনি, এখন যখন এসেছি আর কেউ বের করতে পারবে না এ বাড়ি থেকে। লাশ হয়ে না হয় একদম বের হবো, তার আগে না।

নুসরাত সৈয়দ বাড়ির চৌকাঠে ডান পা রাখতেই নিজের পাশে আরেকটা

ছায়ার উপস্থিতি পেল। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতেই চোখাচোখি হলো পাশেরজনের সাথে। নুসরাত এক পা সামনে বাড়িয়ে আবার পিছিয়ে নিল, মনে হলো কানের কাছ ঘেঁষে হেলাল সাহেব তেরো বছর আগের মতো করেই বলছেন,'আজ, এক্ষুণি, এই মুহুর্তে, তুই আমার বাড়ি থেকে বের হো!নুসরাত চোখের পাতা ঝাপটাল। চোখ বুজে নিয়ে নিঃশ্বাস

টেনে নিল ভেতরে। চোখ খুলে ডান-পা সামনে বাড়াতেই শক্ত হাতের ভেতর নিজের হাতের অস্তিত্ব পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, গাড় কুস্তুরির সুগন্ধি নাকে প্রবেশ করতেই বুঝে নিল কার হাত চেপে ধরেছে তাকে!

সদর দরজার সামনে পানি ভর্তি পাত্রে গোলাপ ছিটিয়ে রাখা সেখানে পা ধোয়ানো হচ্ছে ইসরাতের। মমো

ঝুঁকে বসে পানির মধ্যে ইসরাতের পা ভালো করে ধোয়াচ্ছে। যখন পা ধোয়ানো শেষে উঠে দাঁড়িয়ে হাত পেতে দিল বকশিস এর জন্য তখন ইসরাত চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল,” আমার কাছ থেকে টাকা নিবি তুই?

মমো অবাক কণ্ঠে বলে ওঠল,“তো নিব না, আমি তোমার পা ধোয়েছি।

মাহাদি জায়িনের পেছন থেকে উঁকি মেরে বলে ওঠল,

“তুমি কী কাজের-ঝি, ওদের কাছ থেকে টাকা নিবে?

মমো তেতিয়ে উঠল। ভ্রু-যুগলে ভাঁজ ফেলে জানার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল,” টাকা নিলে কী কেউ কাজের-ঝি হয়ে যায়?

মাহাদি উপর নিচ মাথা নাড়িয়ে সরল স্বীকার উক্তি দিল,”আমার

জানা মতো কাজের-ঝিরা টাকা নেয়, কাজ করে দিল।

মাহাদির মুখ থেকে বের হওয়া কাজের ঝি শব্দটা বারবার শুনে মমোর মুখের রঙ পরিবর্তন হতে শুরু করল। মনে হলো কেউ কানে সিসা ঢেলেছে তার। নিমেষেই গা জ্বলে উঠল, ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে কিছু বলতে নিবে নুসরাত ধাক্কিয়ে এসে পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল মমোর।

মুরব্বিদের মতো থু করে পানের পিক ফেলে বলে ওঠল," হইছে আর ঝগড়া করতে হইব না।লিপি বেগম নুসরাতকে এমন পান খেয়ে লাল ঠোঁট করে নেওয়ায় অবাক হলেন, আবারো অবাক হলেন হঠাৎ তার আগমনে, পরপর দুটো অবাকতা গিলে নেওয়ার পূর্বেই নুসরাত নিজের ইয়া মোটা ব্যাগ থেকে টাকার বান্ডিল বের করল। জায়িনের

দিকে তাকিয়ে হিহি করে হেসে বলে ওঠল,”আজ একটু বেশিই আপনাকে সুন্দর লাগছে তাই নজর কাটাতে চলে আসছি।

কথা শেষ করে থু থু করে পিক ফেলল। পান সচারাচর না খাওয়ায় পানের পিক ভুলে গিলে নিল আর এতেই বিকৃত হলো মুখশ্রী-র, অতিরিক্ত তেতো পান হওয়ার ধরুণ মুখের গঠন বদলে নিল, ওয়াক করে

পিক ফেলল, না চাইতেও মুচড়ে উঠল শরীর।

নুসরাত আবারো পান চাবিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,

“তাহলে নজর কাটিয়ে নিই..!লিপি বেগম নুসরাতের ব্যবহারে ভীষণ খুশি হলেন, তাহলে মেয়েটা মিলছে তার ছেলেদের সাথে। বাড়ির কর্তীরা তাকে বিশ্বাস করলেও ইরহাম, আহান, ইসরাত, জায়িন এমনকি

কয়েকদিন পূর্বে পরিচিত হওয়া মাহাদি বিশ্বাস করল না তাকে। আরশের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে ওঠল,”তোর বউটার ভেতর ঘাপলা আছে, দেখবি নির্ঘাত কিছু একটা করবে, এত পিরিত জায়িন ভাইয়ের সাথে আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। এই দেখ আমার দম গলার কাছে এসে আটকে আছে।

মাহাদির এত কথার বিপরীতে আরশ শীতল কণ্ঠে বলল,”নজর কাটিয়ে টাকা ওর ওই ব্যাগে ঢুকিয়ে নিবে।

মাহাদি বিশ্বাস-ই করল না। হেসে উড়িয়ে দিল আরশের কথাটুকু। বলল,” না এমন করবে না, নজর উঠানোর টাকা আবার কে ব্যাগে ঢোকায়, অন্যকিছু করবে ও!

“কেউ না ঢোকালেও নুসরাত নাছির ঢোকাবে নিজের ব্যাগে।

মাহাদি দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে বলে ওঠল,

” এমন কিছু করবে না, এতটাও খারাপ না তোর বউ, এর থেকে বেশি খারাপ!

আরশ কথা বলল না, প্রয়োজন বোধ করল না এই খাটারা এর কথার উত্তর দেওয়ার। এর মধ্যে নুসরাত

টাকা জায়িনের মুখের আশপাশ ঘুরিয়ে নিজের বেসুরা গলায় গলা ছেড়ে গাইল,“Teri Nazron Ke Sadke

Yeh Jaan Vaar Doon Ga

Tu Jo Keh De Tou Apna

Jahan Vaar Dunga

Maine Maula Se Teri Meri

Duniya Hai Maangi

Woh Jo Likh De Tou Usko Hi

Haq Maan Lunga...টাকা দু-জনের মুখের আশেপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের ইয়া বড় ডাফল ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। এটা দৃষ্টি সীমায় পড়তেই আরশ ঠোঁট টিপে হাসি ঢাকার চেষ্টা করল, সফলও হলো! মাহাদি তড়াক করে আরশের দিকে তাকিয়ে বিমূর্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,"এ্যাহ, এটা কী ভাই? সত্যি করে বল আরশ, তোর শ্বশুর কী

খেয়ে একে জন্ম দিয়েছে, আই মিন শাশুড়ি! এমন কেন তোর বউটা?

আরশ মাহাদির জবাবে বিড়বিড় করে একটাই কথা বলল,"ও এমন বলেই আমার বউ, এমন না হলে অন্য কারোর বউ হতো!

আরশের বিড়বিড় মাহাদির কান অবধি পৌঁছাল না লিপি বেগমের উঁচু আওয়াজে। তিনি সামান্য কড়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছেন," টাকাগুলো তুমি

তোমার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছ কেন, এগুলো গরীব মিসকিনকে দিবে না?

নুসরাত অবাক সুরে বলে ওঠল,

“ওমা, গরীব মিসকিনকে কেন দিব টাকা, এই বাড়িতে সবচেয়ে বড় গরীব-ই তো আমি, তাহলে বাহিরে দিয়ে হবে কী!লিপি বেগম নুসরাতের এমন কথায় বিরক্ত হলেন। আওয়াজ আরেকটু উঁচু করে

বললেন,” এ কেমন কথা! যদি টাকা না দাও তাহলে নজর তুলেছ কেন? লিপি বেগমের প্রশ্নে নুসরাত মোটেও দমে গেল না। নিজে দ্বিগুণ জোরে লিপি বেগমের প্রশ্নের বিপরীতে উত্তর দিল,”আপনার এই পান্ডার মতো দেখতে ছেলে যেন আমার বোনকে নজর না লাগায় তাই নজর তুলেছি, এখন টাকা গুলো আমি নিজের কাছে রাখিনা আচার দিয়ে

খাই আপনার মাথা ব্যথা কোথায় বড় আম্মু! টাকাগুলো তো আমার!

লিপি বেগম আরশের দিকে তাকালেন। আয়েশ করে ছেলেকে পকেটে হাত পুরে দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখতে দেখে বললেন,”দেখছিস তোর বউ কী করছে!

“বড় আম্মু আপনি নালিশ দেওয়া এখন থেকে শুরু করেছেন, আপনি তো পাড়ার কুচুটে বুড়িদের মতো

কুচুটে শাশুড়ি হবেন। আপনার ছেলের বউদের জন্য কষ্ট হচ্ছে। বেচারি....নুসরাত মুখ দিয়ে চুকচুক করে শব্দ বের করল। দুঃখ প্রকাশ করা আর হলো না লিপি বেগম এসে চেপে ধরলেন তার কান। বলে ওঠলেন," কুচুটে শাশুড়িরা বউদের পিঠে দু-য়েক ঘা দেয়, তোকেও কয়েল ঘা লাগিয়ে দেই?

নুসরাত নাক ফুলিয়ে নিজের কান ছাড়িয়ে আনল লিপি বেগমের থাবার হাত থেকে। কথার উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে নিবে আরশ এসে দাঁড়াল দু-জনের মাঝে দেয়াল হয়ে। নুসরাতের কাঁধে থাকা ডাফল ব্যাগ ঈগলের মতো ছু করে নিয়ে নিল নিজের হাতের মুঠোয়। ব্যাগের ইলাস্টিক খুলে টাকার বান্ডিলটা বের করল। প্রথমে একশত টাকার

একটা নোট থাকলেও ভেতরে সব দু-টাকা। আরশ ভ্রু কুঞ্চন করে নুসরাতের কাছে জানতে চাইল,”এখানে কতটাকা?

নুসরাত হিহি করে হাসল। বলল,“মোট তিনশত টাকা।

আরশ সেই টাকা নিজের হাতে রেখে নিজস্ব গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠল,”মাম্মা ওর কথায় তুমি চ্যাঁচাও

কেন, তোমাকে জ্বালাতেই এমন করে!

লিপি বেগম ছেলেকে মুখ ঝামটা মারলেন। উল্টো তাকে ভেঙ্গিয়ে বললেন,”কে বলছে দেখো, যে নিজে হাঁটতে, বসতে,বউয়ের কথায় চেঁচায়।

আরশ শীতল দৃষ্টিতে এক পলক মাকে দেখে নিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল। নুসরাতের ব্যাগ থেকে বের

হওয়া তিনশত টাকা লিপি বেগমের কাছে হস্তান্তর করে দিতেই নুসরাত চ্যাঁচাল,” এটা কী করলেন, ওগুলো আমার টাকা!

আরশ বিরক্ত গলায় বলল,“এনয়িং পার্সন, আমরা জানি এগুলো আপনার টাকা। চ্যাঁচিয়ে সোসাইটির মানুষ জমা করতে হবে না এই ভোরবেলা।

আরশের তাচ্ছিল্যতায় নুসরাত মুখ ঝামটা মারল। চুল উড়িয়ে চলে যেতে নিবে আটকে গেল সে, যখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তখন তার হাতের মধ্যে টাকা ধরিয়ে দিল আরশ। অবাক কণ্ঠে কিছু বলতে নিবে তার মুখ আটকে দিয়ে গম্ভীর মুখে জায়িন আর ইসরাতের মুখের সামনে সেই টাকাগুলো ঘোরাল, এমনভাব করল যেন এখানে কী

হচ্ছে তা তার বোধগম্য নেই। এমনকি সে যে নুসরাতের হাত জোর করে চেপে ধরে নতুনভাবে বিয়েতে আবদ্ধ কাপলের নজর তুলছে তা ও কাউকে বুঝতে দিল না। ইসরাত, আরশ আর নুসরাতের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। হাসি আটকানোর চেষ্টা করলেই নুসরাতের ভড়কে যাওয়া চেহারা দেখে হাসি আটকানো তার পক্ষে

কষ্টদায়ক হয়ে উঠল।ফজরের আজান দিয়েছে তখন। সৈয়দ বাড়ির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পুরুষসহ সকলেই নামাজে গিয়েছেন। আহান আর ইরহাম নামাজে যায়নি তাদের নাকি কী কাজ বাড়িতে আছে, আর নুসরাত সাতদিনের জন্য নামাজ থেকে ছুটি পেয়েছে তাই সেও নিশ্চিন্ত মনে পা তুলে বসে আছে সোফায়, নামাজ পড়ার কোনো চাপ

নেই। এর মধ্যে সেখানে আবির্ভাব ঘটল ইরহাম আর আহানের। তারা আসতেই নাছির মঞ্জিলের ড্রয়িং রুমে গোল মিটিং শুরু হলো। গোল মিটিং এ আজ সৌরভি, মমো, ইসরাত নেই, শুধু আছে নুসরাত, আহান, ইরহাম। নাজমিন বেগম সারাদিনের ক্লান্তি কাটাতে শুয়ে পড়েছেন নিজ রুমে, আত্মীয় স্বজন সবাই প্রায় চলে যাওয়ায় আজ

কোনো উল্লাস নেই এ বাড়িতে, ঠান্ডা পড়ে আছে গত দু-দিনের তুলনায়। কিন্তু ও বাড়িতে যেন আজ ঈদের আনন্দে সবাই মেতেছে, ভোর হতে চলল এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে মানুষের গমগম সুর, পুরুষদের গল্পের আওয়াজ ভেসে আসছে।গোল মিটিং করার পর কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারায় চিন্তায় উঠে দাঁড়াল এতক্ষণ আরাম করে

সোফায় বসে থাকা নুসরাত। গোল গোল করে পায়চারি করল। পাগলের মতো চক্কর কাটতে কাটতে ইরহামকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠল,”ইসরাতের জায়গায় কনে সেজে কে বসবে?

ইরহাম আগের মতো আহানের দিকে ইশারা করল। দু-জনেই আহানের দিকে একসাথে ঘুরে তাকাতেই আহান মৃদু সুরে আর্তনাদ

করে উঠল। মিটিং চলাকালে যেমন করে বলেছিল তেমন করে আবারো হাপিত্যেশ করে বলল,”না আমি বলির পাঠা হবো না, একটু আগে খাওয়া হাই হিলের বারির এখনো পর্যন্ত ব্যথা কমেনি আর তুমি এখন আরেকটা খাওয়ানোর জন্য আমার পিছু নিচ্ছ।। না বাবা না, আমি এসবে নেই..!নুসরাত আহানের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসায়

ঝিমিয়ে পড়ল, অলস ভঙ্গিতে নিজের শরীর ছেড়ে দিল সোফায়। ঠোঁটের কোণে অসহায়ের মতো হাসি ঝুলিয়ে চোখা দৃষ্টিতে ইরহামের দিকে তাকাতেই ইরহাম নিজেও দু-পাশে মাথা নাড়ল। নুসরাতকে ভৎসনা করে বলে ওঠল,"আমি বসব না আগেই বলে দিচ্ছি, অন্য ব্যবস্থা কর।

নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে উঠে দাঁড়াল, বুঝল আজ এরা তার কথা শুনবে না, তার ভাইগুলো তার ভাই থাকেনি, সবগুলো বদলে গেছে। কাকে বসিয়ে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা যায় সেটা মাথায় না আসায় দু-পাশে পায়চারি করল ব্যস্ত ভঙ্গিতে। ঠোঁট চেপে একটাই কথা বিড়বিড়াল,”কাকে বসানো যায়, কাকে বসানো যায়..!

যখন বিশ্বাস যোগ্য কাউকে পেল না, ঠোঁট এলিয়ে হেসে আহানের দিকে তাকাল মিনতি করার জন্য। স্নেহময় কণ্ঠে বলে ওঠল,”তুই আমার সোনা ভাই না, তুই বসবি না? আপুর কথা শুনবি না?

আহান সহজ কণ্ঠে নাক ফুলিয়ে নাকচ করল,“আমি তোমার কোনো সোনা রুপা, তামার ভাই না, তাই

আজ আমি তোমার কথা শুনবও না আর বসবও না।

নুসরাত ঠোঁট কুঁচকে নিল। বিকৃত মুখে গালি দিল,

“বাল দুটোকে এমনি এমনি পেলে পুষে বড় করেছি।

ইরহাম নুসরাতের কথায় ভুল ধরিয়ে দিয়ে শুধরে দিল,

“তেরো দিনে বড় আমি তোর থেকে।

ইরহামের কথা শেষ হতেই তার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল নুসরাত। নুসরাতকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমিলের প্রস্তুতি নিতে দেখে ইরহাম ঘাড় অন্যদিকে বাঁকিয়ে ভাব নিয়ে হাত দিয়ে না করে দিল। নুসরাত টু শব্দটি করার জন্য মুখ খুললেও তা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিল সে।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ সময় কাটল তাদের মধ্যে। নুসরাত যখন চিন্তায় চিন্তায় মাথা ফাটানোর অবস্থা ইরহাম চ্যাঁচিয়ে উঠে বলল,” আইডিয়া!নুসরাতের মলিন মুখে আশার আলো জ্বলে উঠল। জ্বলজ্বল করতে থাকা মণি নিয়ে শুধাল,”কী আইডিয়া?

ইরহাম কৌতূক করে ভিটকেল মার্কা হাসল। শেষবারের মতো গলা

খাঁকারি দিয়ে পরিস্কার করে নিয়ে নির্বিকার চিত্তে বলে ওঠল,”সবসময় আমরা পুরুষ মানুষ কেন বলির পাঠা হবো, তুই মেয়ে আছিস তাই আজ বলির পাঠা হবি তুই, বাসর ঘরে কনের সাজে বসবি তুই!

ইরহামের কথায় ফোঁস করে নিভে গেল নুসরাত। আশার আলোয় জ্বলে উঠা চোখ গুলো দপ করে হারিয়ে

গেল মলিনতার ভীরে। মিনমিনিয়ে বলল,”আমি কীভাবে?

ইরহাম চ্যাত করে উঠে বলল,“আমি কীভাবে, মানে কী, আমরা পুরুষ মানুষ বসতে পারলে, তুই মেয়ে মানুষও বসতে পারবি।

আহান ইরহামের সাথে সহমত পোষণ করল। নুসরাতকে দেনামোনা করতে দেখে ইরহাম বলে ওঠল,”আজ তুই বসবি মানেই

বসবি।। এই আহাইন্না আয়, ওরে ধর!

আহান আর ইরহাম এসে নুসরাতের বাহু চেপে ধরল। নুসরাত যেতে চাইল না, তাকে একপ্রকার দু-জন মিলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল তাকে সৈয়দ বাড়ির উদ্দেশ্যে।সৈয়দ বাড়ির সদর দরজা দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে ভেতরে ঢোকাতেই সম্মুখীন হলো অনেকের। চেনা অচেনা মানুষকে

দেখে নুসরাত গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বাহু ধরে টেনে আনা ইরহাম আর আহান ও চুপটি করে দাঁড়াল। মুখে তিনজনের নিষ্পাপ ভাব, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। সবাইকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকাতে দেখে তিনজনই হাসল হে হে করে সুর ধরে। ভদ্র ভঙ্গিতে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে সুরসুর করে একে অন্যের পিছু পিছু চলে

গেল। জায়িনের রুম কোনটা না চেনায় নুসরাত নকবিহীন সর্বপ্রথমই খোলা একটা রুমের ভেতর ঢুকে গেল, পরমুহূর্তে আবার ফরফরিয়ে বেরিয়ে আসলো বাহিরে। আহান আর ইরহাম কে আছে জানতে চেয়ে উঁকি দিতে চাইল ওই রুমে নুসরাত বগলদাবা করে নিয়ে চলে গেল। শুধাল," জায়িন ভাইয়ের রুম কোথায়? গাধার মতো আমাকে

আগে পাঠাচ্ছিস কেন? আমি কিছু চিনি এ বাড়ির?ইরহাম সন্দেহি চোখে নুসরাতকে অবলোকন করে জানতে চাইল”ওই রুমে কী দেখেছিস তুই?

নুসরাত ঢোক গিলে তাকাল ইরহামের দিকে। চ্যাঁচিয়ে উঠে তার কাছে জানতে চাইল,”আমাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু দেখেছি?

ইরহাম নুসরাতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানে কানে বলল,

“ওই রুম কিন্তু আরশ ভাইয়ের, উনি ফজরের নামাজ পড়তে যায়নি, বলেছে রুমেই পড়বে। আমি নিশ্চিত তুই কিছুমিছু দেখেছিস।

নুসরাত ঝাঁঝ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে ওঠল,

” তো, দেখলে তোর সমস্যা কী?

ইরহাম চতুরতা নিয়ে হেসে সরাসরি প্রশ্নের ভান ছুঁড়ল,
“তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস, কিছু দেখেছিস?ইরহামের খবিশের মতো হাসিতে নুসরাতের মুখে বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। হাতের তালু তুলে থাবা মেরে বসল মুখের চামড়ায়। হিংস্র বাঘিনীর মতো চ্যাঁচিয়ে উঠে সাবধান করল,”একদম খবিশের মতো আমার দিকে তাকিয়ে হাসবি না।

তোকে এমন করে হাসতে দেখলে ইচ্ছে হয় চুলের মুঠি চেপে ধরে সালফিউরিক এসিডে ডুবিয়ে দেই।

ইরহাম তবুও হাসল। জায়িনের রুমে নকবিহীন আগেভাগে ঢুকতে নিলে নুসরাত নিজের এক্সেস মতো সজোরে কোমরে একটা লাথি বসাল। আঙুল তুলে শাসাল,"আজ শুধু হাসার জন্য লাথি মেরেছি পরেরবার লাথি মারব না ঘুমের

ঘোরে মেরে ফেলব একদম।ইরহাম নুসরাতকে ভেঙ্গাল। আহান নুসরাতের মতো হু হা করল। অঙ্গ ভঙ্গি মারের মতো করে এসে প্রবেশ করল জায়িনের রুমে। ইসরাত কাপড় চেঞ্জ করেনি তখনো, দরজা ঠেলে বানর পাটিকে ঢুকতে দেখে কিছুটা হতবাক হলো। আর তা চেহারায় ফুটে উঠল অবলীলায়, বিস্ময় প্রকাশ করে কিছু বলতে

নিবে নুসরাত হাতের ঘড়ি দেখল। বলল,”সময় নেই, কাপড় চেঞ্জ করে আয় ঝটপট!

ইসরাত নুসরাতের কথায় প্রশ্ন করল,” কাপড় চেঞ্জ করব কিন্তু কেন?

আহান ইসরাতের প্রশ্নের উত্তর দিতে বলে ওঠল,

“তা ছোট ভাইয়া তোমাকে যেতে যেতে বোঝাবো আপু, তাড়াতাড়ি কাপড় চেঞ্জ করে আসো।

ইসরাত কড়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,

” আবারো উল্টোপাল্টা কিছু করার ধান্দা আছিস তোরা?

নুসরাত ইসরাতের কথা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিল। বলল,”আমরা সবসময়ই উল্টাপাল্টা করার ধান্দায় থাকি, সেটা অন্য

বিষয় যে কখনো একদম সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাই না।

ইসরাতের মুখের উপর ফুটে উঠা কঠিনত্ব নিমেষে সরে গেল ওদের কথায়। কড়া ভাষায় কিছু বলতেও পারল না, সবার নিষ্পাপ চেহারা দেখে। ইসরাত কিছু বলতে নিলেই মুখ পাউট করে তিনটা একসাথে তার মুখের কাছে এসে নিজেদের নিষ্পাপ প্রমাণ করার ভঙ্গি করছে।

এমন হাবভাব দেখে ইসরাত না চাইতেও হেসে দিল। কাবার্ড থেকে কাপড় বের করে নিয়ে যেতে যেতে সবার উদ্দেশ্যে বলল,”তোদের জঘন্য লাগে এমন মুখ বানালে!

তিনটা একসাথে সমস্বরে বলল,“আচ্ছা..!

ইসরাত কাপড় চেঞ্জ করে আসতেই বারান্দার সামনে নিয়ে দাঁড় করাল নুসরাত তাকে। ইসরাতের কোমরের

কাছে দড়ি বাঁধল যাতে রেলিঙ থেকে পা পিছলে পড়ে কোমর না ভেঙে ফেলে, এমনকি যদি ভুলবশত পড়ে যায় সেজন্য সবুজ ঘাসে ফম বিছিয়ে রেখেছে ইরহাম, আহান মিলে। ইসরাত রেলিঙ বেয়ে নেমে গেল আল্লাহর নাম নিয়ে, এরপর মইয়ের উপর ভর দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক একদম নিচে নেমে গেল। সৈয়দ বাড়ির ইরহাম, আহান ছাড়া কেউ-ই

জানতে পারল না, বিয়ের রাতে বউকে নিয়ে চলে গেছে তার ভাই বোন আবার।। ইরহাম ফম পেঁচিয়ে নিয়ে স্টোর রুমে রাখল, মই, দড়ি সব জায়গা মতো রেখে নুসরাতকে থামজ আপ দেখিয়ে পালাল নাছির মঞ্জিলে। সে জানে নুসরাত ফাসবে, ওই আরশ ভাই তাদের উল্টো বেঁধে রেখেছিল আর বড় ভাইয়া নিশ্চয়ই নুসরাতকে রেলিঙের সাথে উল্টো

বেঁধে রাখবেন। নুসরাত সবাই চলে যেতেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। নিজেকে সাহস দিল নুসরাত তুই পারবি বলে। নার্ভাসনেস একপাশে ফেলে যখন বারান্দা থেকে ফিরতে ঘুরে দাঁড়াল, বিপরীত মুখী বারান্দা থেকে শব্দ আসলো,”নুসরাত?নুসরাত ভয়ে কেঁপে উঠল। ভয়ে পা লেগে আসলো মেঝেতে। নুসরাতের কান

ঘেঁষে আবারো সেই তীব্র কণ্ঠ বয়ে গেল,” ওহ ইসরাত এটা তুমি, স্যরি আমি অন্ধকারের জন্য চিনতে মনে হয় ভুল করেছি।

নুসরাত বন্ধ করে নেওয়া শ্বাস ফেলে দৌড় দিল রুমের ভেতর। হাত মুঠোয়ে চেপে নিজেকে সাহস দিল,নুসরাত পারবি তুই, পারবি! ইসরাতের লেহেঙ্গার সাথে পরা দোপাট্টা দিয়ে নুসরাত নিজের মুখ

ঢেকে নিল। চুপটি করে বিছানার একপাশে গিয়ে বসল কনের মতো করে পা উঠিয়ে। দু-মিনিট সময় অতিবাহিত হলো এর মধ্যে দরজা নব ঘুরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল জায়িন। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি জড়ানো, নুসরাত চোখ মুখ কুঁচকাল। আহানটাকে এখানে বসালেই ভালো ছিল, ভাওতাবাজির চক্করে এখন না নিজেই লজ্জার সম্মুখীন হয়।

নুসরাতের হঠাৎ টনক নড়ল, আরে লজ্জা বলতে কোনো ডিকশিনারি-ই তো তার ভেতর নেই। অস্বস্তি, নার্ভাসনেসে হাত পায়ের তালু ঘামল অতি দ্রুত। নুসরাত একে তো নার্ভাস ছিল তার মধ্যে জায়িনের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠল। নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকায় ঠিকভাবে কর্নপাত হয়নি তা। হকচকিয়ে ওঠায়, অপ্রত্যাশিতভাবে মুখ দিয়ে

বেরিয়ে আসলো,”জি জ্বি জ্বিইইই! জায়িন সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলাল নুসরাতের দিকে। ইয়া বড় ঘোমটা দেওয়ার মানে খুঁজে পেল না, এমনকি এত হাত ঘষার কারণটা কী তাও ধরতে পারল না। নুসরাতের পায়ের দিকে তাকাল এক পলক, তারপর আবার চোখ সরিয়ে নিল। মনে করল বাঁদরগুলো কোনো বাঁদরামি করেনি, ভরসা পেলে এটা ইসরাতের-ই পা।

দু-য়েক সেকেন্ড পার হওয়ার পর জায়িন মিনমিন করে শুকরিয়া আদায় করল,”থ্যাংক গড, এরা বাঁদরামি করেনি।

নুসরাত হাত ঘষল। জায়িন এক পা আগাতেই নুসরাতের চোখ দুটো লাফিয়ে বের হতে নিল, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপচাপ বসাতে চাইলেও মনে মনে বলল, এই জায়িন ভাই তো দেখি আশিক, পুরো

আশিক হওয়ার পূর্বেই নুসরাত ভাগ, না হলে হার্ট অ্যাটাকে তোর মৃত্যু নিশ্চিত। পরে দেখা যাবে নিউজ হচ্ছে, বোনের বাসর ঘরে ঢুকে বদমায়েশি করার চেষ্টা করায়, দম আটকে বসে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল তারা সৈয়দা নুসরাত নাছির, যে এই কম বয়সে দু-বাচ্চার মা হওয়ার কথা ছিল সেই বয়সে, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ইন্তেকাল

করেছেন।নুসরাত আর ভাবতে পারল না, সামনে তাকিয়ে দেখল জায়িন বেডের পাশে এসে প্রায় দাঁড়িয়েছে। ওড়না ঢিল মেরে ফেলে দিতেই ঘোমটা সরে গেল, বেরিয়ে আসলো শ্যাম মুখখানি। জায়িন সামান্য ভরকাল নুসরাতকে দেখে। প্রথমবারের মতো সারাদিন লম্ফঝম্প করা বোন ভাবা মেয়েটাকে খেয়াল করল, হাত পা ফর্সা, একদম

ইসরাতের মতো, শুধু মুখ ফর্সা নয়, যদি মুখ থেকে ঘোমটা না সরাত তাহলে ধরা খাওয়ার কোনো অবকাশই ছিল না। নুসরাত লাফ দিয়ে বেডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নার্ভাস কণ্ঠে ভ্যাবাচেকা গলায় বলে ওঠল,"জায়িন ভাই, আমি, এটা আমি, আপনার একমাত্র দুষ্টু, মিষ্টি, পিয়ারি, সুন্দরসি, শালিকা। হিহি..! শীতকালের আনাগোনা প্রকৃতিতে!

বাতাস মিহি হয়ে বইছে চারিদিকে। কখনো সহনীয় গরম তো আবার কখনো ঠান্ডা আবহ পরিবেশে! দো-তলার খোলা থাই গ্লাসের জানালা বেয়ে সুরসুরিয়ে বাতাস এসে প্রবেশ করছে। সাথে বাগানে রোপন করা বেলী, রজনীগন্ধা, গোলাপ ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ এসে প্রবেশ করছে নাসারন্ধ্রে। শীতল বাতাসে নুসরাতের গা হীম হয়ে না আসলেও জায়িনের

শান্ত চাহনিতে নুসরাতের গা বেয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। পরিবেশ স্বাভাবিক করতে না চাইতেও ভেটকানো দিল নুসরাত। তার এই মুহুর্তে মোটেও হাসি আসছে না কিন্তু প্রয়োজন মনে হলো হাসি দেওয়া তাই দিল। দাঁত বের করে জায়িনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কানে ভেসে আসলো শান্ত স্বর,"দাঁত ভেতরে ঢোকান, জঘন্য হাসি

আপনার!নুসরাত মুখ চুপসে নিল। আড়চোখে চেয়ে টিপেটিপে পা ফেলে বের হতে যাবে জায়িন ধমকে উঠে বলল,”স্টপ!

নুসরাত দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ কিঞ্চিৎ কুঁচকাল। চোয়াল ঝুলিয়ে নিয়ে কিছু বলতে নিবে জায়িন তর্জনী আঙুল ঠোঁটে রেখে দেখাল চুপ। পরপর বলল,”শাটআপ নুসরাত...!

নুসরাত মিনমিনিয়ে নিজের সাফাই গাইতে যাবে জায়িন জানতে চাইল,”আপনাকে কী শাস্তি দেওয়া যায় বলুন তো!

নুসরাত হে হে করে হাসল। জিজ্ঞেস করল,“মজা করছেন জায়িন ভাই!

জায়িন দু-পাশে মাথা নাড়াল। ঠোঁট চেপে রেখে আওড়াল,”উঁহু, আমি সিরিয়াস!

নুসরাত ঠোঁট মুখ কুঞ্চিত করে জানতে চাইল,

“কী শাস্তি দিবেন জায়িন ভাই!

জায়িন নিশ্চুপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। এক পা দু-পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে, যাতে নুসরাত দৌড় দিতে না পারে। বলল,”সবার সামনে আপনাকে এক্সপোজ করব, মেঝ মাকে দেখাব

উনার গুণোধর মেয়ে কী করছেন উনার অগোচরে!

নুসরাত প্রথমে বলে ফেলল,“তো আমি ভয় পাই নাকি, বলুন না আম্মাকে।

কথা শেষ করে আকস্মিক মনে হলো কনভেনশন হলের ঘটনাটার কথা। যদি জানে ওই কাহিনি করার পর এমন কান্ড করেছে তাহলে তার মা জননী তাকে আস্ত রাখবে না,

এমনকি এই বাড়ির মহিলা সমিতির সবাই মিলে তাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলবে। নুসরাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পনা করল তাকে বেঁধে পিটানো হচ্ছে আর একপাশে দাঁড়িয়ে তাকে অবলোকন করে দাঁত কেলিয়ে হাসছে মাহাদি, আরশ, ইরহাম, আহান, এমনকি ওই অনিকাটা ও! নুসরাতের চিন্তা আর বেশি দূর এগোলো না, জায়িন দু-পা

বাড়াতেই নুসরাত লাফিয়ে উঠে বলল,”ভাইয়া আপনার একটু লজ্জা লাগবে না আমার মতো অবলা

এক শিশুকে মার খাওয়াতে আম-জনতার হাতে?

জায়িন দু-ঠোঁট উল্টে নিষ্পাপ ভঙ্গিতেবলল,“একদম না, আমার ভীষণ খুশি লাগবে আপনার মতো একজন বুড়ো শিশুকে জনতার হাতে পিটা খাইয়ে।

নুসরাত দু-হাতে মাথা চেপে ধরল নাটকীয় ভঙ্গিতে। কণ্ঠে মেকি কান্নার ভাব এনে বলে,”এমন পাপ কাজ ধর্মে সইবে না সৈয়দ সাহেব।

“না সই করুক, তারপরও আপনার আজ আমি একটা ব্যবস্থা করব।

নুসরাত দুঃখী দুঃখী চেহারা বানাল। বলে ওঠল,

“দয়া করে মহিলা সমিতির কাছে আমাকে দিবেন না।

জায়িনে থুতনিতে হাত বুলিয়ে নিল। ভ্রু উচিয়ে শুধাল,

“যদি না দেই তাহলে কী করবেন আপনি?

নুসরাত ঝটপট বলে দিল,

“আপনি যা বলবেন তাই করব।

কথাটা বলে জিভ কাটল। মনে মনে আওড়াল,

“ ইসশ ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছিস নুসরাত।

জায়িন নুসরাতের কথায় জিভ দিয়ে গাল ঠেলে ঈষৎ হাসল। লহু স্বরে বলে ওঠল,”কান ধরে উঠবস করুন এক্ষুণি!

নুসরাত অবিশ্বাস্য কণ্ঠে শুধাল,“এক্ষুণি?

জায়িন মাথা নাড়িয়ে শক্ত গলায় বলল,

“রাইট নাও সিস্টার।

নুসরাত চেহারা কাঁদো কাঁদো বানিয়ে ফেলল। বলল,

“ এই বাচ্চাকে দিয়ে কান ধরে উঠবস করাতে, আপনার দিলে একটুও কষ্ট হবে না?

“না কষ্ট হবে, বরঞ্চ ভীষণ ভালো লাগবে!

নুসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। রাগী রাগী চোখ মুখ করে একবার কান ধরে উঠবস করে চলে যেতে নিবে

জায়িন দরজার আটকে দাঁড়াল। ভ্রু উচিয়ে শুধাল,”কোথায় যাচ্ছেন?

“বাড়িতে!“ একশোটা কান ধরে উঠবস করুন তারপর বাড়িতে যাবেন, না হলে আপনাকে ওই জানালা দিয়ে একদম ছুঁড়ে মারব।

নুসরাত নাক ফুলিয়ে কিছু বলতে নিবে জায়িন ইশারা করল চুপচাপ কান ধরে উঠবস কর‍্যে। শেষ পর্যন্ত কোনো পথ না দেখে নুসরাত হতাশ

হয়ে কান ধরে উঠবস করতে শুরু করল। জায়িন ঠোঁট চেপে কোনোরকম হাসি আটকাল চুপসানো মুখখানা দেখে। মোবাইল পকেট থেকে বের করে নুসরাতের দিকে তাক করতেই নুসরাত চ্যাঁচাল,”ভিডিও করছেন কেন? সমস্যা কী ভাই?

“কানধরে চুপচাপ উঠবস করুন, আপনাকে এখানে কথা বলার জন্য

আনা হয়নি, কাজ করানোর জন্য আনা হয়েছে। উঠবস না করলে চলুন আপনি আমার সাথে।

নুসরাত কড়মড় করল। কান ধরে উঠবস করতে করতে বলে ওঠল,“জায়িন ভাই আপনি খুবই বড় ধান্দাবাজ।

জায়িন নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিল,“আপনার থেকে কম।

নুসরাত পরপর একশোটা কান ধরে উঠবস করে কোমর চেপে উঠে দাঁড়াল। জায়িনের মোবাইলের দিকে কিৎকাল তাকিয়ে থাকল অবিরাম। থুতনিতে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী আঙুল একত্রিত করে বুলিয়ে নিয়ে হুমকি দিল,"এই কাজের জবাব সময় মতো পেয়ে যাবেন দুল্লাভাই!

শেষটুকু বলতে গিয়ে নুসরাতের গলা সামান্য চড়াও হলো। জায়িন তাতে

ভ্রুক্ষেপ না করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠল,“আমি সবসময় সেই অপেক্ষায় থাকব শাল্লিকা।

এরপর জায়িন দরজা থেকে সরে আসলো। সম্মানের সহিত দেখাল বের হয়ে যেতে। নুসরাত রুম থেকে বের হতে হতে জায়িনের শোনার মতো বিড়বিড় করল,”দেখে নেব জায়িন ভাই, দেখে নেব, না দেখে নিলে আমার নাম নুসরাত নাছির

থেকে বদলে নিব।নাছির মঞ্জিলের পরিবেশ উত্তেজিত। নুসরাত মুখ ফুলিয়ে কাহিনি বলছে এতক্ষণ যাবত কাহিনি কী কী হয়েছে। কাহিনি বলা শেষ করতে পারেনি তার পূর্বেই টুংটাং নোটিফিকেশন আসলো সবার মোবাইলে। ইরহাম মোবাইল হাতে নিয়ে দেখল তারপর রেখে দিতে গিয়ে আবার তড়াক করে চোখ দাবিয়ে দেখল। ফ্যামেলি

গ্রুপে কিছু একটা মেসেজ আসছে। ইরহামের বৌদলতে ইসরাতের বিয়ের আগের দিন এই গ্রুপটা খোলা হয়েছিল। যেখানে পরিবারের সব সদস্য আছে। গ্রুপে অপ্রত্যাশিতভাবে এই ভিডিও আসায় ইরহামের মনোযোগ ভ্রষ্ট হলো নুসরাতের কথা শোনা থেকে। একা ইরহামের নয় সবারই হয়েছে। দ্রুত হাতে গ্রুপে ঢোকে ভিডিওটা

ডাউনলোড দিল সবাই। নুসরাতকে ইশারা করে ইরহাম বোঝাল, দু-মিনিটের জন্য চুপ করতে। নুসরাত বিরক্ত হয়ে চ সূচক শব্দ উচ্চারণ করল না চাইতেও মুখ দিয়ে। পকেট থেকে মোবাইল বের করতেই একই মেসেজ সো করল। সে ও সেখানে ঢোকে ভিডিওটা দেখার আগে দেখল কে সেন্ড করেছে ভিডিওটা। যখন জায়িন লেখা নাম দেখল তখন

নুসরাত চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার সিক্সথ সেন্স বলছে ওই ভিডিওটাই জায়িন ভাই দিয়েছে।

সকলে ভিডিওটা দেখার শেষ হওয়ার পর থেকে নিজেদের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। থমথমে পরিবেশ তখন সেখানে। সকলে নিজেদের ভেতর থমথমে মুখে চাহনি দেওয়া শেষে দো-তলার ড্রয়িং

রুমের আনাচে কানাচে ফাটিয়ে হেসে উঠল। ইরহাম সর্বপ্রথম বলে ওঠল,”আল্লাহ মান সম্মান বাচাইছে, জায়িন ভাই নুসরাতকে পুরো বাঁশ দিয়ে দিল।

আহান বলল,“আল্লাহ বাচাইছে যাইনি আপুর কথা শোনে, না হলে আজ মান সম্মান নিলামে উঠত।

ইসরাত বারবার ভিডিওটা পোজ করছে তারপর আবার দেখছে, দেখা

শেষে সোফার উপর হাসতে হাসতে ঢলে পড়ছে বারংবার। কিছু সময় ধরে এমন কাহিনি চলল তাদের মধ্যে। ইরহাম বলে ওঠল,”নুসরাতরেএএ তোর মান-সম্মান তো পুরোই শেষ!

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে বসে থেকে গর্বের সহিত বলে ওঠল,“আমার মান-সম্মান থাকলে না শেষ হবে।

ইসরাত বলে ওঠল,“‘আর এটা তুই গর্বের সহিত বলছিস? নুসরাত তোর সামান্য লজ্জা লাগছে না?

নুসরাত ইসরাতের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। বলল,”অবশ্যই না আমার মোটেও লজ্জা লাগছে না। আর মান-সম্মানের কথা আসলে আমি বলব কানে ধরে উঠবস করে আমি নিজের প্রতি এমন গর্ববোধ

করছি যে, নিজেকে এখন গর্ববোধের ঠেলায় গর্ভবতী মনে হচ্ছে।

নুসরাতের কথার ভেতর জায়িনের আগমন ঘটল নাছির মঞ্জিলে। গায়ে এখনো জড়ানো তখনকার সাদা পাঞ্জাবি। রেড চেরির ন্যায় লাল টকটকে ঠোঁট গুলো দিয়ে অনবরত উঁচু আওয়াজে উচ্চারণ হচ্ছে,"বেগম, বেগম, বেগম..!

নুসরাত দো-তলার রেলিঙ ধরে প্রায় বাঁদরের ন্যায় ঝুলে পড়ল। ড্যাবড্যাব করে জায়িনের পানে তাকিয়ে ইসরাতকে বলে ওঠল,”বেগমের খোঁজে জনাব চলে আসছেন।

জায়িন নিচ থেকে নুসরাতের দিকে কিৎকাল তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল,”আমার বেগম কোথায়?

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে বলে ওঠল,“কাক উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

জায়িন উপহাস করে শুধাল,

“ আর ওই কাকটা মনে হয় আপনি?

নুসরাত উপর নিচ মাথা নাড়াল। জায়িনকে বলে ওঠল,”আপনি তো দেখি ভালো কথা বলতে শিখে গেছেন জায়িন ভাই। এত চ্যাটাংচ্যাটাং কথা শিখলেন কীভাবে? আপনার শিক্ষকটা কে?

“আপনাকে বলতে বাধ্য নই।

নুসরাত রেলিঙে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।। জায়িন নিচ থেকে দো-তলা বেয়ে উঠতে উঠতে ডাকল,” বেগম..!

ইরহাম ব্যগ্র আওয়াজে ইসরাতের পেছন থেকে বলে ওঠল,”জনাব এসেই বলবেন, আপনি ঠিক আছেন ইসরাত, তখন বেগম উত্তর দিবেন হ্যাঁ জনাব।আহান সোফায় মাথা চেপে খিলখিল করে হেসে উঠল।

জায়িন উপরে এসে কিৎকাল দেখল ইসরাতকে, এরপর কাউকে কোনো কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে পেঁচিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল। নুসরাত হা করে তাকিয়ে থাকল। আহান দু-হাতে নিজের চোখ ঢেকে নিল, পর মুহুর্তে আবার আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল সামনে কী হচ্ছে চুপিচুপি দেখার জন্য। ইরহাম নুসরাতের পানে অবিশ্বাস্য চোখ

বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠল,”এটা জায়িন ভাই আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

আহান নিজের হাতের আড়াল থেকে ইসরাত আর জায়িনের যাওয়া দেখতে দেখতে সহমত পোষণ করল,”আমার ও!

নুসরাত মিনমিনিয়ে বলে ওঠল,

“ এই জায়িন ভাই তো ইসরাতের উপর পুরাই আশিক হয়ে গিয়েছেন।

পরপর আবারো বলল,
“বেগমকে এসে জনাব নিয়ে চলে গেলেন কাঁধে তুলে, আর আমরা হা করে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না জীবনে।
নুসরাতের কথায় আহান ইরহাম সমস্বরে আওড়াল,“সহমত দাদা, সহমত..!
সকাল ছয়টা টিকটিক করে ঘড়িতে বাজছে। জায়িন ইসরাতকে নিয়ে

সৈয়দ বাড়িতে আসতে গিয়ে এতক্ষণে হাজারো চড়-থাপ্পড়, কিল, ঘুষি খেয়েছে পিঠে ঘাড়ে, তবুও কাঁধ থেকে ইসরাতকে নামায়নি। বাহিরে তখন ধীমিধীমি কুয়াশা। সোসাইটিতে নীরবতা বিরাজমান। সৈয়দ বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর ইসরাতকে নিজের কাঁধ থেকে নামাল জায়িন। ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,"সমস্যা কী?

ইসরাত চোখ দুটো পাকাল। বলে ওঠল,

“লজ্জা সরম আপনার নেই?

জায়িন নির্দ্বিধায় বলে ওঠল,

“ লজ্জা নারীর ভূষণ, পুরুষদের থাকাটা বেমানান!

ইসরাত কপালে ভাঁজ ফেলল। বলল,“আপনি তো সত্যিই আজকাল একটু বেশি কথা বলা শিখেছেন!

সব কথার উত্তর আছে আপনার কাছে দেখছি।

জায়িন গোলগাল মুখটায় চোখ নিবিষ্ট করে বলে ওঠল,“আপনার বোনের প্রভাব পড়ছে আই থিংক।

ইসরাত ভ্রু যুগলের মধ্যে ভাঁজ ফেলল। দরজা ঠেলে রুমের ভেতর ঢুকতেই জায়িন বলে ওঠল,”সারারাত ঘুমাননি, রেস্ট নিয়ে নিন।

ইসরাত নিজেও মুখের উপর হাত রেখে হাই তুলল। জায়িনের কথায় সহমত পোষণ করে বলে ওঠল,”হ্যাঁ, সত্যিই মনে হচ্ছে ঘুমানো প্রয়োজন।

জায়িন অবাক কণ্ঠে শুধাল,

“সত্যিই ঘুমিয়ে যাবেন?

ইসরাত উপর নিচ মাথা নাড়াল। বলে ওঠল,“তো ঘুমাব না, না ঘুমিয়ে কী কাবাডি খেলব আজব! দু-দিন ধরে ঠিকঠাক ঘুম হয়নি।

কথা শেষে বিছানায় ধুপ করে গিয়ে শুয়ে পড়ল ইসরাত এক পাশ ঘেঁষে। এই মুহুর্তে ঘুমে সে চোখে কিছুই দেখছে না। জায়িন চোয়াল ঝুলিয়ে তাকিয়ে থাকল বিছানার দিকে। বিড়বিড় করে আওড়াল,"সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল।বিয়ে সকল রীতিনীতি মেনে হওয়ায় সকালের নাস্তা ও এসেছে নাছির মঞ্জিল রীতিমতো। জায়িন নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল,

বলেছে বাজার থেকে ফ্রোজেন জিনিস এনে দিবে কিন্তু তারপরও নাজমিন বেগম মানা শুনেননি, উনি দিবেন মানে দিবেনই। নাজমিন বেগমের জোরাজুরিতে সকালে ঘুম বাদ দিয়ে নাস্তা তৈরি করতে সাহায্য করেছে নুসরাত। সকালে নাস্তা পাঠানোর কথা থাকলেও সবাই ঘুম দিয়েছে তখন। তাই আছরের সময় নাস্তাগুলো পাঠানো হয়েছে সৈয়দ

বাড়িতে। নুসরাত ঘুমাতে যেতে যেতে বেজেছে বারোটা। চোখ দুটো ঘুমের জন্য খুলে রাখতে পারেনি, যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। পরায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ধরনী, নুসরাত ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হলো। হাঁটাহাঁটি করে সামান্য নাস্তা পানি খেয়ে গোসল করতে ঢুকল।গোসল শেষে মাথায় তোয়ালি পেঁচিয়ে হুডি চড়াল গায়ে।

তার শীত একটু বেশিই অনুভব হচ্ছে আজ। ক্যাপ মাথায় দিয়ে ঢিলেঢালা ছেলেদের ট্রাউজার পরে নিল। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে নিয়ে হাতে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিল। চুইংগাম মুখে দিয়ে গা ছাড়া ভাব নিয়ে হাঁটল সৈয়দ বাড়ির উদ্দেশ্যে। অতিরিক্ত ঘুমানোর জন্য তখন মুখ ফোলো ফোলো হয়ে উঠেছে। মুখে গম্ভীরতা

আটা। সৈয়দ বাড়ির গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখা হলো হেলাল সাহেবের সাথে। দু-জনের চোখাচোখি হতেই মুখ ঝামটা মেরে চলে গেল দু-দিকে। নুসরাত যেতে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেল দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকা আরশের সাথে। বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকাতেই দু-জনের

চোখাচোখি হলো। একসাথে দু-জন দু-জনকে শুধাল,”কী সমস্যা কী?

কথা শেষে দু-জনেই কপালে ভাঁজ ফেলল। একসাথে বলে ওঠল,”একদম নকল করবেন না!

নুসরাত আরশকে ঠোঁটে হাত রেখে চুপ দেখাল। পরপর খিটখিটে মেজাজে নিজের দিকে তর্জনী আঙুল তুলে শুধাল,“আমি নকল করব আপনার? আমি?

আরশ মাথা উপর নিচ নাড়াল। বলল,

“এতক্ষণ যাবত তো নকলই করছিলিস।

নুসরাত হাহ্ করে অহংকার করে শ্বাস ফেলল। দাম্ভিক স্বরে বলে ওঠল,”কোনদিক থেকে আপনাকে নকল করেছি?

আরশ বলে ওঠল,

“সব দিক দিয়ে!

নুসরাত ঠোঁটের কোণ উচিয়ে তাচ্ছিল্য করে হাসল। বলে ওঠল,“ ওহ রিয়েলি, তা শুনি কী করেছি নকল?

আরশ গ্রীবা বাঁকিয়ে ঝুঁকে আসলো সামান্য। হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”আমার পুরো আউটফিট, পুরোটা আমাকে!

নুসরাত এবার ঠাহর করল তার আর আরশের দু-জনের ড্রেস

একদম একই রকম সামান্য হুডির কালার চেঞ্জ, আরশের লাইট কালার আর তারটা ডার্ক কালার। ট্রাউজার এর দিকে চোখ যেতেই নুসরাত চ্যাঁচাল,”আপনি সেম ট্রাউজার কোথায় পেলেন?“তোর বাপের চুরি করেছি।

নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলল। বিরক্ত স্বরে বলে ওঠল,“বাপ নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?

আরশ হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,
‘‘তো টানাটানি করব না, একমাত্র শ্বশুর বলে কথা।
নুসরাত নির্বাক চেহারা বানিয়ে চেয়ে রইল সামনে। তার কাছে কথা বলার ভাষা নেই। আরশ নিজের মুখ সামান্য কাছে নিয়ে আসতেই নুসরাত নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠল,”আপনার বাপ নিয়ে আমি টানাটানি করেছি কখনো!

“তো কর না, আমি না করেছি।

নুসরাত দাঁতে দাঁত চেপে ধরে কড়মড় করে উঠল। কটমটে চাহনি নিবিষ্ট করে বলে ওঠল,”আপনি ভীষণ খারাপ, আপনি জানেন?“না মাত্র তুই বলেছিস বলে জানতে পারলাম।

নুসরাত দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। শীতিল কণ্ঠে বলে ওঠল,

“আপনার সাথে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই, রাস্তা দিন।

আরশ দরজা ব্লক করে দাঁড়াল। আরাম করে দাঁড়িয়ে বুকে আড়াআড়ি হাত বাঁধল। নুসরাতের দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ হাসল। বলল,”রাস্তা বানিয়ে নে, আমি পারব না।

নুসরাত নাকের পাটা ফুলিয়ে দেখল এই ত্যাড়া লোককে। ভৎসনা করে বলে ওঠল,”আপনি খুবই ত্যাড়া

একজন মানুষ, ঘাড়ের রগ এত ত্যাড়া কেন?

“তোর থেকে একটু বেশিই সোজা আছে আমার রগ।

নুসরাত বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল,“ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে এখন কী করবেন?

আরশ গম্ভীর গলায় বলে ওঠল,

“তোর বাপের বাসর সাজাব।

নুসরাত চ্যাত করে উঠল। আকস্মিক আরশের বুকে দু-হাত এক ধাক্কা মারল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুমড়ি খেয়ে পিছনে সরে গেল সে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা থেকে আরশ সামলে উঠতে যাবে, নুসরাত আঙুল তুলে শাসাল,"শেষ বারের মতো বলছি সম্মান দিয়ে কথা বলবেন, আমার বাপ আপনার চাচা হয় বুঝেছেন, এসব নস্টালজিক কথা

বার্তা বললে আমার সামনে আসবেন না। বেয়াদব..! আমার বাপের বাসর সাজাবি কেন তুই, তোর বাপেরটা গিয়ে সাজা!

আরেকটা ধাক্কা লাগল আরশর বাহুতে। নুসরাত আরশকে ধাক্কা মেরে পাশ কাটিয়ে ধুপধাপ পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসা আরশের দিকে।

তার দিকে একনিষ্ঠ তাকিয়ে থেকে ঘাড় কাত করে জিভ দিয়ে গাল ঠেলে হাসল।সৈয়দ বাড়ির অভ্যন্তরে তখন মেহমানের আনাগোনা। ইসরাত শাওয়ার নিয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে। লিপি বেগম শাড়ী পরিয়ে দিয়েছেন। এরপর থেকে শাড়ী পরে টুকটুক করে ঘুরছে ইসরাত। জায়িন রুমে চুপচাপ বসে থেকে কিছু ই-মেইল চেক করছিল, তাই তখনো

শাড়ী পরা ইসরাতকে দেখেনি। সিঁড়ি বেয়ে হঠাৎ মাথায় আঁচল টেনে নামতে দেখা গেল ইসরাতকে। ঠোঁটে হাসি সামান্য, নতুন কনের নাকি মুখ গোমড়া হয়ে থাকে, কিন্তু এই কনের ব্যাপারটা বিপরীত। সকলেই অদ্ভুত চোখে দেখলেন ইসরাতকে। ইসরাতকে দেখা শেষে যখন নিজেদের ভেতর কথা বলতে যাবেন সবার মাঝে ঠেলে ঠুলে

আসরের মাঝখানে এসে নুসরাত ধুপ করে বসে গেল। বেয়াদবের মতো দু-পা সোফার উপর তুলে বসতে বসতে বলে ওঠল,”হ্যাঁ কী বলছিলেন বলুন!

সবাই অদ্ভুত চোখে নুসরাতকে দেখে বলে ওঠলেন,‘’তুমি আবার এখানে টপকালে কীভাবে!

নুসরাত ত্যাড়া কণ্ঠে বলল,

“ওই উড়ে এসে ছাদ দিয়ে টপকে গিয়েছি।

নুসরাতের কথা কেউ কানে তুলল না। একজন ইসরাতকে স্বাভাবিক ভাবেই জিজ্ঞেস করল,”রান্না জানো তুমি?

ইসরাতঅক্ক কেটে দিল নুসরাত। মুখের কথা একদম কেড়ে এন বলে ওঠল,“রান্না না জানলেও, মানুষকে ভালো ফ্রাই, রোস্ট করতে জানেও।

মহিলাটা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠলএন, “আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি ও উত্তর দিবে, ওর উত্তর দেওয়ার তুমি কে?

“আমি মেয়ের বাড়ির লোক, ছেলের বাড়ির চুগলখোর চাচি মামিদের আচার আচরণ দেখতে আসছি। এখন মেয়ে কোথায় বিয়ে দিলাম সেটা তো দেখে নেওয়া উচিত একটু খুঁতিয়ে।

মহিলাটি নুসরাতের কথার বিপরীতে বলে ওঠলেন,

“বিয়ে দেওয়ার আগে খঁতিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, এখন কেন নিচ্ছো?

নুসরাত বলল,“আসলে ওই ব্যাপারটা একটু বেশিই ক্যাজুয়াল, আমি আর আমার বাপ তো আর ক্যাজুয়াল না তাই বিয়ের পর পাড়ার কুচুটে কাকিদের খোঁজ নিব ভেবেছি।

মহিলাটি বিরক্ত হয়ে কথা বাদ দিয়ে দিল। নুসরাত এসবে থোড়াই পাত্তা দিল, চোখ উল্টে নিয়ে বসে রইল। নুসরাতের সাথে কথা কাটাকাটি হওয়া মহিলাটি আরেক মহিলার সাথে কথা বলছিলেন,"মেয়ের চেহারা বেশি ফর্সা হাত-পায়ের তুলনায়।

ওই মহিলাটি সহমত পোষণ করে বলে ওঠলেন,

“মনে হয় নাইট ক্রিম ইউজ করত। নুসরাত এদের কানাঘুষা করতে দেখে একদম কান লাগিয়ে শুনছিল কথা গুলো। দু-জনে কথা শেষ করে শ্বাস ফেলতে পারল না নুসরাত ব্যাঙ্গাত্মক গলায় বলে ওঠল,” আপনার মেয়ের সস্তা নাইট ক্রিমটা আমি চুরি করে নিয়ে এসে ইসরাতের মুখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, বুঝেছেন আপা, আই মিন কাকিমা,

এজন্য ওর হাত পা কাইল্লা, আপনার মেয়ের মতো শুধু মুখটা সুন্দর।
নুসরাত আরো কিছু বলতে নিবে রুহিনী এসে টেনে ধরলেন তার হাত। চোখের আকার বড় বড় করে বলে ওঠলেন,”ঝগড়া করো না নুসরাত আম্মা!নুসরাত নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে টানা হিঁচড়া করল। গলা ফাটিয়ে সবার শোনার মতো করে বলে ওঠল,”আমাদের মেয়ে

আমরা নিয়ে চলে যাব, মেয়ে দিলাম তো দিলাম এরপরও কোনো সম্মান নেই। এই কুচুটে বুড়িরা ক্যান বলবে ও ক্রিম ইউজ করছে। ওগো মতো পাইছে, সস্তা পণ্য ব্যবহার করবে আমার বোন।।

রুহিনী বেগম এক হাতে নুসরাতের মুখ চেপে ধরলেন। চোখ দুটো দেখিয়ে বোঝালেন আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ যেতে। নুসরাত চুপ হওয়ার

পাত্রী না সে অবিচল গতিতে হাতের নিচ থেকে মুখ বের করে বলে চলল,”আমি কোথাও একটা লিখা দেখেছিলাম মুসলমান একে অপরের ভাই-ভাই, এদের দেখে মনে হচ্ছে না তা। এরা কোনো প্রতিবেশী হতে পারে না, ভাবছিলাম রিসিপশনের দাওয়াত দিব, এদের এই ব্যবহারে রিসিপশনের দাওয়াত দেওয়া ক্যান্সেল।

রুহিনী নুসরাতকে টেনে টুনে নিয়ে গেলেন ড্রয়িং রুম থেকে, যেতে যেতে নুসরাতের কানে ভেসে আসলো,”এই মেয়েকে বিয়ে করবে কে!এই কথার উত্তর দিতে ডায়নিং রুম থেকে গলা উচিয়ে নুসরাত চিৎকার করল,”কেন আপনার ছেলেকে করব, দেখলাম তো বহুত সুন্দর। কালো জাদু করে আমার

রুপের দেওয়ানা বানাব আপনার ছেলেকে সাথে আপনাকে।

ইসরাত মেহেদি রাঙা হাত মুখের উপর চেপে ধরে হেসে উঠল সবার সামনে বসে। নুসরাত আবার বলল,"আপনার ছেলেকে পাগল বানিয়ে রাস্তায় পাগলদের মতো ছেড়ে দিব, তারপর ওই যে বিদেশ থেকে আসছে না দুটো, একটা তো বিয়ে করে নিয়েছে অন্যটার উপর

কালো জাদু এপ্লাই করব, সাক্সেস হলে শাশুড়ি মাকেও কালো জাদু করব, বুঝেছেন, কালো জাদু করে বিয়ে করব।ভদ্র মহিলা হা করে তাকিয়ে থাকলেন ডায়নিং এর দিকে। সামান্য মাথা উঁচিয়ে দেখতেই দেখলেন টেবিলের উপর উঠে বসে খাবার খাচ্ছে আরাম করে নুসরাত। এতক্ষণ যে ঝগড়া করেছিল তার বিন্দুমাত্র প্রতিচ্ছবি তার ভেতর দেখা

যাচ্ছে না। নুসরাত মুখে সিঙ্গারা ঢুকিয়ে নিল, খাবার মুখে নিয়ে নাজমিন বেগমের নামে নালিশ করতে বলল,”আম্মা আমায় একটা সিঙ্গারা খেতে দেয়নি, আমি মাত্র সাতটা সিঙ্গারা খেয়েছি।।

রুহিনী বেগম মুখের খাবার গুলো হজম করে নেওয়ার জন্য পানি এগিয়ে দিলেন। নুসরাত তা পানি নিয়ে খেল, ঢেঁকুর তুলে মৃদু কণ্ঠে

জানাল,”ধন্যবাদ!ঘড়ির কাটায় টিকটিক করে আটটা বাজছে। রুহিনী বেগম কখন থেকে লাগাতার বমি করেই চলেছেন। লিপি বেগম পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,”যা ছোট গিয়ে শুয়ে পড়, শরীর ক্লান্ত মনে হয় এজন্য মাথা ঘুরছে, পেট ব্যথা হচ্ছে।

সুফি খাতুন কিৎকাল অদ্ভুত চোখে পরিলক্ষিত করলেন রুহিনী

বেগমকে। লিপি বেগমের কথা কানে যেতেই এতক্ষণের সন্দেহি নজর আরো গাঢ় হলো তার। জিজ্ঞেস করলেন,”মাথা ঘুরাচ্ছে কবে থেকে তোর?

রুহিনী বেগম নিজের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকে ধরে নিয়ে এগোলেন ঝর্ণা বেগম, আর লিপি বেগম। বিছানার দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বললেন,”গতকাল থেকে।

সুফি খাতুন থুতনিতে হাত রেখে মাথা নাড়ালেন। বলে ওঠলেন,”এই লক্ষণ সুবিধার না, মনে হচ্ছে পোয়াতি পড়ছে ও আবার।

নুসরাত, ইসরাত ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সুফি খাতুনের কথা শেষ হতেই দু-জন মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠল,”কীঈঈঈ!রুহিনী বেগমের শরীর খারাপ হতে দেখে লিপি বেগম সবার আগেই ফোন দিয়ে

সোহেদ সাহেবকে জানিয়ে ছিলেন। যখন তিনি এটা জানতে পারলেন তখন ফোন দিয়ে ডাক্তারকে আসতে বলবেন প্রতিমধ্যে হেলেদুলে হেঁটে এসে হাজির হলো নুসরাত। রুমের সামনে ভীর করে দাঁড়ানো ইরহাম, আহান, হেলাল সাহেব, শোহেব সাহেব, সোহেদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বারবার নিচের দিকে

ঝুঁকে গেল। নিজের দিকে সবার অদ্ভুত দৃষ্টি অবজ্ঞা করে পেটের কাছে হাত বেঁধে কোমর দোলাতে লাগল। হাসির তোড়ে কথাটা বলার ফুরসত হলো না। তারপরও কোনো রকম অস্ফুটে সুরে উচ্চারণ করল,"আসবে আমার কোল জুড়ে... স্যরি, স্যরি, স্লিপ অফ ঠ্যাং। আসবে চাচ্চুর কোল জুড়ে ছোট্ট সোনা।এই কথাটা বিস্ফোরণ এর ন্যায় কাজ

করল সবার ভেতর। সকলেই একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল স্তম্ভিত নয়নে। সোহেদ সাহেব লজ্জায় লাল মুখ করে নিলেন। নুসরাত সেসব দেখল না, সে আহানকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠল,"আমার অ্যান্টনি আহানটনের ভাই আসতে চলেছে, ইয়াহুউউউ, হুউউররেএএ..!

নুসরাত খুশিতে লাফিয়ে উঠল। ইরহাম একবার বাপ-চাচার থমথমে মুখ দেখল একবার খুশিতে নাচতে থাকা নুসরাতের মুখ দেখল। শোহেব সাহেব নুসরাতকে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,"ভাই আসবে এটা কে বলেছে?

নুসরাত ফড়িং এর মতো শুধু নাচল। তার পা এক জায়গায় আটকে নেই। ছোট বাচ্চা আসার কথায় সবাই

যতটা মুষড়ানো নুসরাত তার তুলনায় দ্বিগুণ উৎফুল্ল। হাসি মুখে বলে ওঠল,”দাদি বলেছে।

শোহেব সাহেব শুনতেই হাত উপরে তুলে নুসরাতকে দেখালেন, ঠাট্টা করলেন সামান্য। উপহাস করে বললেন,”পাগল মেয়ে, কার কথা বিশ্বাস করেছিস তুই, বুঝেছিস!

নুসরাত মাথা দোলাল। বলে ওঠল,“যেখানে আমি নিজেকেই

বিশ্বাস করিনা, সেখানে আমি দাদিকে বিশ্বাস করব কীভাবে ভাবলে তুমি! দাদির কথায় বম মারতে এসেছিলাম, চাচ্চুর এই চুপসানো মুখ দেখতে। হে হে..!

বলেই খিকখিক করে হেসে উঠল। আহান দমিয়ে রাখা শ্বাস ফেলে বলে ওঠল,"আমি শ্বাস আটকে মরেই যাচ্ছিলাম বুঝে মজা করবে তো! এসব ভাই, বোন বিষয়ক নিয়ে

আমাকে দ্বিতীয়বার ডিপ্রেশন দিও না তো আপি।

নুসরাত খিটখিট করে হাসল। সোহেদ সাহেব ফোঁস করে শ্বাস ফেলে কল দিলেন ডাক্তারের নাম্বারে। সবকিছু জানানোর পর ডাক্তার জানালেন ফুড পয়জনিং হয়েছে অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার খাওয়ায়। কী কী ওষুধ দিতে হবে একটা প্রেসক্রিপশন বানিয়ে তা

সোহেদ সাহেবের নাম্বারে পাঠাবেন বলে কল কেটে দিলেন।কিছু মুহুর্ত পূর্বেই জায়িন আর ইসরাত নিজ নিজ রুমে প্রবেশ করেছে রেস্ট নেওয়ার জন্য, তারপরই নুসরাত, ইরহাম, আহান মমো এমনকি মাহাদি দরজার সাথে কান লাগিয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ যাবত বসে থাকার পরও কোনো শব্দ আসলো না ওপাশ হতে। একে অন্ধকার তার

উপর মশার উৎপাতে ততক্ষণে কান পেতে বসে থাকা সকলেরই অবস্থা কাহিল।টিকটিক করে ঘড়ির কাটায় বারোটা বাজছে। মাহাদি মশার কামড় খেতে খেতে একসময় বিরক্ত হয়ে নুসরাতের দিকে সরাসরি তাকাল। আধো অন্ধকারে তার নিকট ঠেকল নুসরাত একদম লক করা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে

যাবে। অবাক কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে ডাক দিল,”নুসরাত..!

পেছন থেকে মাহাদির কথা শুধরে দিয়ে আরশ বলে ওঠল,”নট নুসরাত, কল হার ভাবী।

মাহাদি মাথা দোলাল উপর নিচ। নিজে নিজেকে বলল,”তা তো ঠিক আছে, কিন্তু আরশের...কথা শেষ করে পিছু ফিরতেই খেয়াল হলো আরশ দাঁড়িয়ে আছে নিজের সুঠাম

দেহ নিয়ে। কিছু বলতে নিবে আরশ দাঁত কিড়মিড়িয়ে মাহাদির শোনার মতো ধমকাল,"এখানে কী, এদের সাথে মিলে তুই ও বাচ্চা হয়েছিস?
মাহাদি হাত দিয়ে নিজের গলার কাছে চেপে ধরে কসম কাটল। বলল,"আমি আসতে চাইনি, নুসরাআ..
আরশকে ভ্রু উচাতে দেখেই মাহাদি মুখে জিপার টানার মতো দেখাল।

মৃদু সুরে বলল,”আই মিন ভাবী নিয়ে আসছে।আরশ হাত তুলে করিডোরের দিকে ইশারা করতেই মাহাদি পালাল। যেতে যেতে ইরহাম, আহানকে চিমটি কাটতে ভুলল না। চিমটি খেয়ে ইরহাম গালি দিল,”কোন সাউয়া চিমটি কাটছেএএ..

বলা শেষ করতে পারল না দৃষ্টি সীমা ভাসল আরশের গম্ভীর

মুখখানি। চুপচাপ অবলোকন করা শেষে আলগোছে উঠে গেল সে। সাথে করে নিয়ে গেল মমো আর আহানকে। আরশের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ইরহামের কান ঘেঁষে বয়ে গেল একটা কথা। সেটা হলো,"সাউন্ডপ্রুফ রুমের দরজার সামনে কান পেতে বসে আছে, মাথামোটা, গাধা।ইরহামের টনক নড়ল তখনই আরেব্বাস, সে তো

ভুলেই বসেছিল ওই রুম সাউন্ড প্রুফ। ইরহাম পিছু ফিরে তাকাতেই দেখল ছুরির মতো চোখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আরশ, পিছনে আর পা বাড়ানো হলো না তার। বিব্রত হেসে করিডোরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দু-মিনিট পরই দেখা মিলল তিনটা মাথার পিলারের পেছন থেকে। একে অন্যের উপর ঠেস দিয়ে বসে চুপিচুপি সামনের দৃশ্য

দেখার চেষ্টা চালাচ্ছে যারা। এর মধ্যে তিনজনের কানের কাছে ভেসে আসলো এতক্ষণের সকল খবর থেকে বেখবর নুসরাতের কণ্ঠ,”এই ইরহাইম্মা, কিছু শোনা যায় না কেন?

সকলেই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে থাপ্পড় মারল। এই মেয়ের মাথার রগ নির্ঘাত একটা ছিঁড়া না হয় নিজের পাশ থেকে এতক্ষণে জ্যান্ত

চারটা মানুষ উধাও হয়ে গেছে তার ধারণাটুকু থাকবে না কেন!

নুসরাতের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরশের গমগমে গলার আওয়াজ ভেসে আসলো,”সাউন্ডপ্রুফ রুম..!

নুসরাত মাথা দোলাল দরজা সাথে মাথা লাগিয়ে রেখে। অবাক কণ্ঠে বলল,”কিন্তু তোর গলাটা এমন কেন শোনাচ্ছে?

আরশ শুধাল,“কেমন শোনাচ্ছে?

নুসরাত সেকেন্ড খানেকের জন্য থামল। পায়ের কাছে আশেপাশে উড়োউড়ি করা মশা হাত দিয়ে মারতে মারতে বলল,” ওই আরশ ষাঁড়ের মতো।

নুসরাতের কথায় লুকিয়ে থাকা তিনজন মাথায় আবারো হাত দিল। আকস্মিক ভুতের ন্যায় তাদের পাশ ঘেঁষে উদয় হলো মাহাদির চাঁদ মুখখানি। সকলেই ভয় পেয়ে কেঁপে

উঠতেই মাহাদি আশ্বস্থ করল,”এটা আমি, মাহাদি!

মাহাদির কথায় সকলে হাফ ছেড়ে বাচল। মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠল,”ভয় পেয়ে গেছিলাম একদম।

সকলেই সামনের দিকে তাকাল আবার। মনোযোগ দিল নুসরাত আর আরশের কথায়। আরশ হিসহিসিয়ে শুধাল,”ওয়াআট দ্যা ফা..? আমি ষাঁড়?নুসরাত আরশের মুখে ঠাস

করে থাপ্পড় মারল। ঠোঁট দিয়ে বাক্য বের করার আগেই আবারো গোৎ গোৎ করে আরশ শুধাল,”ওয়াট দ্যা হেল আর ইউ ডুয়িং, নুসরাত নাছির! নুসরাত বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকাল আরশের দিকে। মুখে তখন চলছে অনবরত কথার বাহার,”কী বাল ছাল লাগিয়ে রেখেছিস, শুধু ওয়াট দ্যা, ওয়াট দ্যা করছিস কেন?নুসরাত নিজের কথা শেষে ঠোঁট দুটো

একত্রিত করতে পারল না, নিজের সামনে স্বয়ং আরশকে দেখে। অবিশ্বাস্য গোল গোল চোখে রণমূর্তি হয়ে হাঁটু গেড়ে তার সামনে দাঁড়ানো আরশকে দেখা শেষে আশপাশ খুঁজল সবাইকে। পিলারের পেছনে চোখ যেতেই মাহাদি দু-হাত উপরে তুলে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে ডেকে ওঠল,"ভাআআ

তার মুখ দু-হাতে চেপে ধরে ইরহাম টেনে নিয়ে চলে গেল। যতক্ষণে ইরহাম মাহাদিকে সরিয়ে নিবে ততক্ষণে আরশের কানের কাছে ওই শব্দটুকু পৌঁছে গেছে। শব্দের উৎস খুঁজতে তড়াক করে পিছু ফিরতেই নুসরাত উঠে দৌড় দেওয়ার পয়তারা করল, যেমন ভাবল তেমন কাজ করতে উঠে দৌড় দিতে নিবে আরশ শক্ত হাতে তার কব্জা চেপে ধরল।

একটানে মেয়েলি শরীরটা নিজের সামনে এনে দাঁড় করাল। নিজে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শুধাল,”আমি ষাঁড়? নুসরাত উপর নিচ একসাথে মাথা নাড়াতে নাড়াতে আবারো দু-দিকে মাথা নাড়াল। বলে ওঠল,”হ্যাঁ, না! আরশ হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,“কোনটা বলবে সেটা আগে ঠিক করে নাও বেয়াদব!

নুসরাত নিজের হাত টেনে ছাড়াতে চাইল আরশের হাত থেকে, সে আরো বেশি শক্তি খাটিয়ে তা চেপে ধরল। এক পা দু-পা করে এগোলো সামনে। নুসরাত নিজেও সমান তালে পিছু যেতে লাগল। চোখের আকার সরু করে শুধাল,"সমস্যা কী? আগাচ্ছেন কেন আমার দিকে?

আরশ নুসরাতের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজে প্রশ্ন করল। সামান্য ভ্রু

উচিয়ে নুসরাতের মতো করে জানতে চাইল,“সমস্যা কী? পিছু সরছ কেন তুমি?

নুসরাত তেতো কণ্ঠে বলে ওঠল,“আপনি আমার দিকে আগাচ্ছেন তাই তো আমি পিছনের দিকে সরে যাচ্ছি!

নুসরাতের কথা শেষ হতেই আরশের উত্তর আসলো এবার,“তুমি পিছনে সরে যাও তাই আমি সামনে

আগাই। এত ভয় পাচ্ছো কেন আমায়, আমি কী তোমাকে খেয়ে ফেলব নাকি?

নুসরাত মুখ ফসকে বলে ফেলল,

“ আপনার উপর ভরসা নেই, খেয়ে ফেলতেই পারেন। আপনার মুখ চোখ দেখে তেমনই মনে হয়।

আরশ ঠোঁটের কোণ উচিয়ে ঈষৎ বিরক্তি নিয়ে বলে ওঠল,”ওয়াট রাবিশ!

নুসরাত একহাত আরশের মুখের সামনে তুলে ধরে বলে ওঠল“ইংরেজি এত ঝাড়েন কেন ভাই, শুদ্ধ বাংলায় কথা বলুন।আরশ ঠোঁটের কোণ উচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নুসরাতের হাত তখনো তার হাতের মুষ্টিতে বন্দী। দু-জনে পেছনে সরতে সরতে একসময় পিঠ ঠেকে গেল নুসরাতের দরজার সাথে। নুসরাত চোখ তুলে তাকাতেই আরশ গ্রীবা

বাঁকিয়ে নিচের দিকে নেমে আসলো, আর তাতেই ঘটল বিপত্তি। নুসরাত নিজের হাত টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরাতে নিবে, সেই মুহুর্তে হাতের ব্যালেন্স হারিয়ে আরশের গাল বরাবর একটা থাপ্পড় মেরে বসল। সম্পূর্ণ এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নুসরাত যতটা অবাক হলো তার থেকে দ্বিগুণ রেগে গেল আরশ। থাপ্পড়ের জোরে একপাশ হয়ে

যাওয়া মুখটা যখন তুলে ধরল সামনে তখন নুসরাত একদম দেয়ালের সাথে সেটে গেল। আগুনের লেলিহান দাবানলের মতো ফোঁসফোঁসিয়ে জ্বলে উঠে চিৎকার করতে নিবে গিলে নিল ভেতরে। দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে উঠল। নুসরাত বিব্রত মুখে বোকার মতো তাকিয়ে থাকল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে মুখ খিঁচিয়ে নিয়ে

মিনমিনিয়ে বলে ওঠল,”ভাই এ ভাই...আমি মারতে চাইনি, আল্লাহর কসম ভুলে মেরে দিয়েছি। ওহ আল্লাহ, বেশি লেগেছে?নুসরাত হাত বাড়িয়ে আরশের গাল স্পর্শ করতে নিবে আরশ নুসরাতের হাত সরিয়ে দিল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন জ্বালাতেই মৃদু লাল আলোয় দেখা মিলল নুসরাতের শ্যাম মুখখানি। আতঙ্কিত চেহারা নিয়ে

এদিকে তাকিয়ে সে। আরশ হাতের দেশলাই ধরে রাখল নুসরাতের মুখের সামনে। কপালে ভাঁজ ফেলে শীতল কণ্ঠে বলে ওঠল,”ভীষণ ব্যথা লেগেছে, কী করবে তুমি? ব্যথা উধাও করে দিবে সুপারওমেন হয়ে। নুসরাত গোল গোল চোখে চেয়ে রইল আরশের দিকে। মৃদু স্বরে কিছু বলতে নিবে আরশ কেটে দিল তাকে। বলল,”তুমি আমাকে থাপ্পড়

মেরেছ এবার আমারও কিছু একটা করা উচিত! তাহলে কী করা যায় নুসরাত নাছির, প্লিজ বলো, ওয়াট ক্যান আই ডু!

আরশ থুতনিতে হাত রেখে ভাববার মতো মুখের আকার ভঙ্গি করল। নুসরাত চোরা চোখে তাকিয়ে শুধাল,"কী করবেন আপনি?আরশ গাল ঠেলে ঠোঁট উচিয়ে হাসল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। একহাতে দেয়ালে

ভর দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে আসলো। হাতের নিভু নিভু আলোয় দেখল নুসরাতের প্রশ্নাত্মক চেহারাখানা। হিসহিসিয়ে নুসরাতের কানের কাছে বলল,”ওয়েট আ মিনিট প্রিন্সেসপেসা! নিজ চোখেই না হয় দেখে নিবে কী করি আমি! নুসরাত নিজের মনে গুটি কয়েক শব্দ সাজিয়ে নিচের দিকে ঝোঁকানো মুখ উপরের দিকে তুলে কিছু বলতে

ঠোঁট চোখা করল, আর তখনই তার ধ্যান, জ্ঞান, হুঁশ উড়িয়ে দিয়ে শীতল এক জোড়া পরশ বয়ে গেল মুখের নরম জায়গা জুড়ে। নুসরাত হকচকাল! হতবিহ্বল, নির্বাক, নির্বোধ চেহারা নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে অবিচল চেয়ে রইল সামনের অন্ধকারে। খোচা খোচা দাড়ির স্পর্শ লাগল গালে, সেই স্পর্শে নুসরাত নিজের স্বাভাবিক হুঁশে ফিরল,

নড়েচড়ে উঠতেই দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়া চুম্বন এর সমাপ্তি ঘটল। কর্ণপাত হলো মৃদু শব্দের। নুসরাত সেই যে হা করেছিল আর তা হা-ই রইল মিনিট দশেক। বৃহৎকার অক্ষিগোলক আরশের দিকে ঘুরাল হতবিহ্বল মুখে। নির্বিকার চিত্তে গা ছাড়া ভাব নিয়ে দাঁড়ানো আরশকে দেখে মুখ ফসকে বলে ফেলল,"করলেনটা কী আপনি?

আরশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নুসরাতের দিকে ঝুঁকে থেকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিল,“ইউ স্লেপড মি ওয়ান্স, এন্ড আই গট আ কিস। বাই দ্যা ওয়ে, থ্যাংক্সস ফর দ্যা স্লেপ, আই ওয়ান্ট দিজ টাইপ অফ স্লেপ এভ্রিডে।ইসরাত ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে হাতের তোয়ালি দিয়ে আলগোছে মুখ মুছে নিয়ে সামনের মিররের দিকে অগ্রসর হলো, যেতে

যেতে কাউচের উপর সামান্য ভিজে তোয়ালিটা রেখে দিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিড়নি চালাতে চালাতে একবার চোখ তুলে তাকাল পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা জায়িনের দিকে। জায়িন রুমে প্রবেশ করার পর থেকে এমনই দাঁড়িয়ে আছে। এবার ইসরাত ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইল,"কী হয়েছে? খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? "জায়িন কথা

বলল না। অবিচল দৃষ্টি সামনে স্তম্ভিত রেখে এক-পা দু-পা করে এগিয়ে ইসরাতের সন্নিকটে দাঁড়াল। সম্মুখে প্রশ্নাত্মক চেহারা নিয়ে দাঁড়ানো ইসরাতের কথার উত্তর না দিয়ে আলগোছে বাহু ধরে ওপাশ ফিরিয়ে দিল। গম্ভীর মুখে তখন নমনীয়তা দোলা দিচ্ছে। ব্রাশ করে রাখা চুলগুলো পিঠের উপর থেকে আলগোছে সরিয়ে দিয়ে সামনে সেট

করে রাখল। মেয়েলি ঘাড় হতে চোখ তুলে সামনের দর্পনে তাকাতেই প্রতিবিম্বের সাথে চোখাচোখি হলো। পকেট হাতড়ে বুশরঁ ব্রান্ড এর পেন্ডেন্ট বের করল জায়িন। তা ধীরে ধীরে মেয়েলি গলায় পরিয়ে দিয়ে লহু সুরে উচ্চারণ করল,

”দিজ পেন্ডেট ইজ মেইড ফর ইউ রেই..!”কথা শেষে ইসরাতের চুলের

ভাঁজে শব্দ করে চুমু খেল। ইসরাত এতক্ষণ যাবত গলায় ঝুলানো হোয়াইট ডায়মন্ডের পেন্ডেন্টটা দেখছিল, জায়িনের কথায় সামান্য নড়ে উঠল সে। চোখ তুলে তাকাতেই আবারো চোখাচোখি হলো। জায়িন ইসরাতের বাহু ধরে নিজের দিকে ফিরাতে ফিরাতে চমৎকার হাসল। শুধাল, ”ভালো লেগেছে?”

ইসরাত মুখ ফুটে কিছু শব্দ ব্যয় করার আগেই জায়িন বলে ওঠল , ”ভালো না লাগলে কোনো কিছু করার নেই, আপনাকে আমার চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হবে। এটা আপনি আমার তার প্রমাণ বহন করবে।”জায়িন ঝুঁকে ইসরাতের কপালে চুমু খেতে যাবে ইসরাত দু-পা পিছিয়ে গেল। আকস্মিক বাঁধা দেওয়ার কারণ জায়িন খুঁজে পেল

না। কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল,

”সমস্যা কী?”

কথা শেষ করে এগিয়ে আসলো ইসরাতের সম্মুখে, দু-হাতে বাহু চেপে ধরতে যাবে ইসরাত আবারো সরে গেল দূরে। জায়িন এবার সামান্য বিরক্ত হলো, শুধাল,”ইসরাত, সমস্যা কী বলবেন আমায়?”

ইসরাত ভ্রু যুগলের মাঝে ভাঁজ ফেলে বলে,

“আমাকে বলার সুযোগ দিলে তো আমি বলব।জায়িন বুকে আড়াআড়ি হাত বেঁধে শুধাল,

“আমার স্পর্শ খারাপ লাগছে?”

ইসরাতের সহজ গলা,

“জ্বি না..!”

জায়িন কপালের মধ্যিখানে ভাঁজ ফেলে, গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল,”অস্বস্তি হচ্ছে?

ইসরাত এবারো না বোধক মাথা নাড়িয়ে বলল,

“জ্বি না..!”

বিরক্ত কণ্ঠে জায়িন জানতে চাইল,

“তাহলে সমস্যা কী?”ইসরাতের নিরুদ্বেগ কণ্ঠেস্বর,

“আমার দেনমোহর আপনি এখনো আদায় করেননি। ”

কথা শেষে মেয়েলি কোমল হাত বাড়িয়ে দিল পুরুষালি দেহের সম্মুখে। বলে ওঠল,

“দেনমোহর দিন..!”

জায়িন পকেট হাতাল, না কিছুই নেই। ইসরাতের দিকে তাকিয়ে অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠল,

”আগামীকাল দেই?”ইসরাত ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল,

“এক্ষুণি চাই, দেনমোহর দিন, নাহলে স্পর্শ করার অনুমতি দিব না।”

জায়িন শ্বাস ফেলল ইসরাতের পানে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে। বিরস কণ্ঠে বলল, ”দিচ্ছি দেনমোহর। ”

ইসরাত ভ্রু উচিয়ে শুধাল,

“এখন টাকা কোথায় পাবেন আপনি?জায়িন ইসরাতের দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে,

”আমি তো ফতুর, টাকা পাব কোথা থেকে, সঠিক আপনার কথা, সত্যিতো টাকা পাব কোথা থেকে..!”

জায়িন গালে হাত দিয়ে মেকি ভাবনার ভান করল। ইসরাত জায়িনের বাহুতে ঘুষি মেরে বলে

ওঠল,”নাটক কম করুন।”জায়িন ইসরাতের হাত মুঠিতে চেপে ধরে নাইটস্টেন্ডের দিকে পা বাড়াল। ড্রয়ার খুলে টাকার চেক বের করতে করতে শুধাল,”কতটাকা দেনমোহর আপনার?”

ইসরাত হিসাব করল, করা শেষে বলে ওঠল,

“এভাবে ধরলে তো দশ লাখ, এর আগে বিয়ে করেছিলেন তখনো দশ

লাখ ছিল, তাহলে এভাবে-অভাবে বিশ লাখ হয়।”

জায়িন ইসরাতকে উল্টাপাল্টা হিসেব দিতে দেখে বলে ওঠে,

“এভাবে অভাবে ধরে যতটাকা হয় বলুন।”

“এভাবে অভাবে ধরলে বিশ লাখটাকা হয়,আপনি চাইলে ত্রিশ-চল্লিশ লাখটাকা দেনমোহর দিতেই পারেন... ”ইসরাত শেষের কথা

এমনি বললেও জায়িন তা সিরিয়াস হিসেবে নিল। মুখের কথা মাটিতে পড়ার পূর্বেই বল পয়েন্ট কলম দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরে টাকার এমাউন্টে বসিয়ে দিল চল্লিশ লাখ টাকা..! নিজের সিগনেচার দেওয়া শেষে বাড়িয়ে দিল চেকখানা ইসরাতের দিকে, বলে ওঠল,

”দেখে নিন এমাউন্ট ঠিক আছে কিনা..!”জায়িনের বাড়ানো হাত

থেকে চেক হাতে নিতেই ইসরাতের চোখ দুটো রসগোল্লার ন্যায় বড় বড় হয়ে গেল। বিমূর্ত নেত্র চেক থেকে তুলে সামনের ব্যক্তির দিকে স্থির করে বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, ”আপনি পাগল, চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছেন?”

জায়িনের অবাক কণ্ঠস্বর,

“আপনি না বললেন চল্লিশ লক্ষ টাকা, তাহলে...”জায়িনের কথা কেটে দিয়ে ইসরাত বলল,

“তাই বলে চল্লিশ দিয়ে দিবেন!”

“এসব ছাড়ুন, দেনমোহর আদায় করা শেষ,কাছে আসুন!”

ইসরাত ঠোঁট নাড়িয়ে দুটো শব্দ ব্যয় করার পূর্বেই জায়িন ঝড়ের গতিতে কাছে চলে আসলো তার। ঠোঁটে আঙুল চেপে হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,

”উঁহু, আর কোনো কথা নয়, দেনমোহর আদায় করা ফেলেছি আর কোনো কথা শুনতে চাই না।”পরের কয়েক সেকেন্ড কাটল ঘোরে, জায়িন একহাতে সুইচ টিপে বাতি অফ করল, অন্যহাতে কাছে টেনে নিল নিজের নতুন বধুকে। ইসরাতের পিঠ ঠেকল গিয়ে তুলতুলে বিছানায়, চোখ তুলে তাকাতেই জানালা দিয়ে আসা

পূর্ণিমার হলদেটে আলোয় চোখাচোখি হলো নিজের সানিধ্যে থাক জায়িনের সাথে। জায়িন একহাতের আঁজলায় ইসরাতের গাল চেপে ধরে কপালে ঠোঁটের পরশ বোলাল। মৃদু সুরে কানের কাছে শুধাল,

”অস্বস্তি হচ্ছে?”জায়িন কথা শেষে ইসরাতের ঠোঁটের দিকে আগাতেই ইসরাত বাঁধা দিল। দ্বিধাযুক্ত নেত্র

জায়িনের পানে নিবিষ্ট করে বলে ওঠল,

”জায়িন আমার ভয় লাগছে।”

জায়িন হাসল, বলল,

“ভয় পাবেন কেন, আমি আছি তো আপনার সাথে!”

ইসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল। জায়িনকে বোঝাতে বলল,

”’আমি আপনাকে ভয় পাচ্ছি।”জায়িনের শ্রবণে কথাটুকু

ঢুকতেই থমকাল সে, বিমূঢ় বিহ্বল কণ্ঠে শুধাল,
”কেন, আপনি আমায় ভয় পাচ্ছেন কেন ইসরাত? ”
ইসরাত জায়িনের দিকে তাকিয়ে শীতিল কণ্ঠে বলল,
“আমার সময় চাই।”ইসরাতের ধারণা ছিল তার কথাটুকু শুনতেই জায়িন দূরে সরে যাবে, রাগ করে চেচামেচি করবে, এমন অবস্থায়

থাকলে যে কেউ করত কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে জায়িনের নমনীয় হাসি স্বর রুমের চার দেয়ালে ঘুরে বেড়াল, পুরু কণ্ঠ ভেসে আসলো,

”এটা বলতে এত ভয় পাচ্ছিলেন?”ইসরাত দেখল গম্ভীর শুভ্র মুখের লোকটার হাসি তাকিয়ে থেকে, যার হাসির ধমকে চোখের নিচের চামটা কুঞ্চিত হয়েছে। শুভ্র চেহারার পুরুষালি গাল দুটো

টকটকে হয়ে উঠছে সময়ের সাথে। জায়িন সময় নিয়ে হাসল শব্দ তুলে, ধীরে ধীরে শব্দ কমে আসলেও ঠোঁটের কোণ থেকে হাসি রেশ কমল না। শব্দ করে ইসরাতের গালে চুমু খেল। ইসরাতের দেহ নিজের বুকের উপর টেনে নিয়ে চুলের ভাঁজে খেল শব্দ করে আরেকটা চুমু। ইসরাত জায়িনের বাহুবন্ধনীর ভেতর থেকে মাথা তুলে শুধাল,

”রাগ করেছেন?”ইসরাতের প্রশ্নের বিপরীতে জায়িন প্রশ্ন করল,

“আপনার কী মনে হয়?”

ইসরাত সহজ কণ্ঠে বলে,

“আপত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় রাগ করেননি, কিন্তু একটু ভেতরে গিয়ে খোঁচালে হয়তো জানা যাবে রাগ করেছেন নাকি না!”

ইসরাতের কথায় আবারো হাসল জায়িন। ইসরাত বিগলিত গলায় আবার বলল,

”আপনার জায়গায় অন্যকেউ থাকলে রাগ করত।”জায়িন এতে সামান্য নারাজ হলো। নিজের ভেতর নারাজি চেপে রেখে বলে ওঠল,”আমার জায়গায় অন্যকেউ বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি?

ইসরাত চোখা দৃষ্টি জায়িনের দিকে নিবদ্ধ করে বলে,

“সামান্য এই কথায় পুড়ছেন ব্রো, নট বেড..!”পিনপতন নীরবতা! গোল চক্রাকারে বসা পরপর চারটে মানুষের ঘনঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে বদ্ধ কামড়ায়। মাঝখানে রাখা মোমের আলোয় দেখা গেল নুসরাত একহাতে নিজের গাল চেপে ধরে বসে আছে থম

মেরে। ইরহাম, আহান, মমো একইভাবে সবাই থমকানো নয়নে নুসরাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। সকলেরই মুখে অবাকতার লালিমা পরিলক্ষিত। কেউই আন্দাজ করেনি এমন কিছু হবে, হুট করে কী থেকে কী হয়ে গেল! নুসরাত গুণে গুণে গত আধঘন্টা যাবত গালে একহাত রেখে বসে আছে। মুখের ভাব গতি স্বাভাবিক, কিন্তু এক

জায়গায় কখন থেকে বসে থাকাটা অস্বাভাবিক ঠেকছে সকলের নিকট। দমকা হাওয়া জানালা বেয়ে রুমে প্রবেশ করতেই নুসরাত নড়েচড়ে উঠল। একই জায়গায় গাটি গেড়ে বসার তখন সময় ছিল ত্রিশ মিনিট আটচল্লিশ সেকেন্ড, হঠাৎ করে চোখ মুখ অন্ধকার করে অস্পষ্ট স্বরে আওড়াল,

”ওই খবিশ আরশ চুমু খেয়ে নিয়েছে আমাকে! শালা লম্পট, বদমাশ, ইতর, অসভ্য, কুত্তা, পাটা..!”ইরহাম নুসরাতের অস্পষ্টে স্বরে উচ্চারণ করা গালি গুলো খুব সহজে বুঝে নিল। রুমের মেঝেতে রাখা মোমবাতি হাতে নিতে যাবেই, তার পূর্বে অন্য একটা হাত এসে মোমবাতি নিজের হাতে তুলে নিল। খোলা জানালার কপাট বেয়ে তখন

সনসন বাতাস বইছে, রাতের অন্তিম প্রহরের ঠান্ডা হীম শীতল করা হাওয়া। পুরো রুমজুড়ে ব্ল্যাকবেরি এর মিষ্টি গন্ধে ছেয়ে গেছে, সাথে পুরুষালি শরীরের মাস্কি কুস্তুরির সুগন্ধি। বেসামাল বাতাসে প্রায় নিভু নিভু মোমের জ্যোতি! প্রকান্ড জুড়ে কোথাও একটা বাজ পড়ার সাথেই, পুরো রুম রক্তবর্ণের লাল হয়ে গেল। মমো চিৎকার করে উঠে

যাকে কাছে পেল তাকেই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল। আহান নিজের পাশে বসা ইরহামকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড়িয়ে পড়ল,

”লা হাওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লা হিল আলিউল আজিম..!”ঝনঝন শব্দে বৃষ্টি পড়ছে তখন লাগাতার বাহিরে। প্রকান্ড জোরের বাজ পড়ার শব্দ ভেদ করে নুসরাতের কানের কাছ দিয়ে বয়ে গেল পুরুষালি লুহু স্বর,

” জাস্ট একটা চুমু গালে খাওয়ায় আপনি গুণে গুণে ত্রিশ মিনিট আটচল্লিশ সেকেন্ড নিশ্চুপ ছিলেন, তাহলে আমার উচিত নয় কী প্রতিদিন চব্বিশঘন্টায় আটচল্লিশটা করে চুমু খাওয়া?”নুসরাত বিরক্তিতে ভ্রু গোছাল, হিসহিসিয়ে বলে ওঠল, ”আর একটা চুমু খাওয়ার ধান্দা করলে ঠোঁট কেটে কাকড়াকে দিয়ে দিব!”

“ওহ তাই নাকি?”

আরশ নুসরাতের দিকে কাঁধ বাঁকিয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রশ্নটা। নুসরাত গাম্ভীর্যের সাথে বলে ওঠল,“জ্বি হ্যাঁ, তাই!”আরশ গাল ঠেলে ঈষৎ বাঁকা হাসল। চোখ-মুখে তখন দুষ্টুমি খেলা করছে। নুসরাতের কথা বলা শেষ হতেই আলগোছে দ্বিতীয়বারের মতো গালে চুমু খেল। সন্তর্পণে সরে আসতে আসতে মৃদু

স্বরে নুসরাতের কানের নিকট নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলে ওঠে,

”তুমি কিছুই করতে পারবে না নুসরাত নাছির, তোমার উপর আমার সবথেকে বেশি অধিকার, রিমেম্বার দ্যাট ইউ আর মাই ওয়াইফ, লিগ্যাল ওয়েডেড ওয়াইফ!

”রিসিপশনের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। ডেকচির আওয়াজ ভেসে আসছে সৈয়দ বাড়ি থেকে দূরে খালি

প্লট হতে। নাছির মঞ্জিলের সামনে পার্কিং করে রাখা গাড়িগুলো আজ সরানো হচ্ছে সেখান থেকে। ইভেন্ট মেনেজমেন্ট এর লোকেরা রিসিপশনের ভেন্যু সেট করছে, আর তদারকিতে আছে আরশ, ইরহাম, আহান, এমনকি বর নিজেও! কিছুক্ষণ পরপর শোনা যাচ্ছে নুসরাতের গলা ফাটানো চিৎকার ‘’এভাবে না করে এভাবে করুন’’

বলে শাসাচ্ছে। অনেকক্ষণ চিৎকার করে যখন নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ সম্পাদন করাতে পারল না নুসরাত, তখন নিজেই লোকটাকে নিচে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল মইয়ের উপর। সুন্দরমতো কাচা ফুলগুলো ডাবল সাইডেড টেপ দিয়ে আটকে দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে এলো। হাত ঝেড়ে বলে ওঠল,

”এভাবে লাগাতে হয় ফুল, বুঝেছেএএএ”নুসরাত কথা শেষ করতে পারল না, তার সামনে দাঁড়ানো সটান দেহি আরশ ঝুঁকে আসলো নিচের দিকে, সুগভীর কণ্ঠস্বরে বলে ওঠল,

”না বুঝিনি, বুঝিয়ে বলুন প্লিজ!”নুসরাত আরশের কথা কানে তুলল না, একপ্রকার দৌড়ে ওই স্থান থেকে পালাল। বিড়বিড় করল

এমনভাবে দূরে দাঁড়ানো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর ম্যানেজার শুনে ফেলল তার বিড়বিড়িয়ে বলা কথাটুকু। সে বলছে

,”আরশ ভাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এই ব্যাটা তো ইমরান হাসমিকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে অসভ্যতায়।”দিনটুকু কেটে গেল ব্যস্ততায়। সকালের পর আর নুসরাতের দেখা পেল না আরশ।

তার থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে থাকল সে। সন্ধ্যার সময় থেকে শুরু হলো বাহির থেকে আনা বাবুর্চিদের রান্নার তোড়জোড়। কিছু মহিলাদের আনা হলো পেঁয়াজ, রশুন, আদা ভাটার জন্য। বাড়ির মহিলারা ও তখন হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দিচ্ছিল সবাই। রিসিপশন শুরু হলো সন্ধ্যা আজান শেষ হতেই। পেস্টেল ব্লু কালার গ্রাউন পরিহিত ইসরাতকে

যখন ভেন্যুতে নিয়ে আসা হলো তখন রঙবেরঙের আলোয় য়াকে অপ্সরার মতো সুন্দর লাগল। বংশীয়, ঐতিহ্যে গৌরভপূর্ণ মানুষের ভেতর এক আলাদা আলোজসজ্জার সৃষ্টি হলো। জায়িনের পরণে তখন স্যুট কোট, পুরুষালি চাপদারি বিশিষ্ট মুখটা থেকে অস্বৈগিক জৌতি ছড়াচ্ছে। সুন্দর করে ব্রাইড গ্রুমকে ওয়েলকাম করা হলো ভেন্যুতে।

বাফেটে যেমন খাবার সাজানো থাকে তেমনি একপাশে সুন্দর মতো করে সাজানো হলো খাবার। দূর হতে তখন বাতাসে ভেসে আসছে বিরিয়ানির খুশবু! অনুষ্ঠান যখন শুরুর দিকে তখনই বাঁধল বিপত্তি, দেখা গেল টিস্যুর কমতি, সাথে বিদ্যুতের সমস্যার জন্য বারবার আলো জ্বলছে নিভছে। টিস্যু আনার জন্য নাজমিন বেগম পাঠাতে

চাইলেন আহানকে, সৌরভি আগ বাড়িয়ে বলে ওঠল,

”আমি নিয়ে আসছি।”সকলে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল টিস্যু আনতে যাওয়ার জন্য, এর মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইলেন নিজাম শিকদার। নাতনীকে চোখ রাঙিয়ে বাঁধা দেওয়ার প্রচেষ্টা করলেন, সৌরভি সেসবের তোয়াক্কা না করে হেলে দুলে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হলো

নাছির মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে।রাত আটটা থেকে বিদ্যুতের সমস্যা দেখা দিয়েছে নাছির মঞ্জিলে, এত জ্বালাতন করছে কেন আজ তার কারণ কেউই খুঁজে পেল না। নুসরাত মনে করল মেইন সুইচ এ তারে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই নিজেই মেইন সুইচ চেক করতে লেগে পড়ল। ইরহামকে নাছির মঞ্জিলে যাওয়ার কথা বললে সে সাফসাফ না করে দিল, সে যাবে

না, কিন্তু নুসরাতের জোরাজুরিতে হার মেনে যেতে বাধ্য হলো, তারপরও শুনতে হলো নুসরাতের কান ঝাঁঝানো কথা ,”যা শালা, মেইন সুইচে সমস্যা দেখা দিচ্ছে স্ক্রু ডাইভার নিয়ে আয়, পরে ব্লাস্ট হয়ে যাবে, দেখি খুঁতিয়ে মেইন সুইচে কী সমস্যা!ইরহাম নুসরাতকে বোঝাতে পারল না যে মেইন সুইচে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু নুসরাত বুঝতে

যেন চায় না, কানে তুলো গুজে বলল,
”যেতে বলছি না তোকে, যাবি তুই?”ইরহাম নাক ছিটকে নাছির মঞ্জিলের ভেতর যেতে যেতে সতর্ক কণ্ঠে আওড়ায়,
“পন্ডিতি করবি না একদম আমি না আসার আগ পর্যন্ত, পরে দেখা যাবে পুরো ভেন্যুর আলো চলে গেছে। ”
নুসরাত অহংকার দেখিয়ে বলে,

“আমাকে একদম নেগলেট করবি না ইরহাম। আমি সব পারি, এই নুসরাতের বাঁ-হাতের খেল কারেন্টের জিনিস ঠিক করা।”“হো বইন, এটা তো গাড়ির চাকা তুমি একটা খুলে আরেকটা লাগাই দিলা।”

নুসরাত বিরক্ত হয়ে খ্যাক করে উঠল। বলল,

“ জ্ঞান না ঝেড়ে স্ক্র-ডাইভার নিয়ে আয়!”

ইরহাম যেতে যেতে আবারো সতর্ককীরণ দিয়ে গেল,
“পন্ডিতি করবি না বলে দিলাম।”নুসরাত ইরহামের কথা শোনার পাত্রি, সে চোখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেইন সুইচ লক্ষ করল। অনেকক্ষণ যাবত লক্ষ করল কোমরে হাত দিয়ে, ইরহামের অপেক্ষায় হাফসাফ করল,না আসলো

না ইরহাম। ইরহামকে মেসেজ দিল, সে রিপ্লেতে বলল,

”আসতেছি ভাই, পুরো বাড়ি অন্ধকার করে রাখা, আর ওই বুয়ারা ও আসর জমাইছে বাড়ির বাহিরে, ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে সময় লাগছে।”নুসরাত লিখল,

“তুই ওদের সাথে ফ্লার্ট শুরু করেছিস, সেটা বল না?”

ইরহাম মুখ মোচড় মারার ইমোজি পাঠাল। টাইপিং করল,”তোর মতো পাইলি!”এরপর আর নুসরাতের মেসেজ দেখল না মোবাইলের সাইড টিপে বন্ধ করে দিল। ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে ড্রয়িং রুমে সুইচ টিপে লাইট জ্বালাল। ধীর পায়ে অগ্রসর হলো স্টোর রুমে। স্টোর রুমের ভেতর পা রাখতেই সৌরভির সাথে চোখাচোখি হলো। কেউ কাউকে

বিশেষ পাত্তা না দিয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সৌরভি দু-হাতে টিস্যু নিয়ে যখনই অগ্রসর হলো সামনের দিকে তখনই পুরো স্টোর রুমসহ বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল। হঠাৎ এমন আলো নিভে যাওয়া অবাক হলো স্টোর রুমে অবস্থানরত সৌরভি। ইরহাম দু-হাতে চুলের মুঠি টেনে ধরে বিড়বিড়িয়ে আওড়াল,

”ওহ আল্লাহ, আমাকে ধৈর্য দাও..!”ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দরজার সামনে ইরহাম এগিয়ে যেতেই দেখল দরজা বাহির থেকে আটকানো। হালকা হাতে দরজায় চাপড় মেরে উচালো স্বরে চ্যাঁচিয়ে উঠল,

”এইইই দরজা খোলো, বাহিরে কে..! ভেতরে আমি আছি।”

ইরহামের চিৎকারের আওয়াজ শুনে সৌরভির পদক্ষেপ দ্রুত হলো, জিজ্ঞেস করল বিরক্তি নিয়ে,

”হয়েছে কী তোমার? চ্যাঁচাচ্ছো কেন?”ইরহামের কুঞ্চিত করে রাখা চেহারার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল সৌরভি। পুরুষালি গম্ভীর মুখখানা অবলোকন করতেই ঠোঁটগুলো থেমে গেল আপনা-আপনি। ইরহামের ধরে রাখা মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট

অনুসরণ করে সামানে তাকাতেই সৌরভি নিজেও চিৎকার দিয়ে উঠল। অবাক সুরে শুধাল,

”দরজা বন্ধ করল কে?”মেয়েটার এমন প্রশ্নে ইরহাম নিজের নাক উঁচুতে তুলে। তিক্ত কণ্ঠে চ্যাঁচিয়ে উঠল,“আমি করেছি বন্ধ।

“কিন্তু তুমি তো ভেতরে, বাহির থেকে বন্ধ করলে কী করে!

সৌরভি কথাটা বলেই জিভ কাটল। মেকি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে চোখ তুলে স্বাভাবিক হাসার চেষ্টা করল, হলো না। ইরহাম দেখল না সেসব, একে তো রুমে ভ্যাপসা গন্ধ, সাথে গায়ে পরিহিত কাপড়ের জন্য তরতর করে ঘামছে শরীর, এই মুহুর্তে এই বদ্ধ রুম থেকে বের হওয়াই তার মেইন ফোকাস। মোবাইলটা সৌরভির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে,"এটা নাও,

দরজার দিকে ধরো।সৌরভির হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে নিজের বাহুর সাহায্যে ধাক্কা দিল দরজায়। ধাক্কার জোরে দরজা সামান্য পরিমাণ নড়ল না। সৌরভি নিজের গলা উচিয়ে চ্যাঁচাল,”ওপাশে কেউ আছেন, আমরা ভেতরে আটকে গেছি, প্লিজ দরজা খুলুন!

ইরহাম কড়মড় করে বলে ওঠল,

“চুপ, একদম চুপ, চ্যাঁচাচ্ছো কেন!

সৌরভি অবাক কণ্ঠে বলে,

“ তো চ্যাঁচাব না, নাহলে বের হবো কীভাবে?

“হ্যাঁ তোমার তো দাদি আম্মা বাহিরে বসে, উল্টোপাল্টা বলবে না তার কী ঠিক আছে!ইরহামের কথার ভাবার্থ যখন বুঝল সৌরভি তখন জিহ্বায় কামড় দিল। মাথা নাড়াল উপর নিচ সে বুঝেছে বলে। জিজ্ঞেস করল,

“এখন কী করব তাহলে? এখান থেকে বের হওয়ার উপায়?”

“নুসরাতকে কল দাও, বলো এসে দরজা খুলে দিতে।”ইরহামের কথা শেষ হতেই সৌরভি মোবাইল অন করে ফোন দিতে যাবে, স্ক্রিনে গ্রিন লাইন এসে মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল। ইরহাম বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে বিড়বিড় করল,

”সাউয়ার সব বিপদ আজ হওয়ার ছিল..! ”অন্ধকার ভেন্যুতে চাপা হৈ-হল্লোড়! চারিদিকে মানুষের কথা, চাপা গুঞ্জন। নাছির সাহেব জেনারেটর চালু করার কথা বলতেই একজন বলে ওঠল,

”মেইন সুইচ কেউ বন্ধ করে দিয়েছে চাচা।”গলাটা আরমান শিকদারের। মাহাদি নিজের মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাতেই সাহেদ খান এসে

তার পাশে দাঁড়ালেন। কারোর সংস্পর্শ নিজের কাছে উপলব্ধি করতেই ঘাড় বাঁকায় মাহাদি। বাবাকে পাশে দাঁড়াতে দেখে মৃদু হাসির প্রচেষ্টা করল। পরপর আবার বাবার হাত পিঠে অনুভূত হতেই ভ্রু উচিয়ে শুধাল,

”কী হয়েছে পাপা?”সাহেদ খানের চোখে নমনীয়তা থাকলেও কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা,

”নিজের বাড়িতে যাবে না?”

মাহাদি আমতা-আমতা করে বলল,

“হ্যাঁ যাব তো!”

“ কবে?”পরপর কঠিন স্বরে ছেলেকে শুধালেন শাহেদ খান। পিঠে তখনো স্নেহের হাত। মাহাদি মাথা নিচের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে নিয়ে স্রীয় গম্ভীরতা বজায় রাখে। অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করে,

”শীঘ্রই!”মাহাদির কথা শেষ হতেই শাহেদ খান জিজ্ঞেস করলেন,
“শীঘ্রই কবে, এই বাড়িতে গাটি গেড়েছো নাকি, গতমাস খানেক এখানে থাকছো, এখনো ইচ্ছে শেষ হয়নি? নাকি এই বাড়ির কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ঘর জামাই হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছ?”

মাহাদি এহসান বাবার রসিকতা হকচকাল। লজ্জা পেয়ে বাবার কথার বিপরীতে মৃদু স্বরে উত্তর দিল,

“যাব তো বলেছি!”ভদ্রলোক আর মাহাদির কথা শেষ হতেই অনিকা এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। দু-হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বাবার কথায় ঘি ঢালতে ঢালতে বলল,

” মমো মেয়েটার সাথে বিয়ে দিতে পারো, মেয়েটা ভীষণ ভদ্র, দেখতে

ও কেমন নাদুসনুদুস। আমি তো কয়েকবার দেখলাম উন্দা বিড়ালের মতো মাহাদি আড়েআড়ে ওই মেয়েকে দেখে।”

কথা শেষে শুভ্র গায়ের রমনী হেসে উঠল ঠোঁট চেপে। মাহাদি চোখ রাঙাল। শক্ত কণ্ঠে বোনের নাম উচ্চারণ করল,

”অনিকা!”মাহাদিকে রাগ করতে দেখে শাহেদ খান হেসে উঠলেন। দু-জনেই টিপ্পনী কেটে শুধাল,

”এই বাড়ির জামাই হওয়ার ইচ্ছে আছে নাকি মাহাদি?”

শাহেদ খান পরপর ঈষৎ ভ্রু উচিয়ে ছেলের কাছে বললেন,

”বয়স তো অনেক হয়েছে, কথা বলব নাকি হেলালের সাথে, তোমাকে কী ওর ভাগ্নী দিবে!”

মাহাদি জোরাল শব্দে কিছু বলতে নিবে অনিকা কেটে দিয়ে বলে ওঠল, ”দেখো ডেড কিছুই বলতে পারছে না ও লজ্জায়, মাহাদি নিজেও চায় মেয়েটাকে বিয়ে করতে।”বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া স্টোর রুমে প্রবেশ করে না নাছির মঞ্জিলে থাকা কোনো সদস্য, তাই এর রুমে জানালা ও সচারা খোলা হয় না বদ্ধ পরিত্যক্ত রুম হিসেবে পড়ে থাকে। বদ্ধ

কপাটের আড়ালে থাকা ঠেসে রাখা জিনিসের ভারে হাঁটার পথটুকুও ভীষণ সংকীর্ণ। ভ্যাপসা গন্ধে রুমটায় টিকে থাকা মুশকিল। ইরহাম রুমাল মুখে চাপার জন্য বের করেছিল কিন্তু, গুটগুটে অন্ধকারের প্রভাবে হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে গেছে তা কবেই, এখন পেট ঠেলে বমির উদ্রেক হচ্ছে যেকোনো সময় বমি হয়ে যাবে ভাব। এতক্ষণ ফ্ল্যাশ

লাইটের আলোয় যতটুকু অন্ধকার নিভেছিল, তার তুলনায় এখন দ্বিগুণ আঁধারে ডুবে আছে রুমটা। মাকড়শার সাদা বুনো জাল সেটে আছে দেয়ালে। ভেতর-বাহিরে তখন নিস্তব্ধতা জুড়ে রয়েছে। পেঁয়াজ রশুন এই রুমের মেঝেতে বিছিয়ে রাখায় তেলাপোকা হাঁটছে বলে মড়মড়ে শব্দ হচ্ছে। আকস্মিক অন্ধকারে গায়ে ধাক্কা লাগল দু-

জনের অজান্তে, একসাথে চিৎকার দিয়ে ছিটকে দু-দিকে সরে গেল তারা। মেয়েলি গলার মৃদু আর্তনাদ ভেসে বেড়াল কামড়ায়,

”সমস্যা কী তোমার ইরহাম, দরজায় ধাক্কা না দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছো কেন? তাছাড়া এতক্ষণ যাবত সামান্য দরজাটুকু তুমি ভাঙতে পারলে না?”সৌরভি কথা ইরহামের

শ্রবণান্দ্রিয় প্রবেশ করতেই চ্যাত করে জ্বলে উঠল,

”আমাকে তোমার কী পালোয়ান মনে হয় যে এক ধাক্কা মারব আর দরজা ভেঙে ফেলব?”

ইরহামের বিরক্তি ধরা কণ্ঠে কিছুটা দমে যায় সৌরভি। একহাতে নাকে ওড়না চাপা দিতে গিয়ে মনে হলো ওড়না গায়ে নেই খসে কোথাও পড়েছে। আলো বিহীন রুমে চোখ

আশপাশ ঘোরাল, কিন্তু বুঝতে পারল না ওড়না কোথায়! হঠাৎ পায়ের উপর দিয়ে শিরশির করে কিছু একটা যাওয়ার অনুভূতি হতেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেল মেয়েলি মুখটা। শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে বয়ে গেল শীতল বাতাস। শুভ্র বর্ণের মুখটা পাংশুটে বর্ণের হয়ে উঠল নিমেষে। না চাইতেও বদ্ধ কামড়ায় সাপের ভয়ে বিকট এক চিৎকার

করে ঢলে পড়ল মেঝেতে। গা টুকু মেঝে স্পর্শ করতেই উচালো শব্দ হলো।ইরহাম দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল বাহুর সাহায্যে, এই অন্ধকারে কবে মেয়েটা তার পাশ থেকে সরে গেছে টের ও পায়নি সে। যখন আত্মচিৎকারের শব্দ কান ভেদ করল তখন অনেক দেরি, স্টোর রুমের মৃদু আলোর বাল্প জ্বলে উঠেছে, সাথে সাথে আলোকিত হয়েছে

রুমটা। বাহির থেকে দরজা খোলার মড়মড়ে শব্দে চোখ তুলে দরজার ওপাশে তাকাতেই ইরহামের চোখাচোখি জন কয়েক মহিলার সাথে, যারা দরজার কপাট খুলে দিয়েছেন, আর একইসাথে তাদের সন্দেহি নজর ছেলে মেয়ে দুটোর দিকে নিবিষ্ট। কুমার কুমারী ছেলে মেয়ে একই রুমে বদ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল তা তারা স্বাভাবিক মনোভাবে

নিতে পারল না, মনে করল ছেলেটা মেয়েটার সাথে জোর জবরদস্তি করে খারাপ কিছু করার চেষ্টা করেছে, মেয়েটা হয়তো নিজের ইজ্জত বাঁচানোর ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আকরিক অর্থে ইরহামের কাপড় ঠিক থাকলে ও মেঝেতে পড়ে থাকা জ্ঞানহীন সৌরভি গা জড়িয়ে থাকা কাপড়ের ঠিক নেই। ওড়না খসে পড়ে আছে একপাশ তো

অন্যপাশে নারী শরীর, বড় গলার কাপড় হওয়ার ধরুণ বক্ষ বিভাজনের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে। ইরহাম যতক্ষণে বুঝল ঘটনা খারাপ দিকে ঘড়াচ্ছে, এরা স্বাভাবিক একটা ঘটনাকে বিপত্নীক রুপ দিতে চলেছে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। চারিদিকে হৈ-হুল্লোড় বেঁধে গেল সেকেন্ডের ভেতর, চোখের পলক ফেলার আগেই পরিবর্তী ঘটনা

ঘটল যে ইরহাম নিজের নামে সাফাইটুকু গাইতেও পারল না, বলতেও পারল না এখানে খারাপ কিছুই ঘটেনি, সব স্বাভাবিক। বাতাসের গতিতে উড়ন্ত খবরগুলী গিয়ে পৌঁছাল সৈয়দ বাড়ির কর্তা, ও নিজাম শিকদারের কানে, অবিশ্বাস্য নয়নে দু-জনে কয়েকপল তাকিয়ে দ্রুত পায়ে রিসিপশনের ভেন্যু ফেলে ছুটলেন নাছির মঞ্জিলে। তাদের পিছু

পিছু ছুটল পুরো পরিবারের মানুষজন, শুধু অজ্ঞাতো থাকল এ বিষয়ে দুটো মানুষ, যারা এ মুহুর্তে নিজেদের তুমুল ঝগড়ায় ব্যস্ত। নিজ নিজ কথার বাণে একে অন্যকে ঝোঁকানোর বৃথা প্রচেষ্টায় রপ্ত। নুসরাতকে মেইন সুইচের সামনে দাঁড়িয়ে টানা হিঁচড় করতে দেখে আরশ অপ্রকতৃস্থের ন্যায় খেঁকিয়ে

উঠল পেছন থেকে। গলার আওয়াজ ধারালো করে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

”ওখানে কী করছ তুমি? মেইন সুইচের কাছে কী কাজ তোমার?”নুসরাত নিজের মেয়েলি কপালে ভাঁজ ফেলে বলল,

“মেইন সুইচে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই আমি ঠিক করছিলাম।”

“‘হ্যাঁ ঠিক করার ধরণ তো দেখতেছি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে

এখানে ঠিক করা হচ্ছে না, কুস্তিগিরি হচ্ছে!

নুসরাত ভ্রু উচিয়ে শুধায়,

“অপমান করছেন?

আরশ দম্ভের সহিত বলে,

“আমার এত সাহস তোমাকে অপমান করব..!

আরশের কথায় নুসরাত নাক ফোলাল। দু-হাত বুকে বেঁধে শুধাল,”কী চাই ?

আরশ বিড়বিড়িয়ে আওড়াল,

“তোমাকে!

নুসরাতের কান পর্যন্ত কথাটুকু পৌঁছাল না। খ্যাকখ্যাক করে জানতে চাইল,”কী?

“কিছু না!

আরশ নুসরাতকে মেইন সুইচের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাশ লাইট তুলে ধরল সেখানে। তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ শেষে সুইচ টিপে

দিল, আর তাতে আবারো চারিদিক ঝকঝকে আলোয় ভরে উঠল। শুধাল,

”কোন অশিক্ষিত মেইন সুইচ বন্ধ করেছে?”নুসরাত চোখ পাঁকিয়ে চ্যাঁচিয়ে উঠল,

“একদম অশিক্ষিত বলবেন না।

“ তো অশিক্ষিতকে অশিক্ষিত বলব না, একটা মানুষ কতটা মাথা মোটা

হলে রিসিপশনের অনুষ্ঠানের মধ্যে মেইন সুইচ বন্ধ করে দেয়!”

নুসরাত হাত তুলে তেড়ে আসলো আরশের দিকে। কড়মড়িয়ে বলল, ”অশিক্ষিত হবে আপনার শ্বশুর।”

“আমার শ্বশুর মশাই তো তোমার বাপ।”

নুসরাত থতমত খেয়ে গেল। জিভ কেটে বলে ওঠল,

“ নিজেই অশিক্ষিত আর অন্যকে বলে অশিক্ষিত! ”

আরশ কপালে ভাঁজ ফেলে শুধাল,

“তুমি এমন চ্যাঁতছো কেন, আমি তো তোমাকে অশিক্ষিত বলিনি, যে মেইন সুইচ অফ করেছে তাকে বলেছি।”নুসরাত নিজের কণ্ঠে ধীরতা বজায় রেখে বলে ওঠল,

“ তো যে কাউকে আপনি কেন অশিক্ষিত বলবেন, আপনাকে এ সাহস কে দিয়েছে?”

আরশ ভ্রু উচিয়ে বিদ্রুপ করল নুসরাতকে। নিষ্প্রাণ বলয় মেয়েলি নেত্রে স্থির করে হিসহিসিয়ে জানতে চাইল,

“তোমার এত ধরছে কেন, ওই অশিক্ষিতটা তো, তুমি না?,”

নুসরাত রাগে ফুসিয়ে উঠল। দু-হাতে আরশের গলা চেপে ধরার জন্য পা বাড়িয়ে বলে ওঠে,

“হ্যাঁ, আমি বন্ধ করেছি তো, তো কী হয়েছে!”আরশ শ্রাগ করল কাঁধ দিয়ে। নুসরাতের দিকে গ্রীবা বাঁকিয়ে সামান্য ঝুঁকে এসে শুধায়,

”হোয়াট আ কোয়েন্সিডেন্স, তার মানে ওই অশিক্ষিতটা তুমি..!”

নুসরাত আরশের বারবার অশিক্ষিত বলা কথাটায় খ্যাপা ষাঁড়ের মতো হিসহিসিয়ে উঠল। দু-হাত তুলে থাবা মারার জন্য তেড়ে আরশের দিকে এগিয়ে আসলো। দু-জনের ভেতরের তিল পরিমাণ দূরত্ব মিটিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে,

“আমি অশিক্ষিত না..! ”পরপর বিড়বিড় করে আরশের শোনার মতো বলল,

“তুই নিজেই অশিক্ষিত গাধা একটা, পাটা কোথাকার, আমাকে বলিস আবার অশিক্ষিত, নিজেই ঠিক মতো স্বরবর্ণ পারিস না মনে হয়।”

আরশ নুসরাতের বানান করে করে বলা কথাগুলো বুঝল না। অবাক নেত্র নিবিষ্ট করে শুধাল,

“কী বললে তুমি, এভাবে বলছ কেন, স্পিক ইন বাঙালি, ইন এন আমেরিকান এক্সেন্ট, ওর ইন আ

ব্রিটিশ এক্সেন্ট।”নুসরাত আরশের কথা কানেই তুলল না, খুশিতে গদগদ করে উঠল যখন সত্যি সত্যি দেখল আরশ স্বরবর্ণ পারে না। বাংলা সিনেমার মতো তার মনে মৃদু স্বরে গান বাজল, দোলা দিয়ে গেল হৃদয়ে। সামনে দাঁড়ানো স্তম্ভিত আরশকে ভালো করে বাজানোর জন্য এবারো একই পন্থা অবলম্বন করল,

”তোরা তো অশিক্ষিত, অ, আ, ক, খ পারিস না। মূর্খ, সরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ শিখার বয়সে প্রেম করলে তো এসবই হবে। খাইষ্ঠা একটা..!
”নুসরাত কথাগুলো বানান করে করে বলে শেষ করল। সামনে দাঁড়ানো আরশ নুসরাতের কথা কিছুর-ই বোধগম্য হলো না, সে বলল,
“স্পষ্ট, শুদ্ধ বাংলায় বলো!”

“আসছে আমার নবাবজাদা, উনার জন্য বাংলায় বলব, বলব না বাংলা, এই ভাষায় আমি কথা বলব।”

আরশ চ্যাঁচাল,

” নুসরাত তুমি ভালো কিছু বলছ না আমি জানি!”

“তো জানলে কী হবে আমি তো বলব।”

আরশ খ্যাপাটে ষাঁড়ের মতো এগিয়ে এসে নুসরাতের দু-বাহু চেপে ধরল। শক্ত কণ্ঠে বলল,

” বাংলায় বলো...!“অশিক্ষিত শিখিসনি কেন বাংলা, পারব না বাংলা বলতে।”

আরশ রাগে চোখে মুখে সব অন্ধকার দেখল। কটমটিয়ে বলল,

” তুমি কী মনে করো আমি বাংলা শব্দের উচ্চারণ করতে পারি না, আমি সব জানি।”

নুসরাত ভ্রু উচিয়ে বাহ্’বা দিল। আবারো বানান করে করে বলল,

“ভালো খুব ভালো, চ্যাঙ্গিস খানের বাইচ্চা, অশিক্ষিত কোথাকার। তুই সরবর্ণ পারিস না আমি কী করব, আজ থেকে তোর সাথে এভাবেই কথা বলব, তাহলে আর তুই কিছুই

বুঝবি না। ”নুসরাত কথা শেষ করে গদগদ করে উঠল। নিজেকে বাহ্’বা দিল কীভাবে এই ব্যাটাকে জব্দ করছে। আরশকে বিদ্রুপ করে নিজ মনে বিড়বিড় করে,

‘শিখিসনি কেন সরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, এভার বোঝ, ব্যাটা!’

নুসরাত আর আরশের ঝগড়া ভেতরে দূর হতে দৌড়ে দৌড়ে আসলো আহান। চিৎকারের

আওয়াজ অনেক জোরাল,বারবার উচ্চারণ করছে, “সর্বনাশ হয়ে গেছে, সর্বনাশ!”নুসরাত ঘাড় বাঁকিয়ে ওদিকে তাকাতে নিবে আরশ নুসরাতের দু-বাহু ছেড়ে দিল। কটমট করে নুসরাতের না বোঝার মতো আওড়ায়,

“ভাফ্-ফান-কু-লো, নুসরাত নাছির।
”

যার অর্থ দাঁড়ায় ফাক ইউ নুসরাত নাছির। নুসরাত চোখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে, প্রশ্নাতীত কণ্ঠে শুধাল,

“আপনি আমায় গালি দিয়েছেন? কী বলেছেন আপনি? সাহস থাকলে এভাবে বলুন!”আরশ ভাব নিয়ে আড়াআড়ি বুকে হাত বেঁধে দাঁড়ায়। নুসরাত দু-হাত পেঁচিয়ে দাঁড়ানো আরশকে টেনে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে,

“কী বলেছেন, কোন ভাষায় বলেছেন, সাহস থাকলে শুদ্ধ বাংলায় এভাবে বলুন।”আরশ ঠোঁট উচিয়ে বিদ্রুপ করে হাসল। বলল,

“আমার সাহস কতটুকু তার আন্দাজ তোমার নেই মিসেস আমার।”

“তো বলুন, শুদ্ধ বাংলায় বলুন।

আরশ হাসল। নিচের দিকে ঝুঁকে এসে বলল,

” এত ডেস্পারেট আমার মুখে কথাটা শোনার জন্য, তাহলে তোমার সন্তুষ্টির জন্য বলেই দিই.!”আরশ ভ্রু নাচাল। নুসরাত আগ্রহ প্রকাশ করতেই, বাতাসে ভেসে আসলো গম্ভীর স্বর,”ফাক ইউ নুসরাত নাছির!

কথাটা শেষ হতেই নুসরাত নিজেও সমান জোরে বলে ওঠল,

“ফাক ইউ টু..!”

আরশ আর কিছু বলবে আহান দু-জনকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। দু-জনের ঝগড়ায় বাঁধা দিয়ে বলে ওঠল,

“আ আপু সর্বনাশ, হয়ে গেছে..!”আহান জিরিয়ে নিল সামান্য কথাটুকু বলে। হাঁপিয়ে উঠেছে এতটুকু দৌড়ে আসতে গিয়ে, নুসরাত চোখা চোখে চেয়ে শুধাল,

“কী সর্বনাশ!”

আরশ নিজেও আহানের দিকে তাকিয়ে আছে প্রশ্নের উত্তরের আশায়। আহান জোরে জোরে শ্বাস ফেলল। বুকের কম্পনে স্বাস্থ্য বিশিষ্ট শরীর নড়ছে। দু-জনের অবাক চোখের অবাকতা বাড়িয়ে দিতে আহানের স্বর শ্রবণ ইন্দ্রিয় প্রবেশ করল,

“ইরহাম ভাই আর সৌরভি আপু কট..!”

নুসরাত আর আরশ দু-দিকে ছিটকে সরে এবার একইসাথে কান ফাটানো শব্দে দু-জনেই চ্যাঁচিয়ে উঠল,

“কীইইইইই..!”এতক্ষণ ধরে ভেন্যুতে থাকা রমরম ভাব হঠাৎ করে নিস্তেজ হয়ে গেল। মানুষের ভীর ভেন্যু হতে কমে গিয়ে একত্রে জমায়িত হলো স্টোর রুমের সামনে। এতক্ষণ যাবত ভেন্যু মানুষের কোলাহলে ভো ভো

করলেও তা এখন নিস্তেজ, যেদিকে চোখে যায় সেদিকেই দু দু ফুলের বাহার আর খাবারের মো মো গন্ধ! আধারে নিম্নজ্জিত রাতটার মতোই সৈয়দ বাড়ির সকলের মুখে আধার লেপ্টেছে। কারোর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না, সবাই দাঁতে দাঁত চেপে ইরহামকে খেয়ে নিবে ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে। সৌরভির গা তখনো মেঝেতে লেপ্টে

থাকলেও ওড়না টেনে দিয়েছে কাজের জন্য আনা মহিলাগুলো। পান খাওয়া মুখ দিয়ে কিছু বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি শব্দ বের করছে সাথে তাদের মহামূল্যবান বক্তব্য দিচ্ছে,"পোলা মাইয়া একলগে একরুমে কী করে! মাইয়ার ও তো দোষ আছে, একটা একলা পোলার লগে একরুমে এক বাড়িতে ঢুকে কেমতে!কথাটা বলেছে মর্জিনা।

মর্জিনার কথা শেষ হতেই ইরহাম নিজের হয়ে শক্ত গলায় সাফাই গাইল,”ও আমার সাথে আসেনি, আগে এসেছিল..!

মর্জিনার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মুন্নি বলে ওঠল,

“হো একলগে আহো নাই, কিন্তু তুমি যে ওরে ইশারা দিয়া আগে আনছো তা সবাই বুঝবার পারছে।

ইরহাম কিছু বলতে নিবে মর্জিনা আবার বলল,

“ভোলাভালা মাইয়া মানষে মনে করছিল কোনো কথা কইবা, কিন্তু তুমি যে আইন্দার ঘরে আইন্না ওর ইজ্জত লুটবা তার কথা কী জানত, যখন জানতে পারছে তখন নিশ্চয়ই জ্ঞান হারাইয়আ লুটাই পড়ছে।

ইরহাম কপালে ভাঁজ ফেলে কিছু বলতে নিবে মুন্নি বিশ্রী ভাষায় বলে

ওঠল,”আমরা তো দেখি নাই মাইয়ার কী ক্ষয় ক্ষতি হইছে, আন্দাইর ঘরে একলা কুমার কুমারী মাইয়া পোলা ছিল, মাইয়া পোলা এখনো কুমার কুমারী কিনা তাতো কইবার পারতেছি না!শোহেব সাহেব নাছির মঞ্জিলে প্রবেশ করতেই কথাগুলো সুরসুরিয়ে তার কানে ঢুকল। নিজের কান দুটোকে এমন কথা বিশ্বাস করাতে পারলেন না যে

তার ছেলে একটা মেয়ের ইজ্জত লুটতে নেমেছিল। অত্যাধিক আশ্চার্যনিত হলেন! দিক বেদিক ভুলে থম মেরে সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকপল। এরপর বড় ভাইদের অপমানে লাল হওয়া মুখ দেখে নিজেকে আর থামাতে পারলেন না, শক্ত হাতে এসে গাল বরাবর বসিয়ে দিলেন জোরে একটা থাপ্পড়। আকস্মিক থাপ্পড়ের হামলায়

হেলে পড়ল ইরহাম বাঁ-দিকে। নিজেকে ধাতস্ত করে উঠতে পারল না তার পূর্বেই শোহেব সাহেব দু-হাতে থাবা মেরে ইরহামের কলার চেপে ধরে রক্তচক্ষুতে তাকালেন, অস্বাভাবাবিক ক্রোধ নিয়ে চ্যাঁচালেন, ”তোকে এই শিক্ষা দিয়েছি বেয়াদব! কুত্তার বাচ্চা এত কষ্ট করে বড় করার এই ফল দিলি তুই! শুয়েরর বাচ্চা...!”পরপর আরেকটা পড়ল

থাপ্পড় ডানগালে। ইরহাম নিজের গালে পড়া প্রথম থাপ্পড়ের শোক কাটাতে পারেনি তার পূর্বেই দ্বিতীয়িটা পড়েছে। অবাক দৃষ্টি তোলে সম্মুখে থাকা বাবাকে দেখল চুপচাপ। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাবা ছেলের চোখাচোখি হলো, তারপরই গালে আবারো প্রহার হলো, ইরহাম নিশ্চল চোখে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠল

”আমার দোষ নেই আব্বু, বিশ্বাস করো আমাকে!”

শোহেব সাহেব গর্জে উঠলেন,

“তোর দোষ নেই, তোর দোষ নেই, তাহলে এই মেয়ে এখানে কেন! অজ্ঞান কেন এই মেয়ে! বিশ্বাস, বিশ্বাস করব তোকে! কী দেখে তোকে বিশ্বাস করব।শোহেব সাহেব চিত্ত-চেতনা হারিয়ে ছেলের গালে পরপর আরো কয়েকটা থাপ্পড়

বসালেন। সোহেদ সদর দরজা দিয়ে আসতে আসতে চ্যাঁচালেন,”এত বড় ছেলের গায়ে হাত তুলছে কেন তুমি! আর একটা আঙুলের ছোঁয়া যেন স্পর্শ না করে ওকে!

শোহেব সাহেব এসব কথা কানেই তুললেন-না। আবারো হাত শূন্যে তুললেন ছেলেকে মারার জন্য, সাথে চিৎকার করেরগালি দিচ্ছেন। ভদ্রলোকের গালির আওয়াজে

মহিলাদের গলার আওয়াজ চাপা পড়ছে। ইরহাম টু শব্দটি করল না, স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল নিজ জায়গায়, নিজের হয়ে সাফাই ও গাইল না।সোহেদ সাহেব ভাইকে টেনে নিয়ে গেলেন দূরে। তখনো শোহেব সাহেব চ্যাঁচাচ্ছেন,

”তোর কোন আশা পূরণ করিনি আমি, বল কোন আশা পূরণ করিনি, জবান ফুটে বলার আগেই সব এনে

হাজির করেছি তোর সামনে আর তুই কী করলি কুলাঙ্গারের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, একবার এসে বলতি বিয়ে করবি, এই মেয়েকে তোর পছন্দ এনে দিতাম না তোকে, আমার মান-সম্মান এই করে ডুবালি কেন! আমি মানুষকে নিজের মুখ দেখাব কী করে!”হেলাল সাহবে তখনো শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এক পা দু-পা করে এগিয়ে গিয়ে

দাঁড়ালেন ইরহামের সামনে। জবাবদিহিতার মতো করে শুধালেন, ”এসব সত্য ইরহাম? তোমার উপর ওঠা সকল অভিযোগ কতটা সত্যতা বহণ করে, আমি তোমার কাছে শুনতে চাই!”ইরহাম নির্লিপ্ত! পুরুষালি চোখগুলোর সাদা অংশে রক্ত জমেছে। কিৎকাল সামনে দাঁড়ানো উৎফুল্ল হয়ে ওঠা জনতার পানে তাকাল, যারা নাটক দেখতে

ভীর বাঁধছে, আরো জমা হচ্ছে স্টোর রুমের সম্মুখে। এরপর দেখল শক্ত মুখে তাকিয়ে থাকা রক্ত শূন্য ফ্যাকাসে মা চাচির মুখ-চোখ। কানে ভাসল বাবার চিৎকার, যিনি অবিরত গালি দিচ্ছেন ছেলেকে। চোখের কোটর ঘোরাতেই চোখাচোখি হলো নাছির সাহেবের সাথে, তিনি ইশারা দিলেন যতটুকু সত্য ততটুকু বলতে, উনি বিশ্বাস করে ওকে, ভরসা দিয়ে

চোখের পাতা ফেললেন। ইরহাম সবটুকু অবলোকন করা শেষে হাপরের ন্যায় টেনে শ্বাস ফেলল। অপমানে রক্তিম হয়ে ওঠা বড় চাচার মুখটা দেখে চোখ বন্ধ করে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, এরপর নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলে ওঠল,

”যা শুনেছেন যা দেখেছেন সবই সত্য....”ইরহামের কথা শেষ হলো না তার আগেই হেলাল সাহেব গালে

চড় বসালেন। আবারো থাপ্পড় বসাতে যাবেন নুসরাত দৌড়ে এসে এক ধাক্কায় দু-পা দূরে সরিয়ে দিল ইরহামকে। চোখ দুটো বড় বড় করে শাসাল,

”আমার ভাইয়ের গায়ে হাত তুলবেন না,মুখ দিয়ে কথা বলুন!”

শেষের কথাটুকু চ্যাঁচিয়ে বের হলো মেয়েটার মুখ থেকে। হেলাল সাহেবের চোখের তারায় অদৃশ্য রক্ত

ভেসে উঠেছে। নিজেও চ্যাঁচালেন,”তুই বলি দিবি আমায় আমি কী করব!

“যদি প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই বলে দিব! ”

পাশ থেকে মর্জিনার সাথীদের মধ্যে একজনের তাচ্ছিল্য করে করা মন্তব্য শোনা গেল,

”এই মেয়ে একে তো বেদ্দপ, তার উপর করছে এখন গলাবাজি,

দেখবেন কোনদিন লাঙ্গের... ”কথা শেষ হওয়ার আগেই আরশ চোখ রাঙিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে যাবে নুসরাত কর্কশ কণ্ঠে বলল,

”এইইই চুপপ..! তোমাদের ভ্যা ভ্যা শুনতে আমি ইচ্ছুক নই!”

হেলাল সাহেব আর কোনো শব্দ ব্যয় করলেন না, চুপচাপ গিয়ে বসলেন বরফের মতো হয়ে যাওয়া নিজাম শিকদারের সামনে। ঝর্ণা বেগম

দাঁতের পাটি চেপে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই ছেলেকে ধরে পিষে ফেলতে পারলে মনে শান্তি পেতেন, কিন্তু তার চিন্তায় জল ঢেলে দিয়ে নুসরাত, আহান, মমো,এমনকি ভারী গ্রাউন পরিহিত ইসরাত এসে দাঁড়াল ইরহামের সামনে। বাড়ির সবার উদ্দেশ্যে ইসরাত রগরগে আওয়াজে বলে ওঠে,"ওকে কিছু বলতে হলে আগে তোমাদের

আমাদের ভেদ করতে হবে।কলঙ্ক আর পুরুষ শব্দ দুটি যেন একে অপরের বিপত্নীক শব্দ, এই দুটো শব্দ একে অপরকে স্পর্শ করতে পারে না কিন্তু নারী আর কলঙ্ক দুটি শব্দ যেন একে অপরের সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে, এই শব্দটি শুধু নারী সমাজের জন্য প্রযোজ্য। ইরহামের উপর নিজেদের তোপ খাটাতে না পারলেও অবলা

সৌরভিকে নিজেদের কাছে একা পেল তারা। নিজাম শিকদার যখন থেকে নাছির মঞ্জিলে এসেছেন তখন থেকেই নিশ্চুপ। আরমান নিজেও চুপচাপ, জলস্রোতের তরঙ্গের ন্যায় ঠান্ডা। বোনকে জ্ঞানহীন মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে একবার তাকিয়েছিল সেদিকে,তারপর আর ফিরেও তাকায়নি। মহিলারা তখনো ফিসফিস করে নিজেদের বিশ্রী

ভাষার মন্তব্য জাহির করছেন। সৈয়দ বাড়ির কর্তীরা ও আজ নিজেদের মুখ দিয়ে টু শব্দটি করলেন না।। অনেকক্ষণ কাটার পর সকলে দেনামোনা করলেন কিছু একটা বলতে। মর্জিনা বয়স্ক হওয়ার ধরুন সবার উদ্দেশ্যে একটা প্রস্তাব রাখল,"দেখুন, কুমার কুমারী ছেলে মেয়েরা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে, ইসলামের শরিয়ত মতে মাটিতে

পুঁতে একশত বেত্রাঘাত, এখন তো মেয়ে ছেলেকে এমনে বেত্রাঘাত করা যায় না, আবার দু-বাড়ির সম্মানের ও বিষয়, তাছাড়া আমি আপনাদের বাড়িতে কাজ করি অনেক বছর যাবত, অনেকদিনের চেনা জানা তাই একটা প্রস্তাব রাখব, প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে দুই পরিবারের সম্মানহানি হবে না।মর্জিনা কথা শেষ হতেই নিজাম শিকদার শান্ত মুখ তুলে

তাকালেন। তার সূক্ষ্ম ঠোঁট জোড়া যেন অদৃশ্যভাবে তাচ্ছিল্য করে হাসছে। ঠোঁট দিয়ে নির্ঘত হলো একটা শব্দ,

”সম্মানহানি...তা তো হয়েই গেছে কখন!”

হেলাল সাহেব কথা বললেন না। শোহেব সাহেব শুধালেন,”কী প্রস্তাব?

“ছেলে মেয়ে দুটোর বিয়ে পরিয়ে দিন!

নাটক দেখতে আসা সকলে মর্জিনার কথায় সহমত পোষণ করল। বাড়ির মহিলারা দ্বি-মত পোষণ করার পূর্বেই শোহেব সাহেব নিজের রায় রাখলেন

”আমি রাজী আছি! আমার ছেলের ভুলের মাশুল কেন অন্যের বাড়ির মেয়ে দিবে, আমি এই বিয়েতে রাজী!”আরমান দাদার পানে তাকাল। নিজাম শিকদার সোফায়

বসা অবস্থায় ভঙ্গুর কণ্ঠে বললেন,”আমি রাজী!

রাত দশটা বাজছে তখন ঘড়ির কাটায় টিকটিক করে। সৌরভির যখন জ্ঞান ফিরল তখন তার চারপাশে মানুষ কিলবিল করছে। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। ভরা মজলিশে নিজের কাছে নিজেকে সৌরভির অপরাধী ঠেকল। অচল মস্তিষ্কে চাপ দিল কী হয়েছে তা মনে

করার জন্য, একে তো মনে পড়ল না কিছুই, তার মধ্যে অতর্কিত হামলা হলো তার নাজুক হাতে। মুন্নি একহাতে টান মেরে তুলে বিছানায় বসাতে বসাতে নিজের কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে,

”উইঠা বসো মাইয়া, অনেকক্ষণ হুঁশ হারাই ছিলা, ইমাম আনিতে যাইতাছে, মাথায় ঘোমটা টানো। ”সৌরভি কপালে ভাঁজ ফেলল। শূণ্য

মস্তিষ্কে এসে হাজারটা প্রশ্ন ধরা দিল, ইমাম আসবে কেন, ঘোমটাই বা টানবে কেন! চোখে প্রশ্নেত্মক ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে শুধাল,

”ইমাম আসবে কেন?”

সৌরভির প্রশ্নে কাজের মহিলাগুলো পান খাওয়া দাঁত বের করে খিটখিট করে হেসে উঠল। মুন্নির পাশেরজন বলে ওঠল,

”লাঙ্গের লগে তোমার বিয়ে পড়াইবার লগে আহে..! নটি বেটি বুঝবার পারে না ইমাম আহে কেন!”সৌরভি চোখের আকার প্রকট হলো। বিস্ময় নিয়ে দেখল সবার বিশ্রী দাঁত কেলিয়ে হাসা মুখগুলো। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকেও সৌরভি ঠান্ডা মাথায় জানতে চাইল,

“কীসের বিয়ে?”

মর্জিনা বিরক্তি নিয়ে বলল,

“ তোমার আর সৈয়দ বাড়ির পোলার বিয়ে!”কথা শেষে সৌরভির মাথায় ওড়না টেনে দিতে যাবে সৌরভি হাত চেপে ধরল তার। চোখ মুখে অগাধ অবিশ্বাস চড়ে বসল। জিজ্ঞেস করল,

“কোন ছেলে?”

মুন্নি ঘোমটা টেনে দিতে দিতে বলল, “যার সাথে রুমে ঢুকছিলা নষ্টামি করতে,ইরহাম না কী যেন, ওর

সাথে। ”মুন্নির কথা শেষ হতেই সৌরভি লাফিয়ে প্রায় উঠে দাঁড়াল। বলল,

”বিয়ে করব না আমি!”

মুন্নির সাথে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলারা বিশ্রী শব্দে হেসে উঠল। রসিয়ে রসিয়ে বলল,

”লাঙ্গের লগে এক রুমে ঢুকবার পারো, বিয়ে করবার কেন পারবা না!”

সৌরভির মুখ শক্ত হয়ে উঠল। অগাধ রাগ নিয়ে শুধাল,

”লাঙ্গ কে? কার সাথে আমি রুমে ঢুকেছি?”

সৌরভির করা প্রশ্ন যেন মজাদার ছিল, সকলেই হিহি করে হেসে উঠল। বলল,

”কেন ওই পোলা, যার লগে রুমে দরজার ছিটকিনি লাগাই

ছিলা..!”“আমি কারোর সাথে রুমে ঢুকে ছিটকিনি লাগাইনি!”

মুন্নি সৌরভকে বিছানায় বসাল শক্ত হাতের চাপে। ক্যাটকেটে কণ্ঠে বলে, ”মা গী বেটি বলে কী! ”

আরেকজন বলল,

“ এ তো দেখি ঘোমটার নিচে খেমটার নাচ।”

সৌরভি বিস্ময়, বিমূর্ত, বিমূঢ় নেত্রে দেখল মহিলাগুলোর ব্যবহার। যখন

ধীরে ধীরে ঘটনা গুলো জোড়া দিল তখন বুঝল ওদের ইশারা কোনদিকে, না চাইতেও ঠোঁটে বিতৃষ্ণাপূর্ণ হাসির মেলা বসল। এরপর মহিলাগুলোর কথা যতো শুনল ততো বেশি অবাক হলো, তাকে অবাক করে দিচ্ছে তার সামনে দাঁড়ানো মহিলারা, তাদের কথা দ্বারা! তার ঠোঁটে নিছক হাসি খেলা করল না চাইতেও। মেয়ে

মানুষ মেয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হয় এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আজ নিজে ভিক্টিম হয়ে তার প্রমাণ পেল সে। সৌরভি বসা বিছানা থেকে ওঠে দাঁড়ায়। মুন্নির হাত নিজের গা থেকে ঝাড়া মেরে সরিয়ে দিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে

”এই বিয়ে করব না।”মহিলারা যেন শুনেনি, একই যুগে বলে ওঠল,

“কী, কী! ”

সৌরভির পুরো রুম কাঁপিয়ে চ্যাঁচাল, “এই বিয়ে আমি করব না, শুনেছেন আপনারা, এই বিয়ে আমি করব না!”

মুন্নি নিজের স্বাস্থ্য বিশিষ্ট শরীর নিয়ে এগিয়ে আসলো। বলল,

” কেন করবা না বিয়া? লাঙ্গের লগে এক রুমে ঢুইকা শুইতে পারো, আর বিয়া করতে পারবা না কেন?”সৌরভির কানে বিশ্রী শব্দটা

প্রবেশ করতেই দাঁতে দাঁত চাপল! নিজের জায়গায় অটল থেকে চূড়ান্ত রাগী কণ্ঠে বলল

”আপনার মতো পেয়েছেন, অন্যের জামাইয়ের সাথে যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ব, সবাইকে নিজের মতো ভাববেন না।”

কথা শেষ হতেই মুন্নির খশখশে হাতের দাবাং মার্কা এক থাপ্পড় পড়ল সৌরভির গালে। ছিমছাম

গরনের মেয়েটার শুভ্র গালে ফুটে উঠল থাপ্পড়ের জোরে রক্তের স্ফূলিঙ্গ! মুখ দিয়ে না চাইতেও শব্দ নিসৃত হলো 'ভাইয়া..!' বলেনা কেউই আসলো না তাকে বাঁচাতে। অপরিচিত মানুষের ভীরে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সৌরভি। থাপ্পড়ের জোরে গালে চিনচিন ব্যথা হচ্ছে, এক হাত গালে রেখে তখনো অবিচল কণ্ঠে চ্যাঁচাল,

”বিয়ে করব না আমি। বুঝতে পারছেন আপনারা! বিয়ে করব না আমিইইই!”

মুন্নি কানেই তুলল না কথাগুলো। টেনে নিয়ে বসাল বিছানায়, শক্ত হাতে মাথা থেকে পড়ে যাওয়া ঘোমটাখানা আবারো টেনে দিতে দিতে বলল,

”নষ্টামি করবার পারবই, বিয়ে করবার পারবি না কেন! বিয়ে করবি

তুই, আইজ, আর এক্ষন!”সৌরভি নিজের ১৯ বছরের জীবনে এতটা অসহায় বোধ করেনি যতটা আজ অনুভব করছে। কোথায় তার ভাই, কোথায় তার দাদা, কোথায় নুসরাত, কোথায় সবাই! আপন বলতে কেউই নেই আশেপাশে! অক্ষিকোটরের ভেতরে টলটল করল পানি। মুন্নিকে ধাক্কা মেরে নিজের থেকে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসলো রুমের

বাহিরে। দম আটকে দৌরে নিচে নামতে নামতে ডাকল,

”দাদা..!নিজাম শিকদারের কানে নাতনীর গলার আওয়াজ পৌঁছালেও চুপ করে রইলেন। নিজের কাঁপা হাতগুলো চেপে ধরলেন নির্বিকার মুখে হাঁটুতে। সৌরভির পাগলের মতো দৌড়ে এসে দাঁড়াল নিচে দাদার সামনে। সেখানে শুধু উপস্থিত সোসাইটির বুজোরগেরা! চশমার

আড়াল হতে কুঁচকানো চোখ বেরিয়ে আসলো তাদের, আর নিবিষ্ট হলো সামনে দাঁড়ানো সৌরভির উপর। সে সেসবের তোয়াক্কা করল না, ভাঙা গলায় চ্যাঁচাল,”দাদা আমি বিয়ে করব না।

নিজাম শিকদার চোখ তুলে তাকালেন না। বললেন শুধু,”বিয়ে করে নাও!সৌরভি চ্যাঁচাল,

“তুমি আমাকে এভাবে শাস্তি দিতে পারো না দাদা..! আমার থেকে মুখ ফিরিও না, আমি বিয়ে করব না। আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কিছুই করিনি! রাগ করেছ আমার সাথে তোমার কথা শুনিনি বলে, আর কখনো তোমার কথা অগ্রাহ্য করব না, দাদু প্লিজ বাড়ি চলো, এখানে আমার দম আটকে আসছে, আমি মরে যাব!”নিজাম শিকদার চুপ

রইলেন নাতনীর আহাজারিতে! সৌরভি ভাইয়ের হাঁটু কাছে বসে গে ফুপিয়ে উঠল। বলল,

”প্লিজ ভাইয়া, চলো আমরা বাড়ি চলে যাই, আমি বিয়ে করব না ভাইয়া, দয়া করে আমায় বিশ্বাস করো, আমি, আমি কিছুই করিনি, সব দোষ দেওয়া হচ্ছে আমাকে, ভাইয়া বিশ্বাস করো আমাকে!”আরমান উঠে দাঁড়াল। রক্ত

জবার ন্যায় চোখ দুটো দিয়ে অসহায়, ভঙ্গুর, চোখে পানি লেপ্টানো বোনকে দেখল। গালে হাতের পাঁচ আঙুলের চিহ্ন দেখে নিল মায়ামায়া চোখে। তবুও উচ্চারণ করল,

”বিয়ে করে নে সৌরভি, সুখে থাকবি!”এরপর কী হলো, সৌরভি নিজের চোখ টলটলে পানি ছেড়ে দিল। এক গাল বেয়ে টুপ করে

চোখের জল পড়ল। চোখ তুলে চক্ষু দর্পণে ভাসল ইরহামের সুদর্শন মুখ, তখন সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়ল তার উপর। একদলা থুতু ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। অস্বাভাবিক কণ্ঠে চ্যাঁচাল,

”লম্পট, জানোয়ার, শুয়োর, কুত্তা, আল্লাহ এর হিসেব নিবে তোর কাছ থেকে শয়তান! ইবলিশ তোর ধ্বংস হবে! তোর ধ্বংস নিশ্চিত!

*সৌরভিকে দু-জন মহিলা এসে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। নিজাম শিকদার চোখ থাকতেও অন্দহের মতো ব্যবহার করলেন, আরমান নিশ্চুপ, বোনকে অসহায় হয়ে চ্যাঁচাতে দেখেও! তখনো সৌরভি চ্যাঁচাচ্ছে,

”তুই বললি না কেন ওখানে কিছু হয়নি, তুই কেন বললি না, তুই কেন চুপ হয়ে বসে থাকলি, লুচ্চা,

বদমাস, ইতর, অভিশাপ লাগবে আমার, এক মজলুম এর অভিশাপ লাগবে তোর গায়ে, তোর ধ্বংস নিশ্চিত! ”

সৌরভিকে যখন দো-তলায় তোলা হলো তখন কেঁদে উঠল সে শব্দ করে। চ্যাঁচিয়ে ডাকল,

”আব্বু..! ”টুপ করে আরেক ফোটা জল গাল গড়িয়ে পড়ল। অস্তিমিত রবির ন্যায় রক্তিম চেহারা ঘুরিয়ে

তাকাল সাহায্যের আশায়। নেই কেউ নেই! আসছে না কেউ তাকে বাঁচাতে! ভঙ্গুর গলায় নিঃসৃত হলো, ”আমার আব্বু থাকলে আজ আমাকে এখানে ফেলে রাখত না ভাইয়া, আমাকে বিশ্বাস করত, তোমরা সবাই পর, তোমরা আজ আমায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলে, তোমরা দু-জন কেউ না আমার! তোমরা দু-জন স্বার্থপর।”

আরমান উঠতে নিল নিজাম শিকদার তার হাঁটু চেপে ধরলেন শক্ত হাতে, নিচের দিকে ঝুঁকে যাওয়া চোখে ইশারায় বোঝালেন, না।সৌরভিকে খাটে বসানো হলো। জোর করে গালের মাড়ি চেপে ধরে মুন্নি, শক্ত হাতে ঠোঁট লাল রঙে রাঙাতে যাবে হাত থামল তার। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছু ফিরতেই নুসরাতের রাগী রাগী চেহারা অবলোকন হলো! মুন্নি ভ্রু

উপরে তুলে জানতে চাইল,”হাত ধরছ কেন মাইয়া?

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে বলে ওঠল,

“‘হাত সরান ওর গাল হতে!”

“কেন ওর ঠোঁট রাঙাবো না?মুন্নি তিরিক্ষি মেজাজে কথাটা বলে ওঠল। নুসরাত মুন্নির ভারী হাতটা গাল থেকে সরিয়ে দিয়ে দেখল লাল বর্ণ ধারণ করা চেহারা। জিজ্ঞেস করল,

”কে মেরেছে? ”পুরো রুমের ফিসফিস করে চলা কথাবার্তা থেমে গেল নিমেষে। নুসরাত আবারো চ্যাঁচাল,

”ওর গায়ে হাত তুলেছে কে? কোন সাহসে ওকে থাপ্পড় মেরেছ? কে এই সাহস দিয়েছে?”

মর্জিনা নুসরাতের চ্যাঁচানো তে বিরক্ত হয়ে বলে ওঠল,

“মেয়ে তুমি ভারী বেদ্দপ, চেচামেচি করতাছ কেন? তাছাড়া কথা শুনতেছিল না তাই মেরেছে? এতে চ্যাঁচানোর কী আছে! ”

“এইই চুপপ, লেকচার ঝাড়তে বলিনি আমাকে, যা করতে আসছ তা করো, আমাদের বাড়ির বিষয়ে একদম নাক গলাবা না! ”মন্টুর স্ত্রী সাজনা বেগম বললে,

“তো এই মেয়ে বিয়ে করবে না, বিয়ে করবে না বলে চ্যাঁচাচ্ছিল, থাপ্পড় না মারলে তো মুখ বন্ধ করছিল না!”

“চ্যাঁচাবে, আর বেশি করে চ্যাঁচাবে, ভুলে যেও না ও আমাদের বাড়ির বউ, সৈয়দ বাড়ির বউ ও, সম্মান দিয়ে কথা বলো, এই ব্যবহার যেন ওর সাথে না দেখি!”

সাজনা বেগমকে মুন্নির সাথের জন কানাঘুষা করে বলে ওঠল,“এই মেয়েও দেখবেন কোনদিন লাঙ্গের সাথে ভাইগা যাইব!”নুসরাত শুনে ফেলল কথাটা। পরণের এমারেল্ড গ্রিন কালার গ্রাউন চেপে ধরল হাত দিয়ে। বলে ওঠল,

”নিজের মেয়ের মতো ভাবো আমায়!”

নুসরাত ভ্রু যুগলের মধ্যিখানে ভাঁজ ফেলল সামান্য। আবারো নিস্প্রভ কণ্ঠে বলল,

”লাঙ্গের সাথে ভেগে যাব! হ্যাঁ, একশো বার ভাগব, আমার বাপের খেয়ে ভাগব, তোমার কোনো সমস্যা, সমস্যা হলে বলো, উচ্চমানের মলম কিনে দিব, লাগালে জ্বালা কমে যাব।”

সৌরভি ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠল। নুসরাতের কাপড়ের এক কোণো চেপে ধরে ফুপিয়ে ওঠে বলে,

”আমি বিয়ে করব না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, দয়া করে আমায় এখান থেকে বের কর! আমি কিছু করিনি, ওখানে কী হয়েছে আমি জানি না, তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না, দয়া করে এখান থেকে বের কর আমায়।”

নুসরাত একহাত রাখল সৌরভির মাথায়, ভরসা দিয়ে বলল,

”আমি বিশ্বাস করি তোকে!পুরো রুমে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফোন বের করে কল দিল ইসরাতকে। রগরগে গলায় বলল,

”এই তুই আয় আমার রুমে, আমি একটু বের হচ্ছি, মসজিদে যাব।

সৌরভি আঁতকে উঠল। টলটল চোখে তাকাতেই নুসরাত নিচের

দিকে ঝুঁকে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল,

”আজ আমি যদি চ্যাঁচাই তাহলে তুই বেঁচে যাবি এখান থেকে সৌরভি, কিন্তু যখন রাস্তায় হাঁটবি নষ্ট মেয়ে বলে তোর দিকে আঙুল উঠবে, ইরহামের দিকে আঙুল উঠবে না! তুই নারী তোর এই বিষয়টা ভুলে গেলে চলবে না, তোর সবথেকে বড়

শত্রু তোর মতো ওই মহিলারা, এরা বিষ গুলে দিবে তোর জীবনে, বড় বোন হিসেবে বলছি বিয়ে করে নে! আমি নুসরাত নাছির তোকে কথা দিচ্ছি সুখে থাকবি তুই, কোনো কিছুর কমতি থাকবে না। বিয়ে করে নে, রাজী হয়ে যায় সৌরভি, চ্যাঁচিয়ে লাভ হবে না!”এরপর সৌরভি আর চিৎকার করল না বিয়ে করব না বলে, নিশ্চুপ জল তরঙ্গের ন্যায় হয়ে

গেল। বিছানায় গা ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। ঠোঁটে বিরাজ করল জীবনের প্রতি নিছক তাচ্ছিল্যের হাসি, চোখের তারায় কিছু একটা, সময় কাটল, আশপাশে বসে থাকা মানুষ তখনো অপেক্ষারত পরিবর্তী নাটক দেখার জন্য। এসে দলবেঁধে বসছে সৌরভির সামনে। সৌরভি মানুষগুলোকে দেখল না, সে দেখল খাটিয়া আনতে যাওয়া হচ্ছে তার

জন্য, আর সেই খাটিয়া না চাইতেও জীবনের পরিহাসে কবুল করতে হবে তাকে। সে তো চায়নি তার জীবনে ওই ইতর লোকটা আসুক, সে তো ঠিকভাবে ওই ছেলেটার মুখটা পর্যন্ত পরিদর্শন করত না ঘৃণার প্রহারে, জীবন কী হাস্যকর তাই না, সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তিটিকে তার তকদিরে লিখা হয়েছে আর আজ সে সেই ব্যক্তিটিকে কবুল

করতে চলেছে। সৌরভি মৃত মানুষের মতো পলকহীন তাকিয়ে রইল দেয়াল ঘড়ির পানে।ইসরাত মেয়েটার মায়াময় চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল চুপচাপ! চেহারার লাভণ্য যেন কান্নার জৌলুস্যে বেড়ে গেছে! নির্বাক সে নিয়তির এই পরিহাসে, কী অদ্ভুত ঘটনা, কে জানত আজ এই দিনে এভাবে তাদের দু-জনের বিয়ের ঘন্টা বেজে

যাবে।আরশ নিজের গা থেকে ধূসর বর্ণের স্যুট ছাড়াতে ছাড়াতে ফিরে দেখল পেছনে দাঁড়ানো নুসরাতকে। গায়ে কালো লেদার জ্যাকেট জড়ানো তার, চুলগুলো পনিটেল করে বাঁধা! বারবার তাড়া দিয়ে বলছে তাড়াতাড়ি আসতে। আরশ নিজের গলার টাই টেনে ঢিলে করে নিয়ে এগিয়ে গেল। পরণের কাপড় খুলতে খুলতে এসে দাঁড়াল নুসরাতের সামনে। নুসরাত

দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো, অপেক্ষা করছে আরশের কাপড় চেঞ্জ করা শেষ হওয়ার! যখন দেখল কাপড় চেঞ্জ না করে লোকটা তার সামনে চুপচাপ এসে দাঁড়িয়েছে তখন ভ্রু যুগল আপনা-আপনি উপর উঠে গেল। ভেসে আসলো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর,

”কাপড় চেঞ্জ করে আসুন তাড়াতাড়ি! ”আরশ দরজা চেপে

ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে আসলো। নুসরাত দু-পা পেছনে সরে যেতেই আরশ দরজা টেনে ধড়াম করে মুখের উপর লক করে দিল। নুসরাত হাতের গুচ্ছি এর ঘড়িতে চোখ বোলাল, দশটা চল্লিশ বাজছে টিকটিক করে। তার মনে প্রশ্ন দানা বাঁধল, আজকের রাতটা একটু বেশিই লম্বা নয়-কি! নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে চোখ তুলে সামনে তাকিয়ে দেখল

আরশ এখনো আসেনি। দরাজ গলায় ডাকল,”এই যে শুনছেন... আরশ ক্যালভিন ক্লাইনের বক্সার পরতে পরতে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল,

”আমাকে বলছেন? ”

“হ্যাঁ! আর কত মিনিট লাগবে আপনার?

আরশ কালো রঙের লেদার জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে রুম থেকে বের হতে হতে বলে ওঠে,

” থারটি সেকেন্ড!”আরশ রুমের নব খুলে বের হয়ে চুলগুলো পেছনে ব্যাকব্রাশ করল। ঘাড় ছুঁইছুঁই চুলগুলো পেছনের দিকে গিয়ে আবারো কপালে এসে নিজেদের জায়গা করে নিল। কড়া কুস্তুরীর সুভাস তখন চারিদিকে মো মো

করছে। নুসরাত আরশের থেকে গণে গণে দু-হাত সরে দাঁড়িয়ে থেকেও কুস্তুরীর ঘ্রাণ পেল। নুসরাত হাঁটতে হাঁটতে শুধাল,

”পারফিউমের ভেতর গোসল করে এসেছেন?”আরশ কপালে ভাঁজ ফেলল। নিজের গা থেকে বের হওয়া কুস্তুরীর গন্ধটুকু নিজেও তখনো উপলব্ধি করতে পারেনি। গা শুঁকে নিয়ে শুধাল,

“না তো, আমি গত দু-দিন যাবত কোনো প্রকার পারফিউম-ই ব্যবহার করিনি।”

নুসরাত কিছু বলতে নিবে আরশ নুসরাতের মাথা নিজের হাত দিয়ে টেনে ধরল, নিজের সন্নিকটে মাথাটা এনে বুকের কাছে চেপে ধরে বলল, ”দেখো কোনো পারফিউম এর গন্ধ নেই।”নুসরাত নিজের মাথা আরশের থেকে দূরে সরিয়ে নিল। বলল,

“বুঝেছি, আপনার থেকে প্রাকৃতিক সুভাস বের হচ্ছে। এবার পা চালিয়ে চলুন!”

আরশ পোর্চে এসে সৈয়দ বাড়ির গ্যারেজের দিকে পা বাড়াতেই নুসরাত চ্যাঁচাল,

”ওদিকে কই?”

আরশ ভ্রু উচিয়ে বলল,

“গাড়ি আনতে!”

নুসরাত অবাক কণ্ঠে শুধাল,

“গাড়ি দিয়ে কী করবেন?”“গাড়ি আমাদের ঘাড়ে চড়ে ইমামকে আনতে যাবে। ”

নুসরাত বেয়াক্কলের মতো বলে ওঠল,

“এমা গাড়ির চারটা চাকা থাকতে আপনার আমার ঘাড়ে চড়বে কেন!”

“ গাড়ির শখ উঠেছে, মিসেস স্টুপিড নুসরাত নাছিরের ঘাড়ে চড়ার।”

নুসরাত নাক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। বলল,

“শুনুন আরশ ভাই...

আরশ নুসরাতকে কেটে দিয়ে শুধাল,

“আমাকে বলছ?”

নুসরাত তেতো কণ্ঠে বলল,

“না আপনার পেছনে দাঁড়ানো আপনার প্রেমিকাকে বলছি!”

আরশ কিছু বলতে নিবে নুসরাত দরাজ গলায় বলল,

“এক মিনিট আরশ ভাই, কথা বলবেন না, আমাকে বলতে দিন।”আরশ স্থির হয়ে দাঁড়াল। ইশারা করে বলতে বলল। নুসরাত ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলল,

”আমাদের কথা বললেই ঝগড়া হয়, তাহলে উচিত না দু-ঘন্টা আমাদের কোনো কথা না বলা..!”

আরশ দু-হাত বুকে আড়াআড়ি বেঁধে নুসরাতের শোনার মতো করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে,

”ঝগড়া তো করিস তুই, আমি কী টু শব্দ করি?”

নুসরাত অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে নিজের দিকে আঙুল তুলল। ভ্রু উপরে তুলে প্রশ্নাতীত কণ্ঠে বলল,”আমি, আমি করি ঝগড়া!”

“অবশ্যই তুই করিস ঝগড়া, আমি তো মুখ থেকে শব্দ বের করিনা।”নুসরাত দু-হাত উপরে তুলে দোয়া করল,

“ আল্লাহ এই লোক যদি সত্যি কথা বলে তাহলে এই লোককে তুলে নাও, আর মিথ্যে বললেও তুলে নাও, এমন বড় ভাইয়ের আমার প্রয়োজন নেই।”

আরশ চ্যাত করে উঠল। হিসহিসিয়ে কিছু বলতে নিবে নুসরাত বলল,
“”আপনি না ঝগড়া করেন না?”
আরশ অতি কষ্টে নিজেরমুখ বন্ধ করল। নুসরাত হাসি হাসি মুখ করে বলল,
”হাসুন, হাসুন..!”
আরশ না চাইতেও হাসল ঠোঁট টেনে সামান্য। নুসরাত আরশের গাল দুটো টেনে দিতে দিতে বলল,

”দ্যাটস মাই বয়..!”বাড়ির বাহিরে রাখা বাইকে কে সামনে বসবে আর কে পেছনে বসবে সেই নিয়ে এক চোট ঝগড়া হলো দু-জনের। নুসরাত বলল,

”আমার বাইক তাই আমার চালানো যুথসই বেশি।”

আরশ বলল,

“আমি বয়সে বড়, তাই আমার চালানো বেশি ভালো হবে।”

নুসরাত কোমরে হাত রেখে আরশকে বোঝানোর চেষ্টা করল,

” আমি বাইক চালালে দু-মিনিটে আপনি ডেস্টিনেশন পৌঁছান আর না পৌঁছান আপনার রুহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহর বাড়ি পৌঁছে যাবেন। ”

আরশ বলে ওঠল,

“আমিও বাইক চালালে তুই একদম বিনা টিকেটে তোর শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে যাবি।”

নুসরাত চ্যাঁচাল,

“আরশ ভাইইইইইই...

“নুসরাত নাছিররররর...”

“বাইক আমার!

“বউটা আমার!”

নুসরাত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ গুলো পিটপিট করে বলল,

“আমি বাইক চালালে আপনি বুঝতেই পারবেন না, এটা বাইক

নাকি উড়োজাহাজ।”আরশ হেলমেট মাথায় পরে নিয়ে বলে ওঠল,

“আমি বাইক চালালে তুই বুঝবি এটা বাইক, এবার চুপচাপ পেছনে উঠে বস!”

নুসরাত হেলেদুলে হেলমেট পরতে নিবে আরশ শক্ত হাতে পরিয়ে দিল তা। আদেশ করল,

” ঝটপট পেছনে উঠে বস, এগারোটা বেজে গেছে।”

নুসরাত আরশের কাঁধে হাত রেখে উঠে বসতে বসতে বলল,

”সব দোষ আপনার!”এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে ইমাম সাহেবের বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছাল তারা। টিনের গেটে শক্ত হাতে আরশ থাপ্পড় দিয়ে গমগমে স্বরে ডাকল,

”ইমাম সাহেব আছেন..!”

নুসরাত আরশকে ঠেলে নিজে জায়গা করে নিল। শুধাল,”এভাবে ডাকে কেউ..?”

আরশ পালটা প্রশ্ন করল,

“তাহলে কীভাবে ডাকে?”

নুসরাত গলা খাঁকারি দিয়ে পরিস্কার করে নিল। তেরছা চোখে আরশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে ডাকল,

” এইইইইইই.... ইমাম সাব, বাড়িতে আছেন?”

আরশ নুসরাতের আকস্মিক চেচামেচিতে বিরক্ত হলো, চোখ মুখে তা স্পষ্ট ফুটে উঠল! দন্তপাটি চেপে বলল,

”আস্তে..!”

নুসরাত এসব কানেই তুলল না, এক নাগাড়ে ডাকল,

“ও ইমাম সাব, কই গেলেন? আসছেন না কেন? পায়খানা করতে

গেছেন?আরশ দাঁতে দাঁত চেপে সাবধান করে বলে,

“নুসরাত স্টপ দিজ ফাকিং ননসেন্স শিট..!

নুসরাত মুখ বন্ধ করে দাঁড়াল। আরশ গম্ভীর গলায় ডাকল,“মসজিদের ইমাম আছেন বাড়িতে..?

ইমাম সাহেব বাড়ি থেকে বের হলেন, ঘুম ঘুম চোখে। অন্ধকার

চিড়ে দেখা মিলল দুটো মুখের। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না এদের এত রাতে আসার কারণ, ভ্রু কুঞ্চিত করে জানতে চাইলেন,

”পালিয়ে আসছ নাকি বিয়া করার জন্য?”

নুসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল। ইমাম সাহেব নিজের চওড়া কপালে ভাঁজ ফেললেন। জানতে চাইলেন,

”তাহলে কেন আসছ? ”

নুসরাত নির্বিকার মুখ বানিয়ে বলল, “চলেন, বিয়ে পড়াতে হবে।”

ইমাম সাহেব আধারে নিমনজ্জিত রাত দেখলেন আকাশ পানে তাকিয়ে। হিমেল বাতাস বইছে প্রকৃতিতে। তা দেখে নিয়ে, দ্বিমত পোষণ করলেন যেতে,

“এত রাতে কাচা ঘুম রেখে যাব! না যাব না! অন্য কেউরে নিয়া যাও! বৃষ্টি হবেও মনে হচ্ছে আজ রাতে,

আগামীকাল বিয়া পড়ানোর হলে এসে বলিও, আমি আসব বিয়ে পড়াতে।”ভদ্রলোকের কথায় মাথায় বজ্রপাতের মতো হলো নুসরাতের। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে রুঢ় গলায় শিওর হতে জিজ্ঞেস করল,

“যাবেন না আপনি বিয়ে পড়াতে?”

ইমাম সাহেব রগরগে কণ্ঠে স্পষ্ট বললেন,

“না!

আরশ চিন্তিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে, “তাহলে এখন কী হবে?”নুসরাত হে হে করে হেসে ওঠে আরশের কথার প্রতিত্তোরে বলে,“কী হবে আর, ইমাম সাবকে তুলে নিয়ে যেতে হবে,আরশ ভাই বাইকের পেছনে দড়ি আছে নিয়ে আসেন তো!

ইমাম সাহেব কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইলেন,

“দড়ি দিয়ে কী করবে?
নুসরাত নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,
“আপনারে বাইকের পেছনে বাইন্দা নিয়া যামু..!হেলাল সাহেবের আদেশে নুসরাত আর আরশ আসলো ইমামকে বিয়ে পড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভদ্রলোক যখন মানা করলেন এত রাতে তিনি যাবেন না, তখন অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করল আরশ। নুসরাত আরশের কথা

কানেই তুলল না, তার একটাই কথা,

‘সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, আঙুল বাঁকাতে হয়!

এক কাজ করুন আরশ ভাই, ইমাম সাবকে বাইকের পেছনে সিলিন্ডারের মতো বেঁধে ফেলুন। ‘আরশ এই বাচালের চেচামেচিতে বিরক্ত হয়ে উঠল কিছুক্ষণের ভেতর! মুখ চোখ কুঁচকে রাম ধমকে দিল,

”শাট দ্যা ফাক আপ নুসরাত নাছির!”

এরপর টু শব্দটি করল না নুসরাত, মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। আরশ ইমামকে শান্ত কণ্ঠে ধৈর্য ধরে বোঝাল রাত বারোটা পাঁচ থেকে বারোটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত যখন দেখল লোকটা কথাই বুঝতে পারছে না, এখনো একই জায়গায় আটকে আছে, তখন রেগে

মেগে আগুন হয়ে গেল। এত এফোর্ট যদি সে মাস্টার্সে দিত তাহলে আজ ইকোনোমিক্স এ সে ১৯ এর জায়গায় বিশ নাম্বারের স্কেল পেতো।নুসরাত আরশের ফুলে ফেপে ওঠা নাকের পাটা দেখে হাসল। মৃদু স্বরে আরশের শোনার মতো বলল

,”লাথ মারার ভুত, কথা শুনে মানে না, এমনি নিজের সময় ওয়েস্ট করলেন ব্রো!”

গলা খাঁকারি দিয়ে হাসল ঠোঁট এলিয়ে আবার। আরশকে টাট্টা করে বলল,

”এক কাজ করুন বিগ ব্রাদার, এই ইমাম সাবকে কোলে করে নিয়ে যান!”

আরশ মাথা নাড়াল। নুসরাতের কথায় সহমত পোষণ করে বলল,

“হ্যাঁ ঠিক!”কোনো পূর্ব হুশিয়ারি না দিয়ে ইমাম সাহেবকে পাজো কোলে তুলে নেওয়ার জন্য শার্টের হাতা গোটাল সুঠান দেহের অধিকারী ছেলেটা।

ভদ্রলোক অবাক হলেন, তার বাড়িতে এসেই তার সাথে ভন্ডামি! ইঁচড়েপাকা ছেলে মেয়ে দুটোকে

ইচ্ছে করল মাথায় তুলে আছাড় মারতে। চোখ মুখ অন্ধকার করে গিয়ে বসতে নিলেন বাইকের পেছনে তখনই তাকে থামিয়ে দিল আরশ। দু-জনে বাইকে বসা নিয়ে আবারো ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল। নুসরাত কড়মড় করে দাঁতের কপাটি পিষে বলে ওঠল,

”দেখুন ব্রাদার, আসার সময় আপনি বাইক চালাইছেন, এখন আমি ইমাম

সাবকে নিয়ে যাব!*আরশ এক ভ্রু তুলে শুধাল,

“বসবি কই তুই?”

নুসরাত বলে ওঠল,

“ সামনে আমি পেছনে আপনি, আর সবার শেষে ইমাম সাহেব।”

আরশ কপাল কুঞ্চন করল।। দন্ত পাটি শক্ত করে পিষে বলল,”এখানে কয় সিট বসার জন্য তুই দেখতেছিস!”

নুসরাত নির্বিকার ভঙ্গিমায় বলে ওঠল,

“তিন সিট!”পুরুষালি শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল,

“এখানে তিন সিট?

নুসরাত তেতো স্বর বাতাসে ভেসে বেড়াল,

“কানা নাকি, দেখতে পাচ্ছেন না!

“বেয়াদবের বাচ্চা এজন্যই তো বলছিলাম কার নিয়ে আসি, না

ঘাড়ত্যাড়ামি করে এই খাটারা বাইকে আসবে সে!”

নুসরাত এক আঙুল তুলে আরশের দিকে খ্যাপাটে ভঙ্গিতে পা বাড়াল,তেতিয়ে উঠে বলল,

”একদম আমার বুলেটকে খাটারা বলবেন না, আজ এইটা থাকায় দু-মিনিটের রাস্তা আপনি তিন মিনিটে আসছেন। ”নুসরাতের কথা শ্রবণ হতেই না চাইতেও শব্দ করে হেসে

ফেলল আরশ। কপাল কুঞ্চন করে, ঠোঁটের হাসি চাপার চেষ্টা করল। এক ভ্রু উচিয়ে জিজ্ঞেস করল,

”কী, বুলেট!”

কথা শেষ করে আবারো হা হা করে হেসে উঠল। নুসরাত নাকের পাটা ফুলিয়ে বিড়বিড়াল,

”পুরাই পাটার মতো হাসে, আস্তো খাইষ্ঠা, গন্ডার একটা!”

আরশ শুনল না তার অগোচরে ছুঁড়ে দেওয়া গালির ভান। নুসরাত বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে,

”খে খে করে হাসি বন্ধ করুন, বিচ্ছিরি লাগতেছে আপনাকে।”আরশ ঠোঁট কামড়ে হাসি থামাল।। একহাতে নুসরাতের বাহুতে চাপড় মেরে বলল,

”অপেক্ষা করো আসতেছি ইমাম সাহেবকে রেখে।”

নুসরাত ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,
“আমি যাব না?”
“ তোমাকে পুরুষ মানুষের সাথে বসিয়ে নিয়ে যাব, অসম্ভব, দাঁড়িয়ে থাকো এখানে বেয়াদব, আমি না আসা পর্যন্ত।”
রাতের অন্ধকারে ইমাম সাহেবকে একপ্রকার ব্ল্যাকমেইল করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সৈয়দ বাড়িতে। বাইকের স্প্রিড এত বেশি ছিল যে

আরশের পেছনে বসারত ইমাম সাহেবের মাথা ঘুরে উঠল। ভদ্রলোকের পরণে থাকা লুঙ্গিখানা ও বাতাসের জোরে হাওয়ায় ভাসল। সৈয়দ বাড়ির গেটের সামনে ইমাম সাহেবকে নামিয়ে দিয়ে একজন অপরাধীর মতো হস্তান্তর করা হলো হেলাল সাহেবের নিকট। বাইক নিয়ে আবার ছুটল নুসরাতকে নিয়ে আসতে! আধঘন্টার রাস্তা পনেরো

মিনিটে পাড়ি দিল। উল্কা পিন্ডের গতিতে এসে পৌঁছাল ইমাম সাহেবের বাড়ির সামনের গেটে। নুসরাত আরশকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে ত্যাড়া চোখে তাকাল এক পলক। কোনোপ্রকার ঘাড়ত্যাড়ামি না করে হেলমেট পরে পিছনে উঠে বসল। দু-হাতে আরশের বাহু পেঁচিয়ে ধরতেই, আরশ নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় বলে ওঠে,

”শক্ত করে ধরে বস!”নুসরাত কপালে ভাঁজ ফেলে বলে ওঠল,

“শক্ত করেই ধরেছি। আপনার মতামতে কী, পিঠের সাথে একদম ঠেসে বসব?”

আরশ বাইক স্টার্ট করে শান্ত স্বরে আওড়াল,

“বসলেও কোনো সমস্যা নেই!”

নুসরাত শুনতে পেল না আরশের কথা। বাতাসের শা শা শব্দে উড়িয়ে

নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে কথার আওয়াজ গুলো। দু-হাতে আরেকটু শক্ত করে আরশের বুক চেপে ধরে চ্যাঁচিয়ে শুধাল,

”হুউ, কী বলেছেন, শুনতে পাইনি!”

আরশ বাইকের গতি আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে নুসরাতের মতো চ্যাঁচিয়ে বলল,

”কিছু বলিনি! ”ইমাম সাহেব বসে আছেন বিরস মুখে। কোনো আগাম

বার্তা না দিয়ে ওই গুন্ডা ছেলে মেয়ে দুটো একপ্রকার তুলে নিয়ে আসছে তাকে! যতক্ষণ বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মুখ দুটো চেনা চেনা ঠেকছিল, সৈয়দ বাড়িতে প্রবেশের পর শিওর হলেন, হ্যাঁ এই দুটোর বিয়ে এককালে পড়িয়েছিলেন স্বয়ং তিনি! বিতৃষ্ণা ইমামের মুখটা তেতো হয়ে উঠল। ছোট বেলা যেমন দুটো খবিশ ছিল, বড় হয়েও তেমন

রয়েছে! এখনো স্পষ্ট মনে আছে তেরো বছর পূর্বের কথা। ইঁচড়েপাকা ছেলে মেয়ে দুটোকে বিয়ে পড়াতে এসে কী বেগ পোহাতে হয়েছিল!

বাহিরে তখন ঘুরুম ঘুরুম শব্দে মেঘ ডাকছে। সোফার উপর বসারত ইমাম সাহেবের মুখটা মেঘের ঘনঘটার মতো কালো! পাত্রকে

একপাশে নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে বললেন

,”যাও, ওযু করে আসো!”ইরহাম একবার চোখ তুলে দেখল ইমাম সাহেবকে। এরপর আলগোছে উঠে দাঁড়াল। হেলদোল বিহীন গায়ে সোজা হেঁটে চলে গেল ইসরাতের রুমের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল রক্তশূণ্য মুখ নিয়ে। নুসরাতের রুমের দিকে চোখ যেতেই দেখল

নিষ্প্রাণ মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। কোনো দোষ না করে যার শরীরে কলঙ্কের মোটা দাগ লেপ্টে গেছে। লাল শাড়ী পরিহিত মেয়েটাকে নিজের বধু রুপে সাজতে দেখে শ্বাস আটকে আসলো তার! সে শ্বাস নিতে পারল না! এই মেয়ে আজ তার বউ হয়ে যাবে! তার নামের সাথে ইরহামের নাম লেগে যাবে! কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! আজ

তো তার খুশি হওয়ার দিন, কিন্তু সে খুশি হতে পারছে না কেন! নিষ্পাপ মেয়েটাকে তার নামে কলঙ্কে লেপ্টে দেওয়া হয়েছে সে জন্য! সে নিজেও কী করল! গলা উচিয়ে কেন বলতে পারল না মেয়েটার কোনো দোষ নেই, এভাবে তার চরিত্রের দিকে আঙুল তুলছেন কেন! নিজ মনে নিজেকে গালি দিল, কত্ত বড় একটা ভুল করেছে সে, চাইলেই বলতে

পারত তারা নির্দোষ কিন্তু তা কেন সে বলতে পারেনি, মেয়েটাকে নিজের করে পাওয়ার আশায়, কী লজ্জাজনক! ইস’স এত নিচ কবে হলে সে!ইরহাম এক পা দু-পা করে এগোলো নিজের রুমের দিকে। দো-তলায় একপাশে ঝিম মেরে পড়ে থাকা মায়ের মুখটা দেখল। চোখাচোখি হতেই তার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। ওই

চোখগুলো নীরবে অভিশাপ দিচ্ছে কী তাকে! ইরহাম এক সেকেন্ড দিরুক্তি করল না, ধপ করে নিজের দৃষ্টি মাটিতে নামিয়ে নিল। মাকে না দেখার ভান করে লাল হয়ে আসা রক্তবর্ণের চোখ মেঝেতে নামিয়ে দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ইরহাম ওযু পড়ে আসতে আসতে সবকিছু বর্ণনা করল জায়িন। লজ্জায় বাড়ির প্রতিটা মানুষ দৃষ্টিতে দৃষ্টি

মিলাতে পারছেন না। এর মধ্যে টুকটুকে লাল শাড়ী পরিয়ে কাঠপুতলের মতো সৌরভিকে এনে বসাল ইসরাত। ইমাম সাহেব নিষ্পলক চোখে দেখলেন অভিজাত্য চেহারার অধিকারী মেয়েটার মুখ! কী নিষ্পাপ মুখটা! এত বড় ব্যাভিচারে লিপ্ত এই মেয়েটা ভদ্রলোক মানতে পারলেন না। না চাইতেও বিশ্বাস করতে হলো, এরপর কনে ও বরের

সম্বন্ধে সকল তথ্য জেনে নিলেন ইমাম সাহেব! শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন,”দেনমোহর কত টাকা বাঁধবোহেলাল সাহেব নিজের গম্ভীরতা এক পাশে ফেলে বলে ওঠলেন,

”পনেরো লাখ টাকা দেনমোহর বাঁধুন!”

নিজাম শিকদার জিজ্ঞেস করলেন,

“নগদ দিতে পারবে ওই ছেলে?”

শোহেব সাহেব বলে ওঠলেন,

“কামাই করবে যখন, তখন দিবে, এখন লিখে রাখুন।”ইমাম সাহেব বললেন,

“মহর মেয়ের অধিকার। আপনারা চাইলে এখনই দিতে পারেন, আর যদি পরবর্তীতে দিতে চান, তা লিখে রাখতে হবে। কিন্তু স্বীকৃতি দিতে হবে যে আপনাদের ছেলে নির্ধারিত পনেরো লাখ টাকা মহর হিসেবে

দেবে। এটি একদম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মেয়ে যদি এতে সম্মতি দেয় তবেই বিয়ে সম্পন্ন হবে। পরবর্তীতে দেনমোহর দেওয়ার জন্য বর এর দায়িত্বে থাকবেন।”এরপর কয়েক পল কাটল নিরিবিলি। ইমাম সাহেব প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে দুটোকে দেখলেন। রাষ্ট্রীয় মতে ছেলেটা এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক না, তাই

রেজিস্টার হবে না তাদের। একটা কাগজে তারিখ লিখে রাখলেন ২৪-০৮-২০২৫ ইংরেজি। দেনমোহর পনেরো লাখটাকা! বর পক্ষের সাক্ষী হিসেবে আছেন তার বাপ-চাচা, ও মেয়ের পক্ষের সাক্ষী হিসেবে আছেন ভাই ও দাদা!পরিবারের সকলের সম্মতিতে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ব্যাভিচারি ও ব্যাভিচারিনীর নিকাহ পড়াতে শুরু করলেন ইমাম সাহেব।

নিজের জায়গা ছেড়ে এসে বসলেন সৌরভির ছোপ ছোপ লাল বর্ণ ধারণ করা মুখের সামনে। সাথে একদল আসলো পাত্রীর সম্মতি জানার জন্য। ইমাম নিকাহনামা পাঠ করলেন,

”আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। পিতা, সৈয়দ শোহেব আহমেদ পুত্র, সৈয়দ ইরহাম শোহেব, ঠিকানা সিলেট সদর, পনেরো লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য

করে তোমাকে নিকাহের প্রস্তাব দিয়াছে, আমি তার হয়ে এই প্রস্তাব তোমার নিকট নিয়ে আসছি মা, তুমি যদি এই দেনমোহরে সন্তুষ্ট হও, নিজ ইচ্ছেয় এই বিয়েতে রাজী থাকো, তাহলে এই নিকাহ কবুল করো! যদি কবুল করে থাকো বলো আলহামদুলিল্লাহ কবুল!এই মুহুর্তে এসে সৌরভি বুক ধড়ফড় করে কেঁপে উঠল। মাংস পিন্ডে গড়া হৃদ

যন্ত্রের গতি এত দ্রুত হলো পাশে দাঁড়ানো ইসরাত সেই ধুকপুক শব্দ শুনতে পেল। নিষ্প্রাণ দেহে বসে থাকা মেয়েটার মাথায় শাড়ীর আঁচল টেনে দিয়ে একহাতে কাঁধে হাত রেখে ভরসা দিল। নুসরাত একহাতে থরথর করে কাঁপতে থাকা সৌরভির হাত চেপে ধরল। তবুও কাঁপল ঠান্ডা বরফের ন্যায় হয়ে যাওয়া শীতল হাতখানা। ঠোঁট দিয়ে কবুল বলতে

গিয়ে আটকে গেল গলার কাছে কথাটুকু। ভাই, দাদার দিকে শেষ বারের মতো মিনতিপূর্ণ চোখে তাকাল, কিন্তু দু-জনের একজন-ই তার সাথে দৃষ্টির মিলন ঘটাল না। বোবার মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখ থেকে টুপ করে এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল, কেঁপে ওঠা স্বরে নির্ঘত হলো,

”আলহামদুলিল্লাহ কবুল!”ইমাম সাহেব ছেলে পক্ষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

”কন্যার স্বীকারোক্তি শুনেছেন?”

অনেকে হ্যাঁ বলল অনেকে না। হেলাল সাহেব সকলের কথা শুনে গম্ভীর স্বরে বললেন,

“মেয়ের স্বীকারোক্তি আবারো নিন!”

সৌরভির হাত নুসরাত আরেকটু শক্ত করে চেপে ধরল। ইমাম

সাহেব দ্বিতীয় বারের ন্যায় বিবাহ পড়াতে শুরু করলেন। নিকাহ নামা পাঠের মধ্যেই নুসরাত বলে ওঠল ”জোরে বলিস, শুনতে পায়নি আগের বার সবাই!”“পিতা, সৈয়দ শোহেব আহমেদ পুত্র, সৈয়দ ইরহাম শোহেব, ঠিকানা সিলেট সদর, পনেরো লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে সে তোমাকে নিকাহের প্রস্তাব দিয়াছে, আমি তার হয়ে এই প্রস্তাব

তোমার নিকট নিয়ে আসছি মা, তুমি যদি এই দেনমোহরে সন্তুষ্ট হও, নিজ ইচ্ছেয় এই বিয়েতে রাজী থাকো, তাহলে এই নিকাহ কবুল করো! যদি কবুল করে থাকো বলো মা আলহামদুলিল্লাহ কবুল!”সৌরভি নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে ওঠল,

“আলহামদুলিল্লাহ কবুল!

ইমাম সাহেব বললেন,

“ আবার বলো!”

সৌরভি আবারো বলল,
“আলহামদুলিল্লাহ কবুল!”
ইমাম সাহেব মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া মায়া কণ্ঠে বললেন,
”একটু জোরে বলো মা কবুল!”
“আলহামদুলিল্লাহ কবুল!”এরপর সৌরভির সামনে থেকে উঠে গিয়ে বসলেন সৈয়দ ইরহাম শোহেব এর সামনে ইমাম সাহেব। একইভাবে নিকাহনামা পাঠ করা শুরু করলেন,”

পিতা মৃত সৌরভ শিকদার, একমাত্র কন্যা, সৌরভি শিকদার, ঠিকানা, সিলেট সদর, দেনমোহর পনেরোলাখ টাকা ধার্য করিয়া তুমি কি এই বিয়েতে রাজী, রাজী থাকলে বলো আলহামদুলিল্লাহ কবুল!ইরহাম এক সেকেন্ড দুরুক্তি না করে বলে ওঠল,

“আলহামদুলিল্লাহ কবুল!

ইমাম সাহেব বললেন,

“এই বিয়েতে রাজী থাকলে আবার বলো বাবা আলহামদুলিল্লাহ কবুল! ”

ইরহাম বলল,

“আলহামদুলিল্লাহ কবুল!”

ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,

“ তুমি সৌরভি শিকদারকে নিজের অর্ধাঙ্গিনী রুপে স্বীকার করছ, করলে বলো আলহামদুলিল্লাহ কবুল!

ইরহাম ইমামের সাথে সাথে বলে ওঠল,

“আমি সৌরভি শিকদারকে নিজে অর্ধাঙ্গিনী রুপে স্বীকার করছি, আলহামদুলিল্লাহ কবুল!

ইমাম এবার সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করলেন,

“আপনারা কি এই বিবাহের সাক্ষী হতে রাজী?

সবাই সমস্বরে বলে ওঠল,

“হ্যাঁ আমরা রাজী!”সৌরভিকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো সদ্য তার

স্বামীতে রুপান্তরিত হওয়া ছেলেটার পাশে। আর এতেই হৃদ যন্ত্রের বেগ বৃদ্ধি পেল ইরহামের। কেউই ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল না কাউকে! ছেলেটা অপরাধবোধে ঝুঁকিয়ে নিল নিজের মাথাটা মেঝের দিকে। এর মধ্যে ইমাম সাহেব দু-হাত তুলে দোয়া পড়তে শুরু করলেন, সদ্য দম্পতি হওয়া ছেলে মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। সাথে হাত তুলে

শামিল হলো ড্রয়িংরুম জুড়ে অবস্থান রত সবাই।

সংক্ষিপ্ত দোয়া পাঠ করলেন কুরআনের কয়েকটা আয়াত দিয়ে, ”রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররিয়্যাতিনা কুররাতা আয়ুনিওঁ-ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা! আল্লাহ তোমাদের বিবাহ বরকতময়, ও সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিক। তোমাদের ভবিষ্যৎ

বাচ্চাদের নেক আমলী করে তোলার তৌফিক দান করুক। আমিন!
”সকলে দোয়া পাঠ শেষে আমিন বলে ওঠলেন। ইমাম সাহেব বলে ওঠলেন,
”তোমাদের বিয়ে সম্পূর্ণ হলো, আজ থেকে ইসলামী শরিয়ত মতে তোমরা বৈধভাবে স্বামী স্ত্রী!”
রিসিপশনে আসা লোকজন নাটক দেখা শেষে সবাই তৈরি হলেন নিজ

নিজ গৃহে ফিরার জন্য। না চাইতেও ভঙ্গুর শরীর নিয়ে রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিলেন সৈয়দ বাড়ির মানুষগুলো। পাড়া প্রতিবেশীর সবার মনোভাব এখন একটাই ডিভোর্স দিক আর যাই করুক তাতে তাদের কী, তারা তো বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে, এই বাড়িকে সম্মানহানি হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।আসলেই কী বাঁচিয়ে দিল! যাদের বিয়ে পড়াল

এত আয়োজন করে তাদের কী হবে! কেউই খেয়াল করে একবার দেখল না, চাকচিক্যের আড়ালে ঢাকা ঘোমটা দেওয়া নিষ্প্রাণ মুখখানা, ভেতরে টগবগ করতে থাকা মেয়েটার ঘৃণাটুকু!রাত একটা ছুঁই ছুঁই! রাস্তা ধারে ধারে তখন ল্যাম্পপোস্টের আলোয় আলোকিত। মেইন রোডে গাড়ি চলাচলের মাত্রা খুবই নগন্য। সেই নগন্য গাড়ির

মধ্যে একটা গাড়ি অনিকা খানের। হীম শীতল বাতাস তখন বয়ে চলছে প্রকৃতিতে। মর্ডান গেটের সরু রাস্তা দিয়ে কালো কালার মার্সিডিজ ব্যাঞ্জের একটা গাড়ি সুরসুরিয়ে বেরিয়ে আসলো। গাড়ির জানালা খোলা থাকায় বাতাসের সাথে নাকে গিয়ে স্পর্শ লাগল ফুলকলি কোম্পানি এর তৈরিকৃত কেকের সুস্বাদু ঘ্রাণ। আর এতেই জিভ

জোড়া লকলক করে উঠল সুফি খাতুনের। খাবারের গন্ধে নাক টেনে স্বাদটা নিজের ভেতর টেনে নিয়ে আহোরণ করলেন তিনি। ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা অনিকার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে জাহির করলেন,"আহ্, খাবারের গন্ধে জিভে জল চলে এসেছে।অনিকা নিজের চোখের সানগ্লাসটা সামান্য নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে উপহাস করে

বলে ওঠল,”কমিয়ে খাও সুফি, দু-দিন পর কবরে যাওয়ার কথা ছিল, এই খাবারের জন্য চলে যাবে দু-দিন আগে।

পেছনে বসা ভিক্টর কথাটুকু শুনে কিটকিট করে হেসে উঠল। এইটুকুতে রেগে বোম হয়ে গেলেন সুফি খাতুন। লাফ মেরে পেছনে ফিরে ক্যাটক্যাটে আওয়াজে বলেন,”খুব দাঁত কেলানো হচ্ছে না,

একদম মাড়ি থেকে দাঁত তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিব।হাসিমাখা মুখখানে নিমেষে চুপসে গেল ভিক্টরের। আধো আলোয় দেখা গেল, অগ্নিকোণ্ডের মতো লাল অগ্নিগিরি মতো ফুলে ফেপে ওঠেছেন তিনি। অনিকা ডান হাত ড্রাইভিং হুইলে রেখে বাঁ-হাতে চাপড় দিল সুফি খাতুনের কাঁধে। শীতিল কণ্ঠে আওড়াল,"রিলেক্স ইয়ার..!

সুফি খাতুন রিলেক্স হতে পারলেন না। অনিকা তা পরোয়া না করে গাড়ি চালাতে ব্যস্ত হলো। এক্সিলারেটর এ পা চেপে ধরতেই গাড়ির স্প্রিড বৃদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে গাড়ি পুরোনো শাহপরাণ বাজার হয়ে চলে গেল খাদিমপাড়ায়। তারপর ঝড়ের গতিতে এগোলো মীরাবাজার এর দিকে।পুরো শহর ঘোরা শেষে গাড়ি এসে থামল শুনশান নাছির

মঞ্জিলের সামনে। খালি জায়গার একপাশে গাড়ি পার্ক করে রেখে তা হতে বের হলো অনিকা। ঘাড় দু-পাশে কাত করে মটমট করে আওয়াজ করল, সুফি খাতুনের দিকে তাকিয়ে ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,"রিসেপশন অনুষ্ঠানে এতো ঠান্ডা পরিবেশ মানা যায় না তো, কিছু কী হইছে!

সুফি খাতুন দু-হাত দু-দিকে ঝেড়ে বাতাসের গতিতে উড়িয়ে দিলেন কথাগুলো। বললেন,”বাড়িতে দূর্ঘটনা পুষে রাখলে, দূর্ঘটনা ছাড়া কোনো কাজই সম্পাদন হবে না।

সুফি খাতুনের কথায় সহমত পোষণ করল অনিকা সাথে ভিক্টর। ভিক্টর তো প্রশ্ন করেই বসল,”ছোটবেলায় এই পরিবারের মানুষ কী কোনোভাবে মাথায় চট পেয়েছে?

ভিক্টরের প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করলেন সুফি খাতুন,“এমন কেন মনে হলো?
“না সবারই মাথার স্ক্রু সামান্য ঢিলে মনে হয়।
সুফি খাতুন সামনে পা বাড়াতে বাড়াতে বলে ওঠলেন,” হ্যাঁ হতে পারে, আমি ও এমন ধারণা করতেছি, এরা চট পাইছে সবগুলা, দেখো না কিছু হলেই সবাই এক পরিবার হয়ে হামলে পড়ে।

নাছির মঞ্জিলে তখন মাত্র ইমাম সাহেব নব দম্পতির সুখ শান্তি কামনা করে দোয়া শেষ করেছেন, তার মধ্যেই অন্দরে প্রবেশ ঘটল সুফি খাতুন, অনিকা, আর ভিক্টরের। পুরো ড্রয়িং রুমে একবার চোখ বুলিয়ে অবলোকন করে নিল মানুষের সমাগম। অবাক নেত্রে তিনজনই দেখল সোফায় পাশাপাশি কঠিন মুখে বসারত নর-নারীকে!

এতটুকু বোধগম্য হলো নিশ্চয়ই কোনো খারাপ ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের বিস্ময়ে পরিপূর্ণ চোখ-মুখ স্বাভাবিক করে নিতে সময় লাগল না কারোরই! নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানতে চাইল অনিকা,"কী হয়েছে?অনিকার করা প্রশ্নে ড্রয়িংরুমে উপস্থিত সকলেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে। মুন্নি আগ বাড়িয়ে গিয়ে সবকিছু বিস্তারিত জানাল তাদের।

স্টোর রুমের ছিটকিনি লাগানোর কথা শুনতেই সুফি খাতুনের টনক নড়ল! আড় চোখে অনিকার দিকে তাকাতেই দেখলেন পূর্বে থেকে তার পানে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। দু-জনেই একসাথে ঢোক গিলে মৃদু স্বরে বলল,”অহ..!রাত দুটো দেড়টা ইমাম সাহেবকে নিজের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তার বাড়িতে। বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার

পর, খাওয়া দাওয়া শেষে কর্তীরা সবাই থম মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে নিজাম শিকদার আর আরমান নজর লুকিয়ে চলে গেছে শিকদার বাড়িতে। সুফি খাতুন বাড়ির কর্তীদের এমন মুর্মূষ অবস্থা দেখে নিজেই আগ বাড়িয়ে জায়নামাজ নিয়ে আসলেন দো-তলা হতে। ড্রয়িং রুমের কারুকার্যকৃত টাইলসের উপর বিছিয়ে দিয়ে

বললেন,”ইরহাম আর নতুন বউ যাও নামাজ পড়ো!

কথাটা শুনতেই ইসরাতের কপালে ভীড় করল ভাঁজ। দুটো গলা দিয়ে কটাক্ষ মিশ্রিত একটা কথা বেরিয়ে আসলো,”জনসম্মুখে আবার কীসের নামাজ!

সুফি খাতু ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন,“রেওয়াজ এটা, বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীকে নামাজ পড়তে হয়।

নুসরাত কিছু বলতে নিবে জায়িন গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে,”হ্যাঁ অবশ্যই নামাজ পড়বে, কিন্তু এটা ওদের নিজেদের রুমে। এমন সবার মধ্যে কার্টুন সেজে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে কোন দুঃক্কে! সুন্নত দু-রাকাত নামাজ পড়ে কয়েকটা সওয়াব পাওয়ার জায়গায় দ্বিগুণ গুণাহ বাড়ানো তো উচিত না! ওদেরকে প্রাইভেসি দেওয়া উচিত আই থিংক সো,

নিজেদের মধ্যে কথা বলুক, এভাবে সং সাজিয়ে এখানে রাখার মানে হয় না!

ইসরাত বলে ওঠল,“আজকের রাত আমাদের বাসায় থাকুক ওরা, আগামীকাল না হয় ও বাড়ি যাবে।

ঝর্ণা বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে সুফি খাতুন ধমকে উঠলেন সৌরভিকে,”চাচা

শ্বশুর, শাশুড়ী চোখে লাগছে না, সালাম করছো না কেন!

সৌরভি আঁতকে উঠল সুফি খাতুনের ধমকে। নিষ্প্রাণ চোখগুলো নিচে স্থির রেখে মৃদু গলায় সালাম দিল সবাইকে। সুফি খাতুন বলতে নিলেন পা ধরে করো সালাম, তার পূর্বেই নুসরাত আড়মোড়া ভেঙে বলে ওঠল,"হয়েছে অনেক রীতিনীতি, ভাই এখন ঘুমানো প্রয়োজন,

আগামীকাল সবকিছু হবে, আজকের জন্য এইটুকুই অনেক বেশি।সুইমিং পুলের পানিতে পা ভিজিয়ে নিশ্চুপ বসে আছে নুসরাত আর ইরহাম। ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগলেই কাটা দিয়ে উঠছে লোমকূপ! চাঁদের হলদেটে আলোয় দেখা গেল কপালে ভাঁজ ফেলা নুসরাতের চিন্তিত চেহারা। ইরহাম পাশ ফিরে দেখল না নুসরাতের মুখটা। দূর

আকাশপানে নেত্রজোড়া স্থির করে শুধাল,”আমি কী এতটা খারাপ?

নুসরাত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ইরহামের দিকে। শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলল,”পরিস্থিতি বিরুপ তাই ওর জায়গায় যে কেউ থাকলে এমন রিয়েক্ট করত!“তুই ও করতি এমন?

ইরহাম প্রশ্নে শেষে নুসরাতের দিকে তাকাল। চোখাচোখি হলো দু-জনের নিমেষেই। নুসরাত কিটকিট করে

হেসে উঠল, যেন ইরহামের প্রশ্ন কোনো মজার কৌতূক! সামনে বসা ছেলেটা নিশ্চুপ দেখল হাসিটা, তারপর অতিকাঙ্ক্ষিত তার জানা উত্তর আসলো,”আমার সাথে এমন কিছু হলে প্রথমে মহিলাগুলো চুলের মুঠি ধরে পিটাতাম, তারপর তুই যদি আমার আসামি হতি তোকে মেরে তোর মুখের মানচিত্র বদলে ফেলতাম।

ইরহাম বিষাদে ভরা হাসল। বলল,“তুই আজ এমন করলি কেন?
নুসরাত শ্রাগ করে জানতে চাইল,
“কী করেছি আমি?
ভ্রু কুঞ্চিত করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ইরহাম,
“তুই জানিস না?
“নাহ!“তুই চাইলেই তো আজ ওর পক্ষে রায় দিতে পারতিস, আমাদের সত্যটুকু তুলে ধরতি সবার সামনে

কিন্তু তুই তা করিসনি, আমার হয়ে সৌরভিকে সমাজের নোংরামিতা কথা বলেছিস যাতে এই বিয়েতে রাজী হয়ে যায়! যেখানে তুই সামাজ মানিস না, কোনো সামাজিকতা রক্ষা করিস না, কোনো বিষয়ের মোটেও পরোয়া করিস না, সেখানে আজ তুই আমার হয়ে কথা বলেছিস, আমার হয়ে, কারণ কী ক্যাটফিশ!

নুসরাত দু-হাত উপরে তুলে অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল। নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল,“আমি নিজের মর্জির মালিক, আমার মন চেয়েছে তাই বলেছি, তোকে আমি তার এক্সপ্লেনেশন কেন দিব? তাছাড়া এই সাউয়ার জাতের ক্যাটফিশ নামে ডাকবি না, আমার বমি আসে!

ইরহাম আকাশ পানে আবারো তাকাল। নুসরাতের কথা না শোনার

ভঙ্গি করে মৃদু কণ্ঠে বলে ওঠল,”তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিই!

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে বলে ওঠে,“দেয়!

“কারণ তুই নিজেও এইটুকু জানিস, স্বেচ্ছায় কোনোদিন সৌরভি আমাকে মেনে নিত না, তাই বন্ধুত্বকে তুই পেছনে ঠেলে বোনের দায়িত্ব পালন

করেছিস। একজন অপরাধীর সঙ্গ দিয়েছিস!

ইরহামের কথা কেটে দিয়ে নুসরাত নির্লিপ্ত গলায় বলে,“একদম ভুল জবাব!

পরপর ইরহামের ঘাড় চেপে ধরল। নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল“শোন ভাই তোর সাথে আমার অতো পিরিত না যে, তোর জন্য এসব করব। তাছাড়া সৌরভি হলো ফক্সগ্লোভ টাইপ ফুল,

তোর হৃৎপিন্ডে প্রভাব ফেলে তোকে একদম নিঃশেষ করে দিবে। তোকে শেষ করার জন্য এটা করেছি, হি হি..!কথাটুকু শেষ করতে পারল না, আকস্মিক দু-হাতে ইরহাম জড়িয়ে ধরল মেয়েলি দেহটা। নুসরাত অবাক হলো, হকচকাল, অতঃপর থমকাল। চোখের আকার এতটা প্রকট হলো, যা দেখে বোঝা গেল অবাকতার রেশ কতটুকু! বিমূঢ়

নেত্রে সচ্ছ নীলাভ পানির দিকে তাকিয়ে কাঠ পুতলির ন্যায় বিড়বিড়াল,”এ কেমন পাটার মতো কাজ, হয়েছে কী তোর? মাথার রগ ছিঁড়ে টিড়ে গেছে নাকি? না পিনিক উঠেছে মনে, ছাড় আমায়!

নড়েচড়ে উঠল নুসরাত। মোচড়া মুচড়ি করে ইরহামের হাতের বন্ধন থেকে বের হতে চাইল, পারল না। হাত দিয়ে চিমটি কাটল, তবুও

রক্তচোষা প্রাণীর ন্যায় ধরে রাখল তাকে। নুসরাত হাল ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জানতে চাইল,”নতুন এ নাটক শুরু করেছিস কেন?ইরহাম নুসরাতের হোয়াইট কালার হুডির উপর নাক চেপে ধরল। কিৎকাল অতিবাহিত হতেই গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। শব্দ করে নাক টানতেই, কানে আসলো বিরক্ত মিশ্রিত শব্দ,”মেয়ে মানুষের

মতো ফ্যাচফ্যাচ করে কান্না করছে বোকাচো*দা একটা! ছাড়, না হয় ক্যাটফিশ হয়ে এখনই কামড়ে দিব তোকে।

“তুই কী কুত্তা?

“হো প্রয়োজন পড়লে কুত্তা হয়ে যাব,ভাউউউ..!

“তোকে এমনিতেই কুত্তা লাগে, আর ভাউ বলতে হবে না। সারাদিন তো কুত্তার মতো ঘেউঘেউ করিস!

“আকাইম্মার বাইচ্চা, তোকে অভিশাপ দিলাম তুই সারাজীবন বউয়ের লাথি খাবি, তোর বাচ্চা একেকটা হবে আমার মতো ভোলাভালা নিষ্পাপ!

ইরহাম হেসে উঠে আবারো ফ্যাচফ্যাচ করে কেঁদে উঠল। নাকি সুরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট সুরে উচ্চারণ করল কিছু শব্দ,”দূরের ওই চাঁদটাও জানালা

খুলে দিলে ঘরে চলে আসে, ও মনে হয় তার চেয়েও দূরে!রাত তখন তিনটে ঘড়ির কাটায়। ড্রয়িং রুমে দেয়াল ঘড়িটা টিক টিক করে চলছে, ঘন্টার কাটায় যেতেই এলার্মের মতো বেজে ওঠে জানান দিচ্ছে সময়ের। ইরহাম পা টিপে টিপে আজকের জন্য বরাদ্দকৃত রুমের দিকে চলল। নিরিবিলি, নিস্তব্ধ বাড়িতে আলোর ছিটেফোঁটা নেই। ভেজানো দরজা

হাত বাড়িয়ে ঠেলে দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতেই চকচকে ধারালো একজোড়া ছুরি এসে স্পর্শ করল গলার সরু চামড়ায়। পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় এমন হামলায় মুখ দিয়ে নির্গত হতে চাইল অতর্কিত শব্দ, সেগুলো আলগোছে গিলে নিল সে। চোখ তুলে সামনে তাকাতেই লালাব আঁখিদ্বয়ের সাথে চোখাচোখি হলো। টিকটিক করে সেকেন্ডের

কাটা মিনিটে গড়াল, তবুও কেউ কারোর দিক থেকে চোখ সরাল না। খোলা জানালা বেয়ে বাতাস এসে সৌরভিকে স্পর্শ করতেই পিঠ বেয়ে ঝড়ে থাকা রেশমি সুতোর মতো চুলগুলো উড়ল হাওয়ার তালে। ইরহাম ঘাড় কাত করে ঠোঁট উচিয়ে শ্লেষ করে,"গুণী ব্যক্তিরা বে রোমান্স ইজ ডেড, বাট দেই ডিডেন্ট, আমার বাসর রাতে আমার স্ত্রী আমার মৃত্যুর

পরিকল্পনা করে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে মারার জন্য, মাইন্ড ব্লোয়িং সৌরভি শিকদার!কথা শেষ হতেই ঠাস করে গালে চড় পড়ল। ইরহাম ভ্রু উচিয়ে সামনে তাকাতেই আধো আলোয় দেখল আরেকটা থাপ্পড় তার গালে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। চোখ বন্ধ করে নিতেই গাল অবস করে দিয়ে ঠাস করে আরো একটা দাবাং মার্কা থাপ্পড় পড়ল। ইরহাম নিজের

দেহ স্থির রেখে গ্রীবা বাঁকিয়ে ঝুঁকে আসলো। সৌরভির চোখের পানে তাকিয়ে নির্লজ্জের মতো জানতে চাইল,”রাগ কমেছে?বাজিয়ে আরেকটা থাপ্পড় পড়ল। একদলা থুথু এসে পড়ল ইরহামের গালে। গম্ভীর মুখে নিজের কাপড়ে পড়া থুথুর দিকে চাইল ছেলেটা। কোনো প্রকার রিয়েক্ট না করে আলগোছে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের

করে নিয়ে আসলো টিস্যু। বুকের কাছে পড়া থুথু মুছে নিয়ে শীতিল কন্ঠে শুধাল,”ঘৃণা কমেছে একটু?
আরেকদলা থুথু ছিটকে এসে পড়ল গালে। ঘৃণ্য নয়নে তাকিয়ে রইল সৌরভি সামনের নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্র চেহারার উঁচু লম্বা লম্পটটার দিকে। শ্রবণেন্দ্রিয় আবারো বাজল লম্পট টার পুরু স্বর,”চুলের মুঠ ধরে পিটাতে ইচ্ছে

হচ্ছে?কথাটা শেষ করেই ঝুঁকে আসলো তার সম্মুখে। বলল,”নাও চুল ধরে ছিঁড়ে রাগ মিটাও!

ইরহামের বাড়িয়ে দেওয়া মাথার দিকে সৌরভি তাকাল বিতৃষ্ণার চোখে। প্রথমবারের মতো রাগী কণ্ঠে হিসহিসাল,”তালাক দিন আমাকে এক্ষুণি!

ইরহাম সোজা হয়ে দাঁড়াল। শুনেনি এমন ভান করে বলে ওঠল,”হুউ, কী শুনতে পাইনি!

সৌরভি নিজের রাগটুকু যতেষ্ট গিলে নিয়ে, শান্ত স্বরে বলল,“তালাকনামা চাই আমি!

“এটা আবার কী, কোনো পরার জিনিস নাকি খাওয়ার জিনিস?ভ্রু উচাল সামান্য! যেন ভাজ মাছটি কীভাবে উলটে খেতে হয় সেটা সে

জানে না! তালাকনামা শব্দটা এই প্রথম শুনল যেন। ইরহামের এমন হেয়ালিতে চ্যাতচ্যাতিয়ে উঠল সৌরভি। চ্যাঁচাল,”জানুয়ার, আমাকে তালাক দেয়!

“বেয়াদবি করো না সৌরভি, তুমি বলো না হয় আপনি!

সৌরভি দু-হাতে ধাক্কা দিল ইরহামের বুকে। বলল,“করব

বেয়াদবি, হাজারবার করব, কী করবি তুই ফেরাউন, কী করবি!

ইরহাম গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আবারো বলল,“বেয়াদবি করছো তুমি, মুখের ভাষা সংযত করো!

“ করব না সংযত, ইবলিশের বাচ্চা কী করবি তুই?

ইরহাম গর্যে উঠল,

“সৌরভিইইইই..! বাপ মা তুলে একটা কথা না।

“কেন? ইগো তে লাগে? সম্মানে লাগে? হ্যাঁ লাগবে তো, বাপ-মাকে বলছি তোমার তাই না, কিন্তু আমাকে যখন সবাই বলল তখন তো এমন করে গর্জাতে পারলে না, মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠেছিলে না, যা ভেবেছে তা সত্যি, এমনই কিছু হয়েছে বলেছ, তাই না? তুই জানিস, তুই একটা ইবলিশ, একটা লম্পট,

একটা লুচ্চা, একটা ফেরাউন, শুয়োর,কাপুরুষ!

ইরহাম সৌরভির ধাক্কা দেওয়া হাত চেপে ধরল। হিসহিসিয়ে বলে ওঠল,”এতক্ষণ যাবত অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি, কিন্তু আর না...“কী করবি তুই বেয়াদবি করলে?

সৌরভি ইরহামকে কেটে দিয়ে জানতে চাইল। ইরহাম একহাতে

সৌরভির হাত পিঠে চেপে ধরে বলে ওঠল,”বলে দেখো শুধু..!

“এই যে আমি গলা ফেড়ে বলব তুই একটা বদমাশ, একটা লুচ্চার বাচ্চা, একটা ফেরাউনের বাচ্চা, একটা ইবলিশের বাচ্....

কথা শেষ করার আগেই সৌরভির গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় পড়ল। সৌরভির ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটজোড়া ওমনই রইল। কানে

আসলো ইরহামের শাসানো কণ্ঠস্বর,”যা বলার আমাকে বলো, আমার বাপ-মাকে টানবে না সৌরভি, তোমার বেয়াদবী সহ্য করছি আমাকে এতক্ষণ বলছিলে বলে কিন্তু এখন আমার মা-বাবাকে টানছো এখানে, আবার যদি এমন ভুল করো তাহলে এই থাপ্পড় দ্বিতীয়বার তোমার গালে পড়তে দু-সেকেন্ড দেরী হবে না। গট ইট..!বজ্র

কণ্ঠে চ্যাঁচাল সে। রাগে শাসানোর জন্য তোলা আঙুল কাঁপল থরথর করে। সৌরভি আবারো কিছু বলতে নিতে যাবে, একহাতে থাবা মেরে চেপে ধরল তার বাহু ইরহাম। সৌরভি নিজের বাহু হতে পুরুষালি হাত টেনে হিঁচড়ে ছাড়াতে নিল, পারল না। তাই নিজের রাগ জাহির করতে চ্যাঁচাল,"আমাকে ছাড় শয়তান, লম্পট কোথাকার, হাত

ছাড় আমার! গা স্পর্শ করবি না আমার, নাহলে খুন করে ফেলব।

সৌরভির চ্যাঁচানো কানেই তুলল না ইরহাম। টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বিছানায়। সৌরভি বিছানা থেকে উঠে বসতেই এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উবু হয়ে বসল ইরহাম। একহাতে মেয়েলি হাত জোড়া মুষ্টিতে চেপে ধরে শক্ত দড়ির সাথে বেঁধে ফেলল। সৌরভি পা দিয়ে লাথি মারতে নিবে,

তার পা দু-খানা ও বেঁধে ফেলল ইরহাম।

সৌরভি রাগী কণ্ঠে চিৎকার দিল,“জানোয়ারের বাচ্চা হাত বেঁধেছিস কেন, কাপুরুষ আমার হাত খোল, তোকে আজ আমি খুন করব লম্পট! তোর ধ্বংস হবে ফেরাউন,আমি তোকে অভিশাপ দিলাম জাহান্নামে যাবি তুই, জাহান্নামে যাবি, আল্লাহ তোকে এই

না ইনসাফির শাস্তি দিবে। তুই শিগগিরই মরবি, তুই মরবি। তুই মরে যা, তুই মর, থুহ..!

ইরহাম নির্বিকার চোখ-মুখ নিয়ে বিছানা থেকে নামল। পুরো রুম তন্ন তন্ন করে কিছু খুঁজল। নাইটস্ট্যান্ডের উপর রাখা কস্টেপের দিকে চোখ যেতেই তা হাতে তুলে নিল। এতো অভিশাপ কানে গেল কি না, তা বোঝা গেল না।ভাবলেশহীন ভাবে

হেঁটে এসে সৌরভির ছটফট করতে থাকা মুখের মধ্যে শক্ত হাতে তা আটকে দিল। বিছানা হতে উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে তর্জনী আঙুল চেপে রেখে বলল,”নয়েজ করোনা, চুপচাপ ঘুমাও, আজকের জন্য এইটুকু গালিই যথেষ্ট, আগামীকালের জন্য কিছু বাঁচিয়ে রাখো! এখনো তো সারাজীবন পড়ে রয়েছে গালি দেওয়ার জন্য, একদিনে সব গালি

খরচ করে ফেললে পরেরবার কী গালি দিবে! ধীরে সুস্থে গালি দাও, আমি আছি এখানে, তোমার সাথে!

ভাবলেশহীন পায়ে হেঁটে গিয়ে রিলাক্সিং চেয়ারে বসল। ঢিলেঢালা ডেনিম প্যান্টের পকেট হতে হাত বের করে মোটা কালো ভ্রু জোড়ায় সামান্য চুলকে নিল। পরপর আবার ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল,"ডিভোর্স চাও তাই না?

গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বিছানায় বসে থাকা লাল শাড়ী পরিহিত স্ত্রীর ঝলমল করে উঠা আঁখিযুগলের পানে তাকাল, দেখল উচ্ছাস মিশ্রিত নেত্রজোড়া।। চোখাচোখি হলো দু-জনের আবারো, কেউ কারোর থেকে দৃষ্টি সরাল না। ইরহাম নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠল,"তা এজীবনে সম্ভব না, ফক্সগ্লোভ আমার! এই জীবন না হয় গালি

দিয়েই কাটিয়ে দাও আমার সাথে, পরেরজনমে দেখা যাবে নে কী করা যায়, তোমাকে আমি তালাক দিচ্ছি না, আর ভবিষ্যতেও দিব না।। সৌরভি লাল শিরা উপশিরা ভেসে ওঠা চোখে দেখল ইসরাতের মতো মুখাবিশিষ্ট ঘৃণ্য শুভ্রলালের মিশ্রণে আলাদা বর্ণের মায়াবী চেহারাটা। ঘৃণা নিয়ে খেয়াল করল যার চরিত্রের ঠিক নেই, যাকে বিনা শব্দে

প্রয়োগে লম্পট বলা চলে, চলন বলনে বখাটে। কুচকুচে কালো এক জোড়া ভ্রু এর নিচে জায়গা করে নেওয়া হেজেল চোখ। লাল গাল দুটোর মাঝ দিয়ে দাম্ভিক সরু উঁচু নাক! রক্তাভ বর্ণের ঠোঁটজোড়ার উপরের অংশ সামান্য ভেতরের দিকে। শক্ত চিবুকের সাথে মুখের আকৃতি, গড়ন, ধারাল চোয়াল, সবকিছু যেন মানানসই। চোয়ালে

কোনো দাড়ির অস্তিত্ব নেই, চোখের নিচে সামান্য একটু ডার্ক সার্কেল। তারপর আর ঘুরল না সৌরভি মুখটা, এতটুকু লক্ষ করা শেষে বিতৃষ্ণার সাথে সরিয়ে নিল নিজের চোখজোড়া ওই চোখ হতে। মনে মনে ঘৃণ্য কণ্ঠে বিড়বিড় করে,"আল্লাহ এই দুনিয়ায় কাপুরুষ, লম্পট, শুয়োরদের সব সৌন্দর্য, টাকা-পয়সা দিয়ে তৈরি করেন!

প্রভাতের কিরণ পূর্বদিক থেকে উদিত হচ্ছে। সবুজ ঘাসগুলো বৃষ্টির জন্য সামান্য ভিজে আছে এখনো। সজীব এই সকালে হুরহুর করে বাতাস নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে,একই সাথে কানে ও। কংক্রিটের বড় রাস্তার মধ্য দিয়ে তখনো চলাচল শুরু হয়নি কোনো গাড়ির। রাস্তার মধ্য দিয়ে পরপর দু-বার ধীরে সুস্থে দৌড়াল । তৃতীয়

বারের বার তার এই কাজে বিপত্তি ঘটাতে সম্মুখে এসে দাঁড়াল চেনা পরিচিত একটা মুখ। পরিচিত একটা স্বর ভেসে আসলো কানে,”ভাবীআম্মা!ভাবীআম্মা বলা ছেলেটা দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতেই, আকস্মিক বুক বরাবর একটা লাথি পড়ল। ছেলেটা অতর্কিত এই হামলায় হকচকাল। চোখ দুটোর

আকার বৃদ্ধি করে শব্দের সহিত গিয়ে পড়ল কংক্রিটের রাস্তায়। শাসানো কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভাসল,”স্টেই এওয়ে ফ্রম মি!

“বেলাডোনা!

পিছু ডাকা নুসরাত ঘাড় বাকিয়ে তাকাল। উপহাস করে জানতে চাইল,”আমাকে বলছেন পশ্চিম আবরার পূর্ব?

“প্লিজ এভাবে নামের বিকৃতি ঘটাবেন না, বেলাডোনা!

পরপর আবার নাহিয়ান বলল,

“এভাবে কারোর সামনে নিজের পা তোলা অসম্মানজনক, আর আপনি তো হলেন সম্মানীয় সৈয়দ পরিবারের কন্যা, আপনার কাছ থেকে এমন উগ্রতা আশা করা যায় না!

নুসরাত নাক ফুলিয়ে বিরক্তি লুকাল। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল,”এক পাগলের ভাত নেই, আরেক পাগল হাজির।

নাহিয়ান তা শুনল না। গদগদ ভঙ্গিতে গ্রীবা বাঁকিয়ে ঝুঁকে আসলো। বলল,”আপনার এই প্রতিভা দেখে আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেলাম, আমাকে বিয়ে করে নিন বেলাডোনা!নুসরাত নিজের হাত

তুলে আড়মোড়া ভাঙল। দু-হাতের আঙুল চেপে মটমট করে শব্দ করে, ঘাড় কাত করে বলে,”এই প্রস্তাব আমার পছন্দ হয়নি, তাই ঠোকরালাম! আপনার এই প্রস্তাবের বদলে আপনি চাইলে আপনাকে আমি একটা লাথি মারতে চাইব। আমার একজীবনের বহু চাওয়ার মধ্যে একটা চাওয়া আপনাকে লাথি

মেরে এই গ্রহের বাহিরে ফেলে দেওয়া।

নাহিয়ান হুহু করে হেসে উঠল। তাকে ভেঙ্গিয়ে নুসরাত নিজেও খে খে করে হেসে উঠে। নাহিয়ান নিজের কৃত্রিম হাসি গিলে নিয়ে বলে ওঠে,"ইট"স মাই প্লেজার নুসরাত! আপনি আমাকে কেন লাথি মারতে চাইছেন কারণ কী জানতে পারি? আমার জানামতে আমি তেমন কিছু

করিনি এখনো পর্যন্ত আপনার সাথে, শুধু বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি।

“আজকাল পায়ের মধ্যে চুলকানোটা বেশি হচ্ছে, তাই পুরুষ মানুষ দেখলেই পিটিয়ে পায়ের চুলকানো কমানোর ক্রেভিং হচ্ছে।“অহ, বুঝতে পারলাম! কিন্তু তৌফকে মেরে এমন রাস্তায় ফেলে দেওয়ার কারণ কী!

“আপনাকে বলতে বাধ্য নই, দূরত্ব বজায় রাখতে বলবেন একে। নাহলে

এমন মার মারব, পরেরবার উঠে দাড়ানোর পর্যায়ে থাকবে না।

নাহিয়ান নুসরাতকে পলক বিহীন নেত্রে দেখল গণে গণে ত্রিশ সেকেন্ড। অতঃপর সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বলল,"আপনি নিজেকে যতটা বাচাল, বোকা, ছন্নছাড়া দেখান তা আপনি না, আপনি ভীষণ ধূর্ত বেলাডোনা, অর আই সে নাইট ফক্স!

নুসরাত হেসে উঠল। নাহিয়ান তৌফকে মাটি থেকে টেনে তুলতে তুলতে বলল,”আপনার কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাচ্ছি!নুসরাত ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল কী! যতটুকু সে ধারণা করতে পারছে এই মাথামোটা, গোবরটা তাকে প্রস্তাব দিবে আবার, কোনো সমযোতার সাথে, কিন্তু সমযোতাটা কী হতে পারে! নুসরাতের চিন্তায় ব্যঘাত

ঘটিয়ে নাহিয়ান বলে ওঠল,”গল্ফ খেলা জানেন আপনি?

নুসরাত উপর নিচ মাথা দোলাল। নাহিয়ান আবারো শুধাল,”টেনিস?

“হ্যাঁ জানি!

“কোনটায় পারদর্শী আপনি?

“ গল্ফে।তৌফকে ছেড়ে দিয়ে, নাহিয়ান দু-হাতে উচ্ছাসে তালি বাজাল। বলে ওঠল,“তাহলে আজ আমরা টেনিস খেলব। এবং এই

খেলায় যে হারবে তাকে প্রতিপক্ষের যেকোনো প্রস্তাব বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে।

নুসরাত হেসে উঠল শব্দ করে। বলল,

“ওওও, আপনি তাহলে বিয়ের প্রস্তাব এভাবে দিতে চাচ্ছেন পূর্ব?

নাহিয়ান মাথা দোলাল উপর নিচ।

নুসরাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,”যান

,টেনিস কোর্টে যান, আমি র‍্যাকেট আর টেনিস বল নিয়ে আসছি।

নুসরাত দশ মিনিটের মাথায় হাতে করে টেনিস বল আর র‍্যাকেট নিয়ে হাজির হলো মাঠে। একটা র‍্যাকেট নাহিয়ানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল,"লেট'স স্টার্ট দ্যা ম্যাচ।

নাহিয়ান নিজের বক্সে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর বলল,

“অহ হ্যাঁ, পাঁচটি ম্যাচ খেলব, যার আগে তিন পয়েন্ট হবে সেই বিজয়ী!

নুসরাত মাথা দোলাল। ডান হাতে শক্ত করে র্কেট চেপে ধরে দাঁড়াল নিজের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায়। শান্ত স্বরে জানতে চাইল,”কে শুরু করবে?

নাহিয়ান দাম্ভিকতার সাথে বলল,“আপনি শুরু করেন।

নুসরাত কটাক্ষ করে হাসল। বিড়বিড় করল,

“টেনিস ম্যাচ জেতার প্রথম রুলস, প্রতিপক্ষকে সবসময় প্রথমে জিততে দিতে হবে, বোঝাতে হবে অপটু তুমি এই খেলায়।

বল শূণ্যে বাঁ-হাতে চেপে ধরে ডানহাতে খুবই ধীরে আঘাত হানল বলে, বলটা খুব দূরে পড়ল না গিয়ে, নিজের বক্সেই পড়ে গেল। বলটা

হাতে তুলে উঠে দাঁড়াতেই চোখে ভাসল উপহাস মিশ্রিত নাহিয়ানের হাসি। নাহিয়ান বলল,”আমি যতটুকু ভেবেছি তার থেকে বেশি খারাপ আপনি এই খেলায়। বলটা এদিকে দিয়ে দিন মিস!

নুসরাত টেনিস বল ছুঁড়ে দিল নাহিয়ানের দিকে। উল্টোদিকে ঘুরে পুরুষালি নজরের অগোচরে হাসল। বলল,”শুরু করুন পূর্ব!নাহিয়ান বল

শূণ্যে তুলে র‍্যাকেট দিয়ে আঘাত করল বলে, সেটা উড়ে নেট ভেদ করে এসে পড়ল নুসরাতের বক্সে। নুসরাত সেটা ফেরানোর চেষ্টা করল না, জিততে দিল নাহিয়ানকে। হাতে তুলে নিল টেনিস বল, ডান হাতে শক্ত করে র‍্যাকেট চেপে ধরে তা ঘুরিয়ে নিয়ে আসলো পুরো শক্তির সাথে। আঘাত করল টেনিস বলে সাথে বিড়বিড় করল,"টেনিস ম্যাচ

জেতার দ্বিতীয় রুলস, নিজের প্রতিপক্ষকে জিততে দেওয়ার আনন্দ অনুভব করতে দেওয়া, তাকে আকাশে উড়ানো অতঃপর সকল আনন্দ মাটিতে গুড়িয়ে দিয়ে তার বিজয়ের হাসিটাকে বাতাসে মিলিয়ে দেওয়া।

টেনিস বল নেট ভেদ করে উড়ে গিয়ে পড়ল দাম্ভিক হাসির তোড়ে কুঁচকে যাওয়া নাহিয়ানের উঁচু নাক

বরাবর। সাথে সাথে এক পয়েন্ট যোগ হলো নুসরাতের। নাহিয়ান চিৎকার দিয়ে বলছে,”আপনি আমার নাক ফাটিয়ে ফেলেছেন নুসরাত! পরপর বল তুলে ছুঁড়ে মারল নুসরাতের দিকে। শীতিল স্বরে আওড়াল,”দারুণ খেলেন আপনি, অতোটা অপটু না আপনি।

পরের ম্যাচে দু-পক্ষই বলটা র‍্যাকেটের সাহায্যে একে অন্যের

দিকে ছুঁড়ে দিল অনেকবার। শেষবার র‍্যাকেট স্পর্শ করে নুসরাতের বক্সে এসে পড়ে গেল টেনিস বল। এবারের পয়েন্টটা যোগ হলো নাহিয়ানের নামে।

তৃতীয় ম্যাচ শুরু হলো। ম্যাচ শুরু হতেই বল ছুঁড়ে দিল সে, নাহিয়ান প্রস্তুত না থাকায় প্রথমবারেই পয়েন্ট এসে যোগ হলো তার কব্জায়। নাহিয়ান র‍্যাকেট শক্ত করে দু-হাতে

চেপে ধরে বলে ওঠল,”আমাদের কিন্তু ড্রো, এই ম্যাচে যেই জিতবে সেই উইনার, এবং তার কন্ডিশন প্রতিপক্ষকে মানতে হবে।

নুসরাত নিজেও দু-হাতে শক্ত করে র‍্যাকেট চেপে ধরল। নাহিয়ানের ছুঁড়ে দেওয়া টেনিস বল সেকেন্ডের ভেতর এসে স্পর্শ করল নুসরাতের র‍্যাকেটে। তা শব্দ করে র‍্যাকেট দিয়ে আঘাত করতেই গিয়ে পড়ল

নাহিয়ানের বক্সে, নাহিয়ান নিজেও আবার ফিরিয়ে দিল। চোখে ঘোলাটে দেখল, এক মুহুর্তের জন্য ধ্যান সরে যেতেই নুসরাতের শক্ত করে ধরে রাখা র‍্যাকেট ছুটে গেল সামান্য, বল পিছনের দিকে চলে গেলে, তীক্ষ্ণ চোখে বলটার গতিবেগ লক্ষ করে, র‍্যাকেট ঘুরিয়ে এনে ঠাস করে বলে বসাল। ঠোঁট নেড়ে বলল,"চেক....বল শু করে উড়ে গেল

নেটের ওপাশে। নাহিয়ানের কপালে লাগতেই নুসরাত চ্যাঁচাল,”মেট!

নুসরাত হাত ঝাড়ল। জইতে যাওয়ার খুশি চোখে-মুখে একটুও ভাসল না। গলার আওয়াজ বাড়িয়ে বলে,

“শুনুন পূর্ব, নিজের প্রতিপক্ষকে কখনো বোকা মনে করবেন না, প্রথমেই আপনি যদি ধরে নিন সে আপনার থেকে অসহায়, নির্বোধ,

বোকা, কম শক্তিশালী তাহলে আপনি ওই মুহুর্তে গেমে হেরে যাবেন। ম্যাচের শর্ত অনুযায়ী ছিল যে জিতবে তার কথা মানা হবে, তাহলে আমি জিতেছি, সেই অনুযায়ী আমার কথা আপনাকে মানতে হবে। নুসরাত কিৎকালের জন্য থামল। সময় নিয়ে ভাবার ভান করল। অতঃপর দৃঢ় কণ্ঠে বলল,”আমার

নজরের সামনে যেন আপনার এই চেহারা আমি জীবনেও না দেখি।

নাহিয়ান দু-হাত ঝেড়ে হাসে। নুসরাতের দিকে নির্মিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, গম্ভীরতার সহিত বিড়বিড় করে,"আপনি যতই আমাকে, আমার প্রস্তাবকে ঠোকরান না কেন, আমি ঠিক ততই আপনার দিকে আকর্ষিত হয়ে, আপনাকে নতুনভাবে, নতুন স্পৃহা নিয়ে আমার হওয়ার জন্য

প্রস্তাব দিব।সৈয়দ বাড়ির ভেতর তখন হইচই বেঁধে গেছে। ফজরের নামাজ পড়া শেষে যখন লিপি বেগম শুয়েছিলেন আকস্মিক তার বড় ভাইয়ের কল আসলো। জানা গেল রোমানা খাতুনের শরীর খুব একটা ভালো নেই, বিয়েতে চেয়েও আসতে পারেননি। সন্তানেরা কঠিন নিষেধাগা জারী করেছিল, তাই তাদের মুখের দিকে চেয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও

উপস্থিত হননি। নিজে আসতে পারেননি বলে কী হয়েছে, সক্কাল সক্কাল মেয়ে জামাইকে ফোন দিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন নাতী আর নাতবৌ নিয়ে হাজির হতে খান বাড়িতে, যেকোনো মূল্যে আজকের ভেতর। সৈয়দ বাড়ির বর্তমান পরিস্থিতি উনার অজানা, তাই তাড়া দিলেন বেলা পড়ার আগে শীগগির পৌঁছানোর জন্য।শাশুড়ীর কথা

অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন হেলাল সাহেব। একটা বাক্য মুখ ফুটে রোমানা খাতুন বললেই সেটা যেন তার জন্য শিরোধার্য! তাই গতকাল রাতের ঘটনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে বড় ছেলে, ছোট ছেলে, স্ত্রী, আর ছেলের বউকে নিয়ে তৈরি হচ্ছেন শ্বশুরের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। আরশের নানা বাড়ি ধারাবহর। কিছুটা গ্রামাঞ্চলের

দিকে। খালি ফসলী জমির মধ্যে পুরোনো জমিদারের বাড়ির মতো একটা বিলাসবহুল চার তলা বাড়ি হেলাল সাহেবের শ্বশুরের। হাতে র‍্যাকেট নিয়ে সৈয়দ বাড়ির সামনে হাজির হতেই দেখল আহান লাগেজ ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসে পার্ক করা গাড়িতে রাখছে। নুসরাত অদেখা করে চলে গেল দু-পা, পরমুহূর্তে আবার ফিরে এসে ঠা করে খুলে

রাখা গেটের সম্মুখে দাঁড়াল। গলা উচিয়ে ডাকল আহানের নাম। জানতে চাইল,”কোথায় যাচ্ছিস তুই?
আহান গাড়িতে লাগেজ রেখে হাত ঝাড়ল। বলল,“আমি যাচ্ছি না, বড় ভাইয়া নানু বাড়ি যাচ্ছে তার।
নুসরাত ঠোঁট উচিয়ে বাঁকা হাসল। বলল,
“পিও অনিকা আপো যাচ্ছেন?

“না গতকাল উনাদের বাসায় চলে গেছে উনি!

নুসরাত দু-হাত তুলে দোয়া করল। তারপর আমিন বলে দোয়া শেষ করে বলল,” আপদ বিদেয় হয়েছে, যাক আল্লাহ বাচাইছে।

আহান দৌড়ে নুসরাতের সান্নিধ্যে এসে জানতে চাইল,

“তুমি গতকাল রাতে কান্না করছ নাকি?

নুসরাত ঠোঁট উচিয়ে, মুখ ভঙ্গি বিচ্ছিরি করে বলল,“কী আমি..!

আহান ঘাটাল না নুসরাতের মুখের রিয়েকশন দেখে আর। তার মধ্যে হেলাল সাহেব আসলেন। নুসরাতকে দাঁড়ানো দেখেই মুখ মোচড় মারলেন, তা অগোচর হলো না তার। সে পনিটেল বাঁধা চুল বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলল,”এমন মুখ

মোচড় মারতে মারতে দেখবেন একদিন মুখই ত্যাড়া হয়ে গেছে।

“তুই আমাকে বলছিস?

“ না, গাছে বসা কাককে বলছি!

হেলাল সাহেব কাঠখোট্টা স্বরে বলেন,

“বেয়াদব!

নুসরাত নির্লিপ্ত মুখে তাকিয়ে হাসে। বলে,

“ধন্যবাদ।

হেলাল সাহেব নাক দিয়ে গরম শ্বাস ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন,” ওইটার খবর কী?

নুসরাত বুঝল কার কথা জিজ্ঞেস করছেন। তারপরও বলল,”কোনটার?“তোর ভাইয়ের!

আলসী গলায় বলল,

“নিজ দায়িত্বে জেনে নিন, আমি বলতে পারব না।

কথা শেষে নিজেদের বাগানের দিকে তাকাল। দেখল কমলা গাছের কয়েকটা ডাল শুকিয়ে গেছে। আহানকে উদ্দেশ্য করে বলল,”যা কাঁচি নিয়ে আয়, গাছগুলো কাটব!

হেলাল সাহেব প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আরাম করে দাঁড়ালেন। নুসরাতকে অদেখা করে ভাবাবেগহীন কণ্ঠে বললেন,”কাঁচির

কী দরকার তোর জবান দিয়েই কেটে ফেল সবকিছু।

নুসরাত দু-ভ্রু তুলে হুহু করে হেসে উঠল।বলল,“আপনারটা বের করুন, আমার থেকে দ্বিগুণ ধারালো।

“কাঁচির মতো ফ্যাচফ্যাচ করে চলে জিভ!

“আপনার থেকে কম ফ্যাচফ্যাচ করে চলে।

“তোর সৌভাগ্য যে, তোর কাঁচির মতো জবানে আমি বোম ছুঁড়ে ফেলছি না!

নুসরাত ঠোঁট এলিয়ে অমায়িক হাসল। বলল,

“আপনার তো দূর্ভাগ্য, আপনাকে আমি রকেটের পেছনে বেঁধে মহাকাশে ছেড়ে দিচ্ছি না..!ঘড়ির কাটায় টিকটিক করে চলছে আপন গতিতে। হেলাল সাহেবের সাথে

সকাল সকাল ঝগড়া শেষে মনটা ভালো হয়ে গেছে নুসরাতের। নাছির মঞ্জিলে আসার পর বারান্দায় হাঁটল আর গুণগুণ করে গান গাইল। এমন মুহুর্তে লক্ষ হলো সৈয়দ বাড়ির অভ্যন্তর হতে বের হওয়া চুনোপুঁটির মতো মানুষদের।নুসরাতের মতামতে আজকাল তার চোখের পাওয়াএ প্লাসে মায়নাসে চলছে, তাই চোখে দূরের জিনিস কম দেখছে। দূরের

জিনিস স্পষ্ট দেখার জন্য বারান্দা থেকে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসলো চোখের সাদা ফ্রেমের গ্লাস। গ্লাসের উপরের অংশটা সামান্য চিকন। নিজের চোখে গ্লাস এঁটে নিয়ে দাম্ভিকতার সহিত নাক তুলে অহংকার করল। তবুও স্পষ্ট কিছুই দেখল না চোখে, তাই নিজের যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে আসলো, যা তাদের ঘরের ছোট আহানটন

বানিয়েছে। চোখের সামনে দূরবীন চেপে ওই বাড়িতে চোখ রাখল, মনে হলো এরচেয়ে ভালো তার চোখদুটোই। তাই ভন্ডামি ছেড়ে বারান্দার রেলিঙ ধরে ঝুলে গেল ওপাশের বাড়ির অবস্থা দেখতে। প্রথমেই লিপি বেগমকে বের হতে দেখা গেল, ভদ্রমহিলার পরণে নুড কালারের বোরকা, মাথায় একই কালারের হিজাব। পিছু পিছু হেলাল

সাহেব বের হচ্ছেন, কানে মুঠোফোনটা চেপে ধরে চ্যাঁচাচ্ছেন, কোনো একটা বিষয় নিয়ে। নুসরাত সময় নিয়ে খেয়াল করল শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার জন্য ভদ্রলোক আজ বেশ সেজেছেন। সচরাচর যেমন থাকেন তার থেকে বেশি আজ ভালো করে তৈরি হয়েছেন। বাড়ির ফ্রন্ট ইয়ার্ডে এসে কব্জিতে আঁটা ঘড়িতে চোখ রাখলেন, অতঃপর আবারো উচ্চ

স্বরে চ্যাঁচালেন, চ্যাঁচানো শেষে ভাব নিয়ে ট্রাউজারের পকেটে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলতে ব্যস্ত হলেন। কথা বলা শেষে স্ত্রীর মুখশ্রী পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলালেন, মুখে সাজের অস্তিত্ব পেতেই খ্যাক করে ওঠেন। বলেন,”এসব কী লাগিয়েছ মুখে তুমি লিপি!“কেন খারাপ লাগছে!

লিপি বেগম ভয়ার্ত স্বরে শুধালেন স্বামীকে। স্ত্রীর কথা কানে না তুলেই হেলাল সাহেব নিজের মোবাইলের সেল্ফি ক্যামেরা অন করলেন, লিপি বেগমের মুখের সামনে নিয়ে চেহারা দেখাতে দেখাতে বললেন,"দেখো, পুরো জিন্নাতের মতো লাগতেছে!

লিপি বেগম ভেংচি কেটে বললেন, "সুন্দরের কিছু বুঝেন আপনি?

“নাহ, তুমি একাই বোঝো!“‘হ্যাঁ বুঝি বলেই তো সেজেছি! আপনার মতো বুড়ো বয়সে নায়ক সেজে ঘুরছি না। ভদ্রলোক হাত দিয়ে মাথার চুল পেছনে ঠেলে দিয়ে মিষ্টি হাসলেন। অহমিকা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন,”নায়কের মতো দেখতে হলে তো, নায়ক-ই সাজব!

“নায়কের ন ও লাগতেছে না আপনাকে, দেখতে পুরো কার্টুনের মতো লাগতেছে।

“জেলাস, জেলাস, কোনো বিষয় না, এত সুন্দর হ্যান্ডসাম চেহারা না থাকলে মানুষ তো জেলাসই হবে, এটা তোমার একার বিষয় না, পুরো পৃথিবীর মানুষ-ই আমার এই রুপ দেখে জ্বলে।

“যত্তসব ডং, আমি কেন জ্বলব!

“ হ্যাঁ এখন তো মনে হবে ডং, সঠিক উত্তর দিয়ে দিছি না তোমাকে। কথা বলি না বলে তোমার আমাকে কী মনে হয় লিপি, আমি কথা বলতে জানি না, আমি যদি যুক্তি সহকারে কথা বলতে শুরু করি এই পৃথিবীর কেউই আমার সামনে ঠিকতে পারবে না।লিপি বেগম তেরছা চোখে তাকিয়ে মিনমিন করলেন,

“আপনার মতো মাথায় সমস্যা যার, সেই-ই ঠিকতে পারবে।

হেলাল সাহেব শুনলেন না, কপালে ভাঁজ ফেলে, খ্যাক করে জিজ্ঞেস করলেন,” কিছু বললে লিপি?

ভদ্রমহিলা দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে বোঝালেন কোনো কিছু বললেননি। এই লোকের সাথে কথা বাড়ানো মানেই নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা, আর তিনি এত পাগল না এই

মাথায় দোষ ধরা লোকটার সাথে কথা বাড়াবেন, তাই কথা না বলাই যুথসই মনে হলো।স্ত্রীর সাথে এক চোট ঝগড়া করার ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব হলো না, তাই হেলাল সাহেব সৈয়দ বাড়ির দো-তলার পানে তাকিয়ে বিকট শব্দে চ্যাঁচালেন,"এই আরশ, ঘুম এখনো শেষ হয়নি তোমার?

অপাশ থেকে কোনো শব্দ আসলো না। নুসরাত গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে, এরা কী সুন্দর বিনোদন মূলক ঝগড়া করে, দেখেই মজা চলে এসেছে।

এর মধ্যে সৈয়দ বাড়ির ভেতর থেকে কালো কালার এক জোড়া ক্রিস্টিয়ানো ডিওর এর স্লিপার আর আড়ং এর ল্যাভেন্ডার কালার কামিজ পরে বের হলো ইসরাত। মাথায়

হিজাব বাঁধা, ড্রেসের সাথের ওড়না একপাপে ফেলে রাখা। তড়িঘড়ি করে আসতে গিয়ে হোঁচট খেল সদর দরজার সামনে। উল্টে পড়ার আগে তাকে বাহু ধরে সামলে নিল জায়িন।নুসরাত ভালো করে আরেকটু তাকঝাঁক করার জন্য রেলিঙ ধরে ঝুঁকে গেল। চোখ দাবিয়ে তাকাতেই দেখা মিলল সদর দরজার সম্মুখে সৃষ্ট একটা লম্বা

গড়নের প্রতিবিম্বের। চোখের আকার সরু করে নিতেই অক্ষিকোটরে অন্তর্গত হলো দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা লম্বা গড়নের লোকটাকে। গায়ে কালো ট্রাউজার আর ফুল স্লিভ সাদা টি-শার্ট জড়ানো। আজ রোদ কড়াভাবে উঠায় বাহিরে বের হতেই আলোর ঝাঁঝে চোখ খিঁচিয়ে নিল, হাতের মোবাইলটায় কিছু একটা টাইপিং করতে করতে গিয়ে দাঁড়াল

ইসরাতের পাশে। তখনো একবারের জন্য লোকটা মাথা তুলে তাকায়নি মোবাইল হতে।এতক্ষণ যাবত পলক বিহীন ওদিকে তাকিয়ে থাকায় চোখ ঝাপসা হয়ে আসলো নুসরাতের, তাই সে দু-হাতে চোখ ঢলে নিয়ে পরিস্কার করল। ভ্যাপসা গরম গায়ে লাগতেই সাদা রঙের হ্যালো কিট্টির টি-শার্ট সামনের দিকে টেনে বাতাস করল। অতঃপর আবারো তাকঝাঁক

করার জন্য ওদিকে তাকাতেই দেখল সূদর্শন মাখা চেহারাটায় বিরক্তি ভাব সরে গিয়ে রাগ ভর করেছে। প্যান্টের পকেটে মোবাইল ঢুকিয়ে কোনো বিষয় ভেবে ঠোঁট কামড়াচ্ছে লোকটা! জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে আকস্মিক, কোনো পূর্ব আবাস ছাড়াই ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল নুসরাতের চোখের দিকে। কপালের মধ্যভাগে গাঢ় ভাঁজ ফেলে এক ভ্রু

উচাল, হয়তো জিজ্ঞেস করল, কী!। নুসরাত এমন করে তাকানোতে হকচকিয়ে উঠল, সে ধরতে পারেনি লোকটা এত তাড়াতাড়ি তার দিকে ফিরে তাকাবে। চোখের দৃষ্টি এতটাই ধারাল যেন ওখানে দাঁড়িয়েই নুসরাতকে এফোড়-ওফোড় করে দিবে। নুসরাত কয়েক সেকেন্ডের ভেতর আরশের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। অস্বস্তিতে ঘাট হয়ে

উল্টো পথে পা বাড়াল বাসার ভেতর যাওয়ার জন্য। চোখ বন্ধ করে নিজের অস্বস্তি কমাতে চাইল, মনে হলো চোখের পাতায় আরশের ফিরে তাকানোর দৃশ্যটুকু এখনো ভাসছে। সারাজীবন সে মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে, আর আজ সে আরশের দৃষ্টিতে পড়ে অস্বস্তিতে ঘাট হয়ে যাচ্ছে!! কথাটুকু উপলব্ধি হতেই হতবাক হলো!

নিজের মনের দোলাচাল মনে চেপে খুবই সতর্কতার সহিত ঘাড় বাঁকাল। একবার সতর্ক চোখে তাকিয়ে দেখবে অপাশের পরিস্থিতি, আরশের বোঝার আগে বা তাকানোর আগেই আলগোছে পালাবে এইখান থেকে এই চিন্তা মস্তিষ্কে নিয়ে পেছনের দিক ঘুরল, সতর্ক চোখে তাকাতেই চোখাচোখি হলো আরশের সাথে, আর সেই মুহুর্তে ধ্বক করে ওঠল

হৃদয়টা। পকেটে দু-হাত রেখে জিভ দিয়ে গাল ঠেলে হাসছে বেয়াদব লোকটা! তাকে নিয়ে মজা নিচ্ছে এই ব্যাটা ষাঁড়!রকিং চেয়ারে বসে চুপচাপ বিছানা শোয়ারত স্ত্রীকে খেয়াল করছে ইরহাম। শাড়ীর আঁচল পেটের একপাশে সরে গিয়ে মেদহীন পেট, লতানো মেয়েলি কোমর বেরিয়ে এসেছে। ইরহাম চোখ সরিয়ে নিল সেদিক থেকে।

কয়েক সেকেন্ড অতিবাহিত হওয়ার পর নির্লজ্জের মতো আবারো তাকাল। এবার আর পেটের দিকে তাকাল না, মুখটার দিকে তাকাল। গতরাতের থাপ্পড়ের দাগটা বেশ গাঢ়ভাবে পড়েছে মেয়েটার গালে। ইরহাম ঠোঁট চোখা করে ইস’স জাতীয় কিছু দুঃখজনক শব্দ উচ্চারণ করল। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে চাইল দূরে শুয়ে থাকা মেয়েটার

গাল, অতো দূরত্বে কী তা সম্ভব হলো, উঁহু সম্ভব হলো না!ইরহাম বসে রইল চুপচাপ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মুখের আকার, আকৃতি! গুটিয়ে শুয়ে থাকা সৌরভিকে দেখতে দেখতে চোখের পাতায় ভাসল ছোট্ট সৌরভির মুখ। মার্বেলের মতো চোখ দুটো নিয়ে কীভাবে মেয়েটা ছোটবেলায় তার দিকে তাকাত, কথাটা মনে হতেই

ঠোঁট টিপে হেসে ফেলল। পরপর আবার মনে হলো, কী আশ্চর্য! সে হাসছে কেন! এ কেমন কান্ড! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হতবাক হলো। মাথা এলিয়ে রকিং চেয়ারে শুয়ে পড়ল, গা ছেড়ে দিয়ে দুলতে লাগল ধীরে ধীরে। সারাজীবন চিল করতে থাকা, মেয়দের সাথে ফ্ল্যাটিং করতে থাকা, সৌরভির ভাষায় দুশ্চরিত্র, মেয়েবাজ ছেলেটার

চেহারায় দুশ্চিন্তা খেলা করল। কিছু একটা ভেবে উঠে দাঁড়াল রুম থেকে বের হওয়ার জন্য, দরজার সামনে গিয়ে ছিটকিনি খুলতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অজানা অস্বস্তিতে। দরজা খুলল না, উল্টো ঘুরে এসে সৌরভির নিকট শব্দহীন দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে শাড়ীর আঁচল টেনে ঠিক করে দিয়ে হাতের, পায়ের, এমনকি মুখের বাঁধন খুলে দিল। অতঃপর দীর্ঘশ্বাস

ফেলে বের হয়ে গেল রুমের বাহিরে।বাড়ির বাহিরে বের হতেই দেখা মিলল নুসরাতের। অস্বাভাবিক চোখে নুসরাত ইরহামের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। কপাল কুঞ্চিত করে নাকের ডগা টিস্যুর মধ্যে মুছে নিয়ে শ্বাস ফেলল শয়তান মেয়েটা। ইরহাম হঠাৎ কী একটা কারণে তরতরিয়ে রেগে গেল, এতে বিশেষ পাত্তা দিল না

নুসরাত। নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থেকে আবার শব্দ করে নাক টানল, নাক মুছল টিস্যুতে! নুসরাতের ইতরামিতে ধ্যান না দিয়ে আদেশ দিল,"কিছু খাইতে দে, গতকাল থেকে না খাওয়া আছি।

নুসরাত গলে পড়ল। হাতের টিস্যু ফেলে দিয়ে হাতের তালুতে নাক মুছে নিয়ে হাসল। বলল,"এক্ষুণি নিয়ে আসতেছি খাবার।

ইরহাম হুশিয়ারি দিয়ে বলল,“‘হাত আগে পরিস্কার করে নিস খাচ্চরনি!

নুসরাত মাথা দোলাল। পা বাড়াল কিচেনের দিকে। সে বিশেষ কিছু রান্না জানে না, আজ নাজমিন বেগমের ও দেখা নেই, তার বাপের ও দেখা নেই। স্বামী স্ত্রী দু-জনেই গাটি গেড়েছেন ঘরের ভেতর। বন্ধ দরজার পানে একবার তাকিয়ে বুঝে নিল, এখনো গতরাতের ট্রমা থেকে

বের হতে পারেনি কেউই! সবাই তো তার মতো শক্তিশালী ওমেন না, যে সবকিছু সংবরণ করে পরেরদিন একদম স্বাভাবিক আচরণ করবে। ভাব নিয়ে চুল পেছনে উড়িয়ে দিল, অতঃপর নিজেকেই বলল একটু বেশিই নিজের প্রশংসা হয়ে যাচ্ছে নুসরাত, কমিয়ে কর। ডং বাদ দিয়ে তাড়াহুড়ো হাতে এক কাপ চা গ্যাসে বসাল, অন্যটায় ডিম পোচ করতে

দিল। এতটুকুই পারে সে, এর বেশি পারবে না কিছু। যদি খাইতে চায় তো খাক, নইলে না খাক! আরাম করে কেবিনেটের উপর বসল, হাতে ব্রেডের প্যাকেট তার, পরে স্যান্ডউইচ বানাবে ভেবে নিয়েছে তা। ডিম পোচ হতে হতে একহাতে ব্রেড ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের মুখে ঢোকাল, ডিম হতে হতে তিনখান ব্রেড খেয়ে নিল একাই সে। এরপর

চায়ে চা পাতা দিয়ে স্যান্ডউইচ বানানোর জন্য নেওয়া ব্রেডের পুরো প্যাকেট একাই সাবার করে দিল। ভাবনায় ডুবে থেকে প্যাকেটে হাত ঢোকাল আরেক টুকরো বের করে মুখে ঢোকানোর জন্য, কিছুই মিলল না। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল খালি পড়ে থাকা ব্রেডের প্যাকেটটা, নিজের চোখ, পেট, দাঁত, গলাকে বিশ্বাস করাতে পারল না সে একাই

এতটুকু খেয়ে নিছে।লিপি খানের বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল এগারোটা বেজে গেল। জায়িনদের নানা বাড়িটা গ্রামের ভেতরের দিকে। ফসলী জমির মাঝখানে ভীষণ শখ করে বিশাল বাড়িটি তুলেছিলেন আরশের নানা। বাড়িটির ছাদে দাঁড়ালে খালি চোখে দূর দূরান্তের জমি দেখা যায়। ঘনবসতি গ্রামটার এপাশে তেমন একটা পরিবার

বসবাস করে না। বাড়ির বাঁ-পাশে,পেছনে বড় বড় দুটো পুকুর আছে। বাঁ-পাশের পুকুরটায় মাছের চাষ হয়। জায়িনদের গাড়ি যখন মেঠোপথ ধরে এদিকে আসছিল তখন দূর-দূরান্তের সবকিছু হা করে দেখছিল ইসরাত।আজ ড্রাইভিং সিটে আরশ বসেছে, ফ্রন্ট সিটে জায়িন, ব্যাক সিটে হেলাল সাহেব, লিপি বেগম, আর সে। শ্বশুর শাশুড়ীর

মাঝখানে আরাম করে খরগোশ ছানার ন্যায় মুখ বানিয়ে বসে,নড়চড় বিহীন বাহিরের দৃশ্য দেখতে ভালোই লাগছে। হেলাল সাহেব হাত তুলে দেখাচ্ছেন জায়িনকে এটা তোমার এর বাড়ি, ওটা তোমার ওর বাড়ি। হঠাৎ হঠাৎ ইসরাতকে বিভিন্ন রাস্তা দেখিয়ে বলছেন এদিক দিয়ে গেলে ওদিকে যাওয়া যায়, কোন রাস্তা কোন গ্রাম, কোন উপজেলার সাথে

যুক্ত হয়েছে। ইসরাত চুপচাপ শ্রবণ করছে, তার মাথার পাঁচ হাত উপর দিয়ে যাচ্ছে এই কথাগুলো, তবুও হু হু করে মাথা নাড়াচ্ছে, বোঝাচ্ছে সে বুঝতেছে। গাড়ি যখন খান বাড়ির সামনে পৌঁছাল, তখন হেলাল সাহেব নড়েচড়ে উঠলেন। ইসরাতের দিকে নিজের বাহু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,"দেখ সুগন্ধি টা কেমন?এত তীব্র পারফিউমের ঘ্রাণে ইসরাতের

নাক ঝাঁঝিয়ে উঠল। হাচ্চি চলে আসলো পারফিউমের ঝাঁঝাল গন্ধে, তবুও কোনোরকম চোখ ঝাপটে নিজেকে সামলাল। বলতে চাইল, সব ঢেলে চলে আসছেন বড় আব্বু, আর পারফিউম আছে সিসিতে! বলতে পারল না, ভদ্রতার খাতিরে মুখ ফুটে। হাতের ডিওর এর মেরুন কালার পার্সে খুঁজল কিছু একটা, হাতানো শেষে খুঁজে পেল না নিজের

প্রয়োজন মাফিক জিনিস, হতাশ নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে জায়িন তার সামনে বাড়িয়ে দিল টিস্যু! গম্ভীর গলায় বলল,”নিন!

ইসরাত টিস্যু হাতে নিতেই হেলাল সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন বড় ছেলেকে। ভাবলেশহীন হওয়ার ভান করে সূক্ষ্ম খোঁচা মারলেন ছেলেকে,”এত ভক্তি...উঁহু, মেনে নিতে পারলাম না। একটা প্রবাদ

বাক্য আছে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ..!সুর টেনে কথা শেষ করলেন ভদ্রলোক। জায়িন শ্বাস ফেলে কিছু বলতে নিবে তাকে কেটে দিয়ে ইসরাতের দিকে গদগদ করে তাকালেন হেলাল সাহেব। ছেলের বিরক্তি মাখা চেহারা দেখেও না দেখার ভান করে বললেন,"সাবধানে থাকিস, কেন জানি খারাপ অনুভূতি হচ্ছে আমার,আজকাল দুনিয়াটা

বাটাপারে ভরপুর হয়ে গেছে।ইসরাত মাথা দোলাল শুধু। কিছু বলতে নিবে কানে আসলো শব্দ করে বাজানো হর্ণের আওয়াজ। সামনে তাকাতেই দৃষ্টি সীমায় আটকাল লোহার উচু গেট। চারিদিকে পাথরের পাঁচিরে ঘেরা একটা বাড়ি। পাঁছিরের উপরে কাঁচের কাটা টুকরো গেঁথে রাখা। ইসরাতের গোল গোল চাহনির ভেতর গেট খুলে দিল ভেতর থেকে

একটা লোক। পুরো গেট খুলে দিতেই সামান্য উঁচু হয়ে ওঠা কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে গাড়িটা ভেতরে প্রবেশ করল। গাড়ি পার্ক করার আগেই দেখা মিলল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা জায়িনের বয়সী একটা মেয়ের। গাড়িতে বসে থেকে ইসরাত অবাক চোখে মেয়েটার হন্তদন্ত পায়ে দৌড়ে আসার দৃশ্য দেখল, এমনকি পায়ে জুতোজোড়া

পরেনি মেয়েটা, তার পেছন পেছন পাকিস্তানি মহিলাদের মতো মুখের অবকাঠামো নিয়ে বেরিয়ে আসলেন বয়স্কা মহিলা। ইসরাত বুঝে নিল বয়স্কাই জায়িনের নানি! মুখটা গম্ভীর করে রাখা, হাসির লেশমাত্র নেই তাতে। নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দরজা খুলে সবার আগে বের হলেন হেলাল সাহেব। শাশুড়ীকে সালাম দিতেই মাথায় হাত বুলিয়ে

দিলেন। লিপি বেগম নিজেও সালাম দিতেই দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। এতদিন পর মাকে কাছে পেয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেললেন লিপি বেগম, তাতে ভাবাবেগ হলো না রোমানা খাতুনের। শক্ত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন,"যাও লিপি ঘরে যাও, গিয়ে রেস্ট করো!ইসরাত ভদ্রমহিলার এমন কাঠখোট্টা মুখ দেখেই নিজের

মুখের হাসিটুকু গায়েব হয়ে গেল। এতক্ষণের উত্তেজনা সব উড়ে গিয়ে মুখে ভর করল অস্বস্তির। সালাম মুখ দিয়ে করতে নিবে দেখল হেলাল সাহেব পেছন থেকে দু-হাতে ক্রস দেখাচ্ছেন, পায়ের দিকে ইশারা দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখাচ্ছেন কিছু একটা। জায়িন ইসরাতের বাহু চেপে ধরে আলগোছে ঝুঁকে গেল রোমানা খাতুনের পায়ের দিকে।

পায়ে স্পর্শ করে সালাম দিয়ে হচকচক করতে থাকা সুন্দর হাতটায় চুমু খেল। ইসরাত একইভাবে হাতে চুমু খেল, অতঃপর জায়িন চুমু খেল ভদ্রমহিলার কপালে, তার দেখাদেখি ইসরাত ও চুমু খেল। ভদ্রমহিলা জায়িনের গাল চেপে ধরে নাকে নাক ঘষে হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন,"কেমন আছিস?জায়িন মাথা নাড়াল শুধু। আরশ মুখ দিয়ে সালাম

করে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে নিল বয়স্ক মহিলাকে। চুলের ভাঁজে চুমু খেয়ে ঠাট্টা করল,”শরীর নরম হয়ে গেছে তোমার নানী।

রোমানা খাতুন আরশের হাতের মধ্যে থাপ্পড় মারলেন। দুই নাতীকে দু-হাতে আগলে ধরে চলে গেলেন সামনে। ইসরাত হা করে তাকিয়ে থাকল, হলোটা কী! তাকে গণাই ধরল না এরা, কেমন করে তাকে

রেখে চলে যাচ্ছে সবাই। ইচ্ছে করল দুটো লাফ মারতে উঠোনো দাঁড়িয়ে, কিন্তু মারল না, রেপুটেশন এর ব্যাপার! চোখ কুঁচকে মনে মনে কয়েকটা চিৎকার দেওয়ার প্রস্তুতি নিতেই জায়িন একহাতে টেনে ধরল তার হাত। টেনে নিয়ে চলল নিজের সাথে। ইসরাতকে ভ্রু উচিয়ে শুধাল,"এখানে থাকার চিন্তা করেছেন নাকি রেই?

ইসরাত হকচকিয়ে পা বাড়াল সম্মুখে। জায়িনের সাথে পা মেলাতে গিয়ে বেগ পোহাতে হলো তাকে, তারপরও পা মিলিয়ে এগোলো। বাড়ির ভেতরে বাঁ-পা ঢোকাতে নিবে, কঠোর স্বরে রোমানা খাতুন বললেন,"আগে ডান পা ঢোকাও, জায়িনের বউ!মহিলার কথাটা ধমকের মতো শোনাল ইসরাতের নইকট। আরেকটু জোরে বললে

তার প্রাণপাখি এক্ষুণি তো উড়ে যেত। জায়িন হয়তো উপলব্ধি করতে পারল ইসরাতের ভয়টা, তাই রোমানা খাতুনের উদ্দেশ্যে বলল,”নানী, একটু ধীরে সুস্থে বলো, ও তোমার কথা শুনে ভয় পাচ্ছে, যা বলবে সামান্য মিষ্টিতা মিশিয়ে বলো! জায়িনের কথায় ভাবলেশহীন থাকলেন রোমানা খাতুন। তিনি নাতিদের হাত ছেড়ে দিয়ে একাই

অন্দরে চলে গেলেন। রোমানা খাতুন সোফায় বসতেই একে একে রান্নাঘর ছেড়ে ড্রয়িং রুমে হাজির হলেন খান বাড়ির সবাই। রোমানা খাতুনের বৌদলতে লিপি বেগমের ভাইয়েরা এখনো আলাদা হননি। লিপি বেগমেরা তিন বোন, তিন ভাই! বড় ভাই পরিবার সহ আমেরিকার বাসিন্দা, মেঝ ভাই একাই আমেরিকায় থাকেন, পরিবারকে

শীগ্রই নিজের কাছে নেওয়ার ইচ্ছে আছে। আর যে একজন দেশে সে এখানে থেকে বাড়ি আর জমির খেয়াল রাখছেন। মেঝ ভাইয়ের তিন ছেলে মেয়ে। বড় মেয়ে পলি, মেঝ মেয়ে তুলি আর ছোট ছেলে সার্থ! ছোট ভাইয়ের দু-ছেলে মেয়ে। বড় ছেলে মেহুল, ছোট মেয়ে মেঘলা! সবার সাথে কুশল বিনিময় শেষে নাস্তা দেওয়া হলো, নাস্তা খাওয়া

শেষে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো রুমে আরামের জন্য। লিপি বেগমের বড় ভাই, জায়িন, আরশ আর হেলাল সাহেবকে নিয়ে চলে গেলেন রোমানা খাতুনের জোর নির্দেশে আজকের বাজার করতে। জায়িনেরা বাজার শেষে ফিরার পরই খাবার খেতে বসলেন সবাই। বয়স্কার দু-পাশের চেয়ার জুড়ে বসে আছে আরশ আর জায়িন! গরুর মাংসের

বাটি আরশের দিকে ঠেলে দিয়ে শুধালেন,”বিয়ে শাদির কোনো ইচ্ছে আছে তোমার, বয়স তো অনেক হলো?

আরশ চোখ তুলে তাকাল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। কোনো কথা বলল না। রোমানা খাতুন নাতিকে আর না ঘাটিয়ে খাবার খাওয়ারত সবার দিকে তাকালেন। খাবার খাওয়া ইসরাতের কানে বোমলা হামলার

ন্যায় বিস্ফোরণ ঘটালেন,”আজকের রাতের রান্না জায়িনের বউ করবে!
জায়িন ভ্রু উচাল সামান্য। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল,
“মজা করছ তুমি?রোমানা খাতুন মাথা দোলালেন উপর-নিচ অতঃপর আবার ডায়ে-বায়ে! ঠিক বোঝা গেল না হ্যাঁ নাকি না বললেন। ভদ্রমহিলার মুখ ভঙ্গি দেখে ইসরাত যতটা ঠাহর করতে পারল, কোনো

মজা করেননি উনি, তাই আগেভাগে গণনা শুরু করল এই পুরো পরিবারে মানুষ কতজন, গণনা শেষে সংখ্যা দাঁড়াল নয়জন। ওরা আরো পাঁচজন, সবে মিলে হয় তেরো জন। মেয়েটার শুভ্র চেহারাটা ফ্যাকাশে বর্ণের হয়ে গেল নিমেষে! ভয়ার্ত চোখে সবার পানে চেয়ে ঢোক গিলল, এ কোথায় সে ফেসে গেছে! আল্লাহ আল্লাহ বলে এখান থেকে

বের হতে পারলেই শান্তি! হঠাৎ ভ্রু কুঞ্চিত করে সামনের কঠোর মুখ ভঙ্গি করে রাখা বয়স্কার দিকে দৃষ্টি জ্ঞাপন করল সে। তীক্ষ্ণ চোখে বুড়ির চেহারাটা অবলোকন করল, কোথায় অসুস্থ এই মহিলা, বয়স্কা তো তার থেকে দ্বিগুণ তরতাজা সুস্থ সবল মনে হচ্ছে। তাহলে মিথ্যে বলল কেন এরা! নাক ছিটকে বিড়বিড় করল,"মিথ্যুক মহিলা, আমাকে

এখানে চাল দিয়ে এনেছে কাজ করানোর জন্য!।সৌরভি গতকাল দুপুর থেকে না খাওয়া। নুসরাত সাধছে কখন থেকে খাবার খাওয়ার জন্য, কিন্তু কোনো প্রকার নড়চড় করছে না, বিছানায় মটকা মেরে শুয়ে আছে। নুসরাত ডাকল,"সৌরভি, এইইই সৌরভি!

উঁহু নড়ল না। নুসরাত গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। ভালোবেসে, আদর

মিশিয়ে ডাকতে চাইল ‘সৌরভি’, কিন্তু তা হলো না, বের হলো কর্কশ স্বরে,”এইই সৌরভি ওঠ!না উত্তর আসলো না অপাশ হতে। চোখ খুলে পর্যন্ত তাকাল না তার দিকে। নুসরাত কপালে দৃঢ় ভাঁজ ফেলে দেখল ঘুমের ভান ধরে পড়ে থাকা জেদি মেয়েটাকে। চোখের পাপড়ি নড়ছে তিরতির করে, সে চাইলেই একটানে মেয়েটাকে তুলে বসাতে

পরে, কিন্তু করল না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাবারের প্লেট নিয়ে পিছু ফিরতেই ঝড়ের গতিতে এসে একটানে বিছানা থেকে তুলে বসাল তাকে ইরহাম। হিসহিসিয়ে বলল,”চুপচাপ খাবার খাও!

সৌরভি চিৎকার করে ওঠল,

“আমাকে স্পর্শ করার সাহস পেলি কীভাবে তুই? তুই কে আমাকে খাবার খাওয়ার জন্য বলার? আমি

খাবার খাব না, শুনেছিস তুই?ইরহাম নিজের রাগ প্রকাশ করতে গিয়ে ও করল না। শুধাল,“কেন মরে যাবে তুমি না খেয়ে?

“হ্যাঁ মরে যাব, তোর মতো পিশাচের সাথে সংসার করার চেয়ে মরে যাওয়া বেশি উত্তম!

ইরহাম নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে। বলল,“পরে মরো এখন খাবার খাও।

নুসরাত হাতে প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে দু-জনের ঝগড়া আরাম করে দেখছে। ইরহাম আবারো গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”তুমি কী ভাবছে, খাবার না খেলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিব, ভাবনা পর্যন্ত স্থায়ী রাখো কথাটা, এজীবনে তোমাকে আমি তালাক দিব না।সৌরভি ক্ষোভে নাকের পাটা ফোলাল। দু-হাতের মুঠো শক্ত করে চেপে ধরল শাড়ী।

রাগে হিতাহিত জ্ঞান শুণ্য হয়ে চ্যাঁচাল,জানোয়ার আমার অভিশাপ লাগবে তোর গায়ে, তুই জীবনে ও সুখী হবি না, জাহান্নামে যাবি তুই..!

সৌরভির এত কথার বিপরীতে ইরহাম নির্লিপ্ত রইল, কোনো জবাব দিল না, এমনকি মুখে রাগের বহিঃপ্রকাশ ও ঘটল না। এতে সৌরভির রাগ আরো বাড়ল, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো তড়িৎ

গতিতে দৌড়াতে লাগল। ফলে রাগ আরো বাড়ল, দাঁতে দাঁত চেপে নিজের অপ্রতিরোধ্য রাগ সামলাত চাইল, পারল না, তাই সপাটে ইরহামের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। এতে ও রিয়েক্ট করল না ইরহাম, চুপচাপ খাবারের প্লেটের দিকে ইশারা করে বলল,”নাও, রাগ কমে গেলে খাবার খাও!এইটুকু কথা রাগে কেরোসিন ঢালার মতো কাজ

করল। সৌরভির মনে হলো, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে এই লম্পটটা। তাই না চাইতেও গলবিল বেয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসলো আরো কিছু গালি। জবান দিয়ে শব্দের সহিত ফুটল,"চরিত্রহীন একটা, পিশাচ তুই, জানোয়ার, কাপুরুষের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, তুই মরে যা, লম্পটের...

ইরহাম দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম গালিগুলো হজম করে নিতে চাইল, কোনোরকম হজম করতে পারলেও শেষেরগুলা পারল না। রক্তাভ বর্ণের চোখে তাকিয়ে হাত শূণ্যে তুলল সৌরভিকে বাজিয়ে একটা থাপ্পড় দেওয়ার জন্য তার পূর্বেই চোখ বন্ধ করে শব্দ করে কেঁদে ফেলল সৌরভি।দু-গাল থাপ্পড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চেপে ধরল খাঁমচে।

যখন উপলব্ধি হলো থাপ্পড় গালে পড়েনি, তখন ঝাপসা চোখ খুলে তাকাল সম্মুখে। ইরহাম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শূণ্যে তোলা হাত এখনো সেখানে আটকে। নিষ্প্রাণ চাহনিতে তাকে দেখছে, সৌরভি এইটুকুই দেখল, এরপর কী হলো! দূর্বলতায় শরীর থরথর করে কাঁপল তার, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসলো সেকেন্ডের ভেতর।

ভারসাম্য বজায় রাখতে শক্ত কিছু ধরার জন্য হাতাল, হাত গিয়ে ঠেকল খড়কুটোর ন্যায় কিছু একটায়। পা নিজের স্থান থেকে টলে গিয়ে সামনের দিকে উল্টে পড়ল। অবচেতন মনে অনুভব হলো ব্যথা পাবে সে, তাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে ব্যথার লেশমাত্র পেল না। সৈয়দ বাড়িতে ভোরের আলো ফোটার পর চোখ লেগেছিল ঝর্ণা

বেগমের। ঘন্টা তিনেক এর মতো ঘুমিয়েছিলেন, এরপর ঘুম থেকে উঠে আবারো আহাজারি করে কাঁদছেন। কপাল চাপড়ে কাঁদছেন, আর বলছেন এই ছেলেকে তিনি পেটে ধরেছেন! এই দিন দেখার আগে মরলেন না কেন তিনি! শোহেব সাহেব রকিং চেয়ারে আরাম করে বসে বই পড়ছেন। চোখে চিকন লেন্সের চশমা। স্ত্রীর কান্নায়

বই পড়ায় ব্যঘাত ঘটে, তাই বিছানায় বসে হাই হুতাশ করা স্ত্রীকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। নির্লিপ্ত কণ্ঠে শুধালেন,”নিজেকে দোষ দিচ্ছ কেন?

ঝর্ণা বেগম হু হু করে কেঁদে উঠলেন। বললেন,

“আমিই ওকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারিনি, এজন্য আজ ও এমন করেছে, সব দোষ আমার! আমার

জন্য সব হয়েছে।শোহেব সাহেব স্ত্রীকে মোটেও দোষ দিলেন না। বললেন,”ভেবে নাও ভাগ্যে ছিল এমন হওয়ার তাই হয়েছে, যাও কিছু খেয়ে নাও, নাহলে শরীর খারাপ হবে, গতকাল থেকে না খাওয়া তুমি।

খাবার টেবিলে রুহিনী গোমড়া মুখে খাবার সাজাচ্ছিলেন। রমরমে বাড়িটা নীরব হয়ে আছে আজ। আহান

চেয়ার টেনে বসল খাবার খাওয়ার জন্য, চেয়ার টানার শব্দটুকু এত জোরে হলো রুহিনী বেগম আঁতকে উঠলেন প্রায়।আহান দেখল বৌমাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন চাচ্চু। চোখে সরিয়ে খাবার টেবিলে এনে চুপচাপ প্লেট টেনে খাবার বেড়ে নিল নিজের প্লেটে। কানে আসলো ঝর্ণা বেগমের নাক টেনে কান্নার শব্দ। উনি খাবার মুখের সামনে নিয়ে ভ্যা

ভ্যা করে কাঁদছেন, আর বলছেন,” আমার বাচ্চাটা গতকাল থেকে না খাওয়া, সকালে খেয়েছে নাকি না কে জানে!

আহান বিড়বিড় করল,“গতকাল রাতে যতটা মার খেয়েছে ভাই, তাতে আগামী দু-দিন কিছু না খেলেও পেট ভরা থাকবে।

ঝর্ণা বেগম পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিলেন, আর হুহু করে কাঁদলেন।

আহান গালে হাত দিয়ে দেখল বৌমার নাকি কান্না। বুঝতে পারল তার ও চোখ জ্বালা করছে, চাচিকে কাঁদতে দেখে, তাই চোখের পলক ফেলে নিজের চোখের পানি লুকাতে চাইল, সাথে নিজের কাছে একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। মিনমিন করে আওড়াল,"আমি কোনোদিন আব্বু, আম্মু, বৌমা, চাচ্চুকে কষ্ট দিব না,

যাই হয়ে যাক না কেন! পড়াশোনা করে সবার মুখে হাসি ফোটাব।

ঝড়ের গতিতে এই খবরটা নুসরাতের কাছে পৌঁছাতে গেল সে। যখন নাছির মঞ্জিলে আহান পৌঁছাল তখন নুসরাতকে চিন্তিত ভঙ্গিতে পুরো করিডোরে পায়চারি করতে দেখল। তবুও তাকে দেখতেই নুসরাত ভ্রু উচিয়ে শুধাল,"কী বলবি

বল!“তুমি কীভাবে বুঝলে আমি কিছু বলতে চাই?

“‘কারণ আমি দ্যা ওয়ান এন্ড ওয়ানলি নুসরাত নাছির, মানুষের মুখ দেখে বুঝে যাই মানুষ কী উপলব্ধি করছে, বা কী বলতে চাইছে।আহান নুসরাতকে জানাল তার ভবিষ্যতের ভাবনাটুকু। নুসরাত কিৎকাল আহানের দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে থাকল। পরক্ষণে

পেট চেপে হেসে উঠল। একহাতে রেলিঙে থাপ্পড় মারতে মারতে বলল,”ছোটবেলা সেন্টি খেলে আমিও এমন গাজাখুরি চিন্তা ভাবনা করতাম, হুহু হিহি হা হা!ডাক্তার এসে দেখে গিয়েছে সৌরভিকে। চব্বিশ ঘন্টা যাবত অনাহারে থাকায় দূর্বল হয়ে পড়েছে, এজন্য মাথা ঘুরিয়ে ওভাবে পড়ে গেছিল তখন। হাতে স্যালাইন লাগানো তার,

ঘুমাচ্ছে চুপচাপ এখন। ইরহাম রকিং চেয়ারে বসে দুলছে, সাথে করে পরিলক্ষণ করছে ঘুমানো স্ত্রীকে। ঘড়ির কাটায় দুপুর তিনটা বাজায় পশ্চিমমূখী জানালা দিয়ে তীর্যক আলোক রশ্মি প্রবেশ করছে রুমের ভেতর, যা গিয়ে আবার সৌরভির মুখে পড়ছে। কী নিষ্পাপ চেহারাটা! গতকাল থেকে খিঁচানো কপালটা শরীর নরম হয়ে আসায়

মসৃণ হয়ে আছে। রাত থেকে খাবার না খাওয়ায় মুখটা মলিনতা ভীড়ে হারিয়ে গেছে। চোখের নিচে একরাতেই ডার্ক সার্কেলের আবরণ পড়েছে।নাজমিন বেগমের শরীর খারাপ করায় নাছির সাহেব আর নুসরাত তাকে নিয়ে ছুটেছে হসপিটালে, তাই বাড়িতে এখন একা তারা দু-জন।

ইরহাম পা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করছে খুবই ধীরে ধীরে। কপালে ভাঁজ ফেলে গভীর ভাবনায় ডুবে আছে সে। কীভাবে এই মেয়েকে ঠান্ডা করবে, কীভাবে শীতিল করবে মেয়েটার রাগটা! কোনো উপায় খুঁজে পেল না, তার মধ্যে শোনা গেল সৌরভির কঁকিয়ে ওঠার শব্দ। ইরহাম উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। গ্রীবা বাঁকিয়ে ঝুঁকে

আসতেই ফট করে চোখ খুলে তাকাল সৌরভি। চোখাচোখি হলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য, পরপর কানে আসলো সৌরভির তীক্ষ্ণ বুকে ক্ষোভ ফুটিয়ে তোলার মতো গা জ্বালানো শব্দ,"সুযোগ নিচ্ছো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার শরীর গিলছ? অবচেতন, অজ্ঞান, একটা মেয়ে এভাবে পড়ে থাকলে তোর মতো লম্পট সুযোগ নিবে না এটা

না ভাবাই তো বিলাসিতা।ইরহাম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ রুমের বাহিরে চলে গেল। ফিরে এলো হাতে ভাতের প্লেট নিয়ে। আকাশ তখন হলদেটে ভাব ধারণ করেছে। ইরহাম খাবারের প্লেট নিয়ে নাইটস্ট্যান্ডে রাখল, তাকাল দৃঢ় চোখে সৌরভির পানে। সৌরভি আবারো তার গা জ্বালানো কথা বলল,"তোর বিন্দুমাত্র

লজ্জা লাগে না, এত পাপের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকবি কীভাবে?

ইরহাম হজম করে নিল কথাগুলো, মুখ ফুটে টু শব্দটি করল না। শুধু বলল,“খাবার খাও!

“আমাকে আদেশ দেওয়ার কে তুই ফেরাউন, খাব না আমি, কী করবি?

ইরহাম নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলল,“ক্ষুধার তাড়নায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছো, তবুও

তেতো মুখের গা জ্বালানো কথার তেজ কমেনি।

“কমবে না, কী করবি তুই?

ইরহাম প্লেট হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে দিল সৌরভির দিকে। বলল,” কিছু করব না, খাবার খাও।

“খাব না এ বাড়ির খাবার আমি।

ইরহাম ধৈর্য ধরে হাতে থাকা প্লেট বাড়িয়ে রইল সামনে। বলল,” গালি দিতে হলে শক্তির দরকার হবে,

এভাবে তো তেজ কমে যাচ্ছে। নাও খাবার খেয়ে তেজ আরেকটু বাড়াও, পরে আবার পুরো তেজস্ত্রী স্বরে গালি দিবে।

সৌরভি ইরহামের এত শীতিলতা মেনে নিতে পারল না। তাই ক্ষোভের সাথে সামনে রাখা খাবারের প্লেট উল্টে ফেলে দিতে চাইল, তার পূর্বেই তা সরিয়ে নিল ইরহাম।

বলল,”উঁহু, ফেলে দেওয়ার জন্য আনিনি, খাওয়ার জন্য এনেছি।

সৌরভি চ্যাঁচাল,“খাব না আমি।

ইরহাম সৌরভির মতো চ্যাঁচায় না। দৃঢ় স্বরে বলে,

“খাবে তুমি।

সৌরভি কণ্ঠস্বর ক্ষোভে কাঁপল,

“খাব না বলিনি।

“ আমি বলেছি খাবার খাবে তুমি।

সৌরভি জেদ ধরল। কটমট করে বলল,

“খাবার খাব না...

বাকিটুকু বলতে পারল না, এক লোকমা ভাত ঠেলে তার মুখের ভেতর ঢুকে গেল। হা করে ফেলে দিতে চাইল ইরহাম ভাত মাখা হাতেই সৌরভির থুতনি চেপে ধরল। সৌরভি মুখে ভাত নিয়ে গর্জাল, আহত হরিণীর মতো। রাগে লাল

হওয়া মুখে তাকিয়ে থাকল নিষ্পলক, হেজেল বলয় যুক্ত চোখদুটিতে।আকাশে আজ পূর্ণ চাঁদ ফুটেছে। তালার মতো রুপালি চাঁদটা পুরো খান বাড়ির উঠোন জুড়ে আলো ছড়াচ্ছে। বাড়ির ভেতর হইচই ছেলে-মেয়েদের। গোল হয়ে আসর বসিয়েছে সবাই কিচেনে। গোল গোল চোখে তাকিয়ে রয়েছে হাতে সোনার পাতলা চুড়ি পরা

ইসরাতের হাতের দিকে। মেহুল আর মেঘলা জমজ, বয়স মাত্র চারের ঘরের। দু-জনেই চঞ্চল প্রকৃতির। জায়িন আর সার্থের দেখা নেই। তারা আজ বাজারে, রুমানা খাতুনের আদেশে জায়িনকে বাজারে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত রাখার ভার তার কাঁধে। সার্থ নিজের দাদিকে খুব ভালো করে চিনে, নিশ্চয়ই ওই জটিল মাথায় কোনো

প্যাচ চলছে, আর যার প্রয়োগ হবে ইসরাতের উপর।ইসরাত আড় চোখে তাকাল কিচেনের দিকে। সবাই গোল গোল চোখে তাকে অবলোকন করছে। বটির দিয়ে মাছ কাটতে গিয়ে হাত কাঁপল তার থরথর করে। পলি পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে চেয়ারের উপর। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ইসরাতের অপটু হাতে মাছ ধরার ভঙ্গি। ঠোঁটের কোণ উঁচু

হলো। দাদি যদি দেখে নাত বউয়ের হাত মাছ কাটায় এত অপটু তাহলে আজ নির্ঘাত এ মেয়ের অবস্থা খারাপ হবে।

তুলি চোরের মতো কয়েকবার আশপাশ দেখল, কোথাও আরশের দেখা মিলল না। মিনমিন স্বরে মেঘলাকে শুধাল,"এই মেঘলা আরশ ভাই কইরে?

মেঘলা নাক ফুলিয়ে বলল,“ছোট ভাইয়া ঘুম..!

তুলি আর দাঁড়াল না সেখানে, পা টিপে টিপে আলগোছে কিচেন হতে বের হয়ে গেল। ইসরাত তিন কেজি ওজনের মতো মাছটার মাথা কেটে বোলে রাখতেই ধুপধাপ পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন রুমানা খাতুন। শক্ত চোখে বোলের মধ্যে রাখা মাছের মাথার দিকে তাকিয়ে

শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন,”মা দেখি মাছ কাটাও শিখায়নি, এত মোটা মাথা ছেঁচে দিলে কীভাবে? এত বড় দামড়ি মেয়ে, দু-দিন পর দু-সন্তানের মা হবে, মাছ কাটা জানো না?

ইসরাত চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। রক্তে ভেজা হাত দুটো শক্ত করে গিলে নিল অপমান।

লিপি বেগম সবজি কাটছিলেন ইসরাত হতে দু-হাত দূরত্বে। মায়ের

কথার বিপরীতে উত্তর দিলেন,”আম্মা, আমি বিয়ে করিয়ে ছেলের জন্য মেয়ে নিয়ে এসেছি, ও কাজ করলেও আমার মেয়ে, না করলেও আমার মেয়ে। প্রথম হিসেবে ও ভালোই মাছ কেটেছে..লিপিকে এক হাত তুলে থামিয়ে দিলেন রুমানা খাতুন। বললেন,”ভাষণ ঝাড়তে তোমাকে বলিনি আমি, লিপি!

মায়ের ধমকে মুখ পাংশুটে হয়ে গেল। রুমানা খাতুন নিজের মেঝ বউয়ের দিকে তাকালেন, যে শিলে ফেলে পেঁয়াজ পিষছে। ওদিকে চোখ রেখেই ডাক দিলেন,"পুষ্পা।

পুষ্পা নিজের হাত থামিয়ে প্রশ্নাত্মক চাহনি নিক্ষেপ করলেন। রুমানা খাতুন বললেন,"আজ শিল নোড়া দিয়ে পেঁয়াজ পিষবে জায়িনের বউ, তুমি উঠে আসো মেঝ বউ।

ইসরাত আঁতকে উঠল। চোখাচোখি হলো পুষ্পার সাথে। মনে হলো মেঝ মামানি শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বলছেন,’হাড়ে হাড়ে টের পাবে এবার পেঁয়াজ পিষার মজা!’’লিপি বেগম মায়ের এমন কথা শোনে বললেন,

“আম্মা, জায়িন জানলে খুব খারাপ হবে কিন্তু, ইসরাত কখনো শিলে পিষেছে পেঁয়াজ।

রুমানা খাতুন নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, “কখনো পিষেনি বলে কী, আজ পিষবে না। যাও পেঁয়াজগুলো চুপচাপ পিষো!

ইসরাত ভয়ার্ত চোখে দেখল শাশুড়ী মাকে। এতো সাক্ষাৎ জম এসে দাঁড়িয়েছে তার সম্মুখে। হাত পা ছুঁড়ে কিচেনের টাইলসে শুয়ে পড়তে মন চাইল। বাচ্চাদের মতো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা

করল,”এ কোথায় আমি ফেঁসে গিয়েছি।”ইসরাত চুপচাপ নিজের ভেতরের আক্রোশ, ক্ষোভ, রাগ, বিরক্তি, গিলে নিল। পলি নামক মেয়েটার সাথে পলক মিলতেই বুঝে গেল, মেয়েটা হাসছে তাকে নিয়ে। তেরছা চোখে তাকিয়ে, ইসরাত নাক কুঁচকে চোখ সরিয়ে নিল। নোড়া নিজের হাতে তুলে নিয়ে ইচ্ছে করল সামনে দাঁড়ানো থমথমে মুখের ওই

বুড়ির গায়ে এইটা ফেলে দিতে, নিজের মনের ইচ্ছাকে তিরস্কার জানিয়ে আলগোছে নোড়া দিয়ে পিষল পেঁয়াজ। লিপি বেগম ভার মুখে দেখলেন মায়ের অত্যাচার। চেয়েও কিছু বলতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারছেন এখানে অসুস্থতার কথা বলে আনার কারণটা কী! ইসরাতকে দিয়ে আচ্চা মতো কাজ করিয়ে নিজের মনের আক্রোশ

কমানো, কেন যেন আগে বুঝলেন না তিনি এই বিষয়টা।পলির দিকে তাকাতেই দেখলেন চুপচাপ বসে আছে পায়ের উপর পা তুলে। লিপি বেগম নিজে বটি ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে পলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,”পলি বাকি সবজিগুলো তুমি বানিয়ে নাও। পলি শ্রদ্ধায় যেন লুটিয়ে পড়বে লিপি বেগমের পায়ে। চোখ মেঝের দিকে স্থির রেখে বলল,”জ্বি হ্যাঁ ফুপি!

ইসরাত শিল নোড়া দিয়ে পেঁয়াজ পিষে উঠতেই সিঙ্কে রাখা বাসনগুলো তাকে ধরিয়ে দিলেন। এমনকি রাতের রান্নাবান্না অর্ধেক করানো হলো তাকে দিয়ে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো ধরে আসলো তার। একে তো মাটির বাঁধানো চুলা, তার উপর আগুন হচ্ছে না। ফু দিতে দিতে জান হাতে চলে আসছে, তবুও চুপ রইল আর

কদিন এখানে থাকবে, দু-দিন পর-ই নিজ গৃহে চলে যাবে তারা।ঘড়ির কাটায় তখন সাতটা চল্লিশ মিনিট। দূর দূরান্তের মসজিদে আজান দিচ্ছেন ইমামেরা মধুর সুরে। বাহির থেকে ঝি ঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে, সাথে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করে অনবরত ডাক। মাঝে সাঝে বাড়ির পেছনের পুকুরের আশপাশে গড়ে ওঠা সবজুরে সমাহার জঙ্গল

থেকে শিয়ালের হুক্কাহুয়া করে ডাক শোনা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল হওয়ায় একবার কারেন্ট আসছে তো একবার যাচ্ছে। কারেন্ট চলে গেলে আই-পি-এস এর জন্য ফ্যান, লাইট জ্বলছে। তুলি চুপচাপ সামনে বসা বড় ভাইয়ের বউকে দেখল। হাত দুটো রক্তজবার ন্যায় টকটকে লাল, অপটু হাতে বড় মাছটা কাটতে গিয়ে হাত সরে যাচ্ছে বারংবার, তবুও

মাথাটা কাটার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভ্যাপসা গরমে নাকের ডগায় ঘাম জমাট বেঁধেছে, তার সাথে উঁচু নাকটা জ্বলজ্বল করছে। তুলি আর বসল না, টিপটিপ করে পা বাড়াল তৃতীয় তলার দ্বিতীয় রুমে।যেখানে ঠাঁই মিলেছে আরশ ভাইয়ের। ভয়ার্ত চোখে একবার দেখল কেউ তাকে দেখছে নাকি, যখন দেখল কেউ দেখছে না, তখন স্বঃস্থির নিঃশ্বাস

ফেলে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। দ্বিতীয় তলা থেকে যখন তৃতীয় তলার করিডোরে পা রাখল তখন আটকে রাখা শ্বাস যেন আরেকটু আটকে গেল। খুব ধীরে শ্বাস ফেলল, পাছে যদি আবার কেউ শ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনে জেগে যায়। নীরবে নিভৃতে যতটা রুমের দিকে পা আগাল বুকের ধড়ফড় বৃদ্ধি পেল, পায়ের হাঁটু ভেঙে আসলো, তলপেটে

আনন্দে প্রজাপতি উড়ছে এমন অনুভুতি হলো।দরজার সামনে গিয়ে তুলি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ায়, আবারো তাকিয়ে দেখে কেউ দেখছে নাকি তাকে! নিজেকে স্বাভাবিক রেখে দরজা ঠেলে দিতেই হীম করে দেওয়া এসির বাতাস এসে ছুঁয়ে দেয় তার গা। নাসারন্ধ্রে কোষে কোষে পৌঁছে যায় পুরুষালি শরীরের তীব্র কুস্তুরীর ঘ্রাণ। তুলি চোখ বুজে

নিয়ে নিজের ভেতরে বয়ে চলা তীব্র আন্দোলন থামায়। অন্ধকারে আলো সয়ে আসতেই কিং সাইজের বেডের দিকে তাকিয়ে হাপড়ের ন্যায় শ্বাস ফেলে। ধীরে ধীরে রুমের ভেতর ঢোকে দরজার ছিটকিনি লাগাতে চায়, পর মুহুর্তে আবারো কী ভেবে তা ছেড়ে দেয় ওমন করেই! গলার কাছে আটকানো শ্বাস আরেকটু হয়তো আটকে পড়ে সামনে

এলোমেলো শোয়ারত লোকটাকে দেখে। পরণে ফিনফিনে জারার ফতুয়া আটসাট হয়ে লেগে থাকায় পিঠ দেখা যাচ্ছে কম আলোতেও। ঘাড় সমান চুলগুলো এবড়ো-থেবড়ো হয়ে পড়ে আছে কপাল জুড়ে। তুলি এক পা আগায়, আবার দু-পা পিছিয়ে যায়।যদি কেউ দেখে ফেলে সেই ভয়ে, কিন্তু নিজের ভেতরের বয়ে চলা আন্দোলন থামাতে পিছানো

দু-পা আবারো বাড়িয়ে দেয়। নিজের শঙ্কা বাতাসে উড়িয়ে দেয়, যা হবে দেখা যাবে,সে শুধু এখনকার কথা ভাববে ভেবে। ভাবনায় স্থির থেকে ভয়হীন পা জোড়া গিয়ে থামে আরশের খাটের পাশে। নিচের দিকে বুক দিয়ে শোয়া পুরুষালি বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক সে। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে চায় আরশের গাল, নাক, ঠোঁট হাত

সরিয়ে নেয়,মাথা ঝেড়ে আজগুবি খেয়াল গুলো ঝেড়ে ফেলে। চুপচাপ দেখতে থাকে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রঃশ্বাস নেওয়া তার স্বপ্নের পুরুষটাকে। নির্জীব চোখে তাকিয়ে রয়, কাল, বিলম্ব, স্থান ভুলে। একটা মানুষ কীভাবে এত আকর্ষণীয় হতে পারে ভাবনায় ডুবে যায় সে।আরশ নড়েচড়ে উঠে পাশ ফিরে। পায়ের কাছে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে

কম্ফোটার। গায়ের শার্ট শুধু পরিবর্তন করেছে, কালো রঙের ট্রাউজারটা এখনো শরীরে লেপ্টে। তুলি ভয়ার্ত চোখে আরশের মুখ দেখে , যখন দেখে এখন ঘুমে কাতর তখন আবার হাত বাড়ায় গলার কাছে থাকা তিল এর দিকে, পরপর আবার হাত গুটিয়ে নেয়, হঠাৎ কানে আসে মৃদু আওয়াজে আওড়ানো আরশের গাঢ়

স্বর,”নুসরাত নাছির মাই বেবিগার্ল কাম উইদ মি.....

তুলির কপালে ভাঁজ পড়ল, নুসরাত নাছিরটা আবার কে! মনে করল হয়তো এমনি ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছে তাই আর ঘাটাল না। আকস্মিক তুলির চোখ দুটো স্থির হলো অ্যাডামস অ্যাপল এর দিকে, এবার আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। তর্জনী আঙুল বাড়িয়ে

অ্যাডামস অ্যাপল ছুঁয়ে দিতে চাইল, ছুয়ে দিল ও, তারপর ঘটল বিপত্তি,তার হালকা স্পর্শে জেগে উঠেছে আরশ, তাকিয়ে আছে তার দিকে নিষ্প্রাণ চোখে। কালো বলয়ের চোখগুলো দিয়ে গণে গণে দু-সেকেন্ড দেখল তুলিকে এরপর বিতৃষ্ণা নিয়ে আওড়াল,"গেট আউট! তুলি গেল না, হা করে তাকিয়ে রইল বিছানায় নিজের সম্মুখে থাকা

শয়নরত লোকটার দিকে। আরশ কণ্ঠস্বর আরেকটু চাপা করে গর্জে উঠল,”বের হও রুম থেকে।

তুলি অত্যাধিক সাহস দেখিয়ে বলে ওঠল,

“বের না হলে কী করবেন আরশ ভাই?

আরশ উঠে বসে চুল টানল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। মাথা যন্ত্রণায় মাথা দপদপ করছে। তুলির কথা শোনে

কপাল থেকে এক হাত সরিয়ে, ক্ষুব্ধ স্বরে বলল,“একটা থাপ্পড় মাটিতে পড়বে না। মেয়ে মানুষের গায়ে আমি হাত তুলি না, তোমার গায়ে হাত তুলতে আমায় বাধ্য করো না। নাও আউট, আই সে গেট আউট..! তুলি ডরভয়হীন চোখে তাকিয়ে রইল আরশের দিকে। আরশের ধৈর্য ধরে খিঁচানো মেজাজটা ঠিক করা আর হলো না এই মেয়ের ছ্যাবলার

মতো চাহনি নিজের উপর দেখে। বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠল,”বের হো আমার রুম থেকে বেয়াদব, থাপড়ে গাল ফাটিয়ে ফেলব। আমার সামনে যেন তোকে না দেখি, আউট..! বলেছি না যেতে, গেট আউট!

তুলি নড়ল না, কেমন করে তাকিয়ে রইল। আরশ ঢোক গিলে দাঁতে দাঁত চাপল। ঠোঁট দুটো কুঁচকাল, সাথে কুঁচকাল কপাল। অগ্নি মানবের ন্যায়

জ্বলে ওঠে বিছানা থেকে নামল। ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে রুমাল বের করে তুলির হাত রুমাল দিয়ে চেপে ধরল। একটানে বসা থেকে তুলে টেনে হিঁচড়ে বের করল রুম থেকে।তুলি ঘো ধরে বসে থাকার পণ করেছিল সেখানে, কিন্তু আরশের একটানেই সে কুপোকাত হয়ে গেল। যখন রুমের বাহিরে বের করে দিয়ে পুরো বাড়ির ইট-পাথর

কাঁপিয়ে দরজা মুখের উপর দিল, তখন গিয়ে নিজের অবস্থান ঠাহর হলো তুলির। মাথা নিচু করে নিচের দিকে তাকাতেই দেখল, অনিহা নিয়ে ফেলে দেওয়া তাকে যে রুমাল দিয়ে ধরা স্পর্শ করেছে সেটা। ঝুঁকে রুমাল স্পর্শ করতেই কান্না পেল , একহাতে রুমাল চেপে ধরল হাতের মুঠিতে, অতঃপর ছলছল চোখে চেয়ে রইল বন্ধ দরজার দিকে। নিজের

কান্না লুকিয়ে, মুঠিতে থাকা রুমাল বুকে চেপে ধরল, দৌড় দিল দো-তলার দিকে। তাড়াহুড়ো করে চোখের পানি মুছে নিয়ে নিজের রুমের ভেতর প্রবেশ করতে গিয়ে খেয়াল করল না নিচতলার ড্রয়িং রুমে দাঁড়িয়ে তাকে তীক্ষ্ণ চোখে অবলোকন করছেন রুমানা খাতুন। ইসরাত নিজের কপাল মুছল ওড়না দিয়ে। টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে

খাবার। এতক্ষণ যাবত মাটির চুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় মাথা ভনভন করছে। গরমে মুখ লাল হয়ে আছে, মাথা ব্যথায় দপদপ করছে মস্তিষ্ক, সাথে চোখে অন্ধকার দেখছে। শব্দ করে শ্বাস ফেলে কিচেন থেকে বের হতেই ড্রয়িং রুমে বসে থাকা রুমানা খাতুনের সাথে দেখা হলো। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধালেন,”কাজ শেষ?

ইসরাত উপর নিচ মাথা দোলাল। আগুনের সামনে শুধু সে দাঁড়িয়ে থেকে চুলোয় ফু দিয়েছে, বাকি সব কাজ একা হাতে সামলেছেন লিপি বেগম, এইটুকু কাজ করেও মাথা ঘোরাচ্ছে তার মনে হলো। চুপচাপ নিজের জন্য বরাদ্দকৃত রুমের দিকে পা বাড়াতেই রুমানা খাতুন বললেন,"আমার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, বিছানার উপর সুঁতি

কাপড় রাখা আছে ওইটা পরে নিও। ইসরাত এককাল বিলম্ব না করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল রুমানা খাতুনের রুমে। বিছানার উপর ভালো করে দেখতেই মাথায় বজ্রপাত হলো, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসলো,”শাড়ী!

তেতো মুখে শাড়ীর দিকে তাকিয়ে হাতে তুলে নিল, চুপচাপ গোসল সেরে সুঁতি শাড়ী গায়ে জড়াল। কুচি

ঠিকঠাক হলো না, তাই দুমড়ে মুচড়ে গুজে নিল পেটের কাছে। মাথা ভালো করে মুছে নিয়ে তোয়ালি মেলে দিল বাহিরে, নাক সুরসুর করল, ইসরাতের বুঝতে বিলম্ব হলো না সর্দি হতে দেরি নেই, খুব শীগগির নাক মুছতে মুছতে সে কাহিল হয়ে পড়বে।

ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যেতেই রুমানা খাতুনের দৃষ্টির কবলে

আবারো পড়ল। দেখে তাকে বিড়বিড় করছেন কিছু একটা।ঘড়ির কাটায় এগারোটা আটচল্লিশ মিনিট। খাবার টেবিলে বসলেন রুমানা খাতুন, জায়িন, হেলাল সাহেব, লিপি বেগম, সার্থ, মেঘলা, মেহুল, পলি আর সাথে আরশের ছোট মামা আতিক। আরশ আর তুলি আজ খাবে না, দু-জনের নাকি মাথা ব্যথা।

ভাত খাওয়া শুরু করতে যাবেন আজকের রাতের ভেতর পঞ্চমবারের মতো কারেন্ট নিয়ে নিল। ইসরাত এসে জায়িনের পাশে দাঁড়াতেই জায়িন নিজের বাঁ-পাশের চেয়ার টেনে ইশারায় বোঝাল বসার জন্য। ইসরাত বসল না, আড়চোখে তাকাল রুমানা খাতুনের দিকে। রুমানা খাতুন ইশারা বলছেন, না বসার জন্য। জায়িন ইসরাতের হাতে

ধাক্কা দিয়ে বলল,”বসুন!ইসরাত বসল না, আবারো আড় চোখে দেখল বয়স্কাকে। বয়স্কার চোখ কঠোর। জায়িন ইসরাতের দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল, নানিকে ইশারায় ইসরাতকে বসতে না বলতে দেখে বুঝে নিল সবটুকু। একটানে নিজের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলল,”বসুন, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে।

রুমানা খাতুন অসন্তোষ নাতির প্রতি প্রকাশ করলেন চোখে, মুখ ফুটে কিছু বললেন না। খাবার খাওয়া শুরুর পূর্বেই বললেন,”কতদিন থাকবে তোমরা?

হেলাল সাহেব বললেন,

“পরশু চলে যাব।

রুমানা খাতুন কঠোর স্বরে বললেন,

“পরশু টরশু বাদ, আগামী মাসে যাবেন আপনারা।হেলাল সাহেব

শাশুড়ী কথায় দ্বিমত পোষণ করলেন না। মাথা দুলিয়ে বোঝালেন ঠিক আছে। ইসরাত গায়ের সব ভার ছেড়ে দিল চেয়ারের উপর। লাশের মতো, অনুভূতি হীন চোখে চেয়ে রইল বড় মায়ের দিকে। ঠোঁট টেনে কান্না আটকাল, লিপি বেগম নিজেও বিমর্ষ মুখে তাকিয়ে আছেন ইসরাতের দিকে। চোখ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, আমার কিছু করার নেই

মা। সহ্য করে নে কষ্ট করে, আমি আছি তো সাথে।এরপরের দিন ইসরাতের উপর একইধারায় কাজ করানো চলল। জায়িন যখনই তাকে বাড়ি ফাটিয়ে ডাকল তখনই শুনল কাজ করছে। দুপুর দুটোর দিকে রেগেমেগে বের হলো রুম থেকে। বেড়াতে এসে এত কীসের কাজ মেয়েটার! এমনিতেই মাথা গরম ছিল তার উপর মেঝ মামানির

চিৎকার শুনে মেজাজ আরো খারাপ হলো। যখন কিচেনে গিয়ে উপস্থিত হলো দেখল ইসরাত আর মেঝ মামানির তর্ক-বিতর্ক চলছে। ইসরাতের মুখ দেখেই ধারণা করল ভীষণ রেগে আছে, সাথে তীক্ষ্ণ গলায় চ্যাঁচাচ্ছে,"একদম আমার মায়ের দিকে আঙুল তুলবেন না।

পুষ্পা দ্বিগুণ জোরে চ্যাঁচিয়ে বললেন,"একশো বার তুলব, মা-

মেয়ে মিলে আমার ননাস আর ননাসের ছেলেকে জাদু করে বিয়ে করেছো তা আমরা বুঝি না মনে করো। বেশ্যা মেয়ে...

ইসরাত চোখ মুখ কুঁচকে বলল,

“যে নিজেকে যা মনে করে, অন্যকে ও তার কাছে তেমন লাগে।

ইসরাত কথা শেষ করতে পারল না পুষ্পা হাত শূণ্যে তুলে ফেললেন পাঁচ ইঞ্চি লম্বা জবান যুক্ত মেয়েটাকে

কষিয়ে একটা থাপ্পড় মারার জন্য, তা আর পারলেন কই, শক্ত হাতের পিষ্টনে শূণ্যে তোলা হাত ওমনই রইল। আক্রোশ নিয়ে পেছনে ফিরতেই, মুখের ভাব ভঙ্গি বদলে গেল। ক্ষোভ সরে গিয়ে ভর করল মেকি নমনীয়তা। বললেন,"বাবা জায়িন, তুমি এখানে...

কথা শেষ করার আগেই জায়িন চিৎকার করে ডাকল নানিকে।

রুমানা খাতুন জোহরের নামাজ শেষ করে মাত্র উঠেছিলেন নাতির গর্জনে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসলেন কিচেনে। চোখে আতঙ্কিত ভাব নিয়ে শুধালেন,’’কী হয়েছে?

জায়িন বজ্র কণ্ঠে বলে ওঠে,,”এটা আমার বউ, কোনো বেশ্যা না, তোমার ছেলের বউ কোন সাহসে আমার বউকে বেশ্যা বলল। ওদের সবাইকে ভালো করে দেখে নিতে

বলো, ও আমার ওয়াইফ, জায়িন হেলালের ওয়াইফ, রাস্তা থেকে উঠে আসা কেউ না! এখানে আমার বউ এসেছে আমার সাথে বেড়াতে, তোমাদের চাকরানিগিরি করতে না, নিজেদের রেখার পরিধি টেনে নাও সময় থাকতে, নাহলে পস্তাতে হবে অনেক। আমার বউকে দ্বিতীয়বার যদি কেউ ছোট করে কথা বলে, তাহলে এবাড়িতে আমি আর এক

মিনিট থাকব না। এক্ষুণি ক্ষমা চাইতে বলো তোমার ছেলের বউকে।

রুমানা খাতুন পুষ্পার দিকে তাকালেন অসন্তুষ্ট মুখে। পুষ্পা কৃত্রিম কান্নায় ভেঙে পড়লেন আম্মা বলে। নাতিকে সামলানোর জন্য পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে নিলেই, ইসরাতকে বাহু বন্ধনীতে আটকে সরে গেল সে। তবুও রুমানা খাতুন

চোখ মুখ স্বাভাবিক রেখে শান্ত স্বরে বললেন,”বড় মানুষ ভুল করলে ক্ষমা করে দিতে হয়, এভাবে ছোট মানুষের কাছে ক্ষমা চাইবে, মা ভেবে ভুলে যাক।ইসরাত কিছু বলল না। সে এই মহিলাকে জীবনেও ক্ষমা করবে না। কত বড় সাহস তাকে কী জঘন্য গালি দিয়েছে। জায়িন রুমানা খাতুনকে বলল,”হয় তোমার ছেলের বউ ক্ষমা চাইবে, নয়

আমি আমার বউ নিয়ে আজ, এই মুহুর্তে এই বাড়ি পরিত্যাগ করব।

জায়িনের সূক্ষ্ম হুমকিতে রুমানা খাতুন একটু টললেন। পুত্রবধুর পানে চেয়ে চোখাচোখি করে নিয়ে কিছু একটা আস্বস্থ করলেন। পুষ্পের চোখ-মুখে আক্রোশ দপদপিয়ে ফুটে উঠল। তবুও শাশুড়ীর কথা রাখতে ক্ষমা চাইলেন, বললেন,"আমি ও তো তোমার মায়ের মতো মা,

তোমার মা এমন বললে তুমি ক্ষমা করে দিতে না, আমাকে ক্ষমা করে দিও!

ইসরাত টু শব্দটি করল না। পুষ্প ইসরাতের বাহুতে স্পর্শ করতে নিবে সে গা সরিয়ে নিল। বিতৃষ্ণার সহিত মুখ ফুটে বেরিয়ে এল,"আমার মা আপনার মতো এত নিচ না যে আমাকে বেশ্যা বলবে।

সকলের মুখ থমথমে হয়ে গেল। পুষ্প বললেন,“দেখলেন আম্মা, দেখলেন কী বলল!

লিপি বেগম কপালে ভাঁজ ফেলে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলেন। নাক ফুলিয়ে যেতে যেতে স্পষ্ট করে আওড়ালেন,”আমি ইসরাতের কথায় কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছি না ভাবি, ও ঠিকই বলেছে।

কিচেনে খান বাড়ির সবাইকে থমথমে মুখাভাব রেখে প্রস্থান করলেন লিপি বেগম, ইসরাত ও জায়িন। ফিরে তাকাল না দ্বিতীয় বার কেউই ওদিকে।শিশির ফোটা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে পাতা হতে। আকাশে তখন সূর্যের লালাভ ভাব বিদৃস্ত। বাদুরের মতো সোফার উপর দিয়ে মন মরা হয়ে শুয়ে থাকা নুসরাতের মোবাইলটা কর্কশ

আওয়াজে চ্যাঁচিয়ে উঠতেই, খিঁচানো মেজাজ গালি বের হলো মুখ দিয়ে,”কোন মাদারবোর্ড এই গান দিছে কলটোনে, যত্তসব অশ্লীল পোলাপাইন!

উঠে বসল অলস ভঙ্গিতে সোফায় সোজা হয়ে। মোবাইল হাতে নিয়ে ভাবল কল ধরবে না, তারপর আবার কীভেবে কল ধরে ফেলল। কানে লাগাতেই ইসরাতের কাঁন্না

মিশ্রিত কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াল নুসরাতের কানে,”নুসরাত, ওরা আমাকে গতকাল থেকে খেতে দেয়নি, এমনকি আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে কখন থেকে।ইসরাত বাকিটুকু পূরণ করতে পারল না, নুসরাত ফট করে ফোন রেখে দিল। পরমুহূর্তের ঘটনা ঘটল খুব দ্রুত। বাসি মুখে নাছির সাহেব নিজেকে পেলেন বাইকের পেছনে বসা

অবস্থায়। সামনে নুসরাত বসা, গায়ে হুডি জড়িয়েছে, বাড়ি থেকে বের হতে হতে দু-মিনিটে। নাছির সাহেবের পেছনে আবার আহান বসা, কোথা থেকে বাঁদরটা এসে টপকেছে লাস্ট মুহুর্তে। বাইকের স্প্রিড বাড়িয়ে দিল নুসরাত আরেকটু। নাছির সাহেব বুঝলেন না সকাল সকাল এই মেয়ে কোথায় তাকে নিয়ে ছুটছে। বাড়িতে পরা

লুঙ্গি বাতাসে উড়ছে। আহান পানি পোকার মতো আকড়ে ধরে আছে তাকে পেছন হতে। নুসরাতকে শুধালেন,”কোথায় যাচ্ছি আমরা, এই সাতসকালে?

নুসরাতের স্বাভাবিক স্বর,“ইসরাতের নানী শাশুড়ীর বাড়ি।

নাছির সাহেব নিজেকে একবার দেখলেন একবার মেয়েকে।আঁতকে

উঠে বললেন,” আম্মা আমাকে নামাও,আমি এভাবে যাব না।

“কেন যাবে না?

নুসরাত তিরিক্ষি মেজাজ শুধাল। নাছির সাহেব চূড়ান্ত পর্যায়ে বিরক্ত মেয়ের প্রতি। তেরছা স্বরে বললেন,”লজ্জার আত্মীয়..!

নুসরাত বিড়বিড় করল,

“মাদারচুদির আত্মীয়, চুথিয়ামি করে আমার বোনের সাথে, সবগুলারে

পানিতে চুবিয়ে মারব।সাতটা চল্লিশ মিনিটে খান বাড়ির লোহার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছাল তারা, ততক্ষণে নাছির সাহেবের কানে কথাটা তুলে দিয়েছে নুসরাত ইসরাতকে খাবার খেতে দিচ্ছে না সবাই, তাই মেয়েকে খাওয়ানোর জন্য আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে আপেল, আঙুর, মাল্টা, নাসপাতি নিয়ে এসেছেন সবাই

মিলে। হাত ভর্তি সেসব খাবারের পলিথিন। খান বাড়ির লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নুসরাত অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিল মনে মনে, আব্বা সাথে না থাকলে নিশ্চয়ই সে গলা ফাটিয়ে গালি দিত। তারপর রাস্তা থেকে পাথর তুলে ছুঁড়ে মারল দালানে, লোহার গেটে। চিৎকার করল,"এই গেট খুলেন... দু সেকেন্ড লেট করে বালের গেট খুললে লাথি

মেরে ভেঙে ফেলব।নুসরাতের চ্যাঁচানোর আওয়াজ প্রতিধ্বনি হলো খান বাড়ির অভ্যন্তরে। সকাল সকাল এমন হেঁড়ে গলায় কে চিৎকার করছে সেটা দেখতে চোখে চশমা পরে এগিয়ে আসলেন রুমানা খাতুন। যতক্ষণে বাড়ির বড় সদর দরজায় পৌঁছালেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে বটে। দেখলেন একটা মেয়ে গেট বেয়ে উপরের দিকে উঠে

আসছে, তারপর ধপাস করে নিচে পড়ে গেল। চোখ কুঞ্চন করে নিলেন মেয়েটার মাটিতে পড়া দেখে, কানে ভেসে আসলো,ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে ওঠার শব্দ, তারপর এমন ভাবে লাফিয়ে উঠে গেট টেনে খুলে দিল মেয়েটা যেন ব্যথাই পায়নি।

গেট খুলে যেতেই কাচা পাকা দাড়ি নিয়ে দাঁড়ানো নাছির সাহেবের মুখ দেখলেন। প্রথমে চিনলেন না, ধীরে

ধীরে যত সম্মুখে পা বাড়ালেন রুমানা খাতুন, তত মুখটা চেনা পরিচিত হয়ে উঠল।। বিস্ময় চোখে তাকিয়ে বললেন,”নাছির আব্বা? নাছির সাহেব নিজের পরণের লুঙ্গি সামলে হাসলেন। কী অদ্ভুত ভাবে চলে এসেছেন এই মেয়ের চক্করে পড়ে। সালাম ঠুকলেন,”আসসালামু আলাইকুম মায়োই মা।

নাছির সাহেবের সালামের জবাব দিয়ে বললেন,

“এ কেমন বেয়াদবি আচরণ, সাত-সকালে এমন ডাকাতের মতো হামলা করেছ কেন এ বাড়িতে? এটা তো কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি তাই না?

নাছির সাহেব মাথা দোলাবেন সঃবেগে নুসরাত বাধা সৃষ্টি করল। বলল,”দেখে তো মনে হচ্ছে না এটা

কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি। তাছাড়া আমি আর আমার বাপ যেখানেই যাই, সেখানেই এমন ডাকাতের মতো হামলা করি। এনি প্রবলেম?

রুমানা খাতুন চিরবির করে উঠলেন। বললেন,“অবশ্যই সমস্যা, কোনো ভদ্র ঘরের মেয়েরা এমন সাত-সকালে গুন্ডাদের মতো এসে কারোর বাড়ির সদর গেটে হামলা করে না।

নুসরাত নির্লিপ্ত। নির্বিকার চিত্তে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,

“তো আমি কখন বললাম আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, আপনিই তো কখন থেকে বলছেন ভদ্রঘরের মেয়ে ভদ্রঘরের মেয়ে। যাই হোক, আমি বয়স্ক মহিলাদের সাথে কথা বলিনি, ইসরাত কোথায়?

নাছির সাহেব মেয়ের ঝগড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছেন, কোনো কথা

বলতে গেলেই না ভদ্রমহিলা মুখ দিয়ে একদম ঝাঁঝিয়ে ফেলেন সেই ভয়ে ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছেন। নুসরাত প্রশ্নে নাছির সাহেব তাকালেন রুমানা খাতুনের দিকে। ভদ্রমহিলা নিষ্প্রভ কণ্ঠে জানালেন,"আছে কোথাও একটা, আপনারা এখন আসতে পারেন। আতিক গেট বন্ধ করে দাও।অপমানে থমথমে হয়ে গেল নাছির সাহেব আর আহানের

চেহারা। নুসরাত না শোনার মতো রুমানা খাতুনের কথাটা হুহু করে হেসে উড়িয়ে দিল। বলল,”এই ভদ্র ঘরের কায়দা, চ্যাহ, মানুষকে আপ্পায়ন না করে এভাবে ফিরিয়ে দেন আপনারা! আমাদের বাড়িতে আসবেন, একদম হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিব কীভাবে আত্মীয়তা করতে হয়।

রুমানা খাতুন কিছু বলতে যাবেন নুসরাত দু-পা আগাল। হাতের মধ্যে ধরে রাখা পলিথিন হতে আপেল বের করে বড় করে একটা কামড় বসাল। এমনভাবে পা বাড়াল খান বাড়ির দিকে যেন এ বাড়ি তার, সে কোনো এখানের আত্মীয় না। রুমানা খাতুনের না শোনার মতো বিড়বিড় করল,"যত্তসব সাউয়ার জাতের কথা.... কিন্তু ওইটুকু কথা শুনে

ফেললেন রুমানা খাতুন, কঠোর মুখে নাছির সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,”মেয়েকে আদব শিখাওনি, এ কী বেয়াদব মেয়ে, ভদ্রতা বলতে তো কিছুই নেই ভেতরে।নুসরাত হাতে আপেলের পলিথিন নিয়ে ফিরে আসলো। আহান আর নাছির সাহেবকে বগলদাবা করে নিয়ে যেতে যেতে বলল,”আপনি যে ছিলেন না, তাই কেউ আদব

শিখায়নি, এখন আমি আপনার কাছে নিজে এসে গেছি, মাস খানিক থাকব, একদম অক্ষরে অক্ষরে, রগে রগে ঢুকিয়ে দিয়েন ভদ্রতা, নম্রতা, আদব কায়দা।

নুসরাত এক পা দু-পা করে এগোলো সামনে। নাছির সাহেব আর আহান তখন আটকে পড়েছেন ড্রয়িং রুমে লিপি বেগমের সম্মুখে, তাই কথা বলছেন। ইসরাত বলেছিল

সে তিন তলার ছোটো ড্রয়িং রুমে আছে, তাই নুসরাত দো-তলায় না থেমে একেবারে তৃতীয় তলায় চলে গেল। করিডোরে কোনো প্রকার আলো জ্বালানো হয়নি, এমনকি থাইগ্লাস গুলো খোলা হয়নি বলে চারপাশ ডুবে আছে অন্ধকারে। নুসরাত হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল। শ্বাস ভারী হয়ে আসলো কোনো কারণ ছাড়াই, বুক ভার হলো, চোখ

দুটো খোলা রাখতে চাইল, অবসন্নতায় লেগে আসলো পাতা দুটো। ঠোঁট কেঁপে উঠল তিরতির করে,হাত থেকে খসে পড়ল আপেলের পলিথিনটা, বাতাসের গতিতে গড়িয়ে পড়ল চারিপাশে আপেল। রেলিঙ চেপে নিজকে একজায়গায় ধরে রাখতে চাইল, টলে গেল দু-পা পেছনে। মনে হলো এই বুঝি পড়ে যাবে তৃতীয় তলার

করিডোর থেকে, কিন্তু পড়ল না, নিজেকে কষ্টে সামলাল। মেঝেতে উল্টে পড়ার আগে ঝাপসা চোখে দেখল স্লিপার পড়া এক জোড়া পা এগিয়ে আসছে তার দিকে, তাড়াহুড়ো করে নয়, খুবই ধীর স্থির ভঙ্গিতে, নুসরাত ঢলে পড়ল, যতটুকু ব্যথা পাবে ভাবছিল ততটুকু পেল না, সহনীয় ব্যথা পেল, আরাম করে শক্ত জায়গাটায় মাথা চেপে ধরে

অবচেতন মনে ডাকল,”আরশ ভাই..!

সারা শব্দ পাওয়া গেল না। ভারী শ্বাস ফেলার শব্দ আসলো শুধু। শ্রবণেন্দ্রিয় বেয়ে বয়ে বেড়াল,”লং টাইম নো সি বেইবিগার্ল...গড়গড় করে একধারে কিছু একটার শব্দ হচ্ছে। কীসের শব্দ এটা ভেবেই কপাল সামান্য কুঞ্চন সৃষ্টি হলো। চোখ কুঁচকে ভাবনার অতলে হারিয়ে

গেল বিছানায় অর্ধজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটা। চোখ-মুখে অগাধ বিরক্তি। নাকে আবারো শক্তপোক্ত কুস্তুরীর ঘ্রাণ এসে লাগছে। এত প্রকট ঘ্রাণটা সে বালিশে নিজের মুখ চেপে ধরে লুকাল। না তবুও লাগছে, অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড়াল,"দূরে সরুন আরশ ভাই, নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট বিড়বিড় টুকু বোঝা গেল না, বালিশের নিচেই চাপা পড়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড এমন গড়াগড়ির ভেতর কাটল মেয়েটার। সময় নিয়ে চোখ খুলতেই দেখল উবু হয়ে শুয়ে আছে সে। চোখ বেডের দিকে স্থির হতেই কিছুক্ষণের জন্য থমকাল। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসে ঢিলে থাকা চুলগুলো হাতখোপা করল। চোখ তুলে তাকাতেই তার সামনে পায়ের উপর পা তুলে কাউচে বসা আরশের সাথে

চোখাচোখি হলো। নির্লিপ্ত কণ্ঠে শুধাল,”কত মিনিট যাবত ধরে বসে আছেন?আরশ হাতের সাবমেরিন টু-টোনের ঘড়িটা এক পলক দেখে নেয়। গম্ভীর অবয় মুখে বজায় রেখে বলে,”ওয়ান হাওয়ার, টুয়েন্টি মিনিট, ফোর সেকেন্ড।

কথা শেষে চোখ তুলে তাকাল ঘড়ি হতে। বিছানায় কম্ফোটার জড়িয়ে বসে থাকা নুসরাতকে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে

আদেশ জারী করল,” নাও গেট দ্যা ফাক আউট অভ মাই রুম নুসরাত নাছির, অনেক ঘুমিয়েছ।

নুসরাত উঠে দাঁড়াল মুখ বাঁকিয়ে। আরশকে ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে বলল,”মরে যাচ্ছি না আমি আপনার রুমে ঘুমাতে, নাও গেট দ্যা ফাক আউট অফ মাই লুম, নুতরাত নাতির।মুখ বাঁকানো শেষে লাফিয়ে উঠল। নিজের পায়ের স্লিপার খুঁজে

পেল না বেডের আশেপাশে কোথাও! নাক ফুলিয়ে এক পলক আরশের পানে তাকাতেই ব্যাটা খচ্চর আরশ হাত দিয়ে দেখাল রুম থেকে বের হয়ে যেতে। নুসরাত একবার দেখল আরশকে একবার দেখল তার পায়ে পরা জুতাকে, দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় চেপে বের হওয়ার ভান করল। বেরিয়ে গেল, সেকেন্ডের মাথায় আবার ফিরে আসলো। কিছু বোধগম্য হওয়ার

আগেই আরশের পা থেকে টান দিয়ে স্লিপার জড়ে খুলে নিয়ে পালাল। আরশ তাকাল নির্জীব বদন ঘুরিয়ে। নুসরাত পালাতে গিয়ে হাতে জুতো নিয়ে কাঠের দরজার সাথে বারি খেল নাকে, কপালে, হাতের তালু দিয়ে নাকে ঘষল, অস্বাভাবিক কিছু শব্দ মুখ দিয়ে নিঃসৃত হলো। আরশের রুম থেকে বেরিয়ে পায়ে স্লিপার জোড়া ঢুকিয়ে নিল।

জুতোজোড়া অনেক বড় হয়ে গেল পা অনুযায়ী, তবুও নুসরাতের কিছু যায় আসলো না, অসুবিধেও হলো না। সে নিজের পায়ের সাইজ থেকে দু-সাইজ লম্বা জুতো পরতে অভ্যস্ত। তার পরণের জুতো জোড়া এক পলক দেখল, দেখেই মনঃপুত হয়ে গেল। নাইকের জুতো জোড়া এতটা আরাম দায়ক, সাথে এতটা শীতিল তার পায়ের নিচের তালু শিরশির

করছে। খুশিতে ডগমগ করে উঠল, এ জুতো আরশকে আর জীবনেও ফিরিয়ে দিবে না সে, আজ থেকে জুতো জোড়া তার। বাড়ির প্রতিটা বন্ধ রুমের আনাচে কানাচে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আনমনে কিছু একটার ভাবনায় ডুবে গিয়ে ধীর স্থির পায়ে অগ্রসর হলো তৃতীয় তলার ড্রয়িং রুমের খুঁজে। নুসরাত বেখেয়লে

হাঁটতে গিয়ে ধাক্কা খেল কেউ একজনের সাথে, উপলব্ধি হলো কোনোভাবে এটা অনাকাঙ্ক্ষিত না, অপাশের মানুষটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছে। নুসরাত ভ্রুকুটি করে, পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া মেয়েটাকে এক পলক দেখে নেয় আড়চোখে,একদম ধবধবে ফর্সা মেয়েটার মুখ, পাত্তা দিল না, এসব ছোট খাটো মাছিকে এখন পাত্তা

দিলে চলবে না, তাকে এখন বড় একটা কাজ সম্পাদন করতে হবে। ঘড়ির কাটায় তখন টিকটিক করে চলছে। বড় দেয়াল ঘড়িতে বাজছে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তৃতীয় তলার ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হতেই দেখা হলো ইসরাত আহান, আর নাছির সাহেবের সাথে। চুপচাপ নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে গিয়ে বসল সোফার উপর। নাক ডলে নিয়ে

শুধাল,”অত্যাচার করল কেন তোর উপর এই মহিলারা?

নাছির সাহেব নুসরাতের কথা কানে না তুলেই ভ্রু কুঞ্চিত করে জানতে চাইলেন,”কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? তোমাকে পুরো খান বাড়ি খুঁজে পেলাম না কোথাও?

নুসরাত মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে কথাটা উড়িয়ে দিল। নিজের মতো করে আবারো বোনের কাছে জানতে

চাইল,”যৌতুক-টৌতুক চাইতেছে নাকি তোর নানী শাশুড়ী ইসরাত? ইসরাত দু-পাশে মাথা নাড়াল। নাছির সাহেব নুসরাতের কথার রেশ ধরে বললেন,“কিছু যদি মায়োই মা বলে থাকে ,তাহলে আমাকে বলো আম্মা, আমি নির্দ্বিধায় তাদের আশা পূরণ করব।

নুসরাত সহমত পোষণ করে মাথা নাড়াল বাবার সাথে। ইসরাত বিরক্ত

হয়ে বলল,”আরে না, সেটা না, জায়িনের নানী পলির সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন তার, কিন্তু বড় আম্মু মানা করে দেওয়ায় আমার উপর সেই রাগ মিটাচ্ছে।

“ঠিক আছে রাগ মিটাক, কিন্তু খাবার খেতে দিল না কেন?আহান জানতে চাইল। নুসরাত প্রশ্নাত্মক চাহনি নিক্ষেপ করল বোনের দিকে। শুধাল,”আরশ..

থেমে ঢোক গিলল। ভুলে আরশ চলে আসছে মুখ দিয়ে। গলা পরিস্কার করে নিয়ে বলে,“ জায়িন ভাইয়া কোথায়? উনি জানে না, উনার বউকে খাবার খেতে দিচ্ছে না উনার নানী? বিয়ে করার সময় তো খুব বড় বড় কথা বলেছে, এই করব, সেই করব, দুঃখ স্পর্শ করতে দিব না, এখন বউ খেতে পাচ্ছে না, সেই খবর নেই ব্যাটার কাছে। চল্,

আর এখানে থাকতে হবে না, বাড়িতে চল্!নাছির সাহেব নুসরাতের কথায় উত্তেজিত হলেন। বললেন,”মুখ শুকিয়ে একদম কাঠের মতো হয়ে গেছে, হ্যাঁ চলো আর থাকতে হবে না এখানে। কাজ করিয়ে করিয়ে আমার মেয়েটাকে দু-দিনে রোগা বানিয়ে দিয়েছে।

ইসরাত বাপ-বোন দু-জনকে থামাতে হাত তুলে বাঁধা দিতে চাইল, কিন্তু

নুসরাত সে শোনার পাত্রী না উঠে দাঁড়াল তড়িৎ পায়ে। ইসরাতকে একহাতে নিজের সাথে টেনে ধরল, সোফা থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলতে তুলতে জানতে চাইল,”জায়িন ভাইয়া কই?

ইসরাত গোমড়া মুখে বলল,“নানী গতকাল আটটার দিকে উনাকে পাঠিয়েছে পুকুরে জাল ফেলার মানুষ আনতে।

নুসরাত মুখ ফসকে বলে ফেলল,
“ জাল আনতে গিয়ে কী মরে গেছে? এখনো দেখা নেই তার!
জিভ কেটে, পরপর আবার হাত দিয়ে ঠোঁট চাপল। ইসরাত বোনের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিবিষ্ট করল। নাক ফুলিয়ে বলল,”গতকাল রাত থেকে পেছনের পুকুরে বসে মাছ ধরছে বরশিতে।

নুসরাত ইসরাতের হাত ছেড়ে দিয়ে বসল এক পা তুলে সোফায়। শান্ত মাথায় জিজ্ঞেস করল,”তুই যে গতকাল থেকে না খাওয়া জানে জায়িন ভাই?

ইসরাত মনমরা গলায় বলল,“জানবে কীভাবে, মাছ ধরছে না পুকুরে। সারারাত ধরে বসে মাছ ধরছে, বাড়িমুখো হয়নি এখনো।

নাছির সাহেব নিজের হাতের পলিথিন থেকে নাসপাতি বের করে ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো করলেন। এক টুকরো ইসরাতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,” খাও মা..!

আবেগে আপ্লুত হয়ে ইসরাতের কান্না পেল, নাক টেনে, চোখ ঝাপটে কান্না আটকাল কোনোরকমের। নাসপাতির স্লাইস মুখে দিতেই

নুসরাত জিজ্ঞেস করল,”কোন পাগলে সারারাত মাছ ধরে?

“আমি কল দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আসবে কখন, বলে বাড়িতে আজ আসবে না, মাছ ধরা নাকি তার কাছে এডভেঞ্চারাস লাগতেছে।

নুসরাতের কপালে আরো ভাঁজ পড়ল। যা বোঝার বুঝেছে সে। তাই

শুধাল,“রাতে খায়নি জায়িন ভাইয়া?“না!

নুসরাত আর আহান হাতে ঠাস ঠাস করে মারল। তারপর কটমট করে উঠে নুসরাত বলল,”তোর জামাই খায়নি বলে, তোকেও খাইতে দেয়নি ওই মহিলা। ডেকচিতে তরকারি, ভাত ছিল?

ইসরাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

“না! আমাকে দিয়ে ভাত রান্না করিয়ে, আমার জন্যই ভাত রাখেনি। নুসরাত আরাম করে বসল সোফায়। খান বাড়ি থেকে যাওয়ার জন্য লাফানো কমে এসে ভর করল শীতিলতা। নাসপাতি হাতের তালু দিয়ে একসাথে মুখে ঢুকিয়ে নিয়ে বলল,” শালি বুড়ি আদিম কালের। তোর জামাই খায় নাই এজন্য ভাত

তরকারি সব তোলে রেখেছে কিচেনে।।

কিৎকাল থেমে নুসরাত হুডির হাতা গোটাল। বলল,“জায়িন শালার উঁচু নাকটা ঘুষি মেরে ইচ্ছে করছে ফাটিয়ে ফেলতে, একদম সারাজীবনের জন্য মাছ ধরা গুচিয়ে দিতে, শুধু আজ ভদ্র বলে ঘুষিটা মারলাম না।

এর মধ্যে তৃতীয় তলায় পুষ্পার পর্দাপণ ঘটল। ড্রয়িং রুমের ভেতর ঢোকে যখন অপরিচিত মানুষ দেখলেন তখব বিরক্তি নিয়ে চ্যাঁচিয়ে উঠলেন,"এই কে রেম কোথা থেকে আসছো তোমরা? বাড়িতে ঢুকলে কেমনে? আম্মা, ও আম্মা...

ইসরাত নম্র কণ্ঠে পুষ্পার চেচামেচি থামাতে বলল,

“আমার বাড়ির লোক ওরা।মহিলা ইসরাতের কথা শোনে মুখ ঝামটা মেরে এগিয়ে আসলেন। নুসরাতের ভাষায় ষাঁড়ের মতো ভাউ ভাউ থামালেন, টেবিলের উপর রাখা ফলের পলিথিন হাতে নিতে যাবেন, নুসরাত অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে জানতে চায়,”এই রাখেন, রাখেন এগুলা নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

পুষ্পা অবাক হলেন, বললেন,

“এইগুলা ফ্রিজে রাখব না?

নাছির সাহেব বললেন,

“ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যান।

নুসরাত বলে ওঠল,

“কীসের নিয়ে যাওয়া, এগুলা আমি খাওয়ার জন্য নিয়ে আসছি, উনাদের ফ্রিজে রাখার জন্য না। রাখুন, এই গুলা রাখুন...নুসরাত বিরক্ত চোখে বোনের পানে তাকাল। এখানে আসার পর থেকে এই মহিলাকে

দেখেনি সে, এই মহিলা-ই বা কে! এত বেশি নাক গলাচ্ছে কেন তাদের কাজে। শুধু বয়স্কা মহিলাকে দেখে ধারণা করেছে ইসরাতের নানী শাশুড়ী। মহিলাটার দিকে চোখ উল্টে তাকিয়ে বুঝতে চাইল উনি কে, কাপড়ের ধরণ আর মুখের ভাবসাব দেখে ধরে নিল কোনো কাজের বুয়া, তাই সেন্টার টেবিলে জুতো পরা পা তোলা ছিল তা আর নামাল না।

ইসরাতের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে শুধাল,”এই শুয়োরের মতো চেহারা ওয়ালা বেডি কেডা? আর আমাদের খাবারে দিকেই কেন বা চোখ দিচ্ছে?ইসরাত নুসরাতের ঠ্যাং এর কাছে হাত দিয়ে ঠাস করে চাপড় মারল। চোখ পাঁকিয়ে ইশারায় বোঝাল চুপ। ফিসফিস করে কানের কাছে বলল,”আমার মামি শাশুড়ী।।

ইসরাতের কথা শেষ হতেই ঘাড় বাঁকিয়ে মহিলার মুখ অবলোকন করল নুসরাত, বুঝল তার নিষেধাজ্ঞা শুনে বিশ্রীভাবে নাক কুঁচকে ফেলেছে মহিলাটা। সে হাসল, জানা প্রশ্ন আবারো ইসরাতের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ল। পুষ্পার শোনার মতো খ্যাক খ্যাক করে জানতে চাইল,"জল্লাদের মতো দেখতে এই মহিলাটা কে ইসরাত? এমন জল্লাদের মতো মুখ-চোখ কেন

এই মহিলার?নুসরাত আরো কিছু বলতে চাইল, ইসরাত একহাতে মুখ চেপে ধরল তার। খুব ভালোভাবে শুনেছেন কথাগুলো পুষ্পা, তাই গর্জারচ্ছেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, হাপিত্যেশ করে চিৎকার দিলেন,"ও আম্মা গো, হাঁটুর বয়সী একটা মেয়ে আমায় জল্লাদ বলে দিছে। আম্মা গো, আপনি এর বিচার করেন, আম্মা আপনি কই?

নুসরাতকে রাম ধমক দিলেন নাছির সাহেব। চোখ পাঁকিয়ে বললেন,”স্যরি বলো, এক্ষুণি মামানিকে স্যরি বলো, অভদ্রতা করছ কেন উনার সাথে!

নুসরাত চোখ উল্টে নিল। কড়মড় করে বলল,“চরি..!

স্যরি বলার মধ্যেই খান বাড়ির সবাই দলবদ্ধ ভাবে এসে ভীর জমিয়েছেন রুমে। নুসরাত তবুও

নির্লিপ্ত রইল সবাইকে দেখে,, হঠাৎ রুমানা খাতুনকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে সেন্টার টেবিল থেকে পা নিচে নামিয়ে নিয়ে ভদ্রভাবে বসতে বসতে বলল,”বড় মানুষের সামনে আমি আবার পা তুলে বসিনা।

কথাটা শেষ করে দাঁত কেলিয়ে হাসল। রুমানা খাতুনের মুখ বিতৃষ্ণায় তেতো হয়ে আসে, সেটা

দেখেই নুসরাতের মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল আলাদা প্রশান্তি।

বয়স্কার ইচ্ছে করল সোফা বসে দাঁত কেলিয়ে হাসা মেয়েটাকে আচ্চা মতো ধুয়ে দেওয়ার জন্য গলার কাছে দলা পাঁকাল কিছু বাক্য, কিন্তু ওই গা জ্বালানো হাসি, চোখের কপটতার কাছে হার মানলেন এই সময়ের জন্য। বললেন,"সকালের নাস্তা করবেন আসুন।নাছির সাহেব

কিছু বলার পূর্বেই নুসরাত কথা টান দিয়ে নিয়ে নিল। বলল,”খাব না, আমাদের নাস্তার জিনিস নিয়ে এসেছি আমরা। যে বাড়িতে নিজের নাত-বউকে সারারাত খাবার না খাইয়ে রাখা হয়, সেই বাড়ির দানা আমি আর আমার বাপ স্পর্শ করব না, সাথে আমার ভাই ও। তাই না?

আহান মাথা দোলাল উপর-নিচ একতালে। খিদেয় পেট চু চু করে

উঠল, তবুও মাথা নাড়ানো একদম থামাল না, থামালেই উত্তম মাধ্যম সব পিঠে পড়বে। রুমানা খাতুন অসভ্য মেয়েটাকে দেখে নিয়ে ঢোক গিলে গলবিলে জমা হওয়া অযাচিত শব্দ আটকালেন। বললেন,"যা আপনাদের ইচ্ছে, আমরা তো আর জোর করতে পারিনা।

সবাই চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন, পুষ্পা যেতে যেতে মুখ ঝামটা দিতে

ভুললেন না সবাইকে। নুসরাত হঠাৎ প্রশ্নাত্মক চাহনি নিক্ষেপ করল বাবার দিকে, শুধাল,”খিদে পেয়েছে?

নাছির সাহেব মাথা দোলালেন। মিনমিনে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,”খাবার খাবে তোমরা?

আহান বলে ওঠল,“খাব কীভাবে, তুমি তো না করে দিলে।

নুসরাত হু হু করে হেসে উঠল। বলল,

“ তো কী হয়েছে, তখন আমাদের ইচ্ছে করেনি, এখন করছে, লেট’স গো।

নাছির সাহেব বললেন,

“লজ্জার একটা ব্যাপার আছে তো!

নুসরাত নাক ছিটকে বলল,

“ আব্বা লজ্জা নারীর ভূষণ, যেখানে আমি নারী হয়ে লজ্জা পাচ্ছি না, সেখানে আপনি পুরুষ হয়ে পাচ্ছেন কেন! চলেন, চলেন, পরে আবার

খিদেয় অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে গেলে টানবে কে আপনাদের!নুসরাত আগেভাগে লাফিয়ে চলে গেল রুমের বাহিরে , বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসলো আবার। ঝড়ের গতিতে এসে ইসরাতকে নিজের সাথে বগলদাবা করে আবারো বাতাসের গতিতে দৌড়াল। সিঁড়ি দিয়ে নামল বাঁদরের মতো। যখন এক-তলায় পৌঁছাল, তখন দেখল চেয়ার টেনে

মাত্র বসতে নিয়েছে সবাই। এক পলক সবাইকে দেখে অবজার্ভ করল, নাকের ডগায় চশমা পরা ধবধবে ফর্সা মেয়েটাকে একটু ভালো করেই খেয়াল করল, মাথায় ধাক্কা দেওয়ার ব্যাপারটা আসতেই হেসে উঠল। ইসরাতের হাত ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল চেয়ারের দিকে, মাত্র মেয়েটা চেয়ার টেনে ধরে বের করেছিল বসার জন্য, তার পূর্বেই

নুসরাত তাকে এমন ধাক্কা দিল, মেয়েটা হোঁচট খেয়ে সরে গেল দূরে, পড়তে পড়তে বাঁচল কোনোরকম। আক্রোশ নিয়ে নুসরাতের পানে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই ঠোঁট চোখা করে শ্লেষ মিশ্রিত আওয়াজে চুকচুক করল সে। চোখের পাতা ঝাপটে, কণ্ঠে মেকি নমনীয়তা এনে বলল,"ওহ আমি খেয়াল করিনি, আপনি যে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আ'ম

এক্সট্রিমলি...বাকিটুকু গলার কাছে আটকে গেল, বের হলো না মুখ দিয়ে, সে আর চেষ্টা করল না বাক্যগুলো বের করার। নুসরাত চেয়ারটায় বসে নিজের আশপাশের সব চেয়ার টেনে দিল বাবা,বোন,ভাই বসার জন্য। খান বাড়ির কাউকে বসার সুযোগ না দিয়ে একে একে বসাল নিজের পরিবারের সবাইকে। লিপি বেগম আর হেলাল সাহেব

পেছনের পুকুরের ওখানে, বসে বসে মাছ বরশিতে ধরা দেখতেছেন, তাই জানেন না এখানে কী হচ্ছে, বা কী পরিস্থিয়!

রুমানা খাতুন নিজের চেয়ারে বসতে বসতে কটাক্ষ করলেন,"বললে না যে, খাবে না, তাহলে এখন খেতে আসলে কেন?নুসরাত ব্রেড হাত দিয়ে তিনটা নিজের প্লেট রাখল। ডিম পোচ করে রাখা ছিল তা চামচ

দিয়ে না তুলে, ডান-হাতে থাবা মেরে নিয়ে নিল। যতটা হাতে উঠল ততটাই রেখে দিল নিজের প্লেটে।

রুমানা খাতুনের পাশাপাশি বসা আরশের পানে এক পলক তাকিয়ে জানতে চাইল,"আরশ ভাই নিবেন?

আরশ ভ্রু উচাল, জানতে চাইল,

"কী।

নুসরাত নিজের হাতের মুঠিতে পৃষ্ট ডিম পোচ বের করে একটা দুমড়ে

মুচড়ে মুখে ঢুকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল,”আন্ডা ভাজি!

আরশ লাগবে না বলতে গিয়ে চোখ থামল ডিমের পিরিচে।। একটা ও নেই সেখানে ডিম, সবগুলা নুসরাতের হাতের মুঠিতে।আরশের চোখের দৃষ্টি লক্ষ করে নুসরাত উপরের পাটির দাঁত বের করে হাসল। ভ্রু উচিয়ে ইশারায় বোঝাল,’নিবেন?

আরশ শীতিল চোখে দেখল কিৎকাল নুসরাতকে। ঠান্ডা কণ্ঠে বলল,”দাও! রুমানা খাতুন চুপচাপ থেকে,তীক্ষ্ণ চোখে, এতক্ষণ যাবত অগোছালো মেয়েটাকে খেয়াল করছিলেন। চামচ থাকতেও ইচ্ছে করে হাত দিয়ে স্পর্শ করছে খাবার গুলো, যাতে অন্যরা না খায়। কণ্ঠে অগাধ রাগ চেপে জিজ্ঞেস করলেন,”হাত ধুয়েছ তুমি?

নুসরাত নিজের চেয়ারে বসে ডিম রাখল নিজের প্লেটে। হাতের তালু টিস্যু দিয়ে মুছে নিয়ে বলল,”ভুলে গেছি।

আরশ মাত্র মুখে নিয়েছিল ডিম পোচ, কথাটা শোনা মাত্র থমকাল। চোখ মুখে ফুটে উঠল অগাধ বিস্ময়, পাশ ফিরে তাকিয়ে শুধাল,”হ্যান্ড ওয়াশ করোনি তুমি?

নুসরাত ঠোঁট উল্টে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল,“আজ আমি ব্রাশ-ই করিনি, হ্যান্ড ওয়াশ করব কখন ভাই। খেয়ে নিই, হাত ধুয়ে নিব, সাথে দাঁত ও।

রুমানা খাতুন খাবার খাওয়া রেখে উঠে দাঁড়ালেন। খাবার রুম থেকে প্রস্থান নিতে যাবেন, নুসরাত আক্ষেপ করে বলল,”এই বয়সে না

খেয়ে উঠে যাচ্ছেন কেন, যেখানে সেখানে...

আরশ শক্ত কণ্ঠে রাম ধমক দিল,“শাট-আপ বেয়াদব!

নুসরাত আবার কিছু বলতে যাবে নাছির সাহেব হাতে থাপ্পড় দিলেন। চোখ রাঙালেন ক্ষোভ নিয়ে, আরশ শাসাল,”উইল ইউ শাট দ্যা হেল আপ ফর আ মোমেন্ট?

আরশের ধমকের ভেতর রুমানা খাতুন না খেয়েই চলে গেলেন খাবার রুম থেকে। এরপর তুলি, সার্থ, পলি, পুষ্পা ও প্রস্থান নিলেন। নাছির সাহেব বিক্ষোভ নিয়ে বললেন,"চলো বাসায় চলো, তোমার আর এখানে থাকতে হবে না।

নুসরাত ব্রেডে আরাম করে বাটার লাগিয়ে কামড় বসাল। বাপের কথা কানে না তুলেই আহানকে উদ্দেশ্য

করে বলল,”জেলি দে তো ভাই আমাকে, খিদেয় চোখ মুখে অন্ধকার দেখতেছি, খেয়ে দেয়ে যাবনে বাড়িতে। এখন শান্তিমতো খেতে দাও আব্বা।আহান নুসরাতের দিকে জেলি পাস করতেই তা ব্রেডে বাটার নাইফ দিয়ে লাগিয়ে নিল। দু-কামড় মেরে অর্ধেক খেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ ফলার মতো চোখে তাকানো আরশকে দেখল। নিষ্পাপ

মুখে জানতে চাইল,”খাবেন আরশ ভাই?

আরশ হা করে মুখ খুলতেই আধখাওয়া ব্রেড আরশের মুখে ঢুকিয়ে দিল। বলল,”বুঝেছি খিদে আপনার ও ব্রেইনে উঠে গেছে, আগে পেট ঠান্ডা করুন আরশ ভাই। যদি পেট ঠান্ডা থাকে তাহলে মন মেজাজ সব ঠান্ডা থাকবে একদম আমার মতো।

আরশ প্রলুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলল। হিসহিসিয়ে বলল,“তোমাকে সহ্য করা খুব কঠিন কাজ নুসরাত।

“এই জন্য-ই তো আমি নুসরাত নাছির।

আরশ নিষ্প্রাণ চোখে দেখল তাকে জ্বালানোর জন্য খিটখিট করে হাসা মেয়েটাকে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে, জিজ্ঞেস করল,” মানুষকে জ্বালিয়ে তোমার কী মিলে?

“শান্তি।

আরশ ভ্রু কুটি করে জানতে চায়,

“ সত্যি শান্তি মিলে?

“অবশ্যই! চেষ্টা করেই দেখতে পারেন আপনি।আরশের ঠোঁটের কোণে মারাত্মক হাসি দেখা গেল।। নাছির সাহেব খাবার রেখে চলে যেতে চাইলেন, নুসরাত টেনে বসাল। বলল,”পেট ভরে খান

আব্বা, প্রথমবার মেয়ের নানা শ্বশুর বাড়ি এসেছেন।

ইসরাত নুসরাতের মুখোমুখি চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল,“ সত্যি দাঁত ব্রাশ করিসনি?

নুসরাত গলার কাছে হাত চেপে ধরল। ঠোঁট টিপে হেসে নিয়ে আওড়াল,”আল্লাহির কসম, ব্রাশ করিনি আজ।

আহান হেসে ফেলল। বলল,“আপু খেয়ে দেয়ে দাঁত ব্রাশ করবে।

পরপর আবার খেতে মনোযোগী হলো। নাছির সাহেব সবার মতো আরামে খেতে পারলেন না, কপালে চিন্তার বলিরেখা তীব্র উনার। এই মেয়ের মুখটা আল্লাহ একটু কেন যে সংযত করে দিল না, সেটা ভেবেই আফসোস হলো। নুসরাত বিশেষ পাত্তা দিল না বাবাকে, জন্মের পর

থেকে দেখতেছে তাকে নিয়ে চিন্তা করতে, এসব আমলে নেওয়ার কোনো বিষয়-ই না। প্লেট থেকে তুলে ডিম পোচ মুখে ঢোকাতে যাবে আরশ নিয়ে নিল। নুসরাত হাসল, আবারো ডিম তুলে মুখে নিতে যাবে আরশ তার মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিল। নুসরাত তাকাতেই, ভ্রু কুঞ্চন করে প্রশ্ন করল,"রাগ হচ্ছে?

নুসরাত ঠোঁট এলিয়ে মেকি হাসল। বলল,“একদম না, ছোট খাটো বিষয়ে আমি মোটেও রাগ করিনা।

খুবই সন্তর্পণে ব্রেড হাতে নিল। আলগোছে মুখে ঢোকানোর আগেই আরশ তা কেড়ে নিল। নুসরাত হিংস্র বাঘিনীর মতো দেখল গম্ভীরতা এঁটে খাচ্চরের মতো বসে থেকে ব্রেড খাওয়া লোকটাকে। তার মুখের ভঙ্গি এমন সে শিকারী আর তার

মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া তৃতীয় পক্ষ আরশ। শ্রবণেন্দ্রিয় প্রতিধ্বনি হলো আবার,”রাগ হচ্ছে?

নুসরাত ঠোঁট টেনে হাসল কৃত্রিম। বলল,“একদম না, মোটেও না।

আরশ নুসরাতের নাকের ডগায় হাত দিয়ে টোকা দিল, তারপর ঠোঁটের উপর আঙুল ছুইয়ে চিন্তিত হওয়ার ভান করে বলে,”তাহলে নাক ঠোঁট

কাঁপছে কেন? রাগ করছ তুমি কোনো বিষয় নিয়ে?

“না একদম-ই না, রাগ এত সহজে কেউ করে।আরশ নিজের ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। ধারাল থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল,” সত্যি রাগ করছ না?

নুসরাত আরশের চোখে চোখ রাখল। আক্রোশ, ক্ষোভ, রাগ চেপে যেতে চাইল হলো না। গলার কাছে

মোটা মোটা গালি কয়েকটা জমা হলো, তবুও তা দিল না। ঢোক গিলে শুধাল,”আমাকে রাগানোর চেষ্টা করছেন কেন আরশ ভাই?

আরশ মেকি ভাবনার অতলে হারিয়ে যাওয়ার নাটক করল। টেবিলের উপর কব্জা রেখে হাতের তালু নিজের গালে রাখল। গ্রীবা বাঁকিয়ে নুসরাতকে দেখে নিয়ে নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল,”সত্যি,আমি তোমাকে

রাগানোর চেষ্টা করছি নুসরাত, কিন্তু কীভাবে?নুসরাত ক্ষেপল ষাঁড়ের মতো। যদি অভ্যন্তরীণ ধোঁয়া বের হতে দেখা যেত ,তাহলে রাগে নুসরাতের কান দিয়ে লাল লাল ধোঁয়া বের হতে দেখা যেত। আরশের গম্ভীয় মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,”আমি তাহলে রেগে যাচ্ছি কেন আরশ ভাই?

আরশ নির্বিকার চিত্তে কাঁধ ঝাঁকাল। পুরুষালি পুরু ঠোঁট চেপে আবারো ভাবনাতিত হলো। অতঃপর বলল,”সেটা তুই জানিস, আমি কী জানি!

গাল ফুলিয়ে অবিরাম বিড়বিড় করল কিছু একটা সে। তারপর বলল,“আরশ ভাই আমার পিছনে লাগা বন্ধ করুন, আমি রেগে যাচ্ছি। আরশ অক্ষিকোটরের মধ্যে

শীতিলতা। ভ্রুক্ষেপহীন কণ্ঠে বলল,”আমি তোর পিছনে কখন লাগলাম, আমি তো তোর পাশে বসে আছি, এই যে, এই দেখ!

নুসরাত রাগে অন্ধ হয়ে গেল। শান্তিমতো খাবার খাওয়ার মুড চলে গেল নিমেষেই। ধুপ করে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল সদর দরজার দিকে। ত্রিশ সেকেন্ড পর আবার ফিরে এসে চেয়ার টান মেরে শব্দ

করে বসে পড়ল। ভাবলেশহীন মুখে টেবিলের উপর রাখা এক এক করে সব খাবার তুলে নিয়ে চেকে দেখল। আরশের পানে তাকিয়ে গা দুলিয়ে হেসে, ভ্রু উচিয়ে জানতে চায়,"খাবেন আরশ ভাই!জায়িন খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে মাছ ধরতে ভীষণ ব্যস্ত। ঘন্টাখানেক পরপর ফোন দিয়ে ইসরাতের খবরাখবর নিচ্ছে, কোনো অসুবিধা হলে

জানাতে বলছে। ইসরাত না করেছে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তবুও জায়িন প্রত্যেক বার একই প্রশ্ন করছে কল দিয়ে।

সকালের নাস্তা করেছে বেশিক্ষণ হয়নি, এর মধ্যে নুসরাতের খিদে পেয়ে গেছে, তাই ইসরাতের জন্য যে ফলগুলো নিয়ে আসছিল সে নিজেই একা তা সাবার করে ফেলছে। ড্রয়িং রুমে দাঁড়িয়ে হেঁটে

হেঁটে খেতে গিয়ে আকস্মিক আবারো মুখোমুখি হলো পুষ্পার। নুসরাত নাক ছিটকে পথ করে দিল যাওয়ার, মহিলা তবুও গেলেন না। অনেকক্ষণ তার উপর থেকে নিচ দেখেন, তারপর নিজের অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন,"এ বাড়ির ব্যাটা মানুষ তোমার চোখে লাগে না? নুসরাত ভ্রু উচিয়ে, না শোনার ভান

করে জিজ্ঞেস করল,“জ্বি, কী বললেন?

পুষ্পা বিরক্ত হয়ে আবারো একই কথা বললেন,

“চোখে ব্যাটা মানুষ লাগে না তোমার?

নুসরাত নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,

“চোখে কম দেখি বলেই তো চশমা পরি! কানা নাকি!

একটু থেমে শান্ত কণ্ঠে বলল,

“চোখের পাওয়ার মাইনাসে প্লাসে চলছে তাই আজকাল ব্যাটা বেডি সব একই লাগে।

পুষ্পা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। কারণ নুসরাতের মুখ দেখে ধারণা করে নিয়েছেন ইসরাতের মতো গালি দিলে ছেড়ে দিবে না এই মেয়ে, তার চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়বে। বড় মানুষ বলে ছাড় দিবে না একটু ও।

তাই আর কিছু না পেয়ে নুসরাতের পরণের কাপড়ের দিকে আঙুল তুলে বলললেন,”লজ্জা লাগে না, ব্যাটা মানুষের মতো কাপড় পরতে?পুষ্পার কথা কানে যেতেই ঘাড় কাত করে হাসল সে। ক্রপ টপের গলা কাঁধ থেকে সরিয়ে অন্তবার্সের স্টেপ দেখিয়ে এলানো আওয়াজে বলল,”ব্যাটা মানুষ ব্রা পরে না, আমি পরি।

পুষ্পা বিব্রত চোখ-মুখে পেছনে তাকালেন। অতঃপর তড়িঘড়ি করে চলে গেলেন। নুসরাত ঘাটাল না আর মহিলাকে, শালি গেছে এই বেশ, শ্বাস গহ্বরে জমা হওয়া দলা পাকানো শ্বাস নিঃসৃত করে পিছু ফিরতেই নাক, ঠোঁট, কপাল, ধপাস করে ঠেকল কারোর বুকে। সুরসুর করে নাকে তীব্র কুস্তুরীর ঘ্রাণ যেতেই নুসরাত বুঝে নিল এটা কে!

হাতের তালুতে নাক ডলে দূরত্ব বাড়িয়ে নিল। বিতৃষ্ণায় ভ্রুকুটি করে হরবরিয়ে বলে ওঠল,”আরশ ভাই, আপনার শরীর নিয়ে আমার থেকে দূরে থাকবেন, কুস্তুরীর গন্ধ আমার সহ্য হয় না। নাক ব্যথা করে, গলা জ্বলে, চোখে উল্টে বমি এসে যায়, মাথা চক্কর দেয়, তখন মাথা চক্কর দিয়েছে কেন জানেন, আপনার এই শরীরের গন্ধে।ফটাফট কথা শেষে

সামনে পকেটে হাত পুরে দাঁড়িয়ে থাকা আরশের লাল হয়ে যাওয়া চোখ মুখ দেখল। অপমান করে ফেলেছে মনে হতেই পা টিপে টিপে আলগোছে কেটে পড়তে নিবে আরশ হাত বাড়িয়ে ঘাড় চেপে ধরল। টেনে এনে দাঁড় করাল নিজের সামনে। শক্ত কণ্ঠে হিসহিসিয়ে শুধাল,"কী বললি তুই, গন্ধ! বোকারহদ্দ এটা প্রাকৃতিক ঘ্রাণ, মানুষ হাজার হাজার

টাকা খরচ করে কিনে গায়ে মাখে কুস্তুরীর সুভাস যুক্ত পারফিউম, আর তুই গন্ধ বলছিস?

নুসরাত আরশের হাত টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। মৃদু আর্তনাদ করে উঠল ব্যথায়। ঠোঁট বেয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ হলো,"ব্যথা পাচ্চি আরশ ভাই, ছাড়ুন।আরশ ছাড়ল না, আরেকটু চেপে ধরল নুসরাতের ঘাড়। হিসহিসিয়ে কিছু বলতে নিবে

নুসরাত ঠোঁট কুঁচকে ফটাফট বলে উঠল,”বোকারহদ্দ বলবেন না একদম, আমার আই কিউ লেভেল ১৮০+...

“এজন্য হাঁটুর দু-হাত নিচে বুদ্ধি..!

নুসরাত কটমট করে ওঠে নিজের ব্যথা ভুলে যায়, নাক ফুলিয়ে আরশের পিঠ খাঁমচে ধরে, ভেঙচানো হিসহিসিয়ে

আওড়াল,”তাহলে আপনার বুদ্ধি হাঁটুর দু-হাত উপরে।

আরশ হু হু করে হেসে উঠল। কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ, উদাসীন রাশভারি কণ্ঠে আওড়ায়,”সঠিক, আমার হাঁটুর দু-হাত উপরেই বুদ্ধি বলে আমার মগজ এখনো কাজ করে।

নুসরাত চ্যাঁচিয়ে উঠল,“আপনি বলতে চাইছেন আমার মগজ চলে না, অচল?

আরশ ছেড়ে দিল নুসরাতের ঘাড়। নুসরাত নির্দিষ্ট দূরত্বে সরে যাবে তার পূর্বেই আরশ আবারো থাবা মেরে বাঁ-হাতে মাথা চেপে টেনে নিয়ে আসলো নিকটে। গ্রীবা বাঁকিয়ে ঝুঁকে এসে ডান-হাতে নুসরাতের মাথায় তর্জনী আঙুল দিয়ে টোকা দিল। নিজেদের ভেতর ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ফাঁক রেখে স্পষ্ট স্বরে সিসা কানে ঢেলে দেওয়ার

মতো শব্দে উচ্চারণ করল,”এটা বোঝার জন্য যেটা প্রয়োজন, সেটা তোর এখানে নেই।

নুসরাত চিরবির করে উঠে জানতে চাইল,“কী নেই?

শান্ত স্বর কানের কাছে প্রতিধ্বনি হলো,

“মস্তিষ্ক!

রাগে ঠোঁট কাঁপল মেয়েটার। ঠোঁট চেপে, শ্বাস ফেলল ঘোৎ ঘোৎ করে।

নাক ফুলিয়ে, রাগান্বিত স্বরে ডাকল,”আরশ ভাই...

প্রতিত্তোরে নির্জীব কণ্ঠে উত্তর আসলো,

“জ্বি হ্যাঁ নুসরাত নাছির...শাহেদ খান একজীবন গণ্যমান্য ডাক্তার ছিলেন। জীবন ছিল তার সহজ। যে টাকা আয় হতো তা চলে যেত পরিবারের ভরণপোষণে। পরিবারে সবার বড় হওয়ায় তার ঘাড়ে ছিল দায়িত্ব

অনেক। একদিনে এই পাওয়া নয় তার, অনেক খেটে ভদ্রলোক এসেছেন এলিট পর্যায়ের মানুষের মধ্যে। যখন তিনি সদ্য ইন্টার্নশিপে, তখনই কথা পাকাপাকি হয়ে যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ের সাথে। বিয়ের পর কাটে নির্ভেজাল দু-বছর। হঠাৎ করে শাহেদ খানের মাথায় ভুত চাপে সিলেট আসবেন বেড়াতে। সেই

আসায় এসে আর ফিরে গেলেন না নিজের দেশের বাড়িতে। খুঁটি গাড়লেন সিলেটের মাটিতে, বসতি গড়ে তুললেন নিজের। ততদিনে ছোট ভাইয়েরা ও পড়াশোনা করে তার দায়িত্বের বাহিরে চলে গেছে, তাই কোনো সমস্যা হলো না। সিলেটে থাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকল না শাহেদ খানের,একই সাথে বন্ধুত্ব করলেন, বন্ধুত্বের বিস্তৃত এতটাই

ছিল যে সৈয়দ হেলাল আহমেদ যখন বিদেশ পাড়ি জমালেন তিনিও উদগ্রীব হলেন পাড়ি জমাতে। তখনো অবিবাহিত ছিলেন সৈয়দ হেলাল আহমেদ। সাল কতই হবে ১৯৯০ এর আশপাশ। বন্ধু ফিরে আসলেন পাঁচ বছর পর। অনেক পাত্রী দেখা হলো তার জন্য, কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে তিনি না করে দিতেন পাত্রীকে। লিপি

বেগমকে যেদিন দেখতে যাবেন মেহেরুন নেছা ঠেলিয়ে ধাক্কিয়ে সকালে পাঠাতে পারলেন না মেয়ে দেখতে, সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে গেলেন পাত্রীর বাড়িতে নাছির সাহেব ও হেলাল সাহেব দু-জনে মিলে। তখন আবার বিদ্যুৎ ছিল না, অন্ধকারে শ্যামলা লিপি বেগমকে দেখে মনে ধরল তার। নাছির সাহেবকে যখন শুধালেন,'ভালো লেগেছে?''

নাছির সাহেবের উত্তর ছিল,“আপনি সংসার করবেন, আপনার পছন্দ হলেই হবে।”

এরপর দারুণ আয়োজনে হেলাল আহমেদ আর লিপি খানের বিয়ে হলো। মাত্র এগারো মাসের মাথায় স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি। সেটা দেখে আরো বেশি উদগ্রীব হলেন শাহেদ খান। নিজের মনবাসনা বন্ধুর সামনে তুলে

ধরতেই হেলাল সাহেব বললেন,”চেষ্টা কর, আমি পাশে আছি।”

ভবিষ্যত বাচ্চাদের সুন্দর এক ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় মনোবল তৈরি করে কাজে লেগে গেলেন। দীর্ঘ দু-বছরের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের পর এক খড়া পড়া জুলাইয়ে তারা তাদের গন্তব্যে পা বাড়াল, তখনো সন্তানের মুখ দেখেননি স্বামী স্ত্রী।

ততদিনে বিদেশে থাকা হেলাল সাহেব ও লিপি বেগমের কোল জুড়ে ফুটফুটে এক শিশু জন্মেছে, নাম রাখা হয়েছে তার সৈয়দ জায়িন হেলাল।

আরো দু-বছর সন্তানহীন কাটার পর ১৯৯৯সালের ১৩ই মার্চ এক ছেলে শিশুর জন্ম হলো, সদ্য নবজাতকের নাম নির্ধারণ করা হলো, মাহাদি এহসান খান।

মাহাদির জন্মের ঠিক ছয়মাস পর জন্ম হলো হেলালের ঘরে এক পুত্রের। দিনটি ছিল পহেলা সেপ্টেম্বর। কোলে করে মাহাদিকে নিয়ে দেখতে গেলেন ছেলেটাকে। ফুটফুটে জন্ম নেওয়া সেই সদ্য শিশুটির নাম রাখা হলো সৈয়দ আরশ হেলাল। ধীরে ধীরে ছেলে গুলো বড় হতে লাগল, এখন বয়স তাদের কত, পঁচিশ হয়ে ছাব্বিশে পা

রাখছে, দু-দিন পর বিয়ে দেবেন ছেলের, তারপর নাতি-নাতনীর মুখ দেখবেন। এই পর্যায়ে নিজের চিন্তার ইতি টেনে দিলেন শাহেদ খান। ছেলে তো বিয়েই করতে চায় না, নাতী-নাতনী আসবে কীভাবে!শাহেদ খানের মতামতে যত তাড়াতাড়ি ছেলে মেয়েদের বিয়ে হবে তত তাড়াতাড়ি নাতী-নাতনীর মুখ দেখবেন তিনি, তারা ও তাড়াতাড়ি

বড় হয়ে যাবে, অতঃপর তাদের বিয়ে হয়ে তাদের ও সন্তান সন্তানান্দী দেখবেন। তাদেরও বিয়ে দেখে নিবেন মরার বয়সে, আর বিয়ে করতে না চাইলে ব্ল্যাকমেইল করবেন ইমোশনালি, আর বাঁচব কতদিন বলে,কিন্তু সেই ইচ্ছে এক বাল্টি জল ঢেলে বসে আছে মাহাদি, হয়তো এই ছেলের এমন দেরি করে বিয়ের জন্য উনি ইমোশনালি

ব্ল্যাকমেইল করতে পারবেন না।এই নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন ভদ্রলোক। গালে হাত রেখে খাবার টেবিলে চিন্তায় এত ডুবে গেলেন, ভুলে গেলেন তিনি মাহাদির দিকে তাকিয়ে আছেন নিষ্পলক।

মাহাদিকে বিভ্রান্ত মুখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাবার হাতে ধাক্কা দিল অনিকা। অমনোযোগী থাকায় মেয়ের ধাক্কায় তড়িৎ নড়েচড়ে

উঠলেন শাহেদ খান। যখন টের পেলেন ছেলের দিকে এতক্ষণ হা করে তাকিয়ে ছিলেন, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।বললেন,”বিব্রত করার জন্য দুঃখিত!

মাহাদি ফ্রক দিয়ে আপেলের টুকরো মুখে দিতেই আবারো নিজের উপর বাবার পলকহীন দৃষ্টি পেতেই তড়াক করে ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল। ভ্রু উচিয়ে শুধাল,”কী’!

শাহেদ খান কী একটা ভেবে হুহু করে হেসে উঠলেন। বললেন,”তোমার মধ্যে আমি হেলালের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। মাহাদি ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল কী প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। তিনি সেটার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,”বিয়ে করবে কবে তুমি? বয়স তো অনেক হয়েছে।

মাহাদি চুপচাপ খাবার খেতে ব্যস্ত হলো, উত্তর দিল না। যখনই বিয়ের কথা তোলা হয় সে নিশ্চুপ হয়ে যায় এভাবেই। অনিকা ভাইয়ের নিশ্চুপতার রেশ টেনে ধরে হাসল। বলল,"ও ওই মেয়েকে পছন্দ করে মনে হয়।

শাহেদ খান কপালে ভাঁজ ফেলেন। প্রশ্নাতীত স্বর উনার,"কোন মেয়ে?

“ওই তো সৈয়দ বাড়ির গুলুমুলু রসমালাই এর মতো দেখতে মেয়েটা।

মাহাদি তড়াক করে বোনের দিকে তাকাল। দরজা গলায় শাসাল,” অনিকা, ফালতু বকবে না।

শাহেদ খান ছেলেকে ধমকে উঠেন, “তুমি চুপ করো, বলো মা, কী বলছিলে!

অনিকা গদগদ করে উঠে বলল,“ দেখেছ বাবা, আমি বলার পূর্বেই ও বুঝে ফেলেছে, তার মানে কী, ও ওকে পছন্দ করে। আমি বলি কী, তুমি ওই সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে মাহাদির বউ করে নিয়ে আসো। সবার ভেতর নম্র, ভদ্র ওই মেয়েটা। অনিকার কথা শেষ হতেই নাক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল সে। রগরগে কণ্ঠে একটা কথা বলতে গিয়ে

মুখের ভেতর দলা পাকানো কথা ফসকে বেরিয়ে আসলো,”ওই বাড়ির সব মেয়েদের নাক দিয়ে বাচ্চাদের মতো সর্দি পড়ে, আর ওই মমো মেয়েটার সারাবছর-ই সর্দি লেগে থাকে, তাছাড়া বয়স বিশের গোড়ায় কিন্তু এখনো ভাইদের কোলে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উপর থেকে নিচ পুরোই ন্যাকামিতে ভরপুর।কথাটা শেষ হতেই ভিক্টর ভয়েজ রেকর্ডার

অন করল। মাহাদির কানে নিজের বলা শব্দগুলো যেতেই চোখ রাঙিয়ে দেখল ভিক্টরকে। শক্ত কণ্ঠে আদেশ দিল,”ডিলেট দাও ভিক্টর, এ কেমন অভদ্রতা!

অনিকা নিষেধাজ্ঞা জারী করল। বলল,

“ভয়েজটা আমাকে পাঠাও।

মাহাদি মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার আগেই ভয়েজটা পাঠিয়ে দিল ভিক্টর

অনিকার নাম্বারে। অনিকা ভাইয়ের পানে চেয়ে ঠোঁট উচিয়ে শ্লেষ করে হাসল। বলল,”ওই বাড়ির সুফির কাছে এই রেকর্ডটা পাঠাব, আর ও ভাইরাস হয়ে ব্রেকিং নিউজের মতো পুরো পরিবারে খবর ছড়িয়ে দিবে। সুন্দর হবে না ব্যাপারটা?

মাহাদি রাগে চ্যাঁচিয়ে উঠল,“আব্বু, ওকে বলুন লিমিটে থাকতে।

শাহেদ খান শ্রাগ করলেন, উনি কিছু বলতে পারবেন না যার মানে। রুমি খানের পানে তাকাতেই দেখল মা মিটিমিটি হাসছেন। অসহায় চোখে তাকিয়ে বলল,”আম্মুউউ...

রুমি খান বললেন,

“যখন বলে ফেলেছ, তখন তা মোকাবেলা করার সৎ সাহস রাখো, অনিকা পাঠিয়ে দাও মাহাদির রেকর্ডটা।

কথা শেষে রুমি খান শব্দ করে হেসে ফেললেন, সাথে শাহেদ খান ও। সারাদিন একজায়গায় খুঁটির মতো দু-হাত পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা ভিক্টর এর ও ঠোঁটে হাসি দেখা গেল একটু। মাহাদি হতাশ চোখ-মুখে দেখল পরিবারের সবার মুখ, কারোর গতি বিধি দেখে মনে হলো না ডিলেট দেওয়ার ধান্দা আছে রেকর্ডটুকু।নুসরাত গাছের নিচে

দাঁড়িয়ে দেখছে সূক্ষ্ম চোখে গাছটা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে আহান। বোনের মনোভাব সে ধরতে পারছে না। তাই অনবরত জিজ্ঞেস করছে এখানে তারা কেন এসেছে। নুসরাত চোখ গাছের দিকে স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল,”নিউটন সূত্র আবিষ্কার করেছে কীভাবে?

আহানের সরল উত্তর,

“গাছের নিচে বসে।

“ আমি ও সূত্র আবিষ্কার করতে এসেছি এখানে।

আহানের ভ্রু কুঁচকে গেল। নুসরাত আবার বলল,”বাদুড়ের মতো ঝুলে নিউটনের মতো আবিষ্কার করব বাদুড় চোখ দিয়ে না দেখে কীভাবে নিজের পথ চিনে!আহানের ভ্রু জোড়ায় ভাঁজ ছিল, আরো একটু পড়ল। নিউটন তো বাদুড়ের সূত্র আবিষ্কার করেনি, আপু তো ভুলভাল

বকে যাচ্ছে। তাই শুধরে দিতে ভাষণ দিতে দিতে বলে ওঠল,”ইতালীয় বিজ্ঞানী লাজারো স্পালানজানি ১৭৯৩ সালে প্রমাণ করেন বাদুড় চোখ ছাড়াও শুনে পথ চিনে, কিন্তু এখানে তুমি নিউটন পেলে কীভাবে? নিউটন তো এটা বের করেনি।

নুসরাত চোখ রাঙিয়ে তাকাল। খিটমিট করে ওঠে জানতে চায়,”তুই বেশি জানিস, না আমি বেশি জানি?
পিঠে মার পড়বে তাই মিনমিনিয়ে বলল,
“তুমি!
“ তাহলে কে সঠিক?
ভ্রু উচিয়ে তাকিয়ে রইল সে। আহান মৃদু স্বরে বলল,

“তুমি আপু!নুসরাত কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল আরাম করে, গাছে কীভাবে উঠবে তা বুঝতে চেষ্টা করল। আহানের একটু আগের বলা শব্দগুচ্ছ তার মনঃপুত হয়েছে তাই ধরে উড়া ধুরা কয়েকটা পিঠে দেয়নি, একটা ভুলভাল বকত পিচ্চিটা,আর সে ধরেই পিঠে কয়েকটা বসাত। গাছের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে বলল,”আমি গাছে উঠে

বাদুড়ের মতো দু-পা দিয়ে ডাল চেপে ধরে উল্টো ঝুলে থাকব, আর পড়ার সম্ভবনা থাকলেই তুই দৌড়ে এসে আমায় ধরে ফেলবি, বুঝেছিস?

আহান মাথা নাড়াল। নুসরাত গাছ দু-হাতে ধরে ডালে পা রেখে উঠতে উঠতে এমনি চ্যাঁচাল,"আহানরে, পড়ে যাচ্ছি বাঁচা বোনকে!

আহান দৌড়ে এগিয়ে যেতেই নুসরাত হেসে ওঠল। বলল,"মজা

করছিলাম, দেখলাম কতটুকু ভালোবাসিস আমায়!

পরপর আবার বলল,“এককাজ কর আমার একটা ভিডিও বানা গাছে ওঠার, পরে আমাদের টিকটিক আইডিতে পোস্ট করে লিখিস বোনের অজান্তে তৈরিকৃত ভিডিও।

আহান মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বলার পূর্বেই খান বাড়ির সম্মুখ হতে আরশের

হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচানোর স্বর ভেসে এলো,”হচ্ছে কী এখানে?

নুসরাত বিশেষ পাত্তা দিল না আরশকে। গাছের মগডালে ওঠার চেষ্টায় রপ্ত থেকে বলল,”কিছুই হচ্ছে না আরশ ভাই।

আরশ গাছের মধ্যে চোখ রেখে আগায়। কণ্ঠে গম্ভীরতা এটে শুধায়,”তাহলে তুই গাছের মধ্যে কী করতেছিস?

নুসরাত হে হে করে হাসল। বলল,” আসলে আরশ ভাই কয়েকদিন যাবত আমার নতুন কিছু ট্রায় করার ইচ্ছে হচ্ছিল।

নুসরাতের পুরো কথা শেষ হওয়ার আগেই আরশ বলে ওঠল,”তাই বলে গাছের মগডাল থেকে লাফ দিয়ে তুই নতুন কিছু ট্রাই করবি, নিচে নেমে আয় বেয়াদপ, পড়ে হাত পা

ভাঙবি, এক্ষুণি নিচে নেমে আসবি তুই।

আরশের কথা শেষ হতেই গাছ ধরে ঝুলে থাকা নুসরাতের বিরক্ত স্বর ভেসে আসলো,"আগে শুনেন ভাই কী বলি আমি, পরে না হয় বলবেন উপরে থাকব, না নিচে নামব, নাকি আপনার কোলে উঠব।

আরশের কপালে ভাঁজ পড়ল। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে

সটান হয়ে দাঁড়াল। নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করল,”হু, কী করছিলি, বল?নুসরাত গদগদ ভঙ্গিতে হেসে উঠল। ঠোঁটে মারাত্মক হাসি তার, হাসির তোড়ে কথা অস্পষ্ট ভেসে আসে ,”আরশ ভাই, আমার না কয়েকদিন যাবত গাছের মগডালে বাদুড়ের মতো ঝোলার শখ জেগেছে।

নুসরাতের কথা কানে যেতেই না চাইতেও ভ্রু উচিয়ে আসলো আরশের, বুঝতে চাইল মাথা গেছে নাকি আছে ঠিক জায়গায়। মেয়েলি মুখের হাস্যরস প্রতিক্রিয়া দেখে ঠাহর হলো মজা করছে না, আসলেই পাগলটা বাদুড়ের মতো ঝুলতে উঠে পড়েছে গাছে। আরশ নাক ফুলিয়ে তপ্ত শ্বাস ফেলল। বলে ওঠল,"তুই তো নিজেই আস্তো

একটা বাদুড়, বাদুড়ের আবার বাদুড় স্টাইলে গাছে ঝোলার শখ হওয়ার মানে কী আমি খুঁজে পাচ্ছি না।কথা শেষে নুসরাতের গতিবিধি দেখল, নিচে নামার আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছে কোনোটা নেই। তাই সে তর্জনী আঙুল তুলে কেন্দ্রবিন্দু করল হাতের মধ্যে মেয়েটাকে। হাতের ইশারায় চুপচাপ নিচে নেমে আসতো বলল, অতঃপর গম্ভীর গলায়

বলল,”চুপচাপ, কোনো বাকবিতন্ডায় ছাড়া নিচে নেমে আয়, না হলে একটা ঝাটার বারি মাটিতে পড়বে না। নেমে আয় বেয়াদব, নেমে আয় বলছি, এসব ফালতু জিনিস তোর মাথায় আসে কীভাবে!

নুসরাত কানে কথা না তোলেই জেদ ধরে গাছ বেয়ে উঠতে লাগল। তা অবলোকন করে আরশ লম্বা দেখে হাতে একটা কচি বাঁশ নিল।

নুসরাতের দিকে সেটা নিয়ে অগ্রসর হতে হতে রাগী স্বরে চ্যাঁচাল,”নেমে আসতে বলছি না, আয়!নুসরাত ঝটপট উপরে উঠতে উঠতে বলল, “আপনি আসলেই একটা ভেড়া আরশ ভাই।

প্রতিত্তোরে নুসরাতের পায়ের মধ্যে ঠাস ঠাস করে দুটো বারি বসাল আরশ। হিসহিসিয়ে আওড়াল,” আর তুই একটা গাধা..!খান বাড়ির সান

বাঁধানো বাঁ-পাশের পুকুরে হাতে বরশি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে জায়িন। শান্ত ধাতে চেয়ে দেখছে পুকুরে মাছের নড়াচড়া। যেই বরশিতে থাকা টুপটা মাছ মুখে নিতে যাবে অমনি পাথর দিয়ে কেউ একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল, তাই বরশিতে মাছ লাগার পূর্বেই তা পালাল। জায়িন চোখ মুখ কুঁচকে বিরক্ত ভঙ্গিতে উপরের দিকে

তাকাতেই চোখাচোখি হলো নুসরাতের সাথে, অমনি দাঁত বের করে ভেটকি মাছের মতো করে হাসল নুসরাত। হাত নাড়িয়ে বলল,"জায়িন ভাই, আপনার পেছন পেছন এখানেও চলে এসেছি।

জায়িন কথা বলল না, গম্ভীর মুখ করে ধ্যান দিল বরশির দিকে। নুসরাত পাত্তা না পেয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। ধীর পায়ে নিচের

দিকে নেমে গিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে বসল। শ্রবণেন্দ্রিয় বেয়ে ভেসে আসলো প্রশ্ন,”কখন এসেছেন?“এই তো দু-ঘন্টা হবে।

জায়িন পানির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

“ আর কে কে এসেছে?

নুসরাত নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল,

“আমি, আহান, আর আব্বা!

দু-জনের কথোপকথন এইটুকু হলো, কেউ কাউকে আর কোনো প্রশ্ন করল না, কিন্তু পাশে বসে থাকা নুসরাত জায়িনের বরশিতে মাছ আটকানোর পূর্বেই মুখ দিয়ে শব্দ করে ভাগিয়ে দিল, এতে বিরক্ত হলেও তা জাহির করল না জায়িন। আরশের ছোট মামা বছর দশেক হয়েছে বিয়ে করেছেন। তার বড় ছেলে মেহুলের বয়স বর্তমানে চার।

একসাথে দুটো বাচ্চা হওয়ায় উনার স্ত্রী টুম্পা বাচ্চা দুটোকে সামলাতে হিমশিম খান। মেঘলা কিছুটা শান্ত প্রকৃতির হলেও, মেহুল প্রচন্ড চঞ্চল। বাড়ির বয়স্কা কর্তী রোমানা খাতুন ছাড়া আর কাউকেই ভয় পায় না সে তেমন। নিজেকে এই বাড়ির বাদশা মনে করে পেট আগের দিকে দিয়ে হাঁটে। সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়ায় বাড়ির এপাশে-ওপাশে, মনে

ভয় ডরের লেশমাত্র সম্ভবনা নেই। নুসরাত এসেছে থেকে এই বাড়ির ইঁচড়েপাকা ছেলেটা তার পেছনে লেগেছে, একেকসময় একেকভাবে। যেমন কখনো তার গায়ে তেলপোকা এনে ছুঁড়ে মারছে, কখনো বালুর দলা তো তো কখনো লেজ ছাড়া টিকটিকি। নুসরাত ভ্রু কুঁচকে শীতল চোখে দেখছে ছেলেটার আজগুবি কান্ডকারখানা। হুদাই তার সাথে

এসে শত্রুতা করছে। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে শিয়ালের মতো তক্কে তক্কে আছে কখন এই ছেলেকে চেপে ধরে উচিত শিক্ষা দিবে, তাই মাথায় চাপ না দিয়ে, কাউচে এক পা তুলে বসে আরাম করে কামড় বসাল আপেলে। নির্লিপ্ত মুখটা হঠাৎ অদ্ভুত হাসির তোড়ে বেঁকে গেল। পেছন থেকে আসা ছায়া যখনই এগিয়ে এসে ঘাড়ের কাছে কিছু

একটা রাখতে যাবে, অমনি হাতটা চেপে ধরে ধপাস করে এনে ফেলল নিজের সামনে মেহুলকে। তীরের ফলার ন্যায় এক ভ্রু উচিয়ে শুধাল,”বেয়াদব, বেয়াদবি হচ্ছে আমার সাথে?মেহুলের দু-হাত নিজের একহাতে চেপে ধরে আরশোলাটা নিজের অন্য হাতের মধ্যে নিল। ঘৃণিতে দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, সামনে চেপে ধরে

রাখা মেহুলের পানে তাকাল,যে এখন তার হাত থেকে ছাড়ার পাওয়ার চেষ্টায় হাত পা ছুঁড়ছে। নুসরাত ছেড়ে দিল না, শক্তি লাগিয়ে, হাতের তালু দিয়ে ঠাস করে গাল বরাবর একটা থাপ্পড় বসাল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল,”আর আমার সাথে বদমায়েশি করবা?

মেহুল দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে না জানাল, মনে মনে তখন ভেবে

ফেলেছে এখান থেকে বের হয়েই কীভাবে প্রতিশোধ নিবে। পা দিয়ে লাথি মারার চেষ্টা করতেই, টুম্পা এসে দু-জনকে পেয়ে গেলেন ঝগড়া করতে। ছেলের কান্ডে ধমকালেন,"মেহুল, সম্মান দাও, বড় বোন হয় তোমার।মায়ের ধমকে ছটফট থেমে গেল মেহুলের। হাত ঢিলে করে দিতেই ক্রোধানিত নয়নে নুসরাতকে দেখে চলে যেতে নিবে

মুখ ঝামটা মেরে, নুসরাত রসিয়ে রসিয়ে জানতে চাইল,”আন্টি মেহুলের খাৎনা হয়ে গেছে?

ভদ্রমহিলা দু-পাশে মাথা নাড়িয়ে নিষ্পাপ ভঙ্গিতে বললেন,“না তো মা।নুসরাত ঠোঁটে হাত চেপে ধরল বিস্ময়ের ভান করে। বলল,” যত তাড়াতাড়ি পারুন সুন্নতে খাৎনা করে ফেলুন, এই তো বয়স খাৎনা করার। আমার মনে আছে আমাদের

আহানের দু বছরে পাখি কাটা হয়েছিল, এমনকি ইরহামের ও।

মিথ্যেটুকু অনায়াসে বলে হাসল সে। মনে মনে নিজেকে বাহবা দিল এত গুছিয়ে মিথ্যে বলা নিয়ে। ইরহাম তার তেরোদিন আগে পৃথিবীতে ল্যান্ড করেছে, সে কীভাবে জানবে কখন ইরহামের খাৎনা হয়েছে, যাই হোক, মিথ্যে বলাই যায়, এই মহিলা তো আর জানে না ইরহাম আগে

পয়দা হয়েছে নাকি সে। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেহুলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চোখা করে ভেঙ্গাল। ভ্রু উচিয়ে ইশারাত জানতে চাইল,"আর পাঙ্গা নিবা আমার সাথে?'

মেহুল নুসরাতকে ঠাট্টা করে হাসল, মনে করল তার মা মানা করবে। কিন্তু নুসরাতের সাথে সুর মিলিয়ে একইতালে বললেন তিনি,"ঠিক কথা

মনে করিয়েছ মা, আল্লাহ তোমার ভালো করুক। আমি আজই ওর বাবা আর দাদির কানে কথাটুকু তুলব।

নুসরাত বিনয়ী হাসল। মিনমিন করে বলল,

“হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষকে এভাবে বাঁশ দিয়ে সাহায্য করাই হলোই তো আমার দায়িত্ব কর্তব্য।রাত এগারোটার সময় খাবার টেবিলে খাবার খেতে বসল

সবাই। খাবার টেবিলে রাখার আগেই আহান আর নুসরাত এসে দু-হাত পা মেলে আরাম করে বসে পড়ল। নুসরাত কোনো বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হলো না, নির্লিপ্ত মুখে ভাত বেড়ে নিয়ে মুখে তোলার প্রস্তুতি নিল।

খাবারের পদের ক্ষেত্রে গরুর মাংস পছন্দের খাবার নুসরাতের, এই পদটা টেবিলে থাকলে অন্য কোনো

খাবারের দিকে চোখ তুলে তাকায় না সে ভুলেও, তাই আজও একই কান্ড ঘটল, গরুর মাংসের বাটি সবার আগে টেনে নিল নিজের দিকে। পাশ ঘেঁষে বসা আরশ হাত বাড়িয়ে ছিল নেওয়ার আশায়, তা গুটিয়ে নিতে হলো রমনীর উৎসুকতায়।

ইসরাত মুরগীর মাংস বেশি পছন্দ করে, আহান ও একই, নুসরাত তো

কখনো কখনো বলে পল্ট্রি চিকেন খেয়ে পল্ট্রি মুরগীর মতো হয়ে যাচ্ছে দু-জনেই। এতে বিশেষ পাত্তা দেয় না কেউই, কারণ সৈয়দ বাড়ির ভেতর নুসরাত একমাত্র ফালতু কথা বলায় উস্তাদ।জায়িনের আবার খাবারের ক্ষেত্রে ভিন্নতা, সে পছন্দ করে ছাগলের মাংস। রুমানা খাতুন ইসরাতকে বিশেষ পছন্দ না

করলেও নাতীদের পছন্দ অনুসারে রেখেছেন খাবারের সকল পদ।

আরশ আর নুসরাতের জীবনেও কোনো কিছুতে মিল না হলেও খাবারের ক্ষেত্রে একটু আকটু মিলে যায় পছন্দ। যেমন নুসরাতের গরুর মাংস পছন্দ, আরশের ক্ষেত্রেও তাই। ব্ল্যাক কফি দু-জনেই অপছন্দ করে, তবুও মুখ কুঁচকে গলদকরণ করে। সবজির ক্ষেত্রে নুসরাতের

অপছন্দের তালিকায় সর্বপ্রথম করলা, আর আরশের পছন্দের তালিকায় সর্বপ্রথম এই সবজিটা। আরশের অপছন্দ হলো ফুলকপি, নুসরাতের আবার তা পছন্দ। শুটকি পছন্দ নুসরাতের, আরশ আবার তা দু-চোখে ঘৃণা করে। স্পাইসি খাবার সৈয়দ বাড়ির কারোর মুখে রোচে না, তাই খাবারে মরিচের পরিমাণ সবসময় কম থাকে। আরশ জাল

খাবার পছন্দ না করলেও মিষ্টি আর টক খাবার একদম দু-চোখে দেখতে পারে না। এদিকে মিষ্টি আর টক খাবার নুসরাতের পছন্দের শীর্ষতালিকায়।গরুর মাংস বাটি থেকে নিতে গিয়ে বারবার হাত ফসকে গেল নুসরাতের। আরশ হয়তো খেয়াল করল তা, হাত বাড়িয়ে টেনে নিল একপ্রকার চামচ। নুসরাত ঠোঁট চোখা করে কিছু

বলতে নিবে, আরশ চুপচাপ প্লেটে চামচ ভরে ভরে মাংস তুলে দিল। ধমকে ওঠে বলল,”খা!

নুসরাত বিমূঢ় আঁখিপল্লব নিয়ে তাকিয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল,”ধমকাচ্ছেন কেন, আশ্চর্য?

আরশ কথা বলল না। গরুর মাংস প্লেটে নেওয়ার জন্য চামচ হাতে নিতেই নুসরাত এমনি সেধে বলল,”আরশ ভাই আমি বেড়ে দেই?

আরশ মানা করে দিবে ভেবে নড়েচড়ে বসল। মনে মনে প্রহর গুণল মানা করার, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে আরশ হাত সরিয়ে নিল। ইশারায় বোঝাল বেড়ে দিতে, অস্ফুটে উচ্চারণ হলো,"হু!
আরশের রাজী হয়ে যাওয়ায় মোটেও খুশি হলো না নুসরাত। মেঘের আধারে ঢেকে গেল উজ্জ্বল মুখশ্রীটুকু! মিন মিন করল নিজ

মনে,”নিজে বেড়ে খা না ভাই, আমাকে বলছিস কেন!

আরশের কানে কথাগুলো গেলেও প্রতিক্রিয়া দেখাল না, বুকে হাত ভাঁজ করে তাকিয়ে দেখল নির্মিশেষ দৃষ্টিতে খাবার বেড়ে দেওয়া চিকন হাতটা। বাটি উল্টে ঢেলে দিতে দিতে নুসরাত প্রশ্নাত্মক কণ্ঠে জানতে চাইল,”আর লাগবে আরশ ভাই? আরশ মানা করার পূর্বেই পুরো বাটি

আরশের প্লেটে দেখা গেল। নুসরাত আরশের দৃষ্টি উপেক্ষা করে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে খাবারের ধ্যান দিল।

সাধারণ এই দৃশ্য সাধারণ ঠেকল না সামনে বসে রুমানা খাতুনের নিকট। নাতীর ওমন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটার দিকে হা করে পলকবিহীন তাকিয়ে থাকা বয়স্কার নিকট অদ্ভুত ঠেকল। খাবার বেড়ে দেওয়া একে অন্যের প্লেটে এটা ও মনে সূক্ষ্ম

তেতোওতার সৃষ্টি করল। চামচ শব্দ করে ফেলে দিয়ে কিছু বলতে নিবেন, মুখ আটকালেন। গলবিলে দলা পাকানো কথাটুকু গিলে নিলেন আলগোছে। সবার দৃষ্টি নিজের দিকে উপলব্ধি হতেই বললেন,”আগামীকাল মেহুলের খাৎনা করা হবে, আতিক খাৎনাওয়ালা নিয়ে এসো সকাল সকাল।

নুসরাত ঠোঁট উচিয়ে তাকাল খাবার টেবিলে একপাশে গোমড়া মুখে বসে থাকা মেহুলের দিকে। দৃষ্টতা নিয়ে তাকিয়ে রইল, যেই মেহুল এদিকে তাকাল অমনি চোখাচোখি হলো দু-জনের। মেহুলের বিনা আর্তনাদে অসহায় মুখখানা দেখে, মুখের ভেতর থাকা খাবার না চাইতেও ছিটকে বেরিয়ে আসলো নুসরাতের। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল পুরো ড্রয়িং

রুম কাঁপিয়ে। আহান নুসরাতের হা হা করে হাসি দেখে ঠোঁট টিপল নিজের হাসি আটকানোর জন্য, হলো না, নিজেও কাহিনি না জেনে সুর মিলিয়ে হেসে উঠল।ঘড়ির কাটায় তখন কাটায় কাটায় এগারোটা বাজছে। মেহুলকে অনেকক্ষণ যাবত বোঝানোর চেষ্টা চলছে খাৎনা করার জন্য কিন্তু কোনোভাবেই সে রাজী না। দু-হাত পা ছড়িয়ে বাড়ির

মেঝেতে শুয়ে আছে, সাথে ঘোৎ ঘোৎ করে নিজের মনের রাগ, ক্ষোভ প্রকাশ করছে। যেই সে নুসরাতের ওভাল আকৃতির মেসি বান করা হাস্যরস মুখটা দেখছে তখনই ইচ্ছে করতেছে চুল ছিঁড়ে মুখে আঁচড় কাটতে। রাগ রাগ চোখ মুখে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চ্যাঁচাল, কেউই কানে তুলল না মেহুলের আত্মচিৎকার। নুসরাত এক পা

চেয়ারে তুলে বসে আরাম করে আপেলে কামড় বসাতে বসাতএ হাসল সবার অগোচরে। এতে হয়তো মেহুলের রাগে ঘি ঢালল, হাতের কাছে থাকা ফুলদানিটা তুলে ছুঁড়ে মারল তার দিকে। সেকেন্ডের ভেতর উড়ে এসে পড়তে নিল তার নাক -কপাল বরাবর তার পূর্বেই বিমূর্ত হয়ে বসে থাকা নুসরাতকে এক টানে সেখান থেকে সরিয়ে নিল

একটা শক্তপোক্ত হাত। নুসরাত হকচকিয়ে দেখল মেহুলকে, চোখ-মুখ বিস্ময়ের অন্তর্ভুক্ত। নাসারন্ধ্রে কুস্তুরীর ঘ্রাণ প্রবেশ করতেই মাথা তুলে উপরে তাকাল, চোখাচোখি হলো নিষ্প্রাণ কালো বলয়ের আঁখিযুগলে। কানে ভেসে এলো,"ব্যথা পেয়েছিস?নুসরাত রোবটের ন্যায় মাথা দু-পাশে দুলিয়ে না জানাল। মেহুলের দিকে ঘাড়

বাঁকিয়ে তাকিয়ে হাসল তাচ্ছিল্য, তাকে টার্গেট করে নিক্ষেপ করা ফুলদানিটা ফসকে যাওয়ায়। কিছুক্ষণ পূর্বের হামলার কথা ভুলে গিয়ে জিভ বের করে ভেঙাল আবারো। বুড়ো আঙুল উল্টে দেখাল কাচকলা।

মেহুল তেড়ে আসতে নিবে তার আগেই খান বাড়িতে পর্দাপণ ঘটল খাৎনাওয়ালার। লোকটার সে কি

ভীষণ তাড়া! এসেই তাড়া লাগালেন উনার শিগগির ফিরে যেতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে নিয়ে আসার জন্য। মেহুল লোকটাকে দেখে পালিয়ে যেতে চাইল দৌড় দিয়ে, খপ করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল তাকে সার্থ। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল রুমের দিকে। মেহুল চ্যাঁচাচ্ছে,"ভাইয়া ব্যথা লাগবে,

ভাইয়া আমি যাব না। নুসরাত আপু বলেছে ব্যথা লাগবে, ব্যথা!

নুসরাত শ্রাগ করে কপালে ভাঁজ ফেলল। বলল,“আমি কখন বললাম ব্যথা লাগবে!

মেহুলকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে যেতে স্বার্থ বলছে,”আরে কীসের ব্যথা, কোনো ব্যথা ট্যথা লাগবে না, এই যাবি আর এই আসবি।

মেহুল গলা ফেড়ে চিৎকার করলেও কেউ ধ্যান দিল না এতে। রুমানা খাতুন ততক্ষণে এসে ড্রয়িং রুমে হাজির হয়েছেন। খাৎনাওয়ালার সাথে কথা বলা শেষে দু-জনেই এগোলেন সম্মুখে। নুসরাত সেটা খেয়াল করেই আরশের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে, কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়াল। আরশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কিৎকাল উপর-নিচ

দেখল। দু-ভ্রু এর মাঝে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল,”ব্রো তোমার হয়েছে?
আরশ দু-ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইল,“কী!
নুসরাত ইশারা দিয়ে কিছু একটা বোঝাল। ইশারায় বোঝানোতে রপ্ত থেকে অস্ফুটে উচ্চারণ করল,”আরে ওইসব!

আরশ নুসরাতের হেয়ালিতে মেজাজ খোয়াল পরক্ষণেই। নাক মুখ কুঁচকে চ্যাঁচাল,”কীসব কী হবে!

“আরে বুঝেন না?

আবারো চোখ দিয়ে ইশারা করল আরশকে। না চাইতেও এবার ধৈর্য হারিয়ে তেড়ে আসলো নুসরাতের দিকে আরশ। বিকট শব্দে হুংকার দিল,”না বুঝি না, মুখ দিয়ে বল বেয়াদব।

নুসরাত আরশের থেকে নির্দিষ্ট দূরি তৈরি করল পিছু সরে যেতে যেতে। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে নির্লজ্জের মতো শুধাল,"আপনার সুন্নতে খাৎনা হয়ে গেছে আরশ ভাই?আরশ ক্রোধে চোখ-মুখ লাল করে গর্জাল। দাঁতের কপাটি চেপে রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল, নুসরাতের ভেটকানো দেখে তা আরো বৃদ্ধি পেল। কটমট করে দাঁতের কপাটি পিষল, মুখ দিয়ে

হিসহিসিয়ে বের হয়ে আসলো,”না, তুই আর তোর বাপ এসে খাৎনা করবি বলে বসে ছিলাম, আয় করে দে খাৎনা।

নুসরাত দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকানোর বৃথা প্রচেষ্টা চালাল, না পেরে হাত দিয়ে ঠোঁটের হাসি চাপিয়ে বলে ওঠল,” কাঁচি, বটি, তুলা, সেভলন, আর যা যা প্রয়োজন নিয়ে আসি, একমিনিট

অপেক্ষা করুন আরশ ভাই, আমি এই যাচ্ছি আর আগামী তিনদিন এর ভেতর চলে আসছি..!নুসরাত নিজের এমন বেহায়পনায় মোটেও লজ্জা পেল না, উল্টো আরশের এমন রেগে যাওয়ায় বেশি অবাক হলো। নিত্যনতুন একই ঘটনা ঘটার পর একটা লোক কীভাবে তার উপর সেইম কাহিনির জন্য রেগে যায় তা ভাবতে গিয়ে মাথায় জট পাঁকিয়ে

গেল, তবুও জট ছাড়ানোর চেষ্টা না করে আরশকে আবারো জ্বালাতে ব্যস্ত হলো মনপ্রাণ কাজে লাগিয়ে। চোখ তুলে উপরে তাকাতেই থাবা দিয়ে ঘাড় চেপে ধরল আরশ তার। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে আওড়াল,"নুসরাত, খুব বাড় বেড়েছিস তুই!

মেয়েটা হাসল। আরশের হাত থেকে ঘাড় ছাড়ানোর চেষ্টা করল না। গা

ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হেসে কিছু বলতে নিবে কানে ভেসে এলো কিছু শব্দ,”আর যদি একটা ফালতু কথা বকিস তাহলে মাথায় তুলে আছাড় মারব তোকে।

নুসরাত অবাক কণ্ঠে জানতে চায়,“কোথায় কী বকলাম?

আরশ ভ্রুদ্বয়ের মাঝে ভাঁজ ফেলে জানতে চায়, “তাহলে এতক্ষণ কী করছিলি?

“আমি তো শুধু বলছিলাম!

নুসরাতের কথা শেষ হতেই ঘাড়ের কাছে চেপে ধরা হাতটা আরো শক্ত হয়ে আসলো। আরশ হুশিয়ারি দিল,”আর যদি বলিস তাহলে পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিব।

নুসরাত শ্রাগ করল। মৃদু আওয়াজে আওড়াল,

“‘তো ফেলে দেন না, আমি ভয় পাই নাকি?

আরশ তর্জনী আঙুল দিয়ে নুসরাতের কপালের কাছে দুটো টোকা দিয়ে শুধায়,,”এখানে মস্তিষ্ক বলতে কোনো জিনিস আছে?

“না নেই, আমি বাদে আপনার আর আপনার চৌদ্দ গুষ্টির শুধু আছে।

আরশ চুটকি বাজাল। ঠোঁটে স্মিথ হাসির রেখে খেলে গেল। বলল,”রাইট, ইউ আর রাইট নুসরাত নাছির।মাছ ধরার জন্য

গতকাল লোক আনানো হলেও তেমন মাছ জালে আটকায়নি, তাই আজ আবারো আনানো হয়েছে তাদের। প্রায় ত্রিশ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর পেছনের পুকুর থেকে বড় একটা রুই মাছ উঠেছে জালে, সেই নিয়ে হট্টগোল চলছে সবার মাঝে। নুসরাত আর আহান পাশাপাশি বসে পুকুর পাড়ে মাছ জালে ধরা দেখছিল, দেখা শেষে

বিরক্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ফিরে যাওয়ার জন্য খান বাড়িতে। ওয়াইড লেগ জিন্স এর পেছন ঝেড়ে নিয়ে যেই মাথা ঘোরাতে নিবে অমনি ধপাস করে পানির মধ্যে শব্দ হলো, বাড়িতে আর ফিরে যাওয়া হলো না তার। চোখ দুটো রসগোল্লার ন্যায় হয়ে গেল প্রকট। পানির মধ্যে খাবি খাওয়া, ছটফট করতে থাকা ইসরাতের ফ্যাকাশে হয়ে আসা

মুখটা অক্ষিকোটরে অন্তরগত হলো। কণ্ঠে মারাত্মক অস্তিরতা নিয়ে চ্যাঁচাল,”জায়িন ভাইয়া, ইসরাত পানিতে পড়ে গেছে, বাঁচান ওকে।

জায়িন প্রথমে পরিস্থিতি ঠাহর করতে পারল না, যতক্ষণে বুঝতে পারল ততক্ষণে হাজারো বুদবুদ উপরের দিকে উঠে নিচের দিকে তলিয়ে গেছে মেয়েটা। হাত-পা অনবরত পানিতে ঝাপাঝাপির

আওয়াজ হলো। একইসাথে কানের কাছে নুসরাতের চিৎকার,"এইইই জায়িন ভাই, ইসরাত সাতার জানে না। আরে ভাই এমন দাঁড়িয়ে আছেন কেন, নামুন না পানিতে। জায়িনকে থম মেরে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নুসরাত নিজে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়াল পানিতে নামার জন্য। ভুলে বসল সে ও সাতার জানে না। আনাড়ি এ ক্ষেত্রে! পায়ের

পাতায় পানি লাগার আগেই ছিটকে এসে একদলা পানি লাগল নুসরাতের গায়ে। কানে ভেসে এলো জায়িনের স্বর,”আমি ও সাতার জানি না..!মাথায় গাথল কী সেই কথা বোঝা গেল না। নুসরাত চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল খাদের মতো পুকুরটার দিকে। দিকবিদিক ভুলে, শূণ্য মস্তিষ্কে নিজেও লাফিয়ে ওঠে পানিতে নেমে

গেল। পুকুরে নামার পর বুঝল কতবড় ভুল করেছে সে, হাত পা ঝাপটে যত উপরের দিকে উঠে আসলো, তত তলিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে, মনে হলো রাক্ষসের মতো গিলে নিচ্ছে তাকে নিজের ভেতরে পুকুরটা। শ্বাস নেওয়ার জন্য হা করতেই নাক মুখে পানি ঢুকে কুহ কুহ করে কেঁশে উঠল। হাপড়ের ন্যায় চোখের পাতা

ঝাপটাল বাঁচার আশায়, সামনের আলোচ্ছন্ন দুনিয়া দেখার লোভে, সম্ভব হলো না, আধারে ছেয়ে গেল সবটুকু। ঠোঁট চেপে চোখ বন্ধ করে নেওয়ার পুর্বে অক্ষিকোটরে ভাসল, তার দিকে দ্রুততার সহিত ধেয়ে আসা একখানা মুখ। নিজের বিভ্রমে নিজেকে তাচ্ছিল্য করে হাসল,বাঁচার আকাঙ্ক্ষাটুকু হারিয়ে গেল অচিরেই, কানের কাছে তখন সাইরেনের মতো

শব্দ হচ্ছে, হয়তো জান কবজের ফেরেস্তা আসছেন তার নিকট জান কবজ করতে। অপটু হাত-পায়ে পানিতে ঝাপটানো থামিয়ে হাল ছেড়ে দিল, মৃত্যুকে দু-হাতে আলিঙ্গন করতে, তলিয়ে গেল নিচের দিকে। বন্ধ চোখের পাতায় ভাসল আরশের সাদা কালো অসহায়, ক্রোধে লাল হওয়া চেহারাটা। ঠোঁটে আবারো ভেসে উঠল করুণ হাসি।

খুব কাছ থেকে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পেল সে,নিজের অন্তিম মুহুর্তের প্রহর গুণল মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ জোড়ে, কখন এসে ধরা দিবে সেই মুহুর্ত, না চাইতেও মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ হলো,'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ...!!'যতক্ষণে খান বাড়ির সবাই আসলো ততক্ষণে পানিতে থাকা মানুষগুলোর অস্তিত্ব

ডুবে গেছে। শান্ত পানিতে বুদবুদ উপরে উঠছে শুধু। কেউ কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধড়াম করে পানিতে আবার শব্দ হলো। লিপি বেগম যখন দেখলেন পুকুরের পানিতে তার ছোট ছেলে তখন কিছু বলতে ভুলে গেলেন। হেলাল সাহেব হেড়ে গলায় পেছন থেকে ছেলে মেয়েদের নির্বুদ্ধিতা চ্যাঁচাচ্ছেন,”চারটার একটা ও সাতার

জানে না, বোকাদের মতো ঝাপাল কীভাবে পানিতে?

আহান কিৎকাল বর্তমান পরিস্থিতি দেখল গোল গোল চোখ দুটো দিয়ে, পানিতে নামার জন্য পা টিপেটিপে সিঁড়ি ভেঙে নামল। ভয়ার্তহীন মুখে পানিতে পা রাখার পূর্বেই এক হাতে স্বার্থ টেনে নিল তাকে। ভ্রু উচিয়ে জানতে চাইল,"কোথায় যাচ্ছো পিচ্চি?আহান নিজের টি-শার্ট টেনে

ছাড়িয়ে নিল। মুখে বিরক্তির ছাপ। নাক ফুলিয়ে বলল,”সবাই পানিতে নেমে গেছে দেখছ না, আমি ও নামছি যাতে পানি থেকে কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে পারি।

স্বার্থ দেখল আহানের বোকা বোকা গুলুমুলু মুখটা। দু-আঙুলের সাহায্য গাল শক্ত করে টেনে দিয়ে বলল,”সাতার জানো তুমি?

আহানের নির্লিপ্ত উত্তর,

“না।

“ তাহলে কোন সাহসে তুমি নামছো?আহান কোনো যুথসই শব্দ খুঁজে পেল না বলার জন্য, তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ততক্ষণে নাছির সাহেব আর হেলাল সাহেব দু-জনেই পানিতে নেমে গেছেন। পটু হাতে অগ্রসর হচ্ছেন অন্ধকার গহব্বরের দিকে। একে একে জালুয়ারা ও নিজেদের জাল নিয়ে

পানিতে নামছেন। পাড়ে দাঁড়ানো লিপি বেগমের মুখটা কালো বর্ণ ধারণ করে থমথমে হয়ে গেছে। চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পারলে এই মুহুর্তে এই বাড়ি থেকে প্রস্থান নিতেন, শুধু নিজের অপরাগতার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আহানের হাতের কব্জি চেপে ধরলেন নিজের হাতের মুঠোয়। বিড়বিড় করে

আওড়ালেন,”আল্লাহ আল্লাহ করে সবাই সুস্থ হয়ে ফিরুক পানি থেকে ফিরুক, আর এক মুহুর্ত এই বাড়িতে থাকব না আমি।গাড়ির ব্যাক সিটে বোন আর ভিক্টরের মাঝখানে চুপচাপ বসে আছে মাহাদি। মুখটা গোমড়া, দেখেই বোঝা যাচ্ছে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। মাহাদির পরিবার আজ মেয়ে দেখতে যাচ্ছে মীরা বাজার।

অনিকার মুখটা খুশিতে প্রফুল্ল হলেও মাহাদির মুখটা অন্ধকার। সবকিছু বিরক্ত বিরক্ত ঠেকছে তার নিকট। মমোকে পাত্রী হিসেবে না করতেই, পরেরদিন থেকে একের পর এক পাত্রীর ছবি নিয়ে তার সামনে হাজির পুরো পরিবার। দু-দিন যাবত কোনোরকম না করে সবাইকে টলানো গেলেও আজ কাউকে টলানো গেল না,একদম বগলদাবা

করে নিয়ে এসেছে পাত্রী দেখাতে। গাড়ি চলতে চলতে এক সময় এসে নিজ গন্তব্যে থামল শব্দ করে, হর্ণ বেজে ওঠল, আর এতেই চিন্তাকরণ থেকে বের হয়ে আসলো মাহাদি। মুখটা গম্ভীর করে ধুপধাপ পায়ে নামল গাড়ি থেকে। হাতে কালো রঙের কোট, গ্রে কালার শার্ট ইন করে পরা কালো প্যান্টের সাথে, শার্টের হাতা কব্জি পর্যন্ত গোটানো।

উপর থেকে একদম ফিটফাট। পায়ে শু এর জায়গায় এক জোড়া স্যান্ডেল। অনিকা যখন সেটা খেয়াল করল, তখন জিজ্ঞেস করল,"এই জুতো কোথা থেকে নিয়ে আসছো তুমি?

মাহাদি বিরক্ত ভঙ্গিতে বোনের দিকে তাকিয়ে বলতে নিল কাবার্ড থেকে, তার আগেই নেত্রকোণায় ভাসল পায়ের জুতো জোড়া। কপালের ভাঁজ

নিমেষে শীতল হয়ে গেল। মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো,'''ওয়াশরুম থেকে।